CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৩১।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্যই আমি দেহ ধারণ করি। আমার পরমভক্ত প্রহ্লাদ অন্যতম ভাগবত ধর্ম্মবিৎ। প্রহ্লাদ গুরুগৃহ হ'তে পিতার কাছে উপস্থিত হ'লে, পিতা বলেন—বৎস! তুমি যা সাধু মনে কর, তা আমাকে বল। প্রহ্লাদ বলে—'অহং মম' এই মিথ্যা অভিনিবেশহেতু সতত সমুদ্বিগ্নবুদ্ধি দেহিগণের বনগমন-পূর্ব্বক হরিকে আশ্রয় করাই সাধু ব'লে মনে করি। হিরণ্যকশিপু হাস্য করত গুরুগৃহে পাঠাভ্যাসের জন্য পাঠায় বরান্তরে হিরণ্যকশিপু কি উত্তম অধ্যয়ন ক'রেছে জিজ্ঞাসা ক'রলে প্রহ্লাদ বলে—বিষ্ণুর

১১শ বর্ষ, কার্ত্তিকমাস, ১৩৭৯] পঞ্চমসংখ্যা ঔষানী যাত্রা

(আর্য্যশাস্ত্র)

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

(মহাভারতম্)

756.3 Mah/4

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৪-৮৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ১·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

অত্র যন্মন্যসে প্রাপ্তং তচ্ছীঘ্রং সম্প্রধারয়।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাধেয়স্যামিতৌজসঃ॥ ২৭
উবাচ বচনং শল্যঃ সূতপুত্রং তথাগতম্।
অভিযাহি মহাবাহো ভীমসেনং মহাবলম্॥ ২৮
নিরস্য ভীমসেনং তু ততঃ প্রাপ্স্যসি ফাল্গুনম্।
যত্তে কামোঽভিলষিতশ্চিরাৎ প্রভৃতি হৃদ্গতঃ॥ ২৯
স বৈ সম্পৎস্যতে কর্ণ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
এবমুক্তে ততঃ কর্ণঃ শল্যং পুনরভাষত॥ ৩০
হন্তাহমর্জুনং সংখ্যে মাং বা হন্যাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
যুদ্ধে মনঃ সমাধায় যাহি যত্র বৃকোদরঃ॥ ৩১

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু শল্যস্তত্র বিশাম্পতে।
যত্র ভীমো মহেষ্বাসো ব্যদ্রাবয়ত বাহিনীম্॥ ৩২
ততস্তূর্যনিনাদশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ।
উদতিষ্ঠচ্চ রাজেন্দ্র কর্ণভীমসমাগমে॥ ৩৩
ভীমসেনোঽথ সংক্রুদ্ধস্তস্য সৈন্যং দুরাসদম্।
নারাচৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্দিশঃ প্রাদ্রাবয়দ্ বলী॥ ৩৪
স সংনিপাতস্তুমুলো ঘোররূপো বিশাম্পতে।
আসীদ্ রৌদ্রো মহারাজ কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে॥ ৩৫
ততো মুহূর্তাদ্ রাজেন্দ্র পাণ্ডবঃ কর্ণমাদ্রবৎ।
সমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ॥ ৩৬
আজঘান সুসংক্রুদ্ধো নারাচেন স্তনান্তরে।
পুনশ্চৈনমমেয়াত্মা শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ৩৭
স বিদ্ধঃ সূতপুত্রেণ ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈঃ কর্ণং নবভির্নতপর্বভিঃ॥ ৩৮
তস্য কর্ণো ধনুর্মধ্যে দ্বিধা চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে॥ ৩৯
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন সর্বাবরণভেদিনা।
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় সূতপুত্রং বৃকোদরঃ॥ ৪০
রাজন্ মর্মসু মর্মজ্ঞো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ননাদ বলবন্নাদং কম্পয়ন্নিব রোদসী॥ ৪১

অমিতশক্তিশালী রাধাপুত্র কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শল্য সূতনন্দন কর্ণকে যথোপযুক্ত এই কথা বলিলেন॥২৭½

মহাবাহো! তুমি মহাবল ভীমসেনকে আক্রমণ কর। ভীমসেনকে পরাজিত করিলে পর নিশ্চয়ই অর্জুনকে তুমি নিজের সম্মুখে পাইবে॥ ২৮½

কর্ণ! তোমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অভীষ্ট মনোরথ রহিয়াছে, উহা নিশ্চয়ই তোমার সফল হইবে, ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি॥ ২৯½

তিনি এই কথা বলিলে পর কর্ণ পুনরায় শল্যকে বলিলেন—মদ্ররাজ! আমি যুদ্ধে হয় অর্জুনকে বধ করিব কিংবা অর্জুন আমাকে বধ করিবে। এই উদ্দেশ্যে মন সংযোগ করিয়া যেখানে ভীমসেন আছেন, সেখানেই চল॥ ৩০-৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! তদনন্তর শল্য রথের দ্বারা অতিক্রুত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাবলশালী ভীমসেন আপনার সৈন্যদের বিতাড়িত করিতেছেন॥ ৩২

রাজেন্দ্র! কর্ণ ও ভীমসেনের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইলে পর পুনরায় তূর্য ও ভেরীসমূহের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল॥ ৩৩

বলবান্ ভীমসেন অত্যন্ত কুপিত হইয়া নির্মল তীক্ষ্ণধার নারাচসমূহের দ্বারা আপনার দুর্জয় সৈন্যবাহিনীকে চারিদিকে বিতাড়িত করিতে থাকিলেন॥ ৩৪

প্রজানাথ! মহারাজ! কর্ণ ও ভীমসেনের সেই যুদ্ধে অতিশয় ভয়ঙ্কর, তুমুল ও ঘোরতর সংঘর্ষ হইল॥ ৩৫

রাজেন্দ্র! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন মুহূর্তকালের মধ্যেই কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সূর্যানন্দন ধর্মাত্মা কর্ণ একটি নারাচের দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন। অমিত আত্মবলসম্পন্ন সেই বীর তাঁহাকে স্বীয় বাণবর্ষণের দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৬-৩৭

সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া ভীমসেনও তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং আনতপর্বযুক্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৩৮

তখন কর্ণ ভীমসেনের ধনুর মধ্যভাগে বাণসমূহের দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহার বক্ষে সমস্ত আবরণ-ভেদকারী অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার একটি নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন॥ ৩৯½

রাজন্! মর্মজ্ঞ ভীমসেন অপর একটি ধনু গ্রহণ করত সূতপুত্র কর্ণের মর্মস্থানসমূহে তীক্ষ্ণধার বাণসকলের দ্বারা প্রহার করিলেন এবং পৃথিবী ও আকাশকে কম্পিত করিতে করিতে তিনি ভীষণস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ৪০-৪১

তং কর্ণঃ পঞ্চবিংশত্যা নারাচেন সমার্পয়ৎ।
মদোৎকটং বনে দৃপ্তমুষ্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ৮২
ততঃ সায়কভিন্নাঙ্গঃ পাণ্ডবঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ
সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষঃ সূতপুত্রবধেপ্সয়া ॥ ৮৩
স কার্ম্মুকে মহাবেগং ভারসাধনমুত্তমম্
গিরীণামপি ভেত্তারং সায়কং সমযোজয়ৎ ॥ ৮৪
বিকৃষ্য বলবচ্চাপমাকর্ণাদতিমারুতিঃ।
তং মুমোচ মহেষ্বাসঃ ক্রুদ্ধঃ কর্ণজিঘাংসয়া ॥ ৮৫
স বিসৃষ্টো বলবতা বাণো বজ্রাশনিস্বনঃ
অদারয়ন্ রণে কর্ণং বজ্রবেগো যথাচলম্ ॥ ৮৬
স ভীমসেনাভিহতঃ সূতপুত্রঃ কুরূদ্বহ
নিষসাদ রথোপস্থে বিসংজ্ঞঃ সূতনাপতিঃ ॥ ৮৭
(রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গো গতাসুরিব দন্তিনঃ।
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা মদ্ররাজো বৃকোদরম্।

কর্ণ ভীমসেনকে পঁচিশটি নারাচ প্রহার করিলেন, ইহাতে মনে হইল কোন মৃগয়াকারী শিকারী বনে দর্পযুক্ত মদোন্মত্ত গজরাজের উপর উল্কাসমূহের দ্বারা প্রহার করিল। ৮২

তাহার পর কর্ণের বাণসমূহে সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হইলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রোষ ও অমর্ষে তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার বাসনায় ধনুতে একটি অত্যন্ত বেগশালী, ভারসাধনে সমর্থ, উত্তম এবং পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ বাণ যোজনা করিলেন। ৪৩-৪৪

পুনরায় পবননন্দন হনুমান্ হইতেও অধিক পরাক্রমকারী মহাবাহু ভীমসেন ধনুটিকে সবেগে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত কর্ণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই বাণকে ক্রোধের সহিত নিক্ষেপ করিলেন। ৪৫

বলবান্ ভীমসেনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য শব্দকারী সেই বাণ রথাসনে কর্ণকে বিদারিত করিল, ইহাতে মনে হইল বজ্র বেগের সহিত পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছে। ৪৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! ভীমসেনের প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি সূতপুত্র কর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় রথের আসনে সবেগে বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৭

(তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হইয়া যাইল। শত্রু-দমনকারী সেই বীর যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িল। এই সময়

জিহ্বাং ছেত্তুং সমায়ান্তং সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ।

শল্য উবাচ।

ভীমসেন মহাবাহো যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
বচনং হেতুসম্পন্নং শ্রুত্বা চৈতৎ তথা কুরু।
অর্জ্জুনেন প্রতিজ্ঞাতো বধঃ কর্ণস্য তুষ্মিণঃ।
তাং তথা কুরু ভদ্রং তে প্রতিজ্ঞাং সব্যসাচিনঃ ॥

ভীম উবাচ।

দৃঢ়ব্রতস্য পার্থস্য জানামি নৃপসত্তম।
রাজ্ঞস্তু ধর্ষণাৎ পাপং কৃতবান্ মম সন্নিধৌ ॥
ততঃ কোপাভিভূতেন শেষং ন গণিতং ময়া।
পতিতে চাপি রাধেয়ে ন মে মন্যুঃ শমং গতঃ ॥
জিহ্বোদ্ধরণমেবাস্য প্রাপ্তকালং মতং মম
অনেন সুনৃশংসেন সমবেতেষু রাজসু।

ভীমসেনকে কর্ণের জিহ্বা ছেদন করিবার জন্য আসিতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন।

শল্য বলিলেন,—মহাবাহু ভীমসেন! আমি তোমাকে যে যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিব, উহা শ্রবণ কর এবং তাহা পালন কর।

অর্জ্জুন পরাক্রমশালী কর্ণকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি সব্যসাচী অর্জ্জুনের সেই প্রতিজ্ঞাকে সফল কর।

ভীমসেন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি অর্জ্জুনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানি, কিন্তু এই পাপী কর্ণ আমার নিকটেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়াছে, সেই জন্য আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্য আর কিছুই গণনা করি নাই।

যদিও রাধাপুত্র কর্ণ পতিত হইয়াছে, তথাপি আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয় নাই। আমি ত' এখন ইহার জিহ্বাকেই উৎপাটিত করিয়া লওয়াই উচিত মনে করিতেছি।

মাতুল! এই নীচ নৃশংস যেখানে বহুরাজা একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই কৌরব-সভায় আমাদের শুনাইতে শুনাইতে বহু কটুবচন বলিয়াছে। রাজন্! আপনি বহু দূরে থাকিলেও নিশ্চয়ই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি ইহার জিহ্বা ছেদন করিব। প্রকৃত পক্ষে আমি এখন ইহার জিহ্বা ছেদন করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

অস্মাকং শৃণ্বতাং কৃষ্ণা যানি বাক্যানি মাতুল।
অসহ্যানি চ নীচেন বহূনি শ্রাবিতানি তৈঃ॥
নূনং চৈতৎ পরিজ্ঞাতং দুরস্থস্যাপি পার্থিব।
ছেদনং চাস্য জিহ্বায়াস্তদেবাকাঙ্ক্ষিতুং ময়া॥
রাজন্ত্ব প্রিয়কামেন কালোঽয়ং পরিপালিতঃ।
ভবতা তু যদুক্তোঽস্মি বাক্যং হেত্বর্থসংহিতম্॥
তদ্ গৃহীতং মহারাজ কটুকস্থমিবৌষধম্।
হীনপ্রতিজ্ঞো বীভৎসুর্ন হি জীবেত কহিচিৎ॥
অস্মিন্ বিনষ্টে নষ্টাঃ স্মঃ সর্ব এব সকেশবাঃ।
অদ্য চৈব নৃশংসাত্মা পাপঃ পাপকৃতাং বরঃ।
গমিষ্যতি পরাভাবং দৃষ্টমাত্রঃ কিরীটিনা।
যুধিষ্ঠিরস্য কোপেন পূর্বং দগ্ধো নৃশংসকৃৎ॥
ত্বয়া সংরক্ষিতস্যাস্য মৎসমীপাদুপায়তঃ।)
ততো মন্ত্রাধিপো দৃষ্ট্বা বিসংজ্ঞং সূতনন্দনম্।
অপোবাহ রথেনাজৌ কর্ণমাহবশোভিনম্॥ ৪৮
ততঃ পরাজিতে কর্ণে ধার্তরাষ্ট্রীং মহাচমূম্।
ব্যদ্রাবয়দ্ ভীমসেনো যথেন্দ্রো দানবান্ পুরা॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণাপযানে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০

কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আমি আজ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়াছি। মহারাজ! আপনি যে যুক্তিযুক্ত কথা আমাকে বলিলেন, উহা কটু ঔষধের ন্যায় আমি গ্রহণ করিয়া লইলাম।

কারণ, যদি অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে সে কখনও জীবিত থাকিবে না; সে নষ্ট হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ সহ আমরাও সকলে নষ্ট হইয়া যাইব।

আজ কিরীটধারী অর্জুনের দৃষ্টিমধ্যে পতিত হইলেই পাপাচারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপাত্মা ক্রূর কর্ণ পরাভবপ্রাপ্ত হইবে।

এই নৃশংস কর্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধে পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ আপনি যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে আমার নিকট হইতে রক্ষা করিলেন।)

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামে পোতাশালী সূতপুত্র কর্ণকে অচৈতন্য দেখিয়া রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া যাইলেন॥ ৪৮

তাহার পর কর্ণ পরাজিত হইলে ভীমসেন দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে ইন্দ্র দানবগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণের পলায়নবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্য ষণ্ণাং পুত্রাণাং বধঃ, ভীম-কর্ণয়োর্যুদ্ধম, ভীমসেনেন গজসৈন্যানাং সংহারঃ, উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সুদুষ্করমিদং কর্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয়।
যেন কর্ণো মহাবাহু রথোপস্থে নিপাতিতঃ॥ ১
কর্ণো হ্যেকো রণে হন্তা পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ।
ইতি দুর্যোধনঃ সূত প্রাব্রবীন্মাং মুহুর্মুহুঃ॥ ২
পরাজিতং তু রাধেয়ং দৃষ্ট্বা ভীমেন সংযুগে।
ততঃ পরং কিমকরোৎ পুত্রো দুর্যোধনো মম॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

বিমুখং প্রেক্ষ্য রাধেয়ং সূতপুত্রং মহাহবে।
পুত্রস্তব মহারাজ সোদর্য্যান্ সমভাষত॥ ৪
শীঘ্রং গচ্ছত ভদ্রং বো রাধেয়ং পরিরক্ষত।
ভীমসেনভয়াগাধে মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে॥ ৫
তে তু রাজ্ঞা সমাদিষ্টা ভীমসেনং জিঘাংসবঃ।
অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পতঙ্গাঃ পাবকং যথা॥ ৬

ক্রুতর্বা দুর্ধরঃ ক্রাথো বিবিৎসুর্বিকটঃ সমঃ।
নিষঙ্গী কবচী পাশী তথা নন্দোপনন্দকৌ॥ ৭
দুষ্প্রধর্ষঃ সুবাহুশ্চ বাতবেগ-সুবর্চসৌ।
ধনুর্গ্রাহো দুর্মদশ্চ জলসন্ধঃ শলঃ সহঃ॥ ৮
এতে রথৈঃ পরিবৃতা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ।
ভীমসেনং সমাসাদ্য সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্॥ ৯
তে ব্যমুঞ্চন্ শরব্রাতান্ নানালিঙ্গান্ সমন্ততঃ।
স তৈরভ্যর্দ্যমানস্তু ভীমসেনো মহাবলঃ॥ ১০
তেষামাপততাং ক্ষিপ্রং সূতানাং তে জনাধিপ।
রথৈঃ পঞ্চাশতা সার্ধং পঞ্চাশদহনদ্ রথান্॥ ১১
বিবিৎসোস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ।
ভীমসেনো মহারাজ তৎ পপাত হতং ভুবি॥ ১২
সকুণ্ডলশিরস্ত্রাণং পূর্ণচন্দ্রোপমং তথা।
তং দৃষ্ট্বা নিহতং শূরং ভ্রাতরঃ সর্বতঃ প্রভো॥ ১৩

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের ছয়জন পুত্র বধ, ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ, ভীমসেনের দ্বারা গজসৈন্য সংহার এবং উভয়পক্ষের সৈন্যদের ঘোরতর যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ভীমসেন ত' এই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করিয়া ফেলিল যে, মহাবাহু কর্ণকেও সে রথের আসনে পাতিত করিল॥ ১

সূত! দুর্যোধন আমাকে বারংবার বলিয়াছিল যে, কর্ণ একাকীই রণাঙ্গনে সৃঞ্জয়গণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে॥ ২

কিন্তু সেই দিন যুদ্ধস্থলে রাধাপুত্র কর্ণকে ভীমসেনকর্তৃক পরাজিত হইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্যোধন কি করিল? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সূতপুত্র রাধানন্দন কর্ণকে মহাসমরে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজের ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিলেন॥ ৪

তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা শীঘ্র যাও এবং রাধাপুত্র কর্ণকে রক্ষা কর। সে ভীমসেনের ভয়ে সঙ্কটের অগাধ মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে॥ ৫

রাজা দুর্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া আপনার পুত্রগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার বাসনায় তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। ইহাতে মনে হইল—পতঙ্গদল অগ্নির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে॥ ৬

ক্রুতর্বা, দুর্ধর, ক্রাথ (ক্রথন), বিবিৎসু, বিকট (বিকটানন), সম, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, নন্দ, উপনন্দ, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চা, ধনুগ্রাহ, দুর্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ—এই মহাবল এবং পরাক্রমশালী আপনার পুত্রগণ বহুসংখ্যক রথে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৭-৯

ইহারা চারিদিক্ হইতে নানাপ্রকার চিহ্নসমূহে যুক্ত বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নরেশ্বর! ইহাদের দ্বারা পীড়িত মহাবল ভীমসেন পঞ্চাশটি রথের সহিত উপস্থিত আপনার পুত্রগণের এই পঞ্চাশ জন রথীকেই অতিসত্বর নষ্ট করিয়া দিলেন॥ ১০-১১

মহারাজ! তাহার পর কুপিত ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা বিবিৎসুর শিরশ্ছেদ করিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণসহ ছিন্ন মস্তক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল॥ ১২½

প্রভো! এই বীরবর বিবিৎসুকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনের উপর সর্বদিকে আক্রমণ করিলেন॥ ১৩½

অভ্যদ্রবন্ত সমরে ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
ততোঽপরাভ্যাং ভল্লাভ্যাং পুত্রয়োস্তে মহাহবে ॥১৪
জহার সমরে প্রাণান্ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
তৌ ধরামন্বপদ্যেতাং বাতরুগ্নাবিব দ্রুমৌ ॥ ১৫
বিকটশ্চ সমস্তোভৌ দেবপুত্রোপমৌ নৃপ।
ততস্তু ত্বরিতো ভীমঃ ক্রোধং নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৬
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন স হতো ন্যপতদ্ ভুবি
হাহাকারস্ততস্তীব্রঃ সম্বভূব জনেশ্বর ॥ ১৭
বধ্যমানেষু বীরেষু তব পুত্রেষু ধন্বিষু
তেষাং সুলুলিতে সৈন্যে পুনর্ভীমো মহাবলঃ ॥ ১৮
নন্দোপনন্দৌ সমরে প্রৈষয়দ্ যমসাদনম্।
ততস্তে প্রাদ্রবন্ ভীতাঃ পুত্রাস্তে বিহ্বলীকৃতাঃ ॥ ১৯
ভীমসেনং রণে দৃষ্ট্বা কালান্তকযমোপমম্।
পুত্রাংস্তে নিহতান্ দৃষ্ট্বা সূতপুত্রঃ সুদুর্মনাঃ ॥ ২০

তখন ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে অপর দুইটি ভল্লের দ্বারা আপনার দুইজন পুত্রের প্রাণহরণ করিলেন ॥

হে নৃপ! এই দুইজনের নাম চইল বিকট ও সম। দেব-পুত্রের ন্যায় সুশোভিত এই দুই বীর প্রবল বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত দুইটি বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৪-১৫½

তাহার পর ভীমসেন ত্বরাসহকারে একটি তীক্ষ্ণধার নারাচ প্রহার করিয়া ক্রোধকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। এই রাজকুমার প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৬½

জনেশ্বর! তারপর আপনার বীর ধনুর্ধর পুত্রগণ এইভাবে নিহত হইলে পর সেখানে ভয়ঙ্কর হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১৭½

তাঁহাদের সৈন্যরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পুনরায় মহাবল ভীমসেন সমরাঙ্গণে নন্দ ও উপনন্দকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮½

তদনন্তর আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ রণাঙ্গনে কাল, অন্তক ও যমের ন্যায় ভয়ানক ভীমসেনকে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যাইল ॥ ১৯½

আপনার পুত্রগণকে নিহত হইতে দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি হংসতুল্য শ্বেতবর্ণের অশ্বগণকে পুনরায় সেখানে চালনা করিলেন, যেখানে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন বিদ্যমান আছেন ॥ ২০½

হংসবর্ণান্ হয়ান্ ভূয়ঃ প্রৈষয়দ্ যত্র পাণ্ডবঃ।
তে প্রেষিতা মহারাজ মদ্ররাজেন বাজিনঃ ॥ ২১
ভীমসেনরথং প্রাপ্য সমসজ্জন্ত বেগিতাঃ।
স সংনিপাতস্তুমুলো ঘোররূপো বিশাম্পতে ॥ ২২
আসীদ্ রৌদ্রো মহারাজ কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে।
দৃষ্ট্বা মম মহারাজ তৌ সমেতৌ মহারথৌ ॥ ২৩
আসীদ্ বুদ্ধিঃ কথং যুদ্ধমেতদদ্য ভবিষ্যতি।
ততো ভীমো রণশ্লাঘী ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ২৪
কর্ণং রণে মহারাজ পুত্রাণাং তব পশ্যতাম্।
ততঃ কর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধো ভীমং নবভিরায়সৈঃ ॥ ২৫
বিব্যাধ পরমাস্ত্রজ্ঞো ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
আহতঃ স মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ২৬
আকর্ণপূর্ণৈর্বিশিখৈঃ কর্ণং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
ততঃ কর্ণো মহারাজ আশীবিষ ইব শ্বসন্ ॥ ২৭

মহারাজ! মদ্ররাজ শল্যকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই অশ্বগণ তীব্রবেগে ভীমসেনের রথের নিকট গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল ॥ ২১½

প্রজানাথ! মহারাজ! যুদ্ধস্থলে কর্ণ ও ভীমসেনের এই সংগ্রাম তুমুল, ঘোররূপ ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ২২½

রাজেন্দ্র! এই দুই মহারথী বীর কর্ণ ও ভীমসেন যখন পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন, সেই সময় এই যুদ্ধসম্বন্ধে আমার মনে এরূপ বিচার হইতে লাগিল যে, জানি না এই যুদ্ধ কিরূপ হইবে?

মহারাজ! তদনন্তর যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভীমসেন নিজের বাণসমূহের দ্বারা আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩½-২৪½

তখন উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ কর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া লৌহনির্মিত ও আনতপর্বযুক্ত নব্বইটি ভল্লে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫½

এই সব ভল্লে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন কর্ণকেও কর্ণ পর্যন্ত আকর্ণন করিয়া নিক্ষিপ্ত সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬½

মহারাজ! তখন বিষধর সর্পসদৃশ শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে কর্ণ প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ২৭½

শরবর্ষেণ মহতা ছাদয়ামাস পাণ্ডবম্
ভীমোঽপি তং শরব্রাতৈশ্ছাদয়িত্বা মহারথম্ ॥ ২৮
পঞ্চভিঃ কৌরবেয়াণাং বিননর্দ মহাবলঃ।
ততঃ কর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধো দৃঢ়মাদায় কার্মুকম্ ॥ ২৯
ভীমং বিব্যাধ দশভিঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
কার্মুকং চাস্য চিচ্ছেদ ভল্লেন নিশিতেন চ ॥ ৩০
ততো ভীমো মহাবাহুর্হেমপট্টবিভূষিতম্।
পরিঘং ঘোরমাদায় মৃত্যুদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৩১
কর্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী চিক্ষেপাতিবলো নদন্।
তমাপতন্তং পরিঘং বজ্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ বত্সদা কর্ণঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
ততঃ কার্মুকমাদায় ভীমো দৃঢ়বরং তদা ॥ ৩৩
ছাদয়ামাস বিশিখৈঃ কর্ণং পরবলার্দনম্।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে ॥ ৩৪
হরীন্দ্রয়োরিব মুদা পরস্পরবধৈষিণোঃ।

মহাবল ভীমসেনও কৌরবগণের সাক্ষাতেই মহারথী কর্ণকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বিকট গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

তখন কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুদৃঢ় ধনু হাতে লইয়া শিলা-শাণিত ও কঙ্কপক্ষযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। সেইসঙ্গে একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯-৩০½

তখন অত্যন্ত বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় দ্বিতীয় মৃত্যুদণ্ড তুল্য একটি ভয়ঙ্কর স্বর্ণদণ্ডযুক্ত পরিঘ হাতে লইয়া গর্জন করত উহা কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩১½

বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য শব্দবিশিষ্ট সেই পরিঘটিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া কর্ণ বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা উহাকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৩২½

তাহার পর ভীমসেন অত্যন্ত সুদৃঢ় ধনু হাতে লইয়া নিজ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যসন্তাপকারী কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩½

তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক দুইটি সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী কর্ণ এবং ভীমসেনের মধ্যে সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৪½

ততঃ কর্ণো মহারাজ ভীমসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৫
আকর্ণমুক্তৈর্বিব্যাধ দৃঢ়মায়ম্য কার্মুকম্।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ কর্ণেন বলিনাং বরঃ ॥ ৩৬
ঘোরমাদত্ত বিশিখং কর্ণকায়াবদারণম্।
তস্য ভিত্ত্বা তনুত্রাণং ভিত্ত্বা কায়ঞ্চ সায়কঃ ॥ ৩৭
প্রাবিশদ্ ধরণীং রাজন্ বল্মীকমিব পন্নগঃ।
স তেনাতিপ্রহারেণ ব্যথিতো বিহ্বলন্নিব ॥ ৩৮
সঞ্চচাল রথে কর্ণঃ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ।
ততঃ কর্ণো মহারাজ রোষামর্ষসমন্বিতঃ ॥ ৩৯
পাণ্ডবং পঞ্চবিংশত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
আজঘ্নে বহুভির্বাণৈর্ধ্বজমেকেষুণাহনৎ ॥ ৪০
সারথিঞ্চাস্য ভল্লেন প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
ছিত্ত্বা চ কার্মুকং তূর্ণং পাণ্ডবস্যাশু পত্রিণা ॥ ৪১
ততো মুহূর্তাদ্ রাজেন্দ্র নাতিকৃচ্ছ্রাদ্ধসন্নিব।
বিরথং ভীমকর্মাণং ভীমং কর্ণশ্চকার হ ॥ ৪২

মহারাজ! সেই সময় কর্ণ নিজের সুদৃঢ় ধনুটিকে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া তিনটি বাণে ভীমসেনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৩৫½

কর্ণ কর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া বলবান্ বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর ভীমসেন একটি ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন, যাহা কর্ণের শরীরে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ৩৬½

রাজন্! যেরূপ সর্প বল্মীকের (উইঢিপির) মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণ কর্ণের কবচ ও শরীরকে বিদীর্ণ করত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৩৭½

সেই প্রবল প্রহারে যেন ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া কর্ণ রথের উপরেই সেইভাবে কাঁপিতে লাগিলেন, যেরূপ ভূমিকম্পের সময় পর্বত সঞ্চালিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮½

মহারাজ! তখন রোষ ও অমর্ষে পূর্ণ কর্ণ পাণ্ডুনন্দন ভীম-সেনের উপর পঁচিশটি নারাচ প্রহার করিলেন। সেই সঙ্গে অন্য বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন এবং অপর একটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৩৯-৪০

রাজেন্দ্র! অন্য একটি ভল্ল প্রহার করিয়া তাঁহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং অতি দ্রুত আর একটি বাণে তাঁহার ধনুও ছেদন করত বিশেষ কোন কষ্ট না করিয়াই হাস্য করিতে করিতে মুহূর্তকাল মধ্যে কর্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনকে রথহীন করিয়া দিলেন ॥ ৪১-৪২

বিরথো ভরতশ্রেষ্ঠ প্রহসন্নিবলোপমঃ।
গদাং গৃহ্য মহাবাহুরপতৎ স্যন্দনোত্তমাৎ ॥ ৪৩
অবপ্লুত্য চ বেগেন তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
ব্যধমদ্ গদয়া ভীমঃ শরন্মেঘানিবানিলঃ ॥৪৪
নাগান্ সপ্তশতান্ রাজন্নীষাদন্তান্ প্রহারিণঃ।
ব্যধমৎ সহসা ভীমঃ ক্রুদ্ধরূপঃ পরন্তপঃ ॥ ৪৫
দন্তবেষ্টেষু নেত্রেষু কুম্ভেষু চ কটেষু চ।
মর্মস্বপি চ মর্মজ্ঞস্তান্ নাগানবধীদ্ বলী ॥ ৪৬
ততস্তে প্রাদ্রবন্ ভীতাঃ প্রতীপং প্রহিতাঃ পুনঃ।
মহামাত্রৈস্তমাবব্রুর্মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥ ৪৭
তান্ স সপ্তশতান্ নাগান্ সারোহায়ুধ-কেতনান্।
ভূমিষ্ঠো গদয়া জঘ্নে বজ্রেণেন্দ্র ইবাচলান্ ॥ ৪৮
ততঃ সুবলপুত্রস্য নাগানতিবলান্ পুনঃ।

পোথয়ামাস কৌন্তেয়ো দ্বিপকাশদরিন্দমঃ ॥ ৪৯
তথা রথশতং সাগ্রং পত্তীংশ্চ শতশোঽপরান্।
জঘ্নে পাণ্ডবো যুদ্ধে তাপয়ংস্তব বাহিনীম্ ॥ ৫০
প্রতাপ্যমানঃ সূর্য্যেণ ভীমেন চ মহাত্মনা।
তব সৈন্যং সঙ্কুচোচ চর্মাগ্লাবাহিতং যথা ॥ ৫১
তে ভীমভয়সন্ত্রস্তাস্তাবকা ভরতর্ষভ।
বিহায় সমরে ভীমং দ্রুতদ্রুবুর্বৈ দিশো দশ ॥ ৫২
রথাঃ পঞ্চশতাশ্চান্যে হ্যাদিনশ্চর্মবর্মিণঃ।
ভীমমভ্যদ্রবন্ যুদ্ধে শরপূগৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৩
তান্ স পঞ্চশতান্ বীরান্ সপতাকা-ধ্বজায়ুধান্।
পোথয়ামাস গদয়া ভীমো বিষ্ণুরিবাসুরান্ ॥ ৫৪
ততঃ শকুনিনির্দিষ্টাঃ সাদিনঃ শূরসম্মতাঃ।
ত্রিসাহস্রাস্ত্বায়ুতীমং শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসপাণয়ঃ ॥ ৫৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রথহীন হইয়া পড়িলে বায়ুতুল্য বলশালী মহাবাহু ভীমসেন গদা হাতে লইয়া হাস্য করিতে করিতে সেই শ্রেষ্ঠ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ৪৩

প্রজানাথ! যেরূপ বায়ু শরৎকালের মেঘকে অতি সত্বর উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ভীমসেন ভীমবেগে শত্রু প্রধান করত সেই গদার আঘাতে আপনার সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

শত্রুতাপন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে কুশল এবং ঈষাদণ্ডতুল্য দন্তবিশিষ্ট সাতশত হাতীকে সহসা সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫

মর্মস্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বলবান্ ভীমসেন সেই গজরাজগণের মর্মস্থানসমূহ এবং ওষ্ঠ, নেত্র, কুম্ভস্থল ও কপোলসকলের উপর গদার আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তখন এইসব হস্তীরা ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। তারপর মাহুতগণ যখন তাহাদের ফিরাইয়া আনিল, তখন তাহারা ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিল। ইহাতে মনে হইল—মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৭

যেরূপ ইন্দ্র নিজের বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতের উপর আঘাত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভূতলে দণ্ডায়মান ভীমসেন আরোহী যোদ্ধা, অস্ত্র ও ধ্বজসহ সেই সাতশত গজরাজকে গদার আঘাতে বিনাশ করিলেন ॥ ৪৮

তাহার পর শত্রুদমনকারী কুন্তীকুমার ভীমসেন সুবলপুত্র শকুনির অত্যন্ত বলবান্ বাহাদুরি হাতীকে (গদার আঘাতে) ভূতলে পোথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৯

এইরূপ সেই যুদ্ধস্থলে আপনার সৈন্যদিগকে সন্তাপ দান করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন শত সংখ্যা হইতেও অধিক রথ এবং অপর শত শত পদাতি সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫০

উপর হইতে সূর্য্য তাপদান করিতেছেন এবং নীচের দিক হইতে মহাত্মা ভীমসেন সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় আপনার সৈন্যবাহিনী অগ্নিতে স্থাপিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল ॥ ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমের ভয়ে ভীত আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী সমরাঙ্গণে তাঁহার সম্মুখ পরিহার করিয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫২

তদনন্তর চর্ম্মময় আবরণে যুক্ত পাঁচশত রথ ঘর্ঘর শব্দ করিতে করিতে চারিদিক্ দিয়া ভীমসেনের উপর আসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫৩

যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণু অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন পতাকা, ধ্বজ ও অস্ত্রসকলের সহিত সেই পাঁচশত রথী বীরগণকে গদার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৪

তদনন্তর শকুনির আদেশে সৌর্য্যশালী বীরগণের দ্বারা সম্বাহিত তিন হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা হস্তে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ করত ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৫

প্রত্যুদগম্য জবেনাশু সাশ্বারোহাংস্তুরাষিতা
বিবিধান্ বিচরন্ মার্গান্ গদয়া সমপোথয়ৎ ॥ ৫৬
তেষামাসীন্মহান্ শব্দস্তাড়িতানাঞ্চ সর্বশঃ।
অশ্বভিবিধ্যমানানাং নগানামিব ভারত ॥ ৫৭
এবং সুবল-পুত্রস্য ত্রিসাহস্রান্ হয়োত্তমান্।
হত্বাস্যং রথমাস্থায় ক্রুদ্ধো রাধেয়মভ্যয়াৎ ॥ ৫৮
কর্ণোঽপি সমরে রাজন্ ধর্মপুত্রমরিন্দমম্।
স শরৈশ্ছাদয়ামাস সারথিং চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ৫৯
ততঃ স প্রদ্রুতং সংখ্যে রথং দৃষ্ট্বা মহারথঃ।
অধাবৎ কিরন্ বাণৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৬০
রাজানমভিধাবন্তং শরৈরাবৃত্য রোদসী।
ক্রুদ্ধঃ প্রচ্ছাদয়ামাস শরজালেন মারুতিঃ ॥ ৬১
সানিবৃত্তস্ততস্তূর্ণং রাধেয়ঃ শত্রুকর্শনঃ।
ভীমং প্রচ্ছাদয়ামাস সমন্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬২
ভীমসেনরথব্যগ্রং কর্ণং ভারত সাত্যকিঃ।
অভ্যদর্দয়দমেয়াত্মা পার্ষ্ণিগ্রহণকারণাৎ ॥ ৬৩
অভ্যবর্তত কর্ণস্তমদিতোঽপি শরৈর্ভৃশম্।
তাবন্যোন্যং সমাসাদ্য বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৬৪
বিসৃজন্তৌ শরান্ দীপ্তান্ ব্যাঘ্রাজেতাং মনস্বিনৌ।
তাভ্যাং বিসৃতি রাজেন্দ্র বিততং ভীমদর্শনম্ ॥ ৬৫
ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠারুণং রৌদ্রং বাণজালং ব্যদৃশ্যতে।
নৈব সূর্যপ্রভা রাজন্ ন দিশঃ প্রদিশস্তথা ॥ ৬৬
প্রাজ্ঞাসিষ্ম বয়ং তে বা শরৈর্মুক্তৈঃ সহস্রশঃ।
মধ্যাহ্নে তপতো রাজন্ ভাস্করস্য মহাপ্রভাঃ ॥ ৬৭
হতাঃ সর্বাঃ শরৌঘৈস্তৈঃ কর্ণ-পাণ্ডবয়োস্তদা।
সৌবলঃ কৃতবর্মাণং দ্রৌণিমাধিরথিং কৃপম্ ॥ ৬৮

ইহা দেখিয়া শত্রুহন্তা ভীমসেন অতিশয় বেগে অগ্রসর হইয়া বিবিধ পন্থা অবলম্বন পূর্বক নিজের গদার আঘাতে সেই অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ভূতলে পোথিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৬

ভারত! যেরূপ বৃক্ষের উপর প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করা হয়, সেইরূপ গদার দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই অশ্বারোহী যোদ্ধাদের শরীর হইতে চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫৭

এইভাবে শকুনির তিন হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ক্রুদ্ধ ভীমসেন অপর রথে আরোহণ করত সূতপুত্র কর্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৮

রাজন্! কর্ণও সমরাঙ্গণে এই সময়ে শত্রুদমন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন এবং সারথিকে সংহার করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ৫৯

তাহার পর মহারথী কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সারথিহীন রথকে এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত সরলগামী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৬০

কর্ণকে রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া বায়ুপুত্র ভীমসেন কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আবৃত করিয়া পৃথিবী এবং আকাশকেও বাণসকলে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬১

তখন শত্রুদমন রাধাপুত্র কর্ণ অতিক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া সর্বদিকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৬২

ভারত! তাহার পর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সাত্যকি ভীমসেনের রথের দিকে ব্যগ্রতাসহকারে আগমনকারী কর্ণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন; তিনি ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৬৩

কর্ণ সাত্যকির বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইলেও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মনস্বী পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া নির্মল বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৪½

রাজেন্দ্র! ইঁহারা উভয়েই আকাশে বাণসকলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জাল পাতিত করিলেন, যাহা ক্রৌঞ্চ পক্ষীর পৃষ্ঠভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ ও দেখিতে ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৬৫½

রাজন্! সেখানে নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণসমূহে না সূর্যের প্রভা, না দিক্‌সকল এবং না বিদিক্ (কোণ)-সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আমরা এবং আমাদের শত্রুগণও তখন কাহাকেও জানিতে পারিতেছিলাম না ॥ ৬৬½

রাজন্! কর্ণ ও ভীমসেনের বাণসমূহে মধ্যাহ্নকালে তাপদানরত সূর্যের সম্পূর্ণ প্রচণ্ড কিরণাবলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬৭½

সেই সময় শকুনি, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্যকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পলায়মান কৌরববাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥ ৬৮½

সংসক্তান্ পাণ্ডবৈর্দৃষ্ট্বা নিবৃত্তাঃ কুরবঃ পুনঃ
তেষামাপততাং শব্দস্তীব্র আসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৬৯
উদ্বৃত্তানাং যথা বৃষ্ট্যা সাগরাণাং ভয়াবহঃ।
তে সেনে ভৃশসংসক্তে দৃষ্ট্বান্যোন্যং মহাহবে ॥ ৭০
হর্ষেণ মহতা যুক্তে পরিগৃহ্য পরস্পরম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥ ৭১
তাদৃশং ন কদাচিদ্ধি দৃষ্টপূর্বং ন চ শ্রুতম্।
বলৌঘস্তু সমাসাদ্য বলৌঘং সহসা রণে ॥ ৭২
উপাসর্পত বেগেন বার্য্যোঘ ইব সাগরম্।
আসীন্নিনাদঃ সুমহান্ বাণৌঘানাং পরস্পরম্ ॥ ৭৩
গর্জতাং সাগরৌঘাণাং যথা স্যান্নিঃস্বনো মহান্।
তে তু সেনে সমাসাদ্য বেগবত্যৌ পরস্পরম্ ॥ ৭৪
একীভাবমনুপ্রাপ্তে নদ্যাবিব সমাগমে।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে ॥ ৭৫

কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ লিপ্সতাং সুমহদ্ যশঃ।
শূরাণাং গর্জতাং তত্র হ্যবিচ্ছেদকৃতা গিরঃ ॥ ৭৬
শ্রূয়ন্তে বিবিধা রাজন্ নামান্যুদ্দিশ্য ভারত।
যস্য যদ্ধি রণে বাক্যং পিতৃতো মাতৃতোঽপি বা ॥ ৭৭
কর্মতঃ শীলতো বাপি স তচ্ছ্রাব্যতে যুধি।
তান্ দৃষ্ট্বা সমরে শূরাংস্তর্জমানান্ পরস্পরম্ ॥ ৭৮
অভবন্মে মতী রাজন্ নৈষামস্তীতি জীবিতম্।
তেষাং দৃষ্ট্বা তু ক্রুদ্ধানাং বপুষ্যমিততেজসাম্ ॥ ৭৯
অভবন্মে ভয়ং তীব্রং কথমেতদ্ ভবিষ্যতি।
ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ কৌরবাশ্চ মহারথাঃ।
ততক্ষুঃ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিঘ্নন্তো হি পরস্পরম্ ॥ ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে সঙ্কুলযুদ্ধে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

প্রজানাথ! সেই সময়ে ইহাদের প্রত্যাবর্তনে অতিশয় তীব্র কোলাহল হইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—বর্ষণের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সমুদ্রের ভয়ানক গর্জন হইতেছে ॥ ৬৯½

সেই মহাসময়ে পরস্পরকে দেখিয়া উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরস্পরকে ধারণ করত অতিশয় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল ॥ ৭০½

তদনন্তর সূর্যের মধ্যাহ্নকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে পর অতিশয় তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইরূপ যুদ্ধ পূর্ব্বে আমরা কখনও শ্রবণও করি নাই ॥ ৭১½

যেরূপ জলের প্রবাহ সবেগে আসিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ রণাঙ্গনে এক সৈন্যবাহিনী সবেগে অন্য সৈন্যবাহিনীর সহিত সহসা মিলিত হইল এবং পরস্পরের আঘাতজনিত বাণসমূহের প্রচণ্ড শব্দ সেইভাবে উদ্ভূত হইতে লাগিল, যেরূপ গর্জনকারী সাগরসমূহের গম্ভীর শব্দ হইয়া থাকে ॥ ৭২-৭৩½

যেরূপ দুইটি নদী পরস্পর মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই বেগযুক্তা সৈন্যবাহিনী পরস্পর মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ৭৪½

প্রজানাথ! সুমহদ্ যশ লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া কৌরব ও পাণ্ডববাহিনীর মধ্যে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৭৫½

ভরতবংশধর রাজন্! সেই সময় গর্জনপূর্ব্বক নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে করিতে শৌর্যশালী বীরগণের নানাবিধ বাক্য অবিচ্ছিন্নভাবে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৭৬½

রণাঙ্গনে যাহার যাহা কিছু পিতা, মাতা, কর্ম অথবা স্বভাববশতঃ বৈশিষ্ট ছিল, সেই সব যুদ্ধস্থলে সে অন্যকে শুনাইতে লাগিল ॥ ৭৭½

রাজন্! সমরাঙ্গণে পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া তর্জন গর্জনকারী সেই সৈন্যদিগকে দেখিয়া আমার মনে এই বুদ্ধি জাগরিত হইল যে, এখন আর ইহাদের জীবন থাকিবে না ॥ ৭৮½

ক্রুদ্ধ সেই অমিততেজস্বী বীরগণের দেহ দেখিয়া আমার এরূপ তীব্র ভয় উপস্থিত হইল যে, এই যুদ্ধ অতঃপর কিরূপ হইবে? ৭৯½

রাজন্! তদনন্তর পাণ্ডব ও কৌরব মহারথী যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন ॥ ৮০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, কৌরবসৈন্যানাং ব্যথাসাভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ক্ষত্রিয়াস্তে মহারাজ পরস্পরবধৈষিণঃ।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুঃ কৃতবৈরাঃ পরস্পরম্ ॥১
রথৌঘাশ্চ হয়ৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চ সমন্ততঃ।
গজৌঘাশ্চ মহারাজ সংসক্তাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ২
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ কণপানাঞ্চ ক্ষিপ্যতাম্।
প্রাসানাং ভিন্দিপালানাং ভুশুণ্ডীনাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৩
সম্পাতং চানুপশ্যাম সংগ্রামে ভৃশদারুণে।
শলভা ইব সম্পেতুঃ সমন্তাচ্ছরবৃষ্টয়ঃ ॥ ৪
নাগান্ নাগাঃ সমাসাদ্য ব্যধমন্ত পরস্পরম্।
হয়া হয়াংশ্চ সমরে রথিনো রথিনস্তথা ॥ ৫
পত্তয়ঃ পত্তিসঙ্ঘাংশ্চ হয়সঙ্ঘাংশ্চ পত্তয়ঃ।
পত্তয়ো রথ-মাতঙ্গান্ রথা হস্ত্যশ্বমেব চ ॥ ৬
নাগাশ্চ সমরে ত্রাসং মমৃঃ শীঘ্রগা নৃপ।
বধ্যমানা স্তত্র শূরাণাং ক্রোশন্তাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৭
ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে পশূনাং বৈশসং যথা।
রুধিরেণ সমাস্তীর্ণা ভাতি ভারত মেদিনী ॥ ৮
শক্রগোপগণাকীর্ণা প্রাবৃষীব যথা ধরা।
যথা বা বাসসী শুক্লে মহারজনরঞ্জিতে ॥ ৯
বিভূয়াদ্ যুবতী শ্যামা তদ্বদাসীদ্ বসুন্ধরা।
মাংসশোণিতচিত্রেব শাতকুম্ভময়ীব চ ॥ ১০
ভিন্নানাং চোত্তমাঙ্গানাং বাহূনাং চোরুভিঃ সহ
কুণ্ডলানাং প্রবৃদ্ধানাং ভূষণানাঞ্চ ভারত ॥ ১১
নিষ্কাণামথ শূরাণাং শরীরাণাঞ্চ ধন্বিনাম্।
চর্মণাং সপতাকানাং সঙ্ঘাস্তত্রাপতন্ ভুবি ॥ ১২
গজা গজান্ সমাসাদ্য বিষাণৈরার্দয়ন্ নৃপ।
বিষাণাভিহতাস্তত্র ভ্রাজন্তে গিরিদা স্তথা ॥ ১৩
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গা গৈরিকপ্রস্রবা ইব।
যথা ভ্রাজন্তি স্যন্দন্তঃ পর্বতা ধাতুমণ্ডিতাঃ ॥ ১৭

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং কৌরবসৈন্যগণের ব্যথালাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরের প্রতি শত্রুতাবদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গণে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১

মহারাজ! রথসমূহ, অশ্বসকল, হস্তিগণ ও পদাতি মনুষ্যসমূহ চারিদিকে পরস্পরের প্রতি যুদ্ধে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ২

সেই অত্যন্ত দারুণ সংগ্রামে নিরন্তর নিক্ষিপ্ত পরিঘ, গদা, কণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভুশুণ্ডীসমূহের সবেগে পতন আমরা দেখিতে লাগিলাম। তখন চারিদিকে পতঙ্গদলের ন্যায় বাণ-বর্ষণও হইতেছিল ॥ ৩-৪

হস্তীরা অপর হস্তীদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে সন্তাপিত করিতেছিল। সেই রণাঙ্গনে অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথী যোদ্ধারা রথী যোদ্ধাগণকে এবং পদাতি সৈন্যরা পদাতি সৈন্যদিগকে, অশ্বদলকে, রথ ও হস্তীদিগকেও মর্দিত করিতে লাগিল। হে নৃপ! এইরূপ রথী যোদ্ধারা হাতী ও অশ্বদিগকে এবং শীঘ্রগামী হস্তিগণ এই রণাঙ্গনে হস্তিস্থিত অন্য তিনটি অঙ্গ বিশিষ্ট সৈন্যবাহিনীকে (রথ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যবাহিনীকে) মর্দিত করিতে লাগিল ॥ ৫-৬½

সেখানে প্রহারনিরত ও পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া গর্জনকারী বীরগণের আর্তনাদে সেই যুদ্ধস্থল এরূপ ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল যে, যেন সেখানে পশুগণকে হত্যা করা হইতেছে ॥ ৭½

ভারত! রক্তে সর্বতোভাবে আপ্লুত যুদ্ধভূমি বর্ষাকালে ইন্দ্রগোপনামক (মিগপোকা) রক্ত বর্ণের কীটসমূহে ব্যাপ্ত ধরণীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৮½

অথবা কোন শ্যামবর্ণা যুবতী শ্বেতবর্ণের বস্ত্রকে হরিদ্রার গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিলে তাহার যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপই এই রণভূমিও প্রতীত হইতেছিল। মাংস ও রক্তে চিত্রিতের ন্যায় সেই যুদ্ধভূমি সুবর্ণময়ী বলিয়া মনে হইতেছিল ॥৯-১০

ভারত! সেখানে ভূতলে ছিন্ন মস্তক, বাহু, জঙ্ঘা, বড় বড় কুণ্ডল, অন্যান্য আভরণ, পদক, বহুসংখ্যক বীরগণের শরীর, ঢাল ও পতাকাসমূহের বহু রাশি পতিত ছিল ॥ ১১-১২

হে নৃপ! হস্তীরা হস্তীদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিল। দন্তের আঘাতে আহত হইয়া রক্তের দ্বারা সিক্তদেহ হস্তিগণ গৈরিক

তোমরান্ সাদিভির্মুক্তান্ প্রতীপানাস্থিতান্ বহূন্।
হস্তৈর্বিচেরুস্তে নাগা বভঞ্জুশ্চাপরে তথা ॥ ১৫
নারাচৈশ্ছিন্নবর্মাণো ভ্রাজন্তি স্ম গজোত্তমাঃ।
হিমাগমে যথা রাজন্ ব্যভ্রা ইব মহীধরাঃ ॥ ১৬
শরৈঃ কনকপুঙ্খৈশ্চ চিত্রা রেজুর্গজোত্তমাঃ।
উদ্ভাভিঃ সম্প্রদীপ্তাগ্রাঃ পর্বতা ইব ভারত ॥ ১৭
কেচিদভ্যাহতা নাগৈর্নাগা নগনিভোপমাঃ।
বিনেদুঃ সমরে তস্মিন্ পক্ষবন্ত ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৮
অপরে প্রাদ্রবন্ নাগা শল্যার্তা ব্রণপীড়িতাঃ।
প্রতিমানৈশ্চ কুম্ভৈশ্চ পেতুরুর্ধ্বাং মহাহবে ॥ ১৯
বিনেদুঃ সিংহবচ্চান্যে নদন্তো ভৈরবান্ রবান্।
বভ্রমুর্হযবো রাজংশ্চক্রুশ্চাপরে গজাঃ ॥ ২০
হয়াশ্চ নিহতা বাণৈর্মমভাগুবিভূষিতাঃ।
নিষেদুশ্চৈব মমুক্ষ বভ্রমুক্ষ দিশো দশ ॥ ২১

অপরে কৃষ্যমাণাশ্চ বিচেষ্টন্তো মহীতলে।
ভাষান্ বহুবিধাংশ্চক্রুস্তাড়িতাঃ শর-তোমরৈঃ ॥ ২২
নরাস্তু নিহতা ভূমৌ কুজন্তস্তত্র মারিষ।
দৃষ্ট্বা চ বান্ধবানন্যে পিতৄনন্যে পিতামহান্ ॥ ২৩
ধাবমানান্ পরাংশ্চান্যান্ দৃষ্ট্বান্যে তত্র ভারত।
গোত্রনামানি খ্যাতানি শশংসুরিতরেতরম্ ॥ ২৪
তেষাং ছিন্না মহারাজ ভুজাঃ কনকভূষণাঃ।
উদ্বেষ্টন্তে বিচেষ্টন্তে পতন্তে চোৎপতন্তি চ ॥ ২৫
নিপতন্তি তথৈবান্যে স্ফুরন্তি চ সহস্রশঃ।
বেগাংশ্চান্যে রণে চক্রুঃ পঞ্চাস্যা ইব পন্নগাঃ ॥ ২৬
তে ভুজা ভোগিভোগাভাশ্চন্দনাক্তা বিশাম্পতে।
লোহিতার্দ্রা ভৃশং রেজুস্তপনীয়ধ্বজা ইব ॥ ২৭
বর্তমানে তথা ঘোরে সঙ্কুলে সর্বতোদিশম্।
অবিজ্ঞাতাঃ স্ম যুধ্যন্তে বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ২৮

বর্ষা জলস্রোতবাহী বরবারিযুক্ত পর্বতসকলের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল ॥ ১৩-১৪

যহ হাতী অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমর ও যহ শত্রুদিগকেও শুণ্ডের দ্বারা ধরিয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে ছিল এবং অপর হস্তীরা উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল ॥ ১৫

রাজন্! নারাচসকলে কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় গজরাজগণের সেইরূপ শোভা হইতে লাগিল, যেরূপ হেমন্ত-কালে মেঘযুক্ত পর্বতসমূহ শোভা পাইয়া থাকে ॥ ১৬

হে ভারত! বিচিত্ররূপে সজ্জিত শ্রেষ্ঠ হস্তিগণ সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা উহাসকলে উদ্ভাসিত শিখরবিশিষ্ট পর্বতসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৭

সেই সমরাঙ্গণে পর্বততুল্য প্রতীয়মান যহ হাতী অপর হস্তিগণের দ্বারা আহত হইয়া পক্ষযুক্ত পর্বতসকলের ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১৮

অপর বহুসংখ্যক হাতী বাণসমূহে ব্যথিত ও ক্ষতের দ্বারা পীড়িত হইয়া পলাইয়া যাইল এবং অন্য যহ হাতী সেই মহাসমরে উভয় দন্ত ও কুম্ভস্থলের দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া ধরাশায়ী হইল ॥ ১৯

রাজন্! অপর অনেক হাতী ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল, অপর যহ সংখ্যক হাতী চীৎকার করিতে থাকিল ॥ ২০

অশ্বের আভরণে বিভূষিত বহুসংখ্যক অশ্ব বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া বসিয়া পড়িল, কোন কোন অশ্ব ম্লান হইয়া যাইল এবং অপর যহ অশ্ব দশ দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২১

বাণ ও তোমরসকলে তাড়িত হইয়া যহ অশ্ব ধরাতলে পতিত হইল এবং হস্তিগণের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে থাকিয়া ছটফট করিতে করিতে নানাপ্রকার ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল ॥ ২২

মান্যবর! সেখানে আহত হইয়া ভূতলে পতিত যহ মনুষ্য নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে দেখিয়া অস্পষ্টস্বরে কি যেন বলিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজ নিজ পিতা ও পিতামহকে দেখিয়া অব্যক্ত স্বরে নিজের কথা বলিতে থাকিল ॥ ২৩

ভরতনন্দন! অপর বহুসংখ্যক মনুষ্য অন্যান্য যোদ্ধাগণকে যৌড়াইতে দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রসিদ্ধ নাম ও গোত্র বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৪

মহারাজ! মনুষ্যগণের ছিন্ন সহস্র সহস্র স্বর্ণভূষিত বাহু-সকল কখনও দেহে বেষ্টিত হইয়া যাইল, কখনও নীচেতে পড়িয়া যাইল এবং কখনও স্পন্দিত হইতে লাগিল ॥ ২৫½

প্রজানাথ! সর্পগণের শরীরের ন্যায় প্রতীয়মান চন্দনচর্চিত যহ বাহু রণাঙ্গনে পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্পতুল্য বেগ ধারণ করিল এবং রক্তে রঞ্জিত হওয়ায় সুবর্ণময়ী ধ্বজাসদৃশ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৬-২৭

সেই ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সমস্ত যোদ্ধারা পরস্পরকে

ভৌমেন রজসাঽঽকীর্ণে শস্ত্রসম্প্রাণসঙ্কুলে।
নৈব স্বে ন পরে রাজন্ ব্যজ্ঞায়ন্ত তমোবৃতাঃ ॥ ২৯

তথা তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
লোহিতোদা মহানদ্যঃ প্রসস্রুস্তত্র চাসকৃৎ। ৩০

শীর্ষপাষাণসংছন্নাঃ কেশ-শৈবল-শাদ্বলাঃ।
অস্থিমীনসমাকীর্ণা ধনুঃশরগদোডুপাঃ ৩১

মাংসশোণিতপঙ্কিন্যো ঘোররূপাঃ সুদারুণাঃ।
নদীঃ প্রবর্তয়ামাসুঃ শোণিতৌঘবিবর্ধিনীঃ। ৩২

ভীরুবিত্রাসকারিণ্যঃ শূরাণাং হর্ষবর্ধনাঃ।
তা নদ্যো ঘোররূপাস্তু নয়ন্ত্যো যমসাদনম্। ৩৩

অবগাঢ়ান্ মজ্জয়ন্ত্যঃ ক্ষত্রস্তাজনয়ন্ ভয়ম্।
ক্রব্যাদানাং নরব্যাঘ্র নদীতাঃ তত্র তত্র হ ॥ ৩৪

ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে প্রেতরাজপুরোপমম্

উত্থিতাঙ্গগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ ॥ ৩৫

নৃত্যন্তি বৈ ভূতগণাঃ সুতৃপ্তা মাংসশোণিতৈঃ।
পীত্বা চ শোণিতং তত্র বসাং পীত্বা চ ভারত ॥ ৩৬

মেদোমজ্জাবসামত্তাস্তৃপ্তা মাংসস্য চৈব হ।
ধাবমানাঃ স্ম দৃশ্যন্তে কাক-গৃধ্র-বকাস্তথা ॥ ৩৭

শূরাস্তু সমরে রাজন্ ভয়ং ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজম্।
যোধব্রতসমাখ্যাতাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ ॥ ৩৮

শরশক্তিসমাকীর্ণে ক্রব্যাদগণসঙ্কুলে।
ব্যচরন্ত রণে শূরাঃ খ্যাপয়ন্তঃ স্বপৌরুষম্ ॥ ৩৯

অন্যোন্যং শ্রাবয়ন্তি স্ম নামগোত্রাণি ভারত।
পিতৃনামানি চ রণে গোত্রনামানি বা বিভো ॥ ৪০

শ্রাবয়াণাশ্চ বহবস্তত্র যোদ্ধা বিশাম্পতে।
অন্যোন্যমবমৃদ্নন্তঃ শক্তি-তোমর-পট্টিশৈঃ ॥ ৪১

আঘাত করিতে করিতে অজ্ঞাতভাবেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

রাজন্! অস্ত্রসকলের ধারাবাহিক বর্ষণে পরিব্যাপ্ত ও ধরণীর ধূলিতে আচ্ছাদিত সেই প্রদেশে নিজের এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যরা অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ায় তাহাদিগকে কেহ জানিতে পারিতে ছিল না ॥ ২৯

সেই যুদ্ধ এরূপ ঘোর ও ভয়ানক হইতেছিল যে, সেখানে বারংবার রক্তের মহানদীসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকিল ॥ ৩০

যোদ্ধাগণের ছিন্ন মস্তকাবলি শিলাখণ্ডসকলের ন্যায় ঐ সব নদীকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। উহাদের কেশই ছিল এই সকল নদীর শেওলা ও তৃণগুচ্ছ, অস্থিসমূহ উহাতে মৎস্যরূপে ব্যাপ্ত ছিল এবং ধনু, বাণ ও গদাসকল নৌকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৩১

উহাদের মধ্যে মাংস ও রক্তের কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়াছিল। রক্তের প্রবাহকে বর্দ্ধিত করিতে করিতে সেই ঘোর ও ভয়ঙ্কর নদীসকলকে যোদ্ধাগণ প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ৩২

সেই ভয়ানক রূপবিশিষ্টা নদীসমূহ কাপুরুষগণকে ভীত ও শৌর্য্যশালী বীরদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং প্রাণিসকলকে যমলোকে প্রেরণ করিতেছিল। ৩৩

যাহারা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকে এই সকল নদী নিজেদের মধ্যে অবগাহন করাইতে ছিল এবং ক্ষত্রিয়গণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে গর্জনকারী মাংসভক্ষী জন্তুগণের শব্দে সেই যুদ্ধস্থল প্রেতরাজের নগরীর ন্যায় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ৩৪-৩৫

সেখানে চারিদিকে উত্থিত অগণিত কবন্ধ ও রক্ত মাংসের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া ভূতগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভারত! ইহারা সকলেই রক্ত ও বসা পান করত তৃপ্ত হইয়াছিল। ৩৫-৩৬

মেদ, বসা, মজ্জা ও মাংসের দ্বারা তৃপ্ত ও মত্ত কাক, শকুনি এবং বকসকলকে চারিদিকে উড়িতে দেখা যাইতে লাগিল। ৩৭

রাজন্! এই সময়ে যোদ্ধাগণের ব্রতপালনবিষয়ে বিখ্যাত শৌর্য্যশালী বীরগণ অতিশয় দুস্ত্যজ ভয়কে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভীকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৩৮

বাণ ও শক্তিসকলে পরিব্যাপ্ত এবং মাংসভক্ষী জন্তুগণে পূর্ণ সেই রণাঙ্গনে বীরবর যোদ্ধারা নিজেদের পুরুষার্থের খ্যাতিবর্দ্ধন করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। ৩৯

হে ভারত! হে প্রভো! রণাঙ্গণে বহু যোদ্ধা পরস্পরকে নিজেদের ও পিতৃগণের নাম এবং গোত্রের কথা শুনাইতে ছিলেন। প্রজানাথ! নাম ও গোত্র শুনাইতে শুনাইতে বহুসংখ্যক যোদ্ধা শক্তি, তোমর ও পট্টিশসকলের দ্বারা পরস্পরকে ধূলিতে মিশাইয়া দিতে লাগিলেন। ৪০-৪১

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে ঘোররূপে সুদারুণে।
ব্যশীর্য্যত কৌরবী সেনা ভিন্না নৌরিব সাগরে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

এইরূপ সেই দারুণ ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিলে সমুদ্রে ভগ্না নৌকার ন্যায় কৌরব-সৈন্যবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল এবং বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জুনেন দশসহস্রসংশপ্তকযোধানাং তৎসৈন্যানাঞ্চ সংহারঃ।)

সঞ্জয় উবাচ।

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াণাং নিমজ্জনে।
গাণ্ডীবস্য মহাঘোষঃ শ্রূয়তে যুধি মারিষ ॥ ১

সংশপ্তকানাং কদনমকরোদ্ যত্র পাণ্ডবঃ।
কোশলানাং তথা রাজন্ নারায়ণবলস্য চ ॥ ২

সংশপ্তকাস্তু সমরে শরবৃষ্টীঃ সমন্ততঃ।
অপাতয়ন্ পার্থমুগ্রি জয়গৃদ্ধাঃ প্রহর্ষবঃ ॥ ৩

তা বৃষ্টীঃ সহসা রাজংস্তরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ।
ব্যগাহত রণে পার্থো বিনিঘ্নন্ রথিনাং বরান্ ॥ ৪

বিগাহ্য তদ্ রথানীকং কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
আসসাদ ততঃ পার্থঃ সুশর্ম্মাণং বরায়ুধম্ ॥ ৫

স তস্য শরবর্ষাণি বর্ষং রথিনাং বরঃ।
তথা সংশপ্তকাশ্চৈব পার্থং বাণৈঃ সমার্পয়ন্ ॥ ৬

সুশর্ম্মা তু ততঃ পার্থং বিদ্ধ্বা দশভিরাশুগৈঃ।
জনার্দ্দনং ত্রিভির্বাণৈরহনদ্ দক্ষিণে ভুজে ॥ ৭

ততোঽপরেণ ভল্লেন কেতুং বিব্যাধ মারিষ।
স বানরবরো রাজন বিশ্বকর্ম্মকৃতো মহান্ ॥ ৮

ননাদ সুমহানাদং ভীষয়াণো জগর্জ্জ চ
কপেস্তু নিনদং শ্রুত্বা সম্ভ্রস্তা তব বাহিনী ॥ ৯

ভয়ং বিপুলমাধায় নিশ্চেষ্টা সমপদ্যত।
ততঃ সা তুতুভে সেনা নিশ্চেষ্টাবস্থিতা নৃপ ॥ ১০

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক দশহাজার সংশপ্তক যোদ্ধা ও তাহাদের সৈন্যগণকে সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য্য! যখন ক্ষত্রিয়গণের সংহারকারক এই ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন অপর দিকে যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীব-ধনুর তীব্র শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১

রাজন্! সেখানে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সংশপ্তকগণকে, কোশল-দেশীয় যোদ্ধাদিগকে এবং নারায়ণী সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে ছিলেন ॥ ২

সমরাঙ্গণে জয়াকাঙ্ক্ষী সংশপ্তকগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া অর্জুনের মস্তকে চারিদিক্ হইতে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩

রাজন্! সেই বাণবর্ষণকে সবেগে সহসা ধারণ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণকে সংহার করিতে করিতে শক্তিশালী অর্জুন রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

শিলাশাণিত ও কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে কুন্তীনন্দন অর্জুন রথী সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী সুশর্ম্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

রথী বীরবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুশর্ম্মা তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অন্য সংশপ্তক যোদ্ধারাও অর্জুনকে বহু বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৬

সুশর্ম্মা দশটি বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুতে তিনটি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৭

মাননীয় রাজন্! তদনন্তর অপর একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধ্বজকেও বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে সেই সময় বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিশাল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সকলকে ভীত করিতে করিতে ভীত্রস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮½

হনুমানের এই গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যগণ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং মনের মধ্যে মহাভয় পোষণ করিতে করিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন ॥ ৯½

হে নৃপ! তারপর সেখানে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত আপনার

নানাপুষ্পসমাকীর্ণং যথা চৈত্ররথং বনম্।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং যোধাস্তে কুরুসত্তম ॥ ১১
অর্জুনং সিষিচুর্বাণৈঃ পর্বতং জলদা ইব।
পরিবব্রুস্ততঃ সর্বে পাণ্ডবস্য মহারথম্ ॥ ১২
নিগৃহ্য তং প্রচুক্রুশুর্ঘধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
তে হয়ান্ রথচক্রে চ রথেষাং চাপি মারিষ ॥ ১৩
নিগ্রহীতুমুপাক্রামন্ ক্রোধাবিষ্টাঃ সমন্ততঃ।
নিগৃহ্য তং রথং তস্য যোধাস্তে তু সহস্রশঃ ॥ ১৪
নিগৃহ্য বলবৎ সর্বে সিংহনাদমথানদন্।
অপরে জগৃহুশ্চৈব কেশবস্য মহাভুজৌ ॥ ১৫
পার্থমন্যে মহারাজ রথস্থং জগৃহুর্মুদা।
কেশবস্তু ততো বাহু বিধুন্বন্ রণমূর্ধনি ॥ ১৬
পাতয়ামাস তান্ সর্বান্ দ্বাবিহস্তীব হস্তিপান্।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে পার্থঃ সংবৃতস্তৈর্মহারথৈঃ ॥ ১৭

নিগৃহীতং রথং দৃষ্ট্বা কেশবং চাপ্যতিক্রমম্
রথারূঢ়াংস্তু সুবহূন্ পদাতীংশ্চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ১৮
আসন্নাংশ্চ তথা যোধান্ শরৈরাসন্নযোধিভিঃ।
ছাদয়ামাস সমরে কেশবং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৯
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো সংশপ্তকগণান্ বহূন্।
কুর্বাণান্ দারুণং কর্ম বধ্যমানান্ সহস্রশঃ ॥ ২০
রথবন্ধমিমং ঘোরং পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
যঃ সহেত পুমাঁল্লোকে মদন্যো যদুপুঙ্গব ॥ ২১
ইত্যেবমুক্ত্বা বীভৎসুর্দেবদত্তমথাধমৎ।
পাঞ্চজন্যঞ্চ কৃষ্ণোঽপি পূরয়ন্নিব রোদসী ॥ ২২
তং তু শঙ্খস্বনং শ্রুত্বা সংশপ্তকবরূথিনী।
সঞ্চচাল মহারাজ বিত্রস্তা চাত্রবদ্ ভৃশম্ ॥ ২৩
পাদংদ্ধং ততশ্চক্রে পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
নাগমস্ত্রং মহারাজ সম্প্রকার্ষ্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৪

সেই সৈন্যগণ নানাবিধ পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ চৈত্ররথনামক বনের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। ১০½

কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করত আপনার এইসব যোদ্ধারা অর্জুনের উপর মেঘ যেরূপ পর্বতের উপর জলবর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১½

তারপর ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বিশাল রথকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। যদিও এই সকল যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, তথাপি তাঁহারা সকলেই সেই বিশাল রথকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলন। ১২½

মাননীয় কৃপাল! ক্রোধাবিষ্ট সংশপ্তকগণ সর্বদিকে আক্রমণ করিতে করিতে অর্জুনের রথের অশ্বগণকে, রথচক্রদ্বয়কে এবং ঈষাদণ্ডকেও ধরিবার জন্য উপক্রম করিতে লাগিলেন। ১৩½

এইরূপ সেই সব হাজার হাজার যোদ্ধারা তাঁহার রথকে বলপূর্বক ধারণ করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪½

মহারাজ! অপর বহু যোদ্ধা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বাহুদ্বয়কে ধরিয়া ফেলিলেন। অন্য যোদ্ধারা আবার রথের উপর উপবিষ্ট অর্জুনকেও গ্রহণ করিলেন। ১৫½

তখন যেরূপ দুই হাতী মাহুতকে ভূতলে পাতিত করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুকে কম্পিত করিয়া সেই সব সৈন্যদিগকে রণাগ্রভাগে নীচেতে পাতিত করিলেন। ১৬½

তারপর এইসব মহারথী বীরগণে পরিবৃত অর্জুন নিজের রথকে বৃত ও শ্রীকৃষ্ণকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া উঠিলেন। ১৭½

তিনি নিজের রথের উপর আরূঢ় বহুসংখ্যক পদাতিসৈন্যকে (ধাক্কা দিয়া) ভূতলে পাতিত করিলেন এবং সমীপস্থ সংশপ্তক যোদ্ধাদিগকে নিকট হইতে যুদ্ধ করার উপযোগী বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিলেন ও সমরাঙ্গণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ১৮-১৯

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, এই দারুণ কর্মকারী বহুসংখ্যক সংশপ্তক যোদ্ধা কিরূপ সহস্র সহস্র সংখ্যায় আহত হইতেছে। ২০

হে যদুশ্রেষ্ঠ! মর্ত্যলোকে এই ভূতলে আমি ব্যতীত অপর এরূপ কোন ব্যক্তি নাই, যে ব্যক্তি এই ভয়ানক রথবন্ধের (রথের গ্রহণ বা পরিবেষ্টনের) সম্মুখীন হইতে পারে। ২১

এই কথা বলিয়া অর্জুন দেবদত্তনামক স্বীয় শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পৃথিবী ও আকাশকে পরিপূরিত করিতে করিতে পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খবাদ্য করিলেন॥ ২২

মহারাজ! সেই শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া সংশপ্তক সৈন্যগণ কম্পিত হইলেন এবং ভীত হইয়া দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৩

হে মহারাজ! তদনন্তর শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বারংবার নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সকলের পাদবন্ধন করিলেন। ২৪

তে বদ্ধাঃ পাদবন্ধেন পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
নিশ্চেষ্টাভবন্ রাজন্নশ্মসারময়া ইব ॥ ২৫
নিশ্চেষ্টাংস্তু ততো যোধানবধীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
যথেন্দ্রঃ সমরে দৈত্যাংস্তারকস্য বধে পুরা ॥ ২৬
তে বধ্যমানাঃ সমরে মুমুচুস্তং রথোত্তমম্।
আয়ুধানি চ সর্বাণি বিস্রষ্টুমুপচক্রমুঃ ॥ ২৭
তে বদ্ধাঃ পাদবন্ধেন ন শেকুশ্চেষ্টিতুং নৃপ।
ততস্তানবধীৎ পার্থঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৮
সর্বযোধা হি সমরে ভুজগৈর্বেষ্টিতাভবন্।
যানুদ্দিশ্য রণে পার্থঃ পাদবন্ধং চকার হ ॥ ২৯
ততঃ সুশর্মা রাজেন্দ্র গৃহীতাং বীক্ষ্য বাহিনীম্।
সৌপর্ণমস্ত্রং ত্বরিতঃ প্রাদুশ্চক্রে মহারথঃ ॥ ৩০
ততঃ সুপর্ণাঃ সম্পেতুর্ভক্ষয়ন্তো ভুজঙ্গমান্।

তে বৈ বিদ্রুদ্রুবুর্নাগা দৃষ্ট্বা তান্ খচরান্ নৃপ ॥ ৩১
বভৌ বলং তদ্বিমুক্তং পাদবন্ধাদ্ বিশাম্পতে।
মেঘবৃন্দাদ্ যথা মুক্তো ভাস্করস্তাপয়ন্ প্রজাঃ ॥ ৩২
বিপ্রমুক্তাস্তু তে যোধাঃ ফাল্গুনস্য রথং প্রতি।
সসৃজুর্বাণসঙ্ঘাংশ্চ শস্ত্রসঙ্ঘাংশ্চ মারিষ ॥ ৩৩
বিবিধানি চ শস্ত্রাণি প্রত্যবিধ্যন্ত সর্বশঃ।
তাং মহাস্ত্রময়ীং বৃষ্টিং সংছিদ্য শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৪
হ্যবধীচ্চ ততো যোধান্ বাসবিঃ পরবীরহা।
সুশর্মা তু ততো রাজন্ বাণেনানতপর্বণা ॥ ৩৫
অর্জুনং হৃদয়ে বিদ্ধ্বা বিব্যাধাষ্টভিরিষুভিঃ শরৈঃ।
স পাড়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ৩৬
ততঃ উচ্চুক্রুশুঃ সর্বে হতঃ পার্থ ইতি স্ম হ।
ততঃ শঙ্খনিনাদাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ৩৭

রাজন্! মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক তাঁহারা পাদবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িলে পর সেই সংশপ্তক যোদ্ধারা লৌহনির্মিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন। ২৫

তারপর পুরাকালে ইন্দ্র তারকাসুরকে বধ করিবার সময় সমরাঙ্গণে যেরূপ দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই নিশ্চেষ্ট সংশপ্তক যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৬

সমরাঙ্গণে বাণসমূহের প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অর্জুনের সেই উত্তম রথকে পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার উপর নিজেদের অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিলেন। ২৭

হে নৃপ! সেই সময় এই সব যোদ্ধারা পাদবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়ায় কোনরূপ চেষ্টা করিতেই পারিলেন না। তখন অর্জুন আনত-পর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন।২৮

রণাঙ্গনে সুশীকুমার অর্জুন যে সব যোদ্ধাগণকে লক্ষ্য করিয়া পাদবন্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখন রণ-ভূমিতে নাগসমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। ২৯

হে রাজেন্দ্র! মহারথী সুশর্মা নিজের সৈন্যদিগকে নাগ-সমূহের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়িতে দেখিয়া অতিক্রুদ্ধ গরুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৩০

তাহার পর একত্রে বহু গরুড় পক্ষী সেই সময় উক্ত নাগসমূহের উপর পতিত হইল এবং তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। নৃপ! এই গরুড় পক্ষীদিগকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া সেই সমস্ত নাগগণ পলায়ন করিল। ৩১

প্রজানাথ! যেরূপ সূর্যদেব মেঘমণ্ডল হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণিবর্গকে তাপদান করিতে করিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ পাদবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সেই সংশপ্তক সৈন্যগণ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩২

আর্য! বন্ধনমুক্ত হইলে পর সংশপ্তক যোদ্ধারা অর্জুনের রথকে লক্ষ্য করত বাণসমূহ ও অন্যান্য বহু অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার অস্ত্রসকলকে চারিদিক্ হইতে ছেদন করিতে থাকিলেন। ৩৩½

তদনন্তর শত্রুবীর সংহারকারী ইন্দ্রপুত্র অর্জুন স্বীয় বাণসমূহের বর্ষণে তাঁহাদের সেই মহাস্ত্রসকলের বর্ষণকে নিবারণ করত সেই যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৪½

রাজন্! এই সময় সুশর্মা আনতপর্বযুক্ত একটি বাণে অর্জুনের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া অপর তিনটি বাণের দ্বারাও তাঁহাকে আঘাত করিলেন। এই বাণসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অর্জুন ব্যথিতচিত্তে রথের পশ্চাদ্ভাগের আসনে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ৩৫-৩৬

তাহার পর সমস্ত যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—অর্জুন নিহত হইয়াছেন। তখন নানাদিক্ হইতে শঙ্খধ্বনি, ভেরী সমূহের প্রচণ্ড শব্দ এবং অন্যান্য নানাবিধ বাদ্যসকলের ধ্বনির সহিত যোদ্ধাদিগের সিংহনাদ হইতে লাগিল। ৩৭½

নানাবাদিত্রনিনদাঃ সিংহনাদাশ্চ জজ্ঞিরে
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ। ৩৮
ঐন্দ্রমস্ত্রমমেয়াত্মা প্রাদুশ্চক্রে ত্বরান্বিতঃ।
ততো বাণসহস্রাণি সমুৎপন্নানি মারিষ। ৩৯
সর্ব্বদিক্ষু ব্যদৃশ্যন্ত নিঘ্নন্তি তব বাহিনীম্
হয়ান্ রথাংশ্চ সমরে শস্ত্রৈঃ শতসহস্রশঃ। ৪০
বধ্যমানে ততঃ সৈন্যে ভয়ং সুমহদাবিশৎ।
সংশপ্তকগণানাঞ্চ গোপালানাঞ্চ ভারত। ৪১
ন হি তত্র পুমান্ কশ্চিদ্ যোঽর্জ্জুনং প্রত্যুদীয়াত।
পশ্যতাং তত্র বীরাণামহন্যন্ত বলং তব। ৪২
হন্যমানমপশ্যংশ্চ নিশ্চেষ্টং স্ম পরাক্রমে।
অযুতং তত্র যোধানাং হত্বা পাণ্ডুসুতো রণে। ৪৩

ব্যরাজত মহারাজ বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি যানি শিষ্টানি ভারত। ৪৪
রথানামযুতং চৈব ত্রিগাহস্রাশ্চ দন্তিনঃ।
ততঃ সংশপ্তকা ভূয়ঃ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্ ৪৫
মর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্য জয়ং বাপ্যনিবর্ত্তনম্।
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ তাবকানাং বিশাম্পতে॥
শূরেণ বলিনা সার্দ্ধং পাণ্ডবেন কিরীটিনা॥ ৪৬
(জিত্বা তান্ সুমনং পার্থঃ শত্রূন্ শক্র ইবাসুরান্॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৩

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন শ্বেতবাহন অর্জুন সংজ্ঞালাভ করত অতিশয় ত্বরা সহকারে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৩৮½

মাননীয় ভূপাল! ইহাতে সমস্ত দিক্‌সমূহে সহস্র সহস্র বাণ আবির্ভূত হইল এবং আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে দেখা যাইল। ৩৯½

সমরাঙ্গণে অস্ত্র সকলের দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্ব এবং রথারোহী যোদ্ধারা নিহত হইতে লাগিল। ভারত! এইরূপে যখন সৈন্যরা নিহত হইতে থাকিল, তখন সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় ত্রাসের সঞ্চার হইল। ৪০-৪১

সেই সময় সেখানে এরূপ কোনও পুরুষ ছিলেন না, যিনি অর্জুনের উপর প্রত্যাঘাত করিতে পারেন। সেস্থলে সমস্ত বীর যোদ্ধাদের সম্মুখেই আপনার সৈন্যদের বিনাশ হইতে লাগিল। ৪২

সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীই তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন পরাক্রম করিতেই পারেন নাই, এরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা নিহত হইতে থাকিলেন। আমি এ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই রণাঙ্গনে দশ হাজার যোদ্ধাকে সংহার করত ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৪৩½

হে ভারত! সেই সময় সংশপ্তক সৈন্যগণের চৌদ্দ হাজার পদাতি, দশ হাজার রথী এবং তিন হাজার হাতী অবশিষ্ট থাকিল। ৪৪½

তাহার পর সংশপ্তকগণ পুনরায় 'নিহত হইব অথবা জয়লাভ করিব' এরূপ নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধ হইতে কখনও যিনি পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই অর্জুনকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৪৫½

প্রজানাথ! পুনরায় সেখানে কিরীটধারী বলবান্ শৌর্য্যশালী বীর পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত আপনার সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাতে কুন্তীনন্দন অর্জুন সেই শত্রুদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে সেইভাবে সংহার করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যেণ শিখণ্ডিনঃ পরাজয়ঃ, সুকেতুবধঃ, দ্যুষ্টদ্যুম্নেন কৃতবর্ম্মণঃ পরাভবশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিঃ সূতপুত্রশ্চ মারিষ।
উলূকঃ সৌবলশ্চৈব রাজা চ সহ সোদরৈঃ॥ ১
সীদমানাং চমূং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রভয়ার্দ্দিতাম্।
সমুজ্জহ্রুঃ স্ম বেগেন ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে॥ ২
ততো যুদ্ধমভীবাসীন্মুহূর্ত্তমিব ভারত।
ভীরূণাং ত্রাসজননং শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনম্॥ ৩
কৃপেণ শরবর্ষাণি প্রতিমুক্তানি সংযুগে।
সৃঞ্জয়াংশ্ছাদয়ামাসুঃ শলভানাং ব্রজা ইব॥ ৪
শিখণ্ডী চ ততঃ ক্রুদ্ধো গৌতমং ত্বরিতো যযৌ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি সমন্তাদ্ দ্বিজপুঙ্গবম্॥ ৫
কৃপস্তু শরবর্ষং তদ্ বিনিহত্য মহাস্ত্রবিৎ।
শিখণ্ডিনং রণে ক্রুদ্ধো বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ॥ ৬

(মহদাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং মুহূর্ত্তমিব দারুণম্।
ক্রুদ্ধয়োঃ সমরে রাজন্ রাম-রাবণয়োরিব॥)
ততঃ শিখণ্ডী কুপিতঃ শরৈঃ সপ্তভিরাহবে।
কৃপং বিব্যাধ কুপিতং কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ॥ ৭
ততঃ কৃপঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সোঽতিবিদ্ধো মহারথঃ।
ব্যশ্ব-সূত-রথং চক্রে শিখণ্ডিনমথো দ্বিজঃ॥ ৮
হতাশ্বাৎ তু ততো যানাদবপ্লুত্য মহারথঃ।
খড়্গং চর্ম্ম তথা গৃহ্য সত্বরং ব্রাহ্মণং যযৌ॥ ৯
তমাপতন্তং সহসা শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
ছাদয়ামাস সমরে তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ১০
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম শিলানাং প্লবনং যথা।
নিশ্চেষ্টস্তদ্ রণে রাজন্ শিখণ্ডী সমতিষ্ঠত॥ ১১
কৃপেণচ্ছাদিতং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তম শিখণ্ডিনম্।
প্রত্যুদ্যযৌ কৃপং তূর্ণং দ্যুষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ॥ ১২

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়, সুকেতুর বধ এবং দ্যুষ্টদ্যুম্নের দ্বারা কৃতবর্ম্মার পরাভব।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মান্যবর! কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, সূতপুত্র কর্ণ, উলূক, শকুনি এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রে ভগ্না নৌকার ন্যায় নিজের সৈন্যদিগকে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের ভয়ে পীড়িত ও অবসন্ন হইতে দেখিয়া তীব্রবেগে আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। ১-২

ভারত! তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধরিয়া সেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধ কাপুরুষগণের ত্রাসজনক এবং শৌর্য্যশালী বীরগণের হর্ষবর্দ্ধক ছিল। ৩

কৃপাচার্য্য যুদ্ধস্থলে প্রভূত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই বাণসমূহ পতঙ্গদলের ন্যায় সৃঞ্জয়-যোদ্ধাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ৪

ইহাতে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অতিক্রুদ্ধ বিপ্রবর গৌতমগোত্রীয় কৃপাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং চারি দিক্ দিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫

মহাস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সেই বাণবর্ষণকে নিবারণ করিয়া কুপিতচিত্তে তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬

(রাজন্! সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ রাম ও রাবণের ন্যায় এই দুই বীর কৃপাচার্য্য এবং শিখণ্ডীর মধ্যে মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধরিয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিল।)

তাহার পর শিখণ্ডী কুপিত হইয়া যুদ্ধস্থলে কঙ্কপত্রযুক্ত সাতটি সরলগামী বাণের দ্বারা ক্রুদ্ধ-কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। ৭

এই সব তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া মহারথী বিপ্রবর কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে অশ্বগণ, সারথি ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন। ৮

তখন মহারথী শিখণ্ডী অশ্বহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক অতিক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৯

তাঁহাকে সহসা নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে শিখণ্ডীকে আচ্ছাদিত করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত কার্য্য বলিয়াই মনে হইতেছিল। ১০

রাজন্! রণাঙ্গনে শিখণ্ডী নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত রহিলেন। তখন সেখানে প্রস্তরসমূহের প্লবনের ন্যায় অর্থাৎ জলে পাথর ভাসার ন্যায় আমরা এই অদ্ভুত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। ১১

হে নৃপোত্তম! শিখণ্ডীকে কৃপাচার্য্যের বাণসমূহে আচ্ছাদিত

ধৃষ্টদ্যুম্নং ততো যান্তং শারদ্বতরথং প্রতি।
প্রতিজগ্রাহ বেগেন কৃতবর্ম্মা মহারথঃ ॥ ১৩
যুধিষ্ঠিরমথায়ান্তং শারদ্বতরথং প্রতি।
সপুত্রং সহসৈন্যঞ্চ দ্রোণপুত্রো ন্যবারয়ৎ ॥ ১৪
নকুলং সহদেবঞ্চ ত্বরমাণৌ মহারথৌ।
প্রতিজগ্রাহ তে পুত্রঃ শরবর্ষেণ বারয়ন্ ॥ ১৫
ভীমসেনং করূষাংশ্চ কেকয়ান্ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
কর্ণো বৈকর্তনো যুদ্ধে বারয়ামাস ভারত ॥ ১৬
শিখণ্ডিনন্ততো বাণান্ কৃপঃ শারদ্বতো যুধি।
প্রাহিণোৎ ত্বরয়া যুক্তো দিধক্ষুরিব মারিষ ॥ ১৭
তান্ শরান্ প্রেষিতাংস্তেন সমন্তাৎ স্বর্ণভূষিতান্।
চিচ্ছেদ খড়্গমাবিধ্য ভ্রাময়াংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
শতচন্দ্রঞ্চ তচ্চর্ম্ম গৌতমস্য তু ভারত।
ব্যধমৎ সায়কৈস্তূর্ণং তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥ ১৯

স বিচর্ম্মা মহারাজ খড়্গপাণিরুপাদ্রবৎ।
কৃপস্য বশমাপন্নো মৃত্যোরাস্যমিবাতুরঃ ॥ ২০
শারদ্বতশরৈর্গ্রস্তং ক্লিশ্যমানং মহাবলঃ।
চিত্রকেতুসুতো রাজন্ সুকেতুস্ত্বরিতো যযৌ ॥ ২১
বিকিরন্ ব্রাহ্মণং যুদ্ধে বহুভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অভ্যাপতদমেয়াত্মা গৌতমস্য রথং প্রতি ॥ ২২
দৃষ্ট্বা চ যুক্তং তং যুদ্ধে ব্রাহ্মণং চরিতব্রতম্।
অপযাতস্ততস্তূর্ণং শিখণ্ডী রাজসত্তম ॥ ২৩
সুকেতুস্তু ততো রাজন্ গৌতমং নবভিঃ শরৈঃ।
বিদ্ধ্বা বিব্যাধ সপ্তত্যা পুনশ্চৈনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২৪
অথাস্য সশরং চাপং পুনশ্চিচ্ছেদ মারিষ।
সারথিঞ্চ শরেণাস্য ভৃশং মর্ম্মণ্যতাড়য়ৎ ॥ ২৫
গৌতমস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধনুর্গৃহ্য নবং দৃঢ়ম্।
সুকেতুং ত্রিংশতা বাণৈঃ সর্ব্বমর্ম্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ২৬

হইয়া যাইতে দেখিয়া মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিসত্বর তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য আগমন করিলেন। ১২

ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপাচার্য্যের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া মহারথী কৃতবর্ম্মা সবেগে তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন। ১৩

এইরূপ পুত্র ও সৈন্য সহ যুধিষ্ঠিরকে কৃপাচার্য্যের রথের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ১৪

মহারথী নকুল এবং সহদেবও ত্বরা করিয়া সেই সময় আক্রমণ করিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে বাণবর্ষণের দ্বারা প্রতিরোধ করিলেন। ১৫

ভারত! ভীমসেনকে এবং করূষ, কেকয় ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদিগকে সূর্য্যপুত্র কর্ণ যুদ্ধে রুদ্ধ করিলেন। ১৬

মাননীয় ভূপাল! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য যুদ্ধস্থলে যেন শিখণ্ডীকে দগ্ধ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া অতিশয় ত্বরা সহকারে তাঁহার উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১৭

তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণভূষিত বাণসকলকে শিখণ্ডী বারংবার তরবারি ঘুরাইয়া ছেদন করিয়া দিলেন। ১৮

হে ভারত! তখন কৃপাচার্য্য স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা শিখণ্ডীর শতচন্দ্রাকার চিহ্নে চিহ্নিত ঢালটিকে সত্বর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সকলে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে লাগিল। ১৯

মহারাজ! যেরূপ রোগী মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃপাচার্য্যের বশীভূত শিখণ্ডী নিজের ঢালটি নষ্ট হইয়া যাইলেও কেবল তরবারি হাতে লইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। ২০

রাজন্! শিখণ্ডীকে কৃপাচার্য্যের বাণসমূহের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া পীড়িত হইতে দেখিয়া চিত্রকেতুর পুত্র মহাবল সুকেতু তাঁহার সহায়তার জন্য সত্বর অগ্রসর হইলেন। ২১

সুকেতু অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাঁহার রথের দিকে ধাইয়া উপস্থিত হইলেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া শিখণ্ডী অতিদ্রুত সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। ২৩

রাজন্! তদনন্তর সুকেতু কৃপাচার্য্যকে প্রথমে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিয়াত্তরটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৪

মান্যবর! তাহার পর বাণসহ তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং একটি বাণে সারথির মর্ম্মস্থানে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ২৫

ইহাতে কৃপাচার্য্য অতিশয় ক্রুদ্ধ করিলেন। তিনি অন্য একটি নূতন সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ করত সুকেতুর সমস্ত মর্ম্মস্থানসমূহে ত্রিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৬

স বিহ্বলিতসর্বাঙ্গঃ প্রচচাল রথোত্তমে।
ভূমিকম্পে যথা বৃক্ষশ্চাল কম্পিতো ভৃশম্ ॥ ২৭
চলতস্তস্য কায়াৎ তু শিরো জলিতকুণ্ডলম্।
সোষ্ণীষং সশিরস্ত্রাণং ক্ষুরপ্রেণ ন্যপাতয়ৎ ॥ ২৮
তচ্ছিরঃ প্রাপতদ্ ভূমৌ শ্যেনাহৃতমিবামিষম্।
ততোঽস্য কায়ো বসুধাং পশ্চাৎ প্রাপতদচ্যুত ॥ ২৯
তস্মিন্ হতে মহারাজ ত্রস্তাস্তস্য পুরোগমাঃ।
গৌতমং সমরে ত্যক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥ ৩০
ধৃষ্টদ্যুম্নং তু সমরে সংনিবার্য্য মহারথঃ।
কৃতবর্মাব্রবীদ্ধৃষ্টস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভারত ॥ ৩১
তদদ্ভুতং তুমুলং যুদ্ধং বৃষ্ণি-পার্ষতয়ো রণে।
আমিষার্থে যথা যুদ্ধং শ্যেনয়োঃ ক্রুদ্ধয়োর্নৃপ ॥ ৩২
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে হার্দিক্যং নবভিঃ শরৈঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ পীড়য়ন্ হৃদিকাত্মজম্ ॥ ৩৩

কৃতবর্মা তু সমরে পার্ষতেন দৃঢ়াহতঃ।
পার্ষতং সরথং সাশ্বং ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৩৪
সরথশ্ছাদিতো রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নো ন দৃশ্যতে।
মেঘৈরিব পরিচ্ছন্নো ভাস্করো জলধারিভিঃ ॥ ৩৫
বিধূয় তং বাণগণং শরৈঃ কনকভূষণৈঃ
ব্যরোচত রণে রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃতব্রণঃ ॥ ৩৬
ততস্তু পার্ষতঃ ক্রুদ্ধঃ শস্ত্রবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
কৃতবর্মাণমাসাদ্য ব্যসৃজৎ পৃতনাপতিঃ ॥ ৩৭
তামাপতন্তীং সহসা শস্ত্রবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্হার্দিক্যোঽবারয়দ্ যুধি ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা তু বারিতাং যুদ্ধে শস্ত্রবৃষ্টিং দুরাসদাম্।
কৃতবর্মাণমাসাদ্য বারয়ামাস পার্ষতঃ ॥ ৩৯
সারথিং চাস্য তরসা প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্।
ভল্লেন শিতধারেণ স হতঃ প্রাপতদ্ রথাৎ ॥ ৪০

ইহাতে সুকেতুর সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া যাইল। সেই সময় তিনি বীর উত্তম রথের উপর সেইভাবে কাঁপিতে লাগিলেন যেরূপ ভূমিকম্প হইলে পর কোন বৃক্ষ তীব্র বেগে কাঁপিতে থাকে ॥ ২৭

সেই অবস্থায় কৃপাচার্য্য একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা সুকেতুর উজ্জ্বল কুণ্ডলযুক্ত, উষ্ণীষ (পাগড়ী) ও শিরস্ত্রাণ সহ মস্তককে তাঁহার সেই কম্পিত দেহ হইতে ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৮

অবিচ্যুত প্রভাবশালী রাজন্! সেই মস্তক বাজপক্ষী কর্ত্তৃক আনীত মাংসখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহার পর তাঁহার দেহও ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৯

মহারাজ! সুকেতু নিহত হইলে পর তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যরা ভীত হইয়া সমরাঙ্গণে কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩০

ভারত! অন্যদিকে মহারথী কৃতবর্ম্মা সমরাঙ্গণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রুদ্ধ করিয়া অতিশয় হর্ষের সহিত বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥৩১

হে নৃপ! যেরূপ মাংসখণ্ডের জন্য দুইটি বাজপক্ষীর মধ্যে ক্রোধের সহিত সঙ্ঘর্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে কৃতবর্ম্মা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩২

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহার বক্ষে নয়টি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৩

ধৃষ্টদ্যুম্নের শ্রেষ্ঠ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গণে কৃতবর্ম্মা বাণসমূহ বর্ষণ করত অশ্ব ও রথ সহ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! যেরূপ জলধারাবর্ষণকারী মেঘমণ্ডলে আচ্ছন্ন সূর্য্যদেবকে দেখা যায় না; সেইরূপ কৃতবর্ম্মার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া রথসহ ধৃষ্টদ্যুম্ন দৃষ্টিগোচর হইলেন না ॥ ৩৫

মহারাজ! যদিও ধৃষ্টদ্যুম্ন আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা কৃতবর্ম্মার বাণসকলকে নষ্ট করত প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

তাহার পর ক্রুদ্ধ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার নিকট যাইয়া তাঁহার উপর তীব্র অস্ত্রসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

নিজের উপর সহসা সেই ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে আসিতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে কৃতবর্ম্মা কয়েক হাজার বাণপ্রহার করিয়া উহা নিবারণ করিলেন ॥ ৩৮

রণাঙ্গনে সেই দুর্জয় বাণবর্ষণকে রুদ্ধ হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার উপর আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিলেন এবং সারথিকে তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা সবেগে নিহত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন। মৃত সারথি তখন রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯-৪০

(কৃতবর্ম্মা তু সংক্রুদ্ধো দিধক্ষুরিব পাবকঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখান্ সর্ব্বান্ পাণ্ডবান্ পর্য্যবারয়ৎ ॥
ততো রাজন্ মহেষ্বাসঃ কৃতবর্ম্মাণমাশু বৈ।
গদাং গৃহ্য পুনর্বেগাৎ কৃতবর্ম্মাণমাহনৎ।
সোঽভিবিদ্ধো বলবতা ভৃশমূর্চ্ছা হতঃ।
ক্ষুতর্ম্মা রথমারোপ্য অপোবাহ রণাজিরাৎ ॥)
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু বলবান্ জিত্বা শত্রূং মহাবলম্

কৌরবান্ সমরে তূর্ণং বারয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৪১
ততস্তে ভাবকা যোধা ধৃষ্টদ্যুম্নমুপাদ্রবন্।
সিংহনাদরবং কৃত্বা ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

(কৃতবর্ম্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দগ্ধ করিতে উদ্যত অগ্নির ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদা লইয়া পুনরায় তীব্র বেগে মহাবেগের কৃতবর্ম্মার উপর সত্বর আঘাত করিলেন।

সেই বলবান্ বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রচণ্ড গদাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া কৃতবর্ম্মা পতিত হইলেন। তখন ক্ষুতর্ম্মা তাঁহাকে নিজের রথে তুলিয়া লইয়া রণভূমি হইতে অপসারিত করিলেন।)

এইরূপ বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাশক্তিধর শত্রু কৃতবর্ম্মাকে জয় করিয়া বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে সত্বর নিবারণ করিলেন ॥ ৪১

তখন আপনার সমস্ত যোদ্ধারা সিংহনাদ করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহাতে সেখানে আবার যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থামো ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, সাত্যকেঃ সারথেবিনাশঃ, অশ্বত্থামানং পরিহায় যুধিষ্ঠিরস্যান্যত্র গমনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌণির্যুধিষ্ঠিরং দৃষ্ট্বা শৈনেয়েনাভিরক্ষিতম্।
দ্রৌপদেয়ৈস্তথা শূরৈরভ্যবর্ত্তত হৃষ্টবৎ ॥ ১
কিরন্নিষুগণান্ ঘোরান্ স্বর্ণপুঙ্খান্ শিলাশিতান্।
দর্শয়ন্ বিবিধান্ মার্গান্ শিক্ষাশ্চ লঘুহস্তবৎ ॥ ২
ততঃ খং পূরয়ামাস শরৈর্দিব্যাস্ত্রমন্ত্রিতৈঃ।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ সমরে পরিবার্য্য মহাস্ত্রবিৎ ॥ ৩

দ্রৌণায়নিশরচ্ছন্নঃ স প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
বাণভূতমভূৎ সর্ব্বমায়োধনশিরো মহৎ ॥ ৪
বাণজালৈঃ দিবিচ্ছন্নং স্বর্ণজালবিভূষিতম্।
ততভে ভরতশ্রেষ্ঠ বিতানমিব স্থিতম্ ॥ ৫
তেনচ্ছন্নং নভো রাজন্ বাণজালেন ভাস্বতা।
অভ্রচ্ছায়েব সংজজ্ঞে বাণরুদ্ধে নভস্তলে ॥ ৬

পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, সাত্যকির সারথিকে বিনাশ এবং অশ্বত্থামাকে ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্যত্র গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সাত্যকি এবং সৌর্য্যশালী বীর দ্রৌপদী-পুত্রগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় হর্ষসহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১

তিনি মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন; সেইজন্য দ্রুত হস্ত চালাইতে নিপুণ যোদ্ধার ন্যায় শিলাশাণিত, স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এবং নানাপ্রকার রণমার্গ ও শিক্ষা দেখাইতে দেখাইতে দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিমন্ত্রিত বাণ সকলের দ্বারা সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিয়া আকাশকে সেই সকল বাণে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২-৩

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় সেখানে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। যুদ্ধের সেই বিশাল ক্ষেত্র তখন বাণময় হইয়া যাইল ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বর্ণজাল বিভূষিত এই বাণ-জাল আকাশে বিস্তৃত হইয়া সেখানে বিস্তৃত বিতানের (চাঁদোয়ার) ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫

রাজন্! এই প্রকাশমান বাণসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ আকাশ মণ্ডল আবৃত হইয়া পড়িল। বাণসমূহে রুদ্ধ আকাশে যেন মেঘের ছায়া আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৬

তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম বাণকৃতে তথাবিধে
ন স্ম সম্পততে ভূতং কিঞ্চিদেবান্তরিক্ষগম্ ॥ ৭
সাত্যকির্ধৃতমানস্তু ধর্মরাজশ্চ পাণ্ডব:।
তথেতরাণি সৈন্যানি ন স্ম চক্রু: পরাক্রমম্ ॥ ৮
লাঘবং দ্রোণপুত্রস্য দৃষ্ট্বা তত্র মহারথা:।
ব্যস্ময়ন্ত মহারাজ ন চৈনং প্রত্যবীক্ষিতুম্ ॥ ৯
শেকুস্তে সর্বরাজানস্তপন্তমিব ভাস্করম্।
বধ্যমানে ততঃ সৈন্যে দ্রৌপদেয়া মহারথা: ॥ ১০
সাত্যকির্ধর্মরাজশ্চ পাঞ্চালাশ্চাপি সঙ্গতা:।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং ঘোরং দ্রৌণায়নিমুপাদ্রবন্ ॥ ১১
সাত্যকি: সপ্তবিংশত্যা দ্রৌণিং বিদ্ধ্বা শিলীমুখৈ:।
পুনর্বিব্যাধ নারাচৈ: সপ্তভি: স্বর্ণভূষিতৈ: ॥ ১২
যুধিষ্ঠিরস্ত্রিসপ্তত্যা প্রতিবিন্ধ্যশ্চ সপ্তভি:।
শ্রুতকর্মা ত্রিভির্বাণৈ: শ্রুতকীর্তিশ্চ সপ্তভি: ॥ ১৩
শ্রুতসোমস্তু নবভি: শতানীকশ্চ সপ্তভি:।
অন্যে চ বহব: শূরা বিব্যধুস্তং সমন্ততঃ ॥ ১৪
স তু ক্রুদ্ধস্ততো রাজন্নাশীবিষ ইব শ্বসন্।
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা প্রত্যবিধ্যচ্ছিলীমুখৈ: ॥ ১৫
শ্রুতকীর্তিঞ্চ নবভি: সুতসোমঞ্চ পঞ্চভি:।
অষ্টভি: শ্রুতকর্মাণং প্রতিবিন্ধ্য ত্রিভি: শরৈ: ॥ ১৬
শতানীকঞ্চ নবভির্ধর্মপুত্রঞ্চ পঞ্চভি:।
ততেতরাংস্ততঃ শূরান্ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামতাড়য়ৎ ॥ ১৭
শ্রুতকীর্তেস্তথা চাপং চিচ্ছেদ নিশিতৈ: শরৈ:।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় শ্রুতকীর্তির্মহারথ: ॥ ১৮
দ্রৌণায়নিং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা বিব্যাধান্যৈ: শিতৈ: শরৈ:।
ততো দ্রৌণির্মহারাজ শরবর্ষেণ মারিষ ॥ ১৯
ছাদয়ামাস তং সৈন্যং সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।
তত: পুনরমেয়াত্মা ধর্মরাজস্য কার্মুকম্ ॥ ২০
দ্রৌণিশ্চিচ্ছেদ বিহসন্ বিব্যাধ চ শরৈস্ত্রিভি:।
ততো ধর্মসুতো রাজন প্রগৃহ্যাস্যদ্ভুতং ধনু: ॥ ২১

এইভাবে আকাশ বাণময় হইয়া যাইলে পর আমরা সেখানে এই আশ্চর্য্য বিষয় অবলোকন করিলাম যে, আকাশচারী কোনও প্রাণীই সে স্থল দিয়া উড়িয়া নীচেতে আসিতে পারিল না ॥ ৭

সেই সময় ধনুপরায়ণ সাত্যকি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য যোদ্ধারাও পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিলেন না ॥ ৮

মহারাজ! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার এতাদৃশ নৈপুণ্য দেখিয়া সেখানে অবস্থিত সকল মহারথী নরপতিগণই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাপদানরত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী অশ্বত্থামার দিকে তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলেন না ॥ ৯½

তদনন্তর যখন পাণ্ডব-সৈন্যরা বিনষ্ট হইতে থাকিল, তখন মহারথী দ্রৌপদীপুত্রগণ, সাত্যকি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং পাঞ্চাল-সৈন্যরা একত্রে সংগঠিত হইয়া তদন্তর মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১০-১১

সাত্যকি প্রথমে সাতাশটি বাণের দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি স্বর্ণভূষিত নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

যুধিষ্ঠির তিপ্পান্নটি, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্মা তিন, শ্রুতকীর্তি সাত, সুতসোম নয় ও শতানীক সাতটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং অন্যান্য বহু বীর যোদ্ধাও চারিদিক্ দিয়া তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

রাজন্! তখন ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পতুল্য শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে অশ্বত্থামা সাত্যকিকে পঁচিশটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫

তারপর শ্রুতকীর্তিকে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতকর্ম্মাকে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পাঁচ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে দুইটি দুইটি বাণে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ১৬-১৭

তারপর তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শ্রুতকীর্তির ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন। তখন মহারথী শ্রুতকীর্তি অপর একটি ধনু লইয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামাকে প্রথমে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে অন্য বহু বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮½

মানুষবর ভরতভূষণ মহারাজ! তাহার পর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা নিজের বাণসমূহের বর্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাহিনীকে চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯

ইহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন এবং হাস্য করিতে করিতে পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০½

রাজন্! তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপর একটি বিশাল ধনু হাতে লইয়া দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে সত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২১½

দ্রৌণিং বিব্যাধ সপ্তত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
সাত্যকিস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো দ্রৌণেঃ প্রহরতো রণে ॥২২
অর্ধচন্দ্রেণ তীক্ষ্ণেন ধনুশ্ছিত্ত্বানদদ্ ভৃশম্।
ছিন্নধন্বা ততো দ্রৌণিঃ শক্ত্যা শক্তিমতাং বরঃ ॥ ২৩
সারথিং পাতয়ামাস শৈনেয়স্য রথাদ্ দ্রুতম্।
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় দ্রৌণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৪
শৈনেয়ং শরবর্ষেণচ্ছাদয়ামাস ভারত।
তস্যাশ্বাঃ প্রদ্রুতাঃ সংখ্যে পতিতে রথসারথৌ ॥ ২৫
তত্র তত্রৈব ধাবন্তঃ সমদৃশ্যন্ত ভারত
যুধিষ্ঠিরপুরোগাস্তু দ্রৌণিং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥ ২৬
অভ্যবর্ষন্ত বেগেন বিসৃজন্তঃ শিতান্ শরান্।
আগচ্ছমানাংস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধরূপান্ পরন্তপঃ ॥ ২৭
প্রহসন্ প্রতিজগ্রাহ দ্রৌণপুত্রো মহারণে
ততঃ শরশতজ্বালঃ সেনাকক্ষং মহারথঃ ॥ ২৮

দ্রৌণির্দদাহ সমরে কক্ষমগ্নির্যথা বনে।
তদ্ বলং পাণ্ডুপুত্রস্য দ্রোণপুত্রপ্রতাপিতম্ ॥ ২৯
চুক্ষুভে ভরতশ্রেষ্ঠ তিমিনেব নদীমুখম্।
দৃষ্ট্বা চৈব মহারাজ দ্রোণপুত্রপরাক্রমম্ ॥ ৩০
নিহতান্ মেনিরে সর্বান্ পাণ্ডূন্ দ্রোণসুতেন বৈ।
যুধিষ্ঠিরস্তু ত্বরিতো দ্রোণশিষ্যো মহারথঃ ॥ ৩১
অব্রবীদ্ দ্রোণপুত্রায় রোষামর্ষসমন্বিতঃ।

(যুধিষ্ঠির উবাচ।
জানামি ত্বাং যুধি শ্রেষ্ঠং বীর্য্যবন্তং মহাবলম্।
কৃতাস্ত্রং কৃতিনং চৈব তথা লঘুপরাক্রমম্ ॥
বলমেতদ্ ভবান্ সর্বং পার্থতে যদি দর্শয়েৎ।
ততস্ত্বাং বলবন্তঞ্চ কৃতবিদ্যঞ্চ বিদ্মহে ॥
ন হি বৈ পার্থতং দৃষ্ট্বা সমরে শক্রসূদনম্।
ভবেৎ তব বলং কিঞ্চিদ্ ব্রবীমি ত্বা ন তু দ্বিজম্ ॥)
নৈষ নাম তব প্রীতির্নৈষ নাম কৃতজ্ঞতা ॥ ৩২

ইহার পর কুপিত হইয়া সাত্যকি রণাঙ্গনে প্রহারকারী অশ্বত্থামার বহুটিকে তীক্ষ্ণধার অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা ছিন্ন করত ভীষণস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২১॥

ধনু ছিন্ন হইলে পর শক্তিশালী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা একটি শক্তি নিক্ষেপ করিয়া শিনিপৌত্র সাত্যকির সারথিকে দ্রুত রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৪॥

ভারত! তাহার পর প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ধনুগ্রহণ করত সাত্যকিকে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫॥

ভরতনন্দন! তাঁহার রথের সারথি ভূপাতিত হইলে পর অশ্বগণ যুদ্ধস্থলে অনিয়ন্ত্রিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই সকল অশ্বকে তখন চারিদিকে ধাবিত হইতে দেখা যাইল ॥ ২৬॥

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব-মহারথীরা অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামার উপর তীব্রবেগে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭॥

শত্রুতাপন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই মহাসমরে এই পাণ্ডব-মহারথী বীরগণকে ক্রোধের সহিত আক্রমণ করিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন ॥ ২৮॥

যেরূপ অগ্নি বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুল্মকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহারথী অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে শত বাণরূপ শিখা-সমূহে প্রজ্বলিত পাণ্ডবসৈন্যরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুল্মকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ তিমি মৎস্য নদীর প্রবাহকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণপুত্রের দ্বারা সন্তাপিত পাণ্ডবসৈন্যরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ২৯॥

মহারাজ! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার পরাক্রম দেখিয়া সকলে ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, দ্রোণসুত অশ্বত্থামা দ্বারা সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা নিহত হইবে ॥ ৩০॥

তদনন্তর রোষ ও অমর্ষে পূর্ণ দ্রোণশিষ্য মহারথী যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বলিলেন ॥ ৩১॥

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি জানি, তুমি যুদ্ধে পরাক্রমী, মহাবলশালী, অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, বিদ্বান্ এবং শীঘ্রতাসহকারে পুরুষার্থপ্রকাশ করিতে পার।

কিন্তু যদি নিজের এই সম্পূর্ণ বল তুমি শত্রুনাশন পৃষ্টদ্যুম্নের উপর দেখাইতে পার, তবে আমরা জানিব—তুমি বলবান্ এবং অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্।

শত্রুনাশন পৃষ্টদ্যুম্নকে যুদ্ধস্থলে দেখিয়া তোমার বল কিছু কার্য্য করে না। (তোমার কর্ম্ম দেখিয়া) আমি তোমাকে সেই কারণে ব্রাহ্মণ বলিতে পারিব না।)

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আজ যে তুমি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহাতে তোমার প্রেম জানা যায় না এবং তোমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায় না ॥ ৩২॥

যতস্তং পুরুষব্যাঘ্র মামেবাদ্য জিঘাংসসি।
ব্রাহ্মণেন তপঃ কার্য্যং দানমধ্যয়নং তথা ॥ ৩৩
ক্ষত্রিয়েণ ধনুর্নাম্যং স ভবান্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
মিথস্তস্তে মহাবাহো যুধি জেষ্যামি কৌরবান্ ॥ ৩৪
কুরুষ্ব সমরে কর্ম ব্রহ্মবদ্ধুরসি ধ্রুবম্।
এবমুক্তো মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ স্ময়ন্নিব ॥ ৩৫
যুক্তং তত্ত্বঞ্চ সঞ্চিন্ত্য নোত্তরং কিঞ্চিদব্রবীৎ।
অমুক্ত্বা চ ততঃ কিঞ্চিচ্ছরবর্ষেণ পাণ্ডবম্ ॥ ৩৬
ছাদয়ামাস সমরে ক্রুদ্ধোঽন্তক ইব প্রজাঃ।

স চ্ছাদ্যমানস্তু তদা দ্রোণপুত্রেণ মারিষ ॥ ৩৭
পার্থোঽপযাতঃ শীঘ্রং বৈ বিগাহ্য মহতীং চমূম্।
অপযাতে ততস্তস্মিন্ ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ৩৮
দ্রোণপুত্রস্ততো রাজন্ প্রত্যগাৎ স মহামনাঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজংস্ত্যক্ত্বা দ্রৌণিং মহাহবে।
প্রযযৌ ভাবকং সৈন্যং যুক্তঃ ক্রূরায় কর্মণে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি পার্থাপযানে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণের তপস্যা, দান ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। ধনু নত করা ত' ক্ষত্রিয়ের কার্য্য; অতএব তুমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ ॥ ৩৩½

মহাবাহো! আজ আমি তোমার সাক্ষাতেই যুদ্ধে কৌরব-সৈন্যদিগকে জয় করিব। তুমি সমরে পরাক্রম প্রকাশ কর। নিশ্চয়ই তুমি একজন স্বধর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ ॥ ৩৪½

মহারাজ! তিনি এই কথা বলিলে পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যেন ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিলেন। যুধিষ্ঠিরের কথা যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ ছিল, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কিছু উত্তর দিলেন না ॥ ৩৫½

তিনি কোনরূপ উত্তর না দিয়া সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ যম যেরূপ প্রলয়কালে প্রাণীদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে শরবর্ষণ করিয়া আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৩৬½

মান্যবর! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সেই সময় নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অতিসত্বর সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৩৭½

রাজন্! তাহার পর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির চলিয়া যাইলে মহামনা দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা অন্যদিকে গমন করিলেন ॥ ৩৮½

হে রাজন্! অনন্তর সেই মহাযুদ্ধে অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করত যুধিষ্ঠির পুনরায় ক্রূর কর্ম করিবার জন্য আপনার সৈন্যদের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের পলায়নবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুল-সহদেবাভ্যাং সহ দুর্য্যোধনস্য যুদ্ধম্, দৃষ্টদ্যুম্নেন দুর্য্যোধনস্য পরাজয়ঃ, কর্ণেন সসৈন্য-পাঞ্চাল-যোধানাং বিনাশঃ, সসৈন্য-কৌরবযোদ্ধৃণাং ভীমসেনেন সংহারঃ, অর্জুনেন সংশপ্তক-সৈন্যানাং বধঃ, অর্জুনেন সহ অশ্বত্থাম্নো যুদ্ধম্, অশ্বত্থাম্নঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীমসেনং সপাঞ্চাল্যং চেদি-কেকয়সংবৃতম্।
বৈকর্তনঃ স্বয়ং রুদ্ধ্বা বারয়ামাস সায়কৈঃ॥ ১

ততস্তু চেদি-কারূষান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ মহারথান্।
কর্ণো জঘান সমরে ভীমসেনস্য পশ্যতঃ॥ ২

ভীমসেনস্ততঃ কর্ণং বিহায় রথসত্তমম্।
প্রযযৌ কৌরবং সৈন্যং কক্ষমগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৩

সূতপুত্রোঽপি সমরে পাঞ্চালান্ কেকয়াংস্তথা।
সৃঞ্জয়াংশ্চ মহেষ্বাসান্ নিজঘান সহস্রশঃ॥ ৪

সংশপ্তকেষু পার্থশ্চ কৌরবেষু বৃকোদরঃ।
পাঞ্চালেষু তথা কর্ণঃ ক্ষয়ং চক্রুর্মহারথাঃ॥ ৫

তে ক্ষত্রিয়া দহ্যমানাস্ত্রিভিস্তৈঃ পাবকোপমৈঃ।
জগ্মুর্বিনাশং সমরে রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব॥ ৬

ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধো নকুলং নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ ভরতশ্রেষ্ঠ চতুরশ্চাস্য বাজিনঃ॥ ৭

ততঃ পুনরমেয়াত্মা তব পুত্রো জনাধিপ।
ক্ষুরেণ সহদেবস্য ধ্বজং চিচ্ছেদ কাঞ্চনম্॥ ৮

নকুলস্তু ততঃ ক্রুদ্ধস্তব পুত্রং সপত্তিভিঃ।
জঘান সমরে রাজন্ সহদেবশ্চ পঞ্চভিঃ॥ ৯

তাবুভৌ ভরতশ্রেষ্ঠৌ জ্যেষ্ঠৌ সর্বধনুষ্মতাম্।
বিব্যাধোরসি সংক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ॥ ১০

ততোঽপরাভ্যাং ভল্লাভ্যাং ধনুষী সমকৃন্তত।
যময়োঃ সহসা রাজন্ বিব্যাধ চ ত্রিসপ্ততিঃ॥ ১১

তাবন্যে ধনুষী শ্রেষ্ঠে শক্রচাপনিভে শুভে।
প্রগৃহ্য বেগবত্তূ শূরৌ দেবপুত্রসমৌ যুধি॥ ১২

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[নকুল-সহদেবের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ, দৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দুর্য্যোধনের পরাজয়, কর্ণের দ্বারা সৈন্যসহ পাঞ্চাল যোদ্ধাদের বিনাশ, সসৈন্য কৌরব-যোদ্ধাদিগকে ভীমসেনের সংহার, অর্জুন কর্তৃক সংশপ্তক সৈন্যগণের বধ; অর্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয় সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত ভীমসেনকে স্বয়ং সূর্য্যনন্দন কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ করত তাঁহার অগ্রগতি স্তব্ধ করিয়া দিলেন। ১

তদনন্তর সমরাঙ্গণে কর্ণ ভীমসেনের সাক্ষাতেই চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয় মহারথী বীরগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২

তখন ভীমসেনও রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণকে পরিহার করিয়া যেরূপ অগ্নি তৃণনির্মিত কুটীরকে ভস্মীকৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ কৌরব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

সূতপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে সহস্র সহস্র মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় এবং সৃঞ্জয় যোদ্ধাগণকে নিহত করিলেন। ৪

অর্জুন সংশপ্তকগণের, ভীমসেন কৌরব-সৈন্যদের এবং পাঞ্চাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই তিন মহারথী বীর বহুসংখ্যক শত্রু-সৈন্য বিনাশ করিলেন। ৫

অগ্নিতুল্য তেজস্বী এই তিন বীর কর্তৃক দগ্ধ হইতে থাকিয়া ক্ষত্রিয়গণ সমরাঙ্গণে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। রাজন্! এ সমস্তই আপনার কুমন্ত্রণারই ফল। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া নয়টি বাণে নকুল ও তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। ৭

হে জনাধিপ! ইহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন একটি ক্ষুর বাণের দ্বারা সহদেবের সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৮

রাজন্! তাহার পর সমরাঙ্গণে আপনার পুত্রকে ক্রুদ্ধ নকুল সাত এবং সহদেব পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন। ৯

এই দুই যোদ্ধা সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের প্রধান ছিলেন। দুর্য্যোধন অতিশয় কুপিত হইয়া ইঁহাদের বক্ষে পাঁচটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১০

রাজন্! তাহার পর তিনি সহসা দুইটি ভল্লের দ্বারা নকুল ও সহদেবের ধনু ছেদন করিয়া দিলেন এবং উভয়কেই একুশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ১১

তখন সেই দুই বীর নকুল-সহদেব ইন্দ্রধনুতুল্য সুন্দর অপর দুইটি ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে দেবপুত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১২

ততস্তৌ রভসৌ যুদ্ধে ভ্রাতরৌ ভ্রাতরং যুধি।
শরৈর্বর্ষতুর্ঘোরৈর্মহামেঘৌ যথাচলম্ ॥ ১৩
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ তব পুত্রো মহারথঃ।
পাণ্ডুপুত্রৌ মহেষ্বাসৌ বারয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ১৪
ধনুর্মণ্ডলমেবাস্য দৃশ্যতে যুধি ভারত।
সায়কাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিশ্চরন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫
আচ্ছাদয়ন্ দিশঃ সর্বাঃ সূর্য্যস্তেবাংশবো যথা।
বাণভূতে ততস্তস্মিন্ সংছন্নে চ নভস্তলে ॥ ১৬
যমাভ্যাং দদৃশে রূপং কালান্তকযমোপমম্।
পরাক্রমং তু তং দৃষ্ট্বা তব সূনোর্মহারথাঃ ॥ ১৭
মৃত্যোরুপান্তিকং প্রাপ্তৌ মাদ্রীপুত্রৌ ন মেনিরে।
ততঃ সেনাপতী রাজন্ পাণ্ডবস্য মহারথঃ ॥ ১৮
পার্ষতঃ প্রযযৌ তত্র যত্র রাজা সুযোধনঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ ততঃ শূরৌ ব্যতিক্রম্য মহারথৌ ॥ ১৯

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তব সুতং বারয়ামাস সায়কৈঃ।
তমবিধ্যদমেয়াত্মা তব পুত্রো ন্যমর্ষণঃ ॥ ২০
পাঞ্চাল্যং পঞ্চবিংশত্যা প্রহসন্ পুরুষর্ষভঃ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা তব পুত্রো ন্যমর্ষণঃ ॥ ২১
বিদ্ধ্বা ননাদ পাঞ্চাল্যং ষষ্ট্যা পঞ্চভিরেব চ।
তথাস্য সশরং চাপং হস্তাবাপঞ্চ মারিষ ॥ ২২
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন রাজা চিচ্ছেদ সংযুগে।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং পাঞ্চাল্যঃ শত্রুকর্শনঃ ॥ ২৩
অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভারসহং নবম্।
প্রজ্বলন্নিব বেগেন সংরম্ভাদ্ রুধিরেক্ষণঃ ॥ ২৪
অশোভত মহেষ্বাসো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃতব্রণঃ।
স পঞ্চদশ নারাচান্ শ্বসতঃ পন্নগানিব ॥ ২৫
জিঘাংসুর্ভরতশ্রেষ্ঠঃ ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যপাসৃজৎ।
তে বর্ম হেমবিকৃতং ভিত্ত্বা রাজ্ঞঃ শিলাশিতাঃ ॥ ২৬

তাহার পর যেরূপ দুই খণ্ড বিশাল মেঘ পর্ব্বতের জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বেগশালী বীর ভ্রাতা নকুল ও সহদেব ভ্রাতা দুর্য্যোধনের উপর ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥ ১৩

মহারাজ! তখন আপনার মহারথী পুত্র দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া সেই দুই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডুনন্দনকে বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন ॥ ১৪

ভারত! সেই সময় কেবল তাঁহার মণ্ডল কার ধনুই দেখা যাইতেছিল এবং তাহা হইতে চারিদিক্ দিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসকল সূর্য্যের কিরণাবলির ন্যায় সমস্ত দিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ১৫½

সেই সময় যখন আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া বাণময় হইল, তখন নকুল ও সহদেব আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের স্বরূপ কালান্তক যমের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬½

আপনার পুত্রের এই পরাক্রম দেখিয়া সকল মহারথী বীরগণ এরূপ মনে করিতে থাকিলেন যে, মাদ্রীর এই দুই পুত্র নকুল ও সহদেব মৃত্যুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৭½

রাজন্! তখন পাণ্ডব-সেনাপতি দ্রুপদপুত্র মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে রাজা দুর্য্যোধন ছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮½

মহারথী বীরবর মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকে লঙ্ঘন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের বাণসমূহের আঘাতে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৯½

তখন অমেয় আত্মবলসম্পন্ন আপনার অমর্ষশীল পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন হাস্য করিতে করিতে পঁচিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০½

তদনন্তর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন আপনার অমর্ষশীল পুত্র দুর্য্যোধন ষষ্টিসংখ্যক বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করত (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২১½

আর্য্য! পুনরায় রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধস্থলে একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসহ ধনু এবং হস্তত্রাণ (দস্তানা) ছেদন করিলেন ॥ ২২½

শত্রুনাশন ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া সবেগে অপর একটি ভার সহ করিতে সমর্থ ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩½

সেই সময় তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল; এই কারণে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪½

ধৃষ্টদ্যুম্ন ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছায় শ্বাস-ত্যাগকারী সর্পগণের ন্যায় বিষাক্ত পনেরটি নারাচ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৫½

শিলাশাণিত কঙ্ক ও ময়ূরপক্ষযুক্ত এই সকল বাণ রাজা দুর্য্যোধনের সুবর্ণময় কবচকে ছেদন করত তীব্রবেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৬½

বিবিক্তবর্ম্মসুধাং বেগাৎ কৃত্তবহির্ণবাসসঃ।
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ পুত্রস্তেঽতিব্যরাজত ॥ ২৭
বসন্তকালে সুমহান্ প্রফুল্ল ইব কিংশুকঃ।
স ছিন্নবর্ম্মা নারাচপ্রহারৈরর্জ্জরীকৃতঃ ॥ ২৮
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভল্লেন ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং ত্বরমাণো মহীপতিঃ ॥ ২৯
সায়কৈর্দশভী রাজন্ ভ্রুবোর্মধ্যে সমার্পয়ৎ।
তস্য তেঽশোভয়ন্ বক্ত্রং কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতাঃ ॥ ৩০
প্রফুল্লং পঙ্কজং যদ্বদ্ ভ্রমরা মধুলিপ্সবঃ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিত্ত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নো মহামনাঃ ॥ ৩১
অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভল্লাংশ্চ ষোড়শ।
ততো দুর্য্যোধনস্যাশ্বান্ হত্বা সূতঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৩২
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন জাতরূপপরিষ্কৃতম্।
রথং সোপস্করং ছত্রং শক্তিং যষ্টীং গদাং ধ্বজম্ ॥ ৩৩
তস্যৈশ্চিচ্ছেদ দশভিঃ পুত্রস্য তব পার্ষতঃ।
তপনীয়াঙ্গদং চিত্রং নাগং মণিময়ং শুভম্ ॥ ৩৪
ধ্বজং কুরুপতেশ্ছিত্ত্বা দদৃশুঃ সর্বপার্থিবাঃ।
দুর্য্যোধনং তু বিরথং ছিন্নবর্ম্মাণমুদ্যতং রণে ॥ ৩৫
ভ্রাতরঃ পর্য্যরক্ষন্ত সোদর্য্যা ভরতর্ষভ।
তমারোপ্য রথে রাজন্ দণ্ডধারো নরাধিপম্ ॥ ৩৬
অপাহরদসম্ভ্রান্তো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পশ্যতঃ।
কর্ণস্তু সাত্যকিং জিত্বা রাজগৃদ্ধী মহাবলঃ ॥ ৩৭
দ্রোণহন্তারমুগ্রেষুং সসারাভিমুখো রণে।
তং পৃষ্ঠতোঽভ্যরাৎ তূর্ণং শৈনেয়ো বিতুদন্ শরৈঃ ॥ ৩৮
বারণং জঘনোপান্তে বিষাণাভ্যামিব দ্বিপঃ।
স ভারত মহানাসীদ্ যোধানাং সুমহাত্মনাম্ ॥ ৩৯
কর্ণ-পার্ষতয়োর্মধ্যে ত্বদীয়ানাং মহারণঃ।
ন পাণ্ডবানাং নাস্মাকং যোধঃ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৪০

মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত আহত হইয়া বসন্তকালে বিকসিত বিশাল পলাশবৃক্ষের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৭½

ইহার কবচ তখন ছিন্ন হইয়াছিল এবং দেহ নারাচসমূহের আঘাতে জর্জরিত হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি কুপিত হইয়া একটি ভল্লের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ২৮½

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে রাজা দুর্য্যোধন অতিক্রুদ্ধ দশটি বাণ প্রহার করিলেন ২৯½

কর্ম্মকার দ্বারা পরিমার্জিত এই সকল বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখের সেইরূপ শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল, যেরূপ মধুলোভী ভ্রমর বিকসিত পদ্মপুষ্পের রসাস্বাদন করিতে করিতে শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৩০½

মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত সবেগে অপর একটি ধনু ও ষোলটি ভল্ল হাতে লইলেন ॥ ৩১½

ইহাদের মধ্যে পাঁচটি ভল্লের দ্বারা দুর্য্যোধনের সারথি এবং অশ্বগণকে নিহত করিয়া একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার স্বর্ণভূষিত ধনুটিকেও ছেদন করিলেন ॥ ৩২½

তাহার পর দশটি ভল্লের দ্বারা জগদ্বিখ্যাত ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমস্ত সামগ্রীসমূহের সহিত রথ, ছত্র, শক্তি, যষ্টি, গদা ও ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৩৩½

সমস্ত রাজারা তখন দেখিলেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধনের স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদসমূহে বিভূষিত, নাগচিহ্নযুক্ত বিচিত্র, মণিময় এবং সুন্দর ধ্বজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৪½

ভরতশ্রেষ্ঠ! রণাঙ্গনে যাঁহার কবচ ও অস্ত্রসকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই রথহীন দুর্য্যোধনের সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাকে সর্ব্ব দিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! এই সময় দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই রাজা দুর্য্যোধনকে নিজের রথের উপর আরোহণ করাইয়া অবিচলিত চিত্তে রণভূমি হইতে দূরে লইয়া যাইলেন ॥ ৩৬½

রাজা দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাবল কর্ণ সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর বাণধারী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখে আসিলেন ॥ ৩৭½

সেই সময় শিনিপৌত্র সাত্যকি নিজের বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে পীড়িত করিতে করিতে অতিক্রুদ্ধ তাঁহার অনুগমন করিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন কোন গজরাজ নিজের দন্তের দ্বারা অপর একটি গজরাজের জঘনদেশে আঘাত করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিতেছে ॥ ৩৮½

ভারত! কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে অবস্থিত আপনার মহাত্মা যোদ্ধাগণের পাণ্ডব-সৈন্যদের সহিত তীব্র মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৩৯½

সেই সময় পাণ্ডব ও আমাদের যোদ্ধাদের মধ্যে কোন যোদ্ধাকেই যুদ্ধ হইতে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে দেখা যাইল না। তখন কর্ণ ত্বরান্বিত হইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪০½

প্রত্যদৃশ্যত ততঃ কর্ণঃ পঞ্চালাংস্ত্বরিতো যযৌ।
তস্মিন্ ক্ষণে নরশ্রেষ্ঠ গজবাজিজনক্ষয়ঃ ॥ ৪১
প্রাদুরাসীদ্ভয়ন্তো রাজন্ মধ্যগতেঽহনি।
পাঞ্চালান্ মহারাজ ত্বরিতা বিজিগীষবঃ ॥ ৪২
তে সর্বেঽভ্যদ্রবন্ কর্ণং পতঙ্গাগ্নিং ইব ক্রমম্।
তাংস্তথাধিরথিঃ ক্রুদ্ধো যতমানান্ মনস্বিনঃ ॥ ৪৩
বিচিত্রৈরিব বাণৌঘৈঃ সমাসাদয়দগ্রগান্।
ব্যাঘ্রকেতুং সুশর্মাণং চিত্রং চোগ্রায়ুধং জয়ম্ ॥ ৪৪
শুক্লঞ্চ রোচমানঞ্চ সিংহসেনঞ্চ দুর্জয়ম্।
তে বীরা রথমার্গেণ পরিবব্রুর্নরোত্তমম্ ॥ ৪৫
সৃজন্তঃ সায়কান্ ক্রুদ্ধঃ কর্ণমাহবশোভিনম্।
যুধ্যমানাংস্তু তান্ দূরান্মনুজেন্দ্র প্রতাপবান্ ॥ ৪৬
অষ্টাভিরষ্টৌ রাধেয়োঽভ্যর্দয়ন্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অথাপরান্ মহারাজ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৭
জঘান বহুসাহস্রান্ যোধান্ যুদ্ধবিশারদান্

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! মধ্যাহ্নকালের সেই সময়ে উভয়পক্ষের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহার হইতে লাগিল ॥ ৪১½

মহারাজ! জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যগণ কর্ণের দিকে সেইভাবে আক্রমণের জন্য ধাবিত হইল, যেরূপ পক্ষীরা বৃক্ষের দিকে উড়িয়া যায় ॥ ৪২½

অধিরথপুত্র কর্ণ কুপিত হইয়া জয়লাভের জন্য প্রযত্নশীল, মনস্বী এবং অগ্রগামী বীরগণকে যেন চয়ন করিতে করিতে বাণসমূহের দ্বারা যমলোক প্রাপ্ত করাইতে লাগিলেন ॥ ৪৩½

তিনি ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্মা (সংশপ্তক-সেনাপতি ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন। এই সুশর্মা ত্রিগর্তরাজ হইতে ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধা), চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্ল, রোচমান এবং দুর্জয় বীর সিংহসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৪½

এই সব বীরগণ রথমার্গে আসিয়া যুদ্ধে শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কুপিত হইয়া বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫½

নরেন্দ্র! প্রতাপশালী রাধাপুত্র কর্ণ দূর হইতে যুদ্ধরত সেই আট জন বীরকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিলেন ॥ ৪৬½

মহারাজ! তদনন্তর প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ কয়েক হাজার যুদ্ধনিপুণ যোদ্ধাকে বধ করিলেন ॥ ৪৭½

রাজন্! তাহার পর ক্রুদ্ধ কর্ণ সমরাঙ্গণে জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্মা, জিষ্ণুঞ্চ জিষ্ণুকর্মাণং দেবাপিং ভদ্রমেব চ ॥ ৪৮
দত্তঞ্চ রাজন্ সমরে চিত্রং চিত্রায়ুধং হরিম্।
সিংহকেতুং রোচমানং শলভঞ্চ মহারথম্ ॥ ৪৯
নিজঘান সুসংক্রুদ্ধশ্চেদীনাঞ্চ মহারথান্।
তেষামাদদতঃ প্রাণানাসীদাধিরথের্বপুঃ ॥ ৫০
শোণিতাভ্যুক্ষিতাঙ্গস্য রুদ্রস্যেবোজ্জিতং মহৎ।
তত্র ভারত কর্ণেন মাতঙ্গাস্তাড়িতাঃ শরৈঃ ॥ ৫১
সর্বতোঽভ্যদ্রবন্ ভীতাঃ কুর্বন্তো মহদাকুলম্।
নিপেতুরুর্ব্যাং সমরে কর্ণসায়কতাড়িতাঃ ॥ ৫২
কুর্বন্তো বিবিধান্ নাদান্ বজ্রসুন্না ইবাচলাঃ।
গজ-বাজি-মনুষ্যৈশ্চ নিপতদ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৩
রথৈশ্চাধিরথের্মার্গে সমাস্তীর্যত মেদিনী।
নৈবং ভীষ্মো ন চ দ্রোণো নান্যে যুধি চ তাবকাঃ ॥ ৫৪
চক্রুঃ স্ম তাদৃশং কর্ম যাদৃশং বৈ কৃতং রণে।
সূতপুত্রেণ নাগেষু হয়েষু চ রথেষু চ ॥ ৫৫

দেবাপি, ভদ্র, দত্ত, চিত্র, চিত্রায়ুধ, হরি, সিংহকেতু, রোচমান এবং মহারথী শলভ—এই চেদিদেশীয় মহারথী বীরগণকে বিনাশ করিলেন ॥ ৪৮-৪৯½

এই বীরগণের প্রাণহরণ করিবার সময় রক্তে সিক্তদেহ সূতপুত্র কর্ণের শরীর প্রাণিসকলের সংহারকারী ভগবান্ রুদ্রের বিশাল দেহের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল ॥ ৫০½

ভারত! সেখানে কর্ণের বাণসমূহে তাড়িত হাতীরা বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ব্যাকুল করিতে করিতে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫১½

কর্ণের বাণসমূহে আহত হইয়া সমরাঙ্গণে নানাপ্রকার আর্তনাদ করিতে করিতে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্বতসকলের ন্যায় সেই সব হাতী ধরাশায়ী হইল ॥ ৫২½

সূতপুত্র কর্ণের রথের মার্গে চারিদিকে পতিত হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য ও রথ সকলের দ্বারা সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৫৩½

কর্ণ এই সময় রণাঙ্গনে যেরূপ পরাক্রম করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরাক্রম না ভীষ্ম, না দ্রোণাচার্য এবং না আপনার অন্য কোন যোদ্ধা করিতে পারিয়াছেন ॥ ৫৪½

মহারাজ! সূতপুত্র কর্ণ হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভীষণ পীড়ন আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৫½

নরেষু চ মহারাজ কৃতং স্ম কদনং মহৎ।
মৃগমধ্যে যথা সিংহো দৃশ্যতে নির্ভয়শ্চরন্। ৫৬
পাঞ্চালানাং তথা মধ্যে কর্ণোঽচরদভীতবৎ।
যথা মৃগগণাংস্ত্রস্তান্ সিংহো দ্রাবয়তে দিশঃ। ৫৭
পাঞ্চালানাং রথব্রাতান্ কর্ণো ব্যদ্রাবয়ৎ তথা।
সিংহাস্তঞ্চ যথা প্রাপ্য ন জীবন্তি মৃগাঃ ক্বচিৎ। ৫৮
তথা কর্ণমনুপ্রাপ্য ন জিজীবুর্মহারথাঃ।
বৈশ্বানরং যথা প্রাপ্য প্রতিদহ্যন্তি বৈ জনাঃ। ৫৯
কর্ণাগ্নিনা রণে তদ্বদ্ দগ্ধা ভারত সৃঞ্জয়াঃ।
কর্ণেন চেদি-কৈকেয়-পাঞ্চালেষু চ ভারত। ৬০
বিশ্রাব্য নাম নিহতা বহবঃ শূরসম্মতাঃ।
মম চাসীন্মতী রাজন্ দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্। ৬১
নৈকোঽপ্যাধিরথের্জীবন্ পাঞ্চাল্যো মোক্ষ্যতে যুধি।
পাঞ্চালান্ ব্যধমৎ সংখ্যে সূতপুত্রঃ পুনঃ পুনঃ। ৬২
পাঞ্চালানথ নিঘ্নন্তং কর্ণং দৃষ্ট্বা মহারণে।

যেরূপ সিংহকে মৃগদলের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখা যায়, সেইরূপ কর্ণ পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬½

যেরূপ ভীত মৃগদলকে সিংহ চারিদিকে বিতাড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ পাঞ্চালসৈন্যদের রথসমূহকে বিতাড়িত করিলেন ॥ ৫৭½

যেরূপ মৃগ সিংহের মুখের নিকটে যাইয়া জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ পাঞ্চাল মহারথী বীরগণ কর্ণের নিকটে গমন করত আর জীবিত থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫৮½

ভরতনন্দন! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়া সকল মনুষ্যই দগ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ সৃঞ্জয়-সন্তগণ রণাঙ্গনে কর্ণরূপী অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইল ॥ ৫৯½

ভারত! কর্ণ চেদি, কেকয় ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বীর বলিয়া বিখ্যাত যোদ্ধাকে তাঁহাদের নাম শুনাইতে শুনাইতে বধ করিলেন ॥ ৬০½

রাজন্! কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া আমার মনে এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, যুদ্ধস্থলে একজনও পাঞ্চাল যোদ্ধা সূতপুত্র হইতে মুক্তি পাইবে না; কারণ, তিনি পুনঃ পুনঃ যুদ্ধস্থলে পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন ॥ ৬১-৬২

সেই মহাসমরে কর্ণকে পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে

অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ। ৬৩
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ রাধেয়ং দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
পরিবব্রুরমিত্রঘ্নং শতশশ্চাপরে জনাঃ। ৬৪
শিখণ্ডী সহদেবশ্চ নকুলো নাকুলিস্তথা।
জনমেজয়ঃ শিনের্নপ্তা বহবশ্চ প্রভদ্রকাঃ। ৬৫
এতে পুরোগমা ভূত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে।
কর্ণমস্তমিষুব্রৈর্বিচেরুরমিতৌজসঃ। ৬৬
তাংস্তত্রাধিরথিঃ সংখ্যে চেদি-পাঞ্চাল-পাণ্ডবান্।
একো বহুনভ্যপতদ্ গরুত্মান্ পন্নগানিব। ৬৭
তৈঃ কর্ণস্যাভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে।
তাদৃগ্ যাদৃক্ পুরা বৃত্তং দেবানাং দানবৈঃ সহ। ৬৮
তান্ সমেতান্ মহেষ্বাসান্ শরবর্ষৌঘবর্ষিণঃ।
একো ব্যধমদব্যগ্রস্তমাংসীব দিবাকরঃ। ৬৯
ভীমসেনস্তু সংসক্তে রাধেয়ে পাণ্ডবৈঃ সহ।
সর্বতোঽভ্যহনৎ ক্রুদ্ধো যমদণ্ডনিভৈঃ শরৈঃ। ৭০

দেখিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৩

আর্য্য! ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং শত শত মনুষ্য শত্রুনাশক রাধাপুত্র কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৪

শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, শতানীক, জনমেজয়, সাত্যকি, এবং বহু সংখ্যক প্রভদ্রকগণ—এই সব অমিততেজস্বী বীরবৃন্দ যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের অগ্রে গমন করিয়া বাণবর্ষণকারী কর্ণের উপর নানাপ্রকার অস্ত্রসকল প্রহার করত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫-৬৬

সূতপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে একাকী হইলেও যেরূপ গরুড় অনেক সর্পের উপর একত্রে আক্রমণ করে, সেইরূপ বহুসংখ্যক চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৭

প্রজানাথ! এই সকলের সহিত কর্ণের সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, যেরূপ পুরাকালে দেবতাগণের দানবদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৬৮

যেরূপ একই সূর্য্য সম্পূর্ণ অন্ধকাররাশিকে নষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ একক কর্ণ কোনরূপ ব্যগ্র না হইয়াই রাশি রাশি বাণ বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীরবর্গকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৬৯

যে সময় রাধাপুত্র কর্ণ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ক্রুদ্ধ

বাহ্লীকান্ কেকয়ান্ মৎস্যান্ বাসাত্যান্ মত্র-সৈন্ধবান্।
একঃ সংখ্যে মহেষ্বাসো যোধয়ন্ বহ্বশোভব।
তত্র মর্মসু ভীমেন নারাচৈস্তাড়িতা গজাঃ। ৭১
প্রপতন্তো হতারোহাঃ কম্পয়ন্তি স্ম মেদিনীম্।
বাজিনশ্চ হতারোহাঃ পতন্তশ্চ গতাসবঃ। ৭২
শেরতে যুধি নির্ভিন্না বমন্তো রুধিরং বহু।
সহস্রশশ্চ রথিনঃ পাতিতাঃ পতিতায়ুধাঃ। ৭৩
তে ক্ষতাঃ সমদৃশ্যন্ত ভীমভীতা গতাসবঃ।
রথিভিঃ সাদিভিঃ সূতৈঃ পাদাতৈর্বাজিভির্গজৈঃ। ৭৪
ভীমসেনশরৈশ্ছিন্নৈরাচ্ছন্না বসুধাভবৎ।
তৎ স্তম্ভিতমিবাতিষ্ঠদ্ ভীমসেনভয়ার্দিতম্॥ ৭৫
দুর্যোধনবলং সর্বং নিরুৎসাহং কৃতব্রণম্।
নিশ্চেষ্টং তুমুলং দীনং বভৌ তস্মিন্ মহারণে। ৭৬

প্রসন্নসলিলে কালে যথা স্যাৎ সাগরো নৃপ।
তদ্বৎ তব বলং তদ্ বৈ নিশ্চলং সমবস্থিতম্॥ ৭৭
মন্যু-বীর্য্য-বলোপেতং দর্পাৎ প্রত্যবরোপিতম্।
অভবৎ তব পুত্রস্য তৎ সৈন্যং নিষ্প্রভং তদা। ৭৮
তদ্ বলং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং পরস্পরম্।
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নং রুধিরার্দ্রং বভূব হ। ৭৯
জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং পরস্পরম্।
সূতপুত্রো রণে ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্। ৮০
ভীমসেনঃ কুরূংশ্চাপি দ্রাবয়ন্তৌ বিরেজতুঃ।
বর্তমানে যথা রৌদ্রে সংগ্রামেঽদ্ভুতদর্শনে॥ ৮১
নিহত্য পৃতনামধ্যে সংশপ্তকগণান্ বহূন্।
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো বাসুদেবমথাব্রবীৎ॥ ৮২
প্রভগ্নং বলমেতদ্ধি যোৎস্যমানং জনার্দন।
এতে তিষ্ঠন্তি সংগণাঃ সংশপ্তকমহারথাঃ॥ ৮৩

যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণসকলের দ্বারা বাহ্লীক, কেকয়, মৎস্য, বসাতীয়, মদ্র ও সিন্ধুদেশীয় সৈন্যদিগকে সর্ব্ব দিক দিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি যুদ্ধভূমিতে একাকীই এই সকল সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ৭০½

সেখানে ভীমসেনের নারাচসমূহের দ্বারা মর্ম্মস্থানসকলে তাড়িত হইয়া হাতীরা আরোহীদের সহিত ধরাতলে পতিত হইল এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিল॥ ৭১½

যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, সেই সব অশ্ব এবং পদাতিসৈন্যরাও যুদ্ধস্থলে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মুখ হইতে রক্তবমন করিতে করিতে প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইল॥ ৭২½

সহস্র সহস্র রথী রথ হইতে ভূতলে পাতিত হইল। ইহাদের অস্ত্রসকলও পতিত হইয়াছিল। ইহারা সকলে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও প্রাণহীন দেখাইতেছিল। ৭৩½

ভীমসেনের বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন রথী, অশ্বারোহী, সাদ্বথি, পদাতি, অশ্ব ও হস্তিগণের মৃতদেহে সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল॥ ৭৪½

সেই মহাসমরে ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যবাহিনী যেন স্তব্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা উৎসাহশূন্য, ক্ষত-বিক্ষত, নিশ্চেষ্ট, ভয়ঙ্কর ও অত্যন্ত দীনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৭৫-৭৬

হে নৃপ! জলোচ্ছ্বাস (জোয়ার) না হইলে যেমন জল স্বচ্ছ ও শান্ত থাকে, সেই সময় সমুদ্রকে যেরূপ নিশ্চেষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত রহিল। ৭৭

যদিও আপনার সৈন্যদের মধ্যে ক্রোধ, পরাক্রম ও বল ছিল, তথাপি এই সময় তাহাদের সকল দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য বর্ত্তমানে আপনার পুত্রের এই সৈন্যগণ তেজোহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ৭৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেই সৈন্যবাহিনী রক্তের প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া রক্তাপ্লুত হইয়াছিল এবং পরস্পর অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছিল। ৭৯½

সূতপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যদিগকে এবং ভীমসেন কৌরব-সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮০½

যখন এইরূপ অদ্ভুতদর্শন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় অপরদিকে বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন সৈন্যদের মধ্যভাগে বহুসংখ্যক সংশপ্তকসৈন্যদিগকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৮১-৮২

জনার্দ্দন! যুদ্ধ করিতে করিতে সংশপ্তকসৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংশপ্তক-মহারথী যোদ্ধারা নিজ নিজ দলের সহিত পলাইয়া যাইতেছে। যেরূপ মৃগগণ সিংহের গর্জ্জন শব্দ শুনিয়া ভয়ে উৎসাহহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ এই

অপারয়ন্তো মদ্‌বাণান্ সিংহশব্দং মৃগা ইব।
দীর্য্যতে চ মহৎ সৈন্যং সৃঞ্জয়ানাং মহারণে ॥ ৮৪
হস্তিকক্ষ্যো হ্যসৌ কৃষ্ণ কেতুঃ কর্ণস্য ধীমতঃ।
দৃশ্যতে রাজসৈন্যস্য মধ্যে বিচরতো মুদা ॥ ৮৫
ন চ কর্ণং রণে শক্তা জেতুমন্যে মহারথাঃ।
জানীতে হি ভবান্ কর্ণং বীর্য্যবন্তং পরাক্রমে ॥ ৮৬
তত্র যাহি যতঃ কর্ণো দ্রাবয়ত্যেষ নো বলম্।
বর্জয়িত্বা রণে যাহি সূতপুত্রং মহারথম্ ॥ ৮৭
এতন্মে রোচতে কৃষ্ণ যথা বা তব রোচতে।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য গোবিন্দঃ প্রহসন্নিব ॥ ৮৮
অব্রবীদর্জুনং তূর্ণং কৌরবান্ জহি পাণ্ডব।
ততস্তব মহাসৈন্যং গোবিন্দপ্রেরিতা হয়াঃ ॥ ৮৯
হংসবর্ণাঃ প্রবিবিশুর্বহন্তঃ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ।
কেশবপ্রেরিতৈরশ্বৈঃ শ্বেতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ॥ ৯০
প্রাবিশদ্বিস্তরং বলং চতুর্দিগমভিদ্রুতম্।
মেঘস্তনিতনির্হ্রাদঃ স রথো বানরধ্বজঃ ॥ ৯১
চলৎপতাকস্তাং সেনাং বিমানং ভামিবাবিশৎ।
তৌ বিদার্য্য মহাসেনাং প্রতিষ্ঠেতে কেশবার্জুনৌ ॥ ৯২
ক্রুদ্ধৌ সংরম্ভরক্তাক্ষৌ ব্যভ্রাজেতাং মহাদ্যুতী।
যুদ্ধশৌণ্ডৌ সমাহূতাবাগতৌ তৌ রণাঙ্গনম্ ॥ ৯৩
যজ্ঞাভিবিধিনাহূতৌ মখে দেবাবিবাশ্বিনৌ।
ক্রুদ্ধৌ তৌ তু নরব্যাঘ্রৌ বেগবন্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৯৪
তলশব্দেন রুষিতৌ যথা নাগৌ মহাবনে।
বিগাহ্য তু রথানীকমশ্বসঙ্ঘাংশ্চ কাঞ্চন ॥ ৯৫
ব্যচরৎ পৃতনামধ্যে পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
তং দৃষ্ট্বা যুধি বিক্রান্তং সেনায়াং তব ভারত ॥ ৯৬

সমস্ত সৈন্যরা আমার বাণসকলের আঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৮৩½

অন্যদিকে সৃঞ্জয়গণের বিশাল সৈন্যরাও মহাসমরে বিদীর্ণ হইতেছে। হে কৃষ্ণ! ঐ যে হাতীর রজ্জু চিহ্নযুক্ত বৃষিমান্ কর্ণের রথের ধ্বজ দেখা যাইতেছে। সে রাজগণের সৈন্যমধ্যে আনন্দের সহিত বিচরণ করিতেছে ॥ ৮৪-৮৫

জনার্দন! আপনি ত' জানেন—কর্ণ কিরূপ বলবান্ এবং পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ। অতএব রণাঙ্গনে (আমি ব্যতীত) অপর কোন মহারথী যোদ্ধা তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৮৬

যেখানে কর্ণ আমাদের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছে, আপনি সেখানে চলুন। রণাঙ্গনে সংশপ্তকগণকে পরিহার করিয়া এখন মহারথী সূতপুত্রের নিকট গমন করুন ॥ ৮৭

হে কৃষ্ণ! আমার ইহাই এখন উচিত বলিয়া মনে হইতেছে অথবা আপনি যাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন, উহাই করুন। অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হাস্য সহকারে বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! তুমি শীঘ্র এই কৌরব সৈন্যদিগকে সংহার কর ॥ ৮৮½

রাজন্! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হংসসদৃশ শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে লইয়া আপনার বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৮৯½

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সঞ্চালিত সেই সুবর্ণভূষিত শ্বেতবর্ণের অশ্বগণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে চারিদিকেই ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল ॥ ৯০½

যেরূপ কোন বিমান স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চঞ্চল পতাকাশ্রেণীতে যুক্ত এই কপিধ্বজ রথ মেঘের গর্জনের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে সেই সৈন্যমধ্যে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯১½

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিদারিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করত এই দুই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ মহাতেজে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ইহাদের মনে শত্রুগণের প্রতি ক্রোধ ছিল এবং সেই কারণে ইহাদের চক্ষু রোষবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৯২½

যেরূপ যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা বিধি পূর্বক আহূত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধনিপুণ এই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনও আহূত হইয়া রণযজ্ঞে উপস্থিত হইলেন ॥ ৯৩½

যেরূপ বিশাল বনে হস্ততলের শব্দে কুপিত হইয়া দুইটি হস্তী ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্রুদ্ধ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতেছিলেন ॥ ৯৪½

অর্জুন রথ-সৈন্য এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাশধারী যমরাজের ন্যায় কৌরব-সৈন্যদের মধ্যভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫½

ভারত! যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশকারী অর্জুনকে আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন পুনরায় সংশপ্তকগণকে তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন ॥ ৯৬½

সংশপ্তকগণান্ কৃত্বঃ পুত্রস্তে সমচূচুদৎ।
ততো রথসহস্রেণ ত্রিরদানাং ত্রিভিঃ শতৈঃ। ৯৭
চতুর্দশসহস্রৈস্তু তুরগাণাং মহাহবে।
ঘাত্যাং শতসহস্রাভ্যাং পদাতীনাঞ্চ ধাবনাম্। ৯৮
শূরাণাং লব্ধলক্ষ্যাণাং বিদিতানাং সমন্ততঃ।
অভ্যবর্তন্ত কৌন্তেয়ং ছাদয়ন্তো মহারথাঃ। ৯৯
শরবর্ষৈর্মহারাজ সর্বতঃ পাণ্ডুনন্দনম্। .
স চ্ছাদ্যমানঃ সমরে শরৈঃ পরবলার্দনঃ। ১০০
দর্শয়ন্ রৌদ্রমাত্মানং পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
নিঘ্নন্ সংশপ্তকান্ পার্থঃ প্রেক্ষণীয়তরোঽভবৎ। ১০১
ততো বিদ্যুৎপ্রভৈর্বাণৈঃ কার্তস্বরবিভূষিতৈঃ।
নিরন্তরমিবাকাশমাসীচ্ছন্নং কিরীটিনা। ১০২
কিরীটিভুজনির্মুক্তৈঃ সম্পতদ্ভির্মহাশরৈঃ।
সমাচ্ছন্নং বলং সর্বং কাল্পবেয়েরিব প্রভো। ১০৩
রুক্মপুঙ্খান্ প্রসন্নাগ্রান্ শরান সন্নতপর্বণঃ

অসাসৃজদমেয়াত্মা দিক্ষু সর্বাসু পাণ্ডবঃ। ১০৪
মহী বিয়দ্ দিশঃ সর্বাঃ সমুদ্রা গিরয়োঽপি বা।
স্ফুটন্তীতি জনা জজ্ঞুঃ পার্থস্য তলনিঃস্বনাৎ। ১০৫
হত্বা দশসহস্রাণি পার্থিবানাং মহারথঃ।
সংশপ্তকানাং কৌন্তেয়ঃ প্রত্যক্ষং ত্বরিতোঽভ্যয়াৎ। ১০৬
প্রত্যক্ষঞ্চ সমাসাদ্য পার্থঃ কাম্বোজরক্ষিতম্।
প্রমমাথ বলং বাণৈর্দানবানিব বাসবঃ। ১০৭
প্রচিচ্ছেদাশু ভল্লেন দ্বিষতামাততায়িনাম্।
শস্ত্রং পাণিং তথা বাহুং তথাপি চ শিরাংস্যুত। ১০৮
অজাজাবয়বৈশ্ছিন্নৈর্ব্যায়ুধাস্তেঽপতন্ ভুবি।
বিধ্বস্তাভিসন্ধ্যা বহুশাখা ইব দ্রুমাঃ। ১০৯
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং ত্রাতান নিঘ্নন্তমর্জুনম্।
সুদক্ষিণাদবরজঃ শরবৃষ্ট্যাভ্যবীবৃষৎ। ১১০
তস্যাস্ততোঽর্ধচন্দ্রাভ্যাং বাহূ পরিঘসন্নিভৌ।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রঞ্চ ক্ষুরেণাভ্যহরচ্ছিরঃ। ১১১

মহারাজ! তখন এক হাজার রথ, তিন শত হাতী, চৌদ্দ হাজার অশ্ব এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে নিপুণ, সর্বত্র বিখ্যাত ও শৌর্যশালী দুই লক্ষ পদাতি সৈন্যের সহিত সংশপ্তক সৈন্যগণ মহারথী কুন্তীকুমার পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে নিজেদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিতে করিতে সর্ব দিক্ দিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯৭-৯৯½

সেই সময় সমরাঙ্গণে ইঁহাদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত, শত্রুসৈন্য-সংহারকারী কুন্তীপুত্র অর্জুন পাশধারী যমরাজের ন্যায় নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে এবং সংশপ্তক সৈন্যদিগকে বধ করিতে করিতে অতিশয় দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন। ১০০-১০১

তদনন্তর কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত, বিদ্যুৎসদৃশ প্রকাশমান, সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। ১০২

প্রভো! কিরীটধারী অর্জুনের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বদিকে পতিত মহাবাণসমূহে আবৃত সেখানকার সকল প্রদেশ সর্পগণে ব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ১০৩

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সমস্ত দিক্‌সমূহে সুবর্ণময় পঙ্খভূষিত, নির্মল অগ্রভাগবিশিষ্ট এবং আনতপর্বযুক্ত বাণসকল বর্ষণ করিতেছিলেন। ১০৪

তখন সেখানকার সকল মানুষই ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, অর্জুনের হস্তত্বল শব্দে পৃথিবী, আকাশ, সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডল, সমুদ্র এবং পর্বতসমূহ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ১০৫

মহারথী কুন্তীকুমার অর্জুন সকলের সাক্ষাতেই দশ হাজার সংশপ্তক নরপতিগণকে বধ করিয়া অতিক্রান্ত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১০৬

যেরূপ ইন্দ্র দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুনও আমাদের সকলের সাক্ষাতেই কম্বোরাজ কর্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিশেষরূপে মথিত করিয়া ফেলিলেন। ১০৭

তিনি নিজের ভল্লের দ্বারা আততায়ী (অস্ত্রপাণি) শত্রুগণের অস্ত্র, হস্ত, বাহু ও মস্তকসকল নিপুণতার সহিত ছেদন করিলেন। ১০৮

যেরূপ চতুর্দিক্ হইতে উদ্‌কৃত প্রবল ঝটিকায় উৎপাটিত বহু শাখাযুক্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজেদের দেহের এক একটি অবয়ব ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় অস্ত্রহীন শত্রুরা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ১০৯

তখন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যসমূহ-সংহারকারী অর্জুনের উপর কম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজের বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১০

তখন অর্জুন বাণবর্ষণকারী সেই বীরের পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) ও সুদৃঢ় বাহুদ্বয়কে অর্ধচন্দ্রাকার দুইটি বাণে ছেদন

স পপাত ততো বাহাৎ সুলোহিতপরিস্রবঃ।
মনঃশিলাগিরেঃ শৃঙ্গং বজ্রেণেবাবদারিতম্ ॥ ১১১
সুদক্ষিণাদবরজং কাম্বোজং দদৃশুর্হতম্।
প্রাংশুং কমলপত্রাক্ষমতার্থং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ১১২
কাঞ্চনস্তম্ভসদৃশং ভিন্নং হেমগিরিং যথা।
ততোঽভবৎ পুনর্যুদ্ধং ঘোরমতার্থমদ্ভুতম্ ॥ ১১৩
নানাবস্ত্রাশ্চ যোধানাং বভূবুস্তত্র যুধ্যতাম্।
একেষুনিহতৈরন্যৈঃ কাম্বোজৈর্যবনৈঃ শকৈঃ ॥ ১১৪
শোণিতাক্তৈস্তদা রক্তং সর্বমাসীদ্ বিশাম্পতে
রথৈর্হতাশ্বসূতৈশ্চ হতারোহৈশ্চ বাজিভিঃ ॥ ১১৬
দ্বিরদৈশ্চ হতারোহৈর্মহামাত্রৈর্হতদ্বিপৈঃ।
অন্যোন্যেন মহারাজ কৃতো ঘোরো জনক্ষয়ঃ ॥ ১১৭
তস্মিন্ প্রপক্ষে পক্ষে চ নিহতে সব্যসাচিনা

অর্জুনং জয়তাং শ্রেষ্ঠং ত্বরিতো দ্রৌণিরভ্যয়াৎ ॥ ১১৮
সিধুরাজো মহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্।
আদদানঃ শরান ঘোরান্ স্বরশ্মীনিব ভাস্করঃ ॥ ১১৯
ক্রোধামর্ষবিবৃত্তাস্যো লোহিতাক্ষো বভৌ বলী।
অন্তকালে যথা ক্রুদ্ধো মৃত্যুঃ কিঙ্করদণ্ডভৃৎ ॥ ১২০
ততঃ প্রাসৃজদুগ্রাণি শরবর্ষাণি সজ্বশঃ।
তৈর্বিসৃষ্টৈর্মহারাজ ব্যত্রবৎ পাণ্ডবী চমূঃ ॥ ১২১
স দৃষ্ট্বৈব তু দাশার্হং সুন্দনস্থং বিশাম্পতে।
পুনঃ প্রাসৃজদুগ্রাণি শরবর্ষাণি মারিষ ॥ ১২২
তৈঃ শস্ত্রাস্ত্রমহারাজ দ্রৌণিমুক্তৈঃ সমন্ততঃ।
সঞ্ছাদিতৌ রথস্থৌ তাবুভৌ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১২৩
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈরশ্বত্থামা প্রতাপবান্।
নিশ্চেষ্টৌ তাবুভৌ যুদ্ধে চক্রে মাধব-পাণ্ডবৌ ॥ ১২৪

করিলেন এবং অপর একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহর মুখবিশিষ্ট তাঁহার মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১১১

তাহার পর তিনি রক্তধারা নিঃসারণ করিতে করিতে স্বীয় বাহন হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—মনঃশিলাপর্বতের শিখর বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে আসিয়া পড়িতেছে ॥ ১১২

সেই সময় সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিল যে, অতিশয় প্রিয়-দর্শন, কমলপত্রতুল্য নেত্র সুশোভিত এবং কাঞ্চন স্তম্ভসদৃশ দীর্ঘদেহ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হইয়া বিশীর্ণ স্বর্ণ পর্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ১১৩½

পুনরায় তদনন্তর অত্যন্ত ঘোর এবং অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেখানে যুদ্ধ করিতে করিতেই যোদ্ধাগণের বিভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হইতে থাকিল ॥ ১১৪½

প্রজানাথ! এক একটি বাণে নিহত রক্তরঞ্জিত কাম্বোজ (কাবুল)-দেশজাত অশ্বগণ, যবনসকল এবং শকসমূহের রক্তে সেই সম্পূর্ণ রণভূমি রক্তময় হইয়া যাইল ॥ ১১৫½

রথসকলের অশ্বগণ ও সারথি, অশ্বারোহী সহ অশ্ব, গজারোহী সহ গজ ও মাহুত এবং স্বয়ং হস্তীরাও নিহত হইয়া পড়িল। তখন সকলে পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, ভয়ঙ্কর জনক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে ॥ ১১৬-১১৭

সেই যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুন শত্রুগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ উভয় সৈন্যদিগকেই বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিজের সুবর্ণভূষিত বিশাল ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে শক্তিরশ্মিধারী সূর্যদেবের ন্যায় তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ হস্তে লইয়া অতিক্রান্ত বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১৮-১১৯

সেই সময় ক্রোধে ও অমর্ষে তাঁহার মুখ 'হাঁ' হইয়া গিয়াছিল, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই বলবান্ বীর অশ্বত্থামা স্বয়ং বিনাশকালে কিঙ্করনামক দণ্ডধারণকারী যমরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন ॥ ১২০

মহারাজ! তাহার পর তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে একসঙ্গে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১২১

মাননীয় প্রজানাথ! অশ্বত্থামা সেই রথের উপর উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় তাঁহার উপর ভয়ানক বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২২

মহারাজ! অশ্বত্থামার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিক পতিত সেই বাণসমূহের দ্বারা রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২৩

তাহার পর প্রতাপশালী অশ্বত্থামা শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই যুদ্ধস্থলে নিশ্চেষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১২৪

হাহাকৃতমভূৎ সর্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা
চরাচরস্য গোপ্তারৌ দৃষ্ট্বা সঙ্খাদিতৌ শরৈঃ ॥ ১২৫
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘাশ্চ সম্পেতুস্তে সমন্ততঃ।
চিন্তয়ন্তো ভবেদদ্য লোকানাং স্বস্তি পীতি চ ॥ ১২৬
ন ময়া তাদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূর্বঃ পরাক্রমঃ।
সংগ্রামে যাদৃশো দ্রৌণেঃ কৃষ্ণৌ সঙ্খাদয়িষ্যতঃ ॥ ১২৭
দ্রৌণেস্তু ধনুষঃ শব্দমহিতত্রাসনং রণে
অশ্রৌষং বহুশো রাজন্ সিংহস্য নিনদো যথা ॥ ১২৮
জ্যা চাস্য চরতো যুদ্ধে সব্যদক্ষিণমন্ততঃ।
বিদ্যুদ্দ্যুদমধ্যস্থা ভ্রাজমানেব সাভবৎ ॥ ১২৯
স তথা ক্ষিপ্রকারী চ দৃঢ়হস্তশ্চ পাণ্ডবঃ
প্রমোহং পরমং গত্বা প্রেক্ষ্য তং দ্রোণজং ততঃ ॥ ১৩০
বিক্রমং বিহতং মেন আত্মনঃ স মহাযশাঃ
তস্যাস্ত সমরে রাজন্ বপুরাসীৎ সুদুর্দৃশম্ ॥ ১৩১

চরাচর জগতের রক্ষাকারী এই বীরকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই হাহাকার করিয়া উঠিল। ১২৫

সিদ্ধ ও চারণসঙ্ঘ সর্বদিক্ দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আজ সমগ্র জগতের কল্যাণ হউক। ১২৬

রাজন্! সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে করিতে অশ্বত্থামার এই দিন যেরূপ পরাক্রম আমরা দেখিলাম, এরূপ পরাক্রম পূর্বে কখনও দেখি নাই। ১২৭

মহারাজ! আমি রণাঙ্গনে অশ্বত্থামার ধনুর শত্রুগণের ভয়প্রদ টঙ্কারধ্বনি সিংহের গর্জনের ন্যায় বারংবার শুনিতে পাইলাম। ১২৮

যেরূপ মেঘমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধে বামে দক্ষিণে বাণবর্ষণ করিতে করিতে বিচরণকারী অশ্বত্থামার ধনুর গুণও প্রকাশিত হইতেছিল। ১২৯

যুদ্ধে ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়তা সহকারে হস্ত চালাইতে সমর্থ মহাযশস্বী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের পরাক্রমকে প্রতিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই সমরাঙ্গণে অশ্বত্থামার দেহের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করাও কঠিন ছিল। ১৩০-১৩১

দ্রৌণি-পাণ্ডবয়োরেবং বর্তমানে মহারণে
বর্ধমানে চ রাজেন্দ্র দ্রোণপুত্রে মহাবলে। ১৩২
ক্ষীয়মাণে চ কৌন্তেয়ে কৃষ্ণে রোষঃ সমাবিশৎ।
স রোষাদ্বিঃশ্বসন্ রাজন্ নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ১৩৩
দ্রৌণিং প্রপদ্যত সংগ্রামে ফাল্গুনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীৎ কৃষ্ণঃ পার্থং সপ্রণয়ং তদা ॥ ১৩৪
অত্যদ্ভুতমিদং পার্থ তব পশ্যামি সংযুগে।
অতিশেতে হি যত্র ত্বাং দ্রোণপুত্রোঽদ্য ভারত ॥ ১৩৫
কচ্চিদ্ বীর্য্যং যথাপূর্বং ভুজয়োর্বা বলং তব।
কচ্চিৎ তে গাণ্ডিবং হস্তে রথে তিষ্ঠতি চাজুন। ১৩৬
কচ্চিৎ কুশলিনৌ বাহূ মুষ্টির্বা ন ব্যশীর্য্যত।
উদীর্য্যমাণং হি রণে পশ্যামি দ্রৌণিমাহবে ॥ ১৩৭
গুরুপুত্র ইতি স্নেহং মানয়ন্ ভরতর্ষভ
উপেক্ষাং কুরু মা পার্থ নায়ং কাল উপেক্ষিতুম্। ১৩৮

রাজেন্দ্র! এইরূপ অশ্বত্থামা ও অর্জুনের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর যখন মহাবল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং কুন্তীকুমার অর্জুনের পরাক্রম মন্দ হইয়া যাইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় ক্রোধ হইল। ১৩২-১৩৩

রাজন্! তিনি রোষবশতঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এবং নিজ নেত্রসমূহের দ্বারা দগ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামা ও অর্জুনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১৩৩-১৩৪

তাহার পর ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় অর্জুনকে প্রণয়সহকারে বলিলেন,—পার্থ! যুদ্ধস্থলে তোমার এই উপেক্ষাযুক্ত অতিশয় অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিতেছি। ভারত! আজ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তোমা অপেক্ষা সর্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে। ১৩৪-১৩৫

অর্জুন! তোমার শারীরিক শক্তি পূর্বের ন্যায় আছে ত? অথবা তোমার বাহুদ্বয়ের বলও পূর্বের তুল্য আছে কি না? তোমার হাতে গাণ্ডীব ধনু রহিয়াছে ত' এবং তুমি রথের উপর অবস্থান করিতেছ ত'? ১৩৬

তোমার বাহুদ্বয় কুশলে আছে ত'? কিংবা তোমার মুষ্টি শিথিল হইয়া যায় নাই ত'? অর্জুন! আমি দেখিতেছি যে, যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামা তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতেছে॥ ১৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! কুন্তীনন্দন! ইনি আমার গুরুপুত্র, এরূপ

এবমুক্তস্ত কৃষ্ণেন গৃহ্য ভল্লাংশ্চতুর্দশ।
ত্বরমাণস্ত্বরাকালে দ্রৌণের্ধনুরথাচ্ছিনৎ ॥ ১৩৯
ধ্বজং ছত্রং পতাকাশ্চ খড়্গাং শক্তিং গদাং তথা।
জত্রুদেশে চ সুভৃশং বৎসদন্তৈরতাড়য়ৎ ॥ ১৪০
স মূর্চ্ছাং পরমাং গত্বা ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ।
তং বিসংজ্ঞং মহারাজ শত্রুণা ভৃশপীড়িতম্ ॥ ১৪১
অপোবাহ রণাৎ সূতো রক্ষমাণো ধনঞ্জয়াৎ।
এতস্মিন্নেব কালে চ বিজয়ঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ১৪২
ব্যহনৎ তাবকং সৈন্যং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পশ্যতস্তস্ত বীরস্ত তব পুত্রস্ত ভারত ॥ ১৪৩
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তস্তাবকানাং পরৈঃ সহ।
ক্রূরো বিশসনো ঘোরো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ১৪৪
সংশপ্তকাংশ্চ কৌন্তেয়ঃ কুরূংশ্চাপি বৃকোদরঃ।
বসুষেণশ্চ পাঞ্চালান্ ক্ষণেন ব্যধমদ্ রণে ॥ ১৪৫
বর্ত্তমানে তথা রৌদ্রে রাজন্ বীরবরক্ষয়ে।
উত্থিতাস্তগণেষ্বানি কবন্ধানি সমন্ততঃ ॥ ১৪৬
যুধিষ্ঠিরোঽপি সংগ্রামে প্রহারৈর্গাঢ়বেদনঃ।
ক্রোশমাত্রমপক্রম্য তস্থৌ ভরতসত্তম ॥ ১৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

মনে করিয়া তুমি ইহাকে উপেক্ষা করিও না; কারণ, এখন উপেক্ষা করিবার সময় নহে ॥ ১৩৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন চৌষট্টি ভল্ল হাতে লইয়া ত্বরা করিবার সময় ত্বরান্বিত হইয়াই অশ্বত্থামার ধনু ছেদন করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, খড়্গ, শক্তি এবং গদাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তদনন্তর অশ্বত্থামার কণ্ঠের উপরে 'বৎসদন্ত' নামক বাণসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৩৯-১৪০

মহারাজ! এই আঘাতে গুরুতর মূর্চ্ছিত হইয়া অশ্বত্থামা ধ্বজদণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রু কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত ও সংজ্ঞাহীন অশ্বত্থামাকে তাঁহার সারথি অর্জুন হইতে রক্ষা করিতে করিতে রণাঙ্গন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ১৪১½

ভারত! সেই সময় শত্রুতাপন অর্জুন আপনার সৈন্যবাহিনীর শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে আপনার বীর পুত্রগণের সাক্ষাতেই বধ করিলেন ॥ ১৪২-১৪৩

রাজন্! এইরূপে আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ শত্রুগণের সহিত আপনার যোদ্ধাদের এই বিনাশকারী, ভয়ঙ্কর ও ক্রূরতাপূর্ণ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে ॥ ১৪৪

সেই সময় রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধকুমার অর্জুন সংশপ্তকগণকে, ভীমসেন কৌরবদিগকে এবং কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্যবাহিনীকে ক্ষণকালের মধ্যেই সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪৫

রাজন্! যখন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশকারী এই সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন চারিদিকে অসংখ্য কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) দাঁড়াইয়া আছে দেখা যাইল ॥ ১৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সময় সংগ্রামে যুধিষ্ঠির অস্ত্রসকলের প্রচণ্ড প্রহারে অতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি রণাঙ্গন হইতে একক্রোশ দূরে সরিয়া যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্যেভ্যো দুর্য্যোধনস্তোৎসাহদানম্, অশ্বত্থাম্নঃ প্রতিজ্ঞা চ]

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনস্ততঃ কর্ণমুপেত্য ভরতর্ষভ
অব্রবীন্মদ্ররাজঞ্চ তথৈবান্যাংশ্চ পার্থিবান্ ॥
যদৃচ্ছয়ৈতৎ সম্প্রাপ্তং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ কর্ণ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ২
সদৃশৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শূরৈঃ শূরাণাং যুধ্যতাং যুধি
ইষ্টং ভবতি রাধেয় তদিদং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩
হত্বা চ পাণ্ডবান্ যুদ্ধে ক্ষীতামুর্বীমবাপ্স্যথ
নিহতা বা পরৈর্যুদ্ধে বীরলোকমবাপ্স্যথ। ৪
দুর্য্যোধনস্য তচ্ছ্রুত্বা বচনং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
হৃষ্টা নাদান্মুদক্রোশন্ বাদিত্রাণি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৫
ততঃ প্রমুদিতে তস্মিন্ দুর্য্যোধনবলে তদা
হর্ষয়ংস্তাবকান্ যোধান্ দ্রৌণিরিদমব্রবীৎ। ৬
প্রত্যক্ষং সর্ব্বসৈন্যানাং ভবতাং চাপি পশ্যতাম্
সুমহৎকর্ম মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ৭
স তেনাসমমর্ষেণ মিত্রার্থে চাপি পার্থিবাঃ।
সত্যং বঃ প্রতিজানামি তদ্ বাক্যং মে নিবোধত ॥ ৮
ধৃষ্টদ্যুম্নমহত্বাহং ন বিমোক্ষ্যামি দংশনম্।
অনৃতায়াং প্রতিজ্ঞায়াং নাহং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৯
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ যোধো যো রক্ষিতা রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য তং সংখ্যে নিহনিষ্যামি সায়কৈঃ। ১০
এবমুক্তে ততঃ সর্ব্বা সহিতা ভারতীচমূঃ।
অভ্যদ্রবত কৌন্তেয়াংস্তথা তে চাপি পাণ্ডবাঃ ॥ ১১
স সন্নিপাতো রথযূথপানাং
বভূব রাজন্নতিভীমরূপঃ।
জনক্ষয়ঃ কালযুগান্তকল্পঃ
প্রাবর্ত্ততাগ্রে কুরু-সৃঞ্জয়ানাম্ ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সৈন্যদিগকে দুর্য্যোধনের উৎসাহ দান এবং অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণের নিকটে যাইয়া মদ্ররাজ শল্য এবং অন্য নৃপতিগণকে বলিলেন ॥ ১

কর্ণ! স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ এই যুদ্ধ যদৃচ্ছাক্রমে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২

রাধানন্দন! নিজের সদৃশ বলবান্ বীর ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধরত বীরবৃন্দের যাহা অভীষ্ট, তাদৃশ এই সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ৩

অতএব তোমরা সকলে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া নৃতনের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ করিবে অথবা শত্রুগণের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইবে। ৪

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাগণ হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার বাদ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৫

তদনন্তর অতিশয় আনন্দিত দুর্য্যোধনের সেই সৈন্যগণ-মধ্যে অশ্বত্থামা আপনার যোদ্ধাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৬

সমস্ত সৈন্যগণের সম্মুখে এবং আপনাদের সাক্ষাতেই যিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই আমার পিতাকে ধৃষ্টদ্যুম্ন নৃপতিত করিয়াছে। ৭

নৃপতিগণ! এই অমর্ষের জন্য এবং মিত্র দুর্য্যোধনের কার্য্য সিদ্ধির জন্য আমি আপনাদের সকলকে এই সত্য কথা বলিতেছি, আপনারা আমার সেই কথা শ্রবণ করুন। ৮

আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে না বিনাশ করা পর্য্যন্ত আমার কবচ উন্মুক্ত করিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায়, তবে আমার যেন স্বর্গলোক লাভ না হয়। ৯

অর্জ্জুন ও ভীমসেনাদি যে সকল যোদ্ধারা রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি যুদ্ধস্থলে তাহাদেরও সকলকে নিজ বাণ-সমূহের দ্বারা বিনাশ করিব। ১০

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা একত্রে মিলিত হইয়া কুন্তীনন্দনগণের সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন এবং পাণ্ডবগণও কৌরবদের প্রতি ধাবিত হইলেন। ১১

রাজন্! রথযূথপতি বীরগণের এই যুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। কৌরব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদের সম্মুখে প্রলয়কালের ন্যায় ভয়ানক জনসংহার আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ১২

ততঃ প্রবৃত্তে যুধি সম্প্রহারে
স্তুতানি সর্বাণি সদৈবতানি।
আসন্ সমেতানি সহাপ্সরোভি-
র্দিদৃক্ষমাণানি নরপ্রবীরান্ ॥ ১৩
দিব্যৈশ্চ মাল্যৈর্বিবিধৈশ্চ গন্ধৈ-
র্দিব্যৈশ্চ রত্নৈর্বিবিধৈর্নরাগ্র্যান্।
রণে স্বকর্মোদ্যতঃ প্রবীরা-
নবাকিরন্নপ্সরসঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ১৪
সমীরণস্তাংশ্চ নিষেব্য গন্ধান্
নিষেব সর্বানপি যোধমুখ্যান্
নিষেব্যমাণাস্তনিলেন যোধাঃ
পরস্পরঘ্না ধরণীং নিপেতুঃ ॥ ১৫

সা দিব্যমাল্যৈরবকীর্য্যমাণা
সুবর্ণপুঙ্খৈশ্চ শরৈর্বিচিত্রৈঃ।
নক্ষত্রসঙ্ঘৈরিব চিত্রিতা দ্যৌঃ
ক্ষিতিস্তথৌ যোধবরৈর্বিচিত্রা ॥ ১৬
ততোঽন্তরিক্ষাদপি সাধুবাদৈ-
র্বাদিত্রঘোষৈঃ সমুদীর্য্যমাণঃ।
জ্যাঘোষনেমিস্বননাদচিত্রঃ
সমাকুলঃ সোঽভবৎ সম্প্রহারঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অশ্বত্থামপ্রতিজ্ঞায়াং
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

তদনন্তর যুদ্ধস্থলে যখন ভীষণ সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল, সেই সময় দেবতা ও অপ্সরাবৃন্দের সহিত সমস্ত প্রাণীই সেই নরবীরগণকে দেখিবার ইচ্ছায় একত্রে সেখানে সমবেত হইলেন ॥ ১৩

রণাঙ্গনে নিজ নিজ কর্ম্মের ভার যথার্থরূপে বহনকারী মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রধান বীরবর্গের উপর অতিশয় হৃষ্ট অপ্সরাগণ দিব্য হার, নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং নানাপ্রকার দিব্য রত্নসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ১৪

বায়ু ইহাদের সুগন্ধ গ্রহণ করত সমস্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের সেবা করিতে লাগিলেন এবং এই বায়ুসেবিত যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে বধ করত ধরণীতলে শয়ন করিতে থাকিলেন ॥ ১৫

দিব্য মাল্য ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহে আচ্ছাদিত এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের দ্বারা বিচিত্র শোভা প্রাপ্ত হইয়া এই রণভূমি নক্ষত্রসমূহে চিত্রিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৬

তাহার পর আকাশ হইতেও সাধুবাদ এবং বাদ্যসমূহের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এবং ধনুষ্টঙ্কারের গুণের টঙ্কার ও রথসমূহের চক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দযুক্ত সেই সংগ্রাম অধিক কোলাহল পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞাবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরনিকটং গন্তুং শ্রীকৃষ্ণসমীপে অর্জুনস্যেচ্ছাপ্রকাশঃ, যুদ্ধভূমের্দৃশ্য-দর্শয়তা তত্রত্য-বৃত্তান্তস্য বর্ণয়তা শ্রীকৃষ্ণেন রথস্য সঞ্চালনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবমেষ মহানাসীৎ সংগ্রামঃ পৃথিবীক্ষিতাম্।
ক্রুদ্ধেঽর্জুনে তথা কর্ণে ভীমসেনে চ পাণ্ডবে ॥
দ্রোণপুত্রং পরাজিত্য জিত্বা চান্যান্ মহারথান্
অব্রবীদর্জুনো রাজন্ বাসুদেবমিদং বচঃ ॥ ২
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো দ্রবন্তীং পাণ্ডবীং চমূম্।
কর্ণং পশ্য চ সংগ্রামে কালয়ন্তং মহারথান্ ॥ ৩
ন চ পশ্যামি দাশার্হ ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্
নাপি কেতুর্বৃষা শ্রেষ্ঠ ধর্মরাজস্য দৃশ্যতে ॥৪
ত্রিভাগশ্চাবশিষ্টোঽয়ং দিবসস্য জনার্দন।
ন চ মাং ধার্তরাষ্ট্রেষু কশ্চিদ্ যুধ্যতি সংযুগে ॥ ৫
তস্মাৎ ত্বং মৎপ্রিয়ং কুর্বন্ যাহি যত্র যুধিষ্ঠিরঃ
দৃষ্ট্বা কুশলিনং যুদ্ধে ধর্মপুত্রং সহানুজম্ ॥ ৬

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অর্জুনের ইচ্ছাপ্রকাশ এবং যুদ্ধভূমির দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে ও সেখানকার বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রথ সঞ্চালন।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! এইরূপ অর্জুন, কর্ণ ও পাণ্ডবগণ ভীমসেন কুপিত হইলে পর তুপতিগণের সেই সংগ্রাম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ১

হে রাজন্! দ্রোণপুত্র এবং অন্যান্য মহারথী বীরগণকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করত অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

মহাবাহু কৃষ্ণ! দেখুন, এই পাণ্ডবসৈন্যরা পলায়ন করিতেছে এবং কর্ণ সমরাঙ্গণে মহারথী বীরগণকেও কালবশে প্রেরণ করিতেছে ॥ ৩

হে দাশার্হকুলভূষণ! এই সময় আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইতেছি না। যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! ধর্মরাজের ধ্বজও দেখা যাইতেছে না ॥ ৪

জনার্দন! এখন সম্পূর্ণ দিবসের তিন ভাগ আর মাত্র অবশিষ্ট আছে। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে না ॥ ৫

অতএব আপনি আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেখানে গমন করুন যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছেন বার্ষ্ণেয়! ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সকুশলে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমি পুনর্ব্বার সমরাঙ্গণে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৬

পুনর্যোদ্ধাস্মি বার্ষ্ণেয় শত্রুভিঃ সহ সংযুগে।
ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু বীভৎসোর্বচনাদ্ধরিঃ ॥ ৭
যতো যুধিষ্ঠিরো রাজা সৃঞ্জয়াশ্চ মহারথাঃ।
অযুধ্যংস্তাবকৈঃ সার্ধং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৮
ততঃ সংগ্রামভূমিং তাং বর্তমানে জনক্ষয়ে।
অবেক্ষমাণো গোবিন্দঃ সব্যসাচিনমব্রবীৎ ॥ ৯
পশ্য পার্থ মহারৌদ্রো বর্ততে ভরতক্ষয়ঃ।
পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ দুর্য্যোধনকৃতো মহান্ ॥ ১০
পশ্য ভারত চাপানি রুক্মপৃষ্ঠানি ধন্বিনাম্
মৃতানামপবিদ্ধানি কলাপাংশ্চ মহাধনান্ ॥ ১১
জাতরূপময়ৈঃ পুঙ্খৈঃ শরাংশ্চানতপর্বণঃ
তৈলাধৌতাংশ্চ নারাচান্ নির্মুক্তান্ পন্নগানিব ॥ ১২

ইহারা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় মনে করিয়া আপনার যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তদনন্তর যেখানে সেই ভয়ঙ্কর জনসংক্ষয় হইতেছিল, সেই রণভূমি দর্শন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সব্যসাচী অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮-৯

কুন্তীনন্দন! দেখ, দুর্য্যোধনের জন্য আজ এই ভরতবংশীয়গণের এবং ভূমণ্ডলের অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের মহাভয়ঙ্কর বিনাশ হইতেছে ॥ ১০

হে ভারত! তুমি আরও দেখ, নিহত বহুতর বীরগণের এই বর্ম্মময় পৃষ্ঠভাগযুক্ত ধনু ও মহামূল্য তূণীরসকল পতিত আছে ॥ ১১

সুবর্ণনির্ম্মিত পক্ষযুক্ত আনতপর্ব্বসমন্বিত বাণ ও তৈলধৌত নারাচসকল যোদ্ধাগণের হাত হইতে ভূতলে পতিত দেখা যাইতেছে ॥ ১২

হস্তিদন্তোৎসরূন্ খড়্গান জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
বর্মাণি চাপবিদ্ধানি রুক্মগর্ভাণি ভারত ॥ ১৩
সুবর্ণবিকৃতান্ প্রাসান্ শক্তীঃ কনকভূষণাঃ।
জাম্বুনদময়ৈঃ পট্টৈর্বদ্ধাশ্চ বিপুলা গদাঃ ॥ ১৪
জাতরূপময়ীশ্চষ্টীঃ পট্টিশান্ হেমভূষণান্।
দণ্ডৈঃ কনকচিত্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধান পরশ্বধান ॥ ১৫
অয়ঃকুন্তাংশ্চ পতিতান্ মুসলানি গুরূণি চ।
শতঘ্নীঃ পশ্য চিত্রাশ্চ বিপুলান্ পরিঘাংস্তথা ॥ ১৬
চক্রাণি চাপবিদ্ধানি তোমরাংশ্চ মহারণে।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি প্রগৃহ জয়গৃদ্ধিনঃ ॥ ১৭
জীবন্ত ইব দৃশ্যন্তে গতসত্ত্বাস্তরস্বিনঃ
গদাবিমথিতৈর্গাত্রৈর্মুসলৈভিন্নমস্তকান্ ॥ ১৮
গজ-বাজি-রথক্ষুণ্ণান্ পশ্য যোধান্ সহস্রশঃ।
মনুষ্যহয়নাগানাং শরশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ ॥ ১৯

পরিঘৈরায়সৈর্ঘোরৈরয়ঃকুন্তৈঃ পরশ্বধৈঃ।
শরীরৈর্বহুভিশ্ছিন্নৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ ॥ ২০
গতাসুভিরমিত্রঘ্নৈঃ সাঙ্গদৈর্হেমভূষিতৈঃ ॥ ২১
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সাঙ্গদৈর্হেমভূষিতৈঃ ॥ ২১
সতলত্রৈঃ সকেয়ূরৈর্ভাতি ভারতমেদিনী।
সাঙ্গুলিত্রৈর্ভুজাগ্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ২২
হস্তিহস্তোপমৈশ্ছিন্নৈরুরুভিশ্চ তরস্বিনাম্।
বদ্ধচূড়ামণিবরৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ ॥ ২৩
পতিতৈর্ঋষভাক্ষাণাং বিরাজতি বসুন্ধরা।
কবন্ধৈঃ শোণিতাদিগ্ধৈশ্ছিন্নগাত্রশিরোধরৈঃ ॥ ২৪
ভূর্ভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রাচিভিরিবাগ্নিভিঃ।
রথাংশ্চ বহুধা ভগ্নান্ হেমকিঙ্কিণিনঃ শুভান্ ॥ ২৫
বাজিনশ্চ হতান্ পশ্য নিষ্কীর্ণাস্ত্রান্ শরাহতান্।
অনুকর্ষোপাসঙ্গান্ পতাকা বিবিধধ্বজান্ ॥ ২৬

ভারত! হস্তিদন্তনির্মিত মুষ্টিযুক্ত ও সুবর্ণভূষিত খড়্গ এবং বর্মশোভিত কবচসমূহও নিক্ষিপ্ত আছে ॥ ১৩

এই দেখ, সুবর্ণময় প্রাস, স্বর্ণভূষিত শক্তি এবং স্বর্ণপট্ট মণ্ডিত বিশাল গদাসকলও পতিত রহিয়াছে ॥ ১৪

স্বর্ণময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ এবং সুবর্ণ বিচিত্র দণ্ডযুক্ত পরশুসমূহও নিক্ষিপ্ত আছে ॥ ১৫

লৌহনির্মিত কুম্ভ (ভল্ল), ভারী মুসল, বিচিত্র শতঘ্নী ও বিশাল পরিঘসকল ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে ॥ ১৬

এই মহাসমরে নিক্ষিপ্ত চক্র ও তোমরসকলও ভূমি লক্ষ্য কর। জয়াভিলাষী বেগবান্ যোদ্ধারা নানাপ্রকার অস্ত্রসকল হাতে ধরিয়াই নিজেদের প্রাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি যেন ইহারা জীবিত বলিয়াই মনে হইতেছে ॥ ১৭½

দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের শরীরসকল গদার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। মুসলের আঘাতে ইহাদের মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে ইহারা বিক্ষত হইয়া গিয়াছে ॥ ১৮½

শত্রুসূদন! বাণ, শক্তি, যষ্টি, পট্টিশ, লৌহময় পরিঘ, লৌহনির্মিত ভয়ঙ্কর ভল্ল ও পরশুসকলের আঘাতে মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণের বহু শরীরও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাপ্লুত হইয়াছে এবং প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহাদের দ্বারা এই রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৯-২০½

ভারত! চন্দনচর্চিত, অঙ্গদ ও কেয়ূরসকলে অলঙ্কৃত, স্বর্ণের অন্যান্য আভরণসমূহে বিভূষিত এবং তলত্রাণ (দস্তানা)-যুক্ত বীরগণের ছিন্ন বাহুসকলের দ্বারা এই বৃষভভূমির অদ্ভুত শোভা হইতেছে ॥ ২১½

বৃষভতুল্য বিশালনেত্রযুক্ত বেগশালী বীরগণের দস্তানা-পরিহিত ও আভরণভূষিত বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত আছে। হস্তিগণের শুণ্ডতুল্য স্থূল (মোটা) বহু জঙ্ঘা খণ্ডিত হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি শোভিত ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তকসকলও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত আছে। এই সকলের দ্বারা রণভূমির অপূর্ব শোভা হইতেছে ॥ ২২-২৩½

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহাদের মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া রক্তবর্ণ দেখাইতেছে, সেই কবন্ধসমূহে (মুণ্ডহীন শবদেহসমূহে) রণভূমি স্থানে স্থানে শান্তশিখাযুক্ত অগ্নির অর্চিসকলের দ্বারা যেন শোভা পাইতেছে ॥ ২৪½

দেখ, যাহাদের মধ্যে স্বর্ণনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘণ্টা সন্নিবেশিত আছে, এরূপ অসংখ্য সুন্দর রথ খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত আছে। বাণসমূহে নিহত হইয়া ইহাদের অশ্বগণ ধরাশায়ী হইয়াছে এবং তাহাদের অস্ত্রসকলও বাহির হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫½

অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ, পতাকা নানাবিধ ধ্বজ এবং রথী যোদ্ধাদের বড় বড় শ্বেতবর্ণের শঙ্খসকলও চারিদিকে ছড়ান আছে ॥ ২৬½

রথিনাঞ্চ মহাস্থান্ পাণ্ডুরাংশ্চ প্রকীর্ণকান্।
নিরন্তর্জিহ্বান্ মাতঙ্গান্ শয়ানান্ পর্বতোপমান্।২৭
বৈজয়ন্তীবিচিত্রাংশ্চ হতাংশ্চ গজবাজিনঃ।
বারণানাং পরিস্তোমাংস্তথৈবাজিনকম্বলান্। ২৮
বিপাটিতবিচিত্রাংশ্চ রূপ্যচিত্রান্ কুথাঙ্কুশান্।
ভিন্নাংশ্চ বহুধা ঘণ্টা মহদ্ভিঃ পতিতৈর্ভুবি॥ ২৯
বৈদূর্য্যদণ্ডাংশ্চ শুভান্ পতিতানঙ্কুশান্ ভুবি
বদ্ধাঃ সাদিভুজাগ্রেষু সুবর্ণবিকৃতাঃ কশাঃ। ৩০
বিচিত্রমণিচিত্রাংশ্চ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
অশ্বাস্তরপরিস্তোমান্ রাঙ্কবান পতিতান্ ভুবি॥ ৩১
চূড়ামণীন্ নরেন্দ্রাণাং বিচিত্রাঃ কাঞ্চনস্রজঃ।
ছত্রাণি চাপবিদ্ধানি চামর-ব্যজনানি চ ৩২
চন্দ্রনক্ষত্রভাসৈশ্চ বদনৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ
ক,পুষ্মশ্রুভিরত্যর্থং বীরাণাং সমলঙ্কৃতৈঃ। ৩৩

যাহাদের জিহ্বা বাহির হইয়া গিয়াছে, এরূপ অগণিত পর্ব্বতাকার হাতী চিরকালের জন্য ধরাতলে শায়িত রহিয়াছে। বিচিত্র বৈজয়ন্তী পতাকাসমূহ খণ্ডিত হইয়া পতিত আছে এবং হস্তী ও অশ্বগণ নিহত হইয়াছে। ২৭½

হস্তিগণের বিচিত্র ঝালর, মৃগচর্ম্ম ও কম্বলসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। রৌপ্যনির্ম্মিত তারকাসমূহে চিহ্নিত আস্তরণ, অঙ্কুশ এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত অসংখ্য ঘণ্টা বিশাল গজরাজগণের সহিত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। ২৮-২৯

যাহাদের মধ্যে বৈদূর্য্যমণির দণ্ডসংযুক্ত আছে, এরূপ অসংখ্য সুন্দর অঙ্কুশ ভূতলে পতিত আছে। আরোহী যোদ্ধাদের হস্তে স্থিত সুবর্ণনির্ম্মিত বহু কশাও ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। ৩০

বিচিত্র মণিসমূহে সংযুক্ত ও স্বর্ণময় তারকাচিহ্নে চিহ্নিত রঙ্কুমৃগের চর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত, অশ্বগণের পৃষ্ঠে আস্তৃত বহুসংখ্যক ঝালর ভূমিতে পতিত আছে। ৩১

নরপতিগণের মণিময় মুকুট, বিচিত্র স্বর্ণময় হার, ছত্র, চামর এবং ব্যজন নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ৩২

দেখ, চন্দ্র ও নক্ষত্রসদৃশ কান্তিমান্, মনোহর কুণ্ডলসমূহে বিভূষিত এবং শ্মশ্রু (দাড়ি)-যুক্ত বীরগণের আস্তরণভূষিত মুখমণ্ডলের দ্বারা রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার উপর রক্তের কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৩½

বদনৈঃ পশ্য সংছন্নাং মহীং শোণিতকর্দ্দমাম্।
সজীবাংশ্চাপরান্ পশ্য কূজমানান্ সমন্ততঃ॥ ৩৪
উপাস্যমানান্ বহুশো স্বস্তশস্ত্রৈর্বিশাম্পতে।
জ্ঞাতিভিঃ সহিতাংস্তত্র রোদমানৈর্মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৫
ব্যুৎক্রান্তানপরান্ যোধাংশ্ছাদয়িত্বা তরস্বিনঃ।
পুনর্যুদ্ধায় গচ্ছন্তি জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্যবঃ॥ ৩৬
অপরে তত্র তত্রৈব পরিধাবন্তি মানবাঃ।
জাতিভিঃ পতিতৈঃ শূরৈর্ধাচ্যমানাস্তথোদকম্॥ ৩৭
জলার্থঞ্চ গতাঃ কেচিন্নিষ্প্রাণা বহবোঽজুন।
সংনিবৃত্তাংশ্চ তে শূরান্তান্ বৈ দৃষ্ট্বা বিচেতসঃ॥ ৩৮
জলং ত্যক্ত্বা প্রধাবন্তি ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্।
জলং পীত্বা মৃতান্ পশ্য পিবতোঽন্যাংশ্চ মারিষ॥ ৩৯
পরিত্যজ্য প্রিয়ানন্যে বান্ধবান্ বান্ধবপ্রিয়াঃ।
ব্যুৎক্রান্তাঃ সমদৃশ্যন্ত তত্র তত্র মহারণে॥ ৪০

প্রজাপালক অর্জুন! অন্য যোদ্ধাগণের দিকেও দৃষ্টিপাত কর, যাহাদের প্রাণ এখনও অবশিষ্ট আছে এবং যাহারা চারিদিকে অব্যক্ত স্বরে কোলাহল করিতেছে, তাহাদের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন অস্ত্র পরিত্যাগ করত নিকটে আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক বারংবার রোদন করিতেছে। ৩৪-৩৫

যাহাদের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, সেই যোদ্ধাগণকে বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া জয়াভিলাষী বেগবান্ বীর সৈন্যরা পুনরায় অত্যন্ত ক্রোধসহকারে যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছে। ৩৬

অপর বহু সৈন্য রণাঙ্গনে পতিত নিজেদের সৌখ্যশালী বীরগণ জল প্রার্থনা করিলে পর সেখানে তাহারা এদিক্ ওদিক্ জলের জন্য ধাবিত হইতেছে। ৩৭

অর্জুন! বহু যোদ্ধা জল আনিবার জন্য গমন করিল, ইহার মধ্যে জলাকাঙ্ক্ষী সেই সব বীরের প্রাণ বহির্গত হইল। যখন বীর যোদ্ধারা জল লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাদিগকে অচৈতন্য দেখিয়া জল সেইস্থানেই নিক্ষেপ করত পরস্পর কোলাহল করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। ৩৮½

শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন! অন্যদিকে কিছু যোদ্ধা জলপান করত নিহত হইল এবং কিছু সৈন্য জল পান করিতে করিতেই প্রাণহীন হইয়া যাইল। বান্ধবপ্রিয় বহু যোদ্ধাকে নিজেদের প্রিয় বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই মহাসমরে যেখানে সেখানে নিষ্প্রাণ হইতে দেখা যাইতেছে। ৩৯-৪০

তথাপরান্ নরশ্রেষ্ঠ সংদষ্টৌষ্ঠপুটান্ পুনঃ
ভ্রুকুটীকুটিলৈর্বক্ত্রৈঃ প্রেক্ষমাণান্ সমন্ততঃ । ৪১
এবং ব্রুবংস্তদা কৃষ্ণো যযৌ যত্র যুধিষ্ঠিরঃ ।
অর্জুনস্চাপি নৃপতের্দর্শনার্থং মহারণে । ৪২
যাহি যাহীতি গোবিন্দং মুহুর্মুহুরচোদয়ৎ ।
তাং যুদ্ধভূমিং পার্থস্ত দর্শয়িত্বা চ মাধবঃ ॥ ৪৩
ত্বরমাণস্ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থমাহ শনৈরিদম্ ।
পশ্য পাণ্ডব রাজানমুপযাতাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ৪৪
কর্ণং পশ্য মহারঙ্গে জ্বলন্তমিব পাবকম্ ।
অসৌ ভীমো মহেষ্বাসঃ সংনিবৃত্তো রণং প্রতি ॥ ৪৫
তমেতে বিনিবর্তন্তে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ।
পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়ানাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ যে মুখম্ ॥ ৪৬
নিবৃত্তৈশ্চ পুনঃ পার্থৈর্ভগ্নং শত্রুবলং মহৎ ।
কৌরবান্ দ্রবতো হ্যেষ কর্ণো রোধয়তেঽর্জুন । ৪৭

অন্তকপ্রতিমো বেগে শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
অসৌ গচ্ছতি কৌরব্য দ্রৌণিঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ৪৮
তমেব প্রদ্রুতং সংখ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ।
অনুপ্রয়াতি সংগ্রামে হতান্ পশ্য চ সৃঞ্জয়ান্ ॥ ৪৯
সর্বমাহ সুদুর্ধর্ষো বাসুদেবঃ কিরীটিনে ।
ততো রাজন্ মহাঘোরঃ প্রাদুরাসীন্মহারণঃ ॥ ৫০
সিংহনাদরবাশ্চৈব প্রাদুরাসন্ সমাগমে ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৫১
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি বাসুদেববাক্যে
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

নরশ্রেষ্ঠ ! অন্য আরও যোদ্ধাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যাহারা দন্তসকলের দ্বারা নিজেদের ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে ভ্রুকুটিযুক্ত মুখে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে । ৪১

এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সেই মহাসমরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার জন্য সেই স্থানের দিকে গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে তিনি অবস্থান করিতেছেন । ৪২

অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার বলিতে লাগিলেন, চলুন চলুন। তখন মাধব ত্বরান্বিত হইয়া অর্জুনকে যুদ্ধভূমি দর্শন করাইতে করাইতে অগ্রসর হইতে থাকিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—পাণ্ডুনন্দন ! দেখ, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে বহু ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । ৪৩-৪৪

এদিকে দেখ, কর্ণ যুদ্ধের মহারঙ্গমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে এবং মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন । ৪৫

পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডবসৈন্যগণের এই ধৃষ্টদ্যুম্নাদি প্রধান বীরগণও ভীমসেনের সহিতই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে । ৪৬

অর্জুন ! এই দেখ, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা শত্রুগণের বিশাল বাহিনীমধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছে। তথা পলায়মান এই কৌরব-বীরগণকে কর্ণ প্রতিরোধ করিতেছে । ৪৭

কুরুনন্দন ! যে ব্যক্তি বেগে যমরাজ এবং পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অশ্বত্থামা অন্যদিকে গমন করিতেছে । ৪৮

মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধস্থলে তীব্র বেগে অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এই দেখ, সংগ্রামে বহু সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে ॥ ৪৯

তদনন্তর দুর্জয় বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরীটধারী অর্জুনকে এই সমস্ত কথাই বলিলেন। তাহার পর সেইস্থলে অতিশয় ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৫০

হে রাজন্ ! উভয় পক্ষেরই সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় ভাবিয়া যুদ্ধে নিরত হইল এবং বীরগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫১

পৃথিবীনাথ ! এইরূপে এই পৃথিবীতে আপনার ও শত্রুদের সৈন্যগণের ক্ষয় হইয়াছিল। রাজন্ ! এ সমস্ত আপনার দুর্মন্ত্রণারই ফল ॥ ৫২

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিবরক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের সহ কর্ণস্য যুদ্ধম, ধৃষ্টদ্যুম্নোপরি অশ্বত্থামা আক্রমণম, অর্জুনেন ধৃষ্টদ্যুম্নস্য রক্ষা, অশ্বত্থাম্নঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পুনঃ সমাজগ্মুরভীতাঃ কুরু-সৃঞ্জয়াঃ।
যুধিষ্ঠিরমুখাঃ পার্থাঃ সুতপুত্রমুখা বয়ম্। ১
ততঃ প্রববৃতে ভীমঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ।
কর্ণস্য পাণ্ডবানাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ॥ ২
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে তুমুলে শোণিতোদকে।
সংশপ্তকেষু শূরেষু কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু ভারত। ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ সহিতঃ সর্বরাজভিঃ
কর্ণমেবাভিদুদ্রাব পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ॥ ৪
আগচ্ছমানাংস্তান্ সংখ্যে প্রহৃষ্টান্ বিজয়ৈষিণঃ।
দধারৈকো রণে কর্ণো জলৌঘানিব পর্বতঃ॥ ৫
সমাসাদ্য তু তে কর্ণং ব্যশীর্য্যন্ত মহারথাঃ
যথাচলং সমাসাদ্য বার্যৌঘাঃ সর্বতো দিশম্॥ ৬
তয়োরাসীন্মহারাজ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য রাধেয়ঃ শরেণানতপর্বণা॥ ৭
তাড়য়ামাস সমরে তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
বিজয়ঞ্চ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বিধুন্বানো মহারথঃ॥ ৮
পার্ষতস্য ধনুশ্ছিত্ত্বা শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধঃ পার্ষতং নবভিঃ শরৈঃ॥ ৯
তে বর্ম তেমবিকৃতং ভিত্ত্বা তস্য মহাত্মনঃ।
শোণিতাক্তা ব্যরাজন্ত শক্রগোপা ইবাম্বদে॥ ১০
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ
অথান্যদ্ ধনুরাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্॥ ১১
কর্ণং বিব্যাধ সপ্তত্যা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
তথৈব রাজন কর্ণোঽপি পার্ষতং শক্রতাপনম্॥ ১২
ছাদয়ামাস সমরে শরৈরাশীবিষোপমৈঃ
দ্রোণশক্রর্মহেষ্বাসো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ১৩

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত কর্ণের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর অশ্বত্থামার আক্রমণ, অর্জুন কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা এবং অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পুনরায় কৌরব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা নির্ভয় হইয়া পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। একদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবযোদ্ধারা এবং অপর দিকে সূতপুত্র কর্ণ প্রভৃতি আমরা॥ ১

এই সময় কর্ণ ও পাণ্ডবযোদ্ধাদের অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কেবল যমরাজেরই রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিল। ভারত! সেখানে রক্ত জলের ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে এবং অল্পসংখ্যক সংশপ্তক সৈন্য অবশিষ্ট থাকিলে পর সমস্ত রাজাদের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন। মহারাজ! অন্যান্য পাণ্ডব মহারথী বীরগণও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন॥ ২-৪

যুদ্ধস্থলে জয়াভিলাষী হইয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত সমাগত সেই বীরগণকে কর্ণ একাকীই সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ জলের প্রবাহকে পর্বত প্রতিরোধ করিয়া থাকে॥ ৫

কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সব মহারথী বীরগণ সেই স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, যেরূপ জলের প্রবাহ কোন পর্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে॥ ৬

মহারাজ সেই সময় দুই বীরের মধ্যে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে আনতপর্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা রাধাপুত্র কর্ণকে তাড়িত করিলেন এবং বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও॥ ৭½

তখন মহারথী কর্ণ নিজের বিজয়নামক শ্রেষ্ঠ ধনু কম্পিত করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ও বিষধর সর্পসদৃশ বিষাক্ত বাণ ছেদন করিয়া দিলেন। তারপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নয়টি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাড়িত করিলেন॥ ৮-৯

নিষ্পাপ রাজন্! এই সকল বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণনির্মিত কবচ ভেদ করত তাঁহার রক্তে রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রগোপকীট (মিগশোকা)-সকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ১০

মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করত অপর ধনু ও বিষধর সর্পতুল্য বিষাক্ত বাণ গ্রহণপূর্বক আনতপর্বযুক্ত সত্তরটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১১½

রাজন্! এইরূপ কর্ণও সমরাঙ্গণে বিষধর সর্পগণতুল্য বিষাক্ত বাণসমূহের দ্বারা শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন দ্রোণশত্রু মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নও কর্ণকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন॥ ১২-১৩

তস্য কর্ণ মহারাজ শরং কনকভূষণম্
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো মৃত্যুদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ১৪
তমাপতন্তং সহসা ঘোররূপং বিশাম্পতে।
চিচ্ছেদ শতধা রাজন্ শৈনেয়ঃ কৃতহস্তবৎ ॥১৫
দৃষ্ট্বা বিনিহতং বাণং শরৈঃ কর্ণো বিশাম্পতে।
সাত্যকিং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥ ১৬
বিব্যাধ চৈনং সমরে নারাচৈস্তত্র সপ্তভিঃ।
তং প্রত্যবিধ্যচ্ছৈনেয়ঃ শরৈর্হেমপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১৭
ততো যুদ্ধং মহারাজ চক্ষুঃ-শ্রোত্রভয়ানকম্।
আসীদ্ ঘোরঞ্চ চিত্রঞ্চ প্রেক্ষণীয়ং সমন্ততঃ ॥ ১৮
সর্বেষাং তত্র ভূতানাং লোমহর্ষোঽভ্যজায়ত।
তদ্ দৃষ্ট্বা সমরে কর্ম কর্ণ-শৈনেয়য়োর্নৃপ ॥ ১৯
এতস্মিন্নন্তরে দ্রৌণিরভ্যয়াৎ সুমহাবলম্।
পার্ষতং শত্রুদমনং শত্রুবীর্য্যানুনাশনম্ ॥২০

অভ্যভাষত সংক্রুদ্ধো দ্রৌণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠাদ্য দ্রুপদ ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥ ২১
ইত্যুক্ত্বা সুভৃশং বীরঃ শীঘ্রকৃদ্ভিশিতৈঃ শরৈঃ।
পার্ষতং ছাদয়ামাস ঘোররূপৈঃ সুতেজনৈঃ ॥২২
যতমানং পরং শক্ত্যা যতমানো মহারথঃ।
যথা হি সমরে দ্রোণঃ পার্ষতং বীক্ষ্য মারিষ ॥ ২৩
তথা দ্রৌণিং রণে দৃষ্ট্বা পার্ষতঃ পরবীরহা।
নাতিহৃষ্টমনা ভূত্বা মন্যতে মৃত্যুমাত্মনঃ ॥ ২৪
স জ্ঞাত্বা সমরেঽত্মানং শস্ত্রেণাবধ্যমেব তু।
জবেনাভ্যাযযৌ দ্রৌণিং কালঃ কালমিব ক্ষয়ে ॥ ২৫
দ্রৌণিস্তু দৃষ্ট্বা রাজেন্দ্র ধৃষ্টদ্যুম্নমবস্থিতম্।
ক্রোধেন নিঃশ্বসন্ বীরঃ পার্ষতং সমুপাদ্রবৎ ॥ ২৬
তাবন্যোন্যং তু দৃষ্টৈব সংরম্ভং জগ্মতুঃ পরম্।
অথাব্রবীন্মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ২৭

মহারাজ! এই সময় কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর একটি সুবর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪

প্রজানাথ! রাজন্! সহসা সেই ভয়ঙ্কর বাণকে আসিতে দেখিয়া সাত্যকি একজন নিষ্ণাত যোদ্ধার ন্যায় এই বাণকে শতখণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৫

প্রজাপালক! সাত্যকির বাণসমূহে নিজের বাণকে নষ্ট হইতে দেখিয়া কর্ণ চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করত সাত্যকিকে আবৃত করিলেন ॥ ১৬

সেই সঙ্গে সমরাঙ্গণে সাতটি নারাচের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকিও সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! তখন চক্ষু ও কর্ণের ভয়ানক, ঘোরতর এবং বিচিত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা চারিদিক্ দিয়া দেখিবার যোগ্য ছিল ॥ ১৮

হে নৃপ! সমরাঙ্গণে কর্ণ ও সাত্যকির এই কর্ম দর্শন করত সমস্ত প্রাণীগণের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ॥ ১৯

এই সময় শত্রুগণের বল ও প্রাণনাশকারী শত্রুদমন মহাবল অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২০

শত্রুনগর-বিজয়ী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেখানে উপস্থিত হইয়াই অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিলেন,—ব্রহ্মহত্যাকারী পাপী! দাঁড়াও, দাঁড়াও। আজ তুমি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না ॥ ২১

এই কথা বলিয়া ক্ষিপ্রকারী প্রবরবীর মহারথী অশ্বত্থামা অত্যন্ত তেজস্বী, ঘোর এবং তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা জয়লাভের জন্য যথাশক্তি যত্নপরায়ণ বীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২½

আর্য্য! যেরূপ দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া মনে মনেই ভীত হইয়া তাঁহাকে নিজের মৃত্যুস্বরূপ মনে করিতেন, সেইরূপ শত্রুবীরসংহারকারী ধৃষ্টদ্যুম্নও রণক্ষেত্রে অশ্বত্থামাকে দেখিয়া অগ্রসর হন এবং তাঁহাকে নিজের মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ॥ ২৩-২৪

তিনি নিজেকে সমরাঙ্গণে অস্ত্রদকলের দ্বারা অবধ্য মনে করত তীব্র বেগে অশ্বত্থামার সম্মুখে আসিলেন। ইহাতে মনে হইল—প্রলয়ের কালে সাক্ষাৎ কালই যেন কালের উপর আক্রমণ করিতেছেন ॥ ২৫

রাজেন্দ্র! বীর অশ্বত্থামা দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৬

মহারাজ! ইঁহারা উভয়ে উভয়কে দেখিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রজানাথ! তারপর প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেরই পার্শ্বে অবস্থিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ২৭½

ধৃষ্টদ্যুম্নং সমীপস্থং ত্বরমাণো বিশাম্পতে।
পাঞ্চালাপসদাদ্য ত্বাং প্রেষয়িষ্যামি মৃত্যবে।। ২৮
পাপং হি যৎ ত্বয়া কর্ম হতা দ্রোণং পুরাকৃতম্।
অদ্য ত্বাং তপ্যতে তদ্ বৈ যথা ন কুশলং তথা।। ২৯
অরক্ষ্যমাণং পার্থেন যদি তিষ্ঠসি সংযুগে।
নাপক্রামসি বা মূঢ় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।। ৩০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
প্রতিবাক্যং স এবাস্মিন্মামকো দাস্যতে তব।। ৩১
যেনৈব তে পিতুর্দত্তং যতমানস্য সংযুগে।
যদি তাবন্ময়া দ্রোণো নিহতো ব্রাহ্মণব্রুবঃ।। ৩২
ত্বামিদানীং কথং যুদ্ধে ন হনিষ্যামি বিক্রমাৎ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ সেনাপতিরমর্ষণঃ।। ৩৩
নিশিতেনাতিবাণেন দ্রৌণিং বিব্যাধ পার্ষতঃ।
ততো দ্রৌণিঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।। ৩৪
আচ্ছাদয়দ্ রণে রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে।
নৈবান্তরিক্ষং ন দিশো নাপি যোধাঃ সমন্ততঃ।। ৩৫
দৃশ্যন্তে বৈ মহারাজ শরৈশ্ছন্নাঃ সহস্রশঃ।
তথৈব পার্ষতো রাজন্ দ্রৌণিমাহবশোভিনম্।। ৩৬
শরৈঃ সঞ্ছাদয়ামাস সুতপুত্রস্য পশ্যতঃ।
রাধেয়োঽপি মহারাজ পাঞ্চালান্ সহ পাণ্ডবৈঃ।। ৩৭
দ্রৌপদেয়ান্ যুধামন্যুং সাত্যকিঞ্চ মহারথম্।
একঃ সংবারয়ামাস প্রেক্ষণীয়ঃ সমন্ততঃ।। ৩৮
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে দ্রৌণেশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্।
তদপাস্য ধনুর্দ্রৌণিরন্যদাদায় কার্মুকম্।। ৩৯
বেগবান্ সমরে ঘোরে শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
স পার্ষতস্য রাজেন্দ্র ধনুঃ শক্তিং গদাং ধ্বজম্।। ৪০
হয়ান্ সূতং রথঞ্চৈব নিমেষাদ্ ব্যধমচ্ছরৈঃ।
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।। ৪১
খড়্গমাদত্ত বিপুলং শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
দ্রৌণিস্তদপি রাজেন্দ্র ভল্লৈঃ ক্ষিপ্রং মহারথঃ।। ৪২

রে পাঞ্চালকুলকলঙ্ক! আজ আমি তোমাকে মৃত্যুর মুখে প্রেরণ করিব। তুমি পূর্বে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়া যে পাপকার্য করিয়াছ, তাহা এক অমঙ্গলকারী কর্মের ন্যায় আজ তোমাকে সন্তাপ দান করিবে।। ২৮-২৯

অরে মূর্খ! যদি তুমি আজ অর্জুনকর্তৃক অরক্ষিত থাকিয়া রণাঙ্গণে অবস্থান কর এবং পলাইয়া না যাও, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই সংহার করিব—এই সত্য কথা তোমাকে বলিয়া দিলাম। ৩০

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন। অরে! তোমার এই কথার উত্তর আমার এই তরবারিই তোমাকে প্রদান করিবে, যে তরবারি যুদ্ধস্থলে জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ তোমার পিতাকে যোগ্য উত্তরদান করিয়াছিল। ৩১½

যদি আমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে পূর্বে বধ করিতে পারি, তবে এই সময় পরাক্রম করিয়া তোমাকে আমি কেন বধ করিতে পারিব না? ৩২½

মহারাজ! এই কথা বলিয়া অমর্ষশীল সেনাপতি ক্রুদ্ধমনস্ক ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার একটি বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৩½

ইহাতে অশ্বত্থামার ক্রোধ বর্ধিত হইল। রাজন্! তিনি আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্পূর্ণ দিক্-সমূহ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৩৪½

মহারাজ! সেই সময় চতুর্দিক্ বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ায় না আকাশ দেখা যাইল, না দিক্‌সমূহ এবং না সহস্র সহস্র যোদ্ধাগণ দেখা যাইতে লাগিল। ৩৫½

রাজন্! এইরূপ যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত অশ্বত্থামাকে ধৃষ্টদ্যুম্নও কর্ণের সাক্ষাতেই বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৩৬½

মহারাজ! সর্বদিকে দর্শনীয় রাধাপুত্র কর্ণও পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, যুধামন্যু এবং মহারথী সাত্যকিকে একাকীই নিবারণ করিলেন। ৩৭-৩৮

ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে অশ্বত্থামার ধনু ছেদন করিলেন। রাজেন্দ্র! তখন বেগবান্ অশ্বত্থামা সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত অপর ধনু এবং বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহ হাতে লইয়া উহাদের দ্বারা নিমেষের মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু, শক্তি, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি এবং রথকে বিনষ্ট করিলেন। ৩৯-৪০½

ধনু ছিন্ন হইলে পর এবং অশ্বগণ ও সারথি বিনষ্ট হইলে পর রথহীন ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশাল খড়্গ ও শতচন্দ্রচিহ্নে চিহ্নিত দেদীপ্যমান ঢাল গ্রহণ করিলেন। ৪১½

রাজেন্দ্র! অতিক্রান্ত হস্ত চালাইতে সমর্থ সুদৃঢ় অস্ত্রধারী বীর মহারথী অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে বহু ভল্লের দ্বারা রথ হইতে নামিবার পূর্বেই ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই ঢাল ও তরবারি ছেদন করিয়া

চিচ্ছেদ সমরে বীরঃ ক্ষিপ্রহস্তো দৃঢ়ায়ুধঃ
রথাদনবরূঢ়স্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৩
ধৃষ্টদ্যুম্নং হি বিরথং হতাশ্বং ছিন্নকার্মুকম্।
শরৈস্তু বহুধা বিদ্ধমস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতম্ ॥ ৪৫
নাশকদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ যতমানো মহারথঃ।
তস্যান্তমিয়ুষী রাজন্ যদা দ্রৌণির্ন জগ্মিবান্ ॥ ৫৫
অথ ত্যক্ত্বা ধনুর্বীরঃ পার্ষতঃ ত্বরিতোঽগমৎ।
আসীদাপ্লবতো বেগস্তস্য রাজন্ মহাত্মনঃ ॥ ৬৬
গরুড়স্যেব পততো জিঘৃক্ষোঃ পন্নগোত্তমম্।
এতস্মিন্নেব কালে তু মাধবোঽর্জুনমব্রবীৎ ॥ ৪৭
পশ্য পার্থ যথা দ্রৌণিঃ পার্ষতস্য বধং প্রতি।
যত্নং করোতি বিপুলং হন্যাচ্চৈনং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮
তং মোচয় মহাবাহো পার্ষতং শত্রুকর্শন।
দ্রৌণেরাস্যমনুপ্রাপ্তং মৃত্যোরাস্যগতং যথা ॥ ৪৯
এবমুক্ত্বা মহারাজ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
শ্বেতবয়ং তুরগাংস্তত্র যত্র দ্রৌণির্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫০
তে হয়াশ্চন্দ্রসঙ্কাশাঃ কেশবেন প্রচোদিতাঃ।
আপিবন্ত ইব ব্যোম জগ্মুর্দ্রৌণিরথং প্রতি ॥ ৫১
দৃষ্ট্বায়ান্তৌ মহাবীর্য্যৌ বুভৌ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নবধে যত্নং চক্রে রাজন্ মহাবলঃ ॥ ৫২
বিকুর্ব্বমাণং দৃষ্ট্বৈব ধৃষ্টদ্যুম্নং নরেশ্বর।
শরাংশ্চিক্ষেপ বৈ পার্থো দ্রৌণিং প্রতি মহাবলঃ ॥ ৫৩
তে শরা হেমবিকৃতা গাণ্ডীবপ্রেষিতা ভৃশম্।
দ্রৌণিমাসাদ্য বিবিশুর্বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥ ৫৪
স বিদ্ধস্তৈঃ শরৈর্ঘোরৈর্দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
উৎসৃজ্য সমরে রাজন্ পাঞ্চাল্যমমিতৌজসম্ ॥ ৫৫
রথমারুরুহে বীরো ধনঞ্জয়শরার্দিতঃ।
প্রগৃহ্য চ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং পার্থং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৫৬
এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ সহদেবো জনাধিপ।
অপোবাহ রথেনাজৌ পার্ষতং শত্রুতাপনম্ ॥ ৫৭

দিলেন। ইহা তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৪২-৪৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদিও ধৃষ্টদ্যুম্ন রথহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তিনি বাণসমূহে বিদ্ধ ও অন্যান্য অস্ত্রসকলের দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, তথাপি মহারথী অশ্বত্থামা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪৪½

রাজন্! যখন বীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া অতিক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৫½

হে রাজন্! রথ হইতে লম্ফ দিয়া নামিবার পর ধাবমান মহাত্মা অশ্বত্থামার বেগ মহাসর্পকে গ্রহণ করিতে উদ্যত গরুড়ের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৬½

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—পার্থ! এই দেখ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য কিরূপ বিশেষ চেষ্টা করিতেছে? সে এখন ইহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৭-৪৮

মহাবাহো শত্রুসূদন! যেরূপ কোন ব্যক্তি মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আজ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার মুখে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা কর ॥ ৪৯

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অশ্বদিগকে সেইদিকে চালনা করিলেন, যেখানে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত সেই চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ অশ্বত্থামার রথের দিকে সেইভাবে ধাবিত হইতে লাগিল, যেন তাহারা আকাশকে পান করিয়া ফেলিবে ॥ ৫১

রাজন্! মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়কে আসিতে দেখিয়া মহাবল অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২

হে নরেশ্বর! ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকর্ষিত হইতে দেখিয়া মহাবল অর্জুন অশ্বত্থামার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩

গাণ্ডীব ধনু হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণনির্ম্মিত বাণসকল অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইয়া উহার শরীরে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ সর্পগণ গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৪

রাজন্! এই ভয়ঙ্কর বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রতাপশালী বীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে অমিতবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করত নিজের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেইজন্য তিনিও একটি শ্রেষ্ঠ ধনু হাতে লইয়া বাণসকলের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৫-৫৬

হে নরাধিপ! ইহার মধ্যে বীর সহদেব শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ রথের দ্বারা রণাঙ্গন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ৫৭

অর্জুনোঽপি মহারাজ দ্রৌণিং বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
তং দ্রোণপুত্রঃ সংক্রুদ্ধো বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ৫৮
ক্রোধিতস্তু রণে পার্থো নারাচং কালসন্নিভম্।
দ্রোণপুত্রায় চিক্ষেপ কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৫৯
ব্রাহ্মণস্যাংসদেশে স নিপপাত মহাদ্যুতিঃ।
স বিহ্বলো মহারাজ শরবেগেন সাযুগে ॥ ৬০
নিষসাদ রথোপস্থে বৈক্লব্যঞ্চ পরং যযৌ
ততঃ কর্ণো মহারাজ ব্যাক্ষিপদ্ বিজয়ং ধনুঃ ॥ ৬১
অর্জুনং সমরে ক্রুদ্ধঃ প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ।
বৈরথঞ্চাপি পার্থেন কাময়ানো মহারণে ॥ ৬২
বিহ্বলং তং তু বীক্ষ্যাথ দ্রোণপুত্রঞ্চ সারথিঃ
অপোবাহ রথেনাজৌ ত্বরমাণো রণাজিরাৎ ॥ ৬৩

অথোৎক্রুষ্টং মহারাজ পাঞ্চালৈর্জিতকাশিভিঃ।
মোক্ষিতং পার্ষতং দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রঞ্চ পীড়িতম্ ॥৬৪
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি প্রাবাদ্যন্ত সহস্রশঃ।
সিংহনাদাংশ্চ চক্রুস্তে দৃষ্ট্বা সংখ্যে তদদ্ভুতম্ ॥ ৬৫
এবং কৃত্বাব্রবীৎ পার্থো বাসুদেবং ধনঞ্জয়ঃ।
যাহি সংশপ্তকান্ কৃষ্ণ কার্য্যমেতৎ পরং মম ॥৬৬
ততঃ প্রয়াতো দাশার্হঃ শ্রুত্বা পাণ্ডবভাষিতম্।
রথেনাতিপতাকেন মনোমারুতরংহসা ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি দ্রৌণ্যপয়ানে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়: ॥ ৫৯

মহারাজ! অর্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় কুপিত হইয়া অর্জুনের বক্ষে ও বাহুদ্বয়ে আঘাত করিলেন ॥ ৫৮

রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া কুন্তীকুমার অর্জুন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার উপর দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় সাক্ষাৎ কালস্বরূপ একটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৯

মহারাজ! এই অমিততেজস্বী নারাচ সেই ব্রাহ্মণের স্কন্ধে যাইয়া পতিত হইল। অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে এই বাণের বেগে ব্যাকুল হইয়া রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সর্ব্বতোভাবে মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৬০-৬১

রাজরাজেশ্বর! তাহার পর কর্ণ সমরাঙ্গনে কুপিত হইয়া অর্জুনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করত বিজয়নামক ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিলেন। ইনি মহাসমরে অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া থাকেন ॥ ৬১-৬২

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিহ্বল হইতে দেখিয়া তাঁহার সারথি অতিক্রত তাঁহাকে রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া গেল ॥ ৬৩

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নকে সঙ্কট হইতে মুক্ত এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পীড়িত দেখিয়া জয়লাভে উল্লসিত পাঞ্চাল সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪

সেই সময় সহস্র সহস্র দিব্য বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে থাকিল সেই পাঞ্চালসৈন্যগণ রণাঙ্গনে এই অদ্ভুত কার্য্যদর্শন করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৫

এইরূপ পরাক্রম করত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! এখন সংশপ্তক সৈন্যগণের দিকে গমন করুন। বর্ত্তমানে ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য ॥ ৬৬

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করত মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী এবং অত্যুচ্চ পতাকাবিশিষ্ট রথের দ্বারা সেখান হইতে গমন করিলেন ॥ ৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অশ্বত্থামার পলায়নবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনসমীপে দুর্যোধনস্য কর্ণস্য চ পরাক্রমবর্ণনম্, কর্ণং হন্তুমর্জুনায়োপদেশদানম্, ভীমসেনস্য দুষ্কর-পরাক্রমকথনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণঃ পার্থং বচনমব্রবীৎ।
দর্শয়ন্নিব কৌন্তেয়ঃ ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্॥ ১
এষ পাণ্ডব তে ভ্রাতা ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ।
জিঘাংসুভির্মহেষ্বাসৈর্ক্রূরৈঃ পার্থোঽনুসার্য্যতে॥ ২
তং চানুযান্তি সংরব্ধাঃ পাঞ্চালা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
যুধিষ্ঠিরং মহাত্মানং পরীপ্সন্তো মহাবলাঃ॥ ৩
এষ দুর্যোধনঃ পার্থ রথানীকেন রংহিতঃ
রাজা সর্বস্য লোকস্য রাজানমনুধাবতি॥ ৪
জিঘাংসুঃ পুরুষব্যাঘ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বলী
আশীবিষসমস্পর্শৈঃ সর্বযুদ্ধবিশারদৈঃ॥ ৫
এতে জিঘৃক্ষবো যান্তি দ্বিপাশ্ব-রথ-পত্তয়ঃ
যুধিষ্ঠিরং ধার্তরাষ্ট্রা নরোত্তমমিবাশ্বিনঃ॥ ৬
পশ্য সাত্বত-ভীমাভ্যাং নিরুদ্ধাধিষ্ঠিতাঃ পুনঃ।
জিহীর্ষবোঽমৃতং দৈত্যাঃ শক্রাগ্নিভ্যামিবাসকৃৎ॥ ৭
এতে বহুত্বাদ্বরিতাঃ পুনর্গচ্ছন্তি পাণ্ডবম্।
সমুদ্রমিব বার্য্যোঘাঃ প্রাবৃট্কালে মহারথাঃ॥ ৮
নদন্তো সিংহনাদাংশ্চ ধমন্তশ্চাপি বারিজান্।
বলবন্তো মহেষ্বাসা বিধুন্বন্তো ধনূংষি চ॥ ৯
মৃত্যোর্মুখগতং মন্যে কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
হুতমগ্নৌ চ কৌন্তেয়ং দুর্যোধনবশং গতম্॥ ১০
যথাবিধমনীকং তু ধার্তরাষ্ট্রস্য পাণ্ডব।
নাস্য শক্রোঽপি মুচ্যেত সম্প্রাপ্তো বাণগোচরম্॥ ১১
দুর্যোধনস্য বীরস্য শরৌঘান্ শীঘ্রমস্যতঃ।
সংক্রুদ্ধস্যান্তকস্যেব কো বেগং সংসহেদ্ রণে॥ ১২

ষষ্ঠিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনের নিকট দুর্যোধন ও কর্ণের পরাক্রম বর্ণন এবং কর্ণকে বধ করিবার জন্য অর্জুনকে উৎসাহদান ও ভীমসেনের দুষ্কর পরাক্রমকথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন।১

পাণ্ডুনন্দন! এই তোমার ভ্রাতা কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির, যাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ২

রণদুর্মদ মহাবল পাঞ্চাল-সৈন্যরা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে॥ ৩

পার্থ! সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজা দুর্যোধন কবচ ধারণ করত রথ-সৈন্যের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহাদের স্পর্শ বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর এবং যাহারা সমস্ত যুদ্ধে পারদর্শী, সেই ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বলবান্ দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। ৫

যেরূপ যাচকগণ ধনলাভের জন্য কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের নিকট গমন করে, সেইরূপ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সৈন্যের সহিত এই দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার জন্য গমন করিতেছে। ৬

দেখ, যেরূপ অমৃত অপহরণ করিতে অভিলাষী দৈত্যদিগকে ইন্দ্র ও অগ্নি বারংবার নিবারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুর্যোধনের সৈন্যরা সাত্যকি ও ভীমসেনকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইতেছে। ৭

যেরূপ বর্ষাকালে জলের প্রবাহ অধিক হওয়ায় সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই কৌরব-মহারথী যোদ্ধারা সংখ্যায় বহু হওয়ায় পুনরায় অতিশয় ত্বরাসহকারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে গমন করিতেছে। ৮

এই বলবান্ ও মহাধনুর্দ্ধর কৌরব-সৈন্যরা সিংহনাদ করিতে করিতে, শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে এবং নিজেদের ধনু কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ৯

আমি ত' মনে করি, বর্ত্তমানে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের অধীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন অথবা প্রজ্বলিত অগ্নির আহুতি হইয়া পড়িয়াছেন। ১০

পাণ্ডুনন্দন! দুর্যোধনের সৈন্যদের যেরূপ ব্যূহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, উহাদের বাণপথে পতিত হইলে পর সাক্ষাৎ ইন্দ্রও জীবন ধারিতে মুক্তি পাইবেন না। ১১

অতিশয় ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় অতিক্রুদ্ধ বাণসকলবর্ষণকারী বীর দুর্যোধনের বেগ এই যুদ্ধে কোন যোদ্ধা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? ১২

দুর্যোধনস্য বীরস্য দ্রৌণেঃ শারদ্বতস্য চ
কর্ণস্য চেষুবেগো বৈ পর্বতানপি শাতয়েৎ ॥ ১৩
কর্ণেন চ কৃতো রাজা বিমুখঃ শত্রুতাপনঃ।
বলবাঁল্লঘুহস্তশ্চ কৃতী যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ১৪
রাধেয়ঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং শক্তঃ পীড়য়িতুং রণে।
সহিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রৈঃ শূরৈর্মহাবলৈঃ ॥ ১৫
তস্যৈভির্যুধ্যমানস্য সংগ্রামে সংযতাত্মনঃ।
অস্ত্রৈরপি চ পার্থস্য স্রুতং বর্ম মহারথৈঃ ॥ ১৬
উপবাসকৃশো রাজা ভৃশং ভরতসত্তমঃ।
ব্রাহ্মে বলে স্থিতো হ্যেষ ন ক্ষাত্রে হি বলে বিভুঃ ॥ ১৭
কর্ণেন চাভিযুক্তোঽয়ং ভূপতিঃ শত্রুতাপনঃ
সংশয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ পাণ্ডবো বৈ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৮
ন জীবতি মহারাজো মন্যে পার্থ যুধিষ্ঠিরঃ
যদ্ ভীমসেনঃ সহতে সিংহনাদমমর্ষণঃ ॥ ১৯
নদতাং ধার্তরাষ্ট্রাণাং পুনঃ পুনররিন্দম
ধমতাঞ্চ মহাশঙ্খান সংগ্রামে জিতকাশিনাম্ ॥ ২০
যুধিষ্ঠিরং পাণ্ডবেয়ং হন্তেতি ভরতর্ষভ।
সঙ্ঘোদয়ন্ত্যসৌ ধার্তরাষ্ট্রান্ মহাবলান্ ॥ ২১
সুণাকর্ণেন্দ্রজালেন পার্থ পাশুপতেন চ।
প্রচ্ছাদয়ন্তি রাজানং শস্ত্রজালৈর্মহারথাঃ ॥ ২২
আতুরো হি কৃতো রাজা সন্নিষেব্যশ্চ ভারত।
যথৈনমনুবর্তন্তে পাঞ্চালাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৩
ত্বরমাণাস্ত্বরাকালে সর্বশস্ত্রভৃতাং বরাঃ।
মজ্জন্তমিব পাতালে বলিনোঽপ্যুজ্জিহীর্ষবঃ ॥ ২৪
ন কেতুর্দৃশ্যতে রাজ্ঞঃ কর্ণেন নিহতঃ শরৈঃ।
পশ্যতোর্যময়োঃ পার্থ সাত্যকেশ্চ শিখণ্ডিনঃ ॥ ২৫
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভীমস্য শতানীকস্য বা বিভো।
পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বেষাং চেদীনাঞ্চৈব ভারত ॥ ২৬
এষ কর্ণো রণে পার্থ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
শরৈর্বিধ্বংসয়তি বৈ নলিনীমিব কুঞ্জরঃ ॥ ২৭

বীর দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কর্ণের বাণসমূহের বেগ পর্বতসকলকেও বিদীর্ণ করিতে পারে ॥ ১৩

যিনি শত্রুদিগকে অপমান করিয়া থাকেন, অতিক্রুত হস্ত চালাইতে পারেন, বলবান্, বিদ্বান ও যুদ্ধকুশল, সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকেও কর্ণ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দিয়াছে ॥ ১৪

ধৃতরাষ্ট্রের মহাবল বীরবর পুত্রগণের সহিত রাধানন্দন কর্ণ রণাঙ্গনে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবশ্যই পীড়িত করিতে পারিবে ॥ ১৫

সংগ্রামে যুদ্ধরত ও সংযতচিত্ত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের কবচকে এই দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ এবং অন্য মহারথী বীর যোদ্ধারা নষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ১৬

ভরতকুলশিরোমণি রাজা যুধিষ্ঠির উপবাস করিয়া থাকায় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি এখন ব্রহ্মবলে অবস্থিত আছেন, ক্ষাত্রবল প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ১৭

শত্রুতাপন এই পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণসঙ্কট অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ॥ ১৮

পার্থ! আমার মনে হইতেছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির জীবিত নাই; কারণ, অমর্ষশীল শত্রুদমন ভীমসেন সংগ্রামে জয়লাভে উল্লসিত হইয়া বিশাল শঙ্খবাদ্যকারী ও বারংবার গর্জনকারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সিংহনাদ নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছে ॥ ১৯-২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কর্ণ মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে এই প্রেরণা দান করিতেছে যে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডুসুত যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর ॥ ২১

পার্থ! কৌরব-মহারথীরা সুণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, পাশুপত এবং অন্যপ্রকার অস্ত্রসমূহের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করিতেছে ॥ ২২

ভারত! রাজা যুধিষ্ঠিরকে আতুর ও সেবার যোগ্য করিয়া দিয়াছে; যেহেতু পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল-সৈন্যরা তাঁহার সেবার জন্য অনুগমন করিতেছে ॥ ২৩

ত্বরা করিবার সময় ত্বরান্বিত, সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলবান্ পাণ্ডব-যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উৎসুক দেখা যাইতেছে। তিনি যেন এখন পাতালে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ২৪

পার্থ! রাজার ধ্বজ দেখা যাইতেছে না। কর্ণ বীর বাণসমূহের দ্বারা উহাকে ছেদন করিয়াছে। প্রভাবশালী ভারত! নকুল-সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক, সমস্ত পাঞ্চালসৈন্য ও চেদিদেশীয় যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই কর্ণ এই কার্য করিয়াছে ॥ ২৫-২৬

কুন্তীনন্দন! যেরূপ হাতী পদ্মে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে কর্ণ নিজ বাণসকলের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিধ্বংসিত করিতেছে ॥ ২৭

এতে দ্রবন্তি রথিনস্তবীয়াঃ পাণ্ডুনন্দন।
পশ্য পশ্য যথা পার্থ গচ্ছন্ত্যেতে মহারথাঃ। ২৮
এতে ভারত মাতঙ্গাঃ কর্ণেনাভিহতাঃ শরৈঃ
আর্তনাদান্ বিকুর্বাণা বিদ্রবন্তি দিশো দশ। ২৯
রথানাং দ্রবতে বৃন্দমেতচ্চৈব সমন্ততঃ।
দ্রাব্যমাণং রণে পার্থ কর্ণেনামিত্রকর্ষিণা। ৩০
হস্তিকক্ষ্যাং রণে পশ্য চরন্তীং তত্র তত্র হ
রথস্থং সূতপুত্রস্য কেতুং কেতুমতাং বর। ৩১
অসৌ ধাবতি রাধেয়ো ভীমসেনরথং প্রতি
কিরন্ শরশতাঞ্ছৈব বিনিঘ্নংস্তব বাহিনীম্। ৩২
এতান পশ্য চ পাঞ্চালান দ্রাবমাণান্ মহারথান।
শক্রেণেব যথা দৈত্যান হন্যমানান মহাহবে। ৩৩
এষ কর্ণো রণে জিত্বা পাঞ্চালান পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ান্।
দিশো বিপ্রেক্ষতে সর্বাস্তদর্থমিতি মে মতিঃ। ৩৪

পাণ্ডুনন্দন! এই তোমাদের রথী সৈন্যরা পলায়ন করিতেছে। পার্থ! দেখ, দেখ, এই সব মহারথী বীরগণও কিরূপ পলাইয়া যাইতেছে ॥ ২৮

ভারত! কর্ণের বাণসমূহে আহত হইয়া এই সব মদমত্ত হস্তীরাও আর্তনাদ করিতে করিতে দশদিকে গমন করিতেছে ॥২৯

কুন্তীকুমার! রণাঙ্গনে শত্রুসূদন কর্ণকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া রথী যোদ্ধাদের দল চারিদিকে পলায়ন করিতেছে ॥ ৩০

অস্ত্রধারী রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! দেখ, সূতপুত্র কর্ণের রথের উপর কিরূপ ধ্বজ উড়িতেছে? হাতীর রজ্জুচিহ্নযুক্ত তাহার এই ধ্বজ রণাঙ্গনে যেখানে সেখানে কিরূপ বিচরণ করিতেছে? ৩১

সেই রাধাপুত্র কর্ণ শত শত বাণবর্ষণ করত তোমার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে ভীমসেনের রথের দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ৩২

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যদিগকে বিতাড়িত ও নিহত করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাসমরে কর্ণকর্তৃক বিতাড়িত ও নিহতপ্রায় পাঞ্চাল মহারথী বীর যোদ্ধাদিগকে দর্শন কর ॥ ৩৩

এই কর্ণ রণাঙ্গনে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদিগকে জয় করিয়া এখন তোমাকে পরাজিত করিবার জন্য সর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে—ইহাই আমার মনে হয় ॥ ৩৪

অর্জুন! দেখ, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুকে জয় করিয়া

পশ্য পার্থ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বিকর্ষন্ সাধু শোভতে।
শক্রং জিত্বা যথা শক্রো দেবসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৩৫
এতে নর্দন্তি কৌরব্যা দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্।
ত্রাসয়ন্তো রণে পাণ্ডূন্ সৃঞ্জয়াংশ্চ সমন্ততঃ। ৩৬
এষ সর্বাত্মনা পাণ্ডূংস্ত্রাসয়িত্বা মহারণে।
অভিতাবতি রাধেয়ঃ সর্বসৈন্যানি মানদ। ৩৭
অভিদ্রবত ভদ্রং বো দ্রুতং দ্রবত কৌরবাঃ।
যথা জীবন্ন বঃ কশ্চিন্মুচ্যেত যুধি সৃঞ্জয়ঃ। ৩৮
তথা কুরুত সংযত্তা বয়ং যাস্যাম পৃষ্ঠতঃ।
এবমুক্ত্বা গতো হ্যেষ পৃষ্ঠতো বিকিরন্ শরান্। ৩৯
পশ্য কর্ণং রণে পার্থ শ্বেতচ্ছত্রবিরাজিতম্।
উদয়ং পর্বতং যদ্বচ্ছারদেনাভিশোভিতম্ ॥ ৪০
পূর্ণচন্দ্রনিকাশেন মূর্ধ্নি ছত্রেণ ভারত।
ধ্রিয়মাণেন সমরে শ্রীমচ্ছতশলাকিনা ॥ ৪১

দেবতাগণের মধ্যে শোভাপ্রাপ্ত হন, সেইরূপ এই কর্ণ কৌরবযুদ্ধের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠ ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে সুশোভিত হইতেছে ॥ ৩৫

কর্ণের এই পরাক্রম দর্শন করিয়া কৌরব-যোদ্ধারা রণাঙ্গনে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে ভীষণস্বরে গর্জন করিতেছে ॥ ৩৬

মানদ! এই রাধানন্দন কর্ণ মহাসমরে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে নিজের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে এই কথা বলিতেছে ॥ ৩৭

কৌরবগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা ধাবিত হও এবং অতিদ্রুত ধাবিত হইয়া অগ্রসর হও। আজ যুদ্ধস্থলে কোনও সৃঞ্জয় যোদ্ধা যাহাতে তোমাদের হাত হইতে মুক্তি না পায়, তোমরা সাবধান হইয়া সেইরূপ চেষ্টাই কর। আমরা সকলে তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ৩৮½

কর্ণ এই কথা বলিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে বাণবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। পার্থ! রণাঙ্গনে শ্বেতচ্ছত্রে সুশোভিত কর্ণকে তুমি দর্শন কর। সে চন্দ্রে সুশোভিত উদয়াচলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৩৯-৪০

ভারত! প্রজানাথ! সমরাঙ্গণে যাহার মস্তকের উপরে শত তেজস্বী শলাকাযুক্ত এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য প্রকাশমান শ্বেতচ্ছত্র বিধৃত আছে, সেই কর্ণ তোমার দিকে কটাক্ষপাতপূর্বক দৃষ্টিপাত

এষ ত্বাং প্রেক্ষতে কর্ণঃ সকটাক্ষং বিশাম্পতে
উত্তমং জবমাস্থায় ধ্রুবমেষ্যতি সংযুগে ॥ ৪২
পশ্য হ্যেনং মহাবাহো বিধুন্বানং মহদ্ ধনুঃ।
শরাংশ্চাশীবিষাকারান্ বিসৃজন্তং মহারণে ॥ ৪৩
অসৌ নিবৃত্তো রাধেয়ো দৃষ্ট্বা তে বানরধ্বজম্।
প্রার্থয়ন্ সমরে পার্থ ত্বয়া সহ পরন্তপ ॥ ৪৪
বধায় চাস্যনোঽভ্যেতি দীপ্তাস্যঃ শলভো যথা।
কর্ণমেকাকিনং দৃষ্ট্বা রথানীকেন ভারত ॥ ৪৫
রিরক্ষিষুঃ সুসংবৃত্তো ধার্তরাষ্ট্রো নিবর্ততে।
সর্বৈঃ সহৈভির্দুষ্টাত্মা বধ্যতাঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬
ত্বয়া যশশ্চ রাজ্যঞ্চ সুখং চোত্তমমিচ্ছতা।
অদীনয়োর্বিক্রময়োর্যুবয়োর্যোৎস্যমানয়োঃ ॥ ৪৭
দেবাসুরে পার্থ যুধে দেব-দানবয়োরিব।
পশ্যন্তু কৌরবাঃ সর্বে তব পার্থ পরাক্রমম্ ॥ ৪৮

ত্বাঞ্চ দৃষ্ট্বাতিসংরব্ধং কর্ণঞ্চ ভরতর্ষভ।
অসৌ দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধো নোত্তরং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৯
আত্মানঞ্চ কৃতাত্মানং সমীক্ষ্য ভরতর্ষভ।
কৃতাগসঞ্চ রাধেয়ং ধর্মাত্মনি যুধিষ্ঠিরে ॥
প্রতিপদ্যস্ব কৌন্তেয় প্রাপ্তকালমনন্তরম্ ॥ ৫০
আর্য্যাং বুদ্ধে মতিং কৃত্বা প্রত্যেহি রথ যূথপম্।
পঞ্চ হ্যেতানি মুখ্যানি রথানাং রথসত্তম ॥ ৫১
শতান্যায়ান্তি সমরে বলিনাং তিগ্মতেজসাম্।
পঞ্চ নাগসহস্রাণি দ্বিগুণা বাজিনস্তথা ॥ ৫২
অভিসংহত্য কৌন্তেয় পদাতিপ্রযুতানি চ।
অন্যোন্যরক্ষিতং বীর বলং ত্বামভিবর্ততে ॥ ৫৩
দ্রোণপুত্রং পুরস্কৃত্য তচ্ছৌভ্রং সন্নিষেদয়।
নিকৃত্যৈতদ্রথানীকং বলিনং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ৫৪
সূতপুত্রং মহেষ্বাসং দর্শয়াত্মানমাত্মনা।
উত্তমং জবমাস্থায় প্রত্যেহি ভরতর্ষভ ॥ ৫৫

করিতেছে। নিশ্চয়ই সে উত্তম বেগের আশ্রয় গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে ॥ ৪১-৪২

মহাবাহো! এই দেখ, সে নিজের বিশাল ধনু কম্পিত করিতে করিতে মহাসমরে বিষধর সর্পগণতুল্য বিষাক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছে ॥ ৪৩

শত্রুতাপন কুন্তীনন্দন! এই দেখ, তোমার বানরধ্বজ দর্শন করিয়া সংগ্রামে তোমার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার জন্য রাধানন্দন কর্ণ এইদিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছে ॥ ৪৪

যেরূপ পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির মুখে আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ এই কর্ণ নিজের বধের জন্য তোমার নিকট আসিতেছে। ভারত! কর্ণকে একাকী দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনও রথসমূহে পরিবৃত হইয়া এদিকে আগমন করিতেছে ॥৪৫½

তুমি যশ, রাজ্য ও উত্তম সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইহাদের সহিত দুরাত্মা কর্ণকে যত্নসহকারে সংহার কর ॥৪৬½

পার্থ! যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে দেবতা ও দানবগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ যখন বিশ্ববিখ্যাত উভয় বীর যোদ্ধা তোমাদের মধ্যে উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় সমস্ত কৌরবগণ তোমার পরাক্রম দর্শন করিবে ॥ ৪৭-৪৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তোমাকে এবং কর্ণকে দেখিয়া সেই ক্রোধী দুর্যোধন তাহার কোন উত্তর খুঁজিতে পারিবে না ॥ ৪৯

ভরতভূষণ কুন্তীকুমার! তুমি নিজেকে পুণ্যাত্মা এবং রাধাপুত্র কর্ণকে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অপরাধী মনে করিয়া এখন সময়োচিত কর্ত্তব্য পালন কর ॥ ৫০

যুদ্ধবিষয়ক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তুমি রথযূথপতি কর্ণের উপর আক্রমণ কর। রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন! দেখ, সমরাঙ্গণে এই যে প্রচণ্ড তেজস্বী, মহাবল এবং মুখ্য মুখ্য পাঁচ শত রথী আসিতেছে। ইহাদের সহিত এদিকে পাঁচ হাজার হাতী এবং দশ হাজার অশ্বও আছে। কুন্তীনন্দন! ইহারা সকলে সংগঠিত হইয়া দশ লক্ষ পদাতির সহিত এদিকে আসিতেছে ॥ ৫১-৫২½

বীর! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রে করিয়া পরস্পরকর্তৃক সুরক্ষিত এই বিশাল সৈন্যবাহিনী তোমার উপর আক্রমণ করিতেছে। তুমি অতিসত্বর ইহাদের সংহার কর ॥ ৫৩½

এই রথী-সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত মহাধনুর্ধর বলবান্ সূতপুত্র কর্ণের সম্মুখে তুমি নিজেই নিজের পরাক্রম প্রদর্শন কর ॥ ৫৪½

ভরতভূষণ! তুমি উত্তম বেগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুদলের উপর আক্রমণ কর। এই কর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চাল-

অসৌ কর্ণঃ সুসংরব্ধঃ পাঞ্চালানভিধাবতি।
কেতুমন্তং হি পশ্যামি বৃষ্টদ্যুম্নরথং প্রতি ॥ ৫৬
সমুপৈষ্যতি পাঞ্চালানিতি মন্যে পরন্তপ।
আচক্ষে চ প্রিয়ং পার্থ তবেদং ভরতর্ষভ ॥ ৫৭
রাজাসৌ কুশলী শ্রীমান্ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অসৌ ভীমো মহাবাহুঃ সন্নিবৃত্তশ্চমূমুখে ॥ ৫৮
বৃতঃ সৃঞ্জয়সৈন্যেন শৈনেয়েন চ ভারত।
বধ্যন্ত এতে সমরে কৌরবা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৯
ভীমসেনেন কৌন্তেয় পাঞ্চালৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
সেনা হি ধার্তরাষ্ট্রস্য বিমুখা বিক্ষরদ্‌ব্রণা ॥ ৬০
বিপ্রধাবতি বেগেন ভীমস্যাভিহতা শরৈঃ।
বিপন্নশস্যেব মহী রুধিরেণ সমুক্ষিতা ॥ ৬১
ভারতী ভরতশ্রেষ্ঠ সেনা কৃপণদর্শনা।
নিবৃত্তং পশ্য কৌন্তেয় ভীমসেনং যুধাং পতিম্ ॥ ৬২
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধং দ্রাবয়ন্তং বরূথিনীম্।

পীত-রক্তাসিত-সিতাস্তারাচন্দ্রার্কমণ্ডিতাঃ ॥ ৬৩
পতাকা বিপ্রকীর্য্যন্তে ছত্রাণ্যেতানি চার্জ্জুন।
সৌবর্ণা রাজতাশ্চৈব তৈজসাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৬৪
কেতবোঽভিনিপাত্যন্তে হস্ত্যশ্বাশ্চ প্রকীর্য্যতে।
রথেভ্যঃ প্রপতন্ত্যেতে রথিনো বিগতাসবঃ ॥ ৬৫
নানাবর্ণৈর্বৃতা বাণৈঃ পাঞ্চালৈরপলায়িভিঃ।
নির্মনুষ্যান্ গজানশ্বান্ রথাংশ্চৈব ধনঞ্জয় ॥ ৬৬
সমাদ্রবন্তি পাঞ্চালা ধার্তরাষ্ট্রাংস্তরস্বিনঃ।
বিমৃদ্নন্তি নরব্যাঘ্রা ভীমসেনবলাশ্রয়াৎ ॥ ৬৭
বলং পরেষাং দুর্ধর্ষাস্ত্যক্ত্বা প্রাণানরিন্দম।
এতে নদন্তি পাঞ্চালা ধ্মাপয়ন্তি চ বারিজান্ ॥ ৬৮
অভিদ্রবন্তি চ রণে মৃদ্নন্তঃ সায়কৈঃ পরান্।
পশ্যৈষাঞ্চ মাহাত্ম্যং পাঞ্চালা হি পরাক্রমাৎ ॥ ৬৯
ধার্তরাষ্ট্রান্ বিনিঘ্নন্তি ক্রুদ্ধাঃ সিংহা ইব দ্বিপান্।
শত্রমাচ্ছিদ্য শত্রূণাং সায়ুধানাং নিরায়ুধাঃ ॥ ৭০

সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইতেছে। আমি উহার ধ্বজকে বৃষ্টদ্যুম্নের রথের পার্শ্বে দেখিতেছি ৫৫-৫৬

পরন্তপ! আমি মনে করি, কর্ণ পাঞ্চাল-সৈন্যদের উপর অবশ্যই আক্রমণ করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ পার্থ! আমি তোমাকে একটি প্রিয়সংবাদ বলিতেছি—ধর্মপুত্র শ্রীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির কুশলেই আছেন; কারণ, এই মহাবাহু ভীমসেন সৈন্যদের সম্মুখে ফিরিয়া আসিতেছে ॥ ৫৭-৫৮

ভারত! ইহার সহিত সৃঞ্জয়-সৈন্যরা এবং সাত্যকিও আছে। কুন্তীকুমার! ভীমসেন এবং মহাত্মা পাঞ্চাল-সৈন্যরা সমরাঙ্গণে নিজ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা এই কৌরবগণকে বধ করিতেছে ॥ ৫৯½

ভীমসেনের বাণসমূহে আহত দুর্য্যোধনের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। ইহাদের ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৬০½

ভরতশ্রেষ্ঠ! শস্য নষ্ট হইয়া যাইলে ক্ষেত্র যেরূপ দেখিতে হয়, সেইরূপ রক্তে আপ্লুত কৌরব-সৈন্যরা দেখিতে দয়াযোগ্য হইয়া গিয়াছে ॥ ৬১½

কুন্তীনন্দন! দেখ, যোদ্ধাগণের অধিপতি ভীমসেন প্রত্যাবর্ত্তন করত বিষধর সর্পতুল্য কুপিত হইয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছে ॥ ৬২½

অর্জুন! তারা ও সূর্য্য-চন্দ্রসদৃশ চিহ্নসমূহে অলঙ্কৃত এই রক্ত, পীত, কৃষ্ণ এবং শুভ্রবর্ণের পতাকাসকল ও বহু শ্বেতছত্র বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৩½

স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পিত্তলাদি তৈজসদ্রব্য নির্ম্মিত নানা প্রকার বহু ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত আছে। হাতী এবং অশ্বরাও চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৪½

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত পাঞ্চাল-বীরগণের নানা বর্ণের বাণসমূহে নিহত হইয়া এই প্রাণহীন রথী যোদ্ধারা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছে ॥ ৬৫½

ধনঞ্জয়! এই বেগশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল-যোদ্ধারা ভীমসেনের বল আশ্রয় করত মনুষ্যগণরহিত হাতী, অশ্ব, রথ ও বেগশালী ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিতেছে এবং তাহাদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতেছে ॥ ৬৬-৬৭

শত্রুদমন বীর! দুর্জ্জয় পাঞ্চাল-সৈন্যরা প্রাণের মোহ পরিহার করত শত্রুসৈন্যদিগকে নষ্ট করিতে করিতে গর্জ্জন ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥ ৬৮

অর্জুন! দেখ, এই বীরগণের কিরূপ মহিমা? যেরূপ ক্রুদ্ধ সিংহগণ হস্তিসকলকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাঞ্চাল-যোদ্ধারা পরাক্রম করত স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ৬৯½

তেনৈবৈতানমোঘাস্ত্রা নিঘ্নন্তি চ নদন্তি চ।
শিরাংস্তেভ্যানি পাত্যন্তে শত্রূণাং বাহবোঽপি চ ॥৭১

রথ-নাগ-হয়া বীরা যশস্বিনঃ সর্ব এব চ।
সর্বতশ্চাভিপদ্যন্তে ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ ॥ ৭২
পাঞ্চালৈর্মানসাদেত্য হংসৈর্গঙ্গেব বেগিতৈঃ।
সুভৃশঞ্চ পরাক্রান্তাঃ পাঞ্চালানাং নিবারণে ॥ ৭৩
কৃপ-কর্ণাদয়ো বীরা ঋষভাণামিবর্ষভাঃ।
ভীমাস্ত্রেণ সুনির্ভগ্নান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারথান্ ॥ ৭৪
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা বীরা ঘ্নন্তি শত্রূন্ সহস্রশঃ।
পঞ্চালেষ্বভিভূতেষু দ্বিষন্তিরপভীর্নদন্ ॥ ৭৫
শত্রুপক্ষমবস্কন্দ্য শরানস্তুতি মারুতিঃ।
বিষণ্ণভূয়িষ্ঠতরা ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ ॥ ৭৬
রথাশ্চেতে সুবিত্রস্তা ভীমসেনভয়াদিতাঃ।

পশ্য ভীমেন নারাচৈর্ভিন্না নাগাঃ পতন্ত্যমী ॥ ৭৭
বজ্রি-বজ্রহতানীব শিখরাণি ধরাভৃতাম্।
ভীমসেনস্য নির্বিদ্ধা বাণৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৭৮
স্বান্তনীকানি মৃদ্নন্তো দ্রবন্ত্যেতে মহাগজাঃ।
(এতে দ্রবন্তি কুরবো ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ।
ত্যক্ত্বা গজান্ হয়াংশ্চৈব রথাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্তীনাং দ্রবতাং নিঃস্বনং শৃণু।
ভীমসেনস্য নিনদং শ্রাবয়াণস্য কৌরবান্ ॥)
অভিজানীহি ভীমস্য সিংহনাদং সুদুঃসহম্ ॥ ৭৯
নদতোঽর্জুন সংগ্রামে বীরস্য জিতকাশিনঃ।
এষ নৈষাদিরভ্যেতি দ্বিপমুখ্যেন পাণ্ডবম্ ॥ ৮০
জিঘাংসুস্তোমরৈঃ ক্রুদ্ধো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
সতোমরাবস্য ভুজৌ ছিন্নৌ ভীমেন গর্জতঃ ॥ ৮১

ইহারা স্বয়ং অস্ত্র-শস্ত্রহীন হইয়া পড়িলেও অস্ত্রধারী শত্রুদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া সেই সব অস্ত্রের দ্বারাই তাহাদিগকে বধ করিতেছে এবং গর্জন করিতেছে। ইহাদের অস্ত্রপ্রহার কখনও নিষ্ফল হইতেছে না ॥ ৭০½

ইহারা শত্রুদের মস্তক, বাহু, রথ, হস্তী ও অশ্বসকল এবং সমস্ত যশস্বী বীর যোদ্ধাদিগকে ধরাতলে পাতিত করিতেছে ॥৭১½

যেরূপ বেগবান্ হংসগণ মানস-সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গানদীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ পাঞ্চাল-সৈন্যগণকর্তৃক দুর্যোধনের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী এই পাঞ্চালসৈন্যগণের দ্বারা আক্রান্ত হইতে লাগিল ॥ ৭২½

কৃপাচার্য ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এই পাঞ্চালসৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সেইরূপ অত্যন্ত পরাক্রম করিতেছে, যেরূপ শ্রেষ্ঠ বৃষগণ অপর বৃষদিগকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে ॥ ৭৩½

ভীমসেনের বাণসমূহে উৎসাহহীন হইয়া পলায়মান কৌরব-মহারথীদিগকে এবং সহস্র সহস্র শত্রুগণকে ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীর যোদ্ধারা সংহার করিতেছে ॥ ৭৪½

শত্রুগণের দ্বারা পাঞ্চাল-সৈন্যরা পরাজিত হইলে পর এই বায়ুপুত্র ভীমসেন নির্ভয়ে গর্জন করিতে করিতে শত্রুদলের উপর আক্রমণ করত বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছে ॥ ৭৫½

ইহাতে দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যদের অধিকাংশ বীরই অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং এই রথী যোদ্ধারা ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭৬½

দেখ, ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া পতিত পর্বতশিখরসমূহের ন্যায় এই গজরাজগণ ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত নারাচসকলে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে ॥ ৭৭½

ভীমসেনের আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহে অত্যন্ত আহত এই বিশাল দেহ হাতীরা নিজেদেরই সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে ॥ ৭৮½

(ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত কৌরব-যোদ্ধারা নিজেদের সহস্র সহস্র হস্তী, রথ ও অশ্বগণকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে। পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্যদের এই আর্তনাদ এবং কৌরবদিগের বিত্রাসক ভীমসেনের এই গর্জন শ্রবণ কর।)

অর্জুন! বিজয়-শ্রীতে সুশোভিত হইয়া গর্জনকারী বীর ভীমসেনের সংগ্রামস্থলে যে অত্যন্ত দুঃসহ সিংহনাদ হইতেছে, উহা তুমি অবগত হও ॥ ৭৯½

এই নিষাদপুত্র শ্রেষ্ঠ এক গজরাজের উপর আরোহণ করত তোমর সকলের দ্বারা ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় তাহার উপর আক্রমণ করিতেছে ॥ ৮০½

দেখ, ভীমসেন গর্জনকারী নিষাদপুত্রের তোমরসহ দুই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল এবং অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী দশটি তীক্ষ্ণ নারাচের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিল ॥ ৮১½

ভীমৈরগ্নি-রবিপ্রখ্যৈর্নারাচৈরশনিপ্রভৈঃ।
হত্বৈনং পুনরায়াতি নাগানস্মান্ প্রহারিণঃ ॥ ৮২
পশ্য নীলাম্বুদনিভান্ মহামাত্রৈরধিষ্ঠিতান্।
শক্তি-তোমরসঙ্ঘাতৈর্বিনিঘ্নন্তং বৃকোদরম্ ॥ ৮৩
সপ্তসপ্ত চ নাগাংস্তান্ বৈজয়ন্তীশ্চ সর্ব্বজাঃ।
নিহত্য নিশিতৈর্বাণৈশ্ছিন্নাঃ পার্থাগ্রজেন তে ॥ ৮৪
দশভির্দশভিশ্চৈকো নারাচৈর্নিহতো গজঃ।
ন চাসৌ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্রায়তে নিনদন্তথা ॥ ৮৫
পুরন্দরসমে ক্রুদ্ধে নিবৃত্তে ভরতর্ষভ।
অক্ষৌহিণ্যস্তথা তিস্রো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সংহতাঃ।
ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন নরসিংহেন বারিতাঃ ॥ ৮৬
ন শক্নুবন্তি বৈ পার্থং পার্থিবাঃ সমুদীক্ষিতুম্।
মধ্যংদিনগতং সূর্য্যং যথা দুর্বলচক্ষুষঃ ॥ ৮৭
এতে ভীমস্য সন্ত্রস্তাঃ সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ।
শরৈঃ সন্ত্রাসিতাঃ সংখ্যে ন লভন্তে সুখং ক্বচিৎ ॥ ৮৮
(রাজানঞ্চ মহাবাহুং পীড়য়ন্ত্যাততায়বঃ।
রাধেয়ো বহুভিঃ সার্দ্ধমসৌ গচ্ছতি বেগতঃ ॥
বর্জয়িত্বা তু ভীমং তং পার্শ্বতো হ্যানয়ন্ ধনুঃ।
তং পালয়ন্ মহারাজং ধার্ত্তরাষ্ট্রং বলাধিতঃ ॥)

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাবাহুর্ব্যাসদেবাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
ভীমসেনেন তৎ কর্ম্ম কৃতং দৃষ্ট্বা সুদুষ্করম্ ॥ ৮৯
অর্জুনো ব্যধমচ্ছিষ্টানহিতান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তে বধ্যমানাঃ সমরে সংশপ্তকগণাঃ প্রভো ॥ ৯০
প্রভগ্নাঃ সমরে ভীতা দিশো দশ মহাবলাঃ।
শক্রস্যাতিথিতাং গত্বা বিশোকা হ্যভবংস্তদা ॥ ৯১
পার্থশ্চ পুরুষব্যাঘ্রঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
জঘান ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চতুর্বিধবলাং চমূম্ ॥ ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

এই নিষাদপুত্রকে বধ করিয়া ভীমসেন প্রহারকারী অন্য সব হস্তিগণের উপর পুনরায় আক্রমণ করিতেছে। দেখ, ভীমসেন শক্তি ও তোমরসমূহের দ্বারা যাহাদের স্কন্ধে মাহুতেরা উপবিষ্ট আছে, এরূপ মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হস্তীদিগকে বিনাশ করিয়া যাইতেছে ॥ ৮২-৮৩

পার্থ! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীমসেন তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা ধ্বজসহ বৈজয়ন্তী পতাকাসকল নষ্ট করত উনপঞ্চাশটি হাতীকে বধ করত ভূপাতিত করিয়া ফেলিল ॥ ৮৪

এই ভীমসেন দশ দশ নারাচের দ্বারা হস্তীদিগকে বধ করিল। ভরতর্ষভ! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেন ফিরিয়া আসিলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সেই সিংহনাদ তখন আর শুনা যাইতেছে না ॥ ৮৫½

ক্রুদ্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন দুর্য্যোধনের সুসংগঠিত তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যকে এখানে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৮৬

যেরূপ দুর্বল নেত্রযুক্ত প্রাণীরা দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত ভূপতিগণও এই সময় কুন্তীনন্দন ভীমসেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিতেছে না ॥ ৮৭

যেরূপ সিংহ হইতে ভীত মৃগগণ কোনরূপ সুখলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ ভীমসেনের বাণসমূহে ভীত এই কৌরব-যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে সুখলাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ৮৮

(ক্রোধে পূর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যরা মহাবাহু রাজা দুর্য্যোধনকে পীড়িত করিতেছে। বলশালী রাধাপুত্র কর্ণ ভীমসেনকে পরিহার করত পার্শ্বে ধনুর্বহনকারী মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত সবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতেছে।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করত এবং ভীমসেনকর্তৃক সম্পাদিত সেইরূপ অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্যকে নিজের চক্ষুতে দর্শন করত মহাবাহু অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অবশিষ্ট শত্রুদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৮৯½

প্রভো! সমরাঙ্গণে প্রহারপীড়িত মহাবল সংশপ্তক সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীত হইয়া দশদিকে পলাইয়া যাইলেন। আবার বহু যোদ্ধা ইন্দ্রের অতিথি হইয়া তৎক্ষণাৎ শোক হইতে মুক্তিলাভ করিলেন ॥ ৯০-৯১

পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থ আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা দুর্য্যোধনের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন শিখণ্ডিনঃ পরাজয়ঃ, ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুঃশাসনয়োঃ, নকুল-বৃষসেনয়োর্যুদ্ধম্, সহদেবেনোলূকস্য, সাত্যকিনা শকুনেঃ, কৃপাচার্যেণ যুধামন্যোঃ, কৃতবর্ম্মণোত্তমৌজসঃ, ভীমসেনেন চ দুর্য্যোধনস্য পরাজয়ঃ, গজসেনানাং সংহারঃ পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

নিবৃত্তে ভীমসেনে চ পাণ্ডবে চ যুধিষ্ঠিরে।
বধ্যমানে বলে চাপি মামকে পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥১
দ্রবমাণে বলৌঘে চ নিরানন্দে মুহুর্মুহুঃ।
কিমকুর্বত কুরবস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

(ক্ষয়ন্তেষাং মহান্ জাতো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব)
দৃষ্ট্বা ভীমং মহাবাহুং সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ক্রোধরক্তেক্ষণো রাজন্ ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ৩
তাবকং তু বলং দৃষ্ট্বা ভীমসেনাৎ পরাঙ্মুখম্।
যত্নেন মহতা রাজন্ পর্য্যবস্থাপয়দ্ বলী ॥ ৪
ব্যবস্থাপ্য মহাবাহুস্তব পুত্রস্য বাহিনীম্।
প্রত্যুদ্যযৌ তদা কর্ণঃ পাণ্ডবান্ যুদ্ধদুর্মদান্ ॥ ৫
প্রত্যুদ্যযুস্তু রাধেয়ং পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
ঘ্নন্তঃ কার্ম্মুকাণ্যাজৌ বিক্ষিপন্তশ্চ সায়কান্ ॥ ৬
ভীমসেনঃ শিনের্নপ্তা শিখণ্ডী জনমেজয়ঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ বলবান্ সর্বে চাপি প্রভদ্রকাঃ ॥ ৭
জিঘাংসন্তো নরব্যাঘ্রাঃ সমন্তাৎ তব বাহিনীম্।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সমরে জিতকাশিনঃ ॥ ৮
তথৈব তাবকা রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
অভ্যদ্রবন্ত ত্বরিতা জিঘাংসন্তো মহারথাঃ ॥ ৯
রথ-নাগাশ্বকলিলং পত্তি-ধ্বজসমাকুলম্।
বভূব পুরুষব্যাঘ্র সৈন্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ১০
শিখণ্ডী চ যযৌ কর্ণং ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সুতং তব।
দুঃশাসনং মহারাজ মহত্যা সেনয়া বৃতম্ ॥ ১১
নকুলো বৃষসেনং তু চিত্রসেনং যুধিষ্ঠিরঃ
উলূকং সমরে রাজন সহদেবঃ সমভ্যয়াৎ ॥ ১২

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণকর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুঃশাসন এবং বৃষসেন ও নকুলের যুদ্ধ, সহদেবের দ্বারা উলূক ও সাত্যকিকর্ত্তৃক শকুনির পরাজয়, কৃপাচার্য্য দ্বারা যুধামন্যু ও কৃতবর্ম্মকর্ত্তৃক উত্তমৌজার পরাভব, ভীমসেনের দ্বারা দুর্য্যোধনের পরাজয় এবং গজসৈন্যদের সংহার ও পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! যখন ভীমসেন ও পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ফিরিয়া আসিল, পাণ্ডব ও সঞ্জয় যোদ্ধারা আমার সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিল এবং আমার সমুদয় সৈন্যবাহিনী নিরানন্দ হইয়া বারংবার পলাইতে থাকিল, তখন কৌরব-যোদ্ধারা কি করিল? তাহা আমাকে বল ॥ ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ সেই কৌরবগণের প্রভূত বিনাশ সাধন হইল। মহারাজ! প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

রাজন্! আপনার সৈন্যদিগকে ভীমসেনের ভয়ে বিমুখ হইতে দেখিয়া বলবান্ কর্ণ অতিশয় যত্ন সহকারে তাহাদিগকে রণাঙ্গনে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪

মহাবাহু কর্ণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সংস্থাপিত করিয়া রণদুর্ম্মদ পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৫

সেই সময় পাণ্ডব মহারথী বীরগণও রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখীন হইবার জন্য নিজেদের ধনু কম্পিত করিতে করিতে এবং বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে অগ্রসর হইলেন ॥ ৬

ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সমস্ত প্রভদ্রকগণ—এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ সমরাঙ্গণে জয়লাভে উল্লসিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধসহকারে আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় চারিদিক্ দিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭-৮

রাজন্! এইরূপ আপনার মহারথী বীরগণও পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তীব্রবেগে তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি সৈন্য ও ধ্বজসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই সৈন্যবাহিনী তখন দেখিতে অদ্ভুতাকার ধারণ করিল ॥ ১০

মহারাজ! শিখণ্ডী কর্ণের উপর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশাল সৈন্য-বাহিনীতে পরিবৃত আপনার পুত্র দুঃশাসনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

রাজন্! নকুল বৃষসেনকে, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনকে এবং সহদেব রণাঙ্গনে উলূককে আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

সাত্যকিঃ শকুনিং চাপি দ্রৌপদেয়াংশ্চ কৌরবান্।
অর্জুনঞ্চ রণে যত্তো দ্রোণপুত্রো মহারথঃ॥ ১৩
যুধামন্যুং মহেষ্বাসং গৌতমোঽভ্যপতদ্ রণে।
কৃতবর্ম্মা চ বলবানুত্তমৌজসমাদ্রবৎ॥ ১৪
ভীমসেনঃ কুরূন্ সর্ব্বান্ পুত্রাংশ্চ তব মারিষ।
সহানীকান্ মহাবাহুরেক এব ন্যবারয়ৎ ১৫
শিখণ্ডী তু ততঃ কর্ণং বিচরন্তমভীতবৎ।
ভীষ্মহন্তা মহারাজ বারয়ামাস পত্রিভিঃ॥ ১৬
প্রতিরুদ্ধস্ততঃ কর্ণো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
শিখণ্ডিনং ত্রিভির্বাণৈর্ব্বক্ষোমধ্যেঽভ্যতাড়য়ৎ॥ ১৭
বারয়ন্তং স তান্ বাণান্ শিখণ্ডী বহুশোভত।
রাজতঃ পর্ব্বতো যদ্বৎ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈরিবোত্থিতৈঃ॥ ১৮
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ সূতপুত্রেণ সংযুগে।
কর্ণং বিব্যাধ সমরে নবভ্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ১৯
তস্য কর্ণো হয়ান্ হত্বা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ঊর্দ্ধমাথ ধ্বজং চাস্য ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ॥ ২০
হতাশ্বাত্তু ততো যানাদবপ্লুত্য মহারথঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ কর্ণায় সংক্রুদ্ধঃ শত্রুতাপনঃ॥ ২১
তাং ছিত্ত্বা সমরে কর্ণস্ত্রিভির্ভারত সায়কৈঃ।
শিখণ্ডিনমথাবিধ্যন্নবভিনিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২২
কর্ণচাপচ্যুতান্ বাণান্ বর্জ্জয়ংস্তু নরোত্তমঃ।
অপযাতস্ততস্তূর্ণং শিখণ্ডী ভৃশবিক্ষতঃ॥ ২৩
ততঃ কর্ণো মহারাজ পাণ্ডুসৈন্যান্যশাতয়ৎ।
তূলরাশিং সমাসাদ্য যথা বায়ুর্মহাবলঃ॥ ২৪
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ তব পুত্রেণ পীড়িতঃ।
দুঃশাসনং ত্রিভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে॥ ২৫
তস্য দুঃশাসনো বাহুং সব্যং বিব্যাধ মারিষ।
স তেন রুক্মপুঙ্খেন ভল্লেনানতপর্ব্বণা॥ ২৬
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু নির্ব্বিদ্ধঃ শরং ঘোরমমর্ষণঃ।
দুঃশাসনায় সংক্রুদ্ধঃ প্রেষয়ামাস ভারত॥ ২৭

সাত্যকি শকুনিকে, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অন্য কৌরব যোদ্ধাদিগকে ও যুদ্ধে সাবধান হইয়া মহারথী বীর অশ্বত্থামা অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন॥ ১৩

কৃপাচার্য্য দূরস্থলে মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন এবং বলবান্ কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার দিকে ধাবিত হইলেন॥ ১৪

আর্য্য! মহাবাহু ভীমসেন একাকীই সৈন্য সহ সমস্ত কৌরবযোদ্ধা ও আপনার পুত্রদের গতি রুদ্ধ করিলেন॥ ১৫

মহারাজ! তদনন্তর ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী নির্ভয়চিত্তে রণাঙ্গনে বিচরণকারী কর্ণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন॥১৬

নিজের গতি অবরুদ্ধ হইলে পর রোষবশতঃ কর্ণের ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তখন তিনটি বাণে শিখণ্ডীর বক্ষের মধ্যভাগে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ১৭

এই বাণসকল ললাটে ধারণ করত শিখণ্ডী উত্থিত শিখরত্রয়যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ১৮

যুদ্ধস্থলে সূতপুত্র কর্ণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা কর্ণকেও রণাঙ্গনে বিদ্ধ করিলেন॥ ১৯

মহারথী কর্ণ শিখণ্ডীর অশ্বগণকে বধ করিয়া তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকেও বিনাশ করিলেন। তারপর একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজটিকেও ছেদন করিয়া দিলেন॥ ২০

সেই অশ্বহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত ক্রুদ্ধ শত্রুতাপন মহারথী বীর শিখণ্ডী কর্ণের উপর একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন॥ ২১

ভারত! সমরাঙ্গণে তিনটি বাণের দ্বারা সেই শক্তিকে ছেদন করত কর্ণ নব্বইটি তীক্ষ্ণবাণে শিখণ্ডীকেও আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ২২

তখন অত্যন্ত আহত নরশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতিক্রত সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন॥ ২৩

মহারাজ! তদনন্তর মহাবল কর্ণ তূলারাশিকে বায়ুদ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার ন্যায় সম্মুখে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে পাইয়া তাহাদিগকে বিক্ষত করিয়া দিলেন॥ ২৪

রাজেন্দ্র! আপনার পুত্র দুঃশাসন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তিনটি বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন॥২৫

আর্য্য! এই সময় দুঃশাসনও তাঁহার বামহস্তে বিদ্ধ করিলেন। ভারত! কর্ণপক্ষক্ষয়িত ও আনতপর্ব্বযুক্ত ভল্লসমূহের আঘাতে অমর্ষশীল ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত কুপিত হইয়া দুঃশাসনের উপর একটি ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করিলেন॥২৬-২৭

আপতন্তং মহাবেগং ধৃষ্টদ্যুম্নসমীরিতম্।
শরৈশ্চিচ্ছেদ পুত্রস্তে ত্রিভিরেব বিশাম্পতে ॥২৮
অথাস্যৈঃ সপ্তদশভির্ভীমৈঃ কনকভূষণৈঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং সমাসাদ্য বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ২৯
ততঃ স পার্ষতঃ ক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥ ৩০
অথান্যদ্ ধনুরাদায় পুত্রস্তে প্রহসন্নিব।
ধৃষ্টদ্যুম্নং শরব্রাতৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥ ৩১
তব পুত্রস্য তে দৃষ্ট্বা বিক্রমং সুমহাত্মনঃ।
ব্যস্ময়ন্ত রণে যোধাঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩২
ধৃষ্টদ্যুম্নং ন পশ্যাম ঘটমানং মহাবলম্।
দুঃশাসনেন সংরুদ্ধং সিংহেনেব মহাগজম্ ॥ ৩৩
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডুপূর্বজ।
সেনাপতিং পরীপ্সন্তো রুরুধুস্তনয়ং তব ॥ ৩৪

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তাবকানাং পরৈঃ সহ।
ঘোরং প্রাণভৃতাং কালে ভীমরূপং পরন্তপ ॥ ৩৫
নকুলং বৃষসেনস্তু ভিত্ত্বা পঞ্চভিরায়সৈঃ।
পিতুঃ সমীপে তিষ্ঠন্তং ত্রিভিরন্যৈরবিধ্যত ॥ ৩৬
নকুলস্তু ততঃ শূরো বৃষসেনং হসন্নিব।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৩৭
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শক্রণা শক্রকর্ষণ।
শক্রং বিব্যাধ বিংশত্যা স চ তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৮
ততঃ শরসহস্রেণ তাবুভৌ পুরুষর্ষভৌ।
অন্যোন্যমাচ্ছাদয়তামপোঽভজ্যত বাহিনী ॥ ৩৯
স দৃষ্ট্বা প্রদ্রুতাং সেনাং ধার্তরাষ্ট্রস্য সূতজঃ।
নিবারয়ামাস বলাদনুস্মৃত্য বিশাম্পতে ॥ ৪০
নিবৃত্তে তু ততঃ কর্ণে নকুলঃ কৌরবান্ যযৌ।
কর্ণপুত্রস্তু সমরে হিত্বা নকুলমেব তু ॥

প্রজানাথ! ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বেগশালী সেই বাণকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন তিনটি বাণে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট যাইয়া তিনি সুবর্ণভূষিত অস্ত্র সত্তেরটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে প্রহার করিলেন ॥ ২৯

আর্য্য! তখন কুপিত হইয়া দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা দুঃশাসনের ধনু ছেদন করিলেন। ইহা দেখিয়া তখন সকল ব্যক্তিই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥ ৩০

তদনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন হাস্য করিতে করিতে অপর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক বীর বাণসমূহের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্বদিকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥ ৩১

আপনার মহাত্মা পুত্র দুঃশাসনের এই পরাক্রম দেখিয়া রণাঙ্গনে সকল যোদ্ধাই বিস্মিত হইলেন এবং আকাশে সিদ্ধ ও অপ্সরাগণও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৩২

যেরূপ সিংহ কোন এক গজরাজকে বশীকৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ দুঃশাসনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ হইয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যথাশক্তি যত্নপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমরা দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩৩

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজন্! তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবার জন্য রথ, হস্তী ও অশ্বগণের সহিত পাঞ্চাল-যোদ্ধারা আপনার পুত্র দুঃশাসনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

শত্রুতাপন! তাহার পর সেই সময়ে শত্রুগণের সহিত আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৩৫

নিজের পিতার পার্শ্বে অবস্থিত বৃষসেন সৌভনিম্মিত চারিটি বাণে নকুলকে আঘাত করত পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৬

তখন সৌর্য্যশালী বীর নকুল যেন হাস্য করিতে করিতেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নারাচসমূহের দ্বারা বৃষসেনের বক্ষে তীব্র আঘাত করিলেন ॥ ৩৭

শত্রুসূদন! বলবান্ শত্রুকর্তৃক অত্যন্ত আহত বৃষসেন নিজের শত্রু নকুলকে বিশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় নকুলও তাঁহাকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৯

প্রজানাথ! এই সময় দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ তাহাদের বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন ॥ ৪০

আর্য্য! কর্ণ নিবৃত্ত হইলে পর নকুল কৌরব-সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কর্ণের পুত্র বৃষসেন নকুলকে পরিহার করত সমরাঙ্গণে অতিসত্বর রাধাপুত্র কর্ণের রথচক্রসকল রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১½

জুগোপ চক্রং ধরিতো রাধেয়স্যৈব মারিষ।
উলূকস্তু রণে ক্রুদ্ধঃ সহদেবেন বারিতঃ॥ ৭২
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সহদেবঃ প্রতাপবান্
সারথিং প্রেষয়ামাস যমস্য সদনং প্রতি। ৪৩
উলূকস্তু ততো যানাদবপ্লুত্য বিশাম্পতে।
ত্রিগর্তানাং বলং তূর্ণং জগাম পিতৃনন্দনঃ॥ ৭৪
সাত্যকিঃ শকুনিং বিদ্ধ্বা বিংশত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন সৌবলস্য হসন্নিব॥ ৭৫
সৌবলস্তস্য সমরে ক্রুদ্ধো রাজন্ প্রতাপবান্।
বিদার্য্য কবচং ভূয়ো ধ্বজং চিচ্ছেদ কাঞ্চনম্॥ ৭৬
তথৈনং নিশিতৈর্বাণৈঃ সাত্যকিঃ প্রত্যবিধ্যত
সারথিঞ্চ মহারাজ ত্রিভিরেব সমার্পয়ৎ। ৭৭
অথাস্য বাহাংস্ত্বরিতঃ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
ততোঽবপ্লুত্য সহসা শকুনির্ভরতর্ষভ॥ ৭৮
আরুরোহ রথং তূর্ণমুলূকস্য মহাত্মনঃ

অপোবাহাথ শীঘ্রং স শৈনেয়াদ্ যুদ্ধশালিনঃ॥ ৭৯
সাত্যকিস্তু রণে রাজংস্তাবকানামনীকিনীম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন ততোঽনীকমভজ্যত॥ ৪০
শৈনেয়শরসংছন্নাঃ তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
ভেজে দশ দিশস্তূর্ণং হতপ্তচ্চ গতাসুবৎ॥ ৪১
ভীমসেনং তব সুতো বারয়ামাস সংযুগে।
তং তু ভীমো মুহূর্তেন ব্যশ্ব-সূত-রথ-ধ্বজম্॥ ৪২
চক্রে লোকেশ্বরং তত্র তেনাতুষ্যন্ত বৈ জনাঃ।
ততোঽপায়াদ্ পৃতন্তস্য ভীমসেনস্য গোচরাৎ॥ ৪৩
কুরুসৈন্যং ততঃ সর্বং ভীমসেনমুপাদ্রবৎ।
তত্র নাদো মহানাসীদ্ ভীমসেনং জিঘাংসতাম্॥ ৪৪
যুধামন্যুঃ কৃপং বিদ্ধ্বা ধনুরস্যাশু চিচ্ছিদে।
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় কৃপঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ৪৫
যুধামন্যোর্ধ্বজং সূতং ছত্রং চাপাতয়ৎ ক্ষিতৌ।
ততোঽপায়াদ্ রথেনৈব যুধামন্যুর্মহারথঃ॥ ৪৬

সেইরূপ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ উলূককে সহদেব নিবারণ করিলেন। প্রতাপশীল সহদেব উলূকের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সারথিকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ৪১-৪৩

প্রজানাথ! তদনন্তর পিতা শকুনির আনন্দপ্রদ উলূক রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত অতিদ্রুত ত্রিগর্ত সৈন্যদের মধ্যে চলিয়া যাইলেন। ৪৪

সাত্যকি বিশটি তীক্ষ্ণ বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া যেন ক্ষান্ত করিতে করিতে একটি ভল্লের দ্বারা সুবলপুত্র শকুনির ধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন। ৪৫

রাজন্! সমরাঙ্গণে কুপিত প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি সাত্যকির কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করত তাঁহার ধ্বজও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৪৬

মহারাজ! সেইরূপ সাত্যকিও তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও তিনটি বাণে আঘাত করিলেন। ৪৭

তাহার পর তিনি অতিদ্রুত বাণ নিক্ষেপ করিয়া শকুনির অশ্বগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন শকুনিও সহসা নিজের রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত সত্বর মহাত্মা উলূকের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন। ৪৮-৪৯

উলূক যুদ্ধে শোভান্বিত সাত্যকির নিকট হইতে নিজের রথকে ঘুরে সরাইয়া লইলেন। রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি রণাঙ্গনে আপনার পুত্রগণের সৈন্যদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে সেই সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল। ৪৯-৫০

প্রজানাথ! সাত্যকির বাণসমূহে আচ্ছাদিত আপনার সৈন্যবাহিনী অতিদ্রুত দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং যেন প্রাণহীন হইয়াই ধরাতলে পতিত হইতে থাকিল। ৫১

আপনার পুত্র দুর্যোধন যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকে নিবারিত করিলেন। ভীমসেন তখন মুহূর্তকালের মধ্যেই এই জগতের অধিপতি দুর্যোধনকে অশ্বগণ, সারথি, রথ ও ধ্বজ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন; ইহাতে সকল ব্যক্তিই সন্তোষলাভ করিলেন। ৫২-৫৪

তখন রাজা দুর্যোধন সেখানে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই সব কৌরব-যোদ্ধারা তখন ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ৫৩-৫৪

অপর দিকে যুধামন্যু কৃপাচার্যকে বাণবিদ্ধ করিয়া সত্বর তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন। তদনন্তর অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, সারথি ও ছত্রকে ধরাশায়ী করিলেন। তাহার পর মহারথী যুধামন্যু রথের দ্বারা সে স্থান হইতে পলাইয়া যাইলেন॥ ৫৫-৫৬

উত্তমৌজাশ্চ হার্দিক্যঃ ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
ছাদয়ামাস সহসা মেঘো বৃষ্ট্যেব পর্বতম্ ॥ ৫৭

তদ্ যুদ্ধমাসীৎ সুমহদ্ ঘোররূপং পরন্তপ।
যাদৃশং ন ময়া যুদ্ধং দৃষ্টপূর্বং বিশাম্পতে ॥ ৫৮

কৃতবর্মা ততো রাজন্নুত্তমৌজসমাহবে।
হৃদি বিব্যাধ সহসা রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ৫৯
সারথিস্তমপোবাহ রথেন রথিনাং বরম্।
কুরুসৈন্যং ততঃ সর্বং ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ৬০
দুঃশাসনঃ সৌবলশ্চ গজানীকেন পাণ্ডবম্।
মহতা পরিবার্যৈব ক্ষুদ্রকৈরভ্যতাড়য়ৎ ॥ ৬১
ততো ভীমঃ শরশতৈর্দুর্যোধনমমর্ষণম্।
বিমুখীকৃত্য তরসা গজানীকমুপাদ্রবৎ ॥ ৬২
তমাপতন্তং সহসা গজানীকং বৃকোদরঃ।
দৃষ্ট্বৈব সুভৃশং ক্রুদ্ধো দিব্যানস্ত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ৬৩
গজৈর্গজানভ্যহনদ্ বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্।
ততোঽন্তরিক্ষং বাণৌঘৈঃ শলভৈরিব পাদপম্ ॥ ৬৪
ছাদয়ামাস সমরে গজান্ নিঘ্নন্ বৃকোদরঃ।
তত্র কুঞ্জরযূথানি সমেতানি সহস্রশঃ ॥ ৬৫
ব্যধমৎ তরসা ভীমো মেঘসঙ্ঘানিবানিলঃ।
সুবর্ণজালাপিহিতা মণিজালৈশ্চ কুঞ্জরাঃ ॥ ৬৬
রেজুরভ্যধিকং সংখ্যে বিদ্যুদ্বন্ত ইবাম্বুদাঃ।
তে বধ্যমানা ভীমেন গজা রাজন্ বিদুদ্রুবুঃ ॥ ৬৭
কেচিদ্ বিভিন্নহৃদয়া কুঞ্জরা ন্যপতন্ ভুবি।
পতিতৈর্নিপতদ্ভিশ্চ গজৈর্হেমবিভূষিতৈঃ ॥ ৬৮
অশোভত মহী তত্র বিনীর্ণৈরিব পর্বতৈঃ।
দীপ্তাভৈ রত্নবদ্ভিশ্চ পতিতৈর্গর্জযোধিভিঃ ॥ ৬৯

অন্যদিকে উত্তমৌজা ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ও ভয়ানক কৃতবর্মাকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা সহসা সেইরূপে আচ্ছাদিত করিলেন, যেরূপ মেঘ জলবর্ষণের দ্বারা পর্বতকে আবৃত করিয়া থাকে ॥ ৫৭

শত্রুতাপন! এই দুই বীরের মধ্যে সেই যুদ্ধ ক্রমশঃ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। প্রজানাথ! এরূপ যুদ্ধ আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই ॥ ৫৮

রাজন্! তদনন্তর কৃতবর্মা যুদ্ধস্থলে সহসা উত্তমৌজার বক্ষে বাণবিদ্ধ করিলেন। ইহাতে উত্তমৌজা যেন অচৈতন্য হইয়া রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৫৯

তখন তাঁহার সারথি রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তমৌজাকে রথের দ্বারা লেঙ্গন হইয়া লইয়া যাইল। তারপর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৬০

দুঃশাসন ও শকুনি বিশাল গজসৈন্যের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

সেই সময় ভীমসেন শত শত বাণসমূহের প্রহারে অমর্ষশীল দুর্যোধনকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করত হস্তী সৈন্যদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬২

সহসা নিজের দিকে সেই গজসৈন্যদিগকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দিব্যাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

যেরূপ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা অসুরদিগকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন হস্তিগণের দ্বারাই হস্তিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার পর হস্তিসকলকে সংহার করিতে করিতে ভীমসেন রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আকাশকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ পতঙ্গদলের দ্বারা বৃক্ষ আচ্ছাদিত হইয়া যায় ॥ ৬৪½

তাহার পর ভীমসেন বায়ু যেরূপ মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ সমবেত হস্তিগণের সহস্র সহস্র দলকে সবেগে নষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫½

স্বর্ণ ও মণিময় জালে আবৃত সেই সব হাতীরা যুদ্ধস্থলে বিদ্যুৎ-সহ মেঘমণ্ডলের ন্যায় অধিক প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৬৬½

রাজন্! ভীমসেনের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া হাতীরা পলায়ন করিতে লাগিল এবং বহু গজরাজ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৬৭½

পতিত এবং পতনোদ্যত স্বর্ণভূষিত হস্তিগণে আবৃত সেই রণভূমি এরূপ শোভাধারণ করিল, যেন সেখানে রাশি রাশি পর্বত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৮½

দীপ্তিমতী প্রভা ও রত্নসমূহের আভরণধারী পতিত গজারোহীদিগের দ্বারা এই রণভূমি তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যাইলে স্বর্গলোকের প্রহরন ভূতলে পতিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৬৯½

ররাজ ভূমিঃ পতিতৈঃ ক্ষীণপুণ্যৈরিব গ্রহৈঃ।
ততো ভিন্নকটা নাগা ভিন্নকুম্ভকরাস্তথা ॥ ৭০
দ্রুদ্রুবুঃ শতশঃ সংখ্যে ভীমসেনশরাহতাঃ।
কেচিদ্ বমন্তো রুধিরং ভয়ার্তাঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ৭১
ব্যভ্রবন্ শরবিদ্ধাঙ্গা ধাতুচিত্রা ইবাচলাঃ।
মহাভুজগসঙ্কাশৌ চন্দনাগুরুরুষিতৌ ॥ ৭২
অপশ্যং ভীমসেনস্য ধনুর্বিক্ষিপতো ভুজৌ।
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং শ্রুত্বাশনিসমস্বনম্ ॥ ৭৩
বিমুঞ্চন্তঃ শকৃন্মূত্রং গজাঃ প্রাদ্রুদ্রুবুর্ভৃশম্।
ভীমসেনস্য তৎ কর্ম রাজন্নেকস্য ধীমতঃ।
নিঘ্নতঃ সর্বভূতানি রুদ্রস্যেব চ নির্বভৌ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

তদনন্তর ভীমসেনের বাণসমূহে আহত হইয়া গণ্ডস্থল ছিন্ন, কুম্ভস্থল বিদীর্ণ এবং শুণ্ড বিধ্বস্ত হইয়া যাইলে শত শত হস্তী যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া যাইল। ৭০½

তদনীড়িত পর্ব্বতাকার বহু হাতী নিজেদের সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে পলাইয়া যাইল। সেই সময় বিভিন্ন ধাতুসমূহে চিত্রিত হইয়া দেখিতে অদ্ভুত পর্ব্বত-সকলের ন্যায় তাহারা শোভাপ্রাপ্ত হইল। ৭১½

ধনু আকর্ষণকারী ভীমসেনের চন্দন ও অগুরুচর্চিত বাহুদ্বয় দুইটি বিশাল সর্পের ন্যায় আমি দর্শন করিতে লাগিলাম ॥ ৭২½

বজ্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় তাঁহার গুণের ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করত বহু সংখ্যক হস্তী মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতেই তীব্রবেগে পলাইয়া যাইল ॥ ৭৩½

রাজন্! বুদ্ধিমান্ একাকী ভীমসেনের এই কর্ম সমস্ত প্রাণীদিগের সংহারকারী রুদ্রদেবের কর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ৭৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্যোপরি কৌরব-সৈন্যানামাক্রমণম্।]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ শ্বেতাশ্বসংযুক্তে নারায়ণসমাহিতে।
তিষ্ঠন্ রথবরে শ্রীমানর্জুনঃ সমপদ্যত ॥ ১

তদ্ বলং নৃপতিশ্রেষ্ঠ তাবকং বিজয়ো রণে।
ব্যক্ষোভয়দ্বুদীর্ণাশ্বং মহোদধিমিবানিলঃ ॥২

দুর্যোধনস্তব সুতঃ প্রমত্তে শ্বেতবাহনে।
অভ্যেত্য সহসা ক্রুদ্ধঃ সৈন্যার্ধেনাভিসংবৃতঃ ॥ ৩

পর্য্যবারয়দায়ান্তং যুধিষ্ঠিরমমর্ষণম্।
ক্ষুরপ্রাণাং ত্রিসপ্তত্যা ততোঽবিধ্যত পাণ্ডবম্ ॥ ৪

অক্রুধ্যত ভৃশং তত্র কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
স ভল্লাংস্ত্রিংশতস্তূর্ণং তব পুত্রে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৫

ততোঽধাবন্ত কৌরব্যা জিঘৃক্ষন্তো যুধিষ্ঠিরম্।
দৃষ্টভাবান্ পরান্ জ্ঞাত্বা সমবেতা মহারথাঃ ॥৬

আজগ্মুস্তং পরীপ্সন্তঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৭

অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতাস্তেঽভ্যধাবন্ যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনশ্চ সমরে মৃদ্নংস্তব মহারথান্ ॥ ৮

অভ্যধাবদভিপ্রেপ্সু রাজানং শত্রুভির্বৃতম্।
তাংস্তু সর্বান্ মহেষ্বাসান্ কর্ণো বৈকর্তনো নৃপ ॥৯

শরবর্ষেণ মহতা প্রত্যবারয়দাগতান্।
শরৌঘান্ বিসৃজন্তস্তে প্রেরয়ন্তশ্চ তোমরান্ ॥ ১০

ন শেকুর্যত্নবন্তোঽপি রাধেয়ং প্রতিবীক্ষিতুম্।
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ ॥ ১১

মহতা শরবর্ষেণ রাধেয়ঃ প্রত্যবারয়ৎ।
দুর্যোধনশ্চ বিংশত্যা শীঘ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ১২

অবিধ্যৎ তূর্ণমভ্যেত্য সহদেবঃ প্রতাপবান্।
স বিদ্ধঃ সহদেবেন ররাজাচলসন্নিভঃ ॥ ১৩

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের উপর কৌরব-সৈন্যদের আক্রমণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সাবধানে সঞ্চালিত এবং শ্বেতাশ্বগণ যুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করত শ্রীমান্ অর্জুন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু মহাসাগরকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে স্থিত প্রচণ্ড অশ্বগণে যুক্ত আপনার সৈন্য-মধ্যে অর্জুন ক্ষোভের সৃষ্টি করিলেন ॥ ২

যে সময় শ্বেতবাহন অর্জুন অসাবধান ছিলেন, সেই সময় ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সহসা অর্দ্ধ সৈন্যের সহিত আসিয়া নিজের দিকে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আসিতে দর্শন করত তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩-৪

তখন সেখানে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আপনার পুত্রের উপর ত্রিশটি ভল্ল প্রহার করিলেন ॥ ৫

তদনন্তর কৌরব-সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার জন্য ঘোড়াইতে আরম্ভ করিল। শত্রুগণের এই দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পাণ্ডব-মহারথী বীর যোদ্ধারা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬½

নকুল, সহদেব ও দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইঁহারা এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন ॥ ৭½

ভীমসেনও শত্রুগণে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সমরাঙ্গণে আপনার মহারথী বীর সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ৮½

হে নৃপ! দুর্যোধনও কর্ণ সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে নিজের বাণসমূহের প্রবলবর্ষণে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৯½

এই সব মহারথী বীরগণ অতিশয় বলসহকারে বাণসমূহের বর্ষণ ও তোমরসকলের আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধরত রাধা-পুত্র কর্ণকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ১০-½

সমস্ত অস্ত্রসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ রাধাপুত্র কর্ণ প্রবল বাণবর্ষণ করত সেই সব ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ১১½

এই সময় প্রতাপশালী সহদেব আসিয়া অতি সত্বর অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে ত্রিশটি বাণে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২½

সহদেবের বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া দুর্যোধন বহু শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বতসকলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। রক্তে আপ্লুত হইয়া

প্রভিন্ন ইব মাতঙ্গো রুধিরেণ পরিপ্লুতঃ।
দৃষ্ট্বা তব সুতং তত্র গাঢ়বিদ্ধং সুতেজনৈঃ ॥ ১৪
অভ্যধাবদ্ দৃঢ়ং ক্রুদ্ধো রাধেয়ো রথিনাং বরঃ।
দুর্যোধনং তথা দৃষ্ট্বা শীঘ্রমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ১৫
তেন যৌধিষ্ঠিরং সৈন্যমববীৎ পার্থতং তথা।
ততো যৌধিষ্ঠিরঃ সৈন্যং বধ্যমানং মহাত্মনা ॥ ১৬
সহসা প্রাদ্রবদ্ রাজন্ সূতপুত্রশরার্দিতম্।
বিবিধা বিশিখাস্তত্র সম্পতন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১৭
ফলৈঃ পুঙ্খান সমাজগ্মুঃ সূতপুত্রধনুশ্চ্যুতাঃ।
অন্তরিক্ষে শরৌঘাণাং পততাঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৮
সঙ্ঘর্ষেণ মহারাজ পাবকঃ সমজায়ত
ততো দশ দিশ কর্ণঃ শলভৈরিব বাহিভিঃ ॥ ১৯
অভ্যহংস্তরসা রাজন শরৈঃ পরশরীরগৈঃ
রক্তচন্দনসন্দিগ্ধৌ মণিহেমবিভূষিতৌ ॥ ২০

বাহু ব্যাক্ষিপৎ কর্ণঃ পরমাস্ত্রং বিদর্শয়ন্।
ততঃ সর্বা দিশো রাজন্ সায়কৈর্বিপ্রমোহয়ন্ ॥২১
অপীড়য়দ্ ভৃশং কর্ণো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২২
নিশিতৈরিষুভিঃ কর্ণং পঞ্চাশদ্ভিঃ সমার্পয়ৎ।
বাণান্ধকারমভবদ্ যুদ্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥ ২৩
হাহাকারো মহানাসীত্তাবকানাং বিশাম্পতে।
বধ্যমানে তদা সৈন্যে ধর্মপুত্রেণ মারিষ ॥ ২৪
সায়কৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভল্লৈরনেকৈর্বিবিধৈঃ শক্ত্যৃষ্টি-মুসলৈরপি ॥ ২৫
যত্র যত্র স ধর্মাত্মা দৃষ্টাং দৃষ্টিং ব্যসর্জয়ৎ।
তত্র তত্র ব্যশীর্যান্ত তাবকা ভরতর্ষভ ॥২৬
কর্ণোঽপি ভৃশসংক্রুদ্ধো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
নারাচৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ বৎসদন্তৈশ্চ সংযুগে। ২৭

ভিনি মদধারাবাহী মদমত্ত হস্তীর সদৃশ তখন প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ১৩½

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধাপুত্র কর্ণ আপনার পুত্র দুর্যোধনকে তেজস্বী বাণসমূহে গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হইতে দেখিয়া ক্রোধভরে ছুটিয়া আসিলেন ॥ ১৪½

দুর্যোধনের সেইরূপ অবস্থা দর্শন করত তিনি অতি সত্বর নিজের অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই সকল অস্ত্রের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনী ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৫½

রাজন্! মহাত্মা সূতপুত্র কর্ণের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বাণসমূহে পীড়িত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সহসা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৬½

সূতপুত্র কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নানাপ্রকার বাণসকল পরস্পর যুগপৎ পতিত হইয়া নিজ নিজ ফলার দ্বারা পূর্ব্বে পতিত বাণসমূহের পক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১৭½

মহারাজ! আকাশে পতিত বাণসকলের পরস্পর সঙ্ঘর্ষে এই সময় অগ্নি উৎপন্ন হইল ॥ ১৮½

রাজন্! তদনন্তর কর্ণ পতঙ্গদলের ন্যায় গমনরত এবং শত্রুদের দেহে প্রবিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা সবেগে দশ দিকে প্রহার আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯½

হস্ত্যস্ত্রসকল প্রদর্শন করিতে করিতে কর্ণ মণি ও সুবর্ণের আভরণসমূহে বিভূষিত এবং রক্তচন্দনে চর্চিত দুই বাহুকে বারংবার আস্ফোলিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০½

রাজন্! তাহার পর তীব্র বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিক্‌-মণ্ডলকে মোহিত করিতে করিতে কর্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় পীড়িত করিলেন ॥ ২১½

মহারাজ! ইহাতে কুপিত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ণের উপর পঞ্চাশটি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২২½

সেই সময় ঘোরদর্শন এই যুদ্ধ বাণসকলের দ্বারা উৎপন্ন অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। মাননীয় প্রজানাথ! যখন ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির কৌরবসৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন, সেই সময় চারিদিকে আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে মহাহাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিল ॥ ২৩-২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির শিলাশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ বাণসকল, বিবিধ বহুসংখ্যক ভল্ল এবং শক্তি, ঋষ্টি ও মুসলসমূহের প্রহার করিতে করিতে যেদিকে যেদিকে ক্রোধরূপী দোষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেইদিকে সেইদিকে আপনার সৈন্যরা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল ॥ ২৫-২৬

কর্ণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। তিনি অমর্ষশীল ও ক্রোধী ছিলেন বলিয়া রোষে তাঁহার মুখ তখন প্রস্ফুরিত হইতে ছিল।

অমর্ষী ক্রোধনশ্চৈব রোষপ্রস্ফুরিতাননঃ।
সায়কৈরপ্রমেয়াত্মা যুধিষ্ঠিরমভিদ্রবৎ ॥ ২৮

যুধিষ্ঠিরশ্চাপি স তং ঘর্ণপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
প্রহসন্নিব তং কর্ণঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ২৯

উরস্যবিধ্যদ্ রাজানং ত্রিভির্ভল্লৈশ্চ পাণ্ডবম্।
স পীড়িতো ভৃশং তেন ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ৩০

উপবিশ্য রথোপস্থে সূতং যাহীত্যচোদয়ৎ।
অক্রোশন্ত ততঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ ॥ ৩১

গৃহ্নীধ্বমিতি রাজানমভ্যধাবন্ত সর্বশঃ।
ততঃ শতাঃ সপ্তদশ কেকয়ানাং প্রহারিণাম্ ॥ ৩২

পাঞ্চালৈঃ সহিতা রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রান্ ন্যবারয়ন্।
তস্মিন্ সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে জনক্ষয়ে ৩৩

দুর্যোধনশ্চ ভীমশ্চ সমেয়াতাং মহাবলৌ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়: ॥ ৬২

অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সেই বীর যুদ্ধস্থলে নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্তসমূহের দ্বারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৭-২৮

এইরূপ যুধিষ্ঠিরও কর্ণকে স্বর্ণপঙ্খযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ হাস্য করিতে করিতে শিলাশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত তিনটি ভল্লের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ২৯½

এই প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং সারথিকে আদেশ দিয়া বলিলেন—রথকে অন্যত্র লইয়া চল ॥ ৩০½

সেই সময় রাজা দুর্যোধনসহ আপনার সকল পুত্রই এইরূপ কোলাহল করিতে লাগিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া ফেল। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা সকলে যুধিষ্ঠিরের দিকে ছুটিয়া আসিলেন ॥ ৩১½

রাজন্! তখন প্রহারকুশল সত্তের শত কেকয় যোদ্ধা পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের সহিত আসিয়া আপনার পুত্রদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২½

যে সময় জনসংহারক এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় মহাবল দুর্যোধন ও ভীমসেন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন ॥ ৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণের নকুল-সহদেবাভ্যাং সহ যুধিষ্ঠিরস্য পরাজয়ঃ, স্বশিবিরং গত্বা পীড়িতস্য যুধিষ্ঠিরস্য বিশ্রামলাভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

কর্ণোঽপি শরজালেন কৈকয়ানাং মহারথান্।
ব্যধমৎ পরমেষ্বাসানগ্রতঃ পর্য্যবস্থিতান্ ॥ ১

তেষাং প্রযতমানানাং রাধেয়স্য নিবারণে।
রথান্ পঞ্চশতান্ কর্ণঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ২

অবিষহ্যং ততো দৃষ্ট্বা রাধেয়ং যুধি যোধিনঃ
ভীমসেনমুপাগচ্ছন্ কর্ণবাণপ্রপীড়িতাঃ

রথানীকং বিদার্যৈষ শরজালৈরনেকধা।
কর্ণ একরথেনৈব যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥ ৪

সেনানিবেশমার্চ্ছন্তং মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতম্।
যময়োর্মধ্যগং ক্ষীরং শনৈর্যান্তং বিচেতসম্ ॥ ৫

সমাসাদ্য তু রাজানং দুর্য্যোধনহিতেপ্সয়া।
সূতপুত্রস্ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ পরমেষুভিঃ ॥ ৬

তথৈব রাজা রাধেয়ং প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
শরৈস্ত্রিভিশ্চ যন্তারং চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৭

চক্ররক্ষৌ তু পার্থস্য মাদ্রীপুত্রৌ পরন্তপৌ।
তাবপ্যধাবতাং কর্ণং রাজানং মা বধীরিতি ॥ ৮

তৌ পৃথক্ শরবর্ষাভ্যাং রাধেয়মভ্যবর্ষতাম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পরমং যত্নমাস্থিতৌ ॥ ৯

তথৈব তৌ প্রত্যবিধ্যৎ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ভল্লাভ্যাং শিতধারাভ্যাং মহাত্মানাবরিন্দমৌ ॥ ১০

দন্তবর্ণাংশ্চ রাধেয়ো নিজঘান মনোজবান্।
যুধিষ্ঠিরস্য সংগ্রামে কালবালান্ হয়োত্তমান্ ॥ ১১

ততোঽপরেণ ভল্লেন শিরস্ত্রাণমপাত্তয়ৎ।
কৌন্তেয়স্য মহেষ্বাসঃ প্রহসন্নিব সূতজঃ ॥ ১২

তথৈব নকুলস্যাপি হয়ান্ হত্বা প্রতাপবান্।
ঈষাং দ্বয়োশ্চ চিচ্ছেদ মাদ্রীপুত্রস্য ধীমতঃ ॥ ১৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণকর্তৃক নকুল-সহদেব সহ যুধিষ্ঠিরের পরাজয় এবং পীড়িত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিজ শিবিরে যাইয়া বিশ্রামলাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণও নিজ বাণসমূহের দ্বারা সম্মুখে অবস্থিত মহাধনুর্দ্ধর কৈকয়-মহারথী যোদ্ধাগণকে বিদ্ধস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

রাধাপুত্র কর্ণকে প্রতিরোধ করিতে যত্নপরায়ণ পাঁচশত রথী যোদ্ধাকে কর্ণ যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ২

কর্ণের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত পাণ্ডব-যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে রাধাপুত্র কর্ণকে অসহ্য দেখিয়া ভীমসেনের পার্শ্বে চলিয়া আসিলেন। ৩

তদনন্তর কর্ণ নিজের বাণজালসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-রথী সৈন্যদিগকে বহুভাগে বিদীর্ণ করত একমাত্র রথের সাহায্যেই যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪

সেই সময় বীর যুধিষ্ঠির বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নকুল-সহদেবের মধ্যে থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের শিবিরের দিকে গমন করিতেছিলেন। এই সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া সূতপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় অত্যুত্তম আরও তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে পুনরায় বিদ্ধ করিলেন। ৫-৬

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও রাধাপুত্র কর্ণের বক্ষে বাণবিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনটি বাণে সারথিকে এবং চারিটি বাণে চারিটি অশ্বকে আঘাত করিলেন। ৭

শত্রুতাপন! মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই এই চিন্তাপূর্ব্বক কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন যে, কর্ণ যাহাতে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে না পারেন। ৮

নকুল ও সহদেব দুই ভ্রাতা উত্তম যত্নের সহিত রাধাপুত্র কর্ণের উপর পৃথক্ পৃথক্ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৯

এইরূপ প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণও তীক্ষ্ণধার দুইটি ভল্লের দ্বারা শত্রুদমন মহাত্মা দুই বীরকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১০

যাহাদের পুচ্ছ ও স্কন্ধের কেশসমূহ কৃষ্ণ এবং শরীরের বর্ণ শুভ্র ও যাহারা মনের ন্যায় তীব্র বেগগামী, যুধিষ্ঠিরের সেই উত্তম অশ্বগণকে রণাঙ্গনে কর্ণ সংহার করিলেন॥ ১১

তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্র কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতেই অপর একটি ভল্লের দ্বারা সূতপুত্র যুধিষ্ঠিরের শিরস্ত্রাণ নীচেতে পাতিত করিলেন॥ ১২

এইরূপ প্রতাপশালী কর্ণ বুদ্ধিমান্ মাদ্রীনন্দন নকুলেরও অশ্বদিগকে বিনাশ করত ঈষাদণ্ড ও ধনু ছেদন করিয়া দিলেন॥ ১৩

তৌ হতাশ্বৌ হতরথৌ পাণ্ডবৌ ভৃশবিক্ষতৌ
ভ্রাতরাবারুরুহতুঃ সহদেবরথং তদা ॥ ১৪
তৌ দৃষ্ট্বা মাতুলস্তত্র বিরথৌ পরবীরহা।
অভ্যভাষত রাধেয়ং মদ্ররাজোঽনুকম্পয়া ॥ ১৫
যোদ্ধব্যমদ্য পার্থেন ফাল্গুনেন ত্বয়া সহ।
কিমর্থং ধর্মরাজেন যুধ্যসে ভৃশরোষিতঃ ॥ ১৬
ক্ষীণশস্ত্রাস্ত্রকবচঃ ক্ষীণবাণো বিবাপধিঃ।
শ্রান্তসারথিবাহশ্চ ছন্নোঽস্মৈররিভিস্তথা ॥ ১৭
পার্থমাসাদ্য রাধেয় উপহাস্যো ভবিষ্যসি।
এবমুক্তোঽপি কর্ণস্তু মদ্ররাজেন সংযুগে ॥ ১৮
তথৈব কর্ণঃ সংরব্ধো যুধিষ্ঠিরমতাড়য়ৎ।
শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরাবিধ্য মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ১৯
প্রহস্য সমরে কর্ণশ্চকার বিমুখং শরৈঃ।
ততঃ শল্যঃ প্রহসোদং কর্ণং পুনরুবাচ হ ॥ ২০

রথস্থমতিসংরব্ধং যুধিষ্ঠিরবধে ধৃতম্।
যদর্থং ধার্তরাষ্ট্রৈশ্চ সততং মানিতো ভবান্ ॥ ২১
তং পার্থং জহি রাধেয় কিং তে হত্বা যুধিষ্ঠিরম্।
(হতে ত্বস্মিন্ ধ্রুবং পার্থঃ সর্বান্ জেষ্যতি নো রথান্।
তস্মিন্ হি ধার্তরাষ্ট্রস্য নিহতে তু ধ্রুবো জয়ঃ ॥
ধ্বজোঽসৌ দৃশ্যতে তস্য রোচমানো'ঽগুমানিব।
এনং জহি মহাবাহো কিং তে হত্বা যুধিষ্ঠিরম্ ॥)
শঙ্খয়োর্ধ্বনিতো: শব্দঃ সুমহানেষ কৃষ্ণয়োঃ ॥ ২২
শ্রূয়তে চাপঘোষোঽয়ং প্রাবৃষীবাম্বুদস্য হ।
অসৌ নিঘ্নন্ রথোদারানর্জুনঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৩
সর্বাং গ্রসতি নঃ সেনাং কর্ণ পশ্যৈনমাহবে।
পৃষ্ঠরক্ষৌ চ শূরস্য যুধামন্যূত্তমৌজসৌ ॥ ২৪
উত্তরং চাস্য বৈ শূরশ্চক্রং রক্ষতি সাত্যকিঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথা চাস্য চক্রং রক্ষতি দক্ষিণম্ ॥ ২৫

অশ্বগণ ও রথদ্বয় নষ্ট হইয়া যাইলে পর অত্যন্ত আহত সেই দুই ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও নকুল পাণ্ডুনন্দন সহদেবের রথের উপর যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ১৪

শত্রুবীর সংহারকারী মাতুল মদ্ররাজ শল্য সেই দুই ভ্রাতাকে রথহীন হইতে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক রাধাপুত্র কর্ণকে বলিলেন ॥ ১৫

কর্ণ! আজ তোমাকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সুতরাং অত্যন্ত কষ্ট হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত কিজন্য যুদ্ধ করিতেছ? ১৬

ইহার অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ নষ্ট হইয়াছে, বাণ এবং তূণীরও ছিন্ন হইয়াছে। সারথি এবং অশ্বগণও পরিশ্রান্ত হইয়াছে এবং শত্রুরা ইহাদের অঙ্গদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। রাধানন্দন! এভাবে যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তুমি উপহাসের পাত্র হইবে ॥ ১৭½

যুদ্ধস্থলে মদ্ররাজ শল্য এই কথা বলিলেও কর্ণ পূর্ব্ববৎ কষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুকুমার নকুল-সহদেবকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করত কর্ণ হাস্য সহকারে ধনুকে বাণসমূহের প্রহারে যুধিষ্ঠিরকে রণবিমুখ করিয়া দিলেন ॥ ১৮-১৯½

তখন শল্য হাস্য করত যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে দৃঢ় নিশ্চয়কারী ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রথস্থিত কর্ণকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ২০½

রাধাপুত্র! দুর্য্যোধন যাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তোমাকে সর্ব্বদা সম্মান করিয়া থাকে, সেই কৃষ্ণীনন্দন অর্জুনকে তুমি বধ কর। যুধিষ্ঠিরকে বধ করিলে তোমার কি লাভ হইবে? ২১½

(এই যুধিষ্ঠির নিহত হইলে অর্জুন নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত মহারথী যোদ্ধাদিগকে ভয় করিবে। কিন্তু অর্জুন নিহত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

মহাবাহু কর্ণ! অর্জুনের সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান এই রথধ্বজ দেখা যাইতেছে। তুমি তাহাকেই বধ কর, যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিলে তোমার কি লাভ হইবে?)

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খবাদ্য করিতেছে, যাহাদের এই তীব্র শব্দ শুনা যাইতেছে। বর্ষাকালের মেঘ-গর্জ্জনতুল্য অর্জুনের এই গাণ্ডীব-ধনুর প্রচণ্ড শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥ ২২½

কর্ণ! এই অর্জুন নিজ বাণসমূহের বর্ষণে মহারথী যোদ্ধাদিগকেও সংহার করিতে থাকিয়া আমাদের সমস্ত সৈন্যদিগকে যেন গ্রাস করিতেছে। যুদ্ধস্থলে তুমি ইহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর ॥ ২৩½

সৌধ্যশালী বীর অর্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছে যুধামন্যু ও উত্তমৌজা। বীরবর সাত্যকি তাহার বাম চক্র রক্ষা করিতেছে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিতেছে ॥ ২৪-২৫

ভীমসেনশ্চ বৈ রাজ্ঞা ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ যুধ্যতে
যথা ন হন্যাত্তং ভীমঃ সর্বেষাং নোঽস্তু পশ্যতাম্ ॥২৬
তথা রাধেয় ক্রিয়তাং রাজা মুচ্যেত নো যথা।
পশ্যৈনং ভীমসেনেন গ্রস্তমাহবশোভিনম্ ॥ ২৭
যদি ত্বাসাদ্য মুচ্যেত বিস্ময়ঃ সুমহান্ ভবেৎ।
পরিত্রাহ্যেনমভ্যেত্য সংশয়ং পরমং গতম্ ॥ ২৮
কিং নু মাদ্রীসুতৌ হত্বা রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্।
ইতি শল্যবচঃ শ্রুত্বা রাধেয়ঃ পৃথিবীপতে ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনং চৈব ভীমগ্রস্তং মহাহবে।
রাজগৃদ্ধী ভৃশঞ্চৈব শল্যবাক্যপ্রচোদিতঃ ॥ ৩০
অজাতশত্রুমুৎসৃজ্য মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
তব পুত্রং পরিত্রাতুমভ্যধাবত বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
মদ্ররাজপ্রণুদিতৈরৈরাবতকৈরিব।
গতে কর্ণে তু কৌন্তেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩২
অপাযাজ্জবনৈরশ্বৈঃ সহদেবশ্চ মারিষ।
তাভ্যাং স সহিতস্তূর্ণং ব্রীড়ন্নিব নরেশ্বরঃ ॥ ৩৩
প্রাপ্য সেনানিবেশঞ্চ মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতঃ।
অবতীর্ণো রথাত্তূর্ণমাবিশচ্ছয়নং শুভম্ ॥ ৩৪
অপনীতশল্যঃ সুভৃশং হৃচ্ছল্যাভিনিপীড়িতঃ।
সোঽভ্রবীদ্ভ্রাতরৌ রাজা মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ ॥ ৩৫
(যুধিষ্ঠির উবাচ।
গচ্ছতাং ত্বরিতৌ বীরৌ যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥)
অনীকং ভীমসেনস্য পাণ্ডবস্যাশু গচ্ছতাম্।
জীমূত ইব নর্দংস্তু যুধ্যতে স বৃকোদরঃ ॥ ৩৬
ততোঽন্যং রথমাস্থায় নকুলো রথপুঙ্গবঃ।
সহদেবশ্চ তেজস্বী ভ্রাতরৌ শত্রুকর্ষণৌ ॥ ৩৭
তুরগৈরগ্র্যরংহোভির্যাত্বা ভীমস্য শুশ্মিণৌ।
অনীকৈঃ সহিতৌ তত্র ভ্রাতরৌ সমবস্থিতৌ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ণি ধর্মাপযানে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সাহত যুদ্ধরত আছে। আজ আমাদের সকলের সাক্ষাতেই ভীমসেন যাহাতে তাহাকে বধ করিতে না পারে, তুমি তাহার জন্য চেষ্টা কর। যে কোন উপায়ে ভীমসেনের নিকট হইতে রাজা দুর্য্যোধনকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে ॥ ২৬½

দেখ, যুদ্ধে শোভাষিত রাজা দুর্য্যোধনকে ভীমসেন যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। যদি তোমাকে পাইয়া সে এই সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তবে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইবে ॥ ২৭½

তুমি নিকটে যাইয়া গুরুতর সঙ্কটে পতিত রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর। আজ মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া কি হইবে? ২৮½

পৃথ্বীরাজ! শল্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং মহাসমরে দুর্য্যোধনকে ভীমসেন কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইতে দেখিয়া শল্যের বাক্যে অনুপ্রেরণা লাভ করত রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিতে অত্যুৎসাহী পরাক্রমশালী কর্ণ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুকুমার নকুল-সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯-৩১

মাননীয় ভূপাল! মদ্ররাজ শল্য কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্বরা এরূপ ছুটিতেছিল যে, যেন তাহারা আকাশে উড়িতেছে। কর্ণ চলিয়া যাইলে পর কুন্তীনন্দন পাণ্ডুকুমার যুধিষ্ঠির ও সহদেব তীব্র গামী অশ্বগণের দ্বারা সে স্থল হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৩২½

নকুল ও সহদেবের সহিত সেই নরপতি যুধিষ্ঠির যেন লজ্জিত হইয়াই শিবিরের নিকট গমন করত রথ হইতে নামিলেন এবং সুন্দর শয্যায় শয়ন করিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাণ-সমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৩-৩৪

সেখানে তখন যদিও তাঁহার দেহ হইতে বাণসমূহ নিঃসারিত করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে যে অপমানের কণ্টক প্রবিষ্ট ছিল, উহাতে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিলেন। সেই সময় রাজার দুই ভ্রাতা মহারথী নকুল ও সহদেবকে তিনি এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বীরযুগল! তোমরা উভয়ে অতিক্রুত যেখানে ভীমসেন আছে; সেখানে তাহাদের সৈন্যদের মধ্যে গমন কর। সেস্থলে ভীমসেন মেঘসদৃশ গম্ভীর গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছে ॥ ৩৬

তদনন্তর অপর রথে আরোহণ করত রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নকুল ও তেজস্বী সহদেব এই দুই ভ্রাতা তীব্র বেগে গমনকারী অশ্বগণের দ্বারা ভীমসেনের পার্শ্বে গমন করিলেন। সেস্থলে এই দুই বলবান্ ভ্রাতা ভীমসেনের সৈন্যদের সহিত অবস্থান করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পলায়নবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেনাশ্বত্থায়ঃ পরাজয়ঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, দুর্য্যোধনপ্রেরিত-কর্ণেন ভার্গবাস্ত্র-দ্বারা পাঞ্চাল-সৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌণিস্তু রথবংশেন মহতা পরিবারিতঃ।
অপতৎ সহসা রাজন্ যত্র পার্থো ব্যবস্থিতঃ॥ ১
তমাপতন্তং সহসা শূরঃ সৌরিসহায়বান্।
দধার সহসা পার্থো বেলেব মকরালয়ম্॥ ২
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ ছাদয়ামাস সায়কৈঃ॥ ৩
অবচ্ছন্নৌ ততঃ কৃষ্ণৌ দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা প্রৈক্ষন্ত কুরবস্তদা॥ ৪
অর্জুনস্তু ততো দিব্যমস্ত্রং চক্রে হসন্নিব।
তদস্ত্রং বারয়ামাস ব্রাহ্মণো যুধি ভারত॥ ৫
যদ্ যদ্ধি ব্যাক্ষিপদ্ যুদ্ধে পাণ্ডবোঽস্ত্রজিঘাংসয়া।
তৎ তদস্ত্রং মহেষ্বাসো দ্রোণপুত্রো ব্যশাতয়ৎ॥ ৬
অস্ত্রযুদ্ধে ততো রাজন্ বর্তমানে মহাভয়ে।
অপশ্যাম রণে দ্রৌণিং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্॥ ৭
স দিশঃ প্রদিশশ্চৈব ছাদয়িত্বা শুজিহ্মগৈঃ।
বাসুদেবং ত্রিভির্বাণৈরবিধাদ্ দক্ষিণে ভুজে॥ ৮
ততোঽর্জুনো হয়ান্ হত্বা সর্বাংস্তস্য মহাত্মনঃ।
চকার সমরে ভূমিং শোণিতৌঘতরঙ্গিণীম্॥ ৯
সর্বলোকবহাং রৌদ্রাং পরলোকবহাং নদীম্।
সরথান্ রথিনঃ সর্বান্ পার্থচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ॥ ১০
দ্রৌণেরপহতান্ সংখ্যে দদৃশুঃ স চ তাং তথা।
প্রাবর্তয়ন্মহাঘোরাং নদীং পরবহাং তদা॥ ১১
তস্মিংস্তু ব্যাকুলে যুদ্ধে দ্রৌণেঃ পার্থস্য দারুণে।
অমর্য্যাদং যোধয়ন্তঃ পর্য্যধাবন্ত পৃষ্ঠতঃ॥ ১২

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার পরাজয়, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন এবং দুর্য্যোধন কর্তৃক প্রেরিত কর্ণের দ্বারা ভার্গবাস্ত্রে পাঞ্চাল-সৈন্যদের সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিশাল রথ-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সহসা সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থলে অর্জুন অবস্থিত ছিলেন। ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সহায়ক, সেই বীরবর কুন্তীনন্দন অর্জুন সহসা অশ্বত্থামাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ তটভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। ২

মহারাজ! তখন ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩

সেই সময় ইঁহাদের উভয়কে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব মহারথী যোদ্ধারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন॥ ৪

ভারত! তখন অর্জুন যেন হাস্য করিতে করিতেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে তাঁহার এই দিব্যাস্ত্র নিবারণ করিলেন॥ ৫

রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অশ্বত্থামার অস্ত্রসকল নষ্ট করিবার জন্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা তাঁহার সেই সেই অস্ত্রই ছেদন করিয়া দিলেন॥ ৬

রাজন্! এইরূপ মহাভয়ঙ্কর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর আমরা রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মুখ যমরাজের বিস্তারিত মুখের ন্যায় দেখিতে পাইলাম। ৭

তিনি সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও বিদিক্ (কোণ) সমূহ আচ্ছাদিত করত শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুতে তিনটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ৮

তখন অর্জুন সেই মহাত্মা অশ্বত্থামার সমস্ত অশ্বগণকে বিনাশ করত সমরাঙ্গণে রক্তের নদী প্রবাহিত করিলেন॥ ৯

এই রক্তময়ী ভয়ঙ্করী নদী পরলোকবাহিনী ছিল এবং সকল লোককেই নিজের প্রবাহে বহন করিতেছিল। সেখানে অবস্থিত সমস্ত ব্যক্তি দেখিলেন যে, অশ্বত্থামার যাবতীয় রথী সৈন্যরা রথসহ অর্জুনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা যুদ্ধস্থলে নিহত হইলেন। স্বয়ং অশ্বত্থামাও তাঁহাদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই সময় তিনিও মহাভয়ঙ্করী পরলোকবাহিনী রক্তনদী প্রবাহিত করিলেন। ১০-১১

অশ্বত্থামা ও অর্জুনের এই উদ্বেগজনক এবং দারুণ যুদ্ধে

রথৈর্হতাশ্ব-সূতৈশ্চ হতারোহৈশ্চ বাজিভিঃ।
দ্বিরদৈশ্চ হতারোহৈর্মহামাত্রৈর্হতদ্বিপৈঃ। ১৩
পার্শ্বেন সমরে রাজন্ কৃতো ঘোরো জনক্ষয়ঃ।
বিহতা রথিনঃ পেতুঃ পার্থচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ। ১৪
হয়াশ্চ পর্য্যধাবন্ত মুক্তযোক্ত্রাস্ততস্ততঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা কর্ম পার্থস্য দ্রৌণিরাহবশোভিনঃ। ১৫
অর্জুনং জয়তাং শ্রেষ্ঠং ত্বরিতোঽভ্যেত্য বীর্য্যবান্।
বিধুন্বানো মহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্। ১৬
অবাকিরত্ততো দ্রৌণিঃ সমন্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভূয়োঽর্জুনং মহারাজ দ্রৌণিরায়ম্য পত্রিণা। ১৭
বক্ষোদেশে ভৃশং পার্থং তাড়য়ামাস নির্দয়ম্।
সোঽতিবিদ্ধো রণে তেন দ্রোণপুত্রেণ ভারত। ১৮
গাণ্ডীবধন্বা প্রসভং শরবর্ষৈরদারয়ীঃ।
সঞ্ছাদ্য সমরে দ্রৌণিং চিচ্ছেদাস্য চ কার্মুকম্। ১৯
স ছিন্নধন্বা পরিঘং বজ্রস্পর্শসমং যুধি।
আদায় চিক্ষেপ তদা দ্রোণপুত্রঃ কিরীটিনে। ২০
তমাপতন্তং পরিঘং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।
চিচ্ছেদ সহসা রাজন্ প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ। ২১
স পপাত তদা ভূমৌ নিকৃত্তঃ পার্থসায়কৈঃ।
বিকীর্ণঃ পর্বতো রাজন্ যথা বজ্রেণ তাড়িতঃ। ২২
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ দ্রোণপুত্রো মহারথঃ।
ঐন্দ্রেণ চাস্ত্রবেগেন বীভৎসুং সমবাকিরৎ। ২৩
তঞ্চৈন্দ্রজালাবততং সমীক্ষ্য
পার্থো রাজন্ গাণ্ডিবমাদদে সঃ।
ঐন্দ্রং জালং প্রত্যহরৎ তরস্বী
বরাস্ত্রমাদায় মহেন্দ্রসৃষ্টম্। ২৪
বিদার্য্য তজ্জালমথেন্দ্রমুক্তং
পার্থস্ততো দ্রৌণিরথং ক্ষণেন।
প্রচ্ছাদয়ামাস ততোঽভ্যপেত্য
দ্রৌণিস্তদা পার্থশরাভিভূতঃ। ২৫

সমস্ত যোদ্ধারা বা যোদ্ধাগণ মর্য্যাদাহীন (নিয়মবাহভূত) যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগ দিয়া সর্ব্বদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ১২

রথসকলের অশ্বগণ ও সারথিকে বিনাশ করা হইয়াছিল। অশ্বগণের আরোহী যোদ্ধারাও নষ্ট হইয়া যাইল। গজারোহী সৈন্যগণ নিহত হইলেন এবং গজসকল জীবিত থাকিল। আবার কোথাও হাতীরা নিহত হইল এবং মাহুতগণ বিনষ্ট হইল। রাজন্! এইরূপ সমরাঙ্গণে অর্জুন ঘোরতর লোকক্ষয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা নিহত বহুসংখ্যক রথী ধরাশায়ী হইলেন। ১৩-১৪

অশ্বগণের বন্ধন মুক্ত হইয়া যাওয়ায় তাহারা চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। যুদ্ধে সুশোভিত অর্জুনের এই পরাক্রম দেখিয়া পরাক্রমশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অতিসত্বর তাঁহার নিকট আসিলেন এবং নিজের স্বর্ণখচিত বিশাল ধনু কম্পিত করিতে করিতে বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিক্ দিয়া আবৃত করিলেন। ১৫-১৬½

মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ধনু আকর্ষণ করত নিক্ষেপ পূর্ব্বক পঙ্খযুক্ত একটি বাণে সুতীক্ষ্ণধার অর্জুনের বক্ষে নির্দয়তার সহিত প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিলেন। ১৭½

ভারত! রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া উদারবুদ্ধি গাণ্ডীবধারী অর্জুন সমরস্থলে বলপূর্ব্বক বাণসমূহ বর্ষণ করত অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন। ১৮-১৯

ধনু ছিন্ন হইলে পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে এরূপ একটি পরিঘ গ্রহণ করিলেন, যাহার স্পর্শ বজ্রতুল্য কঠিন ছিল। তিনি এই পরিঘটিকে তৎক্ষণাৎ কিরীটধারী অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ২০

রাজন্! সেই স্বর্ণভূষিত পরিঘটিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অর্জুন যেন হাস্য করিতে করিতেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ২১

হে রাজন্! যেরূপ বজ্রের প্রহারে পর্ব্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অর্জুনের বাণসমূহে খণ্ড খণ্ড হইয়া সেই পরিঘ ধরাতলে পতিত হইল। ২২

মহারাজ! তখন মহারথী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের উপর ঐন্দ্রাস্ত্রের দ্বারা সবেগে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ২৩

রাজন্! অর্জুন অশ্বত্থামাকর্তৃক আবিষ্কৃত ইন্দ্রজালের বিস্তার লক্ষ্য করত বেগের সহিত গাণ্ডীব-ধনু গ্রহণ করিলেন এবং মহেন্দ্রকর্তৃক নির্ম্মিত উত্তম অস্ত্রের প্রয়োগে সেই ইন্দ্রজালকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ২৪

এইভাবে ইন্দ্রাস্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বাণজালকে বিদারিত করিয়া অর্জুন নিকটে গমনপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যেই অশ্বত্থামার

বিগাহ্য তাং পাণ্ডববাণবৃষ্টিং
শরৈঃ পরং নাম ততঃ প্রকাশ্য।
শতেন কৃষ্ণং সহসাভ্যবিধ্যৎ
ত্রিভিঃ শতৈরর্জুনং ক্ষুদ্রকাণাম্ ॥ ২৬
ততোঽর্জুনঃ সায়কানাং শতেন
গুরোঃ সুতং মর্মসু নির্বিভেদ
অশ্বাংশ্চ সূতঞ্চ তথা ধনুর্জ্যা-
মবাকিরৎ পশ্যতাং তাবকানাম্ ॥ ২৭
স বিদ্ধ্বা মর্মসু দ্রৌণিং পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
সারথিঞ্চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥ ২৮
স সংগৃহ্য স্বয়ং বাহান্ কৃষ্ণৌ প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম দ্রৌণেরাশু পরাক্রমম্ ॥ ২৯
প্রাযচ্ছন্তু রগান্ যচ্চ ফাল্গুনং চাপ্যযোধয়ৎ।
যদস্য সমরে রাজন্ সর্বে যোধা অপূজয়ন্ ॥ ৩০

ততঃ প্রহস্য বীভৎসুদ্রোণপুত্রস্য সংযুগে।
ক্ষিপ্রং রশ্মীনথাশ্বানাং ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ জয়ঃ ॥ ৩১
প্রাজ্রবংস্তুরগাস্তে তু শরবেগপ্রপীড়িতাঃ।
ততোঽভূন্নিনদো ঘোরস্তব সৈন্যস্য ভারত ॥ ৩২
পাণ্ডবাস্তু জয়ং লব্ধ্বা তব সৈন্যং সমাদ্রবন্।
সমন্তান্নিশিতান্ বাণান্ বিমুঞ্চন্তো জয়ৈষিণঃ ॥ ৩৩
পাণ্ডবৈস্তু মহারাজ ধার্তরাষ্ট্রা মহাচমূঃ।
পুনঃ পুনরথো বীরৈরভজ্যত জিতকাশিভিঃ ॥ ৩৪
পশ্যতাং তে মহারাজ পুত্রাণাং চিত্রযোধিনাম্।
শকুনেঃ সৌবলেয়স্য কর্ণস্য চ বিশাম্পতে ॥ ৩৫
বার্যমাণা মহাসেনা পুত্রৈস্তব জনেশ্বর।
ন চাতিষ্ঠত সংগ্রামে পীড্যমানা সমন্ততঃ ॥ ৩৬
ততো যোধৈর্মহারাজ পলায়দ্ভিঃ সমন্ততঃ।
অভবদ্ ব্যাকুলং ভীতং পুত্রাণাং তে মহদ্ বলম্ ॥ ৩৭

রথকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় অশ্বত্থামা অর্জুনের বাণসমূহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৫

তদনন্তর অশ্বত্থামা নিজের বাণসকলের দ্বারা অর্জুনের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করত স্বীয় নাম ঘোষণা করিতে করিতে সহসা এক শত বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং অর্জুনের উপরেও তিন শত বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২৬

ইহার পর অর্জুন এক শত বাণের দ্বারা গুরুপুত্রের মর্মস্থান-সমূহ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন এবং আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই তাঁহার অশ্বগণ, সারথি, ধনু ও গুণকে বহু বাণে আবৃত করিলেন ॥ ২৭

শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অশ্বত্থামার মর্মস্থান-সমূহে আঘাত করত একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৮

তখন তিনি স্বয়ংই বাহন অশ্বগণের রজ্জু ধারণ করত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন। সেখানে আমরা দ্রোণপুত্রের সত্বর উদ্ভূত এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম। তিনি অশ্বগণকেও বশীভূত রাখিতেছিলেন এবং অর্জুনের সহিত যুদ্ধও করিতেছিলেন। রাজন্! সমরাঙ্গণে সকল যোদ্ধাই তাঁহার এই কার্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯-৩০

তদনন্তর বিজয়ী বীর অর্জুন হাস্য করত যুদ্ধস্থলে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার অশ্বগণের রজ্জুকে বহু ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা অতিসত্বর ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩১

ভারত! ইহার পর বাণসমূহের বেগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তাঁহার অশ্বগণ সেখান হইতে পলায়ন করিল। সেই সময় এইস্থলে আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৩২

পাণ্ডব-যোদ্ধারা জয়লাভ করত আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং পুনরায় জয়লাভ করিবার আশায় চারিদিক্ হইতে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডব-যোদ্ধারা দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যদের মধ্যে বারংবার ভাঙনের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৪

হে মহারাজ! প্রজানাথ! বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধরত আপনার পুত্রগণ, সুবলসুত শকুনি ও কর্ণের সাক্ষাতেই এই সব হইতে লাগিল ॥ ৩৫

জনেশ্বর! সর্বদিক্ দিয়া উৎপীড়িত আপনার বিশাল সৈন্য-বাহিনী আপনার পুত্রগণকর্তৃক সর্বতোভাবে নিবারিত হইতে থাকিলেও রণাঙ্গনে তাঁহারা অবস্থান করিতে সাহসী হইলেন না ॥ ৩৬

মহারাজ! সর্বদিকে এইভাবে যোদ্ধারা পলায়ন করিতে থাকিলে আপনার পুত্রদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৭

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ তত: সূতপুত্রস্য গর্জত:।
নাবতিষ্ঠন্তি সা সেনা বধ্যমানা মহাত্মভি: ॥ ৩৮
অথোৎক্রুষ্টং মহারাজ পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভি:।
ধার্তরাষ্ট্রবলং দৃষ্ট্বা বিদ্রুতং বৈ সমন্ততঃ ॥ ৩৯
ততো দুর্যোধন: কর্ণমব্রবীৎ প্রণয়াদিব।
পশ্য কর্ণ মহাসেনা পাঞ্চালৈরর্দিতা ভৃশম্ ॥ ৪০
ত্বয়ি তিষ্ঠতি সন্ত্রাসাৎ পলায়নপরায়ণা।
এতজ্জ্ঞাত্বা মহাবাহো কুরু প্রাপ্তমরিন্দম ॥ ৪১
সহস্রাণি চ যোধানাং ত্বামেব পুরুষোত্তম।
ক্রোশন্তি সমরে বীর দ্রাব্যমাণানি পাণ্ডবৈ: ॥ ৪২
এতচ্ছ্রুত্বাপি রাধেয়ো দুর্যোধনবচো মহান্।
মদ্ররাজমিদং বাক্যমব্রবীৎ প্রহসন্নিব ॥ ৪৩
পশ্য মে ভুজয়োর্বীর্যমস্ত্রাণাঞ্চ জনেশ্বর।
অদ্য হন্মি রণে সর্বান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুভি: সহ ॥ ৪৪
বাহয়াশ্বান্ নরব্যাঘ্র ভদ্রেণৈব ন সংশয়:

এবমুক্ত্বা মহারাজ সূতপুত্র: প্রতাপবান্। ৪৫
প্রগৃহ্য বিজয়ং বীরো ধনু: শ্রেষ্ঠং পুরাতনম্।
সজ্যং কৃত্বা মহারাজ সংগৃহ্য চ পুন: পুন: ॥ ৪৬
সংনিবার্য্য চ যোধান্ স সত্যেন শপথেন চ।
প্রাযোজয়দমেয়াত্মা ভার্গবাস্ত্রং মহাবল: ॥ ৪৭
ততো রাজন্ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
কোটিশশ্চ শরাস্তীক্ষ্ণা নিরগচ্ছন্ মহামৃধে ॥ ৪৮
জ্বলিতৈস্তৈ: শরৈর্ঘোরৈ: কঙ্কবর্হিণবাজিতৈ:।
সংছন্না পাণ্ডবী সেনা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৪৯
হাহাকারো মহানাসীৎ পাঞ্চালানাং বিশাম্পতে।
পীড়িতানাং বলবতা ভার্গবাস্ত্রেণ সংযুগে ॥ ৫০
নিপতন্তির্গজৈ রাজন্রথৈশ্চাপি সহস্রশ:।
রথৈশ্চাপি নরব্যাঘ্র নরৈশ্চৈব সমন্ততঃ ॥ ৫১
প্রাকম্পত মহী রাজন্ নিহতৈস্তৈ: সমন্ততঃ।
ব্যাকুলং সর্বমভবৎ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্ ॥ ৫২

সূতপুত্র কর্ণ 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা বলিতে থাকিলেও মহাত্মা পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের প্রহারে বিদ্রুত সেই সৈন্যরা কোনরূপেই রণাঙ্গনে অবস্থান করিলেন না ॥ ৩৮

মহারাজ! দুর্যোধনের সৈন্যদিগকে সর্ব্বদিকে পলাইয়া যাইতে দেখিয়া জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডব-যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

সেই সময় দুর্যোধন কর্ণকে প্রণয়সহকারে বলিলেন,—কর্ণ! দেখ, পাঞ্চাল-যোদ্ধারা আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ৪০

শত্রুদমন মহাবাহু বীর! তুমি জীবিত থাকিতে ভয়বশতঃ আমার এই সৈন্যরা পলাইয়া যাইতেছে; ইহা জানিয়া বর্ত্তমানে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাই কর ॥ ৪১

পুরুষোত্তম! বীর! পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত সহস্র সহস্র কৌরব-সৈন্যরা সমরাঙ্গণে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছে ॥ ৪২

মহাবীর রাধাপুত্র কর্ণ দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩

জনেশ্বর! আজ তুমি আমার দুই বাহু ও অস্ত্রসকলের বল অবলোকন কর। আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণের সহিত সমস্ত পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি কুশলের সহিত অশ্বগণকে পরিচালনা কর ॥ ৪৪½

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী বীর সূতপুত্র কর্ণ নিজের বিজয়নামক শ্রেষ্ঠ এবং পুরাতন ধনু গ্রহণ করত তাহার উপর গুণ আরোপণ করিলেন। তারপর তিনি বারংবার সত্যের শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিলেন। তাহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন সেই মহাবল বীর কর্ণ ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৫-৪৭

রাজন্! অনন্তর সেই মহাসমরে সহস্র, লক্ষ, কোটি ও অর্ব্বুদ তীক্ষ্ণধার বাণসকল সেই অস্ত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল ॥ ৪৮

কঙ্ক ও ময়ূরপুচ্ছযুক্ত সেই প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর বাণসকলের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যরা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন। তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৪৯

প্রবল ভার্গবাস্ত্রের দ্বারা সমরাঙ্গণে পীড়িত পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের মধ্যে মহাহাহাকার ধ্বনি চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইল ॥ ৫০

রাজন্! পতনোদ্যত হস্তী, সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও নিহত পদাতি মনুষ্যগণের পতনে পৃথিবী চতুর্দ্দিকে কাঁপিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদের সমস্ত বিশাল সৈন্যবাহিনীই অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ॥ ৫১-৫২

কর্ণস্ত্বেকো যুধাং শ্রেষ্ঠো বিধূম ইব পাবকঃ।
দহন্ শত্রূন্ নরব্যাঘ্র তস্তম্ভে স পরন্তপঃ। ৫৩
তে বধ্যমানাঃ কর্ণেন পাঞ্চালাশ্চেদিভিঃ সহ
তত্র তত্র ব্যমুহ্যন্ত বনদাহে যথা দ্বিপাঃ। ৫৪
চুক্রুশুশ্চ নরব্যাঘ্র যথা ব্যাঘ্রা নরোত্তমাঃ।
তেষাং তু ক্রোশতামাসীদ্ ভীতানাং রণমূর্ধনি। ৫৫
ধাবতাঞ্চ ততো রাজংস্ত্রস্তানাঞ্চ সমন্ততঃ।
আর্তনাদো মহাংস্তত্র ভূতানামিব সম্প্লবে। ৫৬
বধ্যমানাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা সূতপুত্রেণ মারিষ।
বিত্রেসুঃ সর্বভূতানি তির্যগ্‌যোনিগতান্যপি। ৫৭
তে বধ্যমানাঃ সমরে সূতপুত্রেণ সৃঞ্জয়াঃ।
অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ ক্রোশন্তি চ মুহুর্মুহুঃ। ৫৮
প্রেতরাজপুরে যদ্বৎ প্রেতরাজং বিচেতসঃ।
শ্রুত্বা তু নিনদং তেষাং বধ্যতাং কর্ণসায়কৈঃ। ৫৯
অথাব্রবীদ্ বাসুদেবং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।

নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুতাপন যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ একাকীই ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৩

যেরূপ বনে অগ্নি সংযোজিত হইলে সেই বনে বাসকারী হাতীরাও যেখানে সেখানে দগ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত হয়, সেইরূপ কর্ণ-কর্তৃক প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া পাঞ্চাল ও চেদি-যোদ্ধারা যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৫৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সব নরোত্তম যোদ্ধারা তখন ব্যাঘ্রতুল্য চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! যুদ্ধের সম্মুখে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে পলায়মান সেই সৈন্যদের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীদের চীৎকারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ৫৫-৫৬

আর্য! সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক মৃত্যুমুখে পতিত সেই যোদ্ধা-দিগকে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী পশু পক্ষীরাও ভীত হইয়া উঠিল। ৫৭

সূতপুত্রকর্তৃক সমরাঙ্গণে নিহতপ্রায় সৃঞ্জয়-যোদ্ধারা বারংবার অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সেইভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রেতরাজের নগরে ক্লেশে অচৈতন্য প্রাণীরা প্রেতরাজকেই আহ্বান করিয়া থাকে। ৫৮

কর্ণকর্তৃক আহত সৈন্যদের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া এবং সেখানে মহাভয়ঙ্কর ভার্গবাস্ত্রের প্রয়োগ হইয়া দেখিয়া কুন্তীনন্দন

ভার্গবাস্ত্রং মহাঘোরং দৃষ্ট্বা তত্র সমীরিতম্। ৬০
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো ভার্গবাস্ত্রস্য বিক্রমম্।
নৈতদস্ত্রং হি সমরে শক্যং হন্তুং কথঞ্চন। ৬১
সূতপুত্রঞ্চ সংরব্ধং পশ্য কৃষ্ণ মহারণে।
অন্তকপ্রতিমং বীর্য্যে কুর্বাণং কর্ম দারুণম্। ৬২
অভীক্ষ্ণং চোদয়ন্নশ্বান্ প্রেক্ষতে মাং মুহুর্মুহুঃ।
ন চ পশ্যামি সমরে কর্ণং প্রতি পলায়িতুম্॥ ৬৩
জীবন্ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সংখ্যে জয়-পরাজয়ৌ।
মৃতস্য তু হৃষীকেশ ভঙ্গ এব কুতো জয়ঃ॥ ৬৪
এবমুক্তস্তু পার্থেন কৃষ্ণো মতিমতাং বরম্।
ধনঞ্জয়মুবাচেদং প্রাপ্তকালমরিন্দমম্। ৬৫
কর্ণেন হি দৃঢ়ং রাজা কুন্তীপুত্রঃ পরিক্ষিতঃ।
তং দৃষ্ট্বাঽঽশ্বাস্য চ পুনঃ কর্ণং পার্থ বধিষ্যসি। ৬৬
এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রায়াদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছন্ যুধিষ্ঠিরম্।
শ্রমেণ গ্রাহয়িষ্যংশ্চ যুদ্ধে কর্ণং বিশাম্পতে। ৬৭

অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৫৯-৬০

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! এই ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম দর্শন করুন। সমরাঙ্গণে কোন প্রকারেই এই অস্ত্রকে নষ্ট করা যায় না। ৬১

শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী ক্রুদ্ধ সূতপুত্র কর্ণ এই মহাসমরে কিরূপ নিদারুণ কর্ম করিতেছে। ৬২

সে নিরন্তর অশ্বগণকে চালনা করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ আমারই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। রণাঙ্গনে কর্ণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না? ৬৩

মানুষ যদি জীবিত থাকে, তবে সে জয় ও পরাজয় উভয়ই লাভ করে। হৃষীকেশ! মৃত মানুষের ত' নাশই হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার আর জয়লাভ কিরূপে হইবে? ৬৪

অর্জুন এই কথা বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শত্রুদমন অর্জুনকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন। ৬৫

পার্থ! কর্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধৈর্যপ্রদান করত পুনরায় রণাঙ্গনে আসিয়া কর্ণকে বধ করিবে॥ ৬৬

প্রজানাথ! এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় এবং কর্ণকে যুদ্ধে অধিক পরিশ্রান্ত করিবার বাসনায় সেখান হইতে গমন করিলেন॥ ৬৭

ততো ধনঞ্জয়ো দ্রষ্টুং রাজানং বাণপীড়িতম্।
রথেন প্রযযৌ ক্ষিপ্রং সংগ্রামাৎ কেশবাজ্ঞয়া ॥ ৬৮
গচ্ছন্নেব তু কৌন্তেয়ো ধর্মরাজদিদৃক্ষয়া।
সৈন্যমালোকয়ামাস নাপশ্যৎ তত্র চাগ্রজম্ ॥ ৬৯

যুদ্ধং কৃত্বা তু কৌন্তেয়ো দ্রোণপুত্রেণ ভারত।
দুঃসহং বজ্রিণা সংখ্যে পরাজিত্য গুরোঃ সুতম্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধর্মরাজশোধনে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

তাহার পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বাণপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার জন্য রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে অতিসত্বর গমন করিলেন ॥ ৬৮

ভারত! কুন্তীনন্দন অর্জুন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিয়া রণাঙ্গনে বজ্রধারী ইন্দ্রের পক্ষেও দুঃসহ গুরুপুত্রকে পরাজিত করিবার পর ধর্মরাজকে দর্শন করিবার বাসনায় যাইতে যাইতে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু সেখানে কোথাও নিজের অগ্রজ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৬৯-৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ধর্মরাজের অন্বেষণবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনোপরি যুদ্ধভারং সমর্প্য শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্যুধিষ্ঠিরসমীপে গমনম্।]

সঞ্জয় উবাচ

দ্রৌণিং পরাজিত্য ততোঽগ্রধন্বা
কৃত্বা মহদ্ দুষ্করং শূরকর্ম
আলোকয়ামাস ততঃ স্বসৈন্যং
ধনঞ্জয়ঃ শত্রুভিরপ্রধৃষ্যঃ ॥ ১
স যুধ্যমানান্ পৃতনামুখস্থান্
শূরঃ শূরান্ হর্ষয়ন্ সব্যসাচী।
পূর্বপ্রহারৈর্মথিতান্ প্রশংসন
স্থিরাংশ্চকারাত্মরথাননীকে ॥ ২

অপশ্যমানস্তু কিরীটমালী
যুধিষ্ঠিরং ভ্রাতরমাজমীঢ়ম্।
উবাচ ভীমং ত্বরমাণ্ড্যুপেত্য
রাজ্ঞঃ প্রবৃত্তিং ত্বিহ কুত্র রাজা ॥ ৩

ভীমসেন উবাচ।

অপয়াত ইতো রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
কর্ণবাণাভিতপ্তাঙ্গো যদি জীবেৎ কথঞ্চন ॥ ৪

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনের উপর যুদ্ধের ভার সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর উত্তম ধনু ধারণকারী এবং শত্রুগণের অজেয় অর্জুন অপরের পক্ষে দুষ্কর বীরোচিত কর্ম করিয়া অশ্বত্থামাকে পরাজিত করত পুনরায় নিজের সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ১

সব্যসাচী বীরবর অর্জুন যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে অবস্থান করত নিজের সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এবং পূর্ব্বে প্রাপ্ত প্রহারসকলের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত স্বীয় রথী যোদ্ধাগণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের সকলকে নিজ সৈন্য মধ্যে স্থিরতাসহকারে স্থাপিত করিলেন ॥ ২

কিন্তু সেখানে নিজের ভ্রাতা অজমীঢ়কুলনন্দন যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া কিরীটধারী অর্জুন ত্বরাবেগে ভীমসেনের নিকটে গমন করত তাঁহাকে রাজার সংবাদ জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ! এখন মহারাজ যুধিষ্ঠির কোথায় আছেন? ৩

ভীমসেন বলিলেন,—ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন; কারণ, কর্ণের বাণসমূহে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সন্তপ্ত হওয়ায় পলায়ন করত যদি কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে পারেন ॥ ৪

অর্জুন উবাচ।

তস্মাদ্ ভবান্ শীঘ্রমিতঃ প্রয়াতু
রাজ্ঞঃ প্রবৃত্তিং কুরুসত্তমস্য।
নূনং স বিদ্ধোঽতিভৃশং পৃষদ্ভৈঃ
কর্ণেন রাজা শিবিরং গতোঽসৌ ॥ ৫

যঃ সম্প্রহারৈর্নিশিতৈঃ পৃষদ্ভৈ-
র্দ্রৌণেন বিদ্ধোঽতিভৃশং তরস্বী।
তস্থৌ স তত্রাপি জয়প্রতীক্ষো
দ্রোণোঽপি যাবন্ন হতঃ কিলাসীৎ ॥ ৬

স সংশয়ং গমিতঃ পাণ্ডবাগ্র্যঃ
সংখ্যেঽদ্য কর্ণেন মহানুভাবঃ
জ্ঞাতুং প্রযাহ্যাশু ভবান্ ভীম
স্থাস্যামাহং শত্রুগণান্ নিরুধ্য ॥ ৭

ভীমসেন উবাচ

ত্বমেব জানীহি মহানুভাব
রাজ্ঞঃ প্রবৃত্তিং ভরতর্ষভস্য।
অহং হি যত্তজ্জুন যাম্যমিত্রা
বদন্তি মাং ভীত ইতি প্রয়ান্তম্ ॥ ৮

তত্তোঽব্রবীদর্জুনো ভীমসেনং
সংশপ্তকাঃ প্রত্যনীকং স্থিতা মে।
এতানহত্বাদ্য ময়া ন শক্যা-
মিতোঽপযাতুং রিপুসঙ্ঘগোষ্ঠাৎ ॥ ৯

অথাব্রবীদর্জুনং ভীমসেনঃ
স্বয়ং বীর্য্যমাসাদ্য কুরুপ্রবীর।
সংশপ্তকান্ প্রতিযোৎস্যামি সংখ্যে
সর্বানহং যাহি ধনঞ্জয় ত্বম্ ॥ ১০

সঞ্জয় উবাচ।

তদ্ ভীমসেনস্য বচো নিশম্য
সুদুষ্করং ভ্রাতুরমিত্রমধ্যে।
সংশপ্তকানীকমসঙ্গমেকঃ
সুদুষ্করং ধারয়ামীতি পার্থঃ ॥ ১১

উবাচ নারায়ণমপ্রমেয়ং
কপিধ্বজঃ সত্যপরাক্রমস্থ।
শ্রুত্বা বচো ভ্রাতুরদীনসত্ত্ব-
স্তদাহবে সত্যবচো মহাত্মা।
দ্রষ্টুং কুরূণাং প্রবরং তদানীম্
প্রোবাচ বৃষ্ণিপ্রবরং তদানীম্ ॥ ১২

অর্জুন বলিলেন,—যদি ইহাই হইয়া থাকে, তবে আপনি কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের সংবাদ আনিবার জন্য এখান হইতে সত্বর গমন করুন। নিশ্চয়ই কর্ণের বাণসমূহে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া রাজা শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৫

ভ্রাতঃ ভীমসেন! যে বেগশালী বীর যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা কৃত প্রহার ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসকলে গুরুতর আহত হইয়া পড়িলেও জয়লাভের প্রতীক্ষায় সেই পর্য্যন্ত যুদ্ধস্থলে অবস্থিত ছিলেন, যে পর্য্যন্ত না দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। সেই মহানুভব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আজ কর্ণ কর্ত্তৃক সংগ্রামে সংশয়াপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন; অতএব আপনি অতি সত্বর তাঁহার সংবাদ আনিবার জন্য গমন করুন, এখানে আমি শত্রুদিগকে রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিব ॥ ৬-৭

ভীমসেন বলিলেন,—মহানুভাব! তুমি যাইয়া ভরতকুলভূষণ নরপতির সংবাদ অবগত হও। অর্জুন! যদি আমি এখান হইতে গমন করি, তবে শত্রুদের প্রধান বীরগণ আমাকে ভীত বলিয়া মনে করিবে ॥ ৮

তখন অর্জুন ভীমসেনকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! সংশপ্তকগণ আমার বিপক্ষে অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগকে বধ না করিয়া আমি এই শত্রুসঙ্ঘরূপ গোষ্ঠ হইতে বাহিরে যাইতে পারিব না ॥ ৯

ইহা শুনিয়া ভীমসেন অর্জুনকে বলিলেন,—কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয়! আমি নিজের বলেরই আশ্রয় গ্রহণ করত রণাঙ্গনে সমস্ত সংশপ্তক সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিব, তুমি যাও ॥ ১০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শত্রুদের মধ্যে বীর ভ্রাতা ভীমসেনের এই অত্যন্ত দুষ্কর বাক্য 'আমি একাকীই অসঙ্খ্য সংশপ্তক সৈন্যদের সম্মুখীন হইব' শ্রবণ করত উদারহৃদয় মহাত্মা কপিধ্বজ অর্জুন সত্যপরাক্রমী ভ্রাতা ভীমসেনের সেই সত্য বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া তিনি অপ্রমেয়, বৃষ্ণিবংশাবতংস নারায়ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। সেই সময় কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার বাসনায় গমন করিতে উদ্যত হইয়া অর্জুন এই কথা বলিলেন ॥ ১১-১২

অর্জুন উবাচ।

চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ বিহায়ৈতদ্ বলার্ণবম্।
অজাতশত্রুং রাজানং দ্রষ্টুমিচ্ছামি কেশব ॥ ১৩

সঞ্জয় উবাচ

ততো হয়ান্ সর্বদাশার্হমুখ্যঃ
প্রচোদয়ন্ ভীমমুবাচ ভেদম্
নৈতচ্চিত্রং তব কর্মাদ্য ভীম
যাস্তামাহং জহি পার্থারিসঙ্ঘান্ ॥ ১৪

ততো যযৌ হৃষীকেশো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
শীঘ্রাচ্ছীঘ্রতরং রাজন্ বাজিভির্গরুড়োপমৈঃ ॥ ১৫
প্রত্যনীকে ব্যবস্থাপ্য ভীমসেনমরিন্দমম্।
সন্দিশ্য চৈতং রাজেন্দ্র যুদ্ধং প্রতি বৃকোদরম্ ॥ ১৬
ততস্তু গত্বা পুরুষপ্রবীরৌ
রাজানমাসাদ্য শয়ানমেকম্
রথাদুভৌ প্রত্যবরুহ্য তস্মাদ্
ববন্দতুর্ধর্মরাজস্য পাদৌ ॥ ১৭

তং দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রং ক্ষেমিণং পুরুষর্ষভম্।
মুদাভ্যুপগতৌ কৃষ্ণাবশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ১৮
তাবভ্যানন্দদ্ রাজাপি বিবস্বানশ্বিনাবিব।
হতে মহাসুরে জম্ভে শক্র-বিষ্ণূ তথা গুরুঃ ॥ ১৯
মন্যমানো হতং কর্ণং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
হর্ষগদ্গদয়া বাচা প্রীতঃ প্রাহ পরন্তপঃ ॥ ২০
অথোপযাতৌ পৃথুলোহিতাক্ষৌ
শরাচিতাঙ্গৌ রুধিরপ্রদিগ্ধৌ।
সমীক্ষ্য সেনাগ্রনরপ্রবীরৌ
যুধিষ্ঠিরো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ২১
মহাসত্ত্বৌ হি তৌ দৃষ্ট্বা সহিতৌ কেশবার্জুনৌ।
হতমাধিরথিং মেনে সংখ্যে গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২২
তাবভ্যানন্দৎ কৌন্তেয়ঃ সাম্না পরমবল্গুনা।
স্মিতপূর্বমমিত্রঘ্নঃ পূজয়ন্ ভরতর্ষভ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনাগমে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

অর্জুন বলিলেন,—হৃষীকেশ! এখন আপনি এই শত্রু-সৈন্য-রূপী সমুদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বগণকে এখান হইতে চালনা করুন। কেশব! আমি অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সম্পূর্ণ দাশার্হবংশীয়দিগের মধ্যে প্রধান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বীর অশ্বগণকে চালিত করিতে করিতে সেখানে ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন—কুন্তীনন্দন ভীমসেন! আজ এরূপ কার্য করা তোমার পক্ষে কোন আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমরা যাইতেছি, তুমি শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার কর ॥ ১৪

রাজন্! এই কথা বলিয়া ভগবান্ হৃষীকেশ গরুড়ের তুল্য বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা অতিক্রান্ত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ১৫

রাজেন্দ্র! শত্রুগণের সম্মুখীন হইবার জন্য শত্রুদমন বৃকোদর ভীমসেনকে স্থাপিত করিয়া এবং যুদ্ধের বিষয়ে তাঁহাকে পূর্বোক্ত সংবাদ জানাইয়া সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একাকী শয্যায় শয়ান রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত রথ হইতে নামিলেন এবং তাঁহারা ধর্মরাজের চরণযুগলে প্রণাম করিলেন ॥ ১৬-১৭

পুরুষগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে কুশলের সহিত উপস্থিত দেখিয়া এবং দুই কৃষ্ণকে ইন্দ্রের নিকটে গত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় প্রসন্নতা সহকারে নিজের নিকটে আসিতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সেই ভাবে অভিনন্দিত করিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। অথবা যেরূপ মহাসুর জম্ভ নিহত হইলে পর বৃহস্পতি ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

শত্রুতাপন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণকে নিহত মনে করিয়া হর্ষগদ্গদ বাণীতে প্রীতচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০

সৈন্যদের অগ্রভাগে যুদ্ধরত পুরুষগণের মধ্যে প্রধান বীর বিশাল ও রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যখন নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে বাণসমূহ প্রবিষ্ট ছিল। তাঁহারা রক্তাপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে দর্শন করত যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন ॥ ২১

এক সঙ্গে উপস্থিত মহাশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুন রণাঙ্গনে অধিরথপুত্র কর্ণকে বধ করিয়াছেন ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ চিন্তা করত কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির হাস্য করিতে করিতে শত্রুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা পূর্বক অতিশয় মধুর ও সান্ত্বনা পূর্ণ বাক্যে এই দুইজনকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ২৩

কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আগমন-বিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভ্রমাদ্ যুধিষ্ঠিরেণার্জুনসমীপে কর্ণস্য বিনাশবৃত্তান্তজিজ্ঞাসা।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাগতং দেবকীনাতঃ স্বাগতং তে ধনঞ্জয়।
প্রিয়ং মে দর্শনং গাঢ়ং যুবয়োরচ্যুতার্জুনৌ॥ ১
অক্ষতাভ্যামরিষ্টাভ্যাং হৃতঃ কর্ণো মহারথঃ।
আশীবিষসমং যুদ্ধে সর্বশস্ত্রবিশারদম্॥ ২
অগ্রগং ধার্তরাষ্ট্রাণাং সর্বেষাং শর্ম বর্ম চ।
রক্ষিতং বৃষসেনেন সুষেণেন চ ধন্বিনা॥ ৩
অনুজ্ঞাতং মহাবীর্য্যং রামেণাস্ত্রে সুদুর্জয়ম্।
অগ্র্যং সর্বস্য লোকস্য রথিনং লোকবিশ্রুতম্॥ ৪
ত্রাতারং ধার্তরাষ্ট্রাণাং গন্তারং বাহিনীমুখে।
হন্তারং পরসৈন্যানামমিত্রগণমর্দনম্॥ ৫
দুর্যোধনহিতে যুক্তমস্মদ্‌ব্যায় চোদ্যতম্।
অপ্রধৃষ্যং মহাযুদ্ধে দেবৈরপি সবাসবৈঃ॥ ৬
অনলানিলয়োস্তুল্যং তেজসা চ বলেন চ।
পাতালমিব গম্ভীরং সুহৃদাং নন্দিবর্ধনম্॥ ৭
অন্তকং মম মিত্রাণাং হত্বা কর্ণং মহামৃধে।
দিষ্ট্যা যুবামনুপ্রাপ্তৌ জিত্বাসুরমিবামরৌ॥ ৮
ঘোরং যুদ্ধমদীনেন ময়া হৃত্বাচ্যুতার্জুনৌ।
কৃতং তেনান্তকেনেব প্রজাঃ সর্বা জিঘাংসতা॥ ৯
তেন কেতুশ্চ মে ছিন্নো হতৌ চ পার্ষ্ণিসারথী।
হতবাহস্ততশ্চাস্মি যুযুধানস্য পশ্যতঃ॥ ১০
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য যমযোর্বীরস্য চ শিখণ্ডিনঃ।
পশ্যতাং দ্রৌপদেয়ানাং পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ॥ ১১
এতান্ জিত্বা মহাবীর্য্যঃ কর্ণঃ শত্রুগণান্ বহূন্।
জিতবান্ মাং মহাবাহো যতমানো মহারণে॥ ১২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভ্রমবশতঃ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্জুনের নিকট কর্ণের বিনাশের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দেবকীনন্দন! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? ধনঞ্জয়! তুমিও সুখের সহিত আসিয়াছ ত? শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন! বর্ত্তমানে তোমাদের দুই জনের দর্শন আমার অত্যন্ত প্রিয় লাগিতেছে; কারণ, তোমরা উভয়ে স্বয়ং কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার না করিয়াই সকুশলে থাকিয়া মহারথী কর্ণকে বধ করিয়াছ। ১½

কর্ণ যুদ্ধে বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর, সম্পূর্ণ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং কৌরবদের অগ্রগামী যোদ্ধা। সে শত্রুপক্ষের সকলের কল্যাণসাধক এবং কবচতুল্য রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেণ এই দুই বহুৎর তাহাকে রক্ষা করিতেছিল। ২-৩

পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়া এই কর্ণ মহাশক্তিশালী এবং অত্যন্ত দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমস্ত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রথী এবং বিশ্ববিখ্যাত বীর ছিল। ৪

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের রক্ষক কর্ণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে যাইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, শত্রুসৈন্যদের সংহার করিতে সমর্থ এবং বিরোধীদিগকে মর্দিত করিয়া থাকে। ৫

সে সর্বদা দুর্যোধনের হিতে সংযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে দুঃখ দান করিতে উদ্যত ছিল এবং মহাযুদ্ধে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাগণকেও পরাজিত করিতে পারিত। ৬

সে তেজে অগ্নি, বলে বায়ু এবং গম্ভীরতায় পাতালসদৃশ ছিল। স্বীয় মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী কর্ণ আমার মিত্রদের পক্ষে যমরাজতুল্য ছিল। কোন অসুরকে জয় করিয়া উপস্থিত দুইজন দেবতার ন্যায় তোমরা দুইজনে কর্ণকে সংহার করত এখানে আসিয়াছ, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা। ৭-৮

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন! সমস্ত প্রজাকে সংহার করিতে অভিলাষী কালতুল্য তেজস্বী কর্ণ আজ আমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। আমিও সেই যুদ্ধে কোনরূপ দীনতা প্রদর্শন করি নাই। ৯

সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, বীর শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই আমার ধ্বজ ছেদন করিয়াছিল, পার্শ্বরক্ষকগণকে বিনাশ করিয়াছিল এবং অশ্বদিগকেও নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ১০-১১

মহাবাহো! মহাযুদ্ধে জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ মহাপরাক্রমশালী কর্ণ এই বহু সংখ্যক শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া আমাকে জয় করিয়াছিল॥ ১২

অভিসৃত্য চ মাং যুদ্ধে পরুষাণ্যুক্তবান্ বসু
তত্র তত্র যুধাং শ্রেষ্ঠ পরিভূয় ন সংশয়ঃ। ১৩
ভীমসেনপ্রভাবাত্তু যজ্জীবামি ধনঞ্জয়।
বহুনাত্র কিমুক্তেন নাহং তৎ সোঢ়ুমুৎসহে। ১৪
ত্রয়োদশাহং বর্ষাণি যস্মাদ্ ভীতো ধনঞ্জয়
ন স্ম নিদ্রাং লভে রাত্রৌ ন চাহনি সুখং কচিৎ ॥১৫
তস্য দ্বেষেণ সংযুক্তঃ পরিদহ্যে ধনঞ্জয়।
আত্মনো মরণে যাতো বা্ণীস ইব দ্বিপঃ। ১৬
তস্যায়মগমৎ কালশ্চিন্তয়ানস্য মে চিরম্
কথং কর্ণো ময়া শক্যো যুদ্ধে ক্ষপয়িতুং ভবেৎ ॥ ১৭
জাগ্রৎ-স্বপংশ্চ কৌন্তেয় কর্ণমেব সদা হ্যহম্।
পশ্যামি তত্র তত্রৈব কর্ণভূতমিদং জগৎ ॥ ১৮
যত্র যত্র হি গচ্ছামি কর্ণাদ্ ভীতো ধনঞ্জয়।
তত্র তত্র হি পশ্যামি কর্ণমেবাগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ১৯

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! সে দ্যূতস্থলে আমার অনুগমন করত যেখানে সেখানে আমাকে অপমানিত করিতে করিতে বহুবার আমাকে কটূবচন শুনাইয়াছে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ধনঞ্জয়! আমি এই সমর ভীমসেনের প্রভাবেই জীবিত আছি। এখন আর সে কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া কি হইবে? আমি সেই অপমানকে কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিতেছি না॥ ১৩-১৪

অর্জুন! যাহার নিকট হইতে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ না রাত্রিতে ভালভাবে ঘুমাইতে পারিতেছি এবং না দিনে কখনও সুখলাভ করিতেছি॥ ১৫

ধনঞ্জয়! আমি তাহার দ্বেষে নিরন্তর জ্বলিতেছি। যেরূপ বাণীগস নামক পশু নিজের মৃত্যুর জন্যই বধস্থানে গমন করে, সেইরূপ আমিও নিজের মৃত্যুর জন্য কর্ণের সম্মুখে চলিয়া গিয়াছিলাম॥ ১৬

আমি কিরূপে কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইব, এই চিন্তা করিতে করিতে আমার এই দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে॥ ১৭

কুন্তীনন্দন! আমি জাগরিত ও নিদ্রিত সকল সময় সদা কর্ণকেই দেখিতে পাই। এই সম্পূর্ণ জগৎ আমার নিকট যখন তখন কর্ণময় হইয়া যায়॥ ১৮

ধনঞ্জয়! কর্ণ হইতে ভীত হইয়া আমি যেখানে যেখানে গমন করি, সেই সেই স্থানে আমার সম্মুখে তাহাকে সর্বদা দণ্ডায়মান দেখি॥ ১৯

সোঽহং তেনৈব বীরেণ সমরেষ্বপলায়িনা।
সহয়ঃ সরথঃ পার্থ জিত্বা জীবন্ বিসর্জিতঃ॥ ২০
কো হু মে জীবিতেনার্থো রাজ্যেনার্থো ভবেৎ পুনঃ।
যমৈবং বিক্ষতস্তাত কর্ণেনাহবশোভিনা॥ ২১
ন প্রাপ্তপূর্বং যদ্ ভীষ্মাৎ কৃপ-দ্রোণাচ্চ সংযুগে।
তৎ প্রাপ্তমদ্য মে যুদ্ধে সূতপুত্রাদ্রহারথাৎ॥ ২২
স ত্বাং পৃচ্ছামি কৌন্তেয় যথাদ্য কুশলং তথা।
তন্মমাচক্ষ্ব কার্ৎস্ন্যেন যথা কর্ণো হতস্ত্বয়া॥ ২৩
শক্রতুল্যবলো যুদ্ধে যমতুল্যঃ পরাক্রমে।
রামতুল্যস্তথাস্ত্রেণ স কথং বৈ নিষূদিতঃ॥ ২৪
মহারথঃ সমাখ্যাতঃ সর্বযুদ্ধবিশারদঃ।
ধনুর্ধরাণাং প্রবরঃ সর্বেষামেকপূরুষঃ॥ ২৫
পূজিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ সপুত্রেণ মহাবলঃ।
স্বদর্থমেব রাধেয়ঃ স কথং নিহতস্ত্বয়া॥ ২৬

পার্থ! সমরাঙ্গনে যে কখনও পলায়ন করে না, সেই বীর কর্ণ রথ ও অশ্বসহ আমাকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে॥ ২০

পার্থ! এখন আমার এই জীবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? যখন আজ যুদ্ধে সুশোভিত কর্ণ আমাকে এইরূপ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে॥ ২১

পূর্বে কখনও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য হইতেও আমাকে যুদ্ধস্থলে সে অপমান সহ্য করিতে হয় নাই, উহাই আজ মহারথী সূতপুত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ২২

কুন্তীনন্দন! সেইজন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আজ তুমি যেভাবে কুশলের সহিত থাকিয়া কর্ণকে বিনাশ করিয়াছ, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এখন আমাকে যথাযথভাবে বল॥ ২৩

যে যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য বলশালী, যমরাজসদৃশ পরাক্রমী এবং পরশুরামের ন্যায় অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিল, সেই কর্ণকে তুমি কিরূপে বধ করিলে?॥ ২৪

যে সমস্ত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, বিখ্যাত মহারথী, ধনুর্ধরগণশ্রেষ্ঠ এবং সকল শত্রুদের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিল, যাহাকে পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্র তোমার সম্মুখীন হইবার জন্য সম্মানপূর্বক রাখিয়াছিলেন, সেই মহাবল রাধাপুত্র কর্ণকে তুমি কিভাবে নিহত করিলে?॥ ২৫-২৬

ধার্তরাষ্ট্রো হি যোধেষু সর্বেষেব সদাজুন
তব মৃত্যুং রণে কর্ণং মন্যতে পুরুষর্ষভ ॥ ২৭
স ত্বয়া পুরুষব্যাঘ্র কথং যুদ্ধে নিষূদিতঃ।
তন্মমাচক্ষ্ব কৌন্তেয় যথা কর্ণো হতস্ত্বয়া ॥ ২৮
যুধ্যমানস্য চ শিরঃ পশ্যতাং সুহৃদাং হৃতম্।
ত্বয়া পুরুষশার্দূল সিংহেনেব যথা রুরোঃ ॥ ২৯
যঃ পর্য্যপালীৎ প্রদিশো দিশশ্চ
ত্বাং সূতপুত্রঃ সমরে পরীপ্সন্।
দিৎসুঃ কর্ণঃ সমরে হস্তিসঙ্ঘং
স হীদানীং কঙ্কপত্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ ॥ ৩০
ত্বয়া রণে নিহতঃ সূতপুত্রঃ
কচ্চিচ্ছেতে ভূমিতলে দুরাত্মা।
প্রিয়ঞ্চ মে পরমো বৈ কৃতোঽয়ং
ত্বয়া রণে সূতপুত্রং নিহত্য ॥ ৩১
যঃ সর্বতঃ পর্য্যপতত্তদর্থে
সদাচিতো গর্বিতঃ সূতপুত্রঃ

পুরুষপ্রবর অর্জুন! দুর্যোধন রণাঙ্গনে সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ২৭

কুন্তীপুত্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কিরূপে যুদ্ধে সেই কর্ণকে সংহার করিলে? কর্ণ যেরূপে তোমার দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেই সব বৃত্তান্ত তুমি আমাকে বল। ২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যেরূপ সিংহ রুরুনামক মৃগের মস্তক ছেদন করে, সেইরূপ তুমি সমস্ত সুহৃদ্‌গণের সাক্ষাতে যুদ্ধরত কর্ণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলে, উহা কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল? ২৯

অর্জুন! সমরাঙ্গণে যে সূতপুত্র কর্ণ সমস্ত দিক্ ও বিদিক্‌সমূহে তোমার অন্বেষণের জন্য পর্য্যটন করিতেছিল এবং তোমার সন্ধানপ্রদানকারীকে হস্তিতুল্য ছয়টি গো-প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল, সেই দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ কি এখন রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে? আজ যুদ্ধস্থলে সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া তুমি আমার এই পরম প্রিয় কার্য্য পূর্ণ করিয়াছ ॥ ৩০-৩১

যে গর্বিত সূতপুত্র সর্ব্বদা সম্মানিত হইয়া তোমার জন্য সর্ব্বদিকে ধাবিত হইতেছিল, নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানী

স শূরমানী সমরে সমেতা
কচ্চিত্ত্বয়া নিহতঃ সংযুগেঽসৌ ॥ ৩২
রৌক্মং বরং হস্তিগজাশ্বযুক্তং
রথং প্রদিৎসুর্যঃ পরেভ্যস্তদর্থে।
সদা রণে স্পর্ধতে যঃ স পাপঃ
কচ্চিৎত্বয়া নিহতস্তাত যুদ্ধে ॥ ৩৩
যোঽসৌ সদা শূরমদেন মত্তো
বিকত্থতে সংসদি কৌরবাণাম্।
প্রিয়োঽর্থার্থং তস্য সুযোধনস্য
কচ্চিৎ স পাপো নিহতস্ত্বয়াদ্য ॥ ৩৪
কচ্চিৎ সমাগম্য ধনুঃপ্রযুক্তৈ-
স্তৎপ্রেষিতৈর্লোহিতাঙ্গৈর্বিহঙ্গৈঃ।
শেতে স পাপঃ সুবিভিন্নগাত্রঃ
কচ্চিদ্ ভগ্নো ধার্তরাষ্ট্রস্য বাহু ॥ ৩৫
যোঽসৌ সদা শ্লাঘতে রাজমধ্যে
দুর্যোধনং হর্ষয়ন্ দর্পপূর্ণঃ।
অহং হন্তা ফাল্গুনস্যেতি মোহাৎ
কচ্চিদ্বচস্তস্য ন বৈ তথা তৎ ॥ ৩৬

সেই কর্ণকে তুমি সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করত কি ভাবে সংহার করিয়াছ? ৩২

তাত! যে রণাঙ্গনে তোমার সন্ধান প্রদান করিবার জন্য অপর ব্যক্তিগণকে হস্তী-অশ্বে যুক্ত, স্বর্ণ নির্ম্মিত ও সুন্দর বহু রথ দান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা তোমাকে স্পর্দ্ধা করে, সেই পাপী কর্ণ কি যুদ্ধস্থলে তোমার দ্বারা নিহত হইয়াছে? ৩৩

যে শৌর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া কৌরবদিগের সভায় নিজের প্রশংসা করিয়াছিল এবং দুর্যোধনের অতিশয় প্রিয় ছিল, তুমি কি সেই পাপী কর্ণকে আজ বিনাশ করিয়াছ? ৩৪

আজ যুদ্ধে তোমার সহিত মিলিত হইয়া তোমার দ্বারা ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত লোহিতাঙ্গ আকাশচারী বাণসকলে সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় সেই পাপী কর্ণ কি আজ ধরাতলে শয়ন করিয়াছে? তাহার মরণে আজ কি দুর্যোধনের দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে? ৩৫

যে রাজাদের সম্মুখেই দুর্যোধনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে দর্পে পূর্ণ হইয়া সদা মোহবশতঃ এই আত্মপ্রশংসা সূচক ঘোষণা

নাহং পাদৌ ধাবয়িষ্যে কদাচিদ্
যাবৎ স্থিতঃ পার্থ ইত্যন্নবুদ্ধেঃ।
ব্রতং তস্যৈতৎ সর্বদা শক্রসূনো
কচ্চিৎ ত্বয়া নিহতঃ সোঽদ্য কর্ণঃ ॥ ৩৭

যোঽসৌ কৃষ্ণামব্রবীদ্ দুষ্টবুদ্ধিঃ
কর্ণঃ সভায়াং কুরুবীরমধ্যে।
কিং পাণ্ডবাংস্ত্বং ন জহাসি কৃষ্ণে
সুদুর্বলান্ পতিতান্ হীনসত্ত্বান্ ॥ ৩৮

যোঽসৌ কর্ণঃ প্রত্যজানাত্তদর্থে
নাহং হত্বা সহ কৃষ্ণেন পার্থম্
ইত্যোপযাতেতি সা পাপবুদ্ধিঃ
কচ্চিচ্ছেতে শরসন্ত্রিন্নগাত্রঃ ॥ ৩৯

কচ্চিৎ সংগ্রামে বিদিতো বৈ তবায়ং
সমাগমে সৃঞ্জয়-কৌরবাণাম্।
যত্রাবস্থামীদৃশীং প্রাপিতোঽহং
কচ্চিৎ ত্বয়া সোঽদ্য হতো দুরাত্মা ॥ ৪০

কচ্চিৎ ত্বয়া তস্য সুমন্দবুদ্ধে-
র্গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
সকুণ্ডলং ভানুমদুত্তমাঙ্গং
কায়াৎ প্রকৃত্তং বৃধি সব্যসাচিন্ ॥ ৪১

যত্তন্ময়া বাণসমর্পিতেন
ধ্যাতোঽসি কর্ণস্য বধায় বীর।
তন্মে ত্বয়া কচ্চিদমোঘমদ্য
ধ্যানং কৃতং কর্ণনিপাতনেন ॥ ৪২

সদ্ দর্পপূর্ণঃ সমুযোধনোঽস্মা-
ন্নুদীক্ষতে কর্ণসমাশ্রয়েণ।
কচ্চিৎ ত্বয়া সোঽদ্য সমাশ্রয়োঽস্য
ভগ্নঃ পরাক্রম্য সুযোধনস্য ॥ ৪৩

যো নঃ পুরা সংসদি তানুবাচ
সভামধ্যে কৌরবাণাং সমক্ষম্।
স দুর্মতিঃ কচ্চিদুপেত্য সংখ্যে
ত্বয়া হতঃ সূতপুত্রো হ্যমর্ষী ॥ ৪৪

যঃ সূতপুত্রঃ প্রহসন্ দুরাত্মা
পুরাব্রবীন্নির্জিতাং সৌবলেন।
স্বয়ং প্রসহ্যানয় যাজ্ঞসেনী-
মপীহ কচ্চিৎ স হতস্ত্বয়াদ্য ॥ ৪৫

করিত যে, আমি অর্জুনকে বধ করিব। আজ কি তাহার এই বাক্য নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে? ৩৬

ইন্দ্রনন্দন! সেই মন্দমতি কর্ণ সর্বকালের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল যে, যতদিন কুন্তীকুমার অর্জুন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি অন্যকে দিয়া পাদধৌত করাইব না। আজ তুমি সেই কর্ণকে কি বধ করিয়াছ? ৩৭

যে দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ কৌরব-বীরগণের মধ্যে পূর্ণ সভায় দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল যে, কৃষ্ণে! তুমি এই অত্যন্ত দুর্বল, পতিত ও শক্তিহীন পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতেছ না কেন? ৩৮

যে কর্ণ তোমার জন্য এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, 'আজ আমি শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনকে বধ না করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিব না। সেই পাপাত্মা কর্ণ কি আজ তোমার বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়াছে? ৩৯

আজ সৃঞ্জয় ও কৌরবগণের মধ্যে যে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা কি তুমি জ্ঞাত হইয়াছ? যে রণে আমি এতাদৃশ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি কি আজ সেই দুরাত্মা কর্ণকে বধ করিয়াছ? ৪০

সব্যসাচী অর্জুন! তুমি রণাঙ্গনে গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত বাণসমূহে সেই মন্দমতি কর্ণের কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছ কি? ৪১

বীর! যে সময় আমি বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই সময় আমি কর্ণকে বধ করিবার জন্য তোমার চিন্তা করিয়াছি। তুমি কি আজ সেই কর্ণকে বধাধীন করিয়া দিয়া আমার সেই চিন্তাকে সফল করিয়াছ? ৪২

কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত দুর্যোধন অতিশয় গর্বিত হইয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তুমি কি আজ দুর্যোধনের সেই প্রধান আশ্রয়কে পরাক্রমপ্রকাশ করত নষ্ট করিয়া দিয়াছ? ৪৩

যে পূর্বে সভাভবনের মধ্যে কৌরবদের সাক্ষাতেই আমাদিগকে অমুরোদ্গম করিতে অসমর্থ তিলের (নপুংসকের) তুল্য বলিয়াছিল, সেই অমর্ষশীল দুর্মতি সূতপুত্র কর্ণ আজ যুদ্ধে আসিয়া তোমার দ্বারা কি নিহত হইয়াছে? ৪৪

যে দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ হাস্য করিতে করিতে পূর্বে দুঃশাসনকে এই কথা বলিয়াছিল যে, 'হে বলপুত্র শকুনি কর্তৃক

যঃ শস্ত্রভৃচ্ছ্রেষ্ঠতমঃ পৃথিব্যাঃ
পিতামহং ব্যাক্ষিপদল্পচেতাঃ।
সংখ্যায়মানোঽধিরথঃ স কচ্চিৎ
ত্বয়া হতোঽস্তাধিরথির্মহাত্মন্ ॥ ৫৬
অমর্ষজং নিকৃতিসমীরণেরিতং
হৃদি স্থিতং জ্বলনমিমং সদা মম।
হতো ময়া সোঽদ্য সমেত্য কর্ণ
ইতি ব্রুবন্ প্রশময়সেঽদ্য ফাল্গুন ॥ ৫৭

ব্রবীহি মে দুর্নয়মেতদদ্য
কথং ত্বয়া নিহতঃ সূতপুত্রঃ।
অনুব্যায়ে ত্বাং সততং প্রবীর
বৃত্রে হতেঽসৌ ভগবানিবেন্দ্রঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে
ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

জিত দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণাকে তুমি স্বয়ং যাইয়া এখানে লইয়া আইস'। তুমি কি আজ সেই কর্ণকে বিনাশ করিয়াছ? ৫৫

মহাত্মন্! যে এই ধরাতলে সমস্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত হইত এবং যে মূর্খ অর্ধরথরূপে সংখ্যাত হইয়া পিতামহ ভীষ্মের উপর অতিশয় নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই অধিরথপুত্র কর্ণকে কি তুমি আজ সংহার করিয়াছ? ৫৬

ফাল্গুন! আমার হৃদয়ে যে কর্ণের শঠতারূপ বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অমর্ষের অগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত রহিয়াছে, 'সেই কর্ণকে আজ যুদ্ধে পাইয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি' এই কথা বলিয়া তুমি কি এখন আমার সেই অগ্নিকে নির্বাপিত করিবে? ৫৭

তুমি বল, আমার নিকট এই সংবাদ অতিশয় দুর্লভ। বীরবর! তুমি সূতপুত্র কর্ণকে কিরূপে বিনাশ করিলে? আমি বৃত্রাসুরের বিনাশের পর ভগবান্ ইন্দ্রের ন্যায় তোমারও কর্ণ-বিনাশের পর তাদৃশ স্বস্থ চিত্ত করিতেছি ॥৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অধুনাপি কর্ণো ন হত ইতি নিগদ্য যুধিষ্ঠিরসমীপে কর্ণং হন্তুমর্জুনস্য প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় উবাচ।
তদ্ ধর্মশীলস্য বচো নিশম্য
রাজ্ঞঃ ক্রুদ্ধস্যাতিরথো মহাত্মা।
উবাচ দুর্ধর্ষমদীনসত্ত্বং
যুধিষ্ঠিরং জিষ্ণুরনন্তবীর্যঃ ॥ ১
অর্জুন উবাচ।
সংশপ্তকৈর্যুধ্যমানস্য মেঽদ্য
সেনাগ্রযায়ী কুরুসৈন্যেষু রাজন্।
আশীবিষাভান্ খগমান্ প্রমুঞ্চন্
দ্রৌণিঃ পুরস্তাৎ সহসাভ্যতিষ্ঠৎ ॥ ২
দৃষ্ট্বা রথং মেঘরবং মমৈব
সমস্তসেনা চ রণেঽভ্যতিষ্ঠৎ।
তেষামহং পঞ্চ শতানি হত্বা
ততো দ্রৌণিমগমং পার্থিবাগ্র্য ॥ ৩

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণ এখনও বিনষ্ট হয় নাই, এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণকে বধ করিতে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ক্রুদ্ধ ধর্মাত্মা নরপতি যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনন্তপরাক্রমশালী অতিরথী বীর মহাত্মা বিজয়শীল অর্জুন উদারচিত্ত এবং দুর্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

রাজন্! আজ আমি যখন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলাম, সেই সময় কৌরব-সৈন্যদের অগ্রগামী যোদ্ধা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২

নৃপতিশ্রেষ্ঠ! অন্যদিকে যখন কৌরবদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী মেঘসদৃশ গম্ভীর ঘর্ঘর ধ্বনিকারী আমার রথকে দেখিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল, তখন আমি সেই সৈন্যদের মধ্যে

স মাং সমাসাদ্য নরেন্দ্র যত্তঃ
সমভ্যয়াৎ সিংহমিব দ্বিপেন্দ্রঃ।
অকার্ষীচ্চ রথিনামুজ্জিহীর্ষাং
মহারাজ বধ্যতাং কৌরবাণাম্ ॥ ৪

ততো রণে ভারত দুষ্প্রকম্প্যা
আচার্য্যপুত্রঃ প্রবরঃ কুরূণাম্।
মামর্দয়ামাস শিতৈঃ পৃষৎকৈ-
র্জনার্দনং চৈব বিষাগ্নিকল্পৈঃ ॥ ৫

অষ্টাশ্ববামষ্ট শতানি বাণান
ময়া প্রযুক্তস্য বহন্তি তস্য।
তাংস্তেন মুক্তানহমস্য বাণৈ-
র্ব্যনাশয়ং বায়ুরিবাভ্রজালম্ ॥ ৬

ততোঽপরান বাণসঙ্ঘানেকা-
নাকর্ণপূর্ণায়তবিপ্রমুক্তান্।
সসর্জ শিক্ষাস্ত্রবলপ্রযত্নৈ-
স্তথা যথা প্রাবৃষি কালমেঘঃ ॥ ৭

নৈবাদদানং ন চ সন্দধানং
জানীমহে কত্তরেণাস্যতীতি।
বামেন বা যদি বা দক্ষিণেন
স দ্রোণপুত্রঃ সমরে পর্য্যবর্ত্তৎ ॥ ৮

তস্যাততং মণ্ডলমেব সজ্যং
প্রদৃশ্যতে কার্ম্মুকং দ্রোণসূনোঃ।
সোঽবিধ্যন্মাং পঞ্চভির্দ্রোণপুত্রঃ
শিতৈঃ শরৈঃ পঞ্চভির্বাসুদেবম্ ॥ ৯

অস্তং হি তং ত্রিংশতা বজ্রকল্পৈঃ
সমর্দয়ং নিমিষস্যান্তরেণ।
ক্ষণাচ্ছরাবিৎসমরূপো বভূব
সমার্দিতো মদ্বিসৃষ্টৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥ ১০

স বিক্ষরন্ রুধিরং সর্বগাত্রে
রথানীকং সূতসূনোর্বিবেশ।
ময়াভিভূতান সৈনিকানাং প্রহর্ষা-
নসৌ প্রপশ্যন্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ১১

পাঁচশত বীর যোদ্ধাকে বধ করত আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামার উপর আক্রমণ করিলাম ॥ ৩

নরেন্দ্র! যেরূপ গজরাজ সিংহের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ অশ্বত্থামা আমাকে সম্মুখে পাইয়া জয়লাভের জন্য বদ্ধপরিকর আমার উপর আক্রমণ করিল। মহারাজ! সে নিহতপ্রায় কৌরব-যোদ্ধাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ ৪

ভারত! তদনন্তর কৌরবদের প্রধান বীর দুর্দ্ধর্ষ আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা রণাঙ্গনে বিষ ও অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আমাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫

আমার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় অশ্বত্থামার জন্য আটটি গোরু- (বলদ)-যোজিত আটটি গো-যান (গোগাড়ী) শত-সহস্র বাণ বহন করিয়া আনিতে ছিল। তখন তৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণই আমি বীর তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছেদন করত সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলাম, যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকে ॥ ৬

তাহার পর যেরূপ বর্ষাকালে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শিক্ষা, অস্ত্র, বল ও চেষ্টা সহকারে যত্ন কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক বাণশ্রেণী সে আমার উপর বর্ষণ করিল ॥ ৭

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে চারিদিকে পর্য্যটন করিতে লাগিল। তখন সে কোন্ সময়ে বাণ গ্রহণ করিতেছিল, কখন উহা ধনুতে স্থাপনা করিতেছিল এবং কখন হস্তের দ্বারা বামে কিংবা দক্ষিণে নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহা আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না ॥ ৮

কেবল শুধু সহ বিস্তৃত দ্রোণপুত্রের সেই মণ্ডলাকার ধনুই আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম। সে তীক্ষ্ণ পাঁচটি বাণে আমাকে এবং পাঁচটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকেও বিদ্ধ করিল ॥ ৯

তখন আমি নিমেষকালের মধ্যেই বজ্রতুল্য ত্রিশটি সুদৃঢ় বাণের দ্বারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ পীড়িত করিলাম। আমার নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হইয়া পড়ায় কণ্টকাকীর্ণ শাবিধের (শজারু) ন্যায় সে দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১০

তখন সে সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তধারা বহন করিতে করিতে আমার দ্বারা পীড়িত হইয়া সমস্ত প্রধান সৈন্যদিগকে অভিভূত ও রক্তস্নাত দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণের রথসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১

ততোঽভিভূতং বুধি বীক্ষ্য সৈন্যং
বিত্রস্তযোধং ক্রুতবাজিনাগম।
পঞ্চাশতা রথমুখ্যৈঃ সমেত্য
কর্ণস্ত্বরন্ মামুপায়াৎ প্রমাথী ॥১১
তান্ সূদয়িত্বাহমপাস্য কর্ণং
দ্রষ্টুং ভবন্তং ত্বরয়াভিযাতঃ।
সর্বে পাঞ্চালা হ্যাত্মজিজ্ঞাসু স্ম কর্ণং
দৃষ্ট্বা গাবঃ কেশরিণং যথৈব ॥ ১৩
মৃত্যোরাস্যং ব্যাত্তমিবাভিপন্ন
প্রভদ্রকাঃ কর্ণমাসাদ্য রাজন্।
রথাংস্তু তান্ সপ্তশতান্ নিমগ্নাং-
স্তদা কর্ণঃ প্রাচিনোন্মৃত্যুসঙ্গ ॥ ১৪
ন চাপ্যভূৎ ক্লান্তমনাঃ স রাজন্
যাবন্নাস্মান্ দৃষ্টবান্ সূতপুত্রঃ।
শ্রুত্বা তু ত্বাং তেন দৃষ্টং সমেত-
মশ্বত্থাম্না পূর্বতরং ক্ষতঞ্চ ॥ ১৫
মন্যে কালমপযানস্য রাজন্
ক্রূরাৎ কর্ণাৎ তেঽহমচিন্ত্যকর্মন

ময়া কর্ণস্যাস্ত্রমিদং পুরস্তাদ্
যুদ্ধে দৃষ্টং পাণ্ডব চিত্ররূপম্ ॥ ১৬
ন হ্যন্যযোদ্ধা বিদ্যতে সৃঞ্জয়ানাং
মহারথং যোঽদ্য সহেত কর্ণম্।
শৈনেয়ো মে সাত্যকিশ্চক্ররক্ষৌ
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চাপি তথৈব রাজন্ ॥ ১৭
যুধামন্যুশ্চোত্তমৌজাশ্চ শূরৌ
পৃষ্ঠতো মাং রক্ষতাং রাজপুত্রৌ।
রথপ্রবীরেণ মহানুভাব
দ্বিষৎসৈন্যে বর্ততা দুস্তরেণ ॥ ১৮
সমেত্যাহং সূতপুত্রেণ সংখ্যে
বৃত্রেণ বজ্রীব নরেন্দ্রমুখ্য
যোৎস্যাম্যহং ভারত সূতপুত্র-
মস্মিন্ সংগ্রামে যদি বৈ দৃশ্যতেঽদ্য ॥১৯
আয়াহি পশ্যাদ্য যুযুৎসমানং
মাং সূতপুত্রস্য রণে জয়ায়।
মহোরগস্যেব মুখং প্রপন্নাঃ
প্রভদ্রকাঃ কর্ণমভিদ্রবন্তি ॥ ২০

তাহার পর যুদ্ধস্থলে নিজের সৈন্যদিগকে ভয়াক্রান্ত হইতে এবং ত্রস্ত অশ্বদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া পঞ্চাশ জন মুখ্য মুখ্য রথী যোদ্ধাদের সহিত শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ কর্ণ অতিশয় ত্বরা করিয়া আমার নিকট আসিল ॥ ১২

সেই পঞ্চাশ জন রথীকে সংহার করত কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ত্বরা সহকারে আপনাকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। যেরূপ গো-গণ সিংহকে দেখিয়া ভীত হয়, সেইরূপ সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যগণ কর্ণকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৩

রাজন্! মৃত্যুর বিস্তারিত মুখের সদৃশ কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভদ্রকগণ অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। কর্ণ যুদ্ধের সমুদ্রে নিমজ্জিত সেই সাত শত রথী যোদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ১৪

অচিন্ত্যকর্মা রাজন্! যতক্ষণ না সূতপুত্র কর্ণ আমাদের দেখা পায়, ততক্ষণ তাহার মনে কোন উদ্বেগ হইবে না। আমি যখন শুনিলাম যে, সে প্রথমে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল এবং আপনার সহিত তাহার যুদ্ধও হইয়াছিল, ইহার পূর্বে অশ্বত্থামা আপনাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল, তখন আমি ক্রূরকর্মা কর্ণের সম্মুখ হইতে আপনার নিকট আসাই কর্তব্য বলিয়া মনে করিলাম ॥ ১৫½

পাণ্ডুনন্দন! আমি যুদ্ধে আপনার সম্মুখে কর্ণের এই বিচিত্র অস্ত্রকে দেখিয়াছি। সৃঞ্জয়গণের মধ্যে অপর কোন এরূপ যোদ্ধা দেখা যায় না, যে আজ কর্ণের সম্মুখীন হইতে পারিবে ॥ ১৬½

রাজন্! শিনিপুত্র সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষক হউক; যুধামন্যু ও উত্তমৌজা—এই দুই বীরবর রাজকুমার আমার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হউক ॥ ১৭½

মহানুভাব! ভরতবংশী নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুসৈন্যের মধ্যে বিদ্যমান রথী বীরগণের প্রধান বীর দুর্জয় সূতপুত্র কর্ণের সহিত যদি এই সংগ্রামে আমার সাক্ষাৎকার হয়, তবে আমি সংগ্রামে মিলিত হইয়া সেইরূপ যুদ্ধ করিব, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

আসুন, দর্শন করুন, আজ আমি রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণের উপর জয়লাভের জন্য যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। প্রভদ্রকগণ কর্ণের দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—তাহারা অজগরের মুখে পতিত হইয়াছে ॥ ২০

ষট্‌সাহস্রা ভারত রাজপুত্রাঃ
স্বর্গায় লোকায় রণে নিমগ্নাঃ।
কর্ণং ন চেদদ্য নিহন্মি রাজন্
সবান্ধবং যুধ্যমানং প্রসহ্য ॥ ২১
প্রতিশ্রুত্যাকুর্বতো বৈ গতির্যা
কষ্টা যাতা তামহং রাজসিংহ।

আমন্ত্রয়ে ত্বাং ব্রূহি জয়ং রণে মে
পুরা ভীমং ধার্তরাষ্ট্রা প্রসহ্য ॥ ২২
সৌভিং হনিষ্যামি নরেন্দ্রসিংহ
সৈন্যং তথা শত্রুগণাংশ্চ সর্বান্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অর্জুনবাক্যে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

ভারত! ছয় হাজার রাজকুমার স্বর্গলোকে যাইবার জন্য যুদ্ধ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। রাজশ্রেষ্ঠ রাজন্! যদি আজ আমি বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধে তৎপর কর্ণকে হঠাৎ সংহার না করি, তবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার পালন না করিলে পর যে দুঃখদায়ক গতি হইয়া থাকে, সেই গতিই আমি প্রাপ্ত হইব ॥ ২১½

আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি রণাঙ্গনে আমার জয়লাভসূচক আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। নরপতিশ্রেষ্ঠ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ভীমসেনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি তাহার পূর্ব্বেই সূতপুত্র কর্ণকে, তাহার সৈন্যবাহিনীকে এবং সমস্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিব ॥ ২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনং প্রতি যুধিষ্ঠিরস্য অবমানজনক-ক্রোধপূর্ণ-বাক্যকথনম্।]

সঞ্জয় উবাচ

শ্রুত্বা কর্ণং কলামুদারবীর্য্যাং
ক্রুদ্ধঃ পার্থঃ ফাল্গুনস্তামিতৌজাঃ।
ধনঞ্জয়ং বাক্যমুবাচ চেদং
যুধিষ্ঠিরঃ কর্ণশরাভিতপ্তঃ ॥ ১
বিপ্রদ্রুতা ভাত চমূস্তবীয়া
ভিরস্কৃতা চাদ্য যথা ন সাধু।
ভীতো ভীমং ত্যজ্য চায়াস্তথা ত্বং
যন্নাশকঃ কর্ণমধো নিহন্তুম ॥ ২

স্নেহন্বয়া পার্থ কৃতঃ পৃথায়া
গর্ভঃ সমাবিশ্য যথা ন সাধু
ত্যক্ত্বা রণে যদপায়াঃ স ভীমং
যন্নাশকঃ সূতপুত্রং নিহন্তুম ॥ ৩
যৎ তদ্ বাক্যং দ্বৈতবনে ত্বয়োক্তং
কর্ণং হন্তাস্ম্যেকরথেন সত্যম্।
ত্যক্ত্বা তং বৈ কথমদ্যাপযাতঃ
কর্ণাদ্ ভীতো ভীমসেনং বিহায় ॥ ৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অপমানকর ক্রোধপূর্ণ বাক্য কথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বাণসমূহে সন্তপ্ত অমিত-তেজস্বী কুন্তীকুমার রাজা যুধিষ্ঠির অধিক বলশালী কর্ণকে কুপিত থাকিতে শুনিয়া অর্জুনের উপর ক্রোধ করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

তাত! তোমার সমস্ত সৈন্যরা পলায়ন করিয়াছে। তুমি আজ তাহাকে অতিশয় উপেক্ষা করিয়াছ, যাহা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। যখন তুমি কর্ণকে বিনাশ করত তাহাকে ভয় করিতে পারিলে না, তখন সেখানে ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়বশতঃ তুমি স্বয়ংই এখানে চলিয়া আসিয়াছ ॥ ২

পার্থ! তুমি কুন্তীদেবীর গর্ভে বাস করিয়াও নিজের সহোদর ভ্রাতার প্রতি এরূপ স্নেহ দেখাইয়াছ, যাহাকে কেহই উত্তম বলিয়া বলিতে পারিবে না; কারণ, যখন তুমি সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইলে না, তখন তুমি ভীমসেনকে একাকী রণাঙ্গনে পরিহার করত স্বয়ংই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ॥ ৩

তুমি দ্বৈতবনে এই যে সত্য বাক্য বলিয়াছিলে, আমি এক-

ইদং যদি দ্বৈতবনেঽপ্যচক্ষ:
কর্ণং যোদ্ধুং ন প্রশক্ষ্যে নৃপেতি।
বয়ং ততঃ প্রাপ্তকালং সমে
কৃত্যান্যুপৈষ্যাম তথৈব পার্থ ॥ ৫
ময়ি প্রতিজ্ঞত্য বধং হি তস্য
ন বৈ কৃতং তচ্চ তথৈব বীর।
আনীয় নঃ শত্রুমধ্যং স কস্মাৎ
সমুৎক্ষিপ্য স্থণ্ডিলে প্রত্যপিংষ্ঠা ॥ ৬
অপ্যাশিষ বয়মজু ন ত্বয়ি
যিষাসবো বহু কল্যাণমিষ্টম্।
তন্নঃ সর্বং বিফলং রাজপুত্র
ফলার্থিনাং বিফল ইবাভিপুষ্পঃ ॥ ৭
প্রচ্ছাদিতং বড়িশমিবামিষেণ
সম্ভাদিতংগরলমিবাশনেন।
অনর্থকং মে দর্শিতবানসি ত্বং
রাজ্যার্থিনো রাজ্যরূপং বিনাশম্ ॥ ৮

ত্রয়োদশেমা হি সমাঃ সদা বয়ং
ত্বামম্বজীবিম্ব ঘনজ্বরাশয়া।
কালে বর্ষং দেবমিবোপ্তবীজং
তন্নঃ সর্বান্ নরকে ত্বং মমজ্জঃ ॥ ৯
যত্তৎ পৃথাং বাগুবাচান্তরিক্ষে
সপ্তাহজাতে ত্বয়ি মন্দবুদ্ধে।
জাতঃ পুত্রো বাসববিক্রমোঽয়ং
সর্বান্ শূরান্ শাত্রবান্ জেষ্যতীতি ॥ ১০
অয়ং জেতা খাণ্ডবে দেবসঙ্ঘান্
সর্বাণি ভূতান্যপি চোত্তমৌজাঃ।
অয়ং জেতা মদ্র-কলিঙ্গ-কৈকয়া-
নয়ং কুরূন্ রাজমধ্যে নিহন্তা ॥ ১১
অস্মাৎ পরো নো ভবিতা ধনুর্ধরো
নৈনং ভূতং কিঞ্চন জাতু জেতা।
ইচ্ছন্নয়ং সর্বভূতানি কুর্যাদ্
বশে বশী সর্বসমাপ্তবিদ্যঃ ॥ ১২

মাত্র রথের দ্বারা যুদ্ধে কর্ণকে বিনাশ করিব। তুমি সেই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়াই কেন এখানে চলিয়া আসিয়াছ ? ৪

পার্থ! যদি তুমি দ্বৈতবনে এই কথা বলিতে যে, হে নৃপ! আমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিব না, তাহা হইলে আমরা সময়োচিত কর্তব্য স্থির করত তদনুসারে কার্য করিতাম ॥ ৫

বীর! তুমি আমার নিকটে কর্ণকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করত তাহা আর পালন করিলে না। যদি তোমার এরূপ করিবারই ইচ্ছা ছিল, তবে আমাদিগকে শত্রুর মধ্যে লইয়া গিয়া প্রস্তরনির্মিত বেদীর উপরে নিক্ষেপ পূর্বক পেষণ করিলে কেন ? ৬

রাজকুমার অর্জুন! আমরা বহু মঙ্গলময় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা পোষণ করত তোমার উপর আশা করিয়া আছি; কিন্তু ফলপ্রার্থী মনুষ্যগণকে অধিক পুষ্পযুক্ত ফলহীন বৃক্ষ যেরূপ নিরাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমার নিকট হইতে আমাদের সকল আশা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ॥ ৭

আমি রাজ্য লাভ করিতে অভিলাষী; কিন্তু তুমি মাংসাচ্ছাদিত কণ্টকের ন্যায় এবং ভোজনসামগ্রীতে আবৃত বিষের ন্যায় আমাকে রাজ্যরূপে অনর্থকর বিনাশকেই আজ দর্শন করাইলে ॥ ৮

ঘনঞ্জয়! যেরূপ বপন করা বীজ যথাসময়ে মেঘের দ্বারা কৃত জলবর্ষণের প্রত্যাশায় জীবিত থাকে, সেইরূপ আমরাও ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত সর্বদা তোমারই আশা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু তুমি আমাদের সকলকে নরকে (অতিশয় সঙ্কটে) পাতিত করিলে ॥ ৯

মন্দবুদ্ধি অর্জুন! তোমার জন্মের যখন সাত দিন হইয়াছে, সেই সময় মাতা কুন্তীদেবীকে আকাশবাণী এই কথা বলিয়াছিল যে, দেবি! তোমার এই পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী হইয়া জন্মিয়াছে। এই নবজাত সন্তান নিজের সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিবে ॥ ১০

এই মহাতেজস্বী বালক খাণ্ডববনে দেবগণকে এবং সমস্ত প্রাণীবর্গকেও জয় করিবে। এই বালক মদ্র, কলিঙ্গ ও কেকয়দিগকে জয় করিবে এবং রাজসমক্ষে কৌরবসকলকেও বিনাশ করিবে ॥ ১১

ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ব্যক্তি ধনুর্ধর হইবে না, কোনও প্রাণী ইহাকে কখনও জয় করিতে পারিবে না। এই বালক নিজের মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত রাখিয়া সমস্ত বিদ্যা লাভ করিবে এবং সকল প্রাণীকেই নিজের অধীনে রাখিবে ॥ ১২

কান্ত্যা শশাঙ্কস্য জবেন বায়োঃ
স্থৈর্যেণ মেরোঃ ক্ষময়া পৃথিব্যাঃ।
সূর্য্যস্য ভাসা ধনদস্য লক্ষ্ম্যা
শৌর্য্যেণ শক্রস্য বলেন বিষ্ণোঃ ॥ ১৩
তুল্যা মহাত্মা ইব কুন্তি পুত্রো
জাতোঽদিতেবিষ্ণুরিবারিহন্তা।
দ্বেষ্যাং জয়ায় দ্বিষতাং বধায়
খ্যাতোঽমিতৌজাঃ কুলভন্তুকর্তা ॥ ১৪
ইত্যন্তরিক্ষে শতশৃঙ্গমূর্দ্ধি
তপস্বিনাং শৃণ্বতাং বাগুবাচ।
এবংবিধং তচ্চ নাভূৎ তথা চ
দেবাপি নূনমনৃতং বদন্তি ॥ ১৫
তথা পরেষামৃষিসত্তমানাং
শ্রুত্বা গিরঃ পূজয়তাং সদা ত্বাম্।
ন সন্নতিং প্রৈমি সুযোধনস্য
ন ত্বাং জানাম্যাধিরথের্ভয়ার্তম্ ॥ ১৬
পূর্বং যদুক্তং হি সুযোধনেন
ন ফাল্গুনঃ প্রমুখে স্থাস্যতীতি।
কর্ণস্য যুদ্ধে হি মহাবলস্য
মৌর্খ্যাৎ তু তন্নাববুদ্ধং ময়াঽঽসীৎ ॥ ১৭
তেনাদ্য তস্যো ভৃশমপ্রমেয়ং
যচ্ছক্রবর্গে নরকং প্রবিষ্টঃ।
তদৈব বাচ্যোঽস্মি নমু ত্বয়াহং
ন যোৎস্যেঽহং সূতপুত্রং কথঞ্চিৎ ॥ ১৮
ততো নাহং সৃঞ্জয়ান্ কেকয়াংশ্চ
সমানয়েয়ং সুহৃদো রণায়।
এবং গতে কিঞ্চ ময়াদ্য শক্যং
কার্য্যং কর্তুং বিগ্রহে সূতজস্য ॥ ১৯
তথৈব রাজ্ঞশ্চ সুযোধনস্য
যে বাপি মাং যোদ্ধুকামাঃ সমেতাঃ।
ধিগস্তু মজ্জীবিতমদ্য কৃষ্ণ
যোঽহং বশং সূতপুত্রস্য যাতঃ ॥ ২০
মধ্যে কুরূণাং সুহৃদাঞ্চ মধ্যে
যে চাপ্যন্যে যোদ্ধুকামাঃ সমেতাঃ।
(একস্তু মে ভীমসেনোঽদ্য নাথো
যেনাভিপন্নোঽস্মি রণে মহাভয়ে।

এই বালক চন্দ্রের কান্তি, বায়ুর বেগ, মেরুপর্ব্বতের স্থিরতা, পৃথিবীর ক্ষমা, সূর্য্যের প্রভা, কুবেরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শৌর্য্য ও ভগবান্ বিষ্ণুর বলের ন্যায় বল লাভ করিবে ॥ ১৩

কুন্তি! তোমার এই মহাত্মা পুত্র অদিতিদেবীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত শত্রুহন্তা ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই অমিতবলশালী বালক স্বজনগণের জয় ও শত্রুদিগের বধের জন্য প্রসিদ্ধ এবং নিজের কুলপরম্পরার প্রবর্তক হইবে ॥ ১৪

শতশৃঙ্গ পর্ব্বতশিখরে তপস্বী মহাত্মাগণকে শুনাইতে শুনাইতে এই আকাশবাণী হইয়াছিল; কিন্তু তাহার এই বাক্য সফল হইল না। নিশ্চয় দেবতাগণও মিথ্যা বলিয়া থাকেন ॥ ১৫

এইরূপ অন্য মহর্ষিগণও সদা তোমার প্রশংসা করিতে করিতে এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াই আমি দুর্য্যোধনের সম্মুখে কখনও নতমস্তক হই নাই; কিন্তু আমি ইহা জানিতে পারি নাই যে, তুমি অধিরথপুত্র কর্ণের ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িবে ॥ ১৬

দুর্য্যোধন পূর্ব্বে যে এই কথা বলিয়াছিল—'অর্জুন যুদ্ধে' মহাবল কর্ণের সম্মুখে থাকিতে পারিবে না'। তাহার এই কথার উপর আমি মূর্খতাবশতঃ বিশ্বাস করিতে পারি নাই ॥ ১৭

সেইজন্য আজ সঙ্কট হইতেছি। শত্রুগণের মধ্যে আমি বিরোধিতা করিয়া অত্যন্ত অসীম নরক-তুল্য সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। অর্জুন! পূর্ব্বেই তোমার বলা উচিত ছিল যে, আমি সূতপুত্র কর্ণের সহিত কোন প্রকারে যুদ্ধ করিব না ॥ ১৮

এইরূপ অবস্থায় আমি সৃঞ্জয়, কেকয় ও অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গকে যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ করিতাম না। আজ যখন এরূপ পরিস্থিতি উৎপন্ন হইয়াছে, তখন সূতপুত্র কর্ণ, রাজা দুর্য্যোধন এবং অন্য যে সমস্ত ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া একত্রিত হইয়াছে, ইহাদের সকলের সহিত আরম্ভ যুদ্ধে আমি আর কোন্ কার্য করিতে সমর্থ হইব? ১৯½

হে কৃষ্ণ! কৌরবগণ সুহৃদ্‌বর্গ এবং অন্য যে সমস্ত যোদ্ধা যুদ্ধ বাসনা করিয়া সমবেত হইয়াছে, আজ আমি ইহাদের সকলের সহিত সূতপুত্র কর্ণের অধীনস্থ হইয়া যাইলাম। আমার জীবনে ধিক্ ॥ ২০½

(আজ একমাত্র ভীমসেনই আমার রক্ষক, যে মহাভয়প্রদ সংগ্রামে সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। সে আমাকে

বিমোচ্য মাং চাপি রথান্বিতস্ততঃ
শরেণ তীক্ষ্ণেন বিভেদ কর্ণম্ ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ সমরে ভীমসেন-
শ্চক্রে যুদ্ধং কুরুভিঃ সমেতৈঃ
গদাগ্রহস্তো রুধিরোক্ষিতাঙ্গ-
শ্চরন্ রণে কাল ইবান্তকালে ।
অসৌ হি ভীমস্য মহান্ নিনাদো
মুহুর্মুহুঃ শ্রূয়তে ধার্তরাষ্ট্রৈঃ ।)
যদি স্ম জীবেৎ স ভবেদ্বিহন্তা
মহারথানাং প্রবরো রথোত্তমঃ ।
তবাভিমন্যুস্তনয়োঽদ্য পার্থ
ন চাস্মি গন্তা সমরে পরাভবম্ । ২১
অথাপি জীবেৎ সমরে ঘটোৎকচ-
স্তথাপি নাহং সমরে পরাঙ্মুখঃ
(ভীমস্য পুত্রঃ সমরাগ্রযায়ী
মহাস্ত্রবিচ্ছাপি তবানুরূপঃ
যত্নং সমাসাদ্য রিপোর্বলং নো
নিমীলিতাক্ষঃ ভয়বিপ্লুতং ভবেৎ ।
চকার যোঽসৌ নিশি যুদ্ধমেক-
স্ত্যক্ত্বা রথং যস্য ভয়াদ্ দ্রবন্তে ।
স চেৎ সমাসাদ্য মহানুভাবঃ
কর্ণং রণে বাণগণৈঃ প্রমোহ্য ।
ধৈর্য্যে স্থিতেনাপি চ সূতজেন
শক্ত্যা হতো বাসবদত্তয়া ভয়া ।)
মম দুর্ভাগ্যানি পুরা কৃতানি
পাপানি নূনং বলবন্তি যুদ্ধে । ২২
তৃণঞ্চ কৃত্বা সমরে ভবন্তং
ততোঽহমেবং নিকৃতো দুরাত্মনা ।
বৈকর্তনেনৈব তথা কৃতোঽহং
যথা দুশঙ্কঃ ক্রিয়তে হ্যবান্ধবঃ । ২৩
আপদ্গতং কঞ্চন যো বিমোক্ষেৎ
স বান্ধবঃ স্নেহযুক্তঃ সুহৃচ্চ ।
এবং পুরাণা মুনয়ো বদন্তি
ধর্মঃ সদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতশ্চ । ২৪

সঙ্কট মুক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকেও বিদ্ধ করিয়াছিল ।

তখন ভীমসেনের শরীর রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি সে হাতে গদা ধারণ করত প্রলয়কালে যমরাজের ন্যায় রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিল এবং প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত সমরাঙ্গণে সমবেত কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের সহিত যুদ্ধরত ভীমসেনের এই প্রচণ্ড সিংহনাদ বারংবার শুনা যাইতেছে।)

পার্থ! যদি মহারথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম রথী যোদ্ধা তোমার পুত্র অভিমন্যু জীবিত থাকিত, তবে সে অবশ্যই শত্রুদিগকে বধ করিত; আর আমাকেও রণাঙ্গনে এরূপ অপমান ভোগ করিতে হইত না। যদি সমরাঙ্গণে ঘটোৎকচও জীবিত থাকিত, তবে আমাকে সেখান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে হইত না। ২১½

(ভীমসেনের পুত্র এই ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে অগ্রগামী যোদ্ধা, মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ এবং তোমারই তুল্য পরাক্রমশালী ছিল। সে থাকিলে পর আমার শত্রুসৈন্যরা যত্ন করিয়াও কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিত না এবং ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া দিত।

সেই মহানুভব বীর একাকীই রাত্রিকালে যুদ্ধ করিয়াছিল, যাহার ভয়ে শত্রু-সৈন্যরা ভীত হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। সে কর্ণের উপর আক্রমণ করিয়া রণাঙ্গনে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সকল যোদ্ধাকে মোহগ্রস্ত করিয়াছিল, কিন্তু ধৈর্য্যসহকারে অবস্থিত কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তির দ্বারা তাহাকে সংহার করিয়াছে।)

নিশ্চয়ই আমার দুর্ভাগ্য ও পূর্ব্বকৃত পাপসকলই এই যুদ্ধে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দুরাত্মা কর্ণ সমরাঙ্গণে তোমাকে তৃণের ন্যায় গণ্য করিয়া আমাকে এতাদৃশ অপমান করিয়াছে। কোন শক্তিপুত্র এবং বন্ধু-বান্ধবহীন অসহায় মনুষ্যের প্রতি যে আচরণ করা হয়, কর্ণ সেরূপ আচরণই আমার সহিত করিয়াছে ॥ ২২-২৩

যে কোনও ব্যক্তি যদি বিপদাপন্ন মানুষকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু এবং স্নেহময় সুহৃৎ। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই কথাই বলিয়াছেন, আর ইহাই সর্ব্বদা সৎপুরুষগণের পালিত ধর্ম্ম । ২৪

ত্বষ্টা কৃতং বাহমকৃজনাক্ষং
শুভং সমাস্থায় কপিধ্বজং তম্।
খড়্গং গৃহীত্বা হেমপট্টানুবদ্ধং
ধনুশ্চেদং গাণ্ডিবং তালমাত্রম্ ॥ ২৫

স কেশবেনোহ্যমানঃ কথং ত্বং
কর্ণাদ্ ভীতো ব্যপযাতোঽসি পার্থ।
ধনুশ্চ তৎ কেশবায় প্রযচ্ছ
যস্তা ভবিষ্যত্যুরণে কেশবস্ত ॥ ২৬

তদাহনিষ্যং কেশবঃ কর্ণমুগ্রং
মরুৎপতির্বৃত্রমিবাস্তবজ্রঃ।
রাধেয়মেতং যদি নাদ্য শস্ত-
শ্চরন্তমুগ্রং প্রতিবাধনায় ॥ ২৭

প্রযচ্ছাস্মৈ গাণ্ডিবমেতদদ্য
ত্বত্তো যোঽন্যৈরস্ত্যধিকো বা নরেন্দ্রঃ।
অস্মান্ নৈবং পুত্রদারৈর্বিহীনান্
সুখাদ্ ভ্রষ্টান্ রাজ্যনাশাচ্চ কৃষ্ণঃ ॥২৮

দ্রষ্টা লোকঃ পতিতানপ্যগাধে
পাপৈর্জুষ্টে নরকে পাণ্ডবেয়।
মাসেঽপতিষ্যঃ পঞ্চমে ত্বং সুকৃচ্ছ্রে
ন বা গর্ভে আভবিষ্যঃ পৃথায়াঃ ॥ ২৯

তৎ তে শ্রেয়ো রাজপুত্রাভবিষ্য-
ন্নচেৎ সংগ্রামাদপযানং দুরাত্মন্।
ধিগ্ গাণ্ডীবং ধিক্ চ তে বাহুবীর্য্য-
মসংখ্যেয়ান্ বাণগণাংশ্চ ধিক্ তে।
ধিক্ তে কেতুং কেশরিণঃ সুতস্য
কৃশানুদত্তঞ্চ রথঞ্চ ধিক্ তে ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরক্রোধবাক্যে
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

কুন্তীনন্দন! তোমার রথ সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার অক্ষসমূহ হইতে কোন শব্দ উত্থিত হয় না। তাহার উপরে বানরধ্বজ উড়িতেছে। এরূপ শুভলক্ষণ রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণখচিত খড়্গ ও চারিহাত পরিমাণ শ্রেষ্ঠ ধনু গাণ্ডীব ধারণ করত এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সারথি কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়াও তুমি কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কিরূপে পলাইয়া আসিলে? ২৫½

তুমি তোমার গাণ্ডীব-ধনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দাও এবং স্বয়ং রণাঙ্গনে ইঁহার সারথি হও। তখন ইন্দ্র যেরূপ বজ্র ধারণ করত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণও ভয়ঙ্কর বীর কর্ণকে সংহার করিবেন। ২৬½

যদি তুমি আজ রণভূমিতে বিচরণকারী এই ভয়ানক বীর রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখীন হইতে না পার, তবে এখন এই গাণ্ডীব ধনু অন্য কোন এরূপ রাজাকে প্রদান কর, যিনি তোমা অপেক্ষা অস্ত্রবলে অধিক বলীয়ান্। ২৭½

পাণ্ডুনন্দন! এইভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর সংসারে সকল মানুষ আমাকে পুনরায় এরূপ স্ত্রী-পুত্রগণের সংযোগ হইতে এবং রাজ্য নষ্ট হওয়ায় সুখ লাভ হইতে বঞ্চিত ও পাপিগণের দ্বারা সেবিত অগাধ নরক-তুল্য কষ্টে পতিত দেখিতে পাইবে না। ২৮½

দুরাত্মা রাজপুত্র! যদি তুমি পাঁচ মাসে মাতা কুন্তীদেবীর গর্ভ হইতে পতিত হইতে অথবা মাতার অন্যান্য কষ্টদায়ক গর্ভে না আসিতে, তবে তোমার পক্ষে উহাই ভাল হইত; কারণ, এরূপ অবস্থায় তোমাকে যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিবার কলঙ্ক লাভ করিতে হইত না। ২৯½

ধিক্ তোমার এই গাণ্ডীব ধনুকে, ধিক্ তোমার এই বাহুবয়ের বলকে, ধিক্ তোমার এই অসংখ্য বাণকে, ধিক্ তোমার কেশরীর (বানর) পুত্র হনুমান কর্তৃক অধিষ্ঠিত ধ্বজকে এবং ধিক্ অগ্নিদেব কর্তৃক প্রদত্ত এই রথকে। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বান্তর্গত যুধিষ্ঠিরের ক্রোধবাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরবধার্থমুদ্যতমর্জুনং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন বলাকব্যাধ-কৌশিকমুনয়োরুপাখ্যানং শ্রাবয়িত্বা তস্মৈ ধর্মতত্ত্বোপদেশঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
অসিং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো জিঘাংসুর্ভরতর্ষভম্। ১

তস্য কোপং সমুদ্বীক্ষ্য চিন্তজ্ঞঃ কেশবস্তদা।
উবাচ কিমিদং পার্থ গৃহীতঃ খড়্গ ইত্যুত। ২
ন হি পশ্যামি যোদ্ধব্যং ত্বয়া কিঞ্চিদ্ ধনঞ্জয়।
তে ভ্রাতা ধার্তরাষ্ট্রা হি ভীমসেনেন ধীমতা। ৩
অপযাতোঽসি কৌন্তেয় রাজা দ্রষ্টব্য ইত্যপি।
স রাজা ভবতা দৃষ্টঃ কুশলী চ যুধিষ্ঠিরঃ। ৪
স দৃষ্ট্বা নৃপশার্দূলং শার্দূলসমবিক্রমম্।
হর্ষকালে চ সম্প্রাপ্তে কিমিদং মোহকারিতম্। ৫
ন তং পশ্যামি কৌন্তেয় যস্তে বধ্যো ভবিষ্যতি।
প্রহর্তুমিচ্ছসে কস্মাৎ কিং বা তে চিত্তবিভ্রমঃ। ৬
কস্মাদ্ ভবান্ মহাখড়্গং পরিগৃহ্যাতি সত্বরঃ।
তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি কৌন্তেয় কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্। ৭
পরামৃশসি যৎ ক্রুদ্ধঃ খড়্গামদ্ভুতবিক্রম।
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন প্রেক্ষমাণো যুধিষ্ঠিরম্। ৮
অর্জুনঃ প্রাহ গোবিন্দং ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।
অস্মৈ দেহি গাণ্ডীবমিতি মাং যোঽভিচোদয়েৎ। ৯
ভিন্দ্যামহং তস্য শির ইত্যুপাংশুব্রতং মম।
তদুক্তং মম চানেন রাজ্ঞামিতপরাক্রম। ১০
সমক্ষং তব গোবিন্দ ন তৎ ক্ষন্তুমিহোৎসহে।
তস্মাদেনং বধিষ্যামি রাজানং ধর্মভীরুকম্। ১১
প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যামি হ্যেষ নরসত্তমম।
এতদর্থং ময়া খড়্গো গৃহীতো যদুনন্দন। ১২

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত অর্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বলাক-ব্যাধ ও কৌশিক মুনির উপাখ্যান শুনাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মের তত্ত্ব উপদেশ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর শ্বেতবাহন কুন্তীনন্দন অর্জুনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় তরবারি গ্রহণ করিলেন। ১

সেই সময় তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া সকলের মনোভাব জানিতে সমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পার্থ! এ কি? তুমি তরবারি গ্রহণ করিলে কেন? ২

ধনঞ্জয়! এখানে তোমার কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, এরূপ কাহাকেও ত' দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে ভীমসেন গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। ৩

কুন্তীনন্দন! তুমি ত' এই চিন্তা করিয়া চলিয়া আসিলে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিব। সেই তুমি রাজাকে দর্শন করিয়াছ। রাজা যুধিষ্ঠিরও সর্ব্বতোভাবে কুশলেই আছেন। ৪

সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুস্থ দেখিয়া যখন তোমার হর্ষ হইবার সময়, তখন এই মোহ হইতে উৎপন্ন বিকারে কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে? ৫

পার্থ! তুমি কি হেতু ত্বরা করিয়া এই বিশাল খড়্গ গ্রহণ করিলে? অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীর! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি বল—এখন তুমি কি করিতে অভিলাষী হইয়াছ? কাহার জন্য কুপিত হইয়া তরবারি উত্তোলিত করিয়াছ? ৬-৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৮-৯

যে ব্যক্তি আমাকে বলিবে যে, তুমি তোমার গাণ্ডীব-ধনু অন্যকে প্রদান কর, আমি তাহার শিরশ্ছেদ করিব। আমি মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছি। অনন্ত পরাক্রমশালী গোবিন্দ! আপনার সম্মুখেই এই মহারাজ আমাকে সেই কথা বলিয়াছেন; অতএব আমি ইঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না, এই ধর্ম্মভীরু রাজাকে বধ করিব। ১০-১১

যদুনন্দন! এই নরশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব; সেইজন্য আমি এই খড়্গ গ্রহণ করিয়াছি। ১২

সোঽহং যুধিষ্ঠিরং হত্বা সত্যাস্থানৃণ্যতাং গতঃ।
বিশোকো বিজ্বরশ্চাপি ভবিষ্যামি জনার্দ্দন ॥ ১৩

কিং বা ত্বং মন্যসে প্রাপ্তমস্মিন্ কাল উপস্থিতে।
ত্বমস্য জগতস্তাত বেত্থ সর্বং গতাগতম্ ॥ ১৪

তৎ তথা প্রকরিষ্যামি যথা মাং বক্ষ্যতে ভবান্।

সঞ্জয় উবাচ।

ধিগ্ ধিগিত্যেব গোবিন্দঃ পার্থমুক্ত্বাব্রবীৎ পুনঃ ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ইদানীং পার্থ জানামি ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া।
কালে ন পুরুষব্যাঘ্র সংরম্ভং যদ্ ভবানগাৎ ॥ ১৬
ন হি ধর্মবিভাগজ্ঞঃ কুর্য্যাদেবং ধনঞ্জয়।
যথা ত্বং পাণ্ডবাস্তেহ ধর্মভীরুরপণ্ডিতঃ ॥ ১৭
অকার্য্যাণাং ক্রিয়াণাঞ্চ সংযোগং যঃ করোতি বৈ।
কার্য্যাণামক্রিয়াণাঞ্চ স পার্থ পুরুষাধমঃ ॥ ১৮
অনুসৃত্য তু যে ধর্মং কথয়েয়ুরুপস্থিতাঃ।
সমাসবিস্তরবিদাং ন তেষাং বেৎসি নিশ্চয়ম্ ॥ ১৯

অনিশ্চয়জ্ঞো হি নরঃ কার্য্যাকার্য্যবিনিশ্চয়ে।
অবশো মুহ্যতে পার্থ যথা ত্বং মূঢ় এব তু ॥ ২০
ন হি কার্য্যমকার্য্যং বা সুখং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।
শ্রুতেন জ্ঞায়তে সর্বং তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে ॥ ২১
অবিজ্ঞানাদ্ ভবান্ যচ্চ ধর্মং রক্ষতি ধর্মবিৎ।
প্রাণিনাং ত্বং বধং পার্থ ধার্মিকো নাববুধ্যসে ॥ ২২
প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্ মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্ বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন ॥ ২৩
স কথং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং রাজানং ধর্মকোবিদম্।
হন্যাদ্ ভবান্ নরশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতোঽন্যঃ পুমানিব ॥ ২৪
অধৃষ্যমানস্য বধস্তথাশস্ত্রোদ্যতস্য মানদ।
পরাঙ্মুখস্য দ্রবতঃ শরণং চাপি গচ্ছতঃ ॥ ২৫
কৃতাঞ্জলেঃ প্রপন্নস্য প্রমত্তস্য তথৈব চ।
ন বধঃ পূজ্যতে সদ্ভিস্তচ্চ সর্বং গুরৌ তব ॥ ২৬

জনার্দ্দন! আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করত সেই সত্য প্রতিজ্ঞার পালনে ঋণমুক্ত হইব এবং শোক ও চিন্তাহীন হইয়া যাইব ॥ ১৩

তাত! আপনি এই সময়ে কি করা উচিত বলিয়া মনে করেন? আপনিই এই জগতের ভূত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় অবগত আছেন, অতএব আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, সেইরূপই হইবে ॥ ১৪॥

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা শ্রবণ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'ধিক্ ধিক্' এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পার্থ! আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা কর নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই কারণে তুমি অসময়েই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ ॥ ১৬

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়! যে ব্যক্তি ধর্ম্মের বিভাগ জানে, সে কখন এরূপ কার্য্য করিতে পারে না; যেরূপ কার্য্য তুমি আজ করিতে উদ্যত হইয়াছ। প্রকৃতপক্ষে তুমি ধর্ম্মভীরু বলিয়া এখন বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছ ॥ ১৭

পার্থ! যাহা করিবার যোগ্য হইলেও অসাধ্য এবং সাধ্য হইলেও নিষিদ্ধ—এরূপ কর্ম্মের সহিত যে ব্যক্তি সম্বন্ধযুক্ত, তাহাকেই পুরুষাধম বলা হয় ॥ ১৮

যিনি স্বয়ং ধর্ম্মের অনুসরণ ও আচরণ করত শিষ্যগণের দ্বারা উপাসিত হইয়া সেই ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন, ধর্ম্মের সংক্ষেপ ও বিস্তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সেই গুরুজনগণের এ-বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত, তাহা তুমি জান না ॥ ১৯

পার্থ! সেই নির্ণয়কে জানে না এরূপ মানুষ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নিশ্চয়ে তোমারই ন্যায় অসমর্থ, বিবেকহীন ও মোহিত হইয়া থাকে ॥ ২০

কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান কোনরূপেই অনায়াসে জানা যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায় এবং তুমি উহা জানিতে পারিতেছ না ॥ ২১

কুন্তীনন্দন! তুমি অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে ধর্ম্মজ্ঞ মনে করিয়া যে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইতেছ, তাহাতে প্রাণিহিংসার পাপ রহিয়াছে। এই কথা তোমার ন্যায় কোন ধার্মিকের বুদ্ধিতে আসে না ॥ ২২

তাত! আমার বিচারে প্রাণিহিংসা না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যদি কাহারও প্রাণরক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তবে তাহাও বলিবে; তথাপি কোনরূপে তাঁহাকে হিংসা করিবে না ॥ ২৩

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি একজন সাধারণ গ্রাম্য মনুষ্যের ন্যায় নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মজ্ঞ নরপতিকে কিরূপে বধ করিবে? ২৪

মানদ! যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে না, শত্রুতা করে না, সংগ্রামে বিমুখ হইয়া পলায়ন করে, শরণগ্রহণ করে, কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অসাবধান, এরূপ মানুষকে বধ করা শ্রেষ্ঠ

ত্বয়া চৈবং ব্রতং পার্থ বালেনেব কৃতং পুরা।
তস্মাদধর্মসংযুক্তং মৌর্খ্যাৎ কর্ম ব্যবস্যসি ॥ ২৭
স গুরুং পার্থ কস্মাৎ ত্বং হন্তুকামোঽভিধাবসি।
অসম্প্রধার্য্য ধর্মাণাং গতিং সূক্ষ্মাং দুরত্যয়াম্ ॥ ২৮
ইদং ধর্মরহস্যঞ্চ তব বক্ষ্যামি পাণ্ডব।
যদ্ ব্রূয়াৎ তব ভীষ্মো হি পাণ্ডবো বা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৯
বিদুরো বা তথা ক্ষত্তা কুন্তী বাপি যশস্বিনী।
তৎ তে বক্ষ্যামি তত্ত্বেন নিবোধৈতদ্ ধনঞ্জয়॥ ৩০
সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্।
তবৈনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩১
ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ ৩২
বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ৩৩
সর্বস্বাপহারে তু বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
তত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ ৩৪
তাদৃশং পশ্যতে বালো যস্য সত্যমনুষ্ঠিতম্।
ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং ন বক্তব্যমনুষ্ঠিতম্।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্মবিৎ ॥ ৩৫
কিমাশ্চর্য্যং কৃতপ্রজ্ঞঃ পুরুষোঽপি সুদারুণঃ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং বলাকোঽন্ধবধাদিব ॥ ৩৬
কিমাশ্চর্য্যং পুনর্মূঢ়ো ধর্মকামো নৃপণ্ডিতঃ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পাপমাপগাস্থিব কৌশিকঃ ॥ ৩৭

অর্জুন উবাচ

আচক্ষ্ব ভগবন্নেতদ্ যথা বিদ্যামহং তথা
বলাকস্যানুসম্বন্ধং নদীনাং কৌশিকস্য চ ॥ ৩৮

পুরুষগণ উত্তম কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সব বিষয়ই আছে। ২৫-২৬

পার্থ! তুমি অবোধ বালকের ন্যায় পূর্ব্বে কোন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেইজন্য তুমি মূর্খতাবশতঃ অধর্ম্মযুক্ত এই কার্য্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ। ২৭

কুন্তীকুমার! বল, তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ স্বরূপ উত্তমরূপে বিচার না করিয়া কেন নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছ? ২৮

পাণ্ডুনন্দন! আমি তোমাকে এই ধর্ম্মের রহস্য বলিতেছি। ধনঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তীদেবী—ইহারা সকলে তোমাকে ধর্ম্মের যে তত্ত্ব উপদেশ করিতে পারেন, আমিও যথার্থরূপে তাহাই বলিতেছি; তুমি একাগ্রচিত্তে উহা শ্রবণ কর। ২৯-৩০

সত্য কথা বলা অতি উত্তম। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য আর কিছুই নাই; কিন্তু সৎপুরুষগণের আচরিত সত্যের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন। ৩১

যেখানে মিথ্যা কথা বলার পরিণাম সত্য কথা বলারই ন্যায় মঙ্গলকারক হয় অথবা যেখানে সত্য কথা বলার পরিণাম মিথ্যা-ভাষণেরই ন্যায় অনিষ্টকর হইয়া থাকে, সেখানে সত্য কথা বলা উচিত নহে। সেস্থলে অসত্য কথা বলাই উচিত হইবে। ৩২

বিবাহকালে, স্ত্রীপ্রসঙ্গ-সময়ে, কাহারও প্রাণসঙ্কটকালে, সর্ব্বস্ব অপহরণ হইবার সময় এবং ব্রাহ্মণের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে অসত্য কথা বলিবে। কারণ, এই পঞ্চ স্থলে অসত্য-ভাষণে কোন পাপ হয় না। ৩৩

যদি কাহারও সর্ব্বস্ব অপহরণ হইতে থাকে, তবে সেখানে উহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবশ্যই অসত্য কথা বলিবে। কারণ; সেস্থলে অসত্যই সত্য আর সত্য অসত্য হইয়া যায়। ৩৪

যে বালক অর্থাৎ সত্যাসত্য নির্ণয়ে অসমর্থ, সে-ই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে সত্যকেই আবশ্যক বলিয়া দেখিয়া থাকে। কেবল অনুষ্ঠানে আচরিত অসত্যরূপ সত্য বলা উচিত নহে, অতএব এরূপ সত্য বলিবে না। পূর্ব্বে সত্য ও অসত্য যথার্থরূপে নির্ণয় করিয়া পরিণামে যাহা সত্য হইবে, তাহাই পালন করিবে। যে এরূপ করে, সে-ই ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া থাকে। ৩৫

যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ (নিষ্কাম), সেই পুরুষ যদি অত্যন্ত কঠোর হইয়াও যেরূপ অন্ধ পশুকে বিনাশ করিয়া বলাকনামক এক ব্যাধ পুণ্যভাগী হইয়াছিল, সেইরূপ এই ব্যক্তিও পুণ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩৬

এইরূপে যে ধর্ম্ম কামনা করিয়া থাকে, সে যদি মূর্খতাবশতঃ হয়, তবে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কৌশিকমুনির ন্যায় অজ্ঞানপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াও সেই ব্যক্তি অতিশয় পাপভাগী হয়, ইহাতেই বা আশ্চর্য্যের কি আছে? ৩৭

অর্জুন বলিলেন,—ভগবন্! বলাকনামক ব্যাধ এবং নদী-সকলের সঙ্গমে অবস্থিত কৌশিকমুনির উপাখ্যান আপনি বলুন, যাহাতে এবিষয়ে আমি উত্তমরূপে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। ৩৮

বাসুদেব উবাচ।

পুরা ব্যাধোঽভবৎ কশ্চিদ্ বলাকো নাম ভারত।
যাত্রার্থং পুত্রদারস্য মৃগান্ হন্তি ন কামতঃ॥ ৩৯

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ বিভর্ত্যান্যাংশ্চ সংশ্রিতান্।
স্বধর্মনিরতো নিত্যং সত্যবাগনসূয়কঃ॥ ৪০

স কদাচিন্মৃগং লিপ্সুর্নাভ্যবিন্দন্মৃগং ক্বচিৎ।
অপঃ পিবন্তং দদৃশে শ্বাপদং শ্বাপচক্ষুষম্॥ ৪১

অদৃষ্টপূর্বমপি তৎ সত্ত্বং তেন হতং তদা।
অস্মে হতে ততো ব্যোম্নঃ পুষ্পবর্ষং পপাত চ॥ ৪২

অপ্সরোগীতবাদিত্রৈর্নাদিতঞ্চ মনোরমম্।
বিমানমগমৎ স্বর্গান্মৃগব্যাধনিনীষয়া॥ ৪৩

তদ্ ভূতং সর্বভূতানামভাবায় কিলার্জুন।
তপস্তপ্ত্বা বরং প্রাপ্তং কৃতমন্ধং স্বয়ম্ভুবা॥ ৪৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভারত! বহু পূর্ব্বের কথা, বলাকনামে এক ব্যাধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে নিজের স্ত্রী-পুত্রাদির জীবন-রক্ষার জন্য হিংস্র পশুদিগকে বধ করিত, কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নহে॥ ৩৯

সে নিজের বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং অন্যান্য বহু আশ্রিতজনকেও পালন-পোষণ করিত। সে সর্ব্বদা নিজ ধর্ম্মে আসক্ত ছিল, সত্য কথা বলিত এবং কাহারও নিন্দা করিত না॥ ৪০

একদিন সে পশুবধ করিবার জন্য বনে গিয়াছে; কিন্তু কোথাও কোন হিংস্র পশুকে সে পাইল না। এমন সময় সে জলপানরত এক হিংস্র পশুকে দেখিতে পাইল, যে অন্ধ ছিল; এই পশুটি আঘ্রাণ করিয়াই চক্ষুর কার্য্য করিত॥ ৪১

যদিও এরূপ পশু সেই ব্যাধ কখনও দেখে নাই, তথাপি সেই সময় সে ঐ পশুটিকে বিনাশ করিল। সেই অন্ধ পশু বিনষ্ট হইবার পরই ব্যাধের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল॥ ৪২

সেই সঙ্গে ঐ হিংস্র পশুকে বিনাশকারী ব্যাধকে লইয়া যাইবার জন্য স্বর্গ হইতে এক সুন্দর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিমান অপ্সরাগণের গান ও বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত থাকায় অতিশয় মনোরম বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৪৩

অর্জুন! কথিত ছিল যে, সেই জন্তুটি পূর্ব্বজন্মে তপস্যা করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে বধ করিবার বরলাভ করিয়াছিল; সেইজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন॥ ৪৪

তদ্ধত্বা সর্বভূতানামভাবকৃতনিশ্চয়ম্।
ততো বলাকঃ স্বরগাদেবং ধর্মঃ সুদুর্বিদঃ॥ ৪৫

কৌশিকোঽপ্যভবদ্ বিপ্রস্তপস্বী নো বহুশ্রুতঃ।
নদীনাং সঙ্গমে গ্রামাদদূরাৎ স কিলাবসৎ॥ ৪৬

সত্যং ময়া সদা ব্যাহ্যমিতি তস্যাভবদ্ ব্রতম্।
সত্যবাদীতি বিখ্যাতঃ স তদাসীদ্ ধনঞ্জয়॥ ৪৭

অথ দস্যুভয়াৎ কেচিৎ তদা তদ্ বনমাবিশন্।
তত্রাপি দস্যবঃ ক্রুদ্ধাস্তানমার্গন্ত বধ্যতঃ॥ ৪৮

অথ কৌশিকমভ্যেত্য প্রাহুস্তে সত্যবাদিনম্।
কতমেন পথা যাতা ভগবন্ বহবো জনাঃ॥ ৪৯

সত্যেন পৃষ্টঃ প্রব্রূহি যদি তান্ বেত্থ শংস নঃ।
স পৃষ্টঃ কৌশিকঃ সত্যং বচনং তানুবাচ হ॥ ৫০

বহুবৃক্ষ-লতা-গুল্মমেতদ্ বনমুপাশ্রিতাঃ।
ইতি তান্ খ্যাপয়ামাস তেভ্যস্তত্ত্বং স কৌশিকঃ॥ ৫১

এইরূপে সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় সেই জন্তুকে সংহার করত বলাক স্বর্গলোকে গমন করিল; সুতরাং ধর্ম্মের স্বরূপ অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়॥ ৪৫

এইরূপ কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নন্। তিনি গ্রামের পার্শ্বেই নদীসকলের সঙ্গমস্থলে বাস করিতেন॥ ৪৬

ধনঞ্জয়! তিনি এই নিয়ম পালন করিতেন যে, 'আমি সদা সত্য কথাই বলিব'। এই কারণে তিনি তখন সর্ব্বত্র সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন॥ ৪৭

একদিন বহুসংখ্যক মানুষ দস্যুগণের ভয়ে আত্মগোপন করিবার জন্য সেই বনে প্রবেশ করিল, কিন্তু দস্যুরা কুপিত হইয়া তাহাদিগকে সেই বনেও যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিল॥ ৪৮

তাহারা সত্যবাদী কৌশিকমুনির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভগবন্! বহুসংখ্যক মানুষ এদিকে আসিয়াছে, তাহারা কোন্ পথ দিয়া গমন করিয়াছে? আমি সত্য করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি আপনি উহা জানেন, তবে বলুন॥ ৪৯½

সে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর কৌশিকমুনি তাহাকে সত্য কথা বলিয়া দিলেন,—এই বনের মধ্যে যেখানে বহু বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসকল আছে, তাহারা সেস্থলে গমন করিয়াছে। এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ কৌশিক দস্যুগণকে যথার্থ বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন॥ ৫০-৫১

ততস্তে তান্ সমাসাদ্য ক্রূরা জগ্মুরিতি শ্রুতিঃ।
তেনাধর্মেণ মহতা বাগ্দুরুক্তেন কৌশিকঃ ॥ ৫২
গতঃ স কষ্টং নরকং সূক্ষ্মধর্মেষ্বকোবিদঃ।
যথা চাত্রশ্রুতো মূঢ়ো ধর্মাণামবিভাগবিৎ ॥ ৫৩
বৃদ্ধানপৃষ্ট্বা সন্দেহং মহচ্ছ্রেয়ভ্রমিবার্হতি।
তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪
দুষ্করং পরমং জ্ঞানং তর্কেণানুব্যবস্যতি।
শ্রুতের্ধর্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ ॥ ৫৫
তৎ তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে।
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৬
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৭

তখন সেই ক্রূর দস্যুরা তাহাদের সংবাদ জানিতে পারিয়া সকলকেই বিনাশ করিয়াছে—এইরূপ শুনা যায়। এইভাবে বাক্যের অপপ্রয়োগে কৌশিকের মহাপাপ হইল, যাহার ফলে তাঁহাকে নরকের কষ্টভোগ করিতে হয়; কারণ, তিনি ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন ॥৫২½

যাহার শাস্ত্রে অল্পজ্ঞান আছে, যে বিবেকশূন্য হওয়ায় ধর্মের বিভাগ ভালভাবে জানিতে পারে না, সেই মানুষ যদি বৃদ্ধগণের নিকট নিজের সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা না করে, তবে অনুচিত কর্ম করিয়া থাকে বলিয়া তাহাকে মহানরকসদৃশ কষ্টভোগ করিতে হয় ॥ ৫৩½

ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিবার জন্য তোমাকে সংক্ষেপে কোন সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিছু মানুষ পরমজ্ঞানস্বরূপ দুষ্কর ধর্মকে তর্কের দ্বারা জানিবার চেষ্টা করে, কিন্তু একশ্রেণীর বহুসংখ্যক মানুষ এই কথা বলিয়া থাকে যে, ধর্মের জ্ঞান বেদ হইতেই হয় ॥ ৫৪-৫৫

কিন্তু আমি তোমার নিকট এই দুই মতের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিতেছি না; কিন্তু কেবল বেদসমূহের দ্বারা সর্বপ্রকার ধর্মকর্মের বিধান হইতে পারে না; সেইজন্য ধর্মজ্ঞ মহর্ষিগণ সমস্ত প্রাণীদিগের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য উত্তম ধর্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৫৬

তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যে, যে কার্যে হিংসা নাই, তাহাই ধর্ম। মহর্ষিগণ প্রাণীদিগের মধ্যে যাহাতে হিংসা না হইতে পারে, তদনুযায়ী উত্তম ধর্মের প্রবচন (উপদেশ) করিয়াছেন ॥ ৫৭

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৮
যেঽন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধর্মমিচ্ছন্তি কর্হিচিৎ।
অকৃজনেন মোক্ষং বা নানুকূজেৎ কথঞ্চন ॥ ৫৯
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শব্দৈরন্যাকৃজতঃ।
জ্যেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্ ॥ ৬০
যঃ কার্যেভ্যো ব্রতং কৃত্বা তস্য নানোপপাদয়েৎ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি এবমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৬১
প্রাণাত্যয়ে বিবাহে বা সর্বজ্ঞাতিবধাত্যয়ে।
নর্মণ্যতিপ্রবৃত্তে বা ন চ প্রোক্তং মৃষা ভবেৎ ॥ ৬২
অধর্মং নাত্র পশ্যন্তি ধর্মতত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
যঃ স্তেনৈঃ সহ সম্বন্ধানুচ্যতে শপথৈরপি ॥ ৬৩

যেহেতু প্রজাসমূহকে ধারণ করিয়া থাকেন এবং এই ধারণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে ধর্ম বলা হইয়াছে সেই কারণে যাহা ধারণ—প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সংযুক্ত—যাহাতে কোন জীবেরই কোনরূপ হিংসা নাই, তাহাই ধর্ম। ইহাই ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥৫৮

যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক অপরের ধনাদি অপহরণ করিতে ইচ্ছুক এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে সত্যভাষণরূপ ধর্মপালন করাইতে অভিলাষী হয়, সেখানে তাহার সমক্ষে নীরব থাকিয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিবে, তথাপি কোনরূপ কিছু বলিবে না ॥ ৫৯

কিন্তু যদি অনিবার্য কারণে বলিতেই হয় কিংবা না বলিলে দস্যুগণের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে সেখানে অসত্য কথা বলাই ভাল। এরূপ অবস্থায় সেই অসত্য সত্য বলিয়াই জানিবে ॥ ৬০

যে মানুষ কোন কার্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে উহাকে নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি দার্ষ্টিক বলিয়া উহার ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহাই মনীষী পুরুষগণের বাণী ॥ ৬১

প্রাণসঙ্কটকালে, বিবাহে, সমস্ত আত্মীয়-স্বজনগণের প্রাণান্তকর সময় উপস্থিত হইলে পর এবং হাস্য-পরিহাস আরম্ভ হইলে যদি অসত্য কথা বলা হয়, তবে তাহাকে অসত্য বলা হয় না। ধর্মের তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি এতাদৃশ সময়ে মিথ্যা বলাকে পাপ মনে করেন না ॥ ৬২½

যদি মিথ্যা শপথ করিলে পর চোরের সংসর্গ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে তাহার জন্য মিথ্যা বলাই উচিত। এরূপ স্থলে ঐ মিথ্যাকে বিনা বিচারে সত্য বলিয়াই জানিবে ॥ ৬৩½

শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্।
ন চ ভেত্যো ধনং দেয়ং শক্যো সতি কথঞ্চন ॥ ৬৪
পাপেভ্যো হি ধনং দত্তং দাতারমপি পীড়য়েৎ।
তস্মাদ্ ধর্মার্থমনৃতমুক্ত্বা নানৃতভাগ্ ভবেৎ ॥ ৬৫
এষ তে লক্ষণোদ্দেশো ময়োদ্দিষ্টো যথাবিধি।
যথাধর্মং যথাবুদ্ধি ময়াস্ত বৈ হিতাধিনা ॥ ৬৬
এতচ্ছ্রুত্বা ব্রূহি পার্থ যদি বধ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।

অর্জুন উবাচ।

যথা ব্রূয়ান্মহাপ্রাজ্ঞো যথা ব্রূয়ান্মহামতিঃ ॥ ৬৭
হিতং চৈব যথাস্মাকং তথৈতদ্ বচনং তব।
ভবান্ মাতৃসমোঽস্মাকং তথা পিতৃসমোঽপি চ ॥ ৬৮
গতিশ্চ পরমা কৃষ্ণ ত্বমেব চ পরায়ণম্।
ন হি তে ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতেঽবিদিতং ক্বচিৎ ॥ ৬৯
তস্মাদ্ ভবান্ পরং ধর্মং বেদ সর্বং যথাতথম্।
অবধ্যং পাণ্ডবং মন্যে ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭০

অস্মিংস্তু মম সঙ্কল্পে ব্রূহি কিঞ্চিদনুগ্রহম্।
ইদং বা পরমত্রৈব শৃণু হৃৎস্থং বিবক্ষিতম্ ॥ ৭১
জানাসি দাশার্হ মম ব্রতং ত্বং
যো মাং ব্রূয়াৎ কশ্চন মানুষেষু।
অস্মৈ ত্বং গাণ্ডিবং দেহি পার্থ
ত্বত্তোঽন্যৈর্বা বীর্য্যতো বা বিশিষ্টঃ ॥ ৭২
হন্যামহং কেশব তং প্রসহ্য
ভীমো হন্যাৎ ভূবরকেতি চোক্তঃ।
তন্মে রাজা প্রোক্তবাংস্তে সমক্ষং
ধনুর্দেহীত্যসকৃদ্ বৃষ্ণিবীর ॥ ৭৩
তং হন্যাং চেৎ কেশব জীবলোকে
স্থাতা নাহং কালমপ্যল্পমাত্রম্।
ধ্যাত্বা নূনং হেনসা চাপি মুক্তো
বধং রাজ্ঞো ভ্রষ্টবীর্য্যো বিচেতাঃ ॥ ৭৪

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকবে, ততক্ষণ চোরগণকে কোনরূপ ধন দিবে না; কারণ, পাপীদিগকে ধনদান করিলে উহা দাতাকেও দুঃখপ্রদান করে ॥ ৬৪½

অতএব ধর্ম্মের জন্য মিথ্যা বলিলে পর মানুষ মিথ্যাভাষণ-জনিত দোষভাগী হয় না। অর্জুন! আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, সেইজন্য আজি আমি নিজ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম অনুসারে সংক্ষেপে তোমার জন্য এই বিধিযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় করিবার সঙ্কেত বলিলাম। ইহা শুনিয়া এখন তুমি বল, রাজা যুধিষ্ঠির কি তোমার বধ্য ॥ ৬৫-৬৬½

অর্জুন বলিলেন,—প্রভো! কোন বিশেষজ্ঞ ও মহামতি সৎপুরুষ যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন এবং যথানুসারে আচরণ করিলে আমাদের হিত হইয়া থাকে, সেইরূপই আপনার এই উপদেশ বাণী ॥ ৬৭½

হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের মাতৃতুল্য স্নেহপ্রবণ এবং পিতৃতুল্য রক্ষা করিতে তৎপর। আপনিই আমাদের পরম গতি ও সর্ব্বোত্তম আশ্রয় ॥ ৬৮½

ত্রিভুবনে কোথাও এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা আপনার অজ্ঞাত; অতএব আপনিই পরমধর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবে ও যথার্থরূপে জানেন ॥ ৬৯½

এখন আমি পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বধযোগ্য বলিয়া মনে করি না। আমার এই মানসিক প্রতিজ্ঞা বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহাকে রক্ষা করিবার উপায় উপদেশ করুন। আমার মনে যেখানে যাহা কিছু করণীয় উত্তম বিষয় আছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৭০-৭১

দশার্হকুলনন্দন! আপনি ত' ইহা অবগত আছেন যে, আমার ব্রত কি? মনুষ্যগণ মধ্যে যে কোন মানুষ যদি আমাকে এই বলে যে, পার্থ! তুমি গাণ্ডীব-ধনু এরূপ অপর ব্যক্তিকে প্রদান কর, যে অস্ত্র জ্ঞানে ও বলে তোমা অপেক্ষা অধিক। কেশব! আমি তাহাকে বিনাশ করিব। এইরূপ ভীমসেনকে যদি কেহ শ্মশ্রুহীন (দাড়ি-গোঁফহীন) বলিয়া থাকে, তবে তাহাকেও আমি সংহার করিব। বৃষ্ণিবীর! রাজা যুধিষ্ঠির আপনার সম্মুখেই বারংবার এই কথা বলিয়াছেন যে, তুমি ধনু অপর কাহাকেও প্রদান কর ॥ ৭২-৭৩

কেশব! যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করি, তবে এই জীব-জগতে আমি অল্পকাল জীবিত থাকিতে পারিব না। যদি কোনরূপে পাপ হইতে মুক্তি পাইয়াও থাকি, তথাপি রাজা যুধিষ্ঠিরের বিনাশের কথা চিন্তা করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। নিশ্চয়ই আমি বর্ত্তমানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরাক্রমহীন ও অচেতনপ্রায় হইব ॥ ৭৪

যথা প্রতিজ্ঞা মম লোকবৃদ্ধৌ
ভবেৎ সত্যা ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠ।
যথা জীবেৎ পাণ্ডবোঽহঞ্চ কৃষ্ণ
তথা বুদ্ধিং দাতুমপ্যর্হসি ত্বম্ ॥৭৫
বাসুদেব উবাচ।
রাজা শ্রান্তো বিক্ষতো দুঃখিতশ্চ
কর্ণেন সংখ্যে নিশিতৈর্বাণসঙ্ঘৈঃ।
যশ্চানিশং সূতপুত্রেণ বীর
শরৈর্ভৃশং তাড়িতোঽযুধ্যমানঃ ॥ ৭৬
অতস্ত্বমেতেন সরোষমুক্তো
দুঃখান্বিতেনেদমযুক্তরূপম্।
অকোপিতো হ্যেষ যদি স্ম সংখ্যে
কর্ণং ন হন্যাদিতি চাব্রবীৎ সঃ ॥ ৭৭
জানাতি তং পাণ্ডব এষ চাপি
পাপং লোকে কর্ণমসহ্যমন্যৈঃ।
ততস্ত্বমুক্তো ভৃশরোষিতেন
রাজ্ঞা সমক্ষং পরুষাণি পার্থ ॥ ৭৮

নিত্যোদ্যুক্তে সততং চাপ্রসহ্যে
কর্ণে দ্যূতং হৃত্ত রণে নিবদ্ধম্।
তস্মিন্ হতে কুরবো নির্জিতাঃ স্যু-
রেবং বুদ্ধিঃ পার্থিবে ধর্মপুত্রে ॥ ৭৯
ততো বধং নার্হতি ধর্মপুত্র-
স্ত্বয়া প্রতিজ্ঞার্জুন পালনীয়া।
জীবন্নয়ং যেন মৃতো ভবেদ্ধি
তন্মে নিবোধেহ তবানুরূপম্ ॥ ৮০
যদা মানং লভতে মাননার্হ-
স্তদা স বৈ জীবতি জীবলোকে।
যদাবমানং লভতে মহান্তং
তদা জীবন্মৃত ইত্যুচ্যতে সঃ ॥ ৮১
সম্মানিতঃ পার্থিবোঽয়ং সদৈব
ত্বয়া চ ভীমেন তথা যমাভ্যাম্।
বৃদ্ধৈশ্চ লোকে পুরুষৈশ্চ শূরৈ-
স্তস্যাপমানং কলয়া প্রযুঙ্ক্ষ্ব ॥ ৮২

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! সংসারের সকল লোকের বোধে যেভাবে আমার এই প্রতিজ্ঞাসত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং যাহাতে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও আমি—এই দুই জনেই জীবিত থাকিতে পারি, সেরূপ কোন পরামর্শ আপনি আমাকে কৃপা করিয়া প্রদান করুন ॥ ৭৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—বীর! রাজা যুধিষ্ঠির পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কর্ণ রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে, সেই কারণে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, যখন ইনি যুদ্ধ করিতেছিলেন না, তখনও সূতপুত্র কর্ণ ইহার উপর ক্রমশঃ বাণবর্ষণ করিয়া ইহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া দিয়াছে ॥ ৭৬

অতএব অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন বলিয়া তোমার প্রতি রোষ সহকারে এই অনুচিত কথা বলিয়াছেন। ইনি ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, যদি অর্জুনকে ক্রোধপ্রদর্শন না করি, তবে সে যুদ্ধে কর্ণকে বধ করিতে পারিবে না। এই কারণেও তিনি উহা বলিয়াছেন ॥ ৭৭

এই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির জানেন যে, এ জগতে পাপী কর্ণের সমকক্ষ হইতে তুমি ব্যতীত অপর আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। পার্থ! এইজন্য অত্যন্ত রোষভরে রাজা যুধিষ্ঠির আমার সম্মুখে তোমাকে কটুবাক্য বলিয়াছেন ॥ ৭৮

কর্ণ নিত্য-নিরন্তর যুদ্ধের জন্য উদ্যত আছে এবং সে শত্রুগণের পক্ষে সর্বতোভাবে অসহ্য। আজ রণাঙ্গনে জয়-পরাজয়ের অক্ষক্রীড়া কর্ণেরই উপর অবলম্বিত। কর্ণ নিহত হইলে পর অন্যান্য কৌরবগণ সহজেই পরাজিত হইবে। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের মনে এই বুদ্ধিই কার্য করিতেছে ॥ ৭৯

অর্জুন! সেই কারণে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বধযোগ্য নহেন। অন্যদিকে তোমাকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। অতএব যে উপায়ে ইনি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইয়া যান, তাহাই তোমার অনুরূপ কার্য হইবে। উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮০

এই জীবজগতে মাননীয় পুরুষ যতক্ষণ সম্মান পান, ততক্ষণই তিনি প্রকৃতভাবে জীবন ধারণ করেন। আর যখন তিনি অতিশয় অপমানিত হন, তখন জীবিত থাকিয়াও মৃতই হইয়া যান ॥ ৮১

তুমি, ভীমসেন, নকুল-সহদেব এবং অন্য বৃদ্ধ পুরুষগণ ও বীর যোদ্ধারা সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা সম্মান করিয়া থাক; কিন্তু এখন তুমি যৎকিঞ্চিৎ তাঁহাকে অপমানিত করিয়া দাও ॥ ৮২

ত্বমিত্যুক্তবন্তং হি ব্রূহি পার্থ যুধিষ্ঠিরম্।
ত্বমিত্যুক্তো হি নিহতো গুরুর্ভবতি ভারত ॥ ৮৩
এবমাচর কৌন্তেয় ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
অধর্মযুক্তং সংযোগং কুরুষৈনং কুরুদ্বহ ॥ ৮৪
অথর্বাঙ্গিরসী হ্যেষা শ্রুতীনামুত্তমা শ্রুতিঃ।
অবিচার্য্যৈব কার্য্যৈষা শ্রেয়স্কামৈর্নরৈঃ সদা ॥ ৮৫
অবধেন বধঃ প্রোক্তো যদ্‌গুরুত্বমিতি প্রভুঃ।
তদ্ ব্রূহি ত্বং যথোক্তং ধর্মরাজস্য ধর্মবিৎ ॥ ৮৬
বধং হ্যয়ং পাণ্ডব ধর্মরাজ-
স্ততোঽযুক্তং বেৎস্যতে চৈবমেষঃ।
ততোঽস্য পাদাবভিবাদ্য পশ্চাৎ
সমং ব্রূয়াঃ সান্ত্বয়িত্বা চ পার্থম্ ॥ ৮৭
ভ্রাতা প্রাজ্ঞস্তব কোপং ন জাতু
কুর্য্যাদ্ রাজা ধর্মমবেক্ষ্য চাপি।
মুক্তোঽনৃতাদ্ ভ্রাতৃবধাচ্চ পার্থ
হৃষ্টঃ কর্ণং ত্বং জহি সূতপুত্রম্ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

পার্থ! তুমি যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বদা আপনি বলিয়া থাক, এখন তুমি তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া দাও। ভারত! যদি কোন গুরুজন ব্যক্তিকে 'তুমি' বলা হয়, তবে উহা সৎপুরুষগণের দৃষ্টিতে তাঁহার বধই হইয়া থাকে ॥ ৮৩

কুন্তীনন্দন! তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ ব্যবহারই কর। কুরুশ্রেষ্ঠ! তাঁহার জন্য বর্ত্তমানে অধর্মযুক্ত বাক্য প্রয়োগ কর ॥ ৮৪

যাহার,দেবতা অথর্বা ও অঙ্গিরা, এরূপ এক শ্রুতি আছে, যাহা সকল শ্রুতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ বিনা বিচারে এই শ্রুতি অনুসারে ব্যবহার করিবে ॥ ৮৫

সেই শ্রুতির ভাব এই যে, গুরুজনকে 'তুমি' বলা বিনা বধেই তাঁহার বধ হইয়া যায়। যদিও তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তথাপি আমি যেরূপ বলিয়াছি, সেইরূপ কার্য্য তুমি কর। ধর্মরাজের উদ্দেশে তুমি 'তুমি' শব্দ প্রয়োগ কর ॥ ৮৬

পাণ্ডুনন্দন! তোমার দ্বারা প্রযুক্ত এই অনুচিত শব্দের প্রয়োগ শ্রবণ করত এই ধর্মরাজ নিজেকে নিহত বলিয়া মনে করিবেন। তাহার পর তুমি ইঁহার চরণে প্রণাম করত ইঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ইঁহার প্রতি ন্যায়োচিত বাক্য বলিবে ॥ ৮৭

কুন্তীনন্দন! তোমার ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির বিবেচক। ইনি ধর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। এইরূপে তুমি মিথ্যা ভাষণ ও ভ্রাতৃবধের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অতিশয় হর্ষের সহিত সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিও ॥ ৮৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনস্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গভ্রাতৃবধাত্মঘাতেভ্যো রক্ষা, যুধিষ্ঠিরায়শ্বাসদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যেবমুক্তস্তু জনার্দনেন
পার্থঃ প্রশস্যাথ সুহৃদ্বচস্তৎ।
ততোঽব্রবীদ্ধর্মনৃপং ধনঞ্জয়ো
মনুক্তপূর্বং পরুষং প্রসহ্য ॥ ১

অর্জুন উবাচ।

মা ত্বং রাজন্ ব্যাহর ব্যাহরস্ব
যদ্ভিষ্ঠসে ক্রোশমাত্রে রণাদ্ বৈ।
ভীমস্তু মামর্হতি গর্হণায়
যো যুধ্যতে সর্বলোকপ্রবীরৈঃ ॥ ২
কালে হি শত্রূন্ পরিপীড্য সংখ্যে
হত্বা চ শূরান্ পৃথিবীপতীংস্তান্।
রথপ্রধানোত্তমনাগমুখ্যান্
সাদিপ্রবেকানমিতাংশ্চ বীরান্ ॥ ৩
যঃ কুঞ্জরাণামধিকং সহস্রং
হত্বা নদংস্তুমুলং সিংহনাদম্।
কাম্বোজানামযুতং পর্বতীয়ান্
মৃগান্ সিংহো বিনিহত্যেব চাজৌ ॥ ৪
সুদুষ্করং কর্ম করোতি বীরঃ
কর্তুং যথা নার্হসি ত্বং কদাচিৎ।
রথাদবপ্লুত্য গদাং পরামৃশ-
ন্তয়া নিহন্ত্যশ্বরথদ্বিপান্ রণে ॥ ৫
বরাসিনা চাপি নরাশ্বকুঞ্জরাং-
স্তথা রথাঙ্গৈর্দ্রুষা দহত্যরীন্।
প্রসহ্য পদ্ভ্যামহিতান্ নিহন্তি
পুনশ্চ দোর্ভ্যাং শতমন্যুবিক্রমঃ ॥ ৬
মহাবলো বৈশ্রবণান্তকোপমঃ
প্রসহ্য হন্তা দ্বিষতামনীকিনীম্।
স ভীমসেনোঽর্হতি গর্হণাং মে
ন ত্বং নিত্যং রক্ষ্যসে যঃ সুহৃদ্ভিঃ ॥ ৭
মহারথান্ নাগবরান্ হয়াংশ্চ
পদাতিমুখ্যানপি চ প্রমথ্য
একো ভীমো ধার্তরাষ্ট্রেষু মগ্নঃ
স মামুপালব্ধুমরিন্দমোঽর্হতি ॥ ৮

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ভ্রাতৃবধ ও আত্মহত্যা হইতে রক্ষা এবং যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর কুন্তীনন্দন অর্জুন হিতৈষী সখা শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্যের অতিশয় প্রশংসা করিলেন। তারপর তিনি হুঙ্কারিতা পূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ কঠোর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন যাহা তিনি কখনও পূর্বে বলেন নাই। ১

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! তুমি ত' নিজেই যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া এক ক্রোশ দূরে চলিয়া আসিয়াছ; অতএব তুমি আর আমাকে কিছু বলিও না, বলিও না। হাঁ, ভীমসেন অবশ্য আমাকে নিন্দা করিতে পারেন; কারণ, তিনি জগতের প্রধান বীরগণের সহিত একাকীই যুদ্ধ করিতেছেন। ২

যিনি যথাসময়ে শত্রুদিগকে পীড়া দান করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে সেই সমস্ত শৌর্যশালী ভূপতিগণ, প্রধান প্রধান রথী বীরবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ গজরাজগণ, প্রধান অশ্বারোহী যোদ্ধারা, অসংখ্য বীরবর্গ, সহস্র হইতেও অধিক হস্তী, দশ হাজার কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব এবং পর্বতীয় বীরগণকে বধ করত যেরূপ সিংহ মৃগগণকে বধ করিয়া গর্জন করিতে থাকে, সেইরূপ গর্জন করেন, যে বীর ভীমসেন হাতে গদা লইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত সেই গদা দ্বারা রণাঙ্গনে হস্তী, অশ্ব ও রথসকলকে সংহার করেন এবং যেরূপ অত্যন্ত দুষ্কর পরাক্রম করিতেছেন, সেরূপ পরাক্রম তুমি কখনও করিতে পার নাই। যাঁহার পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য, যিনি উত্তম খড়্গ, চক্র ও বহু দ্বারা হাতী, অশ্ব, পদাতি-যোদ্ধা এবং অন্যান্য শত্রুদিগকে হত করেন, পদ দ্বারা মর্দিত করিয়া দুই হাতে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেছেন, এই মহাবল বীর কুবের ও যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী এবং শত্রুসৈন্য-সকলকে বলপূর্বক সংহার করিতে সমর্থ ভীমসেনই আমার নিন্দা করিবার অধিকারী। তুমি আমার নিন্দা করিতে পার না; কারণ, তুমি নিজের পরাক্রমে নহে, হিতৈষী সুহৃদ্গণের দ্বারা সদা সুরক্ষিত আছ। ৩-৭

যিনি শত্রুপক্ষের মহারথী গজরাজ, অশ্ব ও প্রধান প্রধান

কলিঙ্গ-বঙ্গাঙ্গ-নিষাদ-মাগধান্
সদামদানীলবলাহকোপমান্।
নিহন্তি যঃ শত্রুগজাননেকান্
স মামুপালব্ধুমরিন্দমোঽর্হতি ॥ ৯

স যুক্তমাস্থায় রথং হি কালে
ধনুর্বিধুন্বন্ শরপূর্ণমুষ্টিঃ।
সৃজত্যসৌ শরবর্ষাণি বারো
মহাহবে মেঘ ইবাম্বুধারাঃ ॥ ১০

শতান্যষ্টৌ বারণানামপশ্যং
বিশাতিভৈঃ কুম্ভকরাগ্রহস্তৈঃ।
ভীমেনাজৌ নিহতান্যদ্য বাণৈঃ
স মাং ক্রূরং বক্তুমর্হত্যরিঘ্নঃ ॥ ১১

(নকুলেন রাজন্ গজ-বাজি-যোধা
হতাশ্চ শূরাঃ সহসা সমেত্য।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ সমরে যুদ্ধকাঙ্ক্ষী
স মামুপালব্ধুমরিন্দমোঽর্হতি ॥

যোদ্ধাদিগকেও মর্দিত করিয়া দুর্যোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই একমাত্র ভীমসেনই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন ॥ ৮

যিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ ও মগধদেশে উৎপন্ন সদা মদমত্ত এবং দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘতুল্য শত্রুপক্ষীয় অনেকানেক হস্তীদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেই শত্রুদমন ভীমসেনই আমাকে নিন্দা করিতে পারেন ॥৯

বীরবর ভীমসেন যথাসময়ে যোজিত রথে আরোহণ করত ধনু আস্ফোলিত করিতে করিতে মুষ্টিপূর্ণ বাণ ধারণপূর্বক যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাসমরে বাণসকল বর্ষণ করেন ॥ ১০

আমি দেখিয়াছি—আজ ভীমসেন যুদ্ধস্থলে নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের অষ্ট শত হাতীর কুম্ভস্থল, শুণ্ড ও শুণ্ডাগ্রভাগ ছিন্ন করত বিনাশ করিয়াছেন। এই শত্রুদমন ভীমসেনই আমাকে কঠোর বাক্য বলিতে পারেন ॥ ১১

(রাজন্! নকুল সমরাঙ্গণে প্রাণের মোহ ত্যাগ করত সহসা অগ্রসর হইয়া বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও শৌর্যশালী বীর যোদ্ধাদিগকে বধ করিয়াছে। যুদ্ধাভিলাষী এই শত্রুদমন বীর নকুলও আমাকে কটু বচন বলিতে পারে।

কৃতং কর্ম সহদেবেন দুষ্করং
যো যুধ্যতে পরসৈন্যাবমর্দী।
ন চাব্রবীৎ কিঞ্চিদিহাগতো বলী
পশ্চাত্তরং তস্য চৈবাত্মনশ্চ ॥

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সাত্যকিরৌপদেয়া
যুধ্যামন্যুশ্চোত্তমৌজাঃ শিখণ্ডী।
এতে চ সর্বে যুধি সম্প্রপীড়িতা-
স্তে মামুপালব্ধুমর্হন্তি ন ত্বম্ ॥)

বলং তু বাচি দ্বিজসত্তমানাং
ক্ষাত্রং বুধা বাহুবলং বদন্তি।
ত্বং বাগ্‌বলো ভারত নিষ্ঠুরশ্চ
ত্বমেব মাং বেত্থ যথাবলোঽহম্ ॥ ১২

যতে হি নিত্যং তব কর্তুমিষ্টং
দারৈঃ সুতৈর্জীবিতেনাত্মনা চ।
এবং যন্মাং বাগ্বিশিখেন হৃৎসি
তস্মাঃ সুখং ন বয়ং বিদ্ম কিঞ্চিৎ ॥ ১৩

সহদেবও দুষ্কর কর্মসকল করিয়াছে। শত্রুসৈন্যদিগকে মর্দিতকারী এই বলবান্ বীর সহদেব নিরন্তর যুদ্ধে নিরত আছে। সে-ও এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই বলে নাই। দেখ, তোমার ও তাহার মধ্যে কিরূপ পার্থক্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও শিখণ্ডী—এই সব বীরগণ যুদ্ধে অত্যন্ত পীড়া সহ্য করিয়া আসিতেছে; অতএব ইঁহারা আমার নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু তুমি তাহা পার না।)

ভরতনন্দন! জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন,—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বল তাঁহাদের বাণীর মধ্যে থাকে এবং ক্ষত্রিয়দের বল তাঁহাদের দুই বাহুতে আছে; কিন্তু তোমার বল কেবল বাক্যেই দেখা যায়। তুমি নিষ্ঠুর; আমি যেরূপ বলবান্, তাহা তুমি জান (তথাপি এখন আমাকে অহেতুক তিরস্কার করিলে) ॥ ১২

আমি সদা স্ত্রী, পুত্র, জীবন ও এই দেহ দ্বারা তোমার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট আছি। এরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে নিজ বাক্যবাণে বিনাশ করিতেছ; আমরা তোমার নিকট হইতে অল্পও সুখ লাভ করি নাই ॥ ১৩

মাং মাবমংস্থা দ্রৌপদীতল্পসংস্থো
মহারথান্ প্রতিহন্মি স্বদর্থে।
তেনাতিশঙ্কী ভারত নিষ্ঠুরোঽসি
স্বস্তঃ সুখং নাভিজানামি কিঞ্চিৎ ॥ ১৪
প্রোক্তঃ স্বয়ং সত্যসন্ধেন মৃত্যু-
স্তব প্রিয়ার্থং নরদেব যুদ্ধে।
বীরঃ শিখণ্ডী দ্রৌপদোঽসৌ মহাত্মা
ময়াভিগুপ্তেন হতশ্চ তেন ॥ ১৫
ন চাভিনন্দামি তবাধিরাজ্যং
যতস্ত্বমক্ষেষ্বহিতায় সক্তঃ।
স্বয়ং কৃত্বা পাপমনার্যজুষ্ট-
মস্মাভির্বা তর্তুমিচ্ছস্তরীংস্ত্বম্ ॥ ১৬
অক্ষেষু দোষা বহবো বিধর্মাঃ
শ্রুতাস্ত্বয়া সহদেবোঽব্রবীদ যান্।
তান্ নৈষি ত্বং ত্যক্তুমসাধুজুষ্টাং-
স্তেন স্ম সর্বে নিরয়ং প্রপন্নাঃ ॥ ১৭

সুখং ত্বত্তো নাভিজানীম কিঞ্চিদ্
যতস্ত্বমক্ষৈর্দেবিতুং সম্প্রবৃত্তঃ।
স্বয়ং কৃত্বা ব্যসনং পাণ্ডব ত্ব-
মস্মাংস্তীব্রাঃ শ্রাবয়স্তস্ত বাচঃ ॥ ১৮
শেতেঽস্মাভির্নিহতা শত্রুসেনা
ছিন্নৈর্গাত্রৈর্ভূমিতলে নদন্তী।
ত্বয়া হি তৎ কর্ম কৃতং নৃশংসং
যস্মাদ্ দোষঃ কৌরবাণাং বধশ্চ ॥ ১৯
হতা উদীচ্যা নিহতাঃ প্রতীচ্যা
নষ্টাঃ প্রাচ্যা দক্ষিণাত্যা বিশস্তাঃ।
কৃতং কর্মাপ্রতিরূপং মহদ্ভি-
স্তেষাং যোধৈরমদীয়ৈশ্চ যুদ্ধে ॥ ২০
ত্বং দেবিতা দুষ্কৃতে রাজ্যনাশ-
স্তৎসম্ভবং নো ব্যসনং নরেন্দ্র।
মাস্মান্ ক্রূরৈর্বাক্প্রতোদৈস্তুদংস্ত্বং
ভূয়ো রাজন্ কোপয়েথা বিভাগাঃ ॥ ২১

তুমি দ্রৌপদীর শয্যায় বসিয়া থাকিয়া আমাকে অপমানিত করিও না। আমি তোমার জন্যই প্রধান প্রধান মহারথী বীরবৃন্দকে সংহার করিয়াছি। ইহাতেও তুমি আমার উপর অধিক সন্দেহ করিয়া নিষ্ঠুর হইয়া গিয়াছ। তোমার নিকট হইতে আমি কখনও সুখ পাইয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হইতেছে না। ১৪

নরদেব! তোমার প্রিয় করিবার জন্য সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মদেব যুদ্ধে মহাত্মা বীর দ্রুপদকুমার শিখণ্ডীকে নিজের মৃত্যুর কারণ বলিয়া দিয়াছেন। আমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করিয়াছে। ১৫

আমি তোমার রাজ্যকে অভিনন্দন করি না; কারণ, তুমি নিজেরই অহিত করিবার জন্য পাশাখেলায় আসক্ত হইয়াছিলে। নিজেই নীচ পুরুষগণের দ্বারা সেবিত পাপকর্ম করিয়া এখন তুমি আমাদের দ্বারা শত্রুসৈন্যরূপ সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করিতেছ। ১৬

পাশাখেলায় বহু পাপপূর্ণ দোষের কথা বলা হইয়াছে। যে সব বিষয় সহদেব তোমাকে বলিয়াছিল এবং শুনিয়াও ছিলে, তথাপি সেই দুর্জনসেবিত দোষসকল পরিত্যাগ করিতে পার নাই; ইহার জন্যই আমরা সকলে নরকতুল্য কষ্টে পতিত হইয়াছি। ১৭

পাণ্ডুকুমার! তোমার নিকট হইতে আমরা অল্পও সুখলাভ করিয়াছি, ইহা আমরা জানি না; কারণ, তুমি পাশা খেলারূপ ব্যসনে পতিত হইয়াছিলে। নিজেই এই দুর্ব্যসন করিয়া এখন আমাদিগকে কঠোর বাক্য শুনাইতেছ। ১৮

আমাদের নিহত শত্রুসৈন্যরা ছিন্ন নিজ নিজ অঙ্গসকলের সহিত ভূতলে আর্তনাদ করিতে থাকিয়া শয়ন করিয়া আছে। তুমি এরূপ ক্রূরতাপূর্ণ কার্য করিলে, যাহার দ্বারা পাপ ত' হইবেই; এমন কি কৌরববংশেরও বিনাশ হইবে। ১৯

উত্তর দিকের বীরগণ নিহত হইয়াছে, পশ্চিম দিকের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছে, পূর্বদিকের ক্ষত্রিয়বৃন্দ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকের যোদ্ধারাও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। শত্রুদের ও আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধারা এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, যাহার কোন তুলনাই হয় না। ২০

নরেন্দ্র! তুমি ভাগ্যহীন অক্ষক্রীড়াকারী। তোমারই জন্য আমাদের রাজ্য নাশ হইয়াছে এবং তোমা হইতেই আমাদের এই ঘোরতর সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। রাজন্! এখন তুমি নিজের বাক্যরূপ কশার প্রহার করিয়া আমাকে আরও পীড়িত করিতে করিতে আমার ক্রোধবৃদ্ধি করিও না। ২১

সঞ্জয় উবাচ।

এতা বাচঃ পরুষাঃ সব্যসাচী
স্থিরপ্রজ্ঞঃ শ্রাবয়িত্বা তু রুক্ষাঃ।
বভূবাসৌ বিমনা ধর্মভীরুঃ
কৃত্বা প্রাজ্ঞঃ পাতকং কিঞ্চিদেবম্ ॥ ২২
তদানুতেপে সুররাজপুত্রো
বিনিঃশ্বসংশ্চাসিমথোদ্ধরন্তং।
তমাহ কৃষ্ণঃ কিমিদং পুনর্ভবান্
বিকোশমাকাশনিভং করোত্যসিম্ ॥ ২৩
ব্রবীহি মাং ত্বং পুনরুত্তরং বচ-
স্তথা প্রবক্ষ্যাম্যহমর্থসিদ্ধয়ে।
ইত্যেবমুক্তঃ পুরুষোত্তমেন
সুদুঃখিতঃ কেশবমর্জুনোঽব্রবীৎ ॥ ২৪
অহং হনিষ্যে স্বশরীরমেব
প্রসহ্য যেনাহিতমাচরং বৈ।
নিশম্য তৎ পার্থবচোঽব্রবীদিদং
ধনঞ্জয়ং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সব্যসাচী অর্জুন ধর্মভীরু, তাঁহার বুদ্ধি অচঞ্চল ও উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন ছিল। সেই রাজা যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ রুক্ষ ও কঠোর বাক্য শ্রবণ করত তিনি এরূপ বিমনা ও উদাস হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যেন কোন পাপ করিয়া এরূপ অনুতাপ ভোগ করিতেছেন ॥ ২২

দেবরাজ ইন্দ্রপুত্র অর্জুন সেই সময় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্বক পুনরায় তরবারি নিষ্কাশন করিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! এ আবার কি? তুমি আকাশসদৃশ নির্মল এই তরবারিকে পুনরায় কোষ হইতে বাহির করিলে কেন? তুমি আমাকে আমার এই কথার উত্তর দাও। আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্য পুনরায় কোন যোগ্য উপায় উপদেশ করিব ॥ ২৩½

পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, ভগবন্! আমি যাহার দ্বারা হুঙ্কারিত্ব পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অপমানরূপ অহিতকর কার্য্য করিয়াছি, নিজের সেই দেহকেই এখন নষ্ট করিয়া দিব ॥ ২৪½

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করত ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

রাজানমেনং ত্বমিতীদমুক্ত্বা
কিং কশ্মলং প্রাবিশঃ পার্থযোরম্।
ত্বং চাত্মানং হন্তুমিচ্ছন্নরিঘ্ন
নেদং সন্তিঃ সেবিতং বৈ কিরীটিন্ ॥ ২৬
ধর্মাত্মানং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমন্ত
খড়্গেন চৈনং যদি হন্তা নৃবীর।
ধর্মাদ্ ভীমস্তৎ কথং নাম তে স্যাৎ
কিঞ্চোত্তরং বাকরিষ্যস্তমেব ॥ ২৭
সূক্ষ্মো ধর্মো দুর্বিদশ্চাপি পার্থ
বিশেষতোঽজ্ঞৈঃ প্রোচ্যমানং নিবোধ
হত্বাত্মানমাত্মনা প্রাপ্নুয়াস্ত্বং
বধাদ্ ভ্রাতুর্নরকং চাতিঘোরম্ ॥ ২৮
ব্রবীহি বাচাস্ত গুণানিহাত্মন-
স্তথা হত্বাত্মা ভবিতাসি পার্থ।
তথাস্তু কৃষ্ণেত্যভিনন্দ্য তদ্বচো
ধনঞ্জয়ঃ প্রাহ ধনুর্বিনাম্য ॥ ২৯

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' এ কথা বলিয়া এতাদৃশ ভয়ঙ্কর দুঃখে কেন নিমজ্জিত হইয়াছ? শত্রু সূদন! তুমি কি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ? কিরীটিন্! বীর! সৎপুরুষগণ কখনও এরূপ কার্য্য করেন না ॥ ২৫-২৬

নরবীর! যদি আজ তুমি ধর্ম হইতে ভীত নিজের জ্যে ভ্রাতা এই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তরবারির দ্বারা হত্যা করিতে তাহা হইলে কিরূপ দশা হইত এবং ইহার পর তুমি কি করিতে? ২৭

কুরুনন্দন! ধর্মের স্বরূপ সূক্ষ্ম। তাঁহাকে জানা ও বুঝ অতিশয় কঠিন। বিশেষতঃ অজ্ঞান পুরুষগণের পক্ষে ত উহাকে জানা আরও কঠিন। এখন আমি যাহা কিছু এবিষয়ে বলিব, তাহা তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ভ্রাতৃহত্যা করিলে যে অত্যন্ত ঘোর নরকপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইতেও ভয়ানক নরক প্রাপ্তি তোমার হইবে, যদি স্বয়ংই আত্মহত্যা কর ॥ ২৮

পার্থ! অতএব তুমি বর্ত্তমানে নিজেই নিজের গুণাবলি বর্ণনা কর। এরূপ করিলে তুমি নিজেই নিজের আত্মহত্যা করিলে—ইহাই পরিগণিত হইবে। এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন তাঁহার বাক্যকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ তাহাই হউক। তারপর- ইন্দ্রপুত্র অর্জুন নিজের মস্তক নত করিয়া ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—রাজন্! শ্রবণ করুন ॥ ২৯½

যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠং
শৃণুষ্ব রাজন্নিতি শক্রসূনুঃ।
ন মাদৃশোঽন্যো নরদেব বিদ্যতে
ধনুর্ধরো দেবমৃতে পিনাকিনম্ ।৩০
অহং হি তেনানুমতো মহাত্মনা
ক্ষণেন হন্যাং সচরাচরং জগৎ।
ময়া হি রাজন্ সদিগীশ্বরা দিশো
বিজিত্য সর্বা ভবতঃ কৃতা বশে ॥ ৩১
স রাজসূয়স্ত সমাপ্তদক্ষিণঃ
সভা চ দিব্যা ভবতো মমৌজসা
পাণৌ পৃষৎকা নিশিতা মমৈব
ধনুশ্চ সজ্যং বিততং সবাণম্ ॥ ৩২
পাদৌ চ মে সরথৌ সধ্বজৌ চ
ন মাদৃশং যুদ্ধগতং জয়ন্তি।
হতা উদীচ্যা নিহতাঃ প্রতীচ্যাঃ
প্রাচ্যা নিরস্তা দাক্ষিণাত্যা বিশস্তাঃ ॥৩৩
সংশপ্তকানাং কিমিদেবাস্তি শিষ্টং
সর্বস্য সৈন্যস্য হতং ময়ার্ধম্।
শেতে ময়া নিহতা ভারতীয়ং
চমূ রাজন্ দেবচমূপ্রকাশা ॥ ৩৪
যে চাস্ত্রজ্ঞাস্তানহং হন্মি চাস্ত্রৈ-
স্তস্মাল্লোকান্নেহ করোমি ভস্মসাৎ।
জৈত্রং রথং ভীমমাস্থায় কৃষ্ণ
যাবঃ শীঘ্রং সূতপুত্রং নিহন্তুম্ ॥ ৩৫
রাজা ভবত্বদ্য সুনির্বৃতোঽয়ং
কর্ণং রণে নাশয়িতাস্মি বাণৈঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা পুনরাহ পার্থো
যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্ ॥ ৩৬
অদ্যাপুত্রা সূতমাতা ভবিত্রী
কুন্তী বাথো বা ময়া তেন বাপি।
সত্যং বদাম্যদ্য ন কর্ণমাজৌ
শরৈরহত্বা কবচং বিমোক্ষ্যে ॥ ৩৭

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যেবমুক্ত্বা পুনরেব পার্থো
যুধিষ্ঠিরং ধনুভৃতাং বরিষ্ঠম্।
বিসৃজ্য শস্ত্রাণি ধনুর্বিসৃজ্য
কোশে চ খড়্গং বিনিধায় তূর্ণম্ ॥৩৮

নরদেব! পিনাকধারী ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই আমার ন্যায় ধনুর্ধর নহে। সেই মহাত্মা মহেশ্বরই আমার বীরত্বের অনুমোদন করিয়াছেন। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে ক্ষণকালের মধ্যেই এই চরাচর জগৎকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারি। ৩০½

রাজন্! আমি সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও বিদিক্‌সমূহ জয় করিয়া আপনার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম। প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং আপনার দিব্য সভার নির্মাণ আমারই বলের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল। ৩১½

আমারই হস্তে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ও গুণসহ বিশাল ধনু বিদ্যমান আছে। আমার পাদ-যুগলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন আছে। আমার ন্যায় বীর যদি যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত থাকে, তবে তাহাকে শত্রুরা জয় করিতে সমর্থ হইবে না। ৩২½

আমার দ্বারা উত্তর দিকের বীরগণ নিহত হইয়াছে, পশ্চিম দিকের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছে, পূর্বদিকের ক্ষত্রিয়বর্গ ধ্বংস হইয়াছে এবং দক্ষিণ দিকের যোদ্ধারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। সংশপ্তকগণেরও আর অল্পভাগ অবশিষ্ট আছে। আমি সম্পূর্ণ কৌরবসৈন্যের অর্দ্ধভাগই বিনাশ করিয়াছি। রাজন্! দেবতাগণের সৈন্যসদৃশ প্রকাশিত ভরতবংশীয় এই বিশাল সৈন্যবাহিনী আমারই দ্বারা নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৩৩-৩৪

যাহারা অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, আমি তাহাদিগকেই অস্ত্রসকলের দ্বারা বিনাশ করি; এই কারণে আমি সমস্ত লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমরা উভয়ে বিজয়শীল ও ভয়ঙ্কর রথে উপবিষ্ট হইয়া সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য শীঘ্রই গমন করিব ॥ ৩৫

এই রাজা যুধিষ্ঠির আজ সন্তুষ্ট হউন। আমি রণাঙ্গনে নিজ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিনাশ করিব। এই কথা বলিয়া অর্জুন পুনরায় ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৩৬

আজ আমার দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের মাতা পুত্রহীনা হইবেন অথবা আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের দ্বারা আমার ন্যায় এক পুত্র হইতে বঞ্চিতা হইবেন। আমি এই সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আজ যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিনাশ না করিয়া আমি কবচ মোচন করিব না ॥ ৩৭

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! কিরীটধারী কুন্তীনন্দন অর্জুন ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় এই কথা বলিয়া

স ব্রীড়য়া নম্রশিরাঃ কিরীটী
যুধিষ্ঠিরং প্রাঞ্জলিরভ্যুবাচ।
প্রসীদ রাজন্ ক্ষম যন্ময়োক্তং
কালে ভবান্ বেৎস্যতি তন্নমস্তে ॥ ৩৯
প্রসাদ্য রাজানমমিত্রসাহঃ
স্থিতোঽব্রবীচ্চৈব পুনঃ প্রবীরঃ।
নেদং চিরাৎ ক্ষিপ্রমিদং ভবিষ্য-
ত্যাবর্ততেঽসাবভিযামি চৈনম্ ॥ ৪০
যাম্যেষ ভীমং সমরাৎ প্রমোক্তুং
সর্বাত্মনা সূতপুত্রঞ্চ হন্তুম্।
তব প্রিয়ার্থং মম জীবিতং হি
ব্রবীমি সত্যং তদবেহি রাজন্ ॥ ৪১
ইতি প্রযাস্যন্ পগৃহ্য পাদৌ
সমুত্থিতো দীপ্ততেজাঃ কিরীটী।
এতচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবো ধর্মরাজো
ভ্রাতুর্বাক্যং পরুষং ফাল্গুনস্য ॥ ৪২
উত্থায় তস্মাচ্ছয়নাদুবাচ
পার্থং ততো দুঃখপরীতচেতাঃ।

অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ, ধনু নিম্নে স্থাপন করিয়া ও তরবারিকে ক্রোড়ে কোষমধ্যে প্রবেশ করাইয়া লজ্জায় নতমস্তকে তাঁহাকে বলিলেন —রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎসমস্তই ক্ষমা করুন। সময় হইলে আপনি সব কিছুই বুঝিতে পারিবেন। সেইজন্য আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩৮-৩৯

এইরূপে শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করত প্রধান বীর অর্জুন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—মহারাজ! এখন কর্ণ বধের আর বিলম্ব নাই। এই কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। সে এই দিকেই আসিতেছে, অতএব আমি তাহাকে আক্রমণ করিব ॥ ৪০

রাজন্! আমি এখন ভীমসেনকে সংগ্রাম হইতে মুক্তিদান করিতে এবং সর্বপ্রকারে সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছি। আমার জীবন আপনার প্রিয় করিবারই জন্য। আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনি উহা অবগত হউন ॥ ৪১

এইভাবে যুদ্ধে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শ পূর্বক উদ্দীপ্ত তেজস্বী কিরীটধারী অর্জুন উত্থিত হইলেন। অন্যদিকে নিজের ভ্রাতা অর্জুনের পূর্বোক্ত কঠোর

কৃতং ময়া পার্থ যথা ন সাধু
যেন প্রাপ্তং ব্যসনং বঃ সুঘোরম্ ॥ ৪৩
তস্মাচ্ছিরশ্ছিন্ধি মমেদমদ্য
কুলান্তকস্যাধমপূরুষস্য।
পাপস্য পাপব্যসনান্বিতস্য
বিমূঢ়বুদ্ধেরলসস্য ভীরোঃ ॥ ৪৪
বৃদ্ধাবমন্তুঃ পরুষস্য চৈব
কিং তে চিরং মে শ্রুতসূত্য রূক্ষম্।
গচ্ছাম্যহং বনমেবাদ্য পাপঃ
সুখং ভবান্ বর্ততাং মদ্বিহীনঃ ॥ ৪৫
যোগ্যো রাজা ভীমসেনো মহাত্মা
ক্লীবস্য বা মম কিং রাজ্যকৃত্যম্।
ন চাপি শক্তঃ পরুষাণি সোঢ়ুং
পুনস্তবেমানি কৃষান্বিতস্য ॥ ৪৬
ভীমোঽস্তু রাজা মম জীবিতেন
ন কার্য্যমদ্যাবমতস্য বীর
ইত্যেবমুক্ত্বা সহসোৎপপাত
রাজা ততস্তচ্ছয়নং বিহায় ॥ ৪৭

বাক্য শ্রবণ করত দুঃখে ব্যাকুলচিত্ত পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪২½

কুন্তীনন্দন! অবশ্যই আমি উত্তম কর্ম করি নাই, যাহার ফলে তোমাদের উপর এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সঙ্কট আসিয়া পড়িয়াছে। আমি কুলান্তকারী নরাধম পাপী, পাপপূর্ণ দুর্ব্যসনে আসক্ত, অতিশয় মূঢ়বুদ্ধি, অলস ও ভীরু; এইজন্য আজ তুমি আমার এই মস্তক ছেদন কর ॥ ৪৩-৪৪

আমি বৃদ্ধগণের অনাদরকারী কঠোর। আমার কর্কশ বাক্যকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসরণ করিবার তোমার আবশ্যকতা কি? আমি পাপী, সুতরাং আজ আমি চলিয়া যাইতেছি। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি অবস্থান কর ॥ ৪৫

মহাত্মা ভীমসেন সুযোগ্য রাজা হইবে, কাপুরুষ আমার রাজ্যপরিচালনাদি কার্য্যে কি প্রয়োজন? এখন পুনরায় তোমার এই রোষ সহকারে কথিত কঠোর বাক্য সহ্য করিবার মত শক্তি আমার মধ্যে নাই ॥ ৪৬

বীর! ভীমসেন রাজা হউক। আজ আমি এতাদৃশ অপমানিত হইলাম যে, আমার আর জীবিত থাকিবার কোনও প্রয়োজনই নাই। এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সহসা শয্যা

ইত্যেব নির্গন্তুমথো বনায়
তং বাসুদেবঃ প্রণতোঽভ্যুবাচ ॥ ৪৮
রাজন্ বিদিতমেতদ্ বৈ যথা গাণ্ডীবধন্বনঃ।
প্রতীজ্ঞা সত্যসন্ধস্য গাণ্ডীবং প্রতি বিশ্রুতা ॥ ৪৯
ক্রয়াদ্ য এবং গাণ্ডীবমস্মৈ দেয়মিত্যুত।
বধ্যোঽস্য স পুমাঁল্লোকে ত্বয়া চোক্তোঽয়মীদৃশম্ ॥ ৫০
ততঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং তাং পার্থেন প্রতিরক্ষতা।
মচ্ছন্দাদবমানোঽয়ং কৃতস্তব মহীপতে ॥ ৫১
গুরূণামবমানো হি বধ ইত্যভিধীয়তে।
তস্মাৎ ত্বং বৈ মহাবাহো মম পার্থস্য চোভয়োঃ ৫২
ব্যতিক্রমমিমং রাজন্ সত্যসংরক্ষণং প্রতি।
শরণং ত্বাং মহারাজ প্রপন্নৌ স্ব উভাবপি ॥ ৫৩
ক্ষন্তুমর্হসি মে রাজন্ প্রণতস্যাভিযাচতঃ।
রাধেয়স্যাদ্য পাপস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥ ৫৪
সত্যং তে প্রতিজানামি হতং বিদ্ধ্যস্য সূতজম্
যস্তেচ্ছসি বধং তস্য গতমস্যাদ্য জীবিতম্ ॥ ৫৫
ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সসম্ভ্রমঃ হৃষীকেশমুত্থাপ্য প্রণতং তদা ॥ ৫৬
কৃতাঞ্জলিস্ততো বাক্যমুবাচানন্তরং বচঃ।
এবমেব যথাত্থ ত্বমস্ত্যেষোঽতিক্রমো মম ॥ ৫৭
অনুনীতোঽস্মি গোবিন্দ তারিতস্চাস্মি মাধব।
মোচিতা ব্যসনাদ্ ঘোরাদ্ বয়মদ্য ত্বয়াচ্যুত ॥ ৫৮
ভবন্তং নাথমাসাদ্য হ্যবাপ্তা ব্যসনাগরাৎ।
ঘোরাদস্ত সমুত্তীর্ণাবুভাবজ্ঞানমোহিতৌ ॥ ৫৯
ত্বদ্বুদ্ধিপ্লবমাসাদ্য দুঃখশোকার্ণবাদ্ বয়ম্।
সমুত্তীর্ণাঃ সহামাত্যাঃ সনাথাঃ স্ম ত্বয়াচ্যুত ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরসমাশ্বাসনে
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

পরিত্যাগ করত তাহা হইতে নিম্নে নামিয়া পড়িলেন এবং বনে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭-৪৮

রাজন্! আপনার ত' এ কথা জানা ছিল যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুন গাণ্ডীব-ধনু বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে? তাহার এই প্রতিজ্ঞা সর্বজনবিদিত ॥ ৪৯

যে ব্যক্তি অর্জুনকে বলিবে যে, তুমি তোমার গাণ্ডীব ধনু ত্যাগ করিয়া অপরকে প্রদান কর, সেই ব্যক্তি এ-জগতে তাহার (অর্জুনের) বধ্য হইবে। আপনি আজ অর্জুনকে সেই কথা বলিয়াছেন ॥ ৫০

কৃপাল! অতএব অর্জুন নিজের সেই সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য আমারই আদেশানুসারে আপনার এই অপমান করিয়াছে; কারণ, গুরুজনগণকে অপমান করাই তাঁহাদের বধ বলিয়া কথিত আছে ॥ ৫১½

মহাবাহো! রাজন্! সেই হেতু আমার ও অর্জুনের উভয়েরই সত্য রক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত সেই অপরাধকে আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৫২½

মহারাজ! আমরা উভয়ে আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম এবং আমি প্রণত হইয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আজ আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৫৩½

আজ পৃথিবী পাপী রাধাপুত্র কর্ণের রক্তপান করিবেন আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আপনি জানিয়া রাখুন আজ সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইয়াছে। আপনি যাহার বধ কামনা করেন, তাহার জীবন সমাপ্তই হইয়াছে ॥ ৫৪-৫৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণত হৃষীকেশকে সবেগে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৬½

গোবিন্দ! আপনি যে কথা বলিলেন, উহাই যথার্থ। প্রকৃতপক্ষে আমারই দ্বারা নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। মাধব! আপনি অনুনয় করিয়া আমার সন্তোষসাধন করিয়াছেন এবং সঙ্কট-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। হে অচ্যুত! আজ আপনার দ্বারা আমরা ঘোর বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম ॥ ৫৭-৫৮

আজ আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমরা উভয়ে ভয়ানক সঙ্কট-সমুদ্র পার হইয়া যাইলাম। আমরা উভয়েই অজ্ঞানে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আপনার বুদ্ধি-রূপ নৌকার আশ্রয় লাভ করত দুঃখ-শোক-রূপ সমুদ্র হইতে মন্ত্রি-বর্গের সহিত আমরা উত্তীর্ণ হইলাম। হে অচ্যুত! আমরা আপনারই দ্বারা সনাথ (রক্ষকযুক্ত) ॥ ৫৯-৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদানবিষয়ক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনায়োপদেশদানম্, প্রসন্নতয়া সহার্জুন-যুধিষ্ঠিরয়োর্মিলনম্, অর্জুনেন কর্ণবধস্য প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরস্যাশীর্ব্বাদশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ

ধর্মরাজস্য তচ্ছ্রুত্বা প্রীতিযুক্তং বচস্ততঃ।
পার্থং প্রোবাচ ধর্মাত্মা গোবিন্দো যদুনন্দনঃ॥ ১
ইতি স্ম কৃষ্ণবচনাৎ প্রত্যুচ্চার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
বভূব বিমনাঃ পার্থঃ কিঞ্চিৎ কৃত্বেব পাতকম্॥ ২
ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবঃ প্রহসন্নিব পাণ্ডবম্।
কথং নাম ভবেদেতদ্ যদি ত্বং পার্থ ধর্মজম্॥ ৩
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ হন্যা ধর্মে ব্যবস্থিতম্।
ত্বমিত্যুক্ত্বাথ রাজানমেবং কশ্মলমাবিশঃ॥ ৪
হত্বা তু নৃপতিং পার্থ অকরিষ্যঃ কিমুত্তরম্
এবং হি দুর্বিদো ধর্ম্মো মন্দপ্রজ্ঞৈর্বিশেষতঃ॥ ৫
স ভবান্ ধর্মভীরুত্বাদ্ ধ্রুবমৈশ্বর্য্যহস্তমঃ।
নরকং ঘোররূপঞ্চ ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য বৈ বধাৎ॥ ৬
স ত্বং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং রাজানং ধর্মসংহিতম্।
প্রসাদয় কুরুশ্রেষ্ঠমেতদত্র মতং মম॥ ৭
প্রসাদ্য ভক্ত্যা রাজানং প্রীতে চৈব যুধিষ্ঠিরে।
প্রযাবস্তুরিতৌ যোদ্ধুং সূতপুত্ররথং প্রতি॥ ৮
হত্বা তু সমরে কর্ণং ত্বমদ্য নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিপুলাং প্রীতিমাধৎস্ব ধর্মপুত্রস্য মানদ॥ ৯
এতদত্র মহাবাহো প্রাপ্তকালং মতং মম।
এবং কৃতে কৃতং চৈব তব কার্য্যং ভবিষ্যতি॥ ১০
ততোঽর্জুনো মহারাজ লজ্জয়া বৈ সমন্বিতঃ।
ধর্মরাজস্য চরণৌ প্রপদ্য শিরসা নতঃ॥ ১১
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠং প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ।
ক্ষমস্ব রাজন্ যৎ প্রোক্তং ধর্মকামেন ভীরুণা॥ ১২

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জুনকে উপদেশ দান, প্রসন্নতার সহিত অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মিলন, অর্জুনকর্ত্তৃক কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা এবং যুধিষ্ঠিরের আশীর্ব্বাদ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে এই প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন ধর্মাত্মা গোবিন্দ অর্জুনকে বলিলেন। ১

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথাবসতঃ যুধিষ্ঠিরকে যে তিরস্কারপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি মনে মনে অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন; যেন তিনি তখন কোন পাপকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। ২

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! তুমি ত' দেখিতেছি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কেবল 'তুমি' এই কথা বলিয়াই এতাদৃশ শোকমগ্ন হইয়া পড়িয়াছ। আর যদি ধর্ম্মে অবস্থিত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তীক্ষ্ণধার তরবারির দ্বারা বধ করিতে, তাহা হইলে তোমার অবস্থা কি হইত? ৩-৪

কুন্তীনন্দন! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার পর কি করিতে? এইপ্রকার ধর্ম্মেরও স্বরূপ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বদা দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া জানিবে; বিশেষতঃ যাহারা মন্দমতি, তাহাদিগকে ত' ধর্ম্মের সূক্ষ্ম স্বরূপ বুঝানই অতিশয় কঠিন। ৫

অতএব তুমি ধর্ম্মভীরু বলিয়া নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বধ করত নিশ্চয়ই ঘোর নরকস্বরূপ মহান্ধকারে (দুঃখে) নিমজ্জিত হইতে। ৬

সেইজন্য এবিষয়ে আমার এই অভিমত হইল যে, তুমি ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর। ৭

ভক্তিভাবে রাজাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা কর; কারণ, যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হইলে পরই আমরা অভিক্রুদ্ধ সূতপুত্র কর্ণের রথের দিকে আক্রমণের জন্য যাইতে পারিব। ৮

মানদ! আজ তুমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ করত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের হৃদয় প্রভূত উল্লাসে পূর্ণ করিয়া দাও। ৯

মহাবাহো! আমার ত' এই সময় ইহাই করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিলে পর তোমার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করা হইয়া যাইবে। ১০

মহারাজ! তখন অর্জুন লজ্জিত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণদ্বয় ধারণ করত মস্তকের দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক সেই ভরতশ্রেষ্ঠ নরপতিকে বারংবার বলিলেন,—রাজন্! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্মপালনের ইচ্ছায় ভীত হইয়া যে সব অনুচিত বাক্য বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। ১১-১২

দৃষ্ট্বা তু পতিতং পদ্ভ্যাং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনঞ্জয়মমিত্রঘ্নং রুদন্তং ভরতর্ষভ ॥ ১৩
উত্থায় ভ্রাতরং রাজা ধর্মরাজো ধনঞ্জয়ম্।
সমাশ্লিষ্য চ সস্নেহং প্রারুরোদ মহীপতিঃ ॥ ১৪
রুদিত্বা সুচিরং কালং ভ্রাতরৌ সুমহাত্মানৌ।
কৃতশৌচৌ মহারাজ প্রীতিমন্তৌ বভূবতুঃ ॥ ১৫
ততঃ আশ্লিষ্য তং প্রেম্না মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পাণ্ডবঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো বিস্ময়ংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬
অব্রবীৎ তং মহেষ্বাসং ধর্মরাজো ধনঞ্জয়ম্।
কর্ণেন মে মহাবাহো সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ১৭
কবচঞ্চ ধ্বজং চৈব ধনুঃ শক্তির্হয়াঃ শরাঃ।
শরৈঃ কৃত্তা মহেষ্বাস যতমানস্য সংযুগে ॥ ১৮
সোঽহং জ্ঞাত্বা রণে তস্য কর্ম দৃষ্ট্বা চ ফাল্গুন।
ব্যবসীদামি দুঃখেন ন চ মে জীবিতং প্রিয়ম্ ॥ ১৯
ন চেদদ্য হি তং বীরং নিহনিষ্যসি সংযুগে।
প্রাণানেব পরিত্যক্ষ্যে জীবিতার্থো হি কো মম ॥ ২০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বিজয়ো ভরতর্ষভ।
সত্যেন তে শপে রাজন্ প্রসাদেন তথৈব চ।
ভীমেন চ নরশ্রেষ্ঠ যমাভ্যাঞ্চ মহীপতে ॥ ২১
যথাদ্য সমরে কর্ণং হনিষ্যামি হতোঽপি বা।
মহীতলে পতিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥ ২২
এবমাভাষ্য রাজানমব্রবীন্মাধবং বচঃ।
অদ্য কর্ণং রণে কৃষ্ণ সূদয়িষ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
তব বুদ্ধ্যা হি ভদ্রং তে বধস্তস্য দুরাত্মনঃ।
এবমুক্তোঽব্রবীৎ পার্থং কেশবো রাজসত্তম ॥ ২৪
শক্তোঽসি ভরতশ্রেষ্ঠ হন্তুং কর্ণং মহাবলম্।
এষ চাপি হি মে কামো নিত্যমেব মহারথ ॥ ২৫
কথং ভবান্ রণে কর্ণং নিহন্যাদিতি সত্তম।
ভূয়শ্চোবাচ মতিমান্ মাধবো ধর্মনন্দনম্ ॥ ২৬
যুধিষ্ঠিরেমং বীভৎসুং ত্বং সান্ত্বয়িতুমর্হসি।
অনুজ্ঞাতুঞ্চ কর্ণস্য বধায়াদ্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুসূদন ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে নিজের চরণযুগে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া স্নেহসহকারে তাঁহাকে উত্তোলিত করত আলিঙ্গন করিলেন। তারপর ভূপতি যুধিষ্ঠিরও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

মহারাজ! এই দুই ভ্রাতা সেই সময় দীর্ঘকাল পর্যন্ত কেবল ক্রন্দন করিতেই থাকিলেন। ইহাতে উভয়েরই মনের মলিনতা পরিকৃত হইল এবং দুই ভ্রাতাই প্রেমে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন ॥ ১৫

তদনন্তর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বারংবার হাস্য করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয়কে অতিশয় প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করত মস্তক আঘ্রাণপূর্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৬½

মহাধনুর্ধর! মহাবাহো! আমি যুদ্ধেই ব্যাপৃত ছিলাম; কিন্তু কর্ণ সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাতেই নিজের বাণসমূহের দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, ধনু, শক্তি, অশ্ব ও বাণসকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৭-১৮

ফাল্গুন! রণাঙ্গনে তাঁহার এই কর্মকে দেখিয়া ও জানিয়া আমি দুঃখে পীড়িত হইতেছি। আমার নিজের জীবনেই বা কি প্রয়োজন আছে? ১৯

যদি আজ যুদ্ধস্থলে তুমি বীর কর্ণকে বধ করিতে পার, তবে আমি নিজের প্রাণকেই পরিত্যাগ করিব। আমার জীবনেরই বা কি আবশ্যকতা আছে? ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর অর্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! মহীপাল! আমি আপনাকে সত্যের, আপনার কৃপাপূর্ণ প্রসন্নতার এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া সত্যের দ্বারা স্বীয় ধনুস্পর্শ করত বলিতেছি যে, আজ আমি সমরে হয় কর্ণকে বধ করিব অথবা স্বয়ংই নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইব ॥ ২১-২২

রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! আজ আমি রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩

আপনার কল্যাণ হউক। আপনার বুদ্ধিতেই সেই দুরাত্মা কর্ণের বধ হইবে। নৃপশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাবল কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ। সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী বীর! আমার মনে সর্বদা এই অভিলাষই বিদ্যমান আছে যে, তুমি রণাঙ্গনে কর্ণকে কি-ভাবে বধ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৫½

পুনরায় বুদ্ধিমান্ ভগবান্ মাধব ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—মহারাজ! আপনি অর্জুনকে সান্ত্বনা এবং দুরাত্মা কর্ণকে বধ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করুন ॥ ২৬-২৭

শ্রুত্বা হৃষ্টময়ং চৈব ত্বাং কর্ণশরপীড়িতম্।
প্রবৃত্তিং জ্ঞাতুমায়াতাবিহাবাং পাণ্ডুনন্দন। ২৮
দিষ্ট্যাসি রাজন্ ন হতো দিষ্ট্যা ন গ্রহণং গতঃ।
পরিসান্ত্বয় বীভৎসুং জয়মাশাধি চানঘ। ২৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এহেহি পার্থ বীভৎসো মাং পরিষ্বজ পাণ্ডব।
বক্তব্যমুক্তোঽস্মি হিতং ত্বয়া ক্ষান্তঞ্চ ত্বন্ময়া। ৩০
অহং ত্বামনুজানামি জহি কর্ণং ধনঞ্জয়।
মন্যুঞ্চ মা কৃথাঃ পার্থ যন্ময়োক্তোঽসি দারুণম্। ৩১

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ শিরসা প্রণতস্তদা।
পাদৌ জগ্রাহ পাণিভ্যাং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য মারিষ। ৩২
তমুত্থাপ্য ততো রাজা পরিষ্বজ্য চ পীড়িতম্।
মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় চৈবৈনমিদং পুনরুবাচ হ। ৩৩
ধনঞ্জয় মহাবাহো মানিতোঽস্মি দৃঢ়ং ত্বয়া
মাহাত্ম্যং বিজয়ং চৈব ভূয়ঃ প্রাপ্নুহি শাশ্বতম্। ৩৪

অর্জুন উবাচ।

অদ্য তং পাপকর্মাণং সানুবন্ধং রণে শরৈঃ।
নয়াম্যন্তং সমাসাদ্য রাধেয়ং বলগর্বিতম্। ৩৫
যেন ত্বং পীড়িতো বাণৈর্দৃঢ়মায়ম্য কার্ম্মুকম্।
তস্যাদ্য কর্ম্মণঃ কর্ণঃ ফলমাপ্স্যতি দারুণম্। ৩৬
অদ্য ত্বামনুপশ্যামি কর্ণং হত্বা মহীপতে।
সভাজয়িতুমাক্রন্দাদিতি সত্যং ব্রবীমি তে। ৩৭
নাহত্বা বিনিবর্ত্তিষ্যে কর্ণমদ্য রণাজিরাৎ।
ইতি সত্যেন তে পাদৌ স্পৃশামি জগতীপতে। ৩৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং সুমনাঃ কিরীটিনং
যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ বচো বৃহত্তরম্।
যশোঽক্ষয়ং জীবিতমীপ্সিতং তে
জয়ঃ সদা বীর্য্যমরিক্ষয়ং তদা। ৩৯

পাণ্ডুনন্দন রাজন্! আপনি কর্ণের বাণসমূহে অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন—ইহা শুনিয়া আমি ও অর্জুন আমরা উভয়ে আপনার সংবাদ জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। ২৮

নিষ্পাপ নরেশ! সৌভাগ্যের কথা এই যে, আপনি কর্ণ কর্ত্তৃক নিহত এবং গৃহীতও হন নাই। এখন আপনি অর্জুনকে সান্ত্বনাদান করুন ও জয়লাভের জন্য ইহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। ২৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কৃষ্ণীনন্দন! বীভৎসো! এস, এস। পাণ্ডুকুমার! আমাকে আলিঙ্গন কর। তুমি ত' আমার প্রতি যোগ্য ও হিতকর বাক্যই বলিয়াছ এবং তাহার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমাও করিয়াছি। ৩০

ধনঞ্জয়! আমি তোমাকে আজ্ঞাদান করিতেছি, তুমি কর্ণকে বধ কর। পার্থ! আমি যে তোমাকে কঠোর বাক্য বলিয়াছি, তাহার জন্য তুমি খেদ করিও না। ৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় নরেশ! তখন ধনঞ্জয় মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং দুই হাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের চরণযুগল ধারণ করিলেন। ৩২

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অতিশয় ব্যথিত অর্জুনকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করত পুনরায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ৩৩

মহাবাহু ধনঞ্জয়! তুমি আমার অতিশয় সম্মান করিয়াছ, অতএব তোমার মহিমা বর্দ্ধিত হউক এবং পুনরায় তুমি সনাতন বিজয় লাভ কর॥ ৩৪

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ! আজ আমি নিজের বলে গর্ব্বিত সেই পাপাচারী রাধাপুত্র কর্ণকে রণাঙ্গনে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অনুগামিগণের সহিত মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিব॥ ৩৫

রাজন্! যে নিজের ধনু দৃঢ়তার সহিত আকর্ষণ পূর্ব্বক বাণসমূহের দ্বারা আপনাকে পীড়িত করিয়াছে, সেই কর্ণ আজ তাহার পাপ-কর্ম্মের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ফল লাভ করিবে॥ ৩৬

ভূপাল! আজ আমি কর্ণকে বধ করিয়াই আপনাকে দর্শন করিব এবং যুদ্ধস্থল হইতে আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্যই আসিব। ইহা আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি॥ ৩৭

ভূপতে! আজ আমি কর্ণকে বিনাশ না করিয়া রণাঙ্গন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। এই সত্য করিয়া আমি আপনার চরণ-যুগল স্পর্শ করিতেছি॥ ৩৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই রূপ বাক্যভাষী কিরীটধারী অর্জুনকে যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্ত হইয়া এই মহত্ত্ব পূর্ণ কথা বলিলেন—বীর! তোমার অক্ষয় যশ, পূর্ণ আয়ু, মনোবাঞ্ছিত কামনা, বিজয় এবং শত্রুনাশক পরাক্রম—এই সমস্ত সদা প্রাপ্তি হউক॥ ৩৯

প্রযাহি বৃত্রিক দিশন্তু দেবতা
যথাহমিচ্ছামি তবাস্তু তৎ তথা।
প্রযাহি শীঘ্রং জহি কর্ণমাহবে
পুরন্দরো বৃত্রমিবাস্তবৃদ্ধয়ে ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি অর্জুনপ্রতিজ্ঞায়ামেক-
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

যাও, দেবগণ তোমাকে অস্ত্রাদিবলদান করুন। আমি তোমার জন্য যাহা কিছু কামনা করিতেছি, সেই সমস্তই তুমি লাভ কর। বৃত্রবলে প্রস্থান কর এবং শীঘ্র কর্ণকে সেই ভাবে বধ কর, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র নিজেরই ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অর্জুনের প্রতিজ্ঞাবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়ো রণযাত্রা, মার্গমধ্যে শুভ-নিমিত্তানাং দর্শনম্, শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনায়োৎসাহদানঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

প্রসাদ্য ধর্মরাজানং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পার্থঃ প্রোবাচ গোবিন্দং সূতপুত্রবধোদ্যতঃ ॥ ১

কল্যতাং মে রথো ভূয়ো যুজ্যন্তাঞ্চ হয়োত্তমাঃ।
আয়ুধানি চ সর্বাণি সজ্জন্তাং মে মহারথে ॥ ২

উপাবৃত্তাশ্চ তুরগাঃ শিক্ষিতাশ্চাশ্বসাদিভিঃ
রথোপকরণৈঃ সজ্জা উপায়ান্তু ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৩

প্রযাহি শীঘ্রং গোবিন্দ সূতপুত্রজিঘাংসয়া।
এবমুক্তো মহারাজ ফাল্গুনেন মহাত্মনা ॥ ৪

উবাচ দারুকং কৃষ্ণঃ কুরু সর্বং যথাব্রবীৎ।
অর্জুনো ভরতশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ ৫

আজ্ঞপ্তস্তথ কৃষ্ণেন দারুকো রাজসত্তম।
যোজয়ামাস স রথং বৈয়াঘ্রং শত্রুতাপনম্ ॥ ৬

সজ্জং নিবেদয়ামাস পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
যুক্তং তু তং রথং দৃষ্ট্বা দারুকেণ মহাত্মনা ॥ ৭

আপৃচ্ছ্য ধর্মরাজানং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ।
সুমঙ্গলস্বস্ত্যয়নমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥ ৮

তস্য রাজা মহাপ্রাজ্ঞো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
আশিষোঽযুঙ্ক্ত স তদা প্রাযাৎ কর্ণরথং প্রতি ॥ ৯

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রণযাত্রা, পথিমধ্যে শুভ নিমিত্তসকল দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করত অর্জুন সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া প্রসন্নচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১

গোবিন্দ! আমার রথ সজ্জিত করুন। তাহাতে পুনরায় উত্তম অশ্বগণকে যোজনা করুন এবং আমার এই বিশাল রথে সর্বপ্রকার অস্ত্রসকল সজ্জিত করিয়া রাখুন। অশ্বারোহীদিগের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং প্রত্যাগত অশ্বগণ রথসম্বন্ধীয় দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত হইয়া অতি সত্বর এখানে আনীত হউক ও আপনি সূতপুত্র কর্ণের বধের জন্য দ্রুত এস্থান হইতে গমন করুন ॥ ২-৩½

মহারাজ! মহাত্মা অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ দারুককে বলিলেন,—সারথে! সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরতবংশীয় অর্জুন যাহা যাহা বলিল, তুমি তদনুসারে সব কিছুই প্রস্তুত করিয়া রাখ ॥ ৪-৫

নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ দান করিলে পর দারুক ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত এবং শত্রুতাপন রথকে যোজিত করিলেন। তারপর মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেন—আপনার রথকে দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করা হইয়াছে ॥ ৬½

মহাত্মা দারুক কর্তৃক যোজিত সেই রথকে দেখিয়া অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা গ্রহণ করত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া কল্যাণের আশ্রয়স্বরূপ সেই পরম মঙ্গলময় উত্তম রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৭-৮

সেই পরম জ্ঞানী ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর তিনি কর্ণের রথের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৯

তমায়ান্তং মহেষ্বাসং দৃষ্ট্বা ভূতানি ভারত।
নিহতং মেনিরে কর্ণং পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ১০

বভূবুর্বিমলাঃ সর্বা দিশো রাজন্ সমন্ততঃ।
চাষাশ্চ শতপত্রাশ্চ ক্রৌঞ্চাশ্চৈব জনেশ্বর ॥ ১১

প্রদক্ষিণমকুর্বন্ত তদা বৈ পাণ্ডুনন্দনম্।
বহবঃ পক্ষিণো রাজন্ পুণ্যমানাঃ শুভাঃ শিবাঃ ॥ ১২

ঘোররূপাশ্চ সংহৃষ্টা যুদ্ধে জুষ্টরূপা বভাষিরে।
কঙ্কা গৃধ্রা বকাঃ শ্যেনা বায়সাশ্চ বিশাম্পতে ॥ ১৩

অগ্রতস্তস্য গচ্ছন্তি মাংসহেতোর্ভয়ানকাঃ
নিমিত্তানি চ ধন্যানি পাণ্ডবস্য শমংসিরে ॥ ১৪

বিনাশময়ি-সৈন্যানাং কর্ণস্য চ বধং প্রতি।
প্রয়াতস্যাথ পার্থস্য মহান্ স্বেদো ব্যজায়ত ॥ ১৫

চিন্তা চ বিপুলা জজ্ঞে কথং চেদং ভবিষ্যতি।
ততো গাণ্ডীবধন্বানমব্রবীন্মধুসূদনঃ ॥ ১৬

দৃষ্ট্বা পার্থং তথা যান্তং চিন্তাপরিগতং তদা।

বাসুদেব উবাচ।

গাণ্ডীবধন্বন্ সংগ্রামে যে ত্বয়া ধনুষা জিতাঃ ॥ ১৭
ন তেষাং মানুষো জেতা ত্বদন্য ইহ বিদ্যতে।
দৃষ্টা হি বহবঃ শূরাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ১৮
ত্বাং প্রাপ্য সমরে শূরং তে গতাঃ পরমাং গতিম্।
কো হি দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ ভগদত্তঞ্চ মারিষ ॥ ১৯
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজঞ্চ সুদক্ষিণম্।
শ্রুতায়ুষং মহাবীর্যমচ্যুতায়ুষমেব চ।
প্রত্যুদ্গম্য ভবেৎ ক্ষেমী যো ন স্যাৎ ত্বমিব প্রভো ॥ ২০
তব হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি লাঘবং বলমেব চ।
অসম্মোহশ্চ যুদ্ধেষু বিজ্ঞানঞ্চ চ সন্ততিঃ ॥ ২১
বেধঃ পাতশ্চ লক্ষ্যেষু যোগশ্চৈব তথার্জুন।
ভবান্ দেবান্ স্বগন্ধর্বান্ হন্যাৎ সহচরাচরান্ ॥ ২২
পৃথিব্যাং তু রণে পার্থ ন যোদ্ধা ত্বৎসমঃ পুমান্।
ধনুর্গ্রহা হি যে কেচিৎ ক্ষত্রিয়া বৃত্তদুর্মদাঃ ॥ ২৩

ভারত! মহাধনুর্দ্ধর অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণের এই বিশ্বাস উপস্থিত হইল যে, এখন কর্ণ মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের দ্বারা নিহত হইবেন ॥ ১০

রাজন্! সমস্ত দিক্‌সমূহ নির্মল হইয়া উঠিল। জনেশ্বর! নীলকণ্ঠ, সারস ও ক্রৌঞ্চ পক্ষীরা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে লাগিল ॥ ১১½

রাজন্! শুভকারক ও মঙ্গলদায়ক বহুসংখ্যক পুরুষ-পক্ষী অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য যেন ত্বরান্বিত করিতে করিতে হর্ষের সহিত কূজন করিতে থাকিল ॥ ১২½

প্রজানাথ! কঙ্ক, গৃধ্র, বক, বাজপাখী এবং কাক প্রভৃতি ভয়ানক পক্ষিগণ মাংসের জন্য তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল ॥ ১৩½

এইরূপ বহুসংখ্যক শুভ নিমিত্তসকল পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের শত্রুগণের বিনাশ এবং কর্ণের বধ সূচনা করিতেছিল ॥ ১৪

যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলে পর কুন্তীনন্দন অর্জুনের দেহে তীব্রবেগে ঘর্ম উত্থিত হইতে লাগিল এবং তিনি মনে মনে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে এই সব সম্পন্ন হইবে? ১৫½

রথে উপবেশন করত চলিবার সময় গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৬½

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—গাণ্ডীবধারী অর্জুন! তুমি স্বীয় ধনুর দ্বারা যে যে বীরগণের উপর জয়লাভ করিয়াছিলে, তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ তুমি ব্যতীত আর অন্য কেহই ছিল না ॥ ১৭½

আমি দেখিয়াছি যে, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক শৌর্যসম্পন্ন বীরগণ সমরাঙ্গণে তোমার ন্যায় বীর যোদ্ধার নিকট আসিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৮½

প্রভো! আর্য! তোমার ন্যায় বীর না হইলে পর কোন্ যোদ্ধা দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, ভগদত্ত, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মহাপরাক্রমশালী শ্রুতায়ু, এবং অচ্যুতায়ুর সম্মুখীন হইয়া কুশলের সহিত অবস্থান করিতে পারে? ১৯-২০

তোমার নিকট দিব্য অস্ত্রসকল, তোমার যুদ্ধনৈপুণ্য, বল, যুদ্ধের সময় বিভ্রান্ত না হওয়া, অস্ত্রসকলের বিস্তৃত জ্ঞান এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে ও ভূপাতিত করিতে তুমি সর্বতোভাবে পটু। অর্জুন! যুদ্ধের সময় লক্ষ্য-ভেদে তোমার চিত্তের একাগ্রতা বিদ্যমান থাকে। গন্ধর্বগণের সহিত দেবতাবৃন্দ ও ও চরাচর প্রাণিবৃন্দকে তুমি একলাই সংহার করিতে পার ॥ ২১-২২

কুন্তীনন্দন! এই ভূতলে অপর কোন ব্যক্তিই তোমার ন্যায় যোদ্ধা নহে। এই ভূতল হইতে দেবলোক পর্যন্ত ধনুর্দ্ধারী যে সমস্ত বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় আছে, তাহাদের মধ্যে

আ দেবাৎ ত্বৎসমং তেষাং ন পশ্যামি শৃণোমি চ।
ব্রহ্মণা চ প্রজাঃ সৃষ্টা গাণ্ডীবঞ্চ মহদ্ ধনুঃ॥ ২৪
যেন ত্বং যুধ্যসে পার্থ তস্মান্নাস্তি ত্বয়া সমঃ।
অবশ্যং তু ময়া বাচ্যং যৎ পথ্যং তব পাণ্ডব॥ ২৫
মাবমংস্থা মহাবাহো কর্ণমাহবশোভিনম্।
কর্ণো হি বলবান্ দৃপ্তঃ কৃতাস্ত্রশ্চ মহারথঃ॥ ২৬
কৃতী চ চিত্রযোধী চ দেশে কালস্য কোবিদঃ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাচ্ছৃণু পাণ্ডব॥ ২৭
ত্বৎসমং বদ্বিশিষ্টং বা কর্ণং মন্যে মহারথম্।
পরমং যত্নমাস্থায় ত্বয়া বধ্যো মহাহবে॥ ২৮
তেজসা বহ্নিসদৃশো বায়ুবেগসমো জবে।
অন্তকপ্রতিমঃ ক্রোধে সিংহসংহননো বলী॥ ২৯
অষ্টরত্নির্মহাবাহুর্ব্যূঢ়োরস্কঃ সুদুর্জয়ঃ।
অভিমানী চ শূরশ্চ প্রবীরঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩০
সর্বযোধগুণৈর্যুক্তো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
সততং পাণ্ডবদ্বেষী ধার্তরাষ্ট্রহিতে রতঃ॥ ৩১
সর্বৈরবধ্যো রাধেয়ো দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
ঋতে ত্বামিতি মে বুদ্ধিস্তদদ্য জহি সূতজম্॥ ৩২
দেবৈরপি হি সংযত্তৈর্বিভ্রদ্ভির্মাংসশোণিতম্।
অশক্যঃ স রথো জেতুং সর্বৈরপি যুযুৎসুভিঃ॥ ৩৩
দুরাত্মানং পাপবৃত্তং নৃশংসং
দুষ্টপ্রজ্ঞং পাণ্ডবেয়েষু নিত্যম্।
হীনস্বার্থং পাণ্ডবৈর্বিরোধে
হত্বা কর্ণং নিশ্চিতার্থো ভবাদ্য॥ ৩৪
তং সূতপুত্রং রথিনাং বরিষ্ঠং
নিষ্কালিকং কালবশং নয়াদ্য।
তং সূতপুত্রং রথিনাং বরিষ্ঠং
হত্বা প্রীতিং ধর্মরাজে কুরুষ্ব॥ ৩৫

কাহাকেও ত' আমি তোমার ন্যায় বীর দেখি না এবং শ্রবণও করি নাই॥ ২৩½

পার্থ! ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই এই বিশাল গাণ্ডীব ধনুকেও নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহার দ্বারা তুমি যুদ্ধ করিতেছ। অতএব তোমার সমান কোন যোদ্ধাই নাই॥ ২৪½

পাণ্ডুনন্দন! তথাপি তোমার পক্ষে যাহা হিতকর হইবে, এরূপ পরামর্শ তোমাকে দেওয়া আবশ্যক বলিয়া আমি মনে করি। মহাবাহো! সংগ্রামে শ্লাঘিত কর্ণকে তুমি অবহেলা করিও না॥ ২৫½

কারণ, কর্ণ বলবান্, অভিমানী, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, মহারথী, যুদ্ধকুশল, বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং দেশ ও কাল সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে॥ ২৬½

পাণ্ডুনন্দন! এ বিষয়ে অধিক বলিয়া আর কি লাভ হইবে, সংক্ষেপেই তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। আমি মহারথী কর্ণকে তোমার সমান অথবা তোমা অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া মনে করি। অতএব এই মহাসমরে বিশেষ যত্ন সহকারে তুমি তাহাকে বধ করিবে॥ ২৭-২৮

কর্ণ তেজে অগ্নিসদৃশ, বেগে বায়ুতুল্য, ক্রোধে যমরাজসম, সিংহতুল্যদেহের সুদৃঢ় গঠনপ্রণালী যুক্ত ও বলবান্॥ ২৯

তাহার শরীরে উচ্চতা আট রত্নি (একশত আটষট্টি অঙ্গুলী)। তাহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ এবং বক্ষঃস্থল বিশাল। তাহাকে জয় করা অতিশয় কঠিন সে অভিমানী, শৌর্য্যশালী, প্রধান বীর ও প্রিয়দর্শন॥ ৩০

তাহার মধ্যে যোদ্ধার সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে স্বীয় মিত্রগণের অভয়দাতা, দুর্য্যোধনের হিতে নিরত এবং পাণ্ডবগণকে সর্ব্বদা দ্বেষ করিয়া থাকে॥ ৩১

আমার ত' এই অভিমত যে, রাধাপুত্র কর্ণ তুমি ব্যতীত ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণের পক্ষেও অবধ্য, অতএব তুমি আজ সূতপুত্র কর্ণকে বধ কর॥ ৩২

সম্পূর্ণ দেবমণ্ডলীও যদি রক্তমাংসযুক্ত শরীর ধারণ করত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া জয়লাভের জন্য যত্ন করিতে করিতে রণাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হন, তথাপি তাঁহাদের পক্ষেও রথ সহ কর্ণকে জয় করা অসম্ভব॥ ৩৩

অতএব আজ তুমি দুরাত্মা, পাপাচারী, ক্রূর, পাণ্ডবগণের প্রতি সদা দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত এবং কোন স্বার্থের প্রত্যাশা না করিয়াই পাণ্ডবদের সহিত বিরোধিতা করিতে আসক্ত কর্ণকে বধ করত সকল মনোরথ হও॥ ৩৪

রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ নিজেকে কালের বশীভূত বলিয়া মনে করে না। তুমি তাহাকে আজই কালের অধীন করিয়া দাও। রথিসকলের মধ্যে প্রধান সূতপুত্র কর্ণকে সংহার করিয়া তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর॥ ৩৫

জানামি তে পার্থ বীর্য্যং যথাবদ্
দুর্বারণীয়ঞ্চ সুরাসুরৈস্ত্বং।
সদাবজানাতি হি পাণ্ডুপুত্রা-
নসৌ দর্পাৎ সূতপুত্রো দুরাত্মা ॥ ৩৬
আত্মানং মন্যতে বীরং যেন পাপঃ সুযোধনঃ।
তমস্য মূলং পাপানাং জহি সৌতিং ধনঞ্জয় ॥ ৩৭
খড়্গাজিহ্বং ধনুরাস্যং শরদংষ্ট্রং তরস্বিনম্।
দৃপ্তং পুরুষশার্দূলং জহি কর্ণং ধনঞ্জয় ॥ ৩৮

অহং ত্বামনুজানামি বীর্য্যেণ চ বলেন চ।
জহি কর্ণং রণে শূর মাতঙ্গমিব কেশরী ॥ ৩৯
তস্য বীর্য্যেণ বীর্য্যং তে ধার্তরাষ্ট্রোঽবমন্যতে।
তমস্য পার্থ সংগ্রামে কর্ণং বৈকর্তনং জহি ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

পার্থ! আমি তোমার সেই বল পরাক্রমকে ভালভাবেই জানি, যাহাকে নিবারণ করা দেবতা ও অসুরগণের পক্ষেও কঠিন। দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ সদর্পে আসিয়া সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগকে অপমান করিয়া থাকে। ৩৬

ধনঞ্জয়! যাহার দ্বারা পাপী দুর্য্যোধন নিজেকে বীর বলিয়া মনে করে, সেই সূতপুত্র কর্ণই সমস্ত পাপের মূল, সুতরাং আজ তুমি তাহাকে বিনাশ কর। ৩৭

অর্জুন! কর্ণ পুরুষগণমধ্যে সিংহতুল্য, তরবারি হইল তাহার জিহ্বা, ধনু তাহার বিস্তৃত মুখ, বাণ তাহার দন্ত; সে অত্যন্ত বেগশালী ও অভিমানী। তুমি তাহাকে বধ কর ॥ ৩৮

যেরূপ সিংহ মদমত্ত হস্তীকে বধ করে, সেইরূপ তুমিও নিজের বল-পরাক্রমে রণাঙ্গনে বীরবর কর্ণকে বিনাশ কর। ইহার জন্য আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি। ৩৯

পার্থ! যাহার বলে দুর্য্যোধন তোমার মূল পরাক্রমকে অবহেলা করিয়া থাকে, সেই সূর্য্যনন্দন কর্ণকে আজ তুমি যুদ্ধে সংহার কর ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসহস্রশ্লোক সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কৃষ্ণার্জুনসংবাদবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(ভীষ্ম-দ্রোণাচার্য্যয়োঃ পরাক্রমং বর্ণয়তা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনবলং প্রশস্য কর্ণ-দুর্য্যোধনয়োরন্যায়মুল্লিখ্য কর্ণং হন্তুং পার্থায়োত্তেজনাপ্রদানম্।)

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পুনরমেয়াত্মা কেশবোঽর্জুনমব্রবীৎ।
কৃতসঙ্কল্পমায়ান্তং বধে কর্ণস্য ভারত ॥ ১
অদ্য সপ্তদশাহানি বর্ত্তমানস্য ভারত।
বিনাশস্তাভিঘোরস্য নর-বারণ-বাজিনাম্ ॥ ২

হৃত্বা হি বিপুলা সেনা তাবকানাং পরৈঃ সহ।
অন্যোন্যং সমরং প্রাপ্য কিঞ্চিচ্ছেষা বিশাম্পতে ॥ ৩
হৃত্বা বৈ কৌরবাঃ পার্থ প্রভূতগজ-বাজিনঃ।
ত্বাং বৈ শত্রুং সমাসাদ্য বিনষ্টা রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জুনের বলের প্রশংসা পূর্ব্বক কর্ণ এবং দুর্য্যোধনের অন্যায়ের কথা উল্লেখ করত কর্ণকে বধ করিবার জন্য অর্জুনকে উত্তেজনাপ্রদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! তদনন্তর কর্ণকে বধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া গমনকারী অর্জুনকে অমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন ॥ ১

ভারত! মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের এই যে ভয়ঙ্কর বিনাশ সাধন হইতেছে, আজ তাহার সতের দিন হইতে চলিল ॥ ২

প্রজানাথ! শত্রুগণের সহিত তোমাদের নিকটেও বিশাল সৈন্যবাহিনী উপস্থিত ছিল; কিন্তু পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর অল্পই অবশিষ্ট আছে ॥ ৩

পার্থ! কৌরব-পক্ষের যোদ্ধারা বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু তোমার ন্যায় বীর শত্রুকে সম্মুখে পাইয়া রণাগ্রভাগে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৪

এতে তে পৃথিবীপালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ সমাগতাঃ।
ত্বাং সমাসাদ্য দুর্ধর্ষং পাণ্ডবাশ্চ ব্যবস্থিতাঃ॥ ৫
পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবৈর্মৎস্যৈঃ কারূষৈশ্চেদিভিঃ সহ।
ত্বয়া গুপ্তৈরমিত্রঘ্নৈঃ কৃতঃ শত্রুগণক্ষয়ঃ॥ ৬
কো হি শক্তো রণে জেতুং কৌরবাংস্তাত সংযুগে।
অন্যত্র পাণ্ডবান্ যুদ্ধে ত্বয়া গুপ্তান্ মহারথান্॥ ৭
শক্তস্ত্বং হি রণে জেতুং সসুরাসুর-মানুষান্।
ত্রীল্লোকান্ সমরে যুক্তান্ কিং পুনঃ কৌরবং বলম্॥ ৮
ভগদত্তঞ্চ রাজানং কোঽন্যঃ শক্তস্ত্বয়া বিনা।
জেতুং পুরুষশার্দূল যোঽপি স্যাদ্ বাসবোপমঃ॥ ৯
তথেমাং বিপুলাং সেনাং গুপ্তাং পার্থ ত্বয়ানঘ।
ন শেকুঃ পার্থিবাঃ সর্বে চক্ষুর্ভিরপি বীক্ষিতুম্॥ ১০
তথৈব সততং পার্থ রক্ষিতাভ্যাং ত্বয়া রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিভ্যাং ভীষ্ম-দ্রোণৌ নিপাতিতৌ॥ ১১

কো হি শক্তো রণে পার্থ ভারতানাং মহারথৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ যুধা জেতুং শক্রতুল্যপরাক্রমৌ॥ ১২
কো হি শান্তনবং ভীষ্মং দ্রোণং বৈকর্তনং কৃপম্।
দ্রৌণিং সৌমদত্তিঞ্চ কৃতবর্মাণমেব চ॥ ১৩
সৈন্ধবং মদ্ররাজানং রাজানঞ্চ সুযোধনম্।
বীরান্ কৃতাস্ত্রান্ সমরে সর্বানেবাবিষহিনঃ॥ ১৪
অক্ষৌহিণীপতীন্যুদ্রান্ সংহতান্ যুদ্ধদুর্মদান্।
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র জেতুং শক্তঃ পুমানিহ॥ ১৫
শ্রেণ্যশ্চ বহুলাঃ ক্ষীণাঃ প্রদীর্ণাশ্চ রথ-দ্বিপাঃ।
নানাজনপদাশ্চোগ্রাঃ ক্ষত্রিয়াণামমর্ষিণাম্॥ ১৬
গোবাস-দাসমীয়ানাং বসাতীনাঞ্চ ভারত।
প্রাচ্যানাং বাটধানানাং ভোজানাং চাভিমানিনাম্॥ ১৭
উদীর্ণাশ্বগজা সেনা সর্বক্ষত্রস্য ভারত।
ত্বাং সমাসাদ্য নিধনং গতা ভীমঞ্চ ভারত॥ ১৮

তুমি শত্রুগণের পক্ষে দুর্জয়, তোমারই আশ্রয়ে থাকিয়া এই তোমার পক্ষের নৃপতিগণ, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে যথাযথরূপে সন্নিবেশিত আছে॥ ৫

তোমার দ্বারা সুরক্ষিত এই পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য, কারূষ ও চেদিদেশীয় শত্রুনাশক বীরগণ শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছে॥ ৬

তাত! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডব মহারথীরা ব্যতীত অন্য কোন্ নরপতি যুদ্ধে কৌরব-সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে পারে? ৭

তুমি ত' যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া সমবেত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত ত্রিলোককেই রণাঙ্গনে জয় করিতে সমর্থ; সুতরাং এ স্থলে কৌরব-সৈন্যদের কথা আর কি বলিবার আছে? ৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্যতীত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কোন ব্যক্তি যুদ্ধে বীর রাজা ভগদত্তকে জয় করিতে সমর্থ হইত? ৯

নিষ্পাপ কুন্তীনন্দন! তুমি যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ, সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর দিকে সমস্ত নৃপতিগণও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হন্ না॥ ১০

পার্থ! এইরূপে রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা সর্বদা সুরক্ষিত থাকিয়াই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্মকে নিহত করিয়া নিপাতিত করিয়াছে॥ ১১

কুন্তীনন্দন! ভরতবংশীয় সৈন্যবাহিনীর দুই মহারথী বীর ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধ করিবার সময় কোন্ যোদ্ধা জয় করিতে পারিত? ১২

নরশ্রেষ্ঠ! অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি, বীর, অস্ত্রজ্ঞ, দুষ্কর পরাক্রমশালী, সংগঠিত, রণোন্মত্ত এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, সূর্যপুত্র কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্যোধনের ন্যায় মহারথী বীরবৃন্দকে এ জগতে তুমি ব্যতীত অন্য আর কোন্ যোদ্ধা জয় করিতে সমর্থ হইত? ১৩-১৫

অমর্ষপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের বহুসংখ্যক সৈন্যদল ছিল, যাহারা অতিশয় দুষ্কর এবং জনপদবাসী ছিল। তাহারা সকলেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহাদের রথ, অশ্ব ও হস্তিগণও ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে॥ ১৬

হে ভারত! গোবাস, দাসনীয়, বসাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও ভোজদেশবাসী অভিমানী বীরগণ এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় সৈন্যবাহিনী, যে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উন্নত অশ্ব ও উন্নত হস্তীর সংখ্যাই অধিক ছিল; ইহারা সকলে তোমার এবং ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে॥ ১৭-১৮

উগ্রাশ্চ ভীমকর্মাণস্তুষারা যবনাঃ খশাঃ।
দার্বাভিসারা দরদাঃ শকা মাঠর-তুঙ্গণাঃ ॥ ১৯
আন্ধ্রকাশ্চ পুলিন্দাশ্চ কিরাতাশ্চোগ্রবিক্রমাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চ পর্বতীয়াশ্চ সাগরানূপবাসিনঃ ॥ ২০
সংরম্ভিণো যুদ্ধশৌণ্ডা বলিনো দণ্ডপাণয়ঃ।
এতে সুযোধনস্যার্থে সংরব্ধাঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ২১
ন শক্যা যুধি নির্জেতুং ত্বদন্যেন পরন্তপ।
ধার্তরাষ্ট্রমুদগ্রং হি বূঢ়ং দৃষ্ট্বা মহদ্ বলম্ ॥ ২২
যদি ত্বং ন ভবেন্নাথো প্রতীয়াৎ কো নু মানবঃ।
তৎ সাগরমিবোদ্ধূতং রজসা সংবৃতং বলম্ ॥ ২৩
বিদার্য্য পাণ্ডবৈঃ ক্রুদ্ধৈস্ত্বয়া গুপ্তৈর্হতং বিভো।
মগধানামধিপতির্জয়ৎসেনো মহাবলঃ ॥ ২৪
অদ্য সপ্তৈব চাহানি হতঃ সংখ্যেঽভিমন্যুনা
ততো দশ সহস্রাণি গজানাং ভীমকর্মণাম্ ॥ ২৫
জঘান গদয়া ভীমস্তস্য রাজ্ঞঃ পরিচ্ছদম্।
ততোঽস্যেভিহতা নাগা রথাশ্চ শতশো বলাৎ ॥ ২৬
তদেবং সমরে পার্থ বর্তমানে মহাভয়ে।
ভীমসেনং সমাসাদ্য ত্বাঞ্চ পাণ্ডব-কৌরবাঃ ॥ ২৭
সবাজি-রথ-মাতঙ্গা মৃত্যুলোকমিতো গতাঃ।
তথা সেনামুখে তত্র নিহতে পার্থ পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৮
ভীষ্মঃ প্রাস্যজ্জগ্রাণি শরজালানি মারিষ।
স চেদি-কাশি-পাঞ্চালান্ করূষান্ মৎস্য-কেকয়ান্ ॥ ২৯
শরৈঃ প্রচ্ছাদ্য নিধনমনয়ৎ পরমাস্ত্রবিৎ।
তস্য চাপচ্যুতৈর্বাণৈঃ পরদেহবিদারণৈঃ ॥ ৩০
পূর্ণমাকাশমভবদ্ রুক্মপুঙ্খৈরজিহ্মগৈঃ।
হন্যাদ্ রথসহস্রাণি একৈকেনৈব মুষ্টিনা ॥ ৩১
লক্ষং নরদ্বিপান্ হত্বা সমেতান্ সমহাবলান্।
গত্বা দশম্যা তে গত্বা জঘ্নুর্বাজি-রথ-দ্বিপান্ ॥ ৩২

উগ্রস্বভাব, ভীষণ পরাক্রমশালী এবং ভয়ঙ্কর কর্মকারী তুষার, যবন, খশ, দার্বাভিসার, দরদ, শক, মাঠর, তুঙ্গণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পর্বতীয় এবং সমুদ্রতটবর্ত্তী যোদ্ধারা যুদ্ধনিপুণ, রোষাবেগযুক্ত, বলবান্ এবং দণ্ডপাণি ছিল ; ইহারা ক্রুদ্ধ কৌরব-সৈন্যদের সহিত দুর্যোধনের সহায়তার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। শত্রুতাপন বীর! তুমি ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধা ইহাকে জয় করিতে সমর্থ হইত ? ১৯-২১½

যদি তুমি রক্ষক না হইতে, তবে ব্যূহাকারে সন্নিবেশিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রচণ্ড ও বিশাল সৈন্যদিগকে সম্মুখে দেখিয়া কোন্ যোদ্ধার তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে পারিত ? ২২½

প্রভাবশালী অর্জুন! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়াই ক্রুদ্ধ পাণ্ডব-যোদ্ধারা ধূলিতে আচ্ছাদিত ও সমুদ্রসদৃশ উদ্বেলিত কৌরবসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করত বিনাশ করিয়াছে ॥ ২৩½

আজ মাত্র সাতদিনই হইয়াছে, অভিমন্যু মগধদেশের রাজা মহাবল জয়ৎসেনকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে ॥ ২৪½

তারপর ভীমসেন রাজা জয়ৎসেনের ভয়ানককর্মকারী দশ হাজার হাতীকে, যাহারা তাঁহাকে সর্বদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, গদার আঘাতে নষ্ট করিয়া দিলেন। তদনন্তর আরও বহুসংখ্যক হাতী ও শত শত রথকে ভীমসেন বলপূর্বক বিনষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২৫-২৬

পাণ্ডুনন্দন! পার্থ! এইরূপে মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর তোমার ও ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া বহুসংখ্যক কৌরব-সৈন্য অশ্ব, রথ এবং হস্তিসকলের সহিত ইহলোক হইতে মৃত্যুলোকে গমন করিয়াছিল ॥ ২৭½

মাননীয় কুন্তীনন্দন! পাণ্ডব বীরগণ যখন সেখানে সৈন্যদের প্রধান-ভাগকে বিনাশ করিয়া দিল, তখন ভীষ্ম ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

তিনি পাণ্ডব-পক্ষের চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য এবং কেকয়দেশীয় যোদ্ধাগণকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করত নিধন করিয়াছিলেন ॥ ২৯½

তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকল শত্রুদের দেহবিদারক, স্বর্ণপুচ্ছযুক্ত এবং সরলগামী ছিল। এই বাণসমূহে আকাশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩০½

তিনি এক এক মুষ্টি বাণের দ্বারা যুদ্ধস্থলে একত্রে সমবেত লক্ষসংখ্যক মহাবল পদাতি মনুষ্য এবং হস্তিগণকে সংহার করত সহস্র রথী বীর যোদ্ধাকে নিহত করিতে পারিতেন ॥ ৩১

ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে দোষযুক্ত আবিদ্ধ প্রভৃতি নবম গতি পরিহার করিয়া কেবল দশম গতিতেই বহু বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই সকল বাণ পাণ্ডবপক্ষের অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৩২½

হিত্বা নবগতীর্দৃষ্টাঃ স বাণানাহবেঽত্যজৎ।
দিনানি দশ ভীষ্মেণ নিঘ্নতা তাবকং বলম্ ॥ ৩৩
শূন্যাঃ কৃতা রথোপস্থা হতাশ্চ গজ-বাজিনঃ।
দর্শয়িত্বাঽঽত্মনো রূপং রুদ্রোপেন্দ্রসমং যুধি ॥ ৩৪
পাণ্ডবানামনীকানি প্রগৃহ্যাসৌ ব্যশাতয়ৎ।
বিনিঘ্নন্ পৃথিবীপালাংশ্চেদি-পাঞ্চাল-কেকয়ান্ ॥ ৩৫
অদহৎ পাণ্ডবীং সেনাং রথাশ্ব-গজসঙ্কুলাম্।
মজ্জন্তমপ্লবে মন্দমুজ্জিহীর্ষুঃ সুযোধনম্ ॥ ৩৬
তথা চরন্তং সমরে তপন্তমিব ভাস্করম্।
পদাতিকোটিসাহস্রাঃ প্রবরায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৩৭
ন শেকুঃ সৃঞ্জয়া দ্রষ্টুং তথৈবান্যে মহীক্ষিতঃ।
বিচরন্তং তথা তং তু সংগ্রামে জিতকাশিনম্ ॥ ৩৮
সর্বোদ্যমেন মহতা পাণ্ডবাঃ সমভিদ্রবন্।
স তু বিত্রাব্য সমরে পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়ানপি ॥ ৩৯
এক এব রণে ভীষ্ম একবীরত্বমাগতঃ।
তং শিখণ্ডী সমাসাদ্য ত্বয়া গুপ্তো মহাব্রতম্ ॥ ৪০
জঘান পুরুষব্যাঘ্রঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
স এষ পতিতঃ শেতে শরতল্পে পিতামহঃ ॥ ৪১
ত্বাং প্রাপ্য পুরুষব্যাঘ্রং বৃত্রঃ প্রাপ্যেব বাসবম্।
দ্রোণঃ পঞ্চদিনান্যগ্র্যো বিধম্য রিপুবাহিনীম্ ॥ ৪২
কৃত্বা ব্যূহমভেদ্যঞ্চ পাতয়িত্বা মহারথান্।
জয়দ্রথস্য সমরে কৃত্বা রক্ষাং মহারথঃ ॥ ৪৩
অন্তকপ্রতিমশ্চোগ্রো রাত্রিযুদ্ধেঽদহৎ প্রজাঃ।
দগ্ধ্বা যোধান্ শরৈর্বীরো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৪
ধৃষ্টদ্যুম্নং সমাসাদ্য স গতং পরমাং গতিম্।
যদি বাদ্য ভবান্ যুদ্ধে সুতপুত্রমুখান্ রথান্ ॥ ৪৫
নাবারয়িষ্যঃ সংগ্রামে ন স্ম দ্রোণো ব্যনঙ্ক্ষ্যত।
ভবতা তু বলং সর্বং ধার্তরাষ্ট্রস্য বারিতম্ ॥ ৪৬
ততো দ্রোণো হতো যুদ্ধে পার্ষতেন ধনঞ্জয়।
এবং বা কো রণে কুর্যাৎ ত্বদন্যঃ ক্ষত্রিয়ো যুধি ॥ ৪৭

ক্রমান্বয়ে দশদিন পর্যন্ত তোমার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে ভীষ্ম অসংখ্য রথকে আসনহীন করিয়া দিয়াছিলেন, বহু হাতী এবং অশ্বও নিধন করিয়াছিলেন ॥ ৩৩½

তিনি রণাঙ্গনে ভগবান্ রুদ্র ও বিষ্ণুসদৃশ ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে থাকিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বলপূর্বক বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪½

মূর্খ দুর্যোধন নৌকাহীন হইয়া বিপদ্-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল; অতএব ভীষ্ম তাহাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয়-নরপতিগণকে বধ করত রথ, অশ্ব ও রথী যোদ্ধাগণে পূর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬

কোটি সহস্র পদাতি, হস্তে উত্তম অস্ত্রধারণকারী সৃঞ্জয় সৈন্যগণ এবং অন্যান্য নরপতিরা সূর্য্যতুল্য তাপদান করিতে করিতে সমরাঙ্গণে বিচরণকারী ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সমর্থ ছিল না। সেই সময় রণভূমিতে বিচরণকারী ও জয়লাভে উল্লসিত ভীষ্মের উপর পাণ্ডব-যোদ্ধারা নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত তীব্রবেগে আক্রমণ করিল ॥ ৩৭-৩৮½

কিন্তু সমরাঙ্গণে ভীষ্ম একাকী পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিতাড়িত করিয়া যুদ্ধে অদ্বিতীয় বীররূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯½

অর্জুন! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত শিখণ্ডী মহাব্রত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের উপর আক্রমণ করত আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছিল। সেই পিতামহ ভীষ্ম তোমার ন্যায় পুরুষসিংহ বীর যোদ্ধাকে বিপক্ষরূপে লাভ করত শরশয্যায় সেইরূপে শয়ন করিয়া আছেন, যেরূপ পূর্বে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের দ্বারা নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছিল ॥ ৪০-৪১½

তাহার পর উগ্রমূর্তিধারী মহারথী দ্রোণাচার্য্য পঞ্চ দিবস পর্যন্ত অভেদ্য ব্যূহ নির্মাণ, শত্রুসৈন্য বিনাশ, মহারথী বীরগণের সংহার এবং সমরাঙ্গণে জয়দ্রথকে রক্ষা করত রাত্রিযুদ্ধে যমরাজের ন্যায় প্রজাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২-৪৩½

প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন বীর দ্রোণাচার্য্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুযোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরমগতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৪½

সেই সময় তুমি যদি সূতপুত্র কর্ণাদি রথী বীরবৃন্দকে না নিবারণ করিতে, তাহা হইলে রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের বিনাশ হইত না ॥ ৪৫½

ধনঞ্জয়! তুমি দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে; সেইজন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ॥ ৪৬½

পার্থ! জয়দ্রথকে বধ করিবার সময় যুদ্ধে তুমি যেরূপ পরাক্রম করিয়াছিলে, উহা তুমি ব্যতীত অন্য আর কোন্ ক্ষত্রিয়-যোদ্ধা করিতে পারিত? ৪৭½

যাদৃশং তে কৃতং পার্থ জয়দ্রথবধং প্রতি।
নিবার্য্য সেনাং মহতীং হত্বা শূরাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ৪৮
নিহতঃ সৈন্ধবো রাজা ত্বয়াস্ত্রবলতেজসা।
আশ্চর্য্যং সিন্ধুরাজস্য বধং জানন্তি পার্থিবাঃ ॥ ৪৯
অনাশ্চর্য্যং হি তৎ ত্বত্তস্ত্বং হি পার্থ মহারথঃ।
ত্বাং হি প্রাপ্য রণে ক্ষত্রমেকাহাদিতি ভারত ॥ ৫০
নশ্যমানমহং যুক্তং মন্যেয়মিতি মে মতিঃ
সেয়ং পার্থ চমূর্ঘোরা ধার্তরাষ্ট্রস্য সংযুগে ॥ ৫১
হতসর্ব্বস্ববীরা হি ভীষ্ম-দ্রোণৌ যদা হতৌ।
শীর্ণপ্রবরযোধাদ্য হতবাজিরথদ্বিপা ॥ ৫২
হীনা সূর্য্যেন্দুনক্ষত্রৈর্দ্যৌরিবাভাতি ভারতী।
বিধ্বস্তা হি রণে পার্থ সেনেয়ং ভীমবিক্রম ॥ ৫৩
আসুরীব পুরা সেনা শক্রস্যেব পরাক্রমৈঃ।
তেষাং হতাবশিষ্টাস্তু সন্তি পঞ্চ মহারথাঃ ॥ ৫৪
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কর্ণো মদ্রাধিপঃ কৃপঃ।
তাংস্তমদ্য নরব্যাঘ্র হত্বা পঞ্চ মহারথান্ ॥ ৫৫
হতামিত্রঃ প্রযচ্ছেমাং রাজ্ঞে সদ্বীপ-পত্তনাম্।
সাকাশজলপাতালাং সপর্বত-মহাবনাম্ ॥ ৫৬
প্রাপ্নোত্বমিতবীর্য্যশ্রীরদ্য পার্থো বসুন্ধরাম্।
এতাং পুরা বিষ্ণুরিব হত্বা দৈত্যেয়-দানবান্ ॥ ৫৭
প্রযচ্ছ মেদিনীং রাজ্ঞে শক্রায়ৈব হরির্যথা।
অদ্য মোদন্তু পাঞ্চালা নিহতেষ্বরিষু ত্বয়া।
বিষ্ণুনা নিহতেষ্বেব দানবেষু দেবতাঃ ॥ ৫৮
যদি বা দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠং দ্রোণং মানয়তো গুরুম্।
অশ্বত্থাম্নি কৃপা তেঽস্তি কৃপে বাচার্য্যগৌরবাৎ ॥ ৫৯
অত্যন্তাপচিতান্ বন্ধূন্ মানয়ন্ মাতৃবান্ধবান্।
কৃতবর্ম্মাণমাসাদ্য ন নেষ্যসি যমক্ষয়ম্ ॥ ৬০
ভ্রাতরং মাতুরাসাদ্য শল্যং মদ্রজনাধিপম্।
যদি ত্বমরবিন্দাক্ষ দয়াবান্ ন জিঘাংসসি ॥ ৬১

তুমি বীর অস্ত্রসকলের বল ও তেজে গৌর্য্যশালী বীর রাজগণকে বধ করত দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিয়াছ ॥ ৪৮½

পার্থ! সকল রাজাই জানে যে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধ এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা; কিন্তু তোমার নিকট ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, তুমি অসাধারণ মহারথী ॥ ৪৯½

রণাঙ্গনে তোমাকে পাইয়া সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়সমাজ একদিনেই নষ্ট হইতে পারে, এ কথাকে আমি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। আমার ত' ইহাই অভিমত ॥ ৫০½

কুন্তীনন্দন! যখন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন তুমি ইহাই মনে কর যে, দুর্য্যোধনের এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনীর সমস্ত বীরগণই নিহত হইয়াছে—অর্থাৎ তাহার সর্ব্বস্বই নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৫১½

ইহার প্রধান প্রধান যোদ্ধারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অশ্ব, রথ ও হস্তিসকলও বিনষ্ট হইয়াছে। এখন এই কৌরব-সৈন্যরা সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহরহিত আকাশের ন্যায় শ্রীহীন মনে হইতেছে ॥ ৫২½

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পার্থ! রণাঙ্গনে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই কৌরব-সৈন্যরা পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের পরাক্রমে নষ্ট অসুরদের সৈন্যবাহিনীর ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ৫৩½

এই কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, শল্য ও কৃপাচার্য্য—এই পাঁচজন মাত্র প্রধান মহারথী অবশিষ্ট, যে নরশার্দ্দূল আজ তাহাদিগকে সংহার করত তুমি শত্রুহীন দ্বীপ ও নগরসকলের সহিত এই সমগ্র পৃথিবী রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদান কর ॥ ৫৪½-৫৫½

অমিত পরাক্রম ও কান্তিসম্পন্ন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আজ আকাশ, জল, পাতাল, পর্ব্বত ও বিশাল বনভূমিসহ এই বসুন্ধরাকে প্রাপ্ত হউন ॥ ৫৬½

যেরূপ পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করত ত্রিভুবনের রাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি এই পৃথিবীর রাজ্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে দান কর ॥ ৫৭½

যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক দানবগণ নিহত হইলে পর দেবতারা প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেইরূপ আজ তোমার দ্বারা শত্রুগণ নিহত হইলে পর সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যরা আনন্দিত হইয়া উঠিবে ॥ ৫৮

কমলনয়ন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন! মনুষ্যগণের প্রধান গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সম্মান করিতে থাকিয়া তোমার হৃদয়ে যদি অশ্বত্থামার প্রতি দয়া থাকে, অথবা আচার্য্যোচিত গৌরববশতঃ কৃপাচার্য্যের প্রতি কৃপাভাব থাকে, যদি মাতা কুন্তীদেবীর অত্যন্ত পূজনীয় বান্ধবগণের প্রতি সমাদরভাব রাখিয়া তুমি কৃতবর্ম্মাকে আক্রমণ করত তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক না হও এবং মাদ্রীর ভ্রাতা মদ্রবাসিগণের অধিপতি শল্যকেও তুমি দয়াবশতঃ

প্রতি ভক্তি, তাঁর নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁর পাদসেবা, পূজা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণযুক্তা যে বিষ্ণুভক্তি ক'র্‌লে মানুষ এরূপ ভক্তি হরিতে সমর্পণ কর্‌তে পারে, সেই শিক্ষাই আমি সর্ব্বত্তোম বলে মনে করি। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিনাশ কর্‌বার জন্য বহু চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হয়। আমি তাকে রক্ষা করি, তারপর প্রহ্লাদ গুরুগৃহে মাতার গর্ভস্থ অবস্থায় নারদ তার মাতাকে যে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, বালকগণকে সেই উপদেশ করে—মনুষ্য জন্ম দুর্লভ ও অনিত্য, এই মনুষ্য জন্মে চেষ্টা ক'র্‌লে পরম কল্যাণময় হরিকে পাওয়া যায়। অতএব জ্ঞানীব্যক্তি যৌবন বার্দ্ধক্যের অপেক্ষা না রেখে বাল্যেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'র্‌বে। জীবের মানবজন্মে শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয়করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কারণ, তিনিই সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সুহৃৎ, ইন্দ্রিয়-সুখে আসক্ত হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবশে বিনা চেষ্টায় দুঃখপ্রাপ্তির ন্যায় মানুষ, পশু প্রভৃতি সমস্ত যোনিতেই সকলের বিনা চেষ্টায় ইন্দ্রিয় সুখলাভ হ'য়ে থাকে। যৌবনের বিষয় আসক্তি ঘোরতর হয়, তজ্জন্য বাল্যেই ভাগবত ধর্ম্ম অভ্যাস ক'রে বিষয়াসক্তি দূর করা উচিত। সংসারী পত্নীপুত্রাদির মোহে আত্মধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়ে যায়, অতএব কৌমারকালেই প্রেমপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজন ক'র্‌লে সংসারের মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন ক'র্‌তে পারে না, এই হেতু তোমরা অসুরভাব পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বভূতে দয়া ও মিত্রতা স্থাপন কর। সর্ব্বভূতময়-বিভুর বিস্তার এ জগৎ। তিনি সর্ব্বময়—এজন্য বিদ্বানগণ অভেদবুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ দেখে থাকেন। অতএব তোমরা অসুরভাব ত্যাগ ক'রে যাতে পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হ'তে পার, তার চেষ্টা কর। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র প্রভৃতি কারও

Regd. No. C-67

KARTIC
1379 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—53
Oct.—Nov. 1972

18 DEC 1972

দ্বারা মানব মোক্ষলাভ ক'রতে পারে না। কেবলমাত্র কেশব হৃদয়ে সংস্থিত হ'লে মানুষ পাপ ত্যাগ ক'রে নিত্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা দেব-মনুষ্য-অসুরাদি দেহে জন্ম-মরণে সন্তুষ্ট হয়ো না; সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, আমি সাহস পূর্ব্বক ব'লছি সমভাবেই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হ'লে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম অর্থ কাম ত তুচ্ছ কথা মোক্ষও প্রার্থনা ক'রতে হবে না। তাঁর আশ্রয় নিলে তোমরা নিশ্চয়ই মহৎ ফল পাবে। পিতাকে প্রহ্লাদ ব'লেছিল—হরিকে সর্ব্বভূতময় জেনে সর্ব্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বভূতাত্মক জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্র, অমিত্র কথা কোথা থেকে হবে, ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে আমাতে এবং অন্যত্র বিদ্যমান। যেখানে সেখানেই ইনি, আমার মিত্র শত্রু কোথায়? দেব, মনুষ্য, পশুপক্ষী, বৃক্ষ ও নরীসৃপ সকলই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ। তারপর প্রহ্লাদ আমার স্তব করে। অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু তিনিই আমি। আমা হ'তে সব উৎপন্ন, আমিও সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান। আমাতে সব লয় হবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি, শেষেও আমি, আমিই অব্যয় সমস্ত পরমাত্মা, আমি তাকে দেখা দিই, ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্যই আমার আবির্ভাব।

"মা" "মা" "মা"

—:•:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।১, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ
২।৩।৬৬ একাদশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই। আমার ধর্ম্মবেত্তা ভাগবতোত্তম রাজা জনক শুকদেবকে উপদেশ ক'রেছিলেন। শুকদেব জিজ্ঞাসা করেন—কারও যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকট হ'য়ে যায়, তা'হলে তার অপর তিন আশ্রমের প্রয়োজন কি ?

জনক বলেন—জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যতীত যেমন মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ সদ্‌গুরুর সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। গুরু এই সংসারসাগরের পারের কর্ত্তা কর্ণধার এবং তাঁর দত্ত জ্ঞান নৌকাস্বরূপ, মানুষ সেই জ্ঞান পেয়ে ভবসাগর হ'তে পার হয়ে যায়। যেমন মানুষ নদী পার হ'য়ে নৌকা এবং মাঝি দুই ত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষ গুরু এবং জ্ঞান দুইই ত্যাগ করেন। প্রথমে বিদ্বান্ লোক মর্য্যাদা এবং কর্ম্মপরম্পরা রক্ষা করবার জন্য চার আশ্রমের সহিত বর্ণ ধর্ম্ম পালন করেন। এরূপ নানাপ্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রতে ক'রতে শুভাশুভ কর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগের দ্বারা ইহলোকেই মোক্ষপ্রাপ্ত হন্। অনেক জন্ম কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু যখন ইন্দ্রিয়গণ

১১শ বর্ষ, পৌষমাস, ১৩৭৯] [সপ্তমসংখ্যা পুষ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

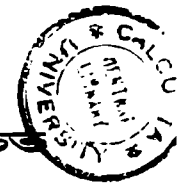

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তৃ :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। কোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

॥ ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ ॥

মহাভারতম্

শল্যপর্ব্ব

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়মুখাৎ শল্য-দুর্য্যোধনয়োর্বধ-বৃত্তান্তং শ্রুত্বা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য মূর্চ্ছা, সচেতনস্য তস্য বিদুরাদ্যাশ্বাসলাভশ্চ ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

এবং নিপাতিতে কর্ণে সমরে সব্যসাচিনা ।
অল্পাবশিষ্টাঃ কুরবঃ কিমকুর্বত বৈ দ্বিজ ॥ ১

উদীর্য্যমাণঞ্চ বলং দৃষ্ট্বা রাজা সুযোধনঃ ।
পাণ্ডবৈঃ প্রাপ্তকালঞ্চ কিং প্রাপদ্যত কৌরবঃ ॥ ২

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তদাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম ।
ন হি তৃপ্যামি পূর্ব্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কর্ণে হতে রাজন্ বার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ ।
ভৃশং শোকার্ণবে মগ্নো নিরাশঃ সর্ব্বতোঽভবৎ ॥ ৪

হা কর্ণ হা কর্ণ ইতি শোচমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
কৃচ্ছ্রাৎ স্বশিবিরং প্রাপ্তো হতশেষৈর্নৃপৈঃ সহ ॥ ৫

স সমাশ্বাস্যমানোঽপি হেতুভিঃ শাস্ত্রনিশ্চিতৈঃ ।
রাজভির্নীলভদ্ধর্ম্ম সুতপুত্রবধং স্মরন্ ॥ ৬

স দৈবং বলবত্ত্বঞ্চ ভবিতব্যঞ্চ পার্থিবঃ ।
সংগ্রামে নিশ্চয়ং কৃত্বা পুনর্যুদ্ধায় নির্যযৌ ॥ ৭

শল্যং সেনাপতিং কৃত্বা বিধিবদ্ রাজপূজবঃ ।
রণায় নির্যযৌ রাজা হতশেষৈর্নৃপৈঃ সহ ॥ ৮

ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ।
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ দেবাসুররণোপমম্ ॥ ৯

ততঃ শল্যো মহারাজ কৃত্বা কন্দনমাহবে ।
সসৈন্যোঽথ স মধ্যাহ্নে ধর্ম্মরাজেন ঘাতিতঃ ॥ ১০

শল্যপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

[সঞ্জয়ের মুখে শল্য ও দুর্য্যোধনের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মূর্চ্ছা এবং সচেতন হইয়া বিদুর কর্তৃক আশ্বাস-লাভ।]

অন্তর্য্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ অর্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান সহায়) দেবী মহামায়া দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসহচরকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয়-শাস্ত্র (মহাভারতাদি) পাঠ করিবে।

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যখন এইভাবে সব্যসাচী অর্জুন কর্ণকে বধ করিয়া তৃপ্তাতিত করিলেন, তখন আর অল্প অবশিষ্ট কৌরব-সৈন্যরা কি করিলেন? ১

পাণ্ডবগণের বল বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের সহিত কিরূপ সময়োচিত আচরণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন? ২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ইহা শুনিতে চাই, আপনি আমাকে আমার পূর্ব্বজাত পিতামহাদির মহৎ চরিত্রের কথা বলুন; কারণ, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার কোনরূপ তৃপ্তি হইতেছে না; (অতএব আপনি উহা বর্ণনা করুন)। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কর্ণ নিহত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন শোকসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন এবং সর্ব্বতোভাবে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ৪

'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' এই কথা বলিতে বলিতে বারংবার শোকগ্রস্ত হইয়া হতাবশিষ্ট নৃপতিগণের সহিত অতি কষ্টে নিজ শিবিরে গমন করিলেন। ৫

যদিও রাজারা এই সময় শাস্ত্রনিশ্চিত যুক্তিসমূহের দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন, তথাপি সুতপুত্র কর্ণের বধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ৬

সেই রাজা দুর্য্যোধন দৈব ও ভবিতব্যকেই প্রবল বলিয়া মনে করিয়া সংগ্রাম করিতেই স্থির নিশ্চয় করত পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন। ৭

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন শল্যকে বিধি অনুসারে সেনাপতি করিয়া হতাবশিষ্ট নৃপগণের সহিত যুদ্ধের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ দেবাসুরগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৯

মহারাজ! তাহার পর সৈন্যসহ শল্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত জনক্ষয় করিয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিহত হইলেন। ১০

ততো দুর্য্যোধনো রাজা হতবন্ধু রণাজিরাৎ।
অপসৃত্য হ্রদং ঘোরং বিবেশ রিপুজাদ্ ভয়াৎ ॥ ১১
অথাপরাহ্ণে তস্যাহ্নঃ পরিবার্য্য সুযোধনঃ।
হ্রদাদাহূয় যুদ্ধায় ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ১২
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে হতশিষ্টাস্ত্রয়ো রথাঃ।
সংরেভাস্ত্রিশি রাজেন্দ্র জগ্মুঃ পাঞ্চাল-সোমকান্ ॥ ১৩
ততঃ পূর্ব্বাহ্ণসময়ে শিবিরাদেত্য সঞ্জয়ঃ।
প্রবিবেশ পুরীং দীনো দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ১৪
স প্রবিশ্য পুরীং সূতো ভুজাবুদ্ধুত্য দুঃখিতঃ।
বেপমানস্ততো রাজ্ঞঃ প্রবিবেশ নিকেতনম্ ॥ ১৫
রুরোদ চ নরব্যাঘ্র হা রাজন্নিতি দুঃখিতঃ।
অহো বত বিনষ্টাঃ স্ম নিধনেন মহাত্মনঃ ॥ ১৬
বিধিশ্চ বলবানত্র পৌরুষং তু নিরর্থকম্।
শক্রতুল্যবলাঃ সর্বে যথাবধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বৈব চ পুরে রাজন্ জনঃ সর্বঃ স সঞ্জয়ম্

ক্লেশেন মহতা যুক্তং সর্বতো রাজসত্তম ॥ ১৮
রুরোদ চ দুঃখার্ত্তিগ্রো হা রাজন্নিতি বিস্বরম্।
আকুমারং নরব্যাঘ্র তত্র তত্র সমন্ততঃ ॥ ১৯
আর্তনাদং ততশ্চক্রে শ্রুত্বা বিনিহতং নৃপম্।
ধাবতশ্চাপ্যপশ্যামস্তত্র তান্ পুরুষর্ষভান্ ॥ ২০
নষ্টচিত্তানিবোন্মত্তান্ শোকেন দুঃখপীড়িতান্।
তথা স বিহ্বলঃ সূতঃ প্রবিশ্য নৃপতিক্ষয়ম্ ॥ ২১
দদর্শ নৃপতিশ্রেষ্ঠং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
তথা চাসীনমনঘং সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥ ২২
স্নুষাভির্ভরতশ্রেষ্ঠ গান্ধার্য্যা বিদুরেণ চ।
তথান্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ জ্ঞাতিভিশ্চ হিতৈষিভিঃ ॥ ২৩
তমেব চার্থং ধ্যায়ন্তং কর্ণস্য নিধনং প্রতি।
রুদন্নেবাব্রবীদ্ বাক্যং রাজানং জনমেজয় ॥ ২৪
নাভিহ্রষ্টমনাঃ সূতো বাক্যসন্দিগ্ধয়া গিরা।
সঞ্জয়োঽহং নরব্যাঘ্র নমস্তে ভরতর্ষভ ॥ ২৫

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন নিজের ভ্রাতৃবৃন্দ নিহত হওয়ার সময়রাঙ্গণ হইতে দূরে চলিয়া যাইয়া শত্রুভয়ে একটি ভয়ঙ্কর হ্রদে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১

ইহার পর সেই দিনেই অপরাহ্ণকালে দুর্য্যোধনকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার জন্য হ্রদ হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া ভীমসেন তাঁহাকে সংহার করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২

রাজেন্দ্র! সেই মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন নিহত হইলে পর হতাবশিষ্ট তিন রথী বীর—কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাত্রিকালে নিদ্রার সময় পাঞ্চাল ও সোমকগণকে রোষভরে সংহার করিলেন ॥ ১৩

তাহার পর পূর্ব্বাহ্ণকালে দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন সঞ্জয় শিবির হইতে আসিয়া দীনভাবে হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪

পুরীতে প্রবেশ করত দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া দুঃখিত সঞ্জয় কাঁপিতে কাঁপিতে রাজভবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫

তিনি এই সময় রোদন করিতে করিতে দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—১। নরশ্রেষ্ঠ নরেশ! হা রাজন্! মহাত্মা কুরুরাজ দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে নষ্টপ্রায় হইয়া যাইলাম ॥ ১৬

এ জগতে ভাগ্যই বলবান্। পুরুষার্থ ত' নিরর্থক ; কারণ, আপনার সকল পুত্রই ইন্দ্রতুল্য বলবান্ হইয়াও পাণ্ডবগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ১৭

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! হস্তিনাপুরের সকল মানুষ সঞ্জয়কে সর্ব্বথা মহাক্লেশযুক্ত দর্শন করত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 'হা রাজন্' এই কথা বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে চতুর্দ্দিকে বালকগণ হইতে বৃদ্ধগণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষই রাজা দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮-১৯॥

আমরা সকলে তখন দেখিতে থাকিলাম যে, নগরেয়শ্রেষ্ঠ পুরুষগণও যেন অচৈতন্য ও উন্মত্ত হইয়া এবং শোকে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সেখানে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥২০॥

এইভাবে ব্যাকুল হইয়া সঞ্জয় রাজভবনে প্রবেশ করত নিজের প্রভু প্রজ্ঞাচক্ষু নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিলেন ॥ ২১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নিষ্পাপ নরপতি নিজের পুত্র-বধূগণ, গান্ধারী, বিদুর, অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদ্গণ এবং জ্ঞাতিবর্গে চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। ইঁহারা কর্ণের নিধন হওয়ায় পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন ॥ ২২-২৩॥

জনমেজয়! সেই সময় সঞ্জয় দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে করিতে সন্দিগ্ধ বাক্যে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! ভরতবংশপ্রধান! আমি সঞ্জয়। আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৪-২৫

মদ্রাধিপো হতঃ শল্যঃ শকুনিঃ সৌবলস্তথা।
উলূকঃ পুরুষব্যাঘ্র কৈতব্যো দৃঢ়বিক্রমঃ॥ ২৬
সংশপ্তকা হতাঃ সর্বে কাম্বোজাশ্চ শকৈঃ সহ।
ম্লেচ্ছাশ্চ পর্বতীয়াশ্চ যবনা বিনিপাতিতাঃ॥ ২৭
প্রাচ্যা হতা মহারাজ দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ।
উদীচ্যাশ্চ হতাঃ সর্বে প্রতীচ্যাশ্চ নরোত্তমাঃ॥ ২৮
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্বে তে নিহতা নৃপ।
দুর্যোধনো হতো রাজা যথোক্তং পাণ্ডবেন হ॥ ২৯
ভগ্নসক্থো মহারাজ শেতে পাংশুষু লুণ্ঠিতঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ॥ ৩০
উত্তমৌজা যুধামন্যুস্তথা রাজন্ প্রভদ্রকাঃ।
পাঞ্চালাশ্চ নরব্যাঘ্র চেদয়শ্চ নিষূদিতাঃ॥ ৩১
তব পুত্রা হতাঃ সর্বে দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত।
কর্ণপুত্রো হতঃ শূরো বৃষসেনঃ প্রতাপবান্॥ ৩২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! মদ্ররাজ শল্য, সুবলপুত্র শকুনি এবং অক্ষক্রীড়াকারী শকুনির পুত্র দৃঢ়বিক্রম উলূক—ইঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন॥ ২৬

সমস্ত সংশপ্তক বীর, কাম্বোজ, শক, ম্লেচ্ছ ও পর্বতীয় যোদ্ধারা এবং যবন সৈন্যগণ নিহত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছেন॥ ২৭

মহারাজ! পূর্বদেশের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছেন, সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সৈন্যগণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকের নরোত্তম সৈন্যরাও নিহত হইয়াছেন। ২৮

হে নৃপ! সমস্ত রাজা ও রাজকুমারগণ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ! যেরূপ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা দুর্যোধনও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাঁহার জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি ধূলিধূসরিত হইয়া ভূতলে পতিত আছেন।২৯½

মহারাজ! নরোত্তম রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, প্রভদ্রকগণ, পাঞ্চাল ও চেদিদেশীয় যোদ্ধারাও বিনষ্ট হইয়াছেন। ৩০-৩১

ভারত! আপনার এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কর্ণের প্রতাপশালী ও শৌর্যশালী বীরপুত্র বৃষসেনও নিহত হইয়াছেন। ৩২

নরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধস্থলে সমস্ত পদাতি সৈন্য, গজারোহী, রথারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৩

প্রভো! পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে পরস্পর সঙ্ঘর্ষপ্রাপ্ত হইয়া আপনার পুত্রদের এবং পাণ্ডব-শিবিরে আর অল্প কিছু মাত্র যোদ্ধাই অবশিষ্ট রহিয়াছেন। ৩৪

কালের দ্বারা মোহিত হইয়া প্রায় সম্পূর্ণ জগতের ক্ষয়সাধন আর অবশিষ্ট আছেন পাণ্ডবপক্ষের সাত (যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি) এবং আপনার তিন জন রথী (কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা) অবশিষ্ট রহিয়াছেন। ৩৫

পাণ্ডবদের দিকে পঞ্চ ভ্রাতা, বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এবং আপনার দিকে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা জীবিত আছেন। ৩৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! জনেশ্বর! মহারাজ! উভয় পক্ষে যে সমস্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই সব রথী মাত্র আর অবশিষ্ট আছেন, অন্য সমস্ত সৈন্যগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন॥ ৩৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভারত! কালই দুর্যোধন ও তাঁহার পক্ষ তাকে সর্বাগ্রে স্থাপন করত এই সম্পূর্ণ জগৎকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ৩৮½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাধিরাজ জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র যেন প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৩৯½

নিপপাত স রাজেন্দ্রো গতসত্বো মহীতলে।
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ বিদুরোঽপি মহাযশাঃ ॥ ৪০
নিপপাত মহারাজ শোকব্যসনকর্শিতঃ।
গান্ধারী চ নৃপশ্রেষ্ঠ সর্বাশ্চ কুরুযোষিতঃ ॥৪১
পতিতাঃ সহসা ভূমৌ শ্রুত্বা ক্রূরং বচস্তদা।
নিঃসংজ্ঞাঃ পতিতাঃ ভূমৌ তদাসীদ্ রাজমণ্ডলম্ ॥ ৪২
প্রলাপযুক্তং মহতি চিত্রন্যস্তং পটে যথা
কৃচ্ছ্রেণ তু ততো রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ॥ ৪৩
শনৈরলভত প্রাণান্ পুত্রব্যসনকর্শিতঃ।
লব্ধ্বা তু স নৃপঃ সংজ্ঞাং বেপমানঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ৪৪
উদীক্ষ্য চ দিশঃ সর্বাঃ ক্ষত্তারং বাক্যমব্রবীৎ।
বিদুর ক্ষত্তর্মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং গতির্ভরতর্ষভ ॥ ৪৫
মমানাথস্য সুদুঃখং পুত্রৈর্হীনস্য সর্বশঃ।
এবমুক্ত্বা ততো ভূয়ো বিসংজ্ঞো নিপপাত হ ॥৪৬
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা বান্ধবা যেঽস্য কেচন
শীতৈস্তে সিষিচুস্তোয়ৈর্বিব্যজুর্ব্যজনৈরপি ॥৪৭
স তু দীর্ঘেণ কালেন প্রত্যাশ্বস্তো নরাধিপঃ।
তূষ্ণীং দধ্যৌ মহীপালঃ পুত্রব্যসনকর্শিতঃ ॥ ৪৮
নিঃশ্বসন্ জিহ্মগ ইব কুম্ভাক্ষিপ্তো বিশাম্পতে।
সঞ্জয়োঽপ্যরুদৎ তত্র দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্ ॥ ৪৯
তথা সর্বাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব গান্ধারী চ যশস্বিনী।
ততো দীর্ঘেণ কালেন বিদুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫০
ধৃতরাষ্ট্রো নরশ্রেষ্ঠ মুহ্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
গচ্ছন্তু যোষিতঃ সর্বা গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ৫১
তথেমে সুহৃদঃ সর্বে ভ্রাম্যতে মে মনো ভৃশম্।
এবমুক্তস্ততঃ ক্ষত্তা তাঃ স্ত্রিয়ো ভরতর্ষভ ॥৫২
বিসর্জয়ামাস শনৈর্বেপমানঃ পুনঃ পুনঃ।
নিশ্চক্রমুস্ততঃ সর্বাঃ স্ত্রিয়ো ভরতসত্তম ॥ ৫৩
সুহৃদশ্চ তথা সর্বে দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্।
ততো নরপতিং তত্র লব্ধসংজ্ঞঃ পরন্তপ ॥ ৫৪

মহারাজ! তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মহাযশস্বী বিদুরও শোকসন্তাপে দুর্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪০½

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সময় এই ক্রূরতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুকুলের সমস্ত স্ত্রীগণ এবং গান্ধারী দেবী সহসা ভূতলে পতিত হইলেন, রাজপরিবারে সমস্ত লোকই চেতনা হারাইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন এরূপ প্রভীত হইতেছিলেন যে, যেন বিশাল পটে অঙ্কিত চিত্রসকল রহিয়াছে ॥ ৪১-৪২½

তাহার পর পুত্রশোকে পীড়িত ভূপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিকষ্টে ধীরে ধীরে প্রাণক্রিয়া লাভ করিলেন ॥ ৪৩½

চেতনা লাভ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিদুরকে এই কথা বলিলেন—বিদুর! মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! ভরতভূষণ! এখন তুমি পুত্রহীন ও অনাথ আমার একমাত্র আশ্রয়। এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় চেতনা হারাইয়া ভূপাতিত হইলেন ॥ ৪৪-৪৬

তাঁহাকে এইভাবে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার যে সমস্ত বান্ধবগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা রাজার উপর শীতল জল সেচন ও ব্যজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

তারপর বহুক্ষণ পরে যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র আশ্বস্ত হইলেন, তখন তিনি পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন ॥ ৪৮

প্রজানাথ! তখন তিনি কুম্ভমধ্যে স্থাপিত সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে পীড়িত দেখিয়া সঞ্জয়ও সেখানে রোদন করিতে থাকিলেন ॥ ৪৯

তারপর সমস্ত স্ত্রীগণ এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দীর্ঘকাল পরে বারংবার মোহিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন,—এই সমস্ত স্ত্রীগণ এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও এস্থান হইতে অন্যত্র গমন করুক। এই সকল সুহৃদ্বর্গও এখন চলিয়া যাউক; কারণ, আমার চিত্ত অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫০-৫১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর বারংবার কম্পিত হইতে হইতে বিদুর সেই সমস্ত স্ত্রীবর্গকে ধীরে ধীরে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সেই সমস্ত স্ত্রীগণ ও সমস্ত সুহৃদ্বর্গ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অত্যন্ত পীড়িত দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৫৩½

শত্রুতাপন! তদনন্তর সংজ্ঞালাভ পূর্বক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দীনভাবে বিলাপকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দিকে সঞ্জয় নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৫৪½

অবৈক্ষৎ সঞ্জয়ো দীনং রোদমানং ভৃশাতুরম্
প্রাঞ্জলিনিঃশ্বসন্তঞ্চ তং নরেন্দ্রং মুহুর্মুহুঃ ॥
সমাশ্বাসয়ত ক্ষত্তা বচসা মধুরেণ চ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রমোহে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সেই সময় বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের মোহবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ, সঞ্জয়সমীপে যুদ্ধবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিসৃষ্টাস্বথ নারীষু ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
বিললাপ মহারাজ দুঃখার্দ দুঃখান্তরং গতঃ ॥ ১ ॥
সধূমমিব নিঃশ্বস্য করে ধুধন্ পুনঃ পুনঃ
বিচিন্ত্য চ মহারাজ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

অহো বত মহদ্ দুঃখং যদহং পাণ্ডবান্ রণে।
ক্ষেমিণস্তাব্যয়াংশ্চৈব ত্বতঃ সূত শৃণোমি বৈ
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং সুদৃঢ়ং মম।
যচ্ছ্রুত্বা নিহতান্ পুত্রান্ দীর্যতে ন সহস্রধা ॥ ৪ ॥

চিন্তয়িত্বা বয়স্তেষাং বালক্রীড়াশ্চ সঞ্জয়।
হতান্ পুত্রানশেষেণ দীর্যতে মে ভৃশং মনঃ ॥ ৫ ॥
অনেত্রত্বাদ্ যদেতেষাং ন মে রূপনিদর্শনম্।
পুত্রস্নেহকৃতা প্রীতিনিত্যমেতেষু ধারিতা ॥ ৬ ॥
বালভাবমতিক্রম্য যৌবনস্থাংশ্চ তানহম্।
মধ্যপ্রাপ্তাংস্তথা শ্রুত্বা হৃষ্ট আসং তদানঘ ॥ ৭ ॥
তানদ্য নিহতান্ শ্রুত্বা হতৈশ্বর্যান্ হতৌজসঃ।
ন লভেয়ং কচিচ্ছান্তিং পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ ॥ ৮ ॥
এহ্যেহি পুত্র রাজেন্দ্র মমানাথস্য সাম্প্রতম্।
ত্বয়া হীনো মহাবাহো কাং নু যাস্যাম্যহং গতিম্ ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! স্ত্রীগণ চলিয়া যাইলে পর অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এক দুঃখ হইতে অন্য এক দুঃখলাভ করত উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বারংবার দুই হস্ত কম্পিত করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১-২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! আমার পক্ষে ইহা অতিশয় দুঃখের কথা যে, আমি তোমার নিকট হইতে রণাঙ্গনে বিনষ্ট না হইয়া পাণ্ডবগণকে সকুশলে অবস্থান করিতে শুনিতেছি ॥ ৩ ॥

নিশ্চয়ই আমার সুদৃঢ় হৃদয় বজ্রের সারতত্ত্বের দ্বারা নির্মিত; কারণ, নিজের পুত্রদিগকে নিহত হইতে শ্রবণ করত ইহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না ॥ ৪ ॥

সঞ্জয়! আমি তাহাদের বয়স ও বাল্যক্রীড়া চিন্তা করিয়া যখন তাহাদের সকলের নিধনবার্তা চিন্তা করিতেছি, তখন আমার মন অতিশয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ॥ ৫ ॥

যদিও আমি নেত্রহীন বলিয়া উহাদের রূপ কখনও দেখি নাই, তথাপি তাহাদের সকলের প্রতি পুত্রস্নেহজনিত প্রেমভাব সর্বদাই অক্ষুণ্ণ রাখিতাম ॥ ৬ ॥

নিষ্পাপ সঞ্জয়! যখন আমি এই কথা শুনিলাম যে, আমার পুত্রগণ বাল্যাবস্থা অতিক্রম যুবাবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আমি হর্ষে উৎফুল্ল হইতাম ॥ ৭ ॥

আজ সে-ই পুত্রগণ ঐশ্বর্য ও বলহীন এবং নিহত হইয়াছে—এই কথা শ্রবণ করত তাহাদের চিন্তায় ব্যথিত হইয়া কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৮ ॥

(এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করিতে লাগিলেন) পুত্র! রাজেন্দ্র! এই সময় অনাথ আমার নিকট তুমি এস, এস। মহাবাহো! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া না জানি আমি আজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইব? ॥ ৯ ॥

কথং ত্বং পৃথিবীপালাংস্ত্যক্ত্বা তাত সমাগতান্।
শেষে বিনিহতো ভূমৌ প্রাকৃতঃ কুনৃপো যথা ॥ ১০
গতিভূতা মহারাজ জ্ঞাতীনাং সুহৃদাং তথা।
অদ্য বৃদ্ধঞ্চ মাং বীর বিহায় ক্ব নু যাস্যসি ॥ ১১
সা কৃপা সা চ তে প্রীতিঃ ক্ব সা রাজন্ সুমানিতা।
কথং বিনিহতঃ পার্থৈঃ সংযুগেষপরাজিতঃ ॥ ১২
কো নু মামুত্থিতং বীর তাত তাতেতি বক্ষ্যতি।
মহারাজেতি সততং লোকনাথেতি চাসকৃৎ ॥ ১৩
পরিষ্বজ্য চ মাং কণ্ঠে স্নেহেন ক্লিন্নলোচনঃ।
অনুশাধীতি কৌরব্য তৎ সাধু বদ মে বচঃ ॥ ১৪
নন্থ নামাহমগ্রৌষং বচনং তব পুত্রক।
ভূয়সী মম পৃথ্বীয়ং যথা পার্থস্য নো তথা ॥ ১৫
ভগদত্তঃ কৃপঃ শল্য আবন্ত্যোঽথ জয়দ্রথঃ।
ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তো মহারাজশ্চ বাহ্লিকঃ ॥ ১৬
অশ্বত্থামা চ ভোজশ্চ মাগধশ্চ মহাবলঃ।
বৃহদ্বলশ্চ ক্রাথশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ১৭
ম্লেচ্ছাশ্চ শতসাহস্রাঃ শকাশ্চ যবনৈঃ সহ।
সুদক্ষিণশ্চ কাম্বোজস্ত্রিগর্তাধিপতিস্তথা ॥ ১৮
ভীষ্মঃ পিতামহশ্চৈব ভারদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
শ্রুতায়ুশ্চায়ুতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চাপি বীর্য্যবান্ ॥ ১৯
জলসন্ধোঽথার্য্যশৃঙ্গী রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
অলম্বুষো মহাবাহুঃ সুবাহুশ্চ মহারথঃ ॥ ২০
এতে চান্যে চ বহবো রাজানো রাজসত্তম।
মদর্থমুদ্যতাঃ সর্বে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ২১
তেষাং মধ্যে স্থিতো যুদ্ধে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
যোধয়িষ্যামহং পার্থান্ পাঞ্চালাংশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ২২
চেদীংশ্চ নৃপশার্দূল দ্রৌপদেয়াংশ্চ সংযুগে।
সাত্যকিং কুন্তিভোজঞ্চ রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥ ২৩
একোঽপ্যেষাং মহারাজ সমর্থঃ সংনিবারণে।
সমরে পাণ্ডবেয়ানাং সংক্রুদ্ধো হ্যভিধাবতাম্ ॥ ২৪
কিং পুনঃ সহিতা বীরাঃ কৃতবৈরাশ্চ পাণ্ডবৈঃ।
অথবা সর্ব এবৈতে পাণ্ডবস্যানুযায়িনঃ ॥ ২৫

বৎস! তুমি এখানে সমবেত ভূপালগণকে পরিহার করিয়া কোন এক নীচ ও দুষ্ট রাজার ন্যায় নিহত হইয়া কেন ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? ১০

বীর মহারাজ! তুমি জ্ঞাতি ও সুহৃদ্‌গণের আশ্রয় হইয়াও অদ্য এবং বৃদ্ধ আমাকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছ? ১১

রাজন্! তোমার সেই কৃপা, সেই প্রীতি এবং অপরকে সম্মানদানের সেই প্রবৃত্তি কোথায় চলিয়া যাইল? তুমি ত' কাহারও দ্বারা পরাজিত হইবার নও, তবে কুন্তীর পুত্রগণের দ্বারা তুমি কিভাবে নিহত হইলে? ১২

বীর! আমি উত্থিত হইলে পর আমাকে সর্ব্বদা তাত, মহারাজ ও লোকনাথ প্রভৃতি নামে কে আহ্বান করিবে? সুকুমার! তুমি পুত্রে স্নেহে নেত্রদ্বয়ে অশ্রুপূর্ণ করত আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে যে, পিতঃ! আপনি আমাকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দান করুন। এই সুন্দর কথা তুমি পুনরায় আমাকে বল। ১৩-১৪

পুত্র! আমি তোমার মুখে এই কথা শুনিয়াছিলাম যে, 'আমার অধিকারে বিশাল পৃথিবী রহিয়াছে'। এরূপ বিশাল ভূভাগ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের অধিকারে নাই। ১৫

"নৃপশ্রেষ্ঠ! ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, শল্য অবন্তীরাজকুমার, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, মহাবল মগধাধিপতি বৃহদ্বল, ক্রাথ, সুবলপুত্র শকুনি, লক্ষ ম্লেচ্ছ, যবন ও শক, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, পিতামহ ভীষ্ম, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, পরাক্রমশালী শতায়ু, জলসন্ধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র রাক্ষস অলায়ুধ, মহাবাহু অলম্বুষ এবং মহারথী সুবাহু—ইহারা এবং আরও বহুসংখ্যক নরপতি আমার জন্য প্রাণ ও ধনের মোহ পরিত্যাগ করত সকলেই যুদ্ধের জন্য উদ্যত আছেন। ১৬-২১

ইহাদের সকলের মধ্যে অবস্থান করত ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধ করিব। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি যুদ্ধস্থলে চেদিসৈন্যগণ, দ্রৌপদীর পুত্রবৃন্দ, সাত্যকি, কুন্তিভোজ এবং রাক্ষস ঘটোৎকচেরও সম্মুখীন হইব। ২৩

মহারাজ! আমার এই সহযোগিগণের মধ্যে এক এক বীরই সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া আমার উপর আক্রমণকারী পাণ্ডবগিগকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। তাহার উপর যদি পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতাবশে এই সব বীরবৃন্দ এক সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তবে কোন কার্য্য করিতে আর বাধা থাকিবে? ২৪-২৫

রাজেন্দ্র! অথবা এই সব যোদ্ধারা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের

যোৎস্যন্তে সহ রাজেন্দ্র হনিষ্যন্তি চ তান্ মৃধে।
কর্ণ একো ময়া সার্ধং নিহনিষ্যতি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬
ততো নৃপতয়ো বীরাঃ স্থাস্যন্তি মম শাসনে।
যস্য ত্বেষাং প্রণেতা বৈ বাসুদেবো মহাবলঃ ॥ ২৭
ন স সন্নহ্যতে রাজন্নিতি মামব্রবীদ্ বচঃ।
তস্যাথ বদতঃ সূত বহুশো মম সন্নিধৌ ॥ ২৮
শক্তিতো হ্যনুপশ্যামি নিহতান্ পাণ্ডবান্ রণে
ত্বেষাং মধ্যে স্থিতা যত্র হন্যন্তে মম পুত্রকাঃ ॥ ২৯
ব্যায়চ্ছমানাঃ সমরে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
ভীষ্মশ্চ নিহতে যত্র লোকনাথঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য মৃগেন্দ্র ইব জন্তুকম্।
দ্রোণশ্চ ব্রাহ্মণো যত্র সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ ॥ ৩১
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দিব্যাস্ত্রজ্ঞো মহাবলঃ ॥ ৩২
ভূরিশ্রবা হতো যত্র সোমদত্তশ্চ সংযুগে।
বাহ্লিকশ্চ মহারাজঃ কিমন্যত্র ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৩
ভগদত্তো হতো যত্র গজযুদ্ধবিশারদঃ।
জয়দ্রথশ্চ নিহতঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৪
সুদক্ষিণো হতো যত্র জলসন্ধশ্চ পৌরবঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৫
মহাবলস্তথা পাণ্ড্যঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৬
বৃহদ্বলো হতো যত্র মাগধশ্চ মহাবলঃ।
উগ্রায়ুধশ্চ বিক্রান্তঃ প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্ ॥ ৩৭
আবন্ত্যো নিহতো যত্র ত্রৈগর্তশ্চ জনাধিপঃ।
সংশপ্তকাশ্চ নিহতাঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৮
অলম্বুষো মহাশূরো রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
আর্ষ্যশৃঙ্গিশ্চ নিহতঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৯
নারায়ণা হতা যত্র গোপালা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চ বহুসাহস্রাঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ। ৪০

অনুগামী সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদের বিনাশ করিবে। ২৫½

একাকী কর্ণই আমার সহিত থাকিয়া সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে। তাহার পর বীর নরপতিগণ সকলেই আমার শাসনের অধীনস্থ হইয়া যাইবে। ২৬½

রাজন্! পাণ্ডবগণের যিনি নেতা, সেই মহাবল বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করিবেন না,— এই কথা দুর্যোধন আমাকে বলিয়াছিল। ২৭½

সূত! আমার নিকট দুর্যোধন যখন এইরূপ বহু কথা বলিতে লাগিল, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের শক্তিতে সমস্ত পাণ্ডবগণ রণাঙ্গনে নিহত হইবে। ২৮½

যখন এরূপ বীরগণের মধ্যে থাকিয়াও যত্নপূর্বক যুদ্ধরত আমার পুত্রগণ রণাঙ্গনে নিহত হইল, তখন ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? ২৯½

যেরূপ সিংহ শৃগালের সহিত সংঘর্ষরত থাকিয়া নিহত হইয়া থাকে, সেইরূপ যেখানে লোকরক্ষক প্রতাপশালী বীর ভীষ্ম শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া নিহত হইয়াছেন, যেখানে সকল প্রকার শস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য পাণ্ডবগণের দ্বারা যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ৩০-৩১½

যেখানে দিব্যাস্ত্রসকলে অভিজ্ঞ মহাবল কর্ণ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে, যেখানে সমরাঙ্গণে ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত এবং মহারাজ বাহ্লীক বিনষ্ট হন, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অপর আর কি কারণ বলিতে পারি? ৩২-৩৩

যেখানে গজ-যুদ্ধবিশারদ রাজা ভগদত্ত নিহত হইয়াছেন এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি থাকিতে পারে? ৩৪

যেখানে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, পুরুবংশজাত জলসন্ধ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নিহত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কি কারণ আছে? ৩৫

যেখানে সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল পাণ্ড্যরাজ যুদ্ধে পাণ্ডবগণের দ্বারা নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কিই বা বলিতে পারি? ৩৬

যেখানে বৃহদ্বল, মহাবল মগধরাজ, যন্ত্রধারিগণের আদর্শ ও পরাক্রমশালী উগ্রায়ুধ, অবন্তীরাজকুমার, ত্রিগর্তপতি সুশর্মা এবং সমস্ত সংশপ্তক-যোদ্ধারা নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ৩৭-৩৮

যেখানে সৌর্য্যশালী মহাবীর অলম্বুষ এবং ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলায়ুধ নিহত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি বলিবার আছে? ৩৯

যেখানে নারায়ণ-নামে রণদুর্মদ গোপালগণ এবং কয়েক

শকুনিঃ সৌবলো যত্র কৈতব্যশ্চ মহাবলঃ।
নিহতঃ সবলো বীরঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ॥ ৪১

এতে চান্যে চ বহবঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ শূরাঃ পরিঘবাহবঃ॥ ৪২

নিহতা বহবো যত্র কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
যত্র শূরা মহেষ্বাসাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ॥ ৪৩

বহবো নিহতাঃ সূত মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ।
নানাদেশসমাবৃত্তাঃ ক্ষত্রিয়া যত্র সঞ্জয়॥ ৪৪

নিহতাঃ সমরে সর্বে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
পুত্রাশ্চ মে বিনিহতাঃ পৌত্রাশ্চৈব মহাবলাঃ॥ ৪৫

বয়স্যা ভ্রাতরশ্চৈব কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
ভাগধেয়সমাযুক্তো ধ্রুবমুৎপদ্যতে নরঃ॥ ৪৬

যস্য ভাগ্যসমাযুক্তঃ স শুভং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ
অহং বিযুক্তস্ত্রৈর্ভাগ্যৈঃ পুত্রৈশ্চৈবেহ সঞ্জয়॥ ৪৭

কথমদ্য ভবিষ্যামি বৃদ্ধঃ শত্রুবশং গতঃ।
নান্যদত্র পরং মন্যে বনবাসাদৃতে প্রভো॥ ৪৮

সোঽহং বনং গমিষ্যামি নির্বন্ধুর্জ্ঞাতিসংক্ষয়ে।
ন হি মেঽন্যদ্ ভবেচ্ছ্রেয়ো বনাদ্যুপগমাদৃতে॥ ৪৯

ইমামবস্থাং প্রাপ্তস্য লূনপক্ষস্য সঞ্জয়।
দুর্য্যোধনো হতো যত্র শল্যশ্চ নিহতো যুধি॥ ৫০

দুঃশাসনো বিবিংশশ্চ বিকর্ণশ্চ মহাবলঃ।
কথং হি ভীমসেনস্য শ্রোষ্যেঽহং শব্দমুত্তমম্॥ ৫১

একেন সমরে যেন হতং পুত্রশতং মম।
অসকৃদ্দদতস্তস্য দুর্য্যোধনবধেন চ॥ ৫২

দুঃখশোকাভিসন্তপ্তো ন শ্রোষ্যে পরুষা গিরঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বৃদ্ধশ্চ সন্তপ্ত পার্থিবো হতবান্ধবঃ॥ ৫৩
মুহুর্মুহুর্মুহ্যমানঃ পুত্রাদিভিরভিপ্লুতঃ।
বিলপ্য সুচিরং কালং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ॥ ৫৪

রাজার শ্রেষ্ঠ সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি থাকিতে পারে? ৪০

যেখানে সুবলপুত্র মহাবল শকুনি এবং এই অক্ষক্রীড়াকারীর পুত্র বীর উলূক উভয়েই সৈন্য সহ নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কি কারণ আছে? ৪১

এই সকল এবং আরও বহুসংখ্যক অস্ত্রজ্ঞ, রণদুর্ম্মদ, পৌর্য্যশালী বীর এবং পরিঘতুল্য বাহুবিশিষ্ট রাজা ও রাজকুমারগণ অধিক সংখ্যায় নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি কারণ বলিতে পারি? ৪২½

সূত সঞ্জয়! যেখানে সমরাঙ্গণে নানা দেশসমূহ হইতে আগত দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক বীরবর মহাধনুর্দ্ধর, অস্ত্রজ্ঞ এবং রণদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? ৪৩-৪৪½

হায়! আমার মহাবল পুত্র, পৌত্র এবং ভ্রাতৃতুল্য বয়স্যগণ সকলেই নিহত হইয়াছে, ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব? ৪৫½

নিশ্চয়ই প্রতি মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য লইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হয়, সে-ই শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪৬½

সঞ্জয়! আমি সেই শুভকারক ভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং পুত্রগণরহিত হইলাম। আজ এই বৃদ্ধাবস্থায় শত্রুদের বশীভূত হইয়া জানি না কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইব? ৪৭½

সামর্থ্যশালী সঞ্জয়! আমার পক্ষে বনবাস ব্যতীত অন্য আর কোন কার্য্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে না। এখন বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ বিনষ্ট হওয়ায় আমি বনেই চলিয়া যাইব। সঞ্জয়! পক্ষচ্ছিন্ন পক্ষীর ন্যায় এই অবস্থায় উপনীত হওয়ায় এখন আমার পক্ষে বনবাস স্বীকার ব্যতীত অন্য আর কিছু শ্রেয়স্কর কার্য্য নাই। ৪৮-৪৯½

যখন দুর্য্যোধন নিহত হইল, শল্যও যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিল এবং দুঃশাসন, বিবিংশতি ও মহাবল বিকর্ণও নিহত হইল, তখন আমি সেই ভীমসেনের উচ্চৈঃস্বরে কথিত বাক্য কিরূপে শ্রবণ করিব, যে একাকীই আমার শত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে? ৫০-৫১½

দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া আমি বারংবার কথিত ভীমসেনের কঠোর বাক্যসকল শুনিতে পারিব না॥ ৫২½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ পুত্রগণের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বারংবার মূর্চ্ছিত, সন্তপ্ত এবং বৃদ্ধ রাজা অম্বিকাসুত ধৃতরাষ্ট্র, যাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিলাপ করত উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিজের পরাভবের কথা চিন্তা পূর্ব্বক দুঃখে আরও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং

দীর্ঘমুষ্ণং স নিঃশ্বস্য চিন্তয়িত্বা পরাভবম্ ।
দুঃখেন মহতা রাজন্ সন্তপ্তো ভরতর্ষভঃ ॥ ৫৫
পুনর্গাবল্গণিং সূতং পর্য্যপৃচ্ছদ্ যথাতথম্ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভীষ্ম-দ্রোণৌ হতৌ শ্রুত্বা সূতপুত্রঞ্চ ঘাতিতম্ ॥ ৫৬
সেনাপতিং প্রণেতারং কিমকুর্বত মামকাঃ ।
যং যং সেনাপ্রণেতারং যুধি কুর্বন্তি মামকাঃ ॥ ৫৭
অচিরেণৈব কালেন তং তং নিঘ্নন্তি পাণ্ডবাঃ ।
রণমূর্দ্ধি হতো ভীষ্মঃ পঞ্চত্বায় বঃ কিরীটিনা ॥ ৫৮
এবমেব হতো দ্রোণঃ সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্ ।
এবমেব হতঃ কর্ণঃ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৯
স রাজকানাং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং বঃ কিরীটিনা ।
পূর্ব্বমেবাহমুক্তো বৈ বিদুরেণ মহাত্মনা ॥ ৬০
দুর্য্যোধনাপরাধেন প্রজেয়ং বিনশিষ্যতি ।
কোচিন্ন সম্যক্ পশ্যন্তি মূঢ়াঃ সম্যগবেক্ষ্য চ ॥

তদিদং মম মূঢ়স্য তথাভূতং বচঃ স্ম তৎ ॥ ৬১
যদব্রবীৎ স ধর্ম্মাত্মা বিদুরো দীর্ঘদর্শিবান্ ।
তত্তথা সমনুপ্রাপ্তং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥ ৬২
দৈবোপহতচিত্তেন যন্ময়া ন কৃতং পুরা ।
অনয়স্য ফলং তস্য ব্রূহি গাবল্গণে পুনঃ ॥ ৬৩
কো বা মুখমনীকানামাসীৎ কর্ণে নিপাতিতে ।
অর্জ্জুনং বাসুদেবঞ্চ কো বা প্রত্যুদ্যযৌ রথী ॥ ৬৪
কোঽরক্ষন্ দক্ষিণং চক্রং মদ্ররাজস্য সংযুগে ।
বামঞ্চ যোদ্ধুকামস্য কে বা বীরস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৬৫
কথঞ্চ বঃ সমেতানাং মদ্ররাজো মহারথঃ ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে পুত্রো বা মম সঞ্জয় ॥ ৬৬
ব্রূহি সর্ব্বং যথাতত্ত্বং ভরতানাং মহাক্ষয়ম্ ।
যথা চ নিহতঃ সংখ্যে পুত্রে দুর্য্যোধনো মম ॥ ৬৭
পাঞ্চালাশ্চ যথা সর্ব্বে নিহতাঃ সপদানুগাঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥ ৬৮

গবল্গণের পুত্র সঞ্জয়কে পুনরায় যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৩-৫৫ ½

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বধ এবং সূতপুত্র কর্ণের বিনাশের কথা শ্রবণ করিয়া আমার পুত্রগণ কি করিল? ৫৬ ½

আমার পুত্রগণ যুদ্ধস্থলে যে যে বীরকে নিজেদের সেনাপতি করিয়াছিল, পাণ্ডবেরা অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সেই সেনাপতিকে বধ করিবে ॥ ৫৭ ½

যুদ্ধের সম্মুখভাগে তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ভীষ্ম কিরীটধারী অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হইলেন। এইরূপ দ্রোণাচার্য্যেরও মৃত্যু তোমাদের সকলের সাক্ষাতেই হইয়াছিল ॥ ৫৮ ½

এইভাবে প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণও রাজাদের সহিত তোমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষেই কিরীটধারী অর্জুন কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৫৯ ½

মহাত্মা বিদুর আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই প্রজাগণের বিনাশ সাধন হইবে ॥ ৬০ ½

জগতে এরূপ কিছু মূঢ় মানুষ আছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকারে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। আমিও সেইরূপই একজন মূঢ়। আমার নিকট সেই বাক্য যথাযথই হইয়াছে (অর্থাৎ বিদুরের সেই বাক্য শুনিয়াও শুনি নাই) ॥ ৬১

দূরদর্শী ধর্ম্মাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছিল, সেই সমস্তই তাহার বাক্যানুরূপই আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যবাদী মহাত্মার বাক্য সত্য হইয়াই রহিয়াছে ॥ ৬২

সঞ্জয়! দৈবের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য আমি বিদুরের কথা গ্রহণ করি নাই। আমার সেই অন্যায়ের ফল যে যে ভাবে উদ্ভূত হইয়াছে, তুমি তৎসমস্তই আমাকে বল ॥ ৬৩

কর্ণ নিহত হইলে পর সৈন্যদের সম্মুখভাগে অবস্থানকারী যোদ্ধা কে ছিল? কোন রথী অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইল? ৬৪

যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী মদ্ররাজ শল্যের দক্ষিণ ও বাম চক্র রক্ষা কাহারা করিতে লাগিল এবং এই বীর সেনাপতির পৃষ্ঠভাগই বা কোন যোদ্ধারা রক্ষা করিতেছিল? ৬৫

সঞ্জয়! তোমরা সকলে একত্রে সমবেত থাকিলেও মহারথী মদ্ররাজ শল্য অথবা আমার পুত্র দুর্য্যোধন উভয়েই তোমাদের সম্মুখে কিভাবে নিহত হইল? ৬৬

তুমি ভরতবংশীয়গণের এই মহাক্ষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থ রূপে বল। আর ইহাও বল যে, যুদ্ধস্থলে আমার পুত্র দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইল? ৬৭

সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যরা নিজেদের পশ্চাদ্ অনুসরণকারী ব্যক্তিগণের সহিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করিল? ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণেরই বা বিনাশ কিরূপে হইল? ৬৮

পাণ্ডবাশ্চ যথা মুক্তাস্তথোভৌ মাধবৌ যুধি
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ ভারদ্বাজস্য চাত্মজঃ। ৬৯
যদ্ যথা যাদৃশং চৈব যুদ্ধং বৃত্তঞ্চ সাম্প্রতম্।
অখিলং শ্রোতুমিচ্ছামি কুশলো হ্যসি সঞ্জয়। ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

পক্ষ পাণ্ডব, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা—ইহারা যুদ্ধস্থলে কিভাবে জীবিত থাকিল? ৬৯

সঞ্জয়! এই যুদ্ধ যেরূপ ও যেভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সব কিছু এই সময় আমি তোমার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কারণ, তুমি এই সমস্ত বর্ণনা করিতে অতিশয় নিপুণ। ৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(কর্ণে নিহতে সতি পাণ্ডবভয়াৎ কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, সম্মুখেস্থিতানাং পঞ্চবিংশতি-সহস্র-সংখ্যাতি যোধানাং ভীমসেনেন সংহারঃ, দুর্য্যোধনেন নিজসৈন্যাশ্বাস্য পুনস্তেষাং পাণ্ডবৈঃ সহ যুদ্ধে নিয়োগশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ

শৃণু রাজন্নবহিতো যথাবৃত্তো মহান্ ক্ষয়ঃ।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্। ১
নিহতে সূতপুত্রে তু পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
বিদ্রুতেষু চ সৈন্যেষু সমানীতেষু চাসকৃৎ। ২
ঘোরে মনুষ্যদেহানামাজৌ নরবরক্ষয়ে
যত্তৎ কর্ণে হতে পার্থঃ সিংহনাদমথাকরোৎ॥ ৩
তদা তব সুতান্ রাজন প্রাবিশৎ সুমহদ্ ভয়ম্।
ন সন্ধাতুমনীকানি ন চৈবাথ পরাক্রমে। ৪

আসীদ্ বুদ্ধির্হতে কর্ণে তব যোধস্য কস্যচিৎ।
বণিজো নাবি ভিন্নায়ামগাধে বিপ্লবা ইব॥ ৫
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দ্বীপে কিরীটিনা।
সূতপুত্রে হতে রাজন্ বিত্রস্তাঃ শরবিক্ষতাঃ॥ ৬
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহার্দিতা ইব।
ভগ্নশৃঙ্গা ইব বৃষাঃ শীর্ণদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ॥ ৭
প্রত্যুপায়াম সায়াহ্নে নির্জিতাঃ সব্যসাচিনা।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায়।

[কর্ণ নিহত হইলে পর পাণ্ডবগণের ভয়ে কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন, সম্মুখে অবস্থিত পঁচিশ হাজার পদাতি যোদ্ধাকে ভীমসেনের সংহার এবং দুর্য্যোধন কর্তৃক নিজ সৈন্যদিগকে বুঝাইয়া পুনরায় পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধে নিয়োগ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলে যেরূপ প্রকৃত লোকক্ষয় হইয়াছিল, উহা আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন। ১

নরশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন কর্তৃক সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর যখন আপনার সৈন্যরা বারংবার পলায়ন করিতে লাগিল এবং রণাঙ্গনে মানব-শরীরের ভয়ঙ্কর সংহার হইতে থাকিল, সেই সময় কর্ণ-বধের পর কুন্তীকুমার অর্জুন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজন্! উহা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্রগণের মনে গুরুতর ভয় উপস্থিত হইল। ২-৩½

কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার কোন যোদ্ধারই মনে না সৈন্যদিগকে একত্রে সংগঠিত রাখিবার উৎসাহ ছিল এবং না পরাক্রমপ্রদর্শনে মন স্থির ছিল। ৪½

রাজন্! সেই অগাধ মহাসাগরে নৌকা বিদীর্ণ হইলে বণিগ্‌গণ অপার সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া অতিশয় বিপন্ন হইয়া উঠে, সেইরূপ কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক দ্বীপ-স্বরূপ সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আমরা সকলে ভীত হইয়া পড়িলাম। ৫-৬

আমরা তখন অনাথ হইয়া কোন একজন রক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলাম; কারণ, আমাদের অবস্থা সেই সময় সিংহপীড়িত মৃগগণ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষযূথ ও জীর্ণদন্ত সর্পসকলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ৭

সায়ংকালে সব্যসাচী অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া আমরা সকলে শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম। তখন আমাদের সৈন্যদের প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছিল। আমরা সকলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আহত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিলাম। ৮

সূতপুত্রে হতে রাজন্ পুত্রাস্তে প্রাদ্রবংস্ততঃ।
বিধ্বস্তকবচাঃ সর্বে কাংদিশীকা বিচেতসঃ॥ ৯
অন্যোন্যমভিনিঘ্নন্তো বীক্ষমাণা ভয়াদ্ দিশঃ।
মামেব নূনং বীভৎসুর্মামেব চ বৃকোদরঃ॥ ১০
অভিযাতীতি মন্বানাঃ পেতুর্মম্লুশ্চ ভারত।
অশ্বানন্যে গজানন্যে রথানন্যে মহারথাঃ॥ ১১
আরুহ্য দ্রবসম্পন্নাঃ পাদাতান্ প্রজঘুর্ভয়াৎ।
কুঞ্জরৈঃ স্যন্দনা ভগ্নাঃ সাদিনশ্চ মহারথৈঃ॥ ১২
পদাতিসঙ্ঘাশ্চাশ্বৌঘৈঃ পলায়ন্তির্ভৃশং হতাঃ।
ব্যালতস্করসঙ্কীর্ণে সার্থহীনা যথা বনে॥ ১৩
তথা স্বদীয়া নিহতে সূতপুত্রে তদাভবন্।
হতারোহাস্তথা নাগাশ্ছিন্নহস্তাস্তথাপরে॥ ১৪
সর্বং পার্থময়ং লোকমপশ্যন্ বৈ ভয়াদিতাঃ।
তান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়াদিতান্॥ ১৫
দুর্যোধনোঽথ স্বং সূতং হা হা কৃষ্ণেবমব্রবীৎ।
নাতিক্রমিষ্যতে পার্থো যন্মুষ্পাণিমবস্থিতম্॥ ১৬
জঘনে বৃধ্যমানং মাং তূর্ণমশ্বান্ প্রচোদয়।
সমরে যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ো মাং ধনঞ্জয়ঃ॥ ১৭
নোৎসহেতাপ্যতিক্রান্তং বেলামিব মহার্ণবঃ।
অদ্যার্জুনং সগোবিন্দং মানিনঞ্চ বৃকোদরম্॥ ১৮
নিহত্য শিষ্টান্ শত্রূংশ্চ কর্ণস্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্।
তচ্ছ্রুত্বা কুরুরাজস্য শূরার্ষ্যসদৃশং বচঃ॥ ১৯
সূতো হেমপরিচ্ছন্নান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ।
গজাশ্ব-রথহীনাস্তু পাদাতাশ্চৈব মারিষ॥ ২০
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ প্রাদ্রবন্ শনকৈরিব।
তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ॥ ২১

রাজন্! কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার সকল পুত্রই অচেতনপ্রায় হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন। তাঁহাদের সকলেরই কবচ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন তাঁহাদের এরূপ জ্ঞানও ছিল না যে, তাঁহারা কোন্ দিকে গমন করিবেন॥ ৯

সেই সব বীরগণ পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে এবং ভয়বশতঃ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন আমার ও ভীমসেন আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা ম্লান হইয়া যাইলেন এবং গতির তীব্রতায় পাদস্খলন-জন্য ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন॥ ১০½

কিছু মহারথী ভয়বশতঃ অশ্বের উপর, অপর যোদ্ধারা হাতীর উপর এবং কিছু সৈন্য রথের উপর আরোহণ করত পদাতি-সৈন্যদের পরিত্যাগ পূর্বক তীব্রবেগে পলায়ন করিলেন॥ ১১½

পলায়নপর হাতীরা বহুসংখ্যক রথকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বিশাল রথসমূহের দ্বারা অশ্বারোহীরা মর্দিত হইল এবং পলায়মান অশ্বগণ পদাতি সৈন্যদিগকে অত্যন্ত আহত করিয়া দিল॥ ১২½

যেরূপ হিংস্রজন্তু ও দস্যুগণে পূর্ণ বনে নিজ সঙ্গীদের নিকট হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ অনাথের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ কর্ণ নিহত হওয়ায় আপনার সৈন্যরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল॥ ১৩½

বহু হাতীরই আরোহী যোদ্ধারা নিহত হইয়াছিল, বহু গজরাজের শুণ্ড ছিন্ন হইয়াছিল এবং সকল মানুষই তখন ভয়ে পীড়িত হইয়া এই জগৎকে অর্জুনময় দেখিতে লাগিল॥ ১৪½

ভীমসেনের ভয়ে সমস্ত সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধন 'হায় হায়' করত নিজের সারথিকে এই কথা বলিলেন॥ ১৫½

যখন আমি সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করত ধনুর্বাণ গ্রহণ পূর্বক বৃত্ত করিতে থাকিব, তখন অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না; অতএব অশ্বগণকে চালনা কর॥ ১৬½

যেরূপ মহাসাগর তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ কুন্তীকুমার অর্জুন সমরাঙ্গণে যুদ্ধরত দুর্যোধন আমাকে অতিক্রম করিবার উৎসাহ দেখাইতে পারিবে না॥ ১৭½

আজ আমি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, অভিমানী ভীমসেন এবং হতাবশিষ্ট অন্য শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করত কর্ণের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব॥ ১৮½

কুরুরাজ দুর্যোধনের এই শ্রেষ্ঠ বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করত সারথি কর্ণের পরিচ্ছদে আবৃত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালনা করিল॥ ১৯½

মাননীয় নরেশ! সেই সময় হাতী, অশ্ব ও রথহীন পঁচিশ হাজার পদাতি সৈন্য ধীরে ধীরে পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিল॥ ২০½

তখন ক্রুদ্ধ ভীমসেন ও ক্রুদ্ধতর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেদের চতুরঙ্গিণী

বলেন চতুরঙ্গেণ পরিক্ষিপ্যাহনচ্ছরৈঃ।
প্রত্যযুধ্যংস্ত তে সর্বে ভীমসেনং সপার্ষতম্ ॥ ২২
পার্ষ-পার্ষতয়োশ্চাস্তে জগৃহুস্তত্র নামনী।
অজুহ্বত রণে ভীমস্তৈর্মধে প্রত্যবস্থিতৈঃ ॥ ২৩
সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং গদাপাণিরযুধ্যত।
ন তান্ রথস্থো ভূমিষ্ঠান্ ধর্মাপেক্ষী বৃকোদরঃ ॥ ২৪
যোধয়ামাস কৌন্তেয়ো ভুজবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ।
জাতরূপপরিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ২৫
স্ববধীৎ তাবকান্ সর্বান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
পদাতয়ো হি সংরব্ধাস্ত্যক্তজীবিতবান্ধবাঃ ॥ ২৬
ভীমমভ্যদ্রবন্ সংখ্যে পতঙ্গা ইব পাবকম্।
আসাদ্য ভীমসেনং তে সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২৭
বিনেদুঃ সহসা দৃষ্ট্বা হৃতগ্রামা ইবান্তকম্।
স্তেনবদ্ ব্যচরদ্ ভীমঃ খড়্গেন গদয়া তথা ॥ ২৮

পঞ্চবিংশতিসাহস্রাংস্তাবকানাং ব্যপোথয়ৎ।
হত্বা তৎ পুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৯
ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য পুনস্তস্থৌ মহাবলঃ।
ধনঞ্জয়ো রথানীকমধ্বপন্নত বীর্য্যবান্ ॥ ৩০
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ।
জঘ্নেনাভ্যপতন্ স্রষ্টা যন্তো দৌর্য্যোধনং বলম্ ॥ ৩১
তস্যাশ্ববাহান্ সুবহূংস্তে নিহত্য শিতৈঃ শরৈঃ।
তমধ্বাবংস্তরিতাস্তত্র যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩২
ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ রথানীকমগাহত।
বিক্ষুভ্য ত্রিষু লোকেষু গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপন্ ধনুঃ ॥ ৩৩
কৃষ্ণসারথিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা শ্বেতহয়ং রথম্।
অর্জুনং চাপি যোদ্ধারঃ স্বসীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৩৪
বিপ্রহীনরথাশ্বাংশ্চ শরৈশ্চ পরিবারিতাঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ পার্থমার্চ্ছন্ পদাতয়ঃ ॥ ৩৫

(হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যগণের দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করত বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১½

সেই সমস্ত সৈন্যরাও ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অপর বহু যোদ্ধা সেখানে ইঁহাদের উভয়ের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে থাকিল ॥ ২২½

যুদ্ধস্থলে সম্মুখে অবস্থিত সেই যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি অতিক্রান্ত রথ হইতে নামিয়া হস্তে গদা ধারণ করত তাহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩½

যুদ্ধধর্ম্মপালনে ইচ্ছুক কুন্তীকুমার ভীমসেন স্বয়ং রথে উপবিষ্ট থাকিয়া ভূমিতে অবস্থিত পদাতি-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নয় বলিয়া মনে করিলেন। সেই কারণে তিনি বাহুবলের আশ্রয় করত সেই সব যোদ্ধাদের সহিত পদব্রজেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪½

তিনি দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় সুবর্ণপত্রে আবৃত বিশাল গদা ধারণ করত তাহাদ্বারা আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫½

সেই সময় নিজের প্রাণ ও বন্ধু-বান্ধবগণের মায়া পরিত্যাগ করত রোষাবিষ্ট হইয়া পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের দিকে সেই ভাবে ধাবিত হইল, যেরূপ পতঙ্গদল প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৬½

ক্রুদ্ধ এই সব রণদুর্মদ যোদ্ধারা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া সেইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, যেরূপ প্রাণিগণ যমরাজকে দেখিয়া চীৎকার করিতে থাকে ॥ ২৭½

সেই সময় ভীমসেন রণাঙ্গনে বাজপাখীর ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি তরবারি ও গদার আঘাতে আপনার সেই পঁচিশ হাজার যোদ্ধাকে পোথিত করিয়া দিলেন ॥ ২৮½

সত্যপরাক্রমী মহাবল ভীমসেন সেই পদাতি-সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করত পুনরায় যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯½

অপর দিকে পরাক্রমশালী অর্জুন রথ-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। মাদ্রীকুমার নকুল-সহদেব এবং মহাবল সাত্যকি দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে তীব্র বেগে শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০-৩১

ইঁহারা সকলে শকুনির বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করত ত্বরাসহকারে শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন। তখন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩২

রাজন্! তদনন্তর অর্জুন বীর ত্রিভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে আপনার রথী সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতাশ্ব-যোজিত রথকে এবং রথী যোদ্ধা অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া আপনার সমস্ত রথী সৈন্যরা ভয়ে পলাইয়া যাইল ॥ ৩৪

তখন রথ ও অশ্বহীন এবং বাণসমূহে আচ্ছাদিত পঁচিশ

হত্বা তৎ পুরুষানীকং পাঞ্চালানাং মহারথঃ।
ভীমসেনং পুরস্কৃত্য নচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩৬
মহাধনুর্ধরঃ শ্রীমানমিত্রগণমর্দনঃ।
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য দৃষ্টদ্যুম্নো মহাযশাঃ ॥ ৩৭
পারাবতসবর্ণাশ্বং কোবিদারবরধ্বজম্।
দৃষ্টদ্যুম্নং রণে দৃষ্ট্বা ত্বদীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৩৮
গান্ধাররাজং শীঘ্রাস্ত্রমনুসৃত্য যশস্বিনৌ।
আচরাৎ প্রত্যদৃশ্যেতাং মাদ্রীপুত্রৌ সসাত্যকী ॥ ৩৯
চেকিতানঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
হত্বা ত্বদীয়ং সুমহৎ সৈন্যং শঙ্খানধাধমন্ ॥ ৪০
তে সর্বে ভারতান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতো বৈ পরাঙ্মুখান্।
অভ্যধাবন্ত নিঘ্নন্তো বৃষান্ জিত্বা বৃষা ইব ॥ ৪১
সেনাবশেষং তং দৃষ্ট্বা তব পুত্রস্য পাণ্ডবঃ।
অবস্থিতং সব্যসাচী চুক্রোধ বলবদ্বৃপ ॥ ৪২
তত্র এনং শরৈ রাজন সহসা সমবাকিরৎ।
রজসা চোদ্গতেনাথ ন স্ম কিঞ্চন দৃশ্যতে ॥ ৪৩
অন্ধকারীকৃতে লোকে শরীভূতে মহীতলে।
দিশঃ সর্বা মহারাজ ভারতাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৪৪
ভজ্যমানেষু সর্বেষু কুরুরাজো বিশাম্পতে।
পরেষামাত্মনশ্চৈব সৈন্যে তে সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪৫
ততো দুর্যোধনঃ সর্বানাজুহাবাথ পাণ্ডবান্।
যুদ্ধায় ভরতশ্রেষ্ঠ দেবানিব পুরা বলিঃ ॥ ৪৬
স এনমভিগর্জন্তঃ সহিতাঃ সমুপাদ্রবন্।
নানাশস্ত্রসৃজঃ ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৭
দুর্যোধনোঽপ্যসম্ভ্রান্তস্তানরীন্ বাধমচ্ছরৈঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্ ॥ ৪৮

পদাতি-যোদ্ধা কুন্তীকুমার অর্জুনের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৩৫

সেই পদাতি-সৈন্যদিগকে বধ করত পাঞ্চাল মহারথী দৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ৩৬

পাঞ্চালরাজপুত্র দৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্ধর, মহাযশস্বী, তেজস্বী এবং শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ৩৭

যাহার রথে পারাবতের ন্যায় ধূসরবর্ণের অশ্ব যোজিত আছে এবং রথের শ্রেষ্ঠ ধ্বজের উপর কোবিদারবৃক্ষের চিহ্ন আছে, সেই দৃষ্টদ্যুম্নকে রণাঙ্গনে উপস্থিত দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করিল ॥ ৩৮

সাত্যকি সহ যশস্বী মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব অতি সত্বর অস্ত্র চালাইতে সমর্থ গান্ধাররাজ শকুনির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন ইহা দেখা যাইল ॥ ৩৯

মাননীয় কৃপাল! চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—আপনার বিশাল সেনাকে সংহার করত শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

যেরূপ বৃষগণ অপর বৃষদিগকে পরাজিত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে, সেইরূপ এই সব পাণ্ডব বীরগণ আপনার সমস্ত যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৪১

হে নৃপ! পাণ্ডুকুমার সব্যসাচী অর্জুন আপনার পুত্রের সৈন্যদের এক অংশ অবশিষ্ট ও সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪২

রাজন্! তদনন্তর তিনি সহসা বাণসমূহের দ্বারা সেই সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। সেই সময় এরূপ ধূলি উত্থিত হইতে থাকিল যে, কিছুই আর দেখা যাইল না ॥ ৪৩

মহারাজ! তখন জগৎ সেই ধূলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং পৃথিবীতে যাবে যাবে আবৃত হইয়া পড়িল, সেই সময় আপনার সৈন্যরা সকল দিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৪৪

প্রজানাথ! তাহারা সকলে পলাইয়া যাইলে পর কুরুরাজ দুর্যোধন শত্রুদের ও নিজের উভয় সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পুরাকালে রাজা বলি দেবগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্যোধন সমস্ত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তখন সেই পাণ্ডব-যোদ্ধারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জনকারী দুর্যোধনকে বারংবার ভর্ৎসনা করিতে করিতে ও নানাপ্রকার অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে করিতে একত্রে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৭

দুর্যোধনও কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া বাণসমূহের দ্বারা সেই শত্রুদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। সেখানে আমরা আপনার পুত্র দুর্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, সমস্ত পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না ॥ ৪৮

যদেনং পাণ্ডবাঃ সর্বে ন শেকুরতিবর্তিতুম্।
নাতিদূরাপয়াতঞ্চ কৃতবুদ্ধিঃ পলায়নে ॥ ৪৯
দুর্য্যোধনঃ স্বকং সৈন্যমপশ্যদ্ ভৃশবিক্ষতম্।
ততোঽবস্থাপ্য রাজেন্দ্র কৃতবুদ্ধিস্তবাত্মজঃ। ৫০
হর্ষয়ন্নিব তান্ যোধাংস্ততো বচনমব্রবীৎ।
ন তং দেশং প্রপশ্যামি পৃথিব্যাং পর্বতেষু চ ॥৫১
যত্র যাতান্ন বো হন্যুঃ পাণ্ডবাঃ কিং স্থিতেন বঃ।
স্বল্পং চৈব বলং তেষাং কৃশো চ ভৃশবিক্ষতৌ ॥ ৫২
যদি সর্বেঽত্র তিষ্ঠামো এবং নো বিজয়ো ভবেৎ।
বিপ্রয়াতাংস্তু বো ভিত্ত্বা পাণ্ডবাঃ কৃতকিল্বিষান্ ॥৫৩
অনুসৃত্য হনিষ্যন্তি শ্রেয়ো নঃ সমরে বধঃ।
সুখং সংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্মেণ যুধ্যতাম্ ॥ ৫৪
মৃতো দুঃখং ন জানীতে প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে।
শৃণ্বন্তু ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ ॥ ৫৫
দ্বিষতো ভীমসেনস্য বশমেষ্যথ বিদ্রুতাঃ।
পিতামহৈরাচরিতং ন ধর্মং হাতুমর্হথ ॥৫৬
নাস্তং কর্মাস্তি পাপীয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নাৎ।
ন যুদ্ধধর্মাজ্জ্যায়ান্ হি পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ। ৫৭
সুচিরেণার্জিতাঁল্লোকান্ সদ্যো যুদ্ধাৎ সমশ্নুতে।
তস্য তদ্ বচনং রাজ্ঞঃ পূজয়িত্বা মহারথাঃ ॥ ৫৮
পুনরেবাভ্যবর্তন্ত ক্ষত্রিয়াঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।
পরাজয়মমৃষ্যন্তঃ কৃতচিত্তাশ্চ বিক্রমে ॥ ৫৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং পুনরেব সুদারুণম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ দেবাসুররণোপমম্ ॥ ৬০
যুধিষ্ঠিরপুরোগাংশ্চ সর্বসৈন্যেন পাণ্ডবান্।
অযুধ্যন্ত মহারাজ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি কৌরবসৈন্যপলায়নে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

দুর্য্যোধন দেখিলেন যে, আমার সৈন্যরা অত্যন্ত আহত হইয়া রণাঙ্গনে পলায়ন করিবার স্থির করত পলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু অধিক দূর চলিয়া যায় নাই। ৪৯½

রাজেন্দ্র! তখন যুদ্ধ করিতেই দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সব সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিয়া তাহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন। ৫০½

বীরগণ! আমি ভূতলে ও পর্ব্বতের উপর এরূপ কোন স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে চলিয়া যাইলে পর তোমাদিগকে পাণ্ডবেরা বধ করিতে না পারিবে; সুতরাং পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? ৫১½

পাণ্ডবদের নিকট আর অল্প সৈন্যই অবশিষ্ট আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও অত্যন্ত আহত হইয়াছে। যদি আমরা সকলে এখানে অবস্থান করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের জয়লাভ হইবে। ৫২½

যদি তোমরা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পলায়ন কর, তবে পাণ্ডবেরা অপরাধী তোমাদের সকলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে; অতএব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে। ৫৩½

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধরত বীরগণের পক্ষে রণাঙ্গনে মৃত্যুই সুখপ্রদ হইয়া থাকে; কারণ, এখানে মৃত মনুষ্য মৃত্যুর দুঃখ জানিতে পারে না এবং মৃত্যুর পর অক্ষয় সুখভোগ করিয়া থাকে। ৫৪½

যত ক্ষত্রিয় এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা সকলেই আমার এই কথা শ্রবণ কর—তোমরা পলায়ন করিলে পর শত্রু ভীমসেনের অধীন হইয়া যাইবে। ৫৫½

এই কারণে নিজেদের পিতৃ-পিতামহের আচরিত ধর্ম্ম তোমরা পরিত্যাগ করিও না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন অপেক্ষা অধিক পাপপূর্ণ কর্ম্ম আর কিছু নাই। ৫৬½

কৌরবগণ! যুদ্ধ-ধর্ম্ম অপেক্ষা অপর কোন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিয়া প্রাপ্ত পুণ্যলোকসকল বীর ক্ষত্রিয় যুদ্ধের দ্বারা তৎক্ষণাৎ লাভ করিয়া থাকে। ৫৭½

রাজা দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাদর করত সেই মহারথী ক্ষত্রিয়-যোদ্ধারা পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য পাণ্ডবদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পরাজয় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা পরাক্রম করিতে মনস্থির করিলেন। ৫৮-৫৯

তদনন্তর আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৬০

মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিজের সমস্ত সৈন্যদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি সমস্ত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে কৌরব-সৈন্যদের পলায়নবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিস্থাপনায় দুর্য্যোধনং প্রতি কৃপাচার্য্যস্য প্রবোধদানম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

পতিতান্ রথনীড়াংশ্চ রথাংশ্চাপি মহাত্মনাম্।
রণে চ নিহতান্ নাগান্ দৃষ্ট্বা পত্তীংশ্চ মারিষ ॥১
আয়োধনং চাতিঘোরং রুদ্রস্যাক্রীড়সন্নিভম্।
অপ্রখ্যাতিং গতানাং তু রাজ্ঞাং শতসহস্রশঃ ॥ ২
বিমুখে তব পুত্রে তু শোকোপহতচেতসি।
ভৃশোদ্বিগ্নেষু সৈন্যেষু দৃষ্ট্বা পার্থস্য বিক্রমম্। ৩
ধ্যায়মানেষু সৈন্যেষু দুঃখং প্রাপ্তেষু ভারত।
বলানাং মধ্যমানানাং শ্রুত্বা নিনদমুত্তমম্ ॥ ৪
অভিজ্ঞানং নরেন্দ্রাণাং বিক্ষতং প্রেক্ষ্য সংযুগে।
কৃপাবিষ্টঃ কৃপো রাজন্ বয়ঃ-শীলসমন্বিতঃ ॥ ৫
অব্রবীৎ তত্র তেজস্বী সোঽভিসৃত্য জনাধিপম্।
দুর্য্যোধনং মন্যুবশাদ্ বাক্যং সাক্যবিশারদঃ ॥৬

দুর্য্যোধন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।
শ্রুত্বা কুরু মহারাজ যদি তে রোচতেঽনঘ ॥ ৭
ন যুদ্ধধর্মাদ্ভূয়ান্ বৈ পন্থা রাজেন্দ্র বিদ্যতে।
যং সমাশ্রিত্য যুধ্যন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ॥ ৮
পুত্রো ভ্রাতা পিতা চৈব স্বসৃীয়ো মাতুলস্তথা।
সম্বন্ধি-বান্ধবাশ্চৈব যোদ্ধা বৈ ক্ষত্রজীবিনা ॥৯
বধে চৈব পরো ধর্মস্তথাধর্মঃ পলায়নে।
তে স্ম ঘোরাং সমাপন্না জীবিকাং জীবিতার্থিনঃ ॥ ১০
তদত্র প্রতিবক্ষ্যামি কিঞ্চিদেব হিতং বচঃ।
হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণে চৈব মহারথে ॥১১
জয়দ্রথে চ নিহতে তব ভ্রাতৃষু চানঘ।
লক্ষ্মণে তব পুত্রে চ কিং শেষং পশ্যসে পার্থিবাস্মহে ॥১২

চতুর্থ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে কৃপাচার্য্যের বুঝাইবার চেষ্টা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় নৃপাল! সেই সময় রণাঙ্গনে মহাত্মা বীরগণের রথ ও তাহাদের আসনসকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আরোহীসহ হস্তী ও পদাতিসৈন্যরাও নিহত হইল। এই যুদ্ধস্থল রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমি শ্মশানের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ানক মনে হইতেছিল এবং সেখানে লক্ষ নরপতির খ্যাতি নষ্ট হইয়া যাইল। এই সব দেখিয়া যখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং তিনি যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন, কুন্তীপুত্র অর্জুনের পরাক্রম দেখিয়া যখন সৈন্যরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তান্বিত হইল, সেই সময় প্রমথিত সৈন্যদের উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত ও রাজাদের চিহ্নস্বরূপ অঙ্গাদি যুদ্ধস্থলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতে দেখিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক ও উত্তম স্বভাবযুক্ত তেজস্বী কৃপাচার্য্যের মনে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। ভরতবংশধর রাজন্! তিনি কথা বলিতে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। দুর্য্যোধনের নিকটে যাইয়া কৃপাচার্য্য তাঁহার দীনতা দেখিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১-৬

কুরুবংশধর মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি এই সময় তোমাকে যাহা কিছু বলিব, উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। নিষ্পাপ! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি তোমার রুচি হয়, তবে তদনুসারে কার্য্য করিও ॥ ৭

রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যুদ্ধধর্ম্ম হইতে অধিক কোন কল্যাণকারী পথ নাই, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করত ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৮

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে জীবন-যাপনকারী পুরুষগণের পক্ষে পুত্র, ভ্রাতা, পিতা, ভাগিনেয়, মাতুল, সম্বন্ধী এবং বন্ধু-বান্ধবগণ—ইহাদের সকলের সহিতও যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ॥ ৯

যুদ্ধে শত্রুকে বধ করা এবং তাহার দ্বারা স্বয়ং নিহত হওয়া এই উভয়ই উত্তম ধর্ম্ম। যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে অধর্ম্ম (মহাপাপ) হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়-জীবনযাপন করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ এরূপ ভয়ঙ্কর জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১০

এই অবস্থায় আমি তোমাকে এখানে তোমার পক্ষে কিছু হিতকর বাক্য বলিব। নিষ্পাপ দুর্য্যোধন! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহারথী কর্ণ, জয়দ্রথ এবং তোমার ভ্রাতারা নিহত হইয়াছে। তোমার পুত্র লক্ষ্মণও জীবিত নাই। এখন আর কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট আছে, আমরা যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? ১১-১২

যেষু ভারং সমাসাদ্য রাজ্যে মতিমকুর্মহি।
তে সন্ত্যজ্য তনূর্যাতাঃ শূরা ব্রহ্মবিদাং গতিম্ ॥ ১৩
বয়ং ত্বিহ বিনা ভূতা গুণবদ্ভির্মহারথৈঃ।
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যাম পাতয়িত্বা নৃপাদ্ বহূন্ ॥ ১৪
সর্বৈরথ চ জীবদ্ভির্ভীতৎস্বরপরাজিতঃ।
কৃষ্ণনেত্রো মহাবাহুর্দেবৈরপি দুরাসদঃ ॥ ১৫
ইন্দ্রকামুকতুল্যাভমিন্দ্রকেতুমিবোচ্ছ্রিতম্।
বানরং কেতুমাসাদ্য সম্প্রচাল মহাচমূঃ ॥ ১৬
সিংহনাদাচ্চ ভীমস্য পাঞ্চজন্যস্বনেন চ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষাৎ সম্মুহ্যন্তে মনাংসি নঃ ॥ ১৭
চরন্তীব মহাবিদ্যুমুক্তন্তী নয়নপ্রভাম্।
অলাতমিব চাবিদ্ধং গাণ্ডীবং সমদৃশ্যত ॥ ১৮
জাম্বূনদবিচিত্রঞ্চ ধূয়মানং মহদ্ ধনুঃ।
দৃশ্যতে দিক্ষু সর্বাসু বিদ্যুদভ্রঘনেষিব ॥ ১৯

যাহাদের উপর যুদ্ধের ভার রাখিয়া আমরা রাজ্যলাভের আশা করিয়াছিলাম, সেই বীরবর যোদ্ধারা দেহ পরিত্যাগ করত ব্রহ্মজগণের গতি লাভ করিয়াছে ॥ ১৩

এই সময় আমরা এখানে ভীষ্মাদি গুণবান্ মহারথীযুদ্ধের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি এবং বহুসংখ্যক নরপতিকে বধ করাইয়া দয়াযোগ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছি ॥ ১৪

যখন সকল লোকই জীবিত ছিল, তখনও অর্জুন কাহারও দ্বারা পরাজিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণতুল্য নেতা বিদ্যমান থাকিতে মহাবাহু অর্জুন দেবগণের পক্ষেও দুর্জয় হইয়া যায় ॥ ১৫

তাহার বানরধ্বজ ইন্দ্রধনুসদৃশ বহু বর্ণবিশিষ্ট এবং ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উচ্চ। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভয়ে বিচলিত হইয়া পড়ে ॥ ১৬

ভীমসেনের সিংহনাদ, পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি এবং গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার শব্দে আমাদের মন মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৭

যেরূপ প্রস্ফুরিত মহাবিদ্যুৎকে নেত্রের প্রভাকে হরণ করিতে দেখা যায় এবং যেরূপ অলাতচক্রকে ঘুরিতে দেখা যায়, সেইরূপ অর্জুনের হস্তে গাণ্ডীব-ধনুও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ॥ ১৮

অর্জুনের হস্তে দোদুল্যমান তাহার সুবর্ণচিত্রিত বিশাল ধনু সকল দিকে সেইভাবেই দেখা যায়, যেরূপ মেঘমণ্ডলের মধ্যে চমকিত বিদ্যুৎ সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ॥ ১৯

শ্বেতাশ্চ বেগসম্পন্নাঃ শশিকাশসমপ্রভাঃ।
পিবন্ত ইব চাকাশং রথে যুক্তাস্তু বাজিনঃ ॥ ২০
উহ্যমানাংশ্চ কৃষ্ণেন বায়ুনেব বলাহকাঃ।
জাম্বূনদবিচিত্রাঙ্গা বহন্তে চাজুনং রণে ॥ ২১
তাবকং তব বলং রাজন্নজুনোঽস্ত্রবিশারদঃ।
গহনং শিশিরাপায়ে দদাহাগ্নিরিবোল্বণঃ ॥ ২২
গাহমানমনীকানি মহেন্দ্রসদৃশপ্রভম্
ধনঞ্জয়মপশ্যাম চতুর্দংষ্ট্রমিব দ্বিপম্ ॥ ২৩
বিক্ষোভয়ন্তং সেনাং তে ত্রাসয়ন্তঞ্চ পার্থিবান্।
ধনঞ্জয়মপশ্যাম নলিনীমিব কুঞ্জরম্ ॥ ২৪
ত্রাসয়ন্তং তথা যোধান্ ধনুর্ঘোষেণ পাণ্ডবম্।
ভূয় এনমপশ্যাম সিংহং মৃগগণানিব ॥ ২৫
সর্বলোকমহেষ্বাসৌ বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্।
আমুক্তকবচৌ কৃষ্ণৌ লোকমধ্যে বিচেরতুঃ ॥ ২৬

এরূপ তীব্রগতিতে ধাবিত হইয়া থাকে যে, যেন মনে হয় আকাশকে পান করিতেছে ॥ ২০

যেরূপ বায়ুর দ্বারা মেঘমণ্ডল উড়িতে থাকে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত সুবর্ণকৃষ্ণে চিত্রিত দেহ অশ্বগণ রণাঙ্গনে অর্জুনকে বহন করিতে লাগিল ॥ ২১

রাজন্! অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় কুশল, সে তোমার সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে ভস্ম করিতেছে, যেরূপ ভয়ঙ্কর অগ্নি গ্রীষ্মকালে বিশাল বনকে ভস্ম করিয়া থাকে ॥ ২২

দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী অর্জুনকে আমরা চারিটি দন্তযুক্ত গজরাজের ন্যায় আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি ॥ ২৩

যেরূপ মদমত্ত হস্তী পুষ্করিণীতে প্রবেশ করত তাহাকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনকে আমরা তোমার সৈন্যদিগকে মথিত করিতে ও রাজগণকে ভীত করিতে দেখিতেছি ॥ ২৪

যেরূপ সিংহ মৃগদলকে ভীত করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে নিজের ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে তোমার সৈন্যদিগকে বারংবার ভীত করিতে দেখিতে পাইতেছি ॥ ২৫

সমগ্র বিশ্বের মহাধনুর্দ্ধর ও সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বীর দেহে কবচ ধারণ করত যোদ্ধাদিগের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে ॥ ২৬

অদ্য সপ্তদশাহানি বর্তমানস্য ভারত।
সংগ্রামস্যাতিঘোরস্য বধ্যতাঃ চাভিতো যুধি ॥ ২৭
বায়ুনেব বিধূতানি তব সৈন্যানি সর্বতঃ।
শরদভ্রোদ্ভাজালানি বলীয়ান্ সমন্ততঃ ॥ ২৮
তাং নাবমিব পর্যান্তাং বাতধূতাং মহার্ণবে।
তব সেনাং মহারাজ সব্যসাচী ব্যকম্পয়ৎ ॥ ২৯
ক নু তে সূতপুত্রোঽভূৎ ক নু দ্রোণঃ সহানুগঃ।
অহং ক চ ক চাস্মা তে হ্যাদিক্যাশ্চ তথা ক নু ॥ ৩০
দুঃশাসনশ্চ তে ভ্রাতা ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ ক নু।
বাণগোচরসম্প্রাপ্তং প্রেক্ষ্য চৈব জয়দ্রথম্ ॥ ৩১
সম্বন্ধিনস্তে ভ্রাতৄংশ্চ সহায়ান্ মাতুলাংস্তথা।
সর্বান্ বিক্রম্য মিষতো লোকমাক্রম্য মূর্ধনি ॥ ৩২
জয়দ্রথো হতো রাজন্ কিং নু শেষমুপাস্মহে।
কো হ্যাহ স পুমানস্তি যো বিজেষ্যতি পাণ্ডবম্ ॥ ৩৩

ভারত! পরস্পর আঘাতকারী উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আজ সতের দিন আরম্ভ হইয়াছে ॥২৭

যেরূপ বায়ু শরৎকালের মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে তোমার সৈন্যরা চারিদিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে ॥ ২৮

মহারাজ! যেরূপ মহাসাগরে বায়ুর আঘাতে নৌকা বিপর্যস্ত হইয়া যায়, সেইরূপ সব্যসাচী অর্জুন তোমার সৈন্যদিগকে কম্পিত করিতেছে ॥ ২৯

সেই দিনে জয়দ্রথকে অর্জুনের বাণের লক্ষ্যীভূত হইতে দেখিয়া তোমার কর্ণ কোথায় গিয়াছিল? নিজের অনুগামিগণের সহিত আচার্য দ্রোণ কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? তুমি কোথায় ছিলে? কৃতবর্মা কোথায় গিয়াছিল এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনও কোথায় ছিল? ৩০-৩১

রাজন্! তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায়ক ও মাতুল—ইহারা সকলে তখন দেখিতেছিল যে, অর্জুন তাহাদের সকলকে পরাক্রমের দ্বারা পরাজিত করত সকললোকেরই মস্তকের উপর পদার্পণপূর্বক জয়দ্রথকে বিনাশ করিল। এখন আর কে জীবিত আছে যে, আমরা তাহার উপর আস্থা রাখিব? এখানে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে জয় করিতে সমর্থ হইবে? ৩২-৩৩

মহাত্মা অর্জুনের নিকট নানাপ্রকারের দিব্যাস্ত্রসকল রহিয়াছে। তাহার গাণ্ডীব-ধনুর গম্ভীর শব্দ আমাদের ধৈর্য

তস্য চাস্ত্রাণি দিব্যানি বিবিধানি মহাত্মনঃ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষো ধৈর্য্যাণি হরতে হিনঃ ॥ ৩৪
নষ্টচন্দ্রা যথা রাত্রিঃ সেনেয়ং হতনায়কা।
নাগভগ্নক্রমা শুষ্কা নদীবাকুলতাং গতা ॥ ৩৫
অজিহ্মাং হতনেত্রায়াং বৃষ্ণেঃ শ্বেতবাহনঃ।
চরিষ্যতি মহাবাহুঃ কক্ষেষগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩৬
সাত্যকেশ্চৈব যো বেগো ভীমসেনস্য চোভয়োঃ।
দারয়েচ্চ গিরীন্ সর্বান্ শোষয়েচ্চৈব সাগরান্ ॥ ৩৭
উবাচ বাক্যং যদ্ ভীমঃ সভামধ্যে বিশাম্পতে।
কৃতং তৎ সফলং তেন ভূয়শ্চৈব করিষ্যতি ॥ ৩৮
প্রমুখন্তে তদা কর্ণে বলং পাণ্ডবরক্ষিতম্।
দুরাসদং তদা গুপ্তং ব্যূঢ়ং গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৩৯
যুষ্মাভিস্তানি চীর্ণানি যান্যসাধূনি সাধুষু।
অকারণকৃতান্যেব তেষাং বঃ ফলমাগতম্ ॥ ৪০

অপহরণ করিতেছে ॥ ৩৪

যেরূপ চন্দ্র উদিত না হইলে রাত্রিকাল অন্ধকারময় থাকে, সেইরূপ আমাদের এই সৈন্যরা সেনাপতি নিহত হওয়ায় শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। তাড়ীরা যাহার তীরস্থিত বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়াছে, সেই শুষ্ক নদীর ন্যায় এই সৈন্যরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৫

আমাদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তৃণনির্মিত ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শ্বেতাশ্ববাহন মহাবাহু অর্জুন এই সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে ॥ ৩৬

অন্যদিকে সাত্যকি ও ভীমসেনের যে বেগ, উহা সমস্ত পর্বতকে বিদীর্ণ করিতে পারে এবং সমুদ্রকেও শুষ্ক করিতে পারে ॥ ৩৭

প্রজানাথ! দ্যূতসভায় ভীমসেন যাহা বলিয়াছিল, উহা সে সত্য করিয়া দেখাইয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, উহা অবশ্যই সে পূর্ণ করিবে ॥ ৩৮

যখন কর্ণ সৈন্যদের অগ্রভাগে অবস্থিত ছিল, তখনও পাণ্ডবগণ কর্তৃক রক্ষিত সৈন্যবাহিনী তাহার পক্ষে দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল; কারণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন ব্যূহরচনা পূর্বক তাহাদের রক্ষা করিতেছিল ॥ ৩৯

পাণ্ডবেরা সাধুপুরুষ, তথাপি তোমরা অকারণেই তাহাদের সহিত বহু অনুচিত ব্যবহার করিয়াছ, তাহার ফল তোমার লাভ হইয়াছে ॥ ৪০

আত্মনোঽর্থে ত্বয়া লোকো যত্নতঃ সর্ব আহৃতঃ।
স তে সংশয়িতস্তাত আত্মা বৈ ভরতর্ষভ ॥ ৪১
রক্ষ দুর্যোধনাত্মানমাত্মা সর্বস্য ভাজনম্।
ভিন্নে হি ভাজনে তাত দিশো গচ্ছন্তি তদ্গতম্ ॥ ৪২
হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন বা।
বিগ্রহো বর্ধমানেন মতিরেষা বৃহস্পতেঃ ॥ ৪৩
তে বয়ং পাণ্ডুপুত্রেভ্যো হীনা স্ম বলশক্তিতঃ।
তদত্র পাণ্ডবৈঃ সার্ধং সন্ধিং মন্যে ক্ষমং প্রভো ॥ ৪৪
ন জানীতে হি যঃ শ্রেয়ঃ শ্রেয়সশ্চাবমন্যতে।
স ক্ষিপ্রং ভ্রশ্যতে রাজ্যান্ন চ শ্রেয়োঽনুবিন্দতে ॥ ৪৫
প্রণিপত্য হি রাজানং রাজ্যং যদি লভেমহি।
শ্রেয়ঃ স্যান্ন তু মৌঢ্যেন রাজন্ গন্তুঃ পরাভবম্ ॥ ৪৬
বৈচিত্রবীর্য্যবচনাৎ কৃপাশীলো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিনিযুঙ্ক্তাত রাজ্যে ত্বাং গোবিন্দবচনেন চ ॥ ৪৭
যদ্ ব্রূয়াদ্ধি হৃষীকেশো রাজানমপরাজিতম্।
অর্জুনং ভীমসেনঞ্চ সর্বে কুর্য্যুরসংশয়ম্ ॥ ৪৮
নাতিক্রমিষ্যতে কৃষ্ণো বচনং কৌরবস্য তু।
ধৃতরাষ্ট্রস্য মন্যেঽহং নাপি কৃষ্ণস্য পাণ্ডবঃ ॥ ৪৯
এতৎ ক্ষেমমহং মন্যে ন চ পার্থৈশ্চ বিগ্রহম্।
ন ত্বাং ব্রবীমি কার্পণ্যান্ন প্রাণপরিরক্ষণাৎ ॥ ৫০
পথ্যং রাজন্ ব্রবীমি ত্বাং তৎপরাসুঃ স্মরিষ্যসি।
ইতি বৃদ্ধো বিলপ্যৈতৎ কৃপঃ শারদ্বতো বচঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য শুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি কৃপবাক্যে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজের একার জন্য সম্পূর্ণ জগতের লোককে যত্নসহকারে একত্রে সমবেত করিয়াছিলে, কিন্তু তথাপি তোমার জীবনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ৪১

দুর্যোধন! এখন তুমি নিজের দেহকে রক্ষা কর; কারণ, আত্মাই (দেহই) সমস্ত সুখের আধার। যেরূপ পাত্র ভাঙিয়া যাইলে, তাহার মধ্যে স্থিত জল চারিদিকে বহিয়া যায়, সেইরূপ শরীর নষ্ট হইয়া যাইলে তাহার উপর অবলম্বিত সুখেরও শেষ হইয়া থাকে। ৪২

বৃহস্পতির এই নীতি আছে যে, যখন নিজের বল ক্ষয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে, তখন শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। সংগ্রাম সেই সময় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে থাকিবে, যখন নিজের বল শত্রু অপেক্ষা অধিক থাকিবে। ৪৩

আমরা বল ও শক্তিতে পাণ্ডবগণ অপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি; প্রভো! অতএব এই অবস্থায় আমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করাকেই উচিত বলিয়া মনে করি। ৪৪

যে রাজা শ্রেয়ঃ রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। তাহার কখনও কল্যাণ লাভ হয় না। ৪৫

রাজন্! যদি আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট নতমস্তক হইয়া নিজের রাজ্যলাভ করিতে পারি, তবে তাহাই শ্রেয়স্কর হইবে। মূর্খতাবশতঃ পরাজয় স্বীকারকারী ব্যক্তির কখনও মঙ্গল হয় না। ৪৬

যুধিষ্ঠির দয়ালু। সে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে ও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপরাজিত বীর রাজা যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীমসেনকে যাহা কিছু বলিবেন, ইহারা সকলে নিঃসংশয়ে উহা স্বীকার করিয়া লইবে। ৪৮

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা শ্রীকৃষ্ণ অমান্য করিবেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা যুধিষ্ঠিরও উল্লঙ্ঘন করিবে না—ইহাই আমার ধারণা। ৪৯

রাজন্! আমি এই সন্ধিকেই তোমার পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করি, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করাকে নহে। আমি কাতরতাবশতঃ বা প্রাণরক্ষা ভাবনায় এই কথা বলিতেছি না, তোমার হিতেরই কথা বলিতেছি। তুমি মরণাপন্ন অবস্থায় আমার এই কথা স্মরণ করিবে। ৫০½

শরদ্বানের পুত্র বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য এইরূপ বিলাপ করত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শোক ও মোহের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে কৃপাচার্য্যের বাক্যবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য কৃপাচার্য্যমুত্তরয়তঃ সন্ধিপ্রস্তাবমস্বীকৃত্য যুদ্ধার্থমেব দৃঢ়সিদ্ধান্তজ্ঞাপনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তাস্ততো রাজা সৌতমেন তপস্বিনা।
নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ তূষ্ণীমাসীদ্ বিশাম্পতে॥ ১
ততো মুহূর্তং স ধ্যাত্বা ধার্তরাষ্ট্রো মহামনাঃ।
কৃপং শারদ্বতং বাক্যমিত্যুবাচ পরন্তপঃ॥ ২
যৎ কিঞ্চিৎ সুহৃদা বাচ্যং তৎ সর্বং শ্রাবিতো ময়া।
কৃতঞ্চ ভবতা সর্বং প্রাণান্ সন্ত্যজ্য যুধ্যতা॥ ৩
গাহমানমনীকানি যুধ্যমানং মহারথৈঃ।
পাণ্ডবৈরভিতেজোভির্লোকস্যামুদৃষ্টবান্॥ ৪
সুহৃদ্বা যদিদং বাক্যং ভবতা শ্রাবিতো ময়া।
ন মাং প্রীণাতি তৎ সর্বং মুমূর্ষোরিব ভেষজম্॥ ৫
হেতুকারণসংযুক্তং হিতং বচনমুত্তমম্।
উচ্যমানং মহাবাহো ন মে বিপ্রাগ্র্য রোচতে॥ ৬
রাজ্যাদ্ বিনিকৃতোঽস্মাভিঃ কথং সোঽস্মাসু বিশ্বসেৎ।
অক্ষদ্যূতে চ নৃপতির্জিতোঽস্মাভির্মহাধনঃ॥ ৭
স কথং মম বাক্যানি শ্রদ্দধ্যাদ্ ভূয় এব তু।
তথা দৌত্যেন সম্প্রাপ্তঃ কৃষ্ণঃ পার্থহিতে রতঃ॥ ৮
প্রলব্ধশ্চ হৃষীকেশশ্চক্রে কর্মাবিচারিতম্।
স চ মে বচনং ব্রহ্মন্ কথমেবাভিমন্যতে॥ ৯
বিললাপ চ যৎ কৃষ্ণা সভামধ্যে সমেয়ুষী।
ন তন্মর্ষয়তে কৃষ্ণো ন রাজ্যাহরণং তথা॥ ১০
একপ্রাণাবুভৌ কৃষ্ণাবন্যোন্যমভিসংশ্রিতৌ।
পুরা যচ্ছ্রুতমেবাসীদস্য পশ্যামি তৎ প্রভো॥ ১১
স্বস্রীয়ং নিহতং শ্রুত্বা দুঃখং স্বপিতি কেশবঃ।
কৃতাগসো বয়ং তস্য স মদর্থং কথং ক্ষমেৎ॥ ১২

পঞ্চম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকর্তৃক কৃপাচার্য্যকে উত্তরদান করিতে করিতে সন্ধির প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন]।

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! তপস্বী কৃপাচার্য্য এই কথা বলিলে পর দুর্য্যোধন দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কিছুকাল নীরবে থাকিলেন॥ ১

মুহূর্তকাল চিন্তা করিবার পর আপনার শত্রুতাপন মহামনস্বী পুত্র কৃপাচার্য্যকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন॥ ২

বিপ্রবর! এক হিতৈষী সুহৃদের যাহা বলা উচিত, আপনি তৎ সমস্তই আমাকে শুনাইলেন। কেবল ইহাই নহে, আপনি প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধ করিতে করিতে আমার মঙ্গলের জন্য সব কিছুই করিয়াছেন॥ ৩

সকল লোকেই আপনাকে শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং অত্যন্ত তেজস্বী মহারথী পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছে॥ ৪

আপনি আমার হিতচিন্তাকারী সুহৃৎ, তথাপি আপনার কথা সেইরূপ আমার মনোমত হইতেছে না, যেরূপ মরণাপন্ন ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না॥ ৫

মহাবাহো! বিপ্রবর! যুক্তি ও কারণসমূহে সুসঙ্গত, হিতকারক ও উত্তম কথা আপনি বলিলেন, তথাপি উহা আমার রুচিকর হইতেছে না॥ ৬

আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত ছলনা করিয়াছি। তিনি মহাধনী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? আমার বাক্যে পুনরায় তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিবে কিভাবে?॥ ৭

ব্রহ্মন্! পাণ্ডবগণের হিতে নিরত শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট দূত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা সেই হৃষীকেশের সহিত প্রতারণা করিয়াছি। আমার সেই কর্ম অবিচারপূর্ণ ছিল সুতরাং তিনিই বা আমার কথা কিরূপে মান্য করিবেন?॥ ৮-৯

সভায় বলপূর্বক আনীতা দ্রৌপদী যে বিলাপ করিয়াছিল এবং পাণ্ডবগণের যে রাজ্য অপহৃত হইয়াছিল, সেই আচরণ শ্রীকৃষ্ণ কখনই সহ্য করিবেন না॥ ১০

প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ের দুই শরীর হইলেও ইহারা একপ্রাণ। এবং উভয়ে উভয়েরই আশ্রিত। পূর্ব্বে আমি যে সমস্ত কথা শুনিয়াছি, এখন তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি॥ ১১

নিজের ভগিনীপুত্র অভিমন্যুরও নিধনবার্তা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। আমরা সকলে তাঁহার নিকট অপরাধী, সুতরাং তিনি আমাদের ক্ষমা করিবেন কেন?॥ ১২

অভিমন্যুর বিনাশে অর্জুনও সুখলাভ করিতে পারিতেছে না, অতএব আমি প্রার্থনা করিলেও সে আমার হিতের জন্য যত্ন করিবে কেন?॥ ১৩

অভিমন্যোর্বিনাশেন ন শর্ম লভতেঽর্জুনঃ।
স কথং মন্দিতে যত্নং প্রকরিষ্যতি যাচিতঃ ॥ ১৩
মধ্যমঃ পাণ্ডবস্তীক্ষ্ণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রতিজ্ঞাতক হেনোগ্রং ভজ্যেতাপি ন সন্নমেৎ ॥ ১৪
উভৌ তৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশাবুভৌ চারুকরটৌ।
কৃতবৈরাবুভৌ বীরৌ যমাবপি যমোপমৌ ॥ ১৫
দৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ কৃতবৈরৌ ময়া সহ।
তৌ কথং মন্দিতে যত্নং কুর্য্যাতাং দ্বিজসত্তম ॥ ১৬
দুঃশাসনেন যৎ কৃষ্ণা একবস্ত্রা রজস্বলা।
পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ১৭
তথা বিবসনাং দীনাং স্মরন্ত্যাপি পাণ্ডবাঃ।
ন নিবারয়িতুং শক্যাঃ সংগ্রামান্তে পরন্তপাঃ ॥ ১৮
যদা চ দ্রৌপদী ক্লিষ্টা মন্দিনাশায় দুঃখিতা।
স্থণ্ডিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্ বৈরস্য যাতনম্ ॥ ১৯

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের স্বভাব অতিশয় কঠোর। সে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় সে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তথাপি নত হইবে না ॥ ১৪

দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেব তরবারি বন্ধন ও কবচধারণ করিলে পর যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হয়। এই দুই বীরও আমাকে শত্রু বলিয়াই মনে করে ॥ ১৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীরও আমার সহিত শত্রুতা রহিয়াছে, অতএব এই দুই ভ্রাতাও আমার হিতের জন্য যত্ন করিবে কেন? ১৬

দ্রৌপদী একবস্ত্র-পরিহিতা ছিল ও রজস্বলা ছিল। সেই অবস্থায় যে তাহাকে পূর্ণ-সভায় আনা হইয়াছিল, দুঃশাসন তাহাকে সকল লোকের সম্মুখে ক্লেশ দান করিয়াছিল, তাহাকে যে বস্ত্রহীনা করিবার অপচেষ্টা করা হইয়াছিল এবং দয়ার্হোগ্য অবস্থায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয়ই পাণ্ডবেরা আজও স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১৭½

সেই কারণে এই শত্রুতাপন বীরগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে না। যে দিনে দ্রৌপদীকে ক্লেশপ্রদান করা হইয়াছিল, সেইদিন হইতে সে আমার বিনাশের সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্বক প্রতিদিন মৃত্তিকানির্মিত বেদীতে শয়ন করিয়া থাকে। যতক্ষণ না শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়, ততকালের জন্য সে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছে ॥ ১৮-১৯

দ্রৌপদী নিজ পতিগণের অতীষ্ট মনোরথ সিদ্ধির জন্য

উগ্রং তেপে তপঃ কৃষ্ণা ভর্তৃণামর্থসিদ্ধয়ে।
নিক্ষিপ্য মানং দর্পঞ্চ বাসুদেবসহোদরা ॥ ২০
কৃষ্ণায়োঃ প্রেষ্যবদ্ ভূত্বা শুশ্রূষাং কুরুতে সদা।
ইতি সর্বং সমুদ্বহ্য ন নির্বাতি কথঞ্চন ॥ ২১
অভিমন্যোর্বিনাশেন স সম্বন্ধঃ কথং ময়া।
কথঞ্চ রাজ্যং ভুক্তেয়ং পৃথিবীং সাগরাম্বরাম্ ॥ ২২
পাণ্ডবানাং প্রসাদেন ভোক্ষ্যে রাজ্যমহং কথম্।
উপর্য্যুপরি রাজ্ঞাং বৈ জ্বলিত্বা ভাস্করো যথা ॥ ২৩
যুধিষ্ঠিরং কথং পশ্চাদনুযাস্যামি দাসবৎ।
কথং ভুক্ত্বা স্বয়ং ভোগান্ দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুত্রকান্ ॥ ২৪
কৃপণং বর্তয়িষ্যামি কৃপণৈঃ সহ জীবিকাম্।
নাভ্যসূয়ামি তে বাক্যমুক্তং স্নিগ্ধং হিতং ত্বয়া ॥ ২৫
ন তু সন্ধিমহং মন্যে প্রাপ্তকালং কথঞ্চন।
সুনীতমনুপশ্যামি সুযুদ্ধেন পরন্তপ ॥ ২৬

অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতেছে এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা মান ও অভিমান পরিত্যাগ করত সর্বদা দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীর সেবা করিয়া আসিতেছে। এইভাবে সকল কার্য্যেই তাহাদের শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা কোনরূপেই শান্ত করা যাইবে না ॥ ২০-২১

অভিমন্যুর বিনাশে যাহার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, সেই অর্জুনের সহিত আমার সন্ধিস্থাপন কিরূপে সম্ভব হইবে? যখন আমি সমুদ্রপরিবৃত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটের সুখ উপভোগ করিয়াছি, তখন এই সময় পাণ্ডবগণের কৃপাপাত্র হইয়া কিরূপে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইব? ২২½

সমস্ত রাজাদের উপর সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান থাকিয়া এখন দাসসদৃশ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী কিরূপে হইব? ২৩½

স্বয়ং বহু কিছু উপভোগ করিয়া এবং প্রকৃত ধনদান করিয়া এখন কিভাবে দীনপুত্রগণের সহিত দীনতাপূর্ণ জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক জীবনযাপন করিব? ২৪½

আপনি স্নেহবশতঃ হিতকথা বলিলেন। আপনার এই কথায় আমি দোষদর্শন করিতেছি না এবং ইহার নিন্দাও করিতেছি না। আমার কথা এই যে, এখন আর কোনরূপ সন্ধিস্থাপনের সুযোগই নাই—আমি ইহাই মনে করি ॥ ২৫½

শত্রুতাপন বীর! এখন আমি সর্বতোভাবে যুদ্ধ করাকেই উত্তম নীতি বলিয়া মনে করি। আমাদের এখন কাতরতা দেখাইবার সময় নয়, উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিবারই সময় ॥ ২৬½

নায়ং ক্লীবয়িতুং কাল: সংযোদ্ধুং কাল এব ন:
ইষ্টং মে বহুভির্যজ্ঞৈর্দত্তা বিপ্রেষু দক্ষিণা: ॥ ২৭
প্রাপ্তা: কামা: শ্রুতা বেদা: শত্রবো মূর্ধ্নি চ স্থিতম্
ভৃত্যা মে সুভৃতাস্তাত দীনশ্চাভ্যুদ্ধৃতো জন: ॥ ২৮
নোৎসহেঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবান্ বক্তুমীদৃশম্।
জিতানি পরমাস্ত্রাণি স্বরাষ্ট্রমনুপালিতম্ ॥ ২৯
ভুক্তাশ্চ বিবিধা ভোগাস্ত্রিবর্গ: সেবিতো ময়া।
পিতৃণাং গতমানৃণ্যং ক্ষত্রধর্মশ্চ চোভয়ো: ॥ ৩০
ন ধ্রুবং সুখমস্তীতি কুতো রাষ্ট্রং কুতো যশ:।
ইহ কীর্তিবিধাতব্যা সা চ যুদ্ধেন নান্যথা ॥ ৩১
গৃহে যৎ ক্ষত্রিয়স্যাপি নিধনং তদ্ বিগর্হিতম্।
অধর্ম: সুমহানেষ যচ্ছয্যামরণং গৃহে ॥ ৩২
অরণ্যে যো বিমুঞ্চেত সংগ্রামে বা তনুং নর:
ক্রতূনাহৃত্য মহতো মহিমানং স গচ্ছতি ॥ ৩৩
কৃপণং বিলপন্নার্তো জরয়াভিপরিপ্লুত:।
ম্রিয়তে রুদতাং মধ্যে জ্ঞাতীনাং ন স পূরুষ: ॥ ৩৪
ত্যক্ত্বা তু বিবিধান্ ভোগান্ প্রাপ্তানাং পরমাং গতিম্।
অপীদানীং সুযুদ্ধেন গচ্ছেয়ং যৎ সলোকতাম্ ॥ ৩৫
শূরাণামার্যবৃত্তানাং সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনাম্।
ধীমতাং সত্যসন্ধানাং সর্বেষাং ক্রতুযাজিনাম্ ॥ ৩৬
শস্ত্রাবভৃথপূতানাং ধ্রুবং বাসস্ত্রিবিষ্টপে।
মুদা নূনং প্রপশ্যন্তি যুদ্ধে হ্যপ্সরসাং গণা: ॥ ৩৭
পশ্যন্তি নূনং পিতর: পূজিতান্ সুরসংসদি।
অপ্সরোভি: পরিবৃতান্ মোদমানাংস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩৮
পন্থানমমমৈর্যান্তং শূরৈস্তৈরনিবর্তিভি:।
অপি তৎসঙ্গত: মার্গং বয়মদ্যারুহেমহি ॥ ৩৯
পিতামহেন বৃদ্ধেন তথাচার্যেণ ধীমতা।
জয়দ্রথেন কর্ণেন তথা দুঃশাসনেন চ ॥ ৪০
ঘটমানা মদর্থেঽস্মিন্ হতা: শূরা জনাধিপা:।
শেরতে লোহিতাক্তাঙ্গা: সংগ্রামে শরবিক্ষতা: ॥ ৪১

তাত! আমি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি এবং ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাও দিয়াছি। সমস্ত কামনা আমার পূর্ণ হইয়াছে। বেদসকল শ্রবণ করিয়াছি। শত্রুদের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি ও ভরণপোষণযোগ্য ব্যক্তিগণের পালন-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। কেবল ইহাই নহে, আমি দীনজনের উদ্ধার কার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অতএব আমি পাণ্ডবগণের সহিত এইভাবে সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে পারিব না। ২৭-২৯½

আমি অপরের রাজ্যসকল জয় করিয়াছি, নিজের রাজ্য নিরন্তর পালন করিয়াছি, নানাপ্রকার ভোগসমূহ ভোগ করিয়াছি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি এবং পিতৃগণ ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম—এই উভয় ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি। ২৯-৩০

সংসারের কোন সুখই চিরস্থায়ী হয় না, সুতরাং রাষ্ট্র ও যশই বা কিরূপে স্থির থাকিবে? এজগতে কীর্ত্তিই উপার্জন করিতে হয় এবং সেই কীর্ত্তি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে লাভ হয় না। ৩১

ক্ষত্রিয়ের যদি গৃহে মৃত্যু হয়, তবে উহা নিন্দিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। গৃহে শয্যার উপর মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহাপাপ। ৩২

যে ব্যক্তি মহাযজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া বনে কিংবা যুদ্ধস্থলে দেহ ত্যাগ করে, সেই ক্ষত্রিয়ই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩

যাহার শরীর বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে রোগে পীড়িত হইয়াছে, পরিবারের সমস্ত যাহার পার্শ্বে উপবেশন করত রোদন করিতে থাকে এবং স্বজনবর্গ এই সব স্বজনগণের মধ্যে থাকিয়া যে ব্যক্তি করুণ বিলাপ করিতে করিতে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে পুরুষপদবাচ্য নহে। ৩৪

অতএব যাঁহারা নানাপ্রকার ভোগসমূহ পরিত্যাগ করত উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন, এই সময় যুদ্ধের দ্বারা আমিও তাঁহাদেরই লোকে গমন করিব। ৩৫

যুদ্ধে প্রাণত্যাগকারিগণের দিকে নিশ্চয়ই অপ্সরাসকল আনন্দের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। পিতৃগণ অবশ্যই তাঁহাদিগকে দেবতাদের ন্যায় সম্মানিত হইতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বর্গলোকে অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া আনন্দিত থাকেন—ইহা দেখা যায়। ৩৭-৩৮

দেবতা এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত বীরগণ যে পথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন, আমরাও কি সেই পথেই যুদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, বুদ্ধিমান্ আচার্য্য দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং দুঃশাসনের সহিত আরোহণ করিব? ৩৯-৪০

যুদ্ধ বীরবর নরপতি আমার জয়লাভের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করত বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মৃত্যুবরণ পূর্ব্বক রক্তরঞ্জিত দেহে রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছেন॥ ৪১

উত্তমাস্ত্রবিদঃ শূরাঃ যথোক্তক্রতুযাজিনঃ।
তক্ত্বা প্রাণান্ যথান্যায়মিন্দ্রসদ্মস্বধিষ্ঠিতাঃ। ৪১
তৈঃ স্বয়ং রচিতো মার্গো দুর্গমো হি পুনর্ভবৈঃ।
সম্পত্তির্মহাবেগৈর্ধাস্তদ্ভিরিহ সদ্গতিম্। ৪৩
যে মদর্থে হতাঃ শূরাস্তেষাং কৃতমনুস্মরন্।
ঋণং তৎ প্রতিযুঞ্জানো ন রাজ্যে মন আদধে। ৪৪
ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৃনথপিতামহান্।
জীবিতং যদি রক্ষেয়ং লোকো মাং গর্হয়েদ্ ধ্রুবম্। ৪৫
কীদৃশঞ্চ ভবেদ্ রাজ্যং মম হীনস্য বন্ধুভিঃ।
সখিভিশ্চ বিশেষেণ প্রণিপত্য চ পাণ্ডবম্॥ ৪৬
সোঽহমেতাদৃশং কৃত্বা জগতোঽস্য পরাভবম্।
সুযুদ্ধেন ততঃ স্বর্গং প্রাপ্স্যামি ন তদন্যথা। ৪৭
এবং দুর্য্যোধনেনোক্তং সর্বে সম্পূজ্য তত্রচঃ।
সাধু সাধ্বিতি রাজানং ক্ষত্রিয়াঃ সমভাষিরে॥ ৪৮
পরাজয়মশোচন্তঃ কৃতচিত্তাশ্চ বিক্রমে।
সর্বে সুনিশ্চিতা যোদ্ধুমুদ্গমনসোঽভবন্॥ ৪৯
ততো বাহান্ সমাশ্বস্য সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
উনে দ্বিযোজনে গত্বা প্রত্যতিষ্ঠন্ত কৌরবাঃ। ৫০
আকাশে বিক্রমে পুণ্যে প্রস্থে হিমবতঃ শুভে।
অরুণাং সরস্বতীং প্রাপ্য পপুঃ সস্নুশ্চ তে জলম্॥ ৫১
তব পুত্রকৃতোৎসাহাঃ পর্য্যবর্তন্ত তে ততঃ।
পর্য্যবস্থাপ্য চাত্মানমন্যোন্যেন পুনস্তদা।
সর্বে রাজন্ সমবর্তন্ত ক্ষত্রিয়াঃ কালচোদিতাঃ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি দুর্য্যোধনবাক্যে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ৪

উত্তম অস্ত্রসকলে অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যজ্ঞকারী অন্য বীরবর যোদ্ধারাও যথোচিত রীতিতে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করত ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ৪২

এই বীরগণ স্বয়ংই যে পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই পথ পুনরায় তীব্র বেগে সদ্গতি প্রাপ্ত ইচ্ছুক বহুসংখ্যক বীরগণের দ্বারা দুর্গম হইয়া যাইবে। (অর্থাৎ এত অধিক সংখ্যক বীর সেই পথে গমন করিবে যে, উহাতে যাওয়ায় কঠিন হইয়া পড়িবে)॥ ৪৩

যে সকল বীর আমার জন্য নিহত হইয়াছে, তাহাদের এই উপকার নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করত আমি রাজ্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিব না॥ ৪৪

মিত্রগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও পিতামহ ভীষ্মাদিকে বধ করাইয়া যদি আমি নিজের প্রাণকে রক্ষা করি, তবে সারা সংসার নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিতে থাকিবে॥ ৪৫

বন্ধু-বান্ধব এবং মিত্রগণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পদে নত হইয়া আমার যে রাজ্য লাভ হইবে, উহা কিরূপ হইবে? ৪৬

সেই কারণে আমি জগতের এরূপ বিনাশ করত এখন আমি উত্তম যুদ্ধের দ্বারাই স্বর্গলোক লাভ করিব। আমার সদ্গতির পক্ষে অন্য কোন আর উপায় নাই॥ ৪৭

এইরূপ রাজা দুর্য্যোধনের কথিত বাক্য শ্রবণ করত সকল ক্ষত্রিয়গণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার সমাদর করিলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলেন॥ ৪৮

সকলেই নিজেদের পরাজয়ের শোক পরিহার করত মনে মনেই যুদ্ধ করিবার জন্য নিশ্চয়ই করিলেন। যুদ্ধ করিতেই সকলের স্থির সিদ্ধান্ত হইল এবং তাঁহাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যাইল॥ ৪৯

তাহার পর সমস্ত যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহনগণকে বিশ্রাম-দান পূর্বক যুদ্ধেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আট ক্রোশের কিছু অল্প দূরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন॥ ৫০

আকাশের নিম্নে হিমালয়ের শিখরের সুন্দর, পবিত্র ও বৃক্ষহীন সমতল প্রদেশে অরুণসলিলা সরস্বতী নদীর তীরে যাইয়া তাঁহারা সকলে স্নান করিলেন এবং জলপান করিলেন॥ ৫১

রাজন্! এই কালপ্রেরিত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া পরস্পর মনকে স্থির পূর্বক পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন॥ ৫২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে দুর্য্যোধনের বাক্যবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনজিজ্ঞাসিতেনাশ্বত্থাম্না শল্যং সেনাপতিং কর্ত্তুং প্রস্তাবস্তোত্থাপনম্, সৈনাপত্যং গ্রহীতুং শল্যং প্রতি দুর্য্যোধনস্যানুরোধঃ, তত্র শল্যস্য স্বীকৃতিদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথ হৈমবতে প্রস্থে স্থিত্বা যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
সর্ব এব মহাযোধাস্তত্র তত্র সমাগতাঃ ॥ ১
শল্যশ্চ চিত্রসেনশ্চ শকুনিশ্চ মহারথঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ২
সুষেণোঽরিষ্টসেনশ্চ ধৃতসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
জয়ৎসেনশ্চ রাজানস্তে রাত্রিমুষিতাস্ততঃ ॥ ৩
রণে কর্ণে হতে বীরে ত্রাসিতা জিতকাশিভিঃ।
নালভন্ত শর্ম তে পুত্রা হিমবন্তমুতে গিরিম্। ৪
তেঽব্রুবন সহিতাস্তত্র রাজানং শল্যসন্নিধৌ।
কৃতযত্না রণে রাজন্ সম্পূজ্য বিধিবত্তদা ॥ ৫
কুরু সেনাপ্রণেতারং পরাংস্তং যোদ্ধুমর্হসি।
যেনাভিগুপ্তাঃ সংগ্রামে জয়েমাসুহৃদো বয়ম ॥ ৬

তত্তো দুর্য্যোধনঃ স্থিত্বা রথে রথবরোত্তমম্।
সর্বযুদ্ধবিভাবজ্ঞমস্তকপ্রতিমং যুধি ॥ ৭
স্বঙ্গং প্রচ্ছন্নশিরসং কম্বুগ্রীবং প্রিয়ংবদম্।
ব্যাকোশপদ্মপত্রাক্ষং ব্যাঘ্রাস্যং মেরুগৌরবম্ ॥ ৮
স্থাণোর্বৃষস্য সদৃশং স্কন্ধনেত্রগতিস্বরৈঃ।
পৃথুশ্লিষ্টায়তভুজং সুবিস্তীর্ণবরোরসম্ ॥ ৯
বলে জয়ে চ সদৃশমরুণামুজবাহুয়োঃ।
আদিত্যস্যাচিষা তুল্যং বুদ্ধ্যা চোশনসা সমম্ ॥১০
কান্ত্যা রূপমুখৈশ্বর্য্যৈস্ত্রিভিশ্চন্দ্রসমং সমম্।
কাঞ্চনোপলসঙ্ঘাতৈঃ সদৃশং শ্লিষ্টসন্ধিকম্ ॥ ১১
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘং সুপাদং স্বঙ্গুলীনখম্।
সৃষ্ট্বা সৃষ্ট্বৈব তু গুণান্ ধাত্রা যত্নাদ্ বিনির্মিতম্ ॥১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত অশ্বত্থামার শল্যকে সেনাপতি করিবার প্রস্তাব উত্থাপন, সেনাপতি হইবার জন্য শল্যকে দুর্য্যোধনের অনুরোধ এবং শল্যের উহাতে স্বীকৃতি দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! হিমালয়ের উপরে চত্বর ভূমিতে সেনানিবাস স্থাপন করত যুদ্ধাভিলাষী সমস্ত মহাযোদ্ধারা সেখানে একত্রে সমবেত হইলেন। ১

শল্য, চিত্রসেন, মহারথী শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, পরাক্রমশালী ধৃতসেন এবং জয়ৎসেনাদি রাজারা সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ২-৩

রণাঙ্গনে বীর কর্ণ নিহত হওয়ায় জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণের দ্বারা ভীত আপনার পুত্রগণ হিমালয়-পর্ব্বতে ব্যতীত আর কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ৪

রাজন্! সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সচেষ্ট এই সব যোদ্ধারা সেখানে একত্রে শল্যের নিকট রাজা দুর্য্যোধনকে বিধি অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৫

রাজন্! তুমি কাহাকেও সেনাপতি করিয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ কর, যাহা দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমরা সকলে শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিব। ৬

রাজন্! তখন আপনার পুত্র রথে উপবেশন করত অশ্বত্থামার নিকট গমন করিলেন। অশ্বত্থামা মহারথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধবিষয়ক সমস্তপ্রকার বিভিন্ন ভাবসমূহে অভিজ্ঞ এবং যুদ্ধে যমরাজতুল্য ভয়ঙ্কর। তাঁহার অঙ্গ সুন্দর, মস্তক কেশসমূহে আচ্ছাদিত এবং কণ্ঠ শঙ্খসদৃশ সুশোভিত। তিনি প্রিয়ভাষী ছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় বিকসিত কমলদলতুল্য সুন্দর এবং মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর। ইহার মধ্যে মেরুপর্ব্বতের সদৃশ গুরুত্ব বিদ্যমান আছে। স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও স্বরে তিনি ভগবান্ শঙ্করের বাহন বৃষের তুল্য। বক্ষঃস্থলের উন্নতভাগও সুবিস্তৃত। ইনি বল ও বেগে গরুড় এবং বায়ুর সদৃশ। তিনি তেজে সূর্য্য ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সমান। শান্তি, রূপ ও মুখের শোভা—এই তিনটিতেই চন্দ্রতুল্য। ইহার শরীর সুবর্ণময় প্রস্তরসমূহসদৃশ সুশোভিত। অঙ্গসমূহের সন্ধিস্থানও সুগঠিত। উরু, কটিদেশ ও জঙ্ঘা—সুন্দর এবং গোলাকার। ইহার দুই চরণ মনোহর। অঙ্গুলি ও নখসকলও সুন্দর, যেন বিধাতা উত্তম গুণসকল বারংবার স্মরণ করত অতিশয় যত্নসহকারে ইহার অঙ্গসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি সমস্ত শুভ লক্ষণসমূহে সম্পন্ন, সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে নিপুণ এবং বেদবিদ্যার সমুদ্র। অশ্বত্থামা শত্রুদিগকে সবেগে জয় করিতে সমর্থ, কিন্তু শত্রু কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক ইহাকে জয় করা অসম্ভব। ইনি দশ অঙ্গ-(ঋগ্বেদের দশ অঙ্গ—ব্রত; প্রাপ্তি, ধৃতি, মুষ্টি,

সর্বলক্ষণসম্পন্নং নিপুণং শ্রুতিসাগরম্।
জেতারং তরসারীণামজেয়মরিভির্বলাৎ ॥ ১৩

দশাঙ্গং যচ্চতুষ্পাদমিষ্বস্ত্রং বেদ তত্ত্বতঃ।
সাঙ্গাংস্তু চতুরো বেদান্ সম্যগাখ্যানপঞ্চমান্ ॥ ১৪

আরাধ্য ত্র্যম্বকং যত্নাদ্ ব্রতৈরুগ্রৈর্মহাতপাঃ।
অযোনিজায়ামুৎপন্নো দ্রোণেনাযোনিজেন যঃ ॥ ১৫

তমপ্রতিমকর্মাণং রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
পারগং সর্ববিদ্যানাং গুণার্ণবমনিন্দিতম্ ॥ ১৬

তমভ্যেত্যাত্মজস্তুভ্যমস্বত্থামানমব্রবীৎ।
যং পুরস্কৃত্য সহিতা যুধি জেষ্যাম পাণ্ডবান্ ॥ ১৭

গুরুপুত্রোঽস্তু সর্বেষামস্মাকং পরমা গতিঃ।
ভবাংস্তস্মান্নিয়োগান্তে কোঽস্তু সেনাপতির্মম ॥ ১৮

দ্রৌণিরুবাচ।

অয়ং কুলেন রূপেণ তেজসা যশসা শ্রিয়া।
সর্বৈর্গুণৈঃ সমুদিতঃ শল্যো নোঽস্তু চমূপতিঃ ॥ ১৯

স্মৃতি, ক্ষেপ, শত্রুভেদন, চিকিৎসা, উদ্দীপন এবং কৃষ্টি।) -যুক্ত চার (দীক্ষা, শিক্ষা, অস্ত্ররক্ষা ও তাহার সাধন) চরণ-সংযুক্ত ধনুর্ব্বেদ সম্যগ্‌ভাবে অবগত আছেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গসম্পন্ন ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব চারি বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণরূপ পঞ্চম বেদও ইনি উত্তমরূপে জানেন। মহাতপস্বী অশ্বত্থামাকে তাঁহার পিতা অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য অতিশয় যত্নের সহিত কঠোর ব্রত-পালন পূর্ব্বক ত্রিলোচন ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করত অযোনিজা কৃপীর গর্ভ হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মের কোনও তুলনা নাই। এই ভূতলে তিনি অনুপম রূপ-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, সমস্ত বিদ্যার পারদর্শী বিদ্বান্ এবং গুণসকলের মহাসাগর। এই অনিন্দিত অশ্বত্থামার নিকট গমন করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই কথা বলিলেন। ৭-১৬½

ব্রহ্মন্! তুমি আমাদের গুরুপুত্র এবং এই সময় তুমিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, অতএব আমি তোমার অনুমতি অনুসারে সেনাপতি নির্ব্বাচন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বল, এখন আমার কে সেনাপতি হইবে, যাহাকে অগ্রে রাখিয়া আমরা সকলে এক সঙ্গে যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিব? ১৭-১৮

অশ্বত্থামা বলিলেন,—এই রাজা শল্য উত্তম কুল, সুন্দর রূপ, তেজ, যশ, শ্রী ও সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন, অতএব ইনিই আমাদের সেনাপতি হউন। ১৯

ভাগিনেয়ান্ নিজাংস্ত্যক্ত্বা কৃতজ্ঞোঽস্মানুপাগতঃ।
মহাসেনো মহাবাহুর্মহাসেন ইবাপরঃ ॥ ২০

এনং সেনাপতিং কৃত্বা নৃপতিং নৃপসত্তম।
শক্যাঃ প্রাপ্তুং জয়োঽস্মাভির্দেবৈঃ স্কন্দমিবাজিতম্ ॥ ২১

তথোক্তে দ্রোণপুত্রেণ সর্ব এব নরাধিপাঃ।
পরিবার্য্য স্থিতাঃ শল্যং জয়শব্দাংশ্চ চক্রিরে ॥ ২১

যুদ্ধায় চ মতিং চক্রুরাবেশঞ্চ পরং যযুঃ।
ততো দুর্য্যোধনো ভূমৌ স্থিত্বা রথবরে স্থিতম্ ॥ ২৩

উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দ্রোণভীষ্মসমং রণে।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো মিত্রাণাং মিত্রবৎসল ॥ ২৪

যত্র মিত্রমমিত্রং বা পরীক্ষন্তে বুধা জনাঃ।
স ভবানস্তু নঃ শূরঃ প্রণেতা বাহিনীমুখে ॥ ২৫

রণং যাতে চ ভবতি পাণ্ডবা মন্দচেতসঃ।
ভবিষ্যন্তি সহামাত্যাঃ পাঞ্চালাশ্চ নিরুদ্যমাঃ ॥ ২৬

ইনি এরূপ কৃতজ্ঞ যে, নিজের ভাগিনেয় নকুল-সহদেবকে ত্যাগ করত আমাদের পক্ষে আসিয়াছেন। এই মহাবাহু শল্য অপর মহাসেন (কার্ত্তিকেয়)-তুল্য বিশাল সৈন্যে পরিবৃত আছেন। ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ দেবগণ অপরাজিত বীর কার্ত্তিকেয়কে নিজেদের সেনাপতি করিয়া অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন; সেইরূপ আমরাও এই রাজা শল্যকে সেনাপতি করিয়া শত্রু-দিগকে জয় করিতে সমর্থ হইব। ২১

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর সকল নরপতিগণ রাজা শল্যকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত হইলেন এবং তাঁহার জয়-জয়কার করিতে লাগিলেন। ২২

ইহারা তখন যুদ্ধ করিবার জন্যই বুদ্ধি স্থির করিলেন এবং অত্যন্ত আবেগে পূর্ণ হইয়া যাইলেন। তারপর দুর্য্যোধন ভূমিতে অবস্থান করত বিশাল রথে উপবিষ্ট রণাঙ্গনে দ্রোণ ও ভীষ্মতুল্য পরাক্রমশালী রাজা শল্যকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—মিত্রবৎসল! আজ আপনার মিত্রগণের সম্মুখে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে, যখন বিদ্বান্ পুরুষগণ শত্রু বা মিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ২৩-২৪½

আপনি আমাদের শৌর্য্যশালী সেনাপতি হইয়া সৈন্যদের অগ্রভাগে অবস্থান করুন। রণাঙ্গনে আপনি গমন করিলে পর মহামতি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ নিজেদের মিত্রবর্গের সহিত নিরুদ্যম হইয়া পড়িবে। ২৫-২৬

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা শল্যো মদ্রাধিপস্তদা।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো রাজানং রাজসন্নিধৌ ॥ ২৭

শল্য উবাচ।

যত্তু মাং মন্যসে রাজন্ কুরুরাজ করোমি তৎ।
তৎপ্রিয়ার্থং হি মে সর্বং প্রাণা রাজ্যং ধনানি চ ॥ ২৮

দুর্য্যোধন উবাচ।

সৈনাপত্যেন বরয়ে ত্বামহং মাতুলাতুলম্।

সেই সময় বাক্যের রহস্য বুঝিতে সমর্থ মদ্রদেশের অধিপতি রাজা শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করত সমস্ত রাজাদের সম্মুখে রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ২৭

শল্য বলিলেন,—রাজন্! কুরুরাজ! তুমি আমার নিকট হইতে যাহা কিছু কামনা করিবে, আমি তাহা পূর্ণ করিব; কারণ, আমার প্রাণ, রাজ্য ও ধন তোমার প্রিয় করিবার জন্যই। ২৮

দুর্য্যোধন বলিলেন,—যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতুল! আপনি অতুলনীয় বীর। অতএব আমি সেনাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য আপনাকে বরণ করিতেছি। যেরূপ স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) যুদ্ধস্থলে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি আমাদের রক্ষা করুন। ২৯

সোঽস্মান্ পাহি যুধাং শ্রেষ্ঠ স্কন্দো দেবানিবাহবে ॥ ২৯
অভিষিঞ্চস্ব রাজেন্দ্র দেবানামিব পাবকিঃ।
জহি শত্রূন্ রণে বীর মহেন্দ্রো দানবানিব ॥ ৩০

রাজাধিরাজ! বীর! যেরূপ স্কন্দ দেবগণের সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও আমাদের সেনাপতি-পদে আপনাকে অভিষিক্ত করান এবং দানবগণকে বিনাশকারী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমাদের শত্রুদিগকে বিনাশ করুন। ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শল্য-দুর্য্যোধন-সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে শল্য ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ শল্যস্য বীরোচিতভাষণম্, শল্যং হন্তুং শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরায়োৎসাহদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
দুর্য্যোধনং তদা রাজন্ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১
দুর্য্যোধন মহাবাহো শৃণু বাক্যবিদাং বর।
যাবেতৌ মন্যসে কৃষ্ণৌ রথস্থৌ রথিনাং বরৌ ॥ ২
ন মে তুল্যাবুভাবেতৌ বাহুবীর্য্যে কথঞ্চন।
উদ্যতাং পৃথিবীং সর্বাং সসুরাসুরমানবাম্ ॥ ৩
যোধয়েয়ং রণমুখে সংক্রুদ্ধঃ কিমু পাণ্ডবান্।
বিজেষ্যামি রণে পার্থান্ সোমকাংশ্চ সমাগতান্ ॥ ৪
অহং সেনাপ্রণেতা তে ভবিষ্যামি নঃ সংশয়ঃ।
তঞ্চ ব্যূহং বিধাস্যামি ন তরিষ্যন্তি যং পরে ॥ ৫

সপ্তম অধ্যায়।

[রাজা শল্যের বীরোচিত ভাষণ এবং শল্যকে বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১

বাক্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু দুর্য্যোধন! তুমি রথে উপবিষ্ট যে দুই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে রথিগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া মনে কর, তাহারা উভয়ে বাহুবলে আমার সমান নহে ॥ ২

আমি যুদ্ধের সম্মুখভাগে কুপিত হইলে পর আমার সম্মুখে উপস্থিত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসহ সমস্ত ভূমণ্ডলের সহিতই যুদ্ধ করিতে পারি; সুতরাং পাণ্ডবদের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৩

আমি রণাঙ্গনে কুন্তীর সকল পুত্রদিগকে এবং সম্মুখে স্থিত সোমকগণকেও জয় করিব। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, আমি তোমার সেনাপতি হইব এবং এরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, শত্রুরা যাহাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না। ৪-৫

ইতি সত্যং ব্রবীম্যেষ দুর্য্যোধন ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তস্ততো রাজা মদ্রাধিপতিমব্রুসা ॥ ৬
অভ্যষিঞ্চত সেনায়া মধ্যে ভরতসত্তম।
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন ক্ষিষ্টরূপো বিশাম্পতে ॥ ৭
অভিষিক্তে ততস্তস্মিন্ সিংহনাদো মহানভূৎ।
তব সৈন্যেঽভ্যবাদ্যন্ত বাদিত্রাণি চ ভারত ॥ ৮
হৃষ্টাশ্চাসংস্তথা যোধা মদ্রকাশ্চ মহারথাঃ।
তুষ্টুবুশ্চৈব রাজানং শল্যমাহবশোভিনম্। ৯
জয় রাজংশ্চিরঞ্জীব জহি শত্রূন্ সমাগতান্।
তব বাহুবলং প্রাপ্য ধার্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ।
নির্বিলাঃ পৃথিবীং সর্বাং প্রশাসন্তু হতদ্বিষঃ
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং সসুরাসুর-মানবান্ ॥ ১১
মর্ত্যধর্মাণ ইহ তু কিমু সৃঞ্জয়-সোমকান্।
এবং সম্পূজ্যমানস্তু মদ্রাণামধিপো বলী ॥ ২
হর্ষং প্রাপ তদা বীরো দুরাপমকৃতাত্মভিঃ।

শল্য উবাচ।

অদ্য চাহং রণে সর্বান্ পাঞ্চালান্ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥১৩
নিহনিষ্যামি বা রাজন্ স্বর্গং যাস্যামি বা হতঃ।
অদ্য পশ্যন্তু মাং লোকা বিচরন্তমভীতবৎ ॥ ১৪
অদ্য পাণ্ডুসুতাঃ সর্বে বাসুদেবঃ সসাত্যকিঃ।
পাঞ্চালাশ্চেদয়শ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ॥১৫
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সর্বে চাপি প্রভদ্রকাঃ।
বিক্রমং মম পশ্যন্তু ধনুষশ্চ মহদ্ বলম্ ১৬
লাঘবঞ্চাস্ত্রবীর্য্যঞ্চ ভুজয়োশ্চ বলং যুধি।
অদ্য পশ্যন্তু মে পার্থাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ ॥ ১৭
যাদৃশং মে বলং বাহ্বোঃ সম্পদস্ত্রেষু যা চ মে।
অদ্য মে বিক্রমং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ১৮
প্রতীকারপরা ভূত্বা চেষ্টন্তাং বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
অদ্য সৈন্যানি পাণ্ডূনাং দ্রাবয়িষ্যে সমন্ততঃ ॥ ১৯
দ্রোণ-ভীষ্মাবতি বিভো সুতপুত্রঞ্চ সংযুগে।
বিচরিষ্যে রণে যুধ্যন প্রিয়ার্থং তব কৌরব ॥ ২০

দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রজানাথ! তিনি এই কথা বলিলে পর ক্লেশমুক্ত রাজা দুর্য্যোধন শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সৈন্যদের মধ্যে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬-৭

ভারত! তাহার অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সিংহনাদ হইতে লাগিল এবং নানাবিধ বাদ্যসকল বাজিতে লাগিল ॥ ৮

মদ্রদেশের মহারথী যোদ্ধারা হৃষ্ট হইলেন এবং সংগ্রামে সুশোভিত রাজা শল্যের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯

রাজন্! আপনি চিরজীবী হউন এবং সম্মুখে আগত শত্রুদিগকে বধ করুন। আপনার বাহুবল প্রাপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সকল মহাবল পুত্রগণ শত্রুদিগকে বিনাশ করত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন ॥ ১০½

আপনি রণাঙ্গনে সমস্ত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদিগকে জয় করিতে সমর্থ। সে স্থলে মনুষ্যধর্মযুক্ত সৃঞ্জয় ও সোমকগণকে জয় করা বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১১½

তাঁহাদের দ্বারা এইভাবে প্রশংসিত হইলে পর বলবান্ বীর মদ্ররাজ শল্য সেইরূপ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, যাহা অকৃতাত্মা (যুদ্ধের শিক্ষারহিত) পুরুষগণের পক্ষে দুর্লভ ॥ ১২½

শল্য বলিলেন,—রাজন্! আজ আমি রণাঙ্গনে সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বধ করিব কিংবা স্বয়ংই নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিব ॥ ১৩½

আজ সমস্ত লোক আমাকে রণাঙ্গনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিবে। আজ সমস্ত পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, পাঞ্চাল ও চেদিদেশের যোদ্ধারা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং সমস্ত প্রভদ্রকগণ আমার পরাক্রম ও আমার ধনুর শ্রেষ্ঠ বল অবলোকন করিবে ॥ ১৪-১৬

আজ কৃতী সকল পুত্র এবং চারণগণের সহিত সিদ্ধসকল যুদ্ধে আমার নৈপুণ্য, অস্ত্রবল ও বাহুবল প্রত্যক্ষ করিবে। আমার দুই বাহুতে যেরূপ বল আছে এবং অস্ত্রসকলের জ্ঞান আমার যেরূপ আছে, তদনুসারে আজ আমার পরাক্রম দেখিয়া পাণ্ডবদের মহারথী যোদ্ধারা তাহার প্রতীকারে তৎপর হইয়া নানাবিধ কার্য্যসমূহের জন্য সচেষ্ট থাকুক ॥ ১৭-১৮½

কুরুনন্দন! আজ আমি পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করিব। প্রভো! যুদ্ধস্থলে তোমার প্রিয় করিবার জন্য আজ আমি দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং সূতপুত্র কর্ণ হইতেও অধিক পরাক্রম দেখাইতে ও যুদ্ধ করিতে থাকিয়া রণাঙ্গনে সর্বদিকে বিচরণ করিব ॥ ১৯-২০

সঞ্জয় উবাচ

অভিষিক্তে তথা শল্যে তব সৈন্যেষু মানদ।
ন কর্ণব্যসনং কিঞ্চিন্মেনিরে তত্র ভারত ॥ ২১
হৃষ্টাঃ সুমনসশ্চৈব বভূবুস্তত্র সৈনিকাঃ।
মেনিরে নিহতান্ পার্থান্ মদ্ররাজবশং গতান্ ॥ ২২
প্রহর্ষং প্রাপ্য সেনা তু তাবকী ভরতর্ষভ।
তাং রাত্রিমুষিতা সুপ্তা হর্ষচিত্তা চ সাভবৎ ॥ ২৩
সৈন্যস্য তব তং শব্দং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বাসুদেবমুবাচেদং বাক্যং সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ২৪
মদ্ররাজঃ কৃতঃ শল্যো ধার্তরাষ্ট্রেণ মাধব
সেনাপতির্মহেষ্বাসঃ সর্বসৈন্যেষু পূজিতঃ ॥ ২৫
এতজ্ জ্ঞাত্বা যথাভূতং কুরু মাধব যৎক্ষমম্।
ভবান্ নেতা চ গোপ্তা চ বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ২৬
তমব্রবীন্মহারাজ বাসুদেবো জনাধিপম্।
আর্তায়নিমহং জানে যথাভূতেন ভারত ॥ ২৭

সঞ্জয় বলিলেন,—মানদ! ভরতনন্দন! এইরূপ আপনার সৈন্যদের মধ্যে রাজা শল্যের অভিষেক হইয়া সমস্ত যোদ্ধাদের কর্ণ নিহত হওয়ায় অল্পও দুঃখ আর রহিল না। ২১

তাঁহারা সকলে প্রসন্নচিত্ত হইয়া হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ইহা মনে করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কুন্তীর পুত্রগণ মদ্ররাজ শল্যের বশীভূত হইয়া অবশ্যই নিহত হইবেন।২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার সৈন্যরা অতিশয় আনন্দ লাভ করত রাত্রিতে সেখানে থাকিলেন এবং নিদ্রা যাইলেন। তখন তাঁহাদের মনে অতিশয় হর্ষ ছিল। ২৩

সেই সময় আপনার সৈন্যদের সেই তীব্র হর্ষনাদ শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সম্মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২৪

মাধব! ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন সমস্ত সৈন্যগণের দ্বারা সম্মানিত মহাধনুর্ধর মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়াছে। ২৫

মাধব! এই বিষয় যথার্থরূপে অবগত হইয়া আপনি এখন যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন; কারণ, আপনিই আমাদের নেতা ও সংরক্ষক। সেইজন্য এখন যে কার্য আবশ্যক হইবে, উহা সম্পাদন করুন। ২৬

মহারাজ! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—ভারত! আমি ধৃতায়ন-পুত্র রাজা শল্যকে উত্তমরূপে জানি। ২৭

বীর্যবাংশ্চ মহাতেজা মহাত্মা চ বিশেষতঃ।
কৃতী চ চিত্রযোধী চ স যুক্তো লাঘবেন চ। ২৮
যাদৃগ্ ভীষ্মস্তথা দ্রোণো যাদৃক্ কর্ণশ্চ সংযুগে।
তাদৃশস্ত্বদ্বিশিষ্টো বা মদ্ররাজো মতো মম ॥ ২৯
যুধ্যমানস্য তস্যাহং চিন্তয়ানশ্চ ভারত।
যোদ্ধারং নাধিগচ্ছামি তুল্যরূপং জনাধিপ ॥ ৩০
শিখণ্ড্যর্জুন-ভীমানাং সাত্বতস্য চ ভারত।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চ তথা বলেনাভ্যধিকো রণে। ৩১
মদ্ররাজো মহারাজ সিংহদ্বিরদবিক্রমঃ।
বিচরিষ্যত্যভীতঃ কালে কালঃ ক্রুদ্ধঃ প্রজাস্বিব। ৩২
তস্মাদ্ধ ন প্রপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে।
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র শার্দূলসমবিক্রম। ৩৩
সদেবলোকে কৃৎস্নেঽস্মিন নাস্ত্যস্তঃ পুমান্ ভবেৎ।
মদ্ররাজং রণে ক্রুদ্ধং যো হন্যাৎ কুরুনন্দন ॥ ৩৪

তিনি বলশালী, মহাতেজস্বী, মহাত্মা, বিদ্বান্, বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং দ্রুততার সহিত অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ২৮

ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কর্ণ—ইঁহারা সকলে যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন, সেইরূপ পরাক্রমশালী কিংবা তাহা হইতেও অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া আমি শল্যকে মনে করিয়া থাকি। ২৯

ভারত! নরেশ্বর! আমি বহু চিন্তা করিয়াও যুদ্ধ-পরায়ণ শল্যের অনুরূপ অপর কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাইতেছি না। ৩০

ভরতনন্দন! শিখণ্ডী, অর্জুন, ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতেও তিনি রণাঙ্গনে অধিক বলশালী। ৩১

মহারাজ! সিংহ ও হস্তিসদৃশ পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্য প্রলয়কালে প্রাণিগণের উপর কুপিত কালের ন্যায় নির্ভয় হইয়া যুদ্ধে বিচরণ করিয়া থাকেন। ৩২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার পরাক্রম সিংহের ন্যায়। আজ আপনি ব্যতীত যুদ্ধস্থলে অপর কাহাকেও তেমন দেখিতেছি না, যিনি শল্যের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবেন। ৩৩

কুরুনন্দন! দেবগণের সহিত এই সম্পূর্ণ জগতে আপনি ব্যতীত অন্য কোন এরূপ পুরুষ নাই, যিনি রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। ৩৪

অহন্যহনি যুধ্যন্তং ক্ষোভয়ন্তং বলং তব।
তস্মাজ্জহি রণে শল্যং মঘবানিব শম্বরম্ ॥ ৩৫
অজেয়শ্চাপ্যসৌ বীরো ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ সংকৃতঃ।
তবৈব হি জয়ো নূনং হতে মদ্রেশ্বরে যুধি ॥ ৩৬
তস্মিন্ হতে হতং সর্বং ধার্ত্তরাষ্ট্রবলং মহৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ বচনং মম সাম্প্রতম্ ॥ ৩৭
প্রত্যুদ্যাহি রণে পার্থ মদ্ররাজং মহারথম্।
জহি চৈনং মহাবাহো বাসবো নমুচিং যথা ॥ ৩৮
ন চৈবাত্র দয়া কার্য্যা মাতুলোঽয়ং মমেতি বৈ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য জহি মদ্রজনেশ্বরম্ ॥ ৩৯
দ্রোণ-ভীষ্মার্ণবং তীর্ত্বা কর্ণপাতালসম্ভবম্।
মা নিমজ্জস্ব সগণঃ শল্যমাসাদ্য গোষ্পদম্ ॥ ৪০
যচ্চ তে তপসো বীর্য্যং যচ্চ ক্ষাত্রং বলং তব।
তদ্ দর্শয় রণে সর্বং জহি চৈনং মহারথম্ ॥ ৪১

এতাবদুক্ত্বা বচনং কেশবঃ পরবীরহা।
জগাম শিবিরং সায়ং পূজ্যমানোঽথ পাণ্ডবৈঃ ॥ ৪২
কেশবে তু তদা যাতে ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিসৃজ্য সর্বান্ ভ্রাতৃংশ্চ পাঞ্চালানথ সোমকান্ ॥ ৪৩
সুষাপ রজনীং তাং তু বিশল্য ইব কুঞ্জরঃ।
তে চ সর্বে মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ৪৪
কর্ণস্য নিধনে হৃষ্টাঃ সুষুপুস্তাং নিশাং তদা।
গতজ্বরং মহেষ্বাসং তীর্ণপারং মহারথম্ ॥ ৪৫
বভূব পাণ্ডবেয়ানাং সৈন্যঞ্চ মুদিতং নৃপ।
সুতপুত্রস্য নিধনে জয়ং লব্ধ্বা চ মারিষ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি শল্যসৈনাপত্যাভিষেকে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

সেইজন্য প্রতিদিন সমরাঙ্গণে যুদ্ধরত ও আপনার সৈন্যদিগকে বিমুগ্ধকারী রাজা শল্যকে আপনি সেইভাবে বিনাশ করুন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫

বীর শল্য অজেয়। দুর্যোধন তাঁহার অতিশয় সম্মান করিয়াছে। যুদ্ধে মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে নিশ্চয় আপনারই জয় হইবে ॥ ৩৬

মদ্ররাজ! কুঞ্জীকুমার! তিনি নিহত হইলে পর আপনি দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকেই নিহত বলিয়া মনে করুন। এই সময় আমার এই বাক্য শ্রবণ করত আপনি মহারথী মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করুন এবং হে মহাবাহো! ইন্দ্র যেরূপ নমুচিদানবকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও তাঁহাকে বিনাশ করুন ॥ ৩৭-৩৮

'ইনি আমার মাতুল' এরূপ মনে করিয়া আপনার তাঁহার প্রতি দয়াপ্রদর্শন উচিত হইবে না। আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বধ করুন ॥ ৩৯

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপী মহাসাগর পার হইয়া আপনি নিজ সৈন্যগণের সহিত শল্যরূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হইবেন না ॥ ৪০

রাজন্! আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্রবল আছে, সেই সমস্তই আপনি রণাঙ্গনে প্রদর্শন করুন এবং এই মহারথী শল্যকে সংহার করুন ॥ ৪১

শত্রুবীরহন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সায়ংকালে পাণ্ডবগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ৪২

শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর সেই সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিজের সব ভ্রাতৃবৃন্দ, পাঞ্চাল ও সোমকগণকে পরিত্যাগ করত রাত্রিতে অঙ্কুশহীন হস্তীর ন্যায় শয়ন করিলেন ॥ ৪৩½

এই সব মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-যোদ্ধারা কর্ণ নিহত হইলে পর হৃষ্ট হইয়া রাত্রিতে সুখের সহিত নিদ্রা যাইলেন ॥ ৪৪½

মাননীয় নৃপ! সুতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর জয়লাভ করত বিশাল বহু ও প্রকাণ্ড রথসমূহে সুশোভিত পাণ্ডব-সৈন্যরা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহাদের দেখিয়া মনে হইতেছিল—তাঁহারা যুদ্ধ হইতে পার হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন ॥ ৪৫-৪৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে শল্যের সেনাপতিপদে অভিষেকবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং রণাঙ্গনে উপস্থিতিঃ, উভয়পক্ষয়োঃ জীবিত-সৈন্যানাং সংখ্যানিরূপণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ব্যতীতায়াং রজন্যাং তু রাজা দুর্যোধনস্তদা।
অব্রবীৎ ভাবকান্ সর্বান্ সন্নহ্যন্তাং মহারথাঃ॥ ১
রাজ্ঞশ্চ মতমাজ্ঞায় সমনহ্যত সা চমূঃ।
অযোজয়ন্ রথাংস্তূর্ণং পর্য্যধাবংস্তথা পরে॥ ২
অকল্পন্ত চ মাতঙ্গাঃ সমনহ্যন্ত পত্তয়ঃ।
রথানাস্তরণোপেতাংশ্চক্রুরন্যে সহস্রশঃ॥ ৩
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনদঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
আয়োধনার্থং যোধানাং বাহনানাং চাপ্যুদীর্য্যতাম্॥ ৪
ততো বলানি সর্বাণি হতশিষ্টানি ভারত।
প্রস্থিতানি ব্যদৃশ্যন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্॥ ৫
শল্যং সেনাপতিং কৃত্বা মদ্ররাজং মহারথাঃ।
প্রবিভজ্য বলং সর্বমনীকেষু ব্যবস্থিতাঃ॥ ৬

অষ্টম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের রণাঙ্গনে উপস্থিতি এবং উভয়পক্ষের জীবিত সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল, তখন রাজা দুর্যোধন আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে বলিলেন—মহারথিগণ! সকলে কবচ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও॥ ১

রাজা দুর্যোধনের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। কিছু যোদ্ধা দ্রুত রথ যোজনা করিলেন। অপর যোদ্ধারা চারিদিকে দৌড়াইতে থাকিলেন। কিছু যোদ্ধা হস্তিদিগকে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। পদাতি-সৈন্যরা কবচবন্ধন করিলেন এবং অন্য সহস্র সহস্র সৈন্য রথসকলের উপর আবরণ দিতে লাগিলেন॥ ২-৩

প্রজানাথ! সেই সময় চারিদিকে নানাবিধ বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল। যুদ্ধের জন্য উদ্যত যোদ্ধাগণের এবং অগ্রগমনকারী সৈন্যদের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল॥ ৪

ভারত! তাহার পর হত না হইয়া জীবিত অবশিষ্ট সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় মনে করত প্রস্থিত হইলেন—ইহা দেখা যাইল॥ ৫

সমস্ত মহারথী যোদ্ধারা শল্যকে সেনাপতি করিয়া এবং সকল সৈন্যদের নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৬

ততঃ সর্বে সমাগম্য পুত্রেণ তব সৈনিকাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ ত্রৈণিঃ শল্যোঽথ সৌবলঃ॥ ৭
অন্তে চ পার্থিবাঃ শেষাঃ সময়ং চক্রুরাদৃতাঃ।
ন ন একেন যোদ্ধব্যং কথঞ্চিদপি পাণ্ডবৈঃ॥ ৮
যো হ্যেকঃ পাণ্ডবৈর্যুধ্যেদ্ যো বা যুধ্যন্তমুৎসৃজেৎ।
স পঞ্চভির্ভবেদ্ যুক্তঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ॥ ৯
(অদ্যাচার্য্যসুতো দ্রৌণির্নৈকো যুধ্যেত শত্রুভিঃ)
অন্যোন্যং পরিরক্ষন্তির্যোদ্ধব্যং সহিতৈশ্চ হ।
এবং তে সময়ং কৃত্বা সর্বে তত্র মহারথাঃ॥ ১০
মদ্ররাজং পুরস্কৃত্য তূর্ণমভ্যদ্রবন্ পরান্।
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ ব্যূহ্য সৈন্যং মহারণে॥ ১১
অভ্যয়ুঃ কৌরবান্ রাজন্ যোৎস্যমানাঃ সমন্ততঃ।
তদ্ বলং ভরতশ্রেষ্ঠ ক্ষুব্ধার্ণবসমস্বনম্॥ ১২

তদনন্তর আপনার সমস্ত সৈন্যরা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও জীবিত অন্যান্য নরপতিগণ রাজা দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া আদরসহকারে এই নিয়মস্থাপন করিলেন॥ ৭½

আমরা কোন একক যোদ্ধা একাকী থাকিয়া কোনরূপেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব না। যে একাকী হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা যে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধরত বীরকে একাকী পরিত্যাগ করিবে, সেই ব্যক্তি পঞ্চ পাতক ও উপপাতকসমূহে যুক্ত হইবে॥ ৮-৯

আজ আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা শত্রুদের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবেন না। আমরা সকলে একত্রে সমবেত থাকিয়া পরস্পরকে রক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধ করিব। এরূপ নিয়ম স্থির করিয়া সেই সব মহারথী যোদ্ধারা মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করত অতিক্রুদ্ধ শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১০½

রাজন্! এইরূপ সেই মহাসময়ে পাণ্ডবেরাও নিজ সৈন্যদের ব্যূহরচনা করত সর্বদিকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত থাকিয়া কৌরবদের উপর আক্রমণ করিবেন॥ ১১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৈন্যরা তখন বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় কোলাহল করিতেছিলেন। ইঁহাদের রথ ও হস্তী তীব্রবেগে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে মনে হইল—মহাসমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে॥ ১২½

সমুদ্ধতার্ণবাকারমুদ্ধতরথকুঞ্জরম্।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দ্রোণস্য চৈব ভীষ্মস্য রাধেয়স্য চ মে শ্রুতম্। ১৩
পাতনং শংস মে ভূয়ঃ শল্যস্যাথ সুতস্য মে।
কথং রণে হতঃ শল্যো ধর্মরাজেন সঞ্জয়। ১৪
ভীমেন চ মহাবাহুঃ পুত্রো দুর্যোধনো মম।

সঞ্জয় উবাচ।

ক্ষয়ং মনুষ্যদেহানাং তথা নাগাশ্বসংক্ষয়ম্। ১৫
শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা সংগ্রামং শংসতো মম।
আশা বলবতী রাজন্ পুত্রাণাং তেঽভবত্তদা। ১৬
হতে দ্রোণে চ ভীষ্মে চ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
শল্যঃ পার্থান্ রণে সর্বান্ নিহনিষ্যতি মারিষ। ১৭
তামাশাং হৃদয়ে কৃত্বা সমাশ্বস্য চ ভারত
মদ্ররাজঃ সমরে সমাশ্রিত্য মহারথম্। ১৮
নাথবন্তং তদাত্মানমমন্যন্ত সুতাস্তব।
যদা কর্ণে হতে পার্থাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে। ১৯
তদা তু তাবকান্ রাজন্নাবিবেশ মহদ্ ভয়ম্।
তান সমাশ্বাস্য যোধাংস্তু মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্। ২০
ব্যূহ ব্যূহং মহারাজ সর্বতোভদ্রমৃদ্ধিমৎ।
প্রত্যুদ্যযৌ রণে পার্থান্ মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্। ২১
বিধুন্বন্ কার্মুকং চিত্রং ভারসহং বেগবত্তরম্।
রথপ্রবরমাস্থায় সৈন্ধবাশ্বং মহারথঃ॥ ২২
তস্য সূতো মহারাজ রথস্থোঽশোভয়দ্ রথম্।
স তেন সংবৃতো বীরো রথেনামিত্রকর্ষণঃ॥ ২৩
তস্থৌ শূরো মহারাজ পুত্রাণাং তে ভয়প্রণুৎ।
প্রয়াণে মদ্ররাজোঽভূন্মুখং ব্যূহস্য দংশিতঃ॥ ২৪
মদ্রকৈঃ সহিতো বীরৈঃ কর্ণপুত্রৈশ্চ দুর্জয়ৈঃ।
সব্যেঽভূৎ কৃতবর্মা চ ত্রিগর্তৈঃ পরিবারিতঃ॥ ২৫
গৌতমো দক্ষিণে পার্শ্বে শকৈশ্চ যবনৈঃ সহ।
অশ্বত্থামা পৃষ্ঠতোঽভূৎ কাম্বোজৈঃ পরিবারিতঃ॥ ২৬
দুর্যোধনোঽভবন্মধ্যে রক্ষিতঃ কুরুপুঙ্গবৈঃ।
হয়ানীকেন মহতা সৌবলশ্চাপি সংবৃতঃ॥ ২৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং রাধাপুত্র কর্ণের বধের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। এখন পুনরায় আমাকে শল্য ও আমার পুত্র দুর্যোধনের মৃত্যুর বৃত্তান্ত বলিয়া শুনাও॥ ১৩½

সঞ্জয়! রণাঙ্গনে রাজা শল্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কিভাবে নিহত হইল এবং ভীমসেন আমার মহাবাহু পুত্র দুর্যোধনকে কিরূপে বিনাশ করিল? ১৪½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেখানে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহসমূহের প্রভূত সংহার হইয়াছিল, সেই সংগ্রাম আমি বর্ণনা করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন। ১৫½

মাননীয় রাজন্! দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার পুত্রগণের মনে এই প্রবল আশা জন্মিল যে, শল্য রণাঙ্গনে সমস্ত কুন্তীপুত্রদিগকে বধ করিবেন॥ ১৬-১৭

ভারত! এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার পুত্রগণের মন কিছুটা আশ্বস্ত হইল এবং তাঁহারা সমরাঙ্গণে মহারথী মদ্ররাজ শল্যের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজেদের সনাথ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন॥ ১৮½

রাজন্! কর্ণ নিহত হইলে পর হৃষ্টচিত্ত কুন্তী-পুত্রগণ যখন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, তখন আপনার পুত্রগণের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল॥ ১৯½

মহারাজ! তখন প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য যোদ্ধাগণকে আশ্বাসদান করত সমৃদ্ধিশালী সর্বতোভদ্রনামক ব্যূহ রচনা পূর্বক ভারসাধক, অত্যন্ত বেগশালী এবং বিচিত্র ধনু কম্পিত করিতে করিতে সিন্ধুদেশজাত অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২০-২২

রাজাধিরাজ! শল্যের রথে উপবিষ্ট তাঁহার সারথি সেই রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। সেই রথে পরিবৃত শত্রুসূদন বীরবর রাজা শল্য আপনার পুত্রদের ভয় নাশ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৩½

প্রস্থানকালে কবচধারী মদ্ররাজ শল্য সেই সৈন্যব্যূহের মুখস্থানে রহিলেন। তাঁহার সহিত মদ্রদেশীয় বীরগণ এবং কর্ণের দুর্জয় পুত্র ছিলেন॥ ২৪½

ব্যূহের বামভাগে ত্রিগর্তগণে পরিবৃত কৃতবর্ম্মা অবস্থান করিতে লাগিলেন। দক্ষিণপার্শ্বে শক ও যবনগণের সহিত কৃপাচার্য্য রহিলেন এবং পৃষ্ঠভাগে কাম্বোজ সৈন্যগণে আবৃত হইয়া অশ্বত্থামা অবস্থিত রহিলেন॥ ২৫-২৬

মধ্যভাগে কুরুকুলের প্রধান বীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত দুর্যোধন এবং অশ্বারোহী বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শকুনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের সহিত মহারথী উলূকও সর্বপ্রকার সৈন্যসহ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ২৭½

প্রযযৌ সর্বসৈন্যেন কৈতব্যশ্চ মহারথঃ।
পাণ্ডবাশ্চ মহেষ্বাসা ব্যূঢ়ং সৈন্যমরিন্দমাঃ॥ ২৮
ত্রিধা ভূতা মহারাজ তব সৈন্যমুপাদ্রবন্।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ॥ ২৯
শল্যস্য বাহিনীং হন্তমভিদুদ্রুবুরাহবে।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা স্বেনানীকেন সংবৃতঃ॥ ৩০
শল্যমেবাভিদুদ্রাব জিঘাংসুর্ভরতর্ষভঃ।
হার্দিক্যশ্চ মহেষ্বাসমর্জুনঃ শত্রুসৈন্যহা॥ ৩১
সংশপ্তকগণাংশ্চৈব বেগিতোঽভিদুদ্রুবে।
গৌতমং ভীমসেনো বৈ সোমকাংশ্চ মহারথাঃ॥ ৩২
অভ্যদ্রবন্ত রাজেন্দ্র জিঘাংসন্তঃ পরান্ যুধি।
মাদ্রীপুত্রৌ তু শকুনিমূলূকঞ্চ মহারথম্॥ ৩৩
সসৈন্যৌ সহসৈন্যৌ তাবুপতস্থতুরাহবে।
তথৈবায়ুতশো যোধাস্তাবকাঃ পাণ্ডবান্ রণে॥ ৩৪
অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতে ভীষ্মে মহেষ্বাসে দ্রোণে কর্ণে মহারথে॥ ৩৫
কুরুষল্লাবশিষ্টেষু পাণ্ডবেষু চ সংযুগে।
সুসংরব্ধেষু পার্থেষু পরাক্রান্তেষু সঞ্জয়॥ ৩৬
মামকানাং পরেষাঞ্চ কিং শিষ্টমভবদ্ বলম্।

সঞ্জয় উবাচ।

যথা বয়ং পরে রাজন্ যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ ৩৭
যাবচ্চাসীদ্ বলং শিষ্টং সংগ্রামে ভরতর্ষভ।
একাদশ সহস্রাণি রথানাং ভরতর্ষভ॥ ৩৮
দশ দন্তিসহস্রাণি সপ্ত চৈব শতানি চ।
পূর্ণে শতসহস্রে দ্বে হয়ানাং তত্র ভারত॥ ৩৯
পত্তিকোট্যস্তথা তিস্রো বলমেতৎ তবাভবৎ।
রথানাং ষট্সহস্রাণি ষট্সহস্রাণ্যু কুঞ্জরাঃ॥ ৪০
দশ চাশ্বসহস্রাণি পত্তিকোটী চ ভারত।
এতদ্ বলং পাণ্ডবানামভবচ্ছেষমাহবে॥ ৪১
এত এব সমাজগ্মুর্যুদ্ধায় ভরতর্ষভ।
এবং বিভজ্য রাজেন্দ্র মদ্ররাজবশে স্থিতাঃ॥ ৪২

মহারাজ! শত্রুদমনকারী মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণও সৈন্যদের ব্যূহ নির্মাণ করত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২৮½

(এই তিনভাগ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন—) ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মহারথী সাত্যকি। ইঁহারা সকলে যুদ্ধস্থলে শল্যের সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন॥ ২৯½

তাহার পর নিজ সৈন্যে পরিবৃত ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করিবার বাসনায় তাঁহারই উপর আক্রমণ করিলেন। ৩০½

শত্রুসৈন্য-সংহারকারী অর্জুন মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের উপর তীব্র বেগে আক্রমণ করিলেন। ৩১½

রাজেন্দ্র! ভীমসেন ও মহারথী সোমকগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছায় কৃপাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩২½

সৈন্যসহ মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব যুদ্ধস্থলে আপনার সৈন্যদের সহিত অবস্থিত মহারথী শকুনি ও উলূকের সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৩৩½

এইরূপ রণাঙ্গনে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল গ্রহণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ আপনার পক্ষের দশ হাজার যোদ্ধা পাণ্ডবদের দিকে আক্রমণ করিলেন। ৩৪½

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহারথী কর্ণ নিহত হইলে পর যখন যুদ্ধস্থলে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের অল্প যোদ্ধাই অবশিষ্ট ছিল এবং কুন্তীপুত্রগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া পরাক্রম দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমার ও শত্রুপক্ষের অপর কত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল? ৩৫-৩৬½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমরা ও আমাদের শত্রুরা যে-ভাবে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলাম এবং সেই সময় সংগ্রামে আমাদের পক্ষে যত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তৎ সমস্তই আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পক্ষে একাদশ হাজার রথ, দশ হাজার সাত শত হাতী, দুই লক্ষ অশ্ব এবং তিন কোটি পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। ৩৮-৩৯½

ভারত! এই যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের নিকট তখন ছয় হাজার হাতী, দশ হাজার অশ্ব ও দুই কোটি পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। ৪০-৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সকল সৈন্যই যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্র! এইরূপ সৈন্যদের বিভাগ করিয়া জয়লাভের আশায় ক্রুদ্ধ আপনার সৈন্যরা মদ্ররাজ শল্যের অধীনস্থ হইয়া পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৪২½

পাণ্ডবান্ প্রত্যুদীয়ুস্তে জয়গৃদ্ধাঃ প্রমঙ্কবঃ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ শূরাঃ সমরে জিতকাশিনঃ॥ ৮০
উপযাতা নরব্যাঘ্রাঃ পাঞ্চালাশ্চ যশস্বিনঃ।
ইমে তে চ বলৌঘেন পরস্পরবধৈষিণঃ॥ ৪৭
উপযাতা নরব্যাঘ্রাঃ পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং প্রতি প্রভো।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্॥ ৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি ব্যূহনির্ম্মাণে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮

এইরূপ সমরাঙ্গণে জয়লাভে বৃদ্ধোদ্যত বীরবর পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও বলশালী পাঞ্চাল বীরগণ আপনার সৈন্যদের নিকটে উপস্থিত হইলেন॥ ৪৬½

প্রভো! এইরূপে পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী এই ও সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা প্রাতঃকালে পরস্পর পরস্পরের নিকটে আসিলেন॥ ৪৭½

তারপর পরস্পরকে প্রহারকারী আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যূহ-নির্ম্মাণবিষয়ক আটম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং ভয়বর্দ্ধনম্।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ রাজেন্দ্র ঘোরং দেবাসুরোপমম্॥ ১
নরা রথা গজৌঘাশ্চ সাদিনশ্চ সহস্রশঃ।
বাজিনশ্চ পরাক্রান্তাঃ সমাজগ্মুঃ পরস্পরম্॥ ২
গজানাং ভীমরূপাণাং দ্রবতাং নিঃস্বনো মহান্
অভ্রায়ত যথা কালে জলদানাং নভস্তলে॥ ৩
নাগৈরভ্যাহতাঃ কেচিৎ সরথা রথিনোঽপতন্।
ব্যদ্রবন্ত রণে বীরা দ্রাব্যমাণা মদোৎকটৈঃ॥ ৪
হয়ৌঘান্ পাদরক্ষাংশ্চ রথিনস্তত্র শিক্ষিতাঃ।
শরৈঃ সম্প্রেষয়ামাসুঃ পরলোকায় ভারত॥ ৫
সাদিনঃ শিক্ষিতা রাজন্ পরিবার্য্য মহারথান্।
বিচরন্তো রণেঽভ্যন্ত প্রাস-শক্ত্যৃষ্টিভিস্তথা ৬
রথিনঃ পুরুষাঃ কেচিৎ পরিবার্য্য মহারথান্
একং বহব আসাদ্য প্রযযুর্যমসাদনম্॥ ৭
নাগান্ রথবরাংশ্চান্যে পরিবার্য্য মহারথাঃ।
সাস্তরাযোধিনঃ ক্ষুণ্ণা ভ্রমমাণং মহারথম্॥ ৮

নবম অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তদনন্তর কৌরব-সৈন্যদের সৃঞ্জয়গণের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা দেবাসুর-যুদ্ধের ন্যায় ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল॥ ১

পদাতি, রথী, গজারোহী ও সহস্র সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধা পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন॥ ২

যেরূপ বর্ষাকালে আকাশে মেঘের গম্ভীর গর্জন হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে ধাবিত হইতে হইতে ভীমকায় গজরাজগণের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল॥ ৩

মদোন্মত্ত হস্তিগণের আঘাতে বহু রথী যোদ্ধা রথের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন বহুসংখ্যক বীর ইহাদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন॥ ৪

ভারত! সেই যুদ্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত রথী যোদ্ধারা অশ্বারোহী ও পাদরক্ষকগণকে নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিলেন॥ ৫

রাজন্! রণাঙ্গনে বিচরণকারী বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত অশ্বারোহী যোদ্ধা বিশালাকার রথসকলকে পরিবৃত করিয়া তাহাদের উপর প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টিসমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন॥ ৬

বহু বহুযোদ্ধার পুরুষ মহারথী যোদ্ধাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং এক একজনের উপর বহুসংখ্যক যোদ্ধা আক্রমণ করত তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন॥ ৭

অন্য বহু মহারথী হাতী ও শ্রেষ্ঠ রথীদিগকে পরিবৃত করিয়া মধ্যভাগে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধকারী পলায়নপর মহারথীকে বিনাশ করিলেন॥ ৮

তথা চ রথিনং ক্রুদ্ধং বিকিরন্তং শরান্ বহূন্।
নাগা জঘ্নুর্মহারাজ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৯
নাগো নাগমভিক্রম্য রথী চ রথিনং রণে।
শক্তি-তোমর-নারাচৈর্নিজঘ্নে তত্র ভারত ॥ ১০
পাদাতানবমৃদ্নন্তো রথ-বারণ-বাজিনঃ।
রণমধ্যে ব্যদৃশ্যন্ত কুর্বন্তো মহদাকুলম্ ॥ ১১
হয়াশ্চ পর্য্যধাবন্ত চামরৈরুপশোভিতাঃ।
হংসা হিমবতঃ প্রস্থে পিবন্ত ইব মেদিনীম্ ॥ ১২
তেষাং তু বাজিনাং ভূমিঃ খুরৈশ্চিত্রা বিশাম্পতে।
অশোভত যথা নারী নখৈঃ ক্ষত-বিক্ষতা ॥ ১৩
বাজিনাং খুরশব্দেন রথনেমিস্বনেন চ।
পত্তীনাং চাপি শব্দেন নাগানাং বৃংহিতেন চ ॥ ১৪
বাদিত্রাণাঞ্চ ঘোষেণ শঙ্খানাং নিনদেন চ।
অভবন্নাদিতা ভূমির্নির্ঘাতৈরিব ভারত ॥ ১৫

মহারাজ! হস্তিগণ ক্রোধ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক বাণবর্ষণকারী কোন রথী যোদ্ধাকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া বধ করিল ॥ ৯

ভারত! সেখানে রণাঙ্গনে এক গজারোহী অপর গজারোহী যোদ্ধার উপর এবং রথী অপর রথীর উপর আক্রমণ করত শক্তি, তোমর ও নারাচসকলের প্রহারে তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১০

সমরাঙ্গণের মধ্যভাগে বহুসংখ্যক রথ, হস্তী ও অশ্বারোহী সৈন্য পদাতি যোদ্ধাদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে এবং সকলকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিতে করিতে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ১১

যেরূপ হিমালয়ের শিখরে চন্দ্র ভূমিতে স্থিত হংসগণ নিয়ে পৃথিবীতে জলপান করিবার জন্য তীব্র গতিতে উড়িতে উড়িতে গমন করে, সেইরূপ চামরশোভিত অশ্বগণ সেখানে সর্ব্বদিকে তীব্রবেগে দৌড়াইতে লাগিল ॥ ১২

প্রজানাথ! এই সব অশ্বের খুরের আঘাতে খণ্ডিত ভূমি প্রিয়তমের নখসমূহের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত নারীর ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিল ॥ ১৩

ভারত! অশ্বগণের খুরশব্দ, রথের চক্রশব্দ, পদাতি যোদ্ধাগণের কোলাহল হস্তিদিগের গর্জন এবং বাদ্যসকলের গম্ভীর ধ্বনি ও শঙ্খের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এই পৃথিবী বজ্রপাতের শব্দে নিনাদিত হওয়ার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৫

ধনুষাং কূজমানানাং শস্ত্রৌঘানাঞ্চ দীপ্যতাম্।
কবচানাং প্রভাভিশ্চ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৬
বহবো বাহবশ্ছিন্না নাগরাজকরোপমাঃ।
উদ্বেষ্টন্তে বিচেষ্টন্তে বেগং কুর্বন্তি দারুণম্ ॥ ১৭
শিরসাঞ্চ মহারাজ পততাং ধরণীতলে।
চ্যুতানামিব তালেভ্যস্তালানাং শ্রূয়তে স্বনঃ ॥ ১৮
শিরোভিঃ পতিতৈর্ভাতি রুধিরার্দ্রৈর্বসুন্ধরা।
তপনীয়নিভৈঃ কালে নলিনৈরিব ভারত ॥ ১৯
উদ্বৃত্তনয়নৈস্তত্র গতসত্ত্বৈঃ সুরিক্ষতৈঃ।
ব্যরাজত মহী রাজন্ পুণ্ডরীকৈরিবাবৃতা ॥ ২০
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সকেয়ূরৈর্মহাধনৈঃ।
পতিতৈর্ভাতি রাজেন্দ্র মহাশক্রধ্বজৈরিব ॥ ২১
উরুভিশ্চ নরেন্দ্রাণাং বিনিকৃত্তৈর্মহাহবে।
হস্তিহস্তোপমৈরন্যৈঃ সংবৃতং তদ্ রণাঙ্গনম্ ॥ ২২

টঙ্কারকৃত ধনু, দেদীপ্যমান অস্ত্রসকল এবং কবচসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত হওয়ায় কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ১৬

হস্তিশুণ্ড-সদৃশ বহুসংখ্যক বাহু ছিন্ন হইয়া ধরাতলে যেন বেষ্টন করিতে, ছট্‌ফট্ করিতে ভয়ঙ্কর বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ১৭

মহারাজ! ধরাতলে পতিত মস্তকসকলের শব্দ তালবৃক্ষসমূহ হইতে বিচ্যুত তালসকলের পতন শব্দের ন্যায় শুনা যাইতেছিল ॥ ১৮

ভারত! পতিত রক্তরঞ্জিত মস্তকসমূহে এই পৃথিবীর এরূপ শোভা হইতেছিল যে, যেন সেখানে সুবর্ণময় পদ্মসমূহ পতিত রহিয়াছে ॥ ১৯

রাজন্! উত্তোলিত নয়নযুক্ত, প্রাণশূন্য, অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত মস্তকসমূহে আচ্ছাদিত এই পৃথিবী যেন রক্তবর্ণ পদ্মসকলে পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২০

রাজেন্দ্র! অঙ্গদ ও অন্য বহুমূল্য আভরণে বিভূষিত, চন্দনচর্চ্চিত বাহুসকল ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল। এই সকল বাহু তখন বিশাল ইন্দ্রধ্বজের তুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল। ইহার দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইতেছিল ॥ ২১

সেই মহাসমরে ছিন্ন নরপতিগণের জঙ্ঘাসকল হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং ইহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ রণাঙ্গন আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ২২

কবন্ধশতসঙ্কীর্ণং ছত্র-চামরসঙ্কুলম্
সেনাবনং তচ্ছুশুভে বনং পুষ্পচিতং যথা ॥ ২৩
তত্র যোধা মহারাজ বিচরন্তো হ্যভীতবৎ।
দৃশ্যন্তে রুধিরাক্তাঙ্গাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥ ২৪
মাতঙ্গাশ্চাপ্যদৃশ্যন্ত শর-তোমরপীড়িতাঃ।
পতন্তস্তত্র তত্রৈব ছিন্নাভ্রসদৃশা রণে ॥ ২৫
গজানীকং মহারাজ বধ্যমানং মহাত্মভিঃ।
ব্যদীর্য্যত দিশঃ সর্বা বাতভগ্না ঘনা ইব ॥ ২৬
তে গজা ঘনসঙ্কাশাঃ পেতুরুর্য্যাং সমন্ততঃ।
বজ্রভগ্না ইব বভুঃ পর্বতা যুগসংক্ষয়ে ॥ ২৭
হয়ানাং সাদিভিঃ সার্ধং পতিতানাং মহীতলে।
রাশয়ঃ স্ম প্রদৃশ্যন্তে গিরিমাত্রাস্ততস্ততঃ ॥ ২৮
সঞ্জজ্ঞে রণভূমৌ তু পরলোকবহা নদী।
শোণিতোদা রথাবর্তা ধ্বজবৃক্ষাস্থিশর্করা ॥ ২৯
ভুজনক্রা ধনুঃস্রোতা হস্তিশৈলা হয়োপলা।
মেদোমজ্জাকর্দমিনী ছত্রহংসা গদোড়ুপা ॥ ৩০
কবচোষ্ণীষসঞ্ছন্না পতাকারুচিরদ্রুমা।
চক্রচক্রাবলীজুষ্টা ত্রিবেণূরগসংবৃতা ॥ ৩১
শূরাণাং হর্ষজননী ভীরূণাং ভয়বর্ধনী।
প্রাবর্তত নদী রৌদ্রা ক্ষুর-সূজয়সঙ্কুলা ॥ ৩২
তাং নদীং পরলোকায় বহন্তীমভিতোরবাম্।
তেরুর্বাহননৌভিস্তে শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৩৩
বর্তমানে তদা যুদ্ধে নির্মর্য্যাদে বিশাম্পতে।
চতুরঙ্গক্ষয়ে ঘোরে পূর্বদেবাসুরোপমে ॥ ৩৪
ব্যাক্রোশন্ বান্ধবানন্যে তত্র তত্র পরন্তপ।
ক্রোশদ্ভির্নৈব তৈরন্যে ভয়ার্তা ন নিবর্তিরে ॥ ৩৫
নির্মর্য্যাদে তথা যুদ্ধে বর্তমানে ভয়ানকে।
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ মোহয়ামাসতুঃ পরান্ ॥ ৩৬

সেখানে শত শত কবন্ধ চারিদিকে পতিত ছিল। ছত্র ও চামরে সেই স্থান পূর্ণ ছিল। এই সকলের দ্বারা সেই সৈন্যরূপী বন পুষ্পসকলে পরিব্যাপ্ত বিশাল কাননের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২৩

মহারাজ! সেখানে রক্তাপ্লুত দেহ লইয়া নির্ভয়ে বিচরণকারী যোদ্ধারা বিকসিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ২৪

রণভূমিতে বাণ ও তোমরসকলের আঘাতে পীড়িত হইয়া যেখানে সেখানে পতিত মদমত্ত হস্তীরাও ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ২৫

মহারাজ! বায়ুর বেগে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় মহাত্মা বীরগণের বাণসমূহে আহত গজ-সৈন্যরা চারিদিকে বিদীর্ণ হইতেছিল ॥ ২৬

মেঘতুল্য প্রতীয়মান হাতীরা চারিদিকে ভূতলে পতিত ছিল, যাহারা প্রলয়কালে বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতিত পর্বতসকলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২৭

আরোহী ঘোড়াদের সহিত ধরাতলে পতিত অশ্বগণের পর্বত-প্রমাণ বহু রাশি যত্র তত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ২৮

এই সময় রণাঙ্গনে এক রক্তের নদী প্রবাহিত হইল। যাহা পরলোকের দিকে গমন করিতেছিল। রক্তই এই নদীর জল ছিল, রথসকল আবর্তের ন্যায় মনে হইতেছিল, ধ্বজসমূহ তীরবর্তী বৃক্ষশ্রেণীর সদৃশ প্রতীত হইতেছিল, অস্থিসকল কাঁকর ও প্রস্তরের ভ্রম উৎপন্ন করিতেছিল, ছিন্ন বাহুসমূহ ঐ নদীর কুম্ভীর, বহু ভাহার স্রোত, হাতীরা পার্শ্ববর্তী পর্বত, অশ্বগণ প্রস্তরখণ্ড, মেদ ও মজ্জা তাহার পঙ্ক, ছত্রসকল হংস এবং গদাসমূহ নৌকা বলিয়া মনে হইতেছিল, কবচ ও উষ্ণীষাদি বস্তুরূপ শেওলায় আচ্ছাদিত, পতাকাশ্রেণী সুন্দর বৃক্ষসকলের ন্যায় দেখাইতেছিল, চক্রসমূহ চক্রবাক্ পক্ষিগণের ন্যায় এই নদীর জল সেবন করিতেছিল এবং ইহা কাপুরুষগণের ভয়বর্ধন করিতেছিল। কৌরব ও সৃঞ্জয়গণে পরিব্যাপ্তা এই রক্ত নদী তখন প্রবর্তিতা হইল ॥২৯-৩২

পরলোকের দিকে গমনকারিণী এই ভয়ঙ্করী নদীকে পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট বীরবর যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহনরূপ নৌকায় দ্বারা পার হইয়া গমন করিতেছিল ॥ ৩৩

প্রজানাথ! পরন্তপ! প্রাচীন দেবাসুর-সংগ্রামসদৃশ চতুরঙ্গিনী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সেনাবিনাশকারী এই নিয়মশূন্য ঘোর যুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন ভয়পীড়িত বহু সৈন্য নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং বহু যোদ্ধা নিজেদের প্রিয় বান্ধবগণকে আহ্বান করিতে থাকিলেও পশ্চাদপসরণ করিলেন না ॥ ৩৪-৩৫

এইরূপ সেই ভয়ানক যুদ্ধ সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা রহিত হইয়া চলিতে লাগিল। সেই সময় অর্জুন ও ভীমসেন শত্রুদিগকে মূর্ছিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৬

সা বধ্যমানা মহতী সেনা তব নরাধিপ।
অমুহ্যৎ তত্র তত্রৈব যোধিন্মদবশাদিব ॥ ৩৭
মোহয়িত্বা চ তাং সেনাং ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ।
দধ্মতুর্বারিজৌ তত্র সিংহনাদাংশ্চ চক্রতুঃ ॥ ৩৮
শ্রুত্বৈব তু মহাশব্দং হৃষ্টহয়-শিখণ্ডিনৌ।
ধর্মরাজং পুরস্কৃত্য মদ্ররাজমভিদ্রুতৌ ॥ ৩৯
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম ঘোররূপং বিশাম্পতে।
শল্যেন সঙ্গতাঃ শূরা যদযুধ্যন্ত ভাগশঃ ॥ ৪০
মাদ্রীপুত্রৌ তু রভসৌ কৃতাস্ত্রৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
অভ্যয়াতাং ত্বরাযুক্তৌ জিগীষন্তৌ পরন্তপ ॥ ৪১
ততো ন্যবর্ত্তত বলং তাবকং ভরতর্ষভ।
শরৈঃ প্রণুন্নং বহুধা পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ ॥ ৪২
বধ্যমানা চমূঃ সা তু পুত্রাণাং প্রেক্ষতাং তব।
ভেজে দিশো মহারাজ প্রণুন্না শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৪৩
হাহাকারো মহান্ জজ্ঞে যোধানাং তব ভারত।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাপ্যাসীদ্ দ্রাবিতানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৪
ক্ষত্রিয়াণাং তদান্যোন্যং সংযুগে জয়মিচ্ছতাম্।
প্রাদ্রবন্নেব সন্তপ্তাঃ পাণ্ডবৈস্তব সৈনিকাঃ ॥ ৪৫
ত্যক্ত্বা যুদ্ধে প্রিয়ান্ পুত্রান ভ্রাতৄনথ পিতামহান্।
মাতুলান্ ভাগিনেয়াংশ্চ বয়স্যানপি ভারত ॥ ৪৬
হয়ান্ দ্বিপাংস্তথরথান্ যোধা জগ্মুঃ সমন্ততঃ।
আত্মত্রাণকৃতোৎসাহাস্তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

হে নরাধিপ! তাঁহাদের দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী মদমত্ত যুবতীর ন্যায় যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

সেই কৌরব-সৈন্যদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া ভীমসেন ও অর্জুন শঙ্খবাদ্য ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

সেই প্রচণ্ড শব্দ শ্রবণ করত হৃষ্টহয় ও শিখণ্ডী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৯

প্রজানাথ! সেখানে আমরা এই ভয়ানক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম যে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া সমস্ত বীর সৈন্যগণ একাকী শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শত্রুতাপন নরেশ! অমর্ষসমূহে অভিজ্ঞ, রণদুর্ম্মদ ও বেগশালী বীর মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব জয়াভিলাষ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া রাজা শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবেরা নিজেদের বাণ-সমূহের প্রহারে আপনার সৈন্যদিগকে বারংবার আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

মহারাজ! এইরূপ আঘাত সহ্য করিতে করিতে সেই সৈন্যগণ বাণসমূহের বর্ষণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই চারিদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৩

ভরতনন্দন! সেখানে আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে প্রচণ্ড হাহাকার উত্থিত হইল। পলায়মান যোদ্ধাদের পশ্চাতে মহাত্মা পাণ্ডব বীরগণের 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই শব্দ শুনা যাইতে থাকিল ॥ ৪৪

হে ভারত! যুদ্ধে পরস্পর জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া আপনার সৈন্যগণ নিজ নিজ প্রিয় পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয় ও মিত্র-বর্গকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিজেদের কেবল রক্ষা করিবার জন্যই উৎসাহী আপনার সৈন্যরা অশ্ব ও হস্তিগণকে তীব্র গতিতে চালনা করিয়া চারিদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলেন কর্ণস্য পুত্রত্রয়াণাং সংহারঃ, উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তং প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
উবাচ সারথিং তূর্ণং চোদয়াশ্বান্ মহাজবান্ ॥ ১
এষ তিষ্ঠতি বৈ রাজা পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ছত্রেণ ত্রিয়মাণেন পাণ্ডুরেণ বিরাজতা ॥ ২
অত্র মাং প্রাপয় ক্ষিপ্রং পশ্য মে সারথে বলম্।
ন সমর্থো হি মে পার্থঃ স্থাতুমদ্য পুরো যুধি ॥ ৩
এবমুক্তস্ততঃ প্রায়ান্মদ্ররাজস্য সারথিঃ।
যত্র রাজা সত্যসন্ধো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪
প্রাপতচ্চ সহসা পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
দধারৈকো রণে শল্যো বেলোদ্বৃত্তমিবার্ণবম্। ৫
পাণ্ডবানাং বলৌঘস্তু শল্যমাসাদ্য মারিষ।
ব্যতিষ্ঠত তদা যুদ্ধে সিন্ধোর্বেগ ইবাচলম্। ৬

মদ্ররাজং তু সমরে দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় ধিষ্ঠিতম্।
কুরবঃ সংন্যবর্তন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৭
তেষু রাজন্ নিবৃত্তেষু ব্যূঢ়ানীকেষু ভাগশঃ।
প্রাবর্তত মহারৌদ্রঃ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ ॥ ৮
সমার্চ্ছচ্চিত্রসেনং তু নকুলো যুদ্ধদুর্মদঃ।
তৌ পরস্পরমাসাদ্য চিত্রকার্মুকধারিণৌ ॥ ৯
মেঘাবিব যথোদ্বৃত্তৌ দক্ষিণোত্তরবর্ষিণৌ।
শরতোয়ৈঃ সিষিচতুস্তৌ পরস্পরমাহবে ॥ ১০
নান্তরং তত্র পশ্যামি পাণ্ডবস্তেতরস্য চ।
উভৌ কৃতাস্ত্রৌ বলিনৌ রথচর্য্যাবিশারদৌ ॥ ১১
পরস্পরবধে যত্তৌ ছিদ্রান্বেষণতৎপরৌ।
চিত্রসেনস্তু ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ১২

দশম অধ্যায়।

[নকুল কর্তৃক কর্ণের তিন পুত্র সংহার এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সৈন্যদিগকে এইভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য নিজের সারথিকে বলিলেন,—সূত! আমার মহাবেগশালী অশ্বদিগকে অতি সত্বর চালনা কর ॥ ১

দেখ, এই সম্মুখে মস্তকের উপরে সৌন্দর্য্যযুক্ত শ্বেতছত্রে শোভিত পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে। ২

সারথে! অতি সত্বর আমাকে তুমি ইহার নিকট লইয়া চল। আজ যুদ্ধে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আমার সম্মুখে কদাপি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৩

তিনি এই কথা বলিলে পর মদ্ররাজের সারথি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল, যেখানে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছেন ॥ ৪

সেই সঙ্গে পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সৈন্যগণও সহসা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বেরূপ তীরভূমি উদ্বেল সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ একাকী রাজা শল্য রণাঙ্গনে সেই সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন ॥ ৫

মাননীয় ভূপাল! যেরূপ কোন নদীর বেগ কোন এক পর্ব্বতের নিকট যাইয়া অবরুদ্ধ হয়, সেইরূপ পাণ্ডবদের সৈন্যগণও যুদ্ধে রাজা শল্যের নিকট গমন করত অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬

সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে দেখিয়া কৌরব-সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করত পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৭

রাজন্! পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করিয়া যখন সেই সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিলেন, তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে—মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেখানে জলের ন্যায় রক্তই বহিয়া যাইতেছিল ॥ ৮

এই সময় রণদুর্ম্মদ নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। বিচিত্র ধনুর্দ্ধারী এই দুই বীর পরস্পর মিলিত হইয়া দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ হইতে আগত দুই খণ্ড বিশাল জলবর্ষী মেঘের ন্যায় পরস্পর বাণরূপী জল বর্ষণ করিয়া অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন নকুল ও কর্ণপুত্র চিত্রসেনের মধ্যে কোন পার্থক্য আমি দেখিতে পাইলাম না। উভয়েই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, বলবান্ ও রথযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। পরস্পরকে বধ করিতে বদ্ধপরায়ণ এই দুই বীরই পরস্পরের ছিদ্র (প্রহারের সুযোগ) অন্বেষণ করিতেছিলেন ॥ ১১½

মহারাজ! এই সময় চিত্রসেন একটি পীতবর্ণের তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা নকুলের ধনুর মুষ্টিদেশে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১২½

নকুলস্য মহারাজ মুষ্টিদেশেঽচ্ছিনদ্ ধনুঃ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ। ১৫
ত্রিভিঃ শরৈরসম্ভ্রান্তো ললাটে বৈ সমার্পয়ৎ।
হয়াংশ্চাস্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে। ১৪
তথা ধ্বজং সারথিঞ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরপাতয়ৎ।
স শক্রভুজনির্মুক্তৈর্ললাটস্থৈস্ত্রিভিঃ শরৈঃ। ১৫
নকুলঃ স্তম্ভয়ে রাজংস্ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ।
স ছিন্নধন্বা বিরথঃ খড়্গমাদায় চর্ম চ। ১৬
রথাদবাতরদ্ বীরঃ শৈলাগ্রাদিব কেশরী।
পদ্ভ্যামাপততস্তস্য শরবৃষ্টিং সমাসৃজৎ। ১৭
নকুলোঽপ্যগ্রসৎ তাং বৈ চর্মণা লঘুবিক্রমঃ।
চিত্রসেনরথং প্রাপ্য চিত্রযোধী জিতশ্রমঃ। ১৮
আরুরোহ মহাবাহুঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
সকুণ্ডলং সমুকুটং সুনসং স্বায়তেক্ষণম্। ১৯

চিত্রসেনশিরঃ কায়াদপাহরত পাণ্ডবঃ।
স পপাত রথোপস্থে দিবাকরসমদ্যুতিঃ। ২০
চিত্রসেনং বিনিহতং তু দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
সাধুবাদস্বনাংশ্চক্রুঃ সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্। ২১
বিনিহতং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা কর্ণপুত্রৌ মহারথৌ।
সুষেণঃ সত্যসেনশ্চ মুমুচতুর্বিবিধান্ শরান্। ২২
তয়োরভ্যাদ্রবত্তাং তূর্ণং পাণ্ডবং রথিনাং বরম্।
জিঘাংসন্তৌ যথা নাগং ব্যাঘ্রৌ রাজন্ মহাবনে। ২৩
তাবভ্যধাবতাং ভীক্ষ্ণৌ দ্বাবপ্যেনং মহারথম্।
শরৌঘান্ সম্যগসৃজন্তৌ জীমূতৌ সলিলং যথা। ২৪
স শরৈঃ সর্বতো বিদ্ধঃ প্রহৃষ্ট ইব পাণ্ডবঃ।
অন্যৎ কার্মুকমাদায় রথমারুহ্য বেগবান্। ২৫
অতিষ্ঠত রণে বীরঃ ক্রুদ্ধরূপ ইবান্তকঃ।
তস্য তৌ ভ্রাতরৌ রাজন্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ। ২৬

যখন ছিন্ন হইলে পর তাঁহার ললাটে শিলাশানিত সুবর্ণপঙ্খযুক্ত তিনটি বাণের দ্বারা কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়াই চিত্রসেন প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ১৩½

তিনি নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নকুলের অশ্বগণকেও মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন এবং তিনটি তিনটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সারথিকেও ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন। ১৪½

রাজন্! শত্রু চিত্রসেনের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ললাটে প্রবিষ্ট সেই তিনটি বাণের দ্বারা নকুল তিনটি শিখরযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৫½

ধনু ছিন্ন হইলে পর রথহীন বীর নকুল হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ করত পর্বতের শিখর হইতে নিম্নাভিমুখে গমনকারী সিংহের ন্যায় রথের নিম্নে নামিয়া পড়িলেন। ১৬½

সেই সময় চিত্রসেন পদব্রজে আক্রমণকারী নকুলের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অতিক্রুত পদক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ নকুল ঢালের দ্বারা রুদ্ধ করত সেই বাণবর্ষণকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ১৭½

বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী মহাবাহু নকুল পরিশ্রমকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতেই চিত্রসেনের রথের নিকট যাইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। ১৮½

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন নকুল সুন্দর নাসিকা ও বিশাল নেত্রশোভিত এবং কুণ্ডল ও মুকুট সহ চিত্রসেনের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ১৯½

সূর্যতুল্য তেজস্বী চিত্রসেন রথের পশ্চাদ্ভাগে পতিত হইলেন। চিত্রসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া সেখানে অবস্থিত পাণ্ডব মহারথীরা নকুলকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন এবং প্রচণ্ড সিংহনাদ করিতে থাকিলেন। ২০-২১

নিজের ভ্রাতা চিত্রসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া কর্ণের দুই মহারথী পুত্র সুষেণ ও সত্যসেন নানাবিধ বাণবর্ষণ করিতে করিতে রথী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন নকুলের দিকে অতিদ্রুত ধাবিত হইলেন। ২২½

রাজন্! যেরূপ বিশাল বনে দুইটি ব্যাঘ্র কোন এক হস্তীকে বধ করিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তীক্ষ্ণ-স্বভাব এই দুই ভ্রাতা সুষেণ ও সত্যসেন মহারথী নকুলের উপর নিজেদের বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—দুই খণ্ড মেঘ ধারাবাহিকভাবে জল বর্ষণ করিতেছে॥ ২৩-২৪

সর্বদিকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইলেও পাণ্ডুনন্দন নকুল অতিশয় হৃষ্টচিত্ত বীর যোদ্ধার ন্যায় অপর একটি ধনু হাতে লইয়া দ্রুত গতিতে অন্য একটি রথে আরোহণ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ কালের ন্যায় রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৫½

রাজন্! প্রজানাথ! সেই দুই ভ্রাতা সুষেণ ও সত্যসেন আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা নকুলের রথকে খণ্ড খণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২৬½

রথং বিশকলীকর্ত্তুং সমারব্ধৌ বিশাম্পতে।
ততঃ প্রহস্য নকুলস্তুভিস্তুরো রণে ॥ ২৭
জঘান নিশিতৈর্বাণৈঃ সত্যসেনস্য বাজিনঃ
ততঃ সন্ধায় নারাচং রুক্মপুঙ্খং শিলাশিতম্ ॥ ২৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ রাজেন্দ্র সত্যসেনস্য পাণ্ডবঃ।
অথাস্যং রথমাস্থায় ধনুরাদায় চাপরম্ ॥ ২৯
সত্যসেনঃ সুষেণশ্চ পাণ্ডবং পর্য্যধাবতাম্।
অবিধ্যৎ তাবসম্ভ্রান্তো মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহারাজ শরাভ্যাং রণমূর্দ্ধনি।
সুষেণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবস্য মহদ্ ধনুঃ ॥ ৩১
চিচ্ছেদ প্রহসন্ যুদ্ধে ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় নকুলঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ ॥ ৩২
সুষেণং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে।
সত্যসেনস্য চ ধনুর্হস্তাবাপঞ্চ মারিষ ॥ ৩৩
চিচ্ছেদ তরসা যুদ্ধে তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় বেগঘ্নং ভারসাধনম্ ॥ ৩৪
শরৈঃ সন্ছাদয়ামাস সমন্তাৎ পাণ্ডুনন্দনম্।
সংনিবার্য্য তু তান্ বাণান্ নকুলঃ পরবীরহা ॥ ৩৫
সত্যসেনং সুষেণঞ্চ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামবিধ্যত।
তাবেনং প্রত্যবিধ্যেতাং পৃথক্ পৃথগজিহ্মগৈঃ ॥ ৩৬
সারথিং চাস্য রাজেন্দ্র শিতৈর্বিব্যধতুঃ শরৈঃ।
সত্যসেনো রথেষাং তু নকুলস্য ধনুস্তথা ॥ ৩৭
পৃথক্ছরাভ্যাং চিচ্ছেদ কৃতহস্তঃ প্রতাপবান্।
স রথেষ্টিরথস্তিষ্ঠন্ রথশক্তিং পরামৃশৎ ॥ ৩৮
স্বর্ণদণ্ডামকুণ্ঠাগ্রাং তৈলধৌতাং সুনির্মলাম্।
লেলিহানামিব বিভো নাগকন্যাং মহাবিষাম্ ॥ ৩৯
সমুদ্যম্য চ চিক্ষেপ সত্যসেনস্য সংযুগে।
সা তস্য হৃদয়ং সাধ্বী বিভেদ চ তথা নৃপ ॥ ৪০

তখন নকুল হাস্যসহকারে রণাঙ্গনে চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সত্যসেনের চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন ॥ ২৭½

রাজেন্দ্র! তাহার পর শিলাশাণিত ও সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত একটি নারাচ সন্ধান করত পাণ্ডুপুত্র নকুল সত্যসেনের ধনুশ্ছেদন করিলেন। ২৮½

ইহার পর অপর রথে আরোহণ করত অন্য একটি ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক সত্যসেন ও সুষেণ উভয়েই পাণ্ডুনন্দন নকুলের দিকে ধাবিত হইলেন। ২৯½

মহারাজ! মাদ্রীপুত্র প্রতাপশালী নকুল ইহাতে কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া যুদ্ধের অগ্রভাগে দুইটি দুইটি বাণে এই দুই ভ্রাতাকে বিদ্ধ করিলেন। ৩০½

ইহাতে সুষেণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। এই মহারথী বীর হাস্য করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন নকুলের বিশাল ধনু ছেদন করিলেন। ৩১½

তখন নকুল ক্রোধে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অপর একটি ধনু গ্রহণ করত পাঁচটি বাণে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া একটি বাণে উহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৩২½

আর্য্য! ইহার পর রণাঙ্গনে সত্যসেনের ধনু ও হস্তত্রাণ (দস্তানা) ছেদন করিয়া দিলেন। তখন সকল লোকই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে লাগিল। ৩৩½

তাহার পর সত্যসেন শত্রুর বেগ নষ্ট করিতে সমর্থ ও ভারসাধন অপর একটি ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন নকুলকে আচ্ছাদিত করিলেন। ৩৪½

শত্রুবীর সংহারকারী নকুল সেই বাণসমূহ নিবারণ করত সত্যসেন ও সুষেণকে দুইটি দুইটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩৫½

রাজেন্দ্র! তখন এই দুই ভ্রাতাও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনেক বাণসমূহে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা উহার সারথিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। ৩৬½

তাহার পর সিদ্ধহস্ত ও প্রতাপশালী বীর সত্যসেন পৃথক্ পৃথক্ দুইটি দুইটি বাণে নকুলের ধনু এবং উহার রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করিয়া দিলেন। ৩৭½

তদনন্তর রথের উপর উপবিষ্ট অতিরথী বীর নকুল স্বর্ণদণ্ডযুক্ত একটি রথশক্তি গ্রহণ করিলেন। এই শক্তির অগ্রভাগ কখনও কুণ্ঠিত হয় না। প্রভো! তৈলধৌত একই রথশক্তি জিহ্বা-সঞ্চালন-কারিণী মহাবিষযুক্তা নাগিনীর ন্যায় প্রতীতা হইতেছিল। নকুল যুদ্ধস্থলে সত্যসেনকে লক্ষ্য করিয়া উপরে উত্তোলিত করত সেই রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮-৩৯½

হে নৃপ! এই শক্তি রণাঙ্গনে সত্যসেনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিল। তখন সত্যসেনের চেতনা লোপ পাইতে লাগিল এবং তিনি প্রাণহীন হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৪০½

স পপাত রথাদ্ ভূমিং গতসত্ত্বোঽল্পচেতনঃ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা সুষেণঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ॥ ৫১
অভ্যবর্ষচ্ছরৈস্তূর্ণং পাদাতং পাণ্ডুনন্দনম্।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ ধ্বজং ছিত্ত্বা চ পঞ্চভিঃ॥ ৫২
ত্রিভির্বৈ সারথিং হত্বা কর্ণপুত্রো ননাদ হ।
নকুলং বিরথং দৃষ্ট্বা দ্রৌপদেয়ো মহারথম্। ৫৩
সুতসোমোঽভিদুদ্রাব পরীপ্সন্ পিতরং রণে।
ততোঽধিরুহ্য নকুলঃ সুতসোমস্য তং রথম্॥ ৫৪
শুশুভে ভরতশ্রেষ্ঠো গিরিস্থ ইব কেশরী।
অন্যৎ কার্মুকমাদায় সুষেণং সমযোধয়ৎ॥ ৫৫
তাবুভৌ শরবর্ষাভ্যাং সমাসাদ্য পরস্পরম্।
পরস্পরবধে যত্নং চক্রতুঃ সুমহারথৌ॥ ৫৬
সুষেণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং বিংশতিত্রিভিঃ।
সুতসোমং তু বিংশত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ॥ ৫৭
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ নকুলঃ পরবীরহা।

শরৈস্তস্য দিশঃ সর্বাশ্ছাদয়ামাস বীর্যবান্॥ ৫৮
ততো গৃহীত্বা তীক্ষ্ণাগ্রমর্ধচন্দ্রং সুতেজনম্।
সুবেগবন্তং চিক্ষেপ কর্ণপুত্রায় সংযুগে। ৫৯
তস্য তেন শিরঃ কায়াজ্জহার নৃপসত্তম।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ। ৬০
স হতঃ প্রাপতদ্ রাজন্ নকুলেন মহাত্মনা।
নদীবেগাদিবারুগ্নস্তীরজঃ পাদপো মহান্॥ ৬১
কর্ণপুত্রবধং দৃষ্ট্বা নকুলস্য চ বিক্রমম্।
প্রদুদ্রাব ভয়াৎ সেনা তাবকী ভরতর্ষভ॥ ৬২
তাং তু সেনাং মহারাজ মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
অপালয়দ্ রণে শূরঃ সেনাপতিররিন্দমঃ॥ ৬৩
বিভীষয়ন্নো মহারাজ ব্যবস্থাপ্য চ বাহিনীম্।
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা ধনুঃশব্দঞ্চ দারুণম্॥ ৬৪
তাবকাঃ সমরে রাজন্ রক্ষিতা দৃঢ়ধন্বনা।
প্রত্যুদ্যযুররাতীংস্তু সমন্তাদ বিগতজ্বরাঃ। ৬৫

ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া সুষেণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অনন্তর পদব্রজেই পাণ্ডুনন্দন নকুলের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৫১½

তিনি চারিটি বাণে নকুলের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন এবং পাঁচটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করত তিনটি বাণে সারথির প্রাণ হরণ করিলেন। ইহার পর কর্ণপুত্র সুষেণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ৫২½

মহারথী নকুলকে রথহীন হইতে দেখিয়া দ্রৌপদীর পুত্র সুতসোম নিজের পিতৃব্য (কাকা)-কে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিলেন॥ ৫৩½

তখন সুতসোমের সেই রথে আরোহণ করত ভরতশ্রেষ্ঠ নকুল পর্ব্বতের উপর উপবিষ্ট সিংহের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন॥ ৫৪½

তিনি অপর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই দুই মহারথী বীর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে আঘাত করত পরস্পরকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন॥ ৫৫-৫৬

সেই সময় সুষেণ কুপিত হইয়া তিনটি বাণে পাণ্ডুপুত্র নকুলকে বিদ্ধ করিলেন এবং সুতসোমের দুই বাহু ও বক্ষে বিশটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ৫৭

মহারাজ! তাহার পর শত্রুবীর-সংহারকারী পরাক্রমশালী নকুল কুপিত হইয়া বাণসমূহের বর্ষণে সুষেণের সকল দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৫৮

ইহার পর তীক্ষ্ণধার, অত্যন্ত তেজস্বী ও বেগশালী একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ গ্রহণ করত উহাকে সমরাঙ্গণে কর্ণপুত্র সুষেণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন॥ ৫৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই বাণে নকুল সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই সুষেণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল॥ ৬০

মহাত্মা নকুল কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সুষেণ ধরাতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন নদীর বেগে উৎপাটিত তীরবর্ত্তী বিশাল বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে॥ ৬১

ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণপুত্রগণের বধ ও নকুলের পরাক্রম দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ ভয়ে পলাইয়া যাইলেন॥ ৬২

মহারাজ! সেই সময় রণাঙ্গনে শত্রুদমনকারী বীর সেনাপতি প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য আপনার সেই সৈন্যদের সংরক্ষণ করিলেন॥ ৬৩

হে মহারাজ! তিনি প্রচণ্ড সিংহনাদ ও ধনুর ভয়ঙ্কর টঙ্কার ধ্বনি করত কৌরব-সৈন্যদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রণাঙ্গনে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৬৪

রাজন্! সুদৃঢ় ধনুর্ধারণকারী রাজা শল্যের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ব্যথাহীন আপনার সৈন্যরা সমরাঙ্গণে সর্ব্বদিকে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ৬৫

মন্ত্ররাজং মহেষ্বাসং পরিবার্য্য সমন্ততঃ
স্থিতা রাজন্ মহাসেনা যোদ্ধুকামা সমন্ততঃ ॥ ৫৬
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
যুধিষ্ঠিরং পুরস্কৃত্য স্ত্রীনিষেবমরিন্দমম্ ॥ ৫৭
পরিবার্য্য রণে বীরাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে।
বাণশব্দরবাংস্তীব্রান্ ক্ষেড়াংশ্চ বিবিধা দধুঃ ॥ ৫৮
তথৈব তাবকাঃ সর্বে মন্ত্রাধিপতিমব্রুসা।
পরিবার্য্য সুসংরব্ধাঃ পুমর্যুদ্ধমরোচয়ন্ ॥ ৫৯
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধং ভীরূণাং ভয়বর্ধনম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৬০
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং পূর্বমাসীদ্ বিশাম্পতে।
অভীতানাং তথা রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ॥ ৬১
ততঃ কপিধ্বজো রাজন্ হত্বা সংশপ্তকান্ রণে।
অভ্যদ্রবত তাং সেনাং কৌরবীং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৬২
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
অভ্যধাবন্ত তাং সেনাং বিসৃজন্তঃ শিতান্ শরান্ ॥ ৬৩
পাণ্ডবৈরবকীর্ণানাং সম্মোহঃ সমজায়ত।
ন চ জজ্ঞুস্তনীকানি দিশো বা বিদিশস্তথা ॥ ৬৪
অপূর্য্যমাণা নিশিতৈঃ শরৈঃ পাণ্ডবচোদিতৈঃ।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা বার্য্যমাণা সমন্ততঃ ॥ ৬৫
কৌরবাণামনীকানি চমূঃ পাণ্ডুপুত্রৈর্মহারথৈঃ।
তথৈব পাণ্ডবং সৈন্যং শরৈ রাজন্ সমন্ততঃ ॥ ৬৬
রণেঽহন্যত পুত্রৈস্তে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তে সেনে ভৃশসন্তপ্তে বধ্যমানে পরস্পরম্ ॥ ৬৭
ব্যাকুলে সমপদ্যেতাং বর্ষাসু সরিতাবিব।
অবিবেশ ততস্তীব্রং তাবকানাং মহদ্ভয়ম্ ॥
পাণ্ডবানাঞ্চ রাজেন্দ্র তথাভূতে মহাহবে। ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সংকুলযুদ্ধে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

হে রাজন্! আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী মহাধনুর্দ্ধর মন্ত্ররাজ শল্যকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৬

অন্যদিকে সাত্যকি, ভীমসেন ও পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব শত্রুদমন এবং লজ্জাশীল যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করিয়া আক্রমণ করিলেন। ৫৭

রণাঙ্গনে এই সব বীর যুধিষ্ঠিরকে মধ্যে রাখিয়া সিংহনাদ, বাণ ও শঙ্খ সকলের তীব্র ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ গর্জন করিতেও থাকিলেন। ৫৮

এইরূপ আপনার সমস্ত সৈন্যরা মন্ত্ররাজ শল্যকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অতিশয় রোষ সহকারে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্যই অভিলাষ করিতে লাগিলেন। ৫৯

তদনন্তর মৃত্যুকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় ভাবনা করিয়া আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ কাপুরুষগণের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল। ৬০

রাজন্! প্রজানাথ! যেরূপ পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভয়শূন্য কৌরব এবং পাণ্ডবগণের যমরাজ্যবৃদ্ধিকারী ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ৬১

হে রাজন্! তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন কপিধ্বজ অর্জুনও সংশপ্তকগণকে সংহার করত রণাঙ্গনে এই কৌরব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬২

এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাণ্ডব বীরগণ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে আপনার সেই সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন। ৬৩

পাণ্ডবদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত কৌরব-সৈন্যগণের মধ্যে মোহের সঞ্চার হইল। ইঁহাদের তখন দিক্ অথবা বিদিক্ (কোণ)-সমূহেরও জ্ঞান ছিল না। ৬৪

পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া কৌরব-সৈন্যদের মুখ্য মুখ্য বীরবর্গ নিহত হইলেন। চারিদিকেই এই সৈন্যরা তখন নষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইল। ৬৫

রাজন্! মহারথী পাণ্ডুপুত্রগণ কৌরব-সৈন্যদের বধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ আপনার পুত্রেরাও পাণ্ডবসৈন্যদের শত শত, সহস্র সহস্র বীরগণকে সর্ব্বদিকে নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিতেছিলেন। ৬৬½

যেরূপ বর্ষাকালে দুইটি নদী পরস্পর জলে পূর্ণ হইয়া উত্তাল হইয়া উঠে, সেইরূপ পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইতে হইতে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। ৬৭½

রাজেন্দ্র! এই অবস্থায় সেই মহাসমরে অবস্থিত আপনার ও পাণ্ডব-যোদ্ধাদের মনেও দুঃসহ মহাভয় উপস্থিত হইল। ৬৮

শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

(শল্যস্য পরাক্রমঃ, কৌরব-পাণ্ডবযোধানাং দ্বন্দ্ব-যুদ্ধম্, ভীমসেনেন শল্যস্য পরাজয়শ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে বধ্যমানে পরস্পরম্।
দ্রবমাণেষু যোধেষু বিনদৎসু চ দন্তিষু॥ ১

কূজতাং স্তনতাং চৈব পদাতীনাং মহাহবে।
নিহতেষু মহারাজ হয়েষু বহুধা তদা॥ ২

প্রক্ষয়ে দারুণে ঘোরে সংহারে সর্বদেহিনাম্
নানাশস্ত্রসমাবায়ে ব্যতিষক্তরথদ্বিপে॥ ৩

হর্ষণে যুদ্ধশৌণ্ডানাং ভীরূণাং ভয়বর্ধনে।
গাহমানেষু যোধেষু পরস্পরবধৈষিষু॥ ৪

প্রাণাদানে মহাঘোরে বর্তমানে দুরোদরে।
সংগ্রামে ঘোররূপে তু যমরাষ্ট্রবিবর্ধনে॥ ৫

পাণ্ডবাস্তাবকং সৈন্যং ব্যধমন্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথৈব তাবকা যোধা জঘ্নুঃ পাণ্ডবসৈনিকান্॥ ৬

তস্মিংস্তথা বর্তমানে যুদ্ধে ভীরুভয়াবহে।
পূর্বাহ্ণে চাপি সম্প্রাপ্তে ভাস্করোদয়নং প্রতি॥ ৭

লব্ধলক্ষাঃ পরে রাজন্ রক্ষিতাস্তু মহাত্মনা।
অযোধয়ংস্তব বলং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্॥ ৮

বলিভিঃ পাণ্ডবৈর্ধৃষ্টৈর্লব্ধলক্ষৈঃ প্রহারিভিঃ।
কৌরব্যসীদৎ পৃতনা মৃগীবাগ্নিসমাকুলা॥ ৯

তাং দৃষ্ট্বা সীদতীং সেনাং পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্।
উজ্জিহীর্ষুস্তদা শল্যঃ প্রায়াৎ পাণ্ডুসুতান্ প্রতি॥ ১০

মদ্ররাজঃ সুসংক্রুদ্ধো গৃহীত্বা ধনুরুত্তমম্।
অভ্যদ্রবত সংগ্রামে পাণ্ডবানাততায়িনঃ॥ ১১

পাণ্ডবা অপি ভূপাল সমরে জিতকাশিনঃ।
মদ্ররাজং সমাসাদ্য বিভিদুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ১২

ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মদ্ররাজো মহারথঃ।
অর্দয়ামাস তাং সেনাং ধর্মরাজস্য সর্বতঃ॥ ১৩

একাদশ অধ্যায়।

[শল্যের পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডব যোদ্ধাগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্তৃক শল্যের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই মহাসময়ে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে ব্যাকুল উঠিলেন, উভয় দলের যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিলেন, হাতীরা চীৎকার করিতে থাকিল এবং পদাতি সৈন্যরা অব্যক্ত শব্দ করিতে ও গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, বহু অশ্ব নিহত হইল, সমস্ত দেহধারীদিগের নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর বিনাশকারী সংহার হইতে লাগিল, নানাপ্রকার অস্ত্রসকল পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল, রথ ও হস্তীরা পরস্পর যুদ্ধে আসক্ত হইল, যুদ্ধনিপুণ যোদ্ধাগণের হর্ষ ও কাপুরুষদিগের ভয়বর্ধনকারী সংগ্রাম চলিতে লাগিল, পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণের মধ্যে উভয়দলের সৈন্যরা প্রবিষ্ট হইল, প্রাণের পণ রাখিয়া মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধরূপ পাশাখেলা আরম্ভ হইল এবং যমরাজের রাজ্যবৃদ্ধিকারী ঘোর সংগ্রাম যখন চলিতে লাগিল, তখন সেই সময় পাণ্ডবগণ নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদের সংহার আরম্ভ করিলেন। এইরূপ আপনার সৈন্যরাও পাণ্ডব যোদ্ধাদের বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১-৬

রাজন্! পূর্বাহ্ণকাল উপস্থিত হইলে পর সূর্যোদয়ের সময় যখন কাপুরুষগণের ভয়প্রদ বর্তমান যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ও লক্ষ্য ভেদ করিতে নিপুণ শত্রুযোদ্ধারা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নির্ধারণ করত আপনার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৭-৮

পাণ্ডব-যোদ্ধারা বলবান্ ও প্রহারকুশল ছিলেন। ইঁহাদের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হইত না, সুতরাং তাঁহাদের আঘাতপ্রাপ্ত কৌরবসৈন্যরা দাবানলে পরিব্যাপ্ত হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন॥ ৯

পঙ্কে মগ্ন দুর্বল গরুর ন্যায় কৌরবসৈন্যদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে দেখিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিবার বাসনায় রাজা শল্য সেই সময় পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১০

মদ্ররাজ শল্য অতিশয় তীব্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্তম ধনু ধারণ করত সংগ্রামে অস্ত্রধারী পাণ্ডব যোদ্ধাদের উপর সবেগে আক্রমণ করিলেন॥ ১১

ভূপাল! সংগ্রামে জয়লাভে সুশোভিত পাণ্ডবগণও মদ্ররাজ শল্যের নিকটে গমন করত তাঁহাকে নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১২

তখন মহারথী মদ্ররাজ শল্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিয়া তুলিলেন॥ ১৩

প্রাদুরাসন নিমিত্তানি নানারূপাণ্যনেকশঃ।
চচাল শব্দং কুর্বাণা মহী চাপি সপর্বতা ॥ ১৫
সদণ্ড-শূলা দীপ্তাগ্রাঃ শীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
উল্কা ভূমিং দিবঃ পেতুরাহত্য রবিমণ্ডলম্ ১৫
মৃগাশ্চ মহিষাশ্চাপি পক্ষিণশ্চ বিশাম্পতে।
অপসব্যং তদা চক্রুঃ সেনাং তে বহুশো নৃপ ॥১৬
ভৃগুসূনুধরাপুত্রৌ শশিজেন সমন্বিতৌ।
চরমং পাণ্ডুপুত্রাণাং পুরস্তাৎ সর্বভূতজাম্ ॥ ১৭
শাস্ত্রাগ্রেষ্বভবজ্জ্বালা নেত্রাণ্যাহত্য বর্ষতী।
শিরঃস্বলীয়ন্ত ভৃশং কাকোলূকাশ্চ কেতুষু ॥ ১৮
ততস্তদ্ যুদ্ধমত্যুগ্রমভবৎ সহচারিণাম্
তথা সর্বাণ্যনীকানি সংনিপত্য জনাধিপ ॥
অভ্যয়ুঃ কৌরবা রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
শল্যস্তু শরবর্ষেণ বর্ষন্নিব সহস্রদৃক্ ॥ ২০

অভ্যবর্ষত ধর্মাত্মা কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনং শরৈশ্চাপি রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২১
দ্রৌপদেয়াংস্তথা সর্বান্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ শৈনেয়ং শিখণ্ডিনমথাপি চ ॥ ২২
একৈকং দশভির্বাণৈর্বিব্যাধ স মহাবলঃ।
ততোঽসৃজদ্ বাণবর্ষং ঘর্মান্তে মঘবানিব ॥ ২৩
ততঃ প্রভদ্রকা রাজন্ সোমকাশ্চ সহস্রশঃ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তে শল্যসায়কৈঃ ॥ ২৪
ভ্রমরাণামিব ব্রাতাঃ শলভানামিব ব্রজাঃ।
হ্রাদিন্য ইব মেঘেভ্যঃ শল্যস্য স্যপতন্ শরাঃ ॥ ২৫
ছিরদাস্তুরগাশ্চার্তাঃ পত্তয়ো রথিনস্তথা
শল্যস্য বাণৈরপতন্ বজ্রমূর্ধ্বানদাস্তথা ॥ ২৬
আবিষ্ট ইব মন্ত্রেশো মন্যুনা পৌরুষেণ চ।
প্রাচ্ছাদয়দরীন্ সংখ্যে কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ২৭

সেই সময় নানাপ্রকার বহুসংখ্যক অশুভসূচক নিমিত্ত-সকল প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতসমূহের সহিত পৃথিবী শব্দ করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৪

আকাশ হইতে বহু উল্কা সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত করত পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। ইহাদের সহিত দণ্ডযুক্ত শূলসকলও পতিত হইতেছিল। এই সব উল্কার অগ্রভাগ স্বীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং উহা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৫

প্রজানাথ নৃপ! সেই সময় মৃগ, মহিষ এবং পক্ষিসকল আপনার সৈন্যদের বারংবার প্রদক্ষিণ করিতেছিল ॥ ১৬

শুক্র ও মঙ্গল-গ্রহ বুধের সহিত সংযুক্ত হইয়া পাণ্ডবদের পৃষ্ঠভাগে এবং অন্য সব নরপতিগণের সম্মুখে আসিয়া উদিত হইলেন ॥ ১৭

অস্ত্রসকলের অগ্রভাগ যেন জ্বালামালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং চক্ষুসমূহকে অন্ধকারাবৃত করিয়া (ঝলসিয়া) দিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যোদ্ধাগণের মস্তক ও অঙ্গ সকলে কাক ও উলূক পক্ষীরা বারংবার লুকাইতে আরম্ভ করিল ॥ ১৮

হে নরাধিপ! তাহার পর একত্রে সংগঠিত হইয়া যুদ্ধরত উভয়পক্ষের বীরগণের সেই যুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রাজন্! কৌরব-যোদ্ধারা নিজেদের সমস্ত সৈন্যদিগকে একত্রিত করত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯½

ধর্মাত্মা রাজা শল্য জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের ন্যায় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়াদিলেন ॥ ২০½

মহাবল শল্য ভীমসেন, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও শিখণ্ডী—ইহাদের প্রত্যেককে শিলাশানিত ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত দশটি দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষাকালে জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের ন্যায় (পুনরায়) বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২১-২৩

রাজন্! তাহার পর সহস্র সহস্র প্রভদ্রক ও সোমক যোদ্ধা শল্যের বাণসমূহে আহত হইয়া পতিত হইলেন এবং পতনরত অবস্থায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ২৪

শল্যের বাণসকল ভ্রমরগুক্তি, পতঙ্গদল ও মেঘমণ্ডল হইতে প্রকটিত বিদ্যুৎসমূহের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে থাকিল ॥ ২৫

শল্যের বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সৈন্যরা পতিত হইতে, ঘুরিতে এবং আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ২৬

প্রলয়কালে আবির্ভূত যমরাজের ন্যায় মদ্ররাজ শল্য ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় পুরুষার্থের দ্বারা যুদ্ধে শত্রুদিগকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ২৭

বিনর্দমানো মন্দ্রেশো মেঘহ্রাদো মহাবলঃ।
সা বধ্যমানা শল্যেন পাণ্ডবানামনীকিনী ॥ ২৮
অজাতশত্রুং কৌন্তেয়মভ্যধাবদ্ যুধিষ্ঠিরম্।
তাং সমীক্ষ্য ততঃ সংখ্যে লঘুহস্তঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৯
বাণবর্ষেণ মহতা যুধিষ্ঠিরমতাড়য়ৎ।
তমাপতন্তং পত্ত্যশ্বৈঃ ক্রুদ্ধো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩০
অবারয়চ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাদ্বিপমিবাঙ্কুশৈঃ।
তস্য শল্যঃ শরং ঘোরং মুমোচাশীবিষোপমম্ ॥ ৩১
স নির্ভিদ্য মহাত্মানং বেগেনাভ্যপতচ্চ গাম্।
ততো বৃকোদরঃ ক্রুদ্ধঃ শল্যং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৩২
পঞ্চভিঃ সহদেবস্তু নকুলো দশভিঃ শরৈঃ।
দ্রৌপদেয়াশ্চ শক্রঘ্নং শূরমার্তায়নিং শরৈঃ ॥ ৩৩
অভ্যবর্ষন্ মহারাজ মেঘা ইব মহীধরম্।
ততো দৃষ্ট্বা বার্য্যমাণং শল্যং পার্থৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪
কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্।
উলূকশ্চ মহাবীর্যঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ৩৫
সমাগম্যাথ শনকৈরশ্বত্থামা মহাবলঃ।
তব পুত্রাশ্চ কার্ৎস্ন্যেন জুগুপুঃ শল্যমাহবে ॥ ৩৬
ভীমসেনং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা কৃতবর্মা শিলীমুখৈঃ।
বাণবর্ষেণ মহতা ক্রুদ্ধরূপমবারয়ৎ ॥ ৩৭
ধৃষ্টদ্যুম্নং কৃপঃ ক্রুদ্ধো বাণবর্ষৈরপীড়য়ৎ।
দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনির্যমৌ চ দ্রৌণিরভ্যয়াৎ ॥ ৩৮
দুর্য্যোধনো যুধাং শ্রেষ্ঠ আহবে কেশবার্জুনৌ।
সমভ্যয়াদ্রণগতৌ শরৈশ্চাপাহনদ্ বলী ॥ ৩৯
এবং তস্মংস্তদাস্মাসংস্তদীয়ানাং পরৈঃ সহ।
ঘোররূপাণি চিত্রাণি তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৪০
ঋক্ষবর্ণান্ জঘানাশ্বান্ ভোজো ভীমস্য সংযুগে।
সোঽতিবীর্য্য রথোপস্থাত্তস্মাদ্ বাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৪১

তারপর মহাবল মদ্ররাজ মেঘের গর্জনের ন্যায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বারা আহত পাণ্ডব-সৈন্যরা পলায়ন করত অজাতশত্রু কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরের নিকট চলিয়া আসিলেন ॥ ২৮½

অতিদ্রুত হস্ত চালনা করিতে নিপুণ শল্য যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে মর্দিত করিয়া প্রচুর বাণ-সকল বর্ষণ করত যুধিষ্ঠিরকে তাড়িত করিলেন ॥ ২৯½

তখন ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর আক্রমণকারী শল্যকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ মাহুত অঙ্কুশের আঘাতে বিশালদেহ হাতীকে রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩০½

সেই সময় শল্য যুধিষ্ঠিরের উপর বিষাক্ত সর্পতুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ প্রহার করিলেন। এই বাণ তীব্র বেগে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে ভেদ করত ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৩১½

ইহা দেখিয়া ভীমসেন কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সাতটি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর সহদেব পাঁচ, নকুল দশ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ বহু বাণে শত্রুসূদন বীরবর শল্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২-৩৩

মহারাজ! যেরূপ মেঘ পর্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারা শল্যের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শল্যকে কুন্তীর পুত্রগণের দ্বারা চারিদিকে অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়া কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য অতিশয় ক্রোধের সহিত ধাবিত হইয়া আসিলেন। এই সময় মহাপরাক্রমী উলূক, সুবলপুত্র শকুনি, মহাবল অশ্বত্থামা এবং আপনার সমস্ত পুত্রগণ ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া রণাঙ্গনে শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪-৩৬

কৃতবর্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করত প্রভূত বাণবর্ষণের দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৩৭

তাহার পর কুপিত কৃপাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বহু বাণসমূহে পীড়িত করিলেন। শকুনি দ্রৌপদীর পুত্রগণের দিকে এবং অশ্বত্থামা নকুল-সহদেবের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৮

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভয়ঙ্কর তেজস্বী এবং বলবান্ দুর্য্যোধন সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

প্রজানাথ! এইরূপ যেখানে সেখানে আপনার সৈন্যদের শত্রুগণের সহিত অতিশয় ভয়ানক ও বিচিত্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৪০

কৃতবর্মা যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের ভল্লুকসদৃশ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। অশ্বগণ নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন রথের আসন হইতে ভূতলে নামিয়া হস্তে গদা ধারণ করত যমরাজের ন্যায় দণ্ড উদ্যোলন পূর্বক প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪১½

কালো দণ্ডমিবোদ্যম্য গদাপাণিরযুধ্যত
প্রমুখে সহদেবস্য জঘানাশ্বান্ স মদ্ররাট্ ॥ ৪২
ততঃ শল্যস্য তনয়ং সহদেবোঽসিনাবধীৎ।
গৌতমঃ পুনরাচার্য্যো দৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ ॥ ৪৩
অসম্ভ্রান্তমসম্ভ্রান্তো যত্নবান্ যত্নবত্তরম্।
দ্রৌপদেয়াংস্তথা বীরানেকৈকং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৪৪
অবিধ্যদাচার্য্যসুতো নাতিক্রুদ্ধো হসন্নিব।
পুনশ্চ ভীমসেনস্য জঘানাশ্বাংস্তথাঽহবে ॥ ৪৫
সোঽবভীর্য্য রথাত্তূর্ণং হতাশ্বঃ পাণ্ডুনন্দনঃ
কালো দণ্ডমিবোদ্যম্য গদাং ক্রুদ্ধো মহাবলঃ ॥ ৪৬
পোথয়ামাস তুরগান্ রথঞ্চ কৃতবর্ম্মণঃ।
কৃতবর্ম্মা ত্বরযুত্য রথাৎ তস্মাদপাক্রমৎ ॥ ৪৭
শল্যোঽপি রাজন্ সংক্রুদ্ধো নিঘ্নন্ সোমক-পাণ্ডবান্।
পুনরেব শিতৈর্বাণৈর্যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥ ৪৮

তস্য ভীমো রণে ক্রুদ্ধঃ সন্দশ্য দশনচ্ছদম্।
বিনাশায়াভিসন্ধায় গদামাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ৪৯
যমদণ্ডপ্রতীকাশাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্।
গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং দেহান্তকরণীমপি ॥ ৫০
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তামুল্কাং প্রজ্বলিতামিব।
শৈক্যাং ব্যালীমিবাত্যুগ্রাং বজ্রকল্পাময়োময়ীম্ ॥ ৫১
চন্দনাগুরুপঙ্কাক্তাং প্রমদামীপ্সিতামিব।
বসামেদোপদিগ্ধাঙ্গীং জিহ্বাং বৈবস্বতীমিব ॥ ৫২
পট্টঘণ্টাশতবতীং বাসবীমশনীমিব।
নির্মুক্তাশীবিষাকারাং পৃক্তাং গজমদৈরপি ॥ ৫৩
ত্রাসনীং সর্বভূতানাং স্বসৈন্যপরিহর্ষিণীম্।
মনুষ্যলোকে বিখ্যাতাং গিরিশৃঙ্গবিদারণীম্ ॥ ৫৪
যথা কৈলাসভবনে মহেশ্বরসখঃ বলী।
আহ্বয়ামাস যুদ্ধায় ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৫৫

মদ্ররাজ শল্য নিজের সম্মুখে উপস্থিত সহদেবের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। তখন সহদেবও শল্যের পুত্রকে তরবারির দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৪২½

যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করিয়া উহার উপর আক্রমণ করিলেন। হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরনাশী সেই গদা সংহারের জন্য উদ্যত হইয়া কালরাত্রিতুল্য প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৯-৫০

যমদণ্ডপ্রতীকাশাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্।
গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং দেহান্তকরণীমপি ॥ ৫০
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তামুল্কাং প্রজ্বলিতামিব।
শৈক্যাং ব্যালীমিবাত্যুগ্রাং বজ্রকল্পাময়োময়ীম্ ॥ ৫১
চন্দনাগুরুপঙ্কাক্তাং প্রমদামীপ্সিতামিব।
বসামেদোপদিগ্ধাঙ্গীং জিহ্বাং বৈবস্বতীমিব ॥ ৫২
পট্টঘণ্টাশতবতীং বাসবীমশনীমিব।
নির্মুক্তাশীবিষাকারাং পৃক্তাং গজমদৈরপি ॥ ৫৩
ত্রাসনীং সর্বভূতানাং স্বসৈন্যপরিহর্ষিণীম্।
মনুষ্যলোকে বিখ্যাতাং গিরিশৃঙ্গবিদারণীম্ ॥ ৫৪
যথা কৈলাসভবনে মহেশ্বরসখঃ বলী।
আহ্বয়ামাস যুদ্ধায় ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৫৫

আচার্য্য দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্ষান্ত করিতে করিতেই দশটি দশটি বাণে দ্রৌপদীয় বীর পুত্রগণের মধ্যে প্রত্যেককেই বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৪½

(ইহার মধ্যে ভীমসেন অপর রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।) কৃতবর্ম্মা পুনরায় ভীমসেনের অশ্বদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন। অশ্বগণ নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেন অতিক্রুদ্ধ রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ড উত্তোলনকারী কালের ন্যায় গদা উত্থিত করিয়া তিনি কৃতবর্ম্মার অশ্বসকলকে ও রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। কৃতবর্ম্মা তখন সেই রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন ॥ ৪৫-৪৭

রাজন্! অন্যদিকে শল্যও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও পাণ্ডব যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ তিনি পুনরায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৮

ইহা দেখিয়া পরাক্রমশালী ভীমসেন কুপিত হইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে রণাঙ্গনে শল্যের বিনাশের সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক

ইহার উপর স্বর্ণপত্র আবৃত (মোড়া) ছিল। লৌহনির্ম্মিত বজ্রতুল্য এই গদা প্রজ্বলিত উল্কা এবং শিকার মধ্যে অবস্থিত ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। দেহে চন্দন ও অগুরুলিপ্তা মনোবাঞ্ছিতা প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় এই গদার সর্ব্বাঙ্গে মেদ ও বসা লিপ্ত ছিল। এই গদা দেখিতে যমরাজের জিহ্বার সদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৫১-৫২

ইহাতে উচ্চ শতঘণ্টা বদ্ধ ছিল। যাহাদের শব্দ চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছিল। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় এই গদা ভয়ঙ্কর ছিল। খোলোসমুক্ত বিষধর সর্পের তুল্য ইহা সমস্ত প্রাণিগণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল এবং নিজের সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। ইহার মধ্যে হাতীর মেদ লিপ্ত ছিল। পর্ব্বতশিখর-সকলকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ এই গদা মনুষ্যলোকে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল ॥ ৫৩-৫৪

ইহাই হইল সেই গদা, যে গদা হস্তে ধারণ করত মহাবল ভীমসেন কৈলাস-শিখরের উপর ভগবান্ শঙ্করের সখা কুবেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৫৫

যয়া মায়াময়ান্ দৃপ্তান্ সুবহূন্ ধনদালয়ে
জঘান গুহ্যকান্ ক্রুদ্ধো নদন্ পার্থো মহাবলঃ। ৫৫
নিবার্যমাণো বহুভির্দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়মাস্থিতঃ
তাং বজ্রমণিরত্নৌঘকল্পাং বজ্রগৌরবাম্। ৫৭
সমুদ্যম্য মহাবাহুঃ শল্যমভ্যপতদ্ রণে।
গদয়া যুদ্ধকুশলস্তয়া দারুণনাদয়া। ৫৮
পোথয়ামাস শল্যস্য চতুরোঽশ্বান্ মহাজবান্।
ততঃ শল্যো রণে ক্রুদ্ধঃ পীনে বক্ষসি তোমরম্। ৫৯
নিচখান নদন্ বীরো বর্ম ভিত্ত্বা চ সোঽভ্যয়াৎ।
বৃকোদরস্তলন্ত্রাস্তমেবোদ্ধৃত্য তোমরম্। ৬০

যস্কারং মন্ত্ররাজস্য নিবিভেদ ততো হৃদি।
স ভিন্নমর্মা রুধিরং বমন্ বিস্রস্তমানসঃ ৬১
পপাতাভিমুখো দীনো মন্ত্ররাজস্যপাক্রমৎ।
কৃত-প্রতিকৃতং দৃষ্ট্বা শল্যো বিস্মিতমানসঃ। ৬২
গদামাশ্রিত্য ধর্মাত্মা প্রত্যমিত্রমবৈক্ষত।
ততঃ সুমনসঃ পার্থা ভীমসেনমপূজয়ন্।
তে দৃষ্ট্বা কর্ম সংগ্রামে ঘোরমক্লিষ্টকর্মণঃ। ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি ভীমসেন-শল্যযুদ্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ। ১১

এবং যাহার দ্বারা ক্রুদ্ধ মহাবল কুন্তীনন্দন ভীমসেন বহুবার নিষেধ করিলেও দ্রৌপদীর প্রিয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়া গর্জন করিতে করিতে কুবেরভবনে অবস্থিত বহুসংখ্যক মায়াময় অভিমানী গুহ্যককে বধ করিয়াছিলেন। ৫৬½

যাহার বধ্যে বজ্রের দৃঢ়তা বিদ্যমান ছিল এবং যে গদা হীরক, মণি ও রত্নসমূহে বিভূষিত থাকায় অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতেছিল, সেই গদা হস্তে উত্তোলিত করিয়া মহাবাহু ভীমসেন রণাঙ্গনে শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন।৫৭½

যুদ্ধনিপুণ ভীমসেন ভয়ঙ্কর শব্দকারী সেই গদার দ্বারা শল্যের মহাবেগগামী চারিটি অশ্বকে পোথিত করিয়া ফেলিলেন।৫৮½

তখন রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া গর্জনকারী বীর শল্য ভীমসেনের বিশাল বক্ষে একটি তোমর প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এই তোমর উহার কবচ ভেদ করত বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইল। ৫৯½

ইহাতে ভীমসেন বিচলিত হইলেন না তিনি সেই তোমর বাহির করিয়া তাহার দ্বারা মদ্ররাজ শল্যের সারথির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ৬০½

ইহাতে সারথির মর্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে দীন ও ভীতচিত্তে শল্যের সম্মুখেই রথ হইতে সে ভূতলে পতিত হইল তারপর মন্ত্ররাজ শল্য সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। ৬১½

নিজের প্রহারের যোগ্য প্রহাররূপ উত্তর প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ধর্মাত্মা শল্য বিস্মিত হইলেন তিনি হস্তে গদাধারণ করত স্বীয় শত্রুর দিকে দেখিতে লাগিলেন। ৬২½

সংগ্রামে অনায়াসে মহৎ কার্য করিতে সমর্থ ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রম দর্শন করত কুন্তীদেবীর সমস্ত পুত্রগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে ভীমসেন ও শল্যের যুদ্ধবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শল্য-ভীমসেনয়োর্ভয়ঙ্করং গদাযুদ্ধম্, শল্য-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সংগ্রামঃ, দুর্য্যোধনেন চেকিতানস্য, যুধিষ্ঠিরেণ চ চন্দ্রসেন-ক্রমসেনয়োর্বধঃ, পুনঃ শল্য-যুধিষ্ঠিরয়োর্যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

পতিতং প্রেক্ষ্য যন্তারং শল্যঃ সর্বায়সীং গদাম্।
আদায় ত্বরসা রাজংস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ॥ ১
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং পাশহস্তমিবান্তকম্।
সমৃঙ্গমিব কৈলাসং সবজ্রমিব বাসবম্॥ ২
সশূলমিব হর্য্যক্ষং বনে মত্তমিব দ্বিপম্।
জবেনাভ্যপতদ্ ভীমঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্॥৩
ততঃ শঙ্খপ্রণাদশ্চ তূর্য্যাণাঞ্চ সহস্রশঃ।
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনঃ॥ ৪
প্রেক্ষন্তঃ সর্বতস্তৌ হি যোধা যোধমহাদ্বিপৌ।
তাবকাস্ত্বপরে চৈব সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্॥ ৫
ন হি মদ্রাধিপাদন্যো রামান্ বা যদুনন্দনাৎ।
সোঢ়ুমুৎসহতে বেগং ভীমসেনস্য সংযুগে॥ ৬
তথা মদ্রাধিপস্যাপি গদাবেগং মহাত্মনঃ।
সোঢ়ুমুৎসহতে নান্যো যোধো যুধি বৃকোদরাৎ॥ ৭
তৌ বুবাবিব নর্দন্তৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
আবর্তিতৌ গদাহস্তৌ মদ্ররাজ-বৃকোদরৌ॥ ৮
মণ্ডলাবর্তমার্গেষু গদাবিহরণেষু চ।
নিবিশেষমভূদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ॥৯
তপ্তহেমময়ৈঃ শুভ্রৈর্বভূব ভরবর্ধিনী।
অগ্নিজ্বালৈরিবাবদ্ধা পট্টৈঃ শলস্য সা গদা॥ ১০
তথৈব চরতো মার্গান্ মণ্ডলেষু মহাত্মনঃ।
বিদ্যুদভ্রপ্রতীকাশা ভীমস্য ব্যরুচদ্ গদা॥ ১১
তাড়িতা মদ্ররাজেন ভীমস্য গদয়া গদা
দহ্যমানেব খে রাজন্ সাসৃজৎ পাবকার্চিষঃ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ভীমসেন ও শল্যের ভয়ানক গদাযুদ্ধ, যুধিষ্ঠির ও শল্যের সংগ্রাম, দুর্য্যোধন কর্তৃক চেকিতান ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক চন্দ্রসেন এবং ক্রমসেন বধ, পুনরায় যুধিষ্ঠির ও শল্যের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নিজের সারথিকে পতিত হইতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য সবেগে হস্তে লৌহনির্ম্মিত গদাধারণ করত পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১

তিনি প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত অগ্নি, পাশধারী যমরাজ, শিখরযুক্ত কৈলাস পর্ব্বত, বজ্রধারী ইন্দ্র, ত্রিশূলধারী রুদ্র এবং বনের মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। ভীমসেনও এই সময় একটি বিশাল গদা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২-৩

তাহার পর সর্ব্ব দিকেই শঙ্খ নাদ, সহস্র সহস্র বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনি এবং বীরবর যোদ্ধাগণের হর্ষবর্দ্ধক সিংহনাদ হইতে লাগিল॥ ৪

যোদ্ধাদিগের মধ্যে বিশাল গজরাজের ন্যায় পরাক্রমশালী এই দুই বীরকে দেখিয়া আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা সর্ব্বদিকে 'উত্তম, উত্তম' বলিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৫

জগতে মদ্ররাজ শল্য অথবা যদুনন্দন বলরাম ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাই নাই, যিনি যুদ্ধে ভীমসেনের (গদার) বেগ সহ্য করিতে পারেন॥ ৬

এইরূপ মহাত্মা মদ্ররাজ শল্যের গদার বেগও রণাঙ্গনে ভীমসেন ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাও সহ্য করিতে সমর্থ হন না॥ ৭

শল্য ও ভীমসেন এই দুই বীর হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং গদা যুদ্ধের পদ্ধতি দেখাইতে থাকিলেন॥ ৮

মণ্ডলাকার-গতিতে ভ্রমণ, নানাবিধ গদাযুদ্ধের কৌশল-বিদ্যা এবং গদার প্রহার করিতে উভয় পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যাইতেছিল না; উভয়েই যেন সমান বলিয়াই প্রতীত হইতেছিলেন॥ ৯

তপ্ত উজ্জ্বল সুবর্ণময় পত্রসকলে আবৃত শল্যের ভয়ঙ্কর গদা অগ্নিশিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ১০

এইরূপ মণ্ডলাকার-গতিতে বিচিত্র পদ্ধতির সহিত বিচরণকারী মহাত্মা ভীমসেনের গদাও বিদ্যুৎসহ মেঘতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল॥ ১১

রাজন্! মদ্ররাজ শল্য যখন নিজের গদার দ্বারা ভীমসেনের গদার উপর আঘাত করিলেন, তখন উহা যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং উহা হইতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকিল॥ ১২

তথা ভীমেন শল্যস্য তাড়িতা গদয়া গদা।
অঙ্গারবর্ষং মুমুচে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৩
দন্তৈরিব মহানাগৌ শৃঙ্গৈরিব মহর্ষভৌ।
তোত্রৈরিব তদান্যোন্যং গদাগ্রাভ্যাং নিজঘ্নতুঃ ॥ ১৪
তৌ গদাভিহতৈর্গাত্রৈঃ ক্ষণেন রুধিরোক্ষিতৌ।
প্রেক্ষণীয়তরাবাস্তাং পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ১৫
গদয়া মন্ত্ররাজস্য সব্য-দক্ষিণমাহতঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্ন চচালাচলো যথা ॥ ১৬
তথা ভীমগদাবেগৈস্তাড্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
শল্যো ন বিব্যথে রাজন্ দন্তিনেব মহাগিরিঃ ॥ ১৭
শুশুভে দিক্ষু সর্বাসু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
গদানিপাতসংহ্রাদো বজ্রয়োরিব নিস্বনঃ ॥ ১৮
নিবৃত্ত্য তু মহাবীর্য্যৌ সমুচ্ছ্রিতমহাগদৌ
পুনরন্তরমার্গস্থৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥ ১৯
অথাভ্যেত্য পদান্যষ্টৌ সাম্রপাতেঽভবৎ তয়োঃ।
উদ্যম্য লোহ-দণ্ডাভ্যামতিমানুষকর্মণোঃ ॥ ২০
পোথয়ন্তৌ তদান্যোন্যং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
ক্রিয়াবিশেষং কৃতিনৌ দর্শয়ামাসতুস্তদা ॥ ২১
অথোদ্যম্য গদে ঘোরে সশৃঙ্গাবিব পর্ব্বতৌ।
তাবজয়্যতুরন্যোন্যং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥ ২২
ক্রিয়াবিশেষকৃতিনৌ রণভূমিতলেঽচলৌ।
তৌ পরস্পরসংরম্ভাদ্ গদাভ্যাং সুভৃশাহতৌ ॥ ২৩
যুগপৎ পেতুরুর্ব্যাবুভাবিন্দ্রধ্বজাবিব।
উভয়োঃ সেনয়োর্বীরাস্তদা হাহাকৃতোঽভবন্ ॥ ২৪
ভৃশং মর্ম্মাণ্যভিহতাবুভাবাস্তাং সুবিহ্বলৌ।
ততঃ স্বরথমারোপ্য মন্ত্ররাজমমর্ষণং রণে ॥ ২৫

এইভাবে ভীমসেনের গদার দ্বারা তাড়িত হইয়া শল্যের গদাও অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন যেন এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হইল ॥১৩

যেরূপ দুইটি বিশাল দাঁতী দন্তসকলের দ্বারা এবং দুইটি বৃষ শৃঙ্গসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে, সেইরূপ অঙ্কুশসদৃশ শ্রেষ্ঠ দুইটি গদার দ্বারা এই দুই বীর শল্য ও ভীমসেন পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

তখন ইঁহাদের উভয়েরই দেহ গদার প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল; অতএব দুই জনেই ক্ষণকালের মধ্যে রক্তাপ্লুত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় বিকসিত দুইটি পলাশ বৃক্ষের ন্যায় এই দুই বীর দর্শনযোগ্য হইয়াছিল ॥ ১৫

মন্ত্ররাজ শল্যের গদার দ্বারা বামে দক্ষিণে উত্তমরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মহাবাহু ভীমসেন বিচলিত হইলেন না। তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

এইরূপ ভীমসেনের গদার বেগে বারংবার আহত হইয়াও শল্য সেইরূপ ব্যথিত হইলেন না, যেরূপ দন্তযুক্ত হস্তীর আঘাতে পর্ব্বত পীড়িত হয় না ॥ ১৭

সেই সময় এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের গদাদ্বয়ের আঘাতের শব্দ চারিদিকেই দুইটি বজ্রের আঘাতের ন্যায় শোনা যাইতেছিল ॥ ১৮

মহাপরাক্রমশালী ভীমসেন ও শল্য উভয় বীরই নিজ নিজ বিশাল গদাদ্বয়কে উপরে উত্তোলিত করিয়া কখনও পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন, কখনও মধ্যপথেই অবস্থান করিতে এবং কখন মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিলেন ॥ ১৯

তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে অধিক অগ্রসর হইলেন এবং লৌহদণ্ড উত্তোলিত করিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের পরাক্রম অলৌকিক ছিল। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে এইরূপ ভয়ানক সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকিল ॥ ২০

এই দুই জনই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বীর, ইঁহারা উভয়ে উভয়কে মর্দ্দিত করিতে করিতে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতেছিলেন এবং নিজের নিজের বিশেষ কার্য্য-কৌশল দেখাইতেছিলেন ॥ ২১

তদনন্তর ইঁহারা উভয়ে পুনরায় নিজ নিজ ভয়ঙ্কর গদা উত্তোলিত করিয়া শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ২২

যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ বিশেষ কার্য্যসকলে অভিজ্ঞ এই দুই বীর অবিচলভাবে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরস্পরের উপর গদার প্রচণ্ড প্রহার করত অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং উভয়েই ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় এক সঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন। সেই সময় উভয় পক্ষের সৈন্যরাই হাহাকার করিয়া উঠিলেন ॥ ২৩-২৪

ভীমসেন ও শল্য উভয়েরই মর্ম্মস্থানসমূহে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল; সেইজন্য উভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য্য মন্ত্ররাজ শল্যকে নিজের রথের উপর আরোহণ করাইয়া অতিক্রান্ত যুদ্ধভূমি হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ২৫ ॥

অপোবাহ কৃপঃ শল্যঃ তূর্ণমায়োধনাদথ
ক্ষীণবদ্ বিহ্বলত্বাৎ তু নিমেষাৎ পুনরুত্থিতঃ ॥ ১৬
ভীমসেনো গদাপাণিঃ সমাহ্বয়ত মন্যুমান্
ততস্তু ভাবকাঃ শূরা নানাশস্ত্রসমাবৃতাঃ ॥ ১৭
নানাবাদিত্রশব্দেন পাণ্ডুসেনামযোধয়ন্।
ধুন্বাবুচ্ছ্রিত্য শস্ত্রাণি শব্দেন মহতা ততঃ ॥ ১৮
অভ্যদ্রবন্ মহারাজ দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
তদনীকমভিপ্রেক্ষ্য ততস্তে পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥ ১৯
প্রযযুঃ সিংহনাদেন দুর্য্যোধনপুরোগমান্।
তেষামাপততাং তূর্ণং পুত্রস্তে ভরতর্ষভ ॥ ২০
প্রাসেন চেকিতানং বৈ বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্।
স পপাত রথোপস্থে তব পুত্রেণ তাড়িতঃ ॥ ২১
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নঃ প্রবিষ্ণ বিপুলং তমঃ।
চেকিতানং হতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ ॥ ২২

অন্যদিকে গদাধারী ভীমসেন ক্ষণকালের মধ্যেই পুনরায় সংজ্ঞালাভ করত উত্থিত হইলেন এবং বিহ্বলতাবশতঃ মদমত্ত পুরুষের ন্যায় মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ২০½

তখন আপনার সৈন্যরা নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধারণ করত বিবিধ রণবাদ্যের গম্ভীর ধ্বনির সহিত পাণ্ডব-সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১½

মদ্ররাজ! দুর্য্যোধনাদি কৌরব বীরগণ দুই হস্ত ও অস্ত্রসকল উত্তোলিত করিয়া প্রচণ্ড শব্দ ও সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮½

এই কৌরবদলকে ধাবিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে দুর্য্যোধনাদির দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতিক্রান্ত একটি প্রাস প্রহার করিয়া সেই আক্রমণকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের মধ্যে চেকিতানের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৩০½

আপনার পুত্র কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া চেকিতান প্রগাঢ় মূর্চ্ছা লাভ করত রথের আসনে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩১½

চেকিতানকে নিহত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব-মহারথীরা পৃথক্ পৃথক্ বাণসমূহ নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২½

অসক্তমভ্যবর্ষন্ত শরবর্ষাণি সর্ব্বশঃ।
তাবকানামনীকেষু পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ ॥ ৩৩
চরন্তু মহারাজ প্রেক্ষণীয়াঃ সমন্ততঃ
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ সৌবলশ্চ মহারথঃ ॥ ৩৪
অযোধয়ন্ ধর্ম্মরাজং মন্ত্ররাজপুরস্কৃতাঃ।
ভারদ্বাজস্তু হন্তারং ভূরিবীর্য্যপরাক্রমম্ ॥ ৩৫
দুর্য্যোধনো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ।
ত্রিসাহস্রাস্তথা রাজংস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ ॥ ৩৬
অযোধয়ন্ত বিজয়ং দ্রোণপুত্রপুরস্কৃতাঃ।
বিজয়ে ধৃতসঙ্কল্পাঃ সমরে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ৩৭
প্রাবিশংস্তাবকা রাজন্ হংসা ইব মহৎ সরঃ।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং পরস্পরবধৈষিণাম্ ॥ ৩৮
অন্যোন্যবধসংযুক্তমন্যোন্যপ্রীতিবর্দ্ধনম্।
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে রাজন্ বীরবরক্ষয়ে ॥ ৩৯

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণ আপনার সৈন্যদের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিলেন। সেই সময় তাঁহারা সকলেরই দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ৩৩½

তাহার পর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথী শকুনি মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪½

রাজাধিরাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত বল-পরাক্রম সম্পন্ন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত তিন হাজার যোদ্ধা অশ্বত্থামাকে অগ্রে করত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬½

রাজন্! যেরূপ হংসগণ বৃহৎ সরোবরে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্যরা সমরাঙ্গণে জয়লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত শত্রুদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৭½

তাহার পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনা করিয়া উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৩৮½

রাজন্! শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশকর এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর বায়ু প্রেরণায় কৃতলের ভয়ানক ধূলি উপরের দিকে উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯½

অনিলেনেরিতঃ ঘোরমুত্তস্থৌ পার্থিবং রজঃ ।
শ্রবণান্নামধেয়ানাং পাণ্ডবানাঞ্চ কীর্তনাৎ ॥ ৮০
পরস্পরং বিজানীমো যদযুধ্যন্নভীতবৎ ।
তদ্রজঃ পুরুষব্যাঘ্র শোণিতেন প্রশামিতম্ ॥ ৪১
দিশশ্চ বিমলা জাতাস্তস্মিংস্তমসি নাশিতে ।
তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোররূপে ভয়ানকে ॥ ৪২
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্‌মুখঃ ।
ব্রহ্মলোকপরা ভূত্বা প্রার্থয়ন্তো জয়ং যুধি ॥ ৪৩
সুযুদ্ধেন পরাক্রান্তা নরাঃ স্বর্গমভীপ্সবঃ ।
ভর্তৃপিণ্ডবিমোক্ষার্থং ভর্তৃকার্যবিনিশ্চিতাঃ ॥ ৪৪
স্বর্গসংসক্তমনসো যোধা যুযুধিরে তদা ।
নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ ॥ ৪৫
অন্যোন্যমভিগর্জন্তঃ প্রহরন্তঃ পরস্পরম্ ।
হত বিধ্যত গৃহ্ণীত প্রহরধ্বং নিকৃন্তত ॥ ৪৬

ইতি স্ম বাচঃ শ্রূয়ন্তে তব তেষাঞ্চ বৈ বলে
ততঃ শল্যো মহারাজ ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪৭
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈর্হন্তুকামো মহারথম্ ।
তস্য পার্থো মহারাজ নারাচান্ বৈ চতুর্দশ ॥ ৪৮
মর্মাণ্যুদ্দিশ্য মর্মজ্ঞো নিচখান হসন্নিব ।
আবার্য্য পাণ্ডবং বাণৈর্হন্তুকামো মহাবলঃ ॥ ৪৯
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধো বহুভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ।
অথ ভূয়ো মহারাজ শরেণানতপর্বণা ॥ ৫০
যুধিষ্ঠিরং সমাজঘ্নে সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ।
ধর্মরাজোঽপি সংক্রুদ্ধো মদ্ররাজং মহাযশাঃ ॥ ৫১
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ ।
চন্দ্রসেনঞ্চ সপ্তত্যা সূতঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৫২
ক্রমসেনং চতুঃষষ্ট্যা নিজঘান মহারথঃ ।
চক্রেরক্ষে হতে শল্যঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ৫৩

সেই সময় এই ধূলির অন্ধকারে সমস্ত যোদ্ধারা যেন নিস্তব্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। পাণ্ডব ও কৌরব-যোদ্ধাদের যাঁহারা নিজ নিজ নাম গ্রহণ করত পরিচয়দান করিতেছিলেন, তৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়াই আমরা পরস্পরকে বুঝিতে পারিলাম ॥ ৪০½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই সময় এত রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহাতে পূর্ণ হইয়া সমস্ত ধূলিই প্রশমিত হইল। এই ধূলিজনিত অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইলে পর দিক্‌সকল নির্মল হইল ॥ ৪১½

এই ভাবে সেই ঘোর ও ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সেই সময় আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্‌মুখ হইলেন না ॥ ৪২½

সকলেরই লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। সেই সমস্ত সৈন্যরাই যুদ্ধে জয়ী হইতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং উত্তম যুদ্ধের দ্বারা নিজ নিজ পরাক্রম দেখাতে দেখাইতে স্বর্গলোকলাভের অভিলাষ পোষণ করিতেছিলেন ॥ ৪৩½

সকল যোদ্ধাই প্রভুর দত্ত অন্নের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে দৃঢ়নিশ্চয় করত সেই সময় উৎসাহ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৪৪½

নানাপ্রকার অস্ত্রসকল প্রয়োগ করত পরস্পর প্রহারকারী মহারথী যোদ্ধারা পরস্পরকে লক্ষ্য করত গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫½

আপনার ও পাণ্ডবদের সৈন্যগণের মধ্যে 'বধ কর, বিদ্ধ কর, ধরিয়া ফেল, প্রহার কর এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও' এই কথাই শোনা যাইতেছিল ॥ ৪৬½

মহারাজ! তদনন্তর রাজা শল্য মহারথী ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭½

মহারাজ! মর্মজ্ঞ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির শল্যের মর্মস্থানসকল লক্ষ্য করত যেন হাস্য করিতে করিতে চৌদ্দটি নারাচ ক্ষেপণ করত তাঁহার মধ্যে প্রোথিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮½

মহাবল শল্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করত তাঁহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় সমরাঙ্গণে কঙ্কপত্রযুক্ত অনেক বাণসকলের দ্বারা তাঁহার উপর ক্রোধের সহিত প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯½

মহারাজ! তারপর তিনি সমস্ত সৈন্যদের সাক্ষাতে আনত-পর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে গুরুতর আহত করিয়াছিলেন ॥ ৫০½

তখন মহাধনুর্ধর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও অত্যন্ত কুপিত হইয়া কঙ্ক ও ময়ূরপুচ্ছভূষিত তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৫১½

ইহার পর মহারথী যুধিষ্ঠির সত্তরটি বাণে চন্দ্রসেনকে, নয়টি বাণে শল্যের সারথিকে এবং চৌষট্টিটি বাণে ক্রমসেনকে বিনাশ করিলেন ॥ ৫২½

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্তৃক স্বীয় দুইজন চক্ররক্ষক নিহত হইলে পর রাজা শল্য পঁচিশ জন চেদি-যোদ্ধাকে সংহার করিলেন ॥ ৫৩½

নিজঘান ততো রাজংশ্চেদীন বৈ পঞ্চবিংশতিম্ ।
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা ভীমসেনঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৫৪
মাদ্রীপুত্রৌ শতেনাজৌ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
এবং বিচরতস্তস্য সংগ্রামে রাজসত্তম ॥ ৫৫
সম্প্রৈষয়চ্ছিতান্ পার্থঃ শরানাশীবিষোপমান্ ।
ধ্বজাগ্রং চাস্য সমরে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৬
প্রমুখে বর্তমানস্য ভল্লেনাপাহরদ্ রথাৎ ।
পাণ্ডুপুত্রেণ বৈ তস্য কেতুঃ ছিন্নঃ মহাত্মনা ॥ ৫৭
নিপতন্তমপশ্যাম গিরিশৃঙ্গমিবাহতম্ ।
ধ্বজং নিপতিতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঞ্চ ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৮
সংক্রুদ্ধো মদ্ররাজোঽভূচ্ছরবর্ষং মুমোচ হ ।
শল্যঃ সায়কবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ৫৯

অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
সাত্যকিং ভীমসেনঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৬০
একৈকং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ।
ততো বাণময়ং জালং বিততং পাণ্ডবোরসি ॥ ৬১
অপশ্যাম মহারাজ মেঘজালমিবোদ্গতম্ ।
তস্য শল্যো রণে ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬২
দিশঃ সংছাদয়ামাস প্রদিশশ্চ মহারথঃ ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বাণজালেন পীড়িতঃ ।
বভূবাদ্ভুতবিক্রান্তো জম্ভো বৃত্রহণা যথা ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

তারপর সাত্যকিকে পাঁচশ, ভীমসেনকে পাঁচ এবং মাদ্রীর দুই পুত্র নকুল-সহদেবকে তীক্ষ্ণধার একশত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৪½

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ সংগ্রামে বিচরণকারী রাজা শল্যকে লক্ষ্য করত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বিষধর সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫½

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গণে সম্মুখে অবস্থিত শল্যের ধ্বজের অগ্রভাগ একটি ভল্লের দ্বারা ছেদন করত রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৫৬½

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কর্তৃক ছিন্নহইয়া পতনরত সেই ধ্বজকে আমরা বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতনোদ্যত পর্বত-শিখরের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭½

ধ্বজ ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং সম্মুখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অবস্থিত আছেন, ইহা দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮½

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শল্য বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় ক্ষত্রিয়দের উপর বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥ ৫৯½

সাত্যকি, ভীমসেন এবং মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুপুত্র নকুল-সহদেব ইহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই পাঁচটি পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করত শল্য যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬০½

মহারাজ! তদনন্তর আমরা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের বক্ষে বাণময় জাল বিস্তৃত আছে দেখিলাম। ইহাতে মনে হইল— আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ৬১½

রণাঙ্গনে কুপিত মহারথী শল্য আনতপর্বযুক্ত বাণসকলের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ (কোণ)-কে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৬২½

সেই সময় অদ্ভুত পরাক্রমশালী রাজা যুধিষ্ঠির সেই বাণসমূহে সেইভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে সন্তপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ৬৩

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[মদ্ররাজ-শল্যস্য ভূতপরাক্রমবর্ণনম।]

সঞ্জয় উবাচ

পীড়িতে ধর্মরাজে তু মদ্ররাজেন মারিষ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ১
পরিবার্য্য রথৈঃ শল্যং পীড়য়ামাসুরাহবে
তমেকং বহুভির্দৃষ্ট্বা পীড্যমানং মহারথৈঃ ॥ ২
সাধুবাদো মহান্ জজ্ঞে সিদ্ধাশ্চাসন্ প্রহর্ষিতাঃ।
আশ্চর্য্যমিত্যভাবন্ত মুনয়শ্চাপি সঙ্ঘশঃ ॥ ৩
ভীমসেনো রণে শল্যং শল্যভূতং পরাক্রমে।
একেন বিদ্ধ্বা বাণেন পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৪
সাত্যকিশ্চ শতেনৈনং ধর্মপুত্রপরীপ্সয়া
মদ্রেশ্বরমবাকীর্য্য সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৫
নকুলঃ পঞ্চভিশ্চৈনং সহদেবশ্চ পঞ্চভিঃ।
বিদ্ধ্বা তং তু পুনর্ব্বীরং ততো বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥
স তু শূরো রণে ষষ্ঠঃ পীড়িতস্তৈর্মহারথৈঃ
বিকৃষ্য কার্ম্মুকং ঘোরং বেগবদ্ভারসাধনম্ ॥ ৭
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা শল্যো বিব্যাধ মার্গবৈ।
ভীমসেনং তু সপ্তত্যা নকুলং সপ্তভিস্তথা ॥ ৮
ততঃ সবিশিখং চাপং সহদেবস্য ধন্বিনঃ
ছিত্ত্বা ভল্লেন সমরে বিব্যাধৈনং ত্রিসপ্তভিঃ ॥ ৯
সহদেবস্তু সমরে মাতুলং ভূরিবর্চসম
সজ্যমন্যদ্ ধনুঃ কৃত্বা পঞ্চভিঃ সমতাড়য়ৎ ॥ ১০
শরৈরাশীবিষাকারৈর্জ্বলজ্জ্বলনসন্নিভৈঃ
সারথিং চাস্য সমরে শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ১১
বিব্যাধ ভৃশসংক্রুদ্ধস্তং বৈ ভূয়স্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ভীমসেনস্তু সপ্তত্যা সাত্যকির্নবভিঃ শরৈঃ ॥১২
ধর্মরাজস্তথা ষষ্ট্যা গাত্রে শল্যং সমার্পয়ৎ।
ততঃ শল্যো মহারাজ নিবিদ্ধস্তৈর্মহারথৈঃ ॥ ১৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[মদ্ররাজ শল্যের অদ্ভুত পরাক্রম-বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য্য! যখন মদ্ররাজ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতেছিলেন, সেই সময় সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব যুদ্ধস্থলে শল্যকে রথসকলের দ্বারা পরিবৃত করত পীড়াদান করিতে লাগিলেন। ১½

একাকী শল্যকে বহু মহারথী বীরগণের দ্বারা পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার চারিদিক্ হইতে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ হইতে লাগিল। সেখানে একত্রে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণও হৃষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ২-৩

ভীমসেন রণাঙ্গনে নিজের পরাক্রমের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ শল্যকে প্রথমে একটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৪

সাত্যকিও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য মদ্ররাজ শল্যকে একশত বাণে আচ্ছাদিত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। ৫

নকুল ও সহদেব পাঁচটি পাঁচটি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি বাণে তাঁহাকে অতিরিক্ত বিদ্ধ করিলেন। ৬

মাননীয় মহীপাল! সমরাঙ্গণে বীরবর শল্য সেই মহারথী বীরগণের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলেও জয়লাভের জন্য যত্ন-পরায়ণ, তার সহ্য করিতে সমর্থ এবং শত্রুবেগনাশকারী একটি ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ করত সাত্যকিকে পঁচিশ, ভীমসেনকে সত্তর ও নকুলকে সাতটি বাণ প্রহার করিলেন। ৭-৮

তাহার পর সমরাঙ্গণে একটি ভল্লের দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের বাণসহ ধনু ছেদন করত শল্য তাঁহাকে একুশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৯

তখন সহদেব সংগ্রামে অন্য একটি ধনুতে গুণ আরোপণ করত নিজের অত্যন্ত তেজস্বী মাতুল শল্যকে বিষধর সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য পাঁচটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন। ১০½

তাহার পর অত্যন্ত কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেবকেও পুনরায় তিনটি বাণে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ১১½

তদনন্তর ভীমসেন সত্তর, সাত্যকি নয় এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ষাটটি বাণে শল্যের দেহে বিদ্ধ করিলেন। ১২½

মহারাজ! সেই মহারথী বীরগণকর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলে রাজা শল্য নিজ দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে

সুস্রাব রুধিরং গাত্রৈর্গৈরিকং পর্ব্বতো যথা।
তাংশ্চ সর্ব্বান্ মহেষ্বাসান্ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ১৪
বিব্যাধ তরসা রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন ধর্ম্মপুত্রস্য মারিষ ॥ ১৫
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে সজ্যং স সুমহারথঃ;
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৬
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথং শল্যং প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ
স চ্ছাদ্যমানঃ সমরে ধর্ম্মপুত্রস্য সায়কৈঃ ॥ ১৭
যুধিষ্ঠিরমথাবিধ্যদ্ দশভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সাত্যকিস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধর্ম্মপুত্রে শরার্দ্দিতে ॥ ১৮
মদ্রাণামধিপং শূরং শরৈর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
স সাত্যকেঃ প্রচিচ্ছেদ ক্ষুরপ্রেণ মহদ্ ধনুঃ ॥ ১৯
ভীমসেনমুখাংস্ত্রাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরতাড়য়ৎ।
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২০

তোমরং প্রেষয়ামাস স্বর্ণদণ্ডং মহাধনম্।
ভীমসেনোঽথ নারাচং জ্বলন্তমিব পন্নগম্ ॥ ২১
নকুলঃ সমরে শক্তিং সহদেবো গদাং শুভাম্।
ধর্ম্মরাজঃ শতঘ্নীঞ্চ জিঘাংসুঃ শল্যমাহবে ॥ ২২
তানাপতত এবাস্ত পঞ্চানাং বৈ ভুজচ্যুতান্।
বারয়ামাস সমরে শস্ত্রসঙ্ঘৈঃ স মদ্ররাট্ ॥ ২৩
সাত্যকিপ্রহিতং শল্যো ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ তোমরম্।
প্রহিতং ভীমসেনেন শরং কনকভূষণম্ ॥ ২৪
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে কৃতহস্তঃ প্রতাপবান্।
নকুলপ্রেষিতাং শক্তিং হেমদণ্ডাং ভয়াবহাম্ ॥ ২৫
গদাঞ্চ সহদেবেন শরৌঘৈঃ সমবারয়ৎ।
শরাভ্যাঞ্চ শতঘ্নীং তাং রাজশ্চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৬
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং সিংহনাদং ননাদ চ।
নামৃষ্যন্ত তত্র শৈনেয়ঃ শত্রোর্বিজয়মাহবে ॥ ২৭

লাগিলেন। উহাতে মনে হইতেছিল কোন পর্ব্বত গৈরিক মিশ্রিত জল নিঃসারণ করিতেছে ॥ ১৩½

রাজন্! এই সময় তিনি সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে পাঁচটি পাঁচটি বাণে সবেগে বিদ্ধ করিলেন। তখন উহা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ১৪½

মান্যবর! তদনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ মহারথী শল্য সমরাঙ্গণে একটি অস্ত্র দ্বারা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের গুণ সহ ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১৫½

তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপর ধনু গ্রহণ করত অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ সহ শল্যকে নিজ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬½

সমরাঙ্গণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাণসকলে আচ্ছাদিত হইয়াও শল্য যুধিষ্ঠিরকে দশটি তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭½

যখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শল্যের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন ক্রুদ্ধ সাত্যকি বীরবর মদ্ররাজ শল্যকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮½

ইহা দেখিয়া শল্য একটি ক্ষুরপ্র-বাণে সাত্যকির বিশাল ধনু ছেদন করিলেন এবং ভীমসেনাদিকেও তিনটি তিনটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ১৯½

মহারাজ! তখন সত্যপরাক্রমী সাত্যকি কুপিত হইয়া শল্যের উপর স্বর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি বহুমূল্য তোমর প্রহার করিলেন ॥ ২০½

ভীমসেন একটি প্রজ্বলিত সর্পসদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন, নকুল রণাঙ্গনে শল্যের উপর শক্তি ক্ষেপণ করিলেন, সহদেব একটি সুন্দর গদাক্ষেপণ করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে শল্যকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার উপর শতঘ্নী প্রহার করিলেন ॥ ২১-২২

কিন্তু মদ্ররাজ শল্য সমরাঙ্গণে নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা সেই পঞ্চ বীরের বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে সত্বর নিবারণ করিলেন ॥ ২৩

সিদ্ধহস্ত ও প্রতাপশালী বীর শল্য নিজ ভল্লসকলের দ্বারা সাত্যকিকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন এবং ভীমসেনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত বাণকে দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন ॥ ২৪½

এইরূপ তিনি নকুলকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণদণ্ডবিভূষিত ভয়ঙ্কর শক্তিকে এবং সহদেব নিক্ষিপ্ত গদাকেও বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন ॥ ২৫½

ভারত! পুনরায় শল্য দুইটি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই শতঘ্নীকেও অন্য পাণ্ডুপুত্রগণের সাক্ষাতেই ছেদন করিলেন এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬½

যুদ্ধে শত্রু শল্যের এই জয়লাভকে শিনিপৌত্র সাত্যকি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অপর ধনু গ্রহণ করত ক্রোধে

অথান্যদ্ ধনুরাদায় সাত্যকিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ত্রাভ্যাং মদ্রেশ্বরং বিদ্ধ্বা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ। ২৮
ততঃ শল্যো রণে রাজন্ সর্বাংস্তান্ দশভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ ভূশসংক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপান্। ২৯
তে বার্য্যমাণাঃ সমরে মদ্ররাজ্ঞা মহারথাঃ।
ন শেকুঃ সম্মুখে স্থাতুং তস্য শক্রনিষূদনাঃ। ৩০
ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা শল্যস্য বিক্রমম্।
নিহতান্ পাণ্ডবান্ মেনে পাঞ্চালানথ সৃঞ্জয়ান্। ৩১
ততো রাজন্ মহাবাহুর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
সন্ত্যজ্য মনসা প্রাণান্ মদ্ররাজমযোধয়ৎ। ৩২
নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পরিবার্য্য তদা শল্যং সমন্তাদ্ ব্যকিরন্ শরৈঃ। ৩৩
স চতুর্ভির্মহেষ্বাসৈঃ পাণ্ডবানাং মহারথৈঃ
বৃতস্তান্ যোধয়ামাস মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্। ৩৪

তস্য ধর্মসুতো রাজন্ ক্ষুরপ্রেণ মহাহবে।
চক্ররক্ষং জঘানাশু মদ্ররাজস্য পার্থিব। ৩৫
তস্মিংস্তু নিহতে শূরে চক্ররক্ষে মহারথে
মদ্ররাজোঽপি বলবান্ সৈনিকানাবৃণোচ্ছরৈঃ। ৩৬
সমাবৃতাংস্ততস্তাংস্তু রাজন্ বীক্ষ্য স্বসৈনিকান্।
চিন্তয়ামাস সমরে ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ৩৭
কথং নু সমরে শক্যং তন্মাধববচো মহৎ।
ন হি ক্রুদ্ধো রণে রাজা ক্ষপয়েত্ত বলং মম। ৩৮
(অহং মদ্ভ্রাতরশ্চৈব সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব ন শক্তাঃ স্ম হি মদ্রপম্।
নিহনিষ্যতি চৈবাস্ত মাতুলোঽস্মান্ মহাবলঃ
গোবিন্দবচনং সত্যং কথং ভবতি কিং বিদম।)
ততঃ সরথ-নাগাশ্বঃ পাণ্ডবঃ পাণ্ডুপূর্বজ।
মদ্ররাজং সমাসেদুঃ পীড়য়ন্তঃ সমন্ততঃ। ৩৯

মূর্চ্ছিত হইয়া দুইটি বাণে মদ্ররাজ শল্যকে এবং তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ২৭-২৮

রাজন্! তখন রাজা শল্য রণাঙ্গনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং যেরূপ মাহুত অঙ্কুশসকলের দ্বারা মহাগজগণকে আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি এই সব যোদ্ধাগণকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ২৯

সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যের দ্বারা এইরূপে নিবারিত হইতে থাকিয়া শত্রুসূদন পাণ্ডব-মহারথীরা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ৩০

সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের সেই পরাক্রম দর্শন করত এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, অতঃপর পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল-যোদ্ধারা অবশ্যই নিহত হইবে। ৩১

রাজন্! তদনন্তর প্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন মন হইতে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত মদ্ররাজ শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩২

নকুল, সহদেব এবং মহারথী সাত্যকিও সেই সময় শল্যকে পরিবৃত করত তাঁহার উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৩৩

এই চারিজন মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-পক্ষের মহারথিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য ইঁহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৪

রাজন্! সেই মহাসমরে শঙ্খপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির একটি ক্ষুরপ্র বাণে মদ্ররাজ শল্যের চক্ররক্ষককে শীঘ্রই বিনাশ করিলেন। ৩৫

নিজের মহারথী বীর চক্ররক্ষক নিহত হইলে পর বলবান্ মদ্ররাজ শল্যও বাণসকলের দ্বারা শত্রুপক্ষের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৩৬

রাজন্! সমরাঙ্গণে নিজের সমস্ত সৈন্যদিগকে বাণসমূহে আবৃত হইতে দেখিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩৭

এই যুদ্ধস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কথিত মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য কিরূপে সফল হইল? কখনও এরূপ যেন না হয় যে, রণাঙ্গনে কুপিত মদ্ররাজ শল্য আমার সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। ৩৮

(আমি আমার ভ্রাতৃগণ, মহারথী সাত্যকি এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়াও মদ্ররাজ শল্যকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনে হইতেছে—এই মহাবল মাতুল আজ আমাদের সকলকেই সংহার করিবেন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য (শল্য আমার হস্তে নিহত হইবেন) কিরূপ সত্য হইবে?)

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! তদনন্তর রথ, হস্তী ও অশ্বগণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবযোদ্ধারা মদ্ররাজ শল্যকে সর্বদিক্ দিয়া পীড়িত করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৯

নানাশস্ত্রৌঘবহুলাং শস্ত্রবৃষ্টিং সমুদ্যতাম্
ব্যধমৎ সমরে রাজা মহাভ্রাণীব মারুতঃ ॥ ৪০
ততঃ কনকপুঙ্খাং তাং শল্যক্ষিপ্তাং বিয়দ্গতাম্
শরবৃষ্টিমপশ্যাম শলভানামিবায়তিম্ ॥ ৭
তে শরা মদ্ররাজেন প্রেষিতা রণমূর্ধনি।
সম্পতন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে শলভানাং ব্রজা ইব ॥ ২
মদ্ররাজধনুর্মুক্তৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
নিরন্তরমিবাকাশং সম্বভূব জনাধিপ ॥ ৯০
ন পাণ্ডবানাং নাস্মাকং তত্র কিঞ্চিদ ব্যদৃশ্যত।
বাণান্ধকারে মহতি কৃতে তত্র মহাহবে ॥ ৯১
মদ্ররাজেন বলিনা লাঘবাচ্ছরবৃষ্টিভিঃ।
চাল্যমানং তু তৎ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং বলার্ণবম্ ॥ ৯৫
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
স তু তান্ সর্বতো যত্তান্ শরৈঃ সংছাদ্য মারিষ ॥ ৯৬
ধর্মরাজমবচ্ছাদ্য সিংহবদ্ ব্যনদন্মুহুঃ।
তে চ্ছন্নাঃ সমরে তেন পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ৯৭
নাশকন্ বারয়িতুং যুদ্ধে প্রত্যুদ্যাতুং মহারথম্।
ধর্মরাজ পুরোগাস্তু ভীমসেনমুখা রথাঃ ॥
ন জহুঃ সমরে শূরং শল্যমাহবশোভিনম্ ॥ ৯৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শল্যযুদ্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

যেরূপ বায়ু বিশাল মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ সমরাঙ্গণে রাজা শল্য বহু প্রকার অস্ত্রসকলে পরিপূর্ণ সেই সমুদ্যত অস্ত্রবর্ষণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৪০

তাহার পর শল্যকর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপঙ্খযুক্ত বাণসকলের বর্ষণ আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় আচ্ছাদিত হইয়া যাইল, যাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম ॥ ৫১

যুদ্ধের সম্মুখভাগে মদ্ররাজ শল্যকর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই বাণসকল পতঙ্গদলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫২

হে নরাধিপ! মদ্ররাজ শল্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণভূষিত বাণসমূহে আকাশ যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৫৩

এই মহাযুদ্ধে বাণসমূহের দ্বারা ঘন-অন্ধকার উৎপন্ন হইল, ইহাতে সেখানে আমাদের ও পাণ্ডবগণের কোন বস্তুই দেখা যাইতেছিল না ॥ ৫৪

বলবান্ মদ্ররাজ শল্য কর্তৃক নৈপুণ্যের সহিত সেই বাণবর্ষণে পাণ্ডবদের সৈন্যসমুদায়কে বিচলিত হইতে দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবগণ অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন ॥ ৫৫½

জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ সমস্ত যোদ্ধাদিগকে সকলকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করত শল্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও আবৃত করিয়া বারংবার সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬½

সমরাঙ্গণে তাঁহার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পাণ্ডবপক্ষের মহারথী যোদ্ধারা সেই যুদ্ধে মহারথী শল্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না ॥ ৫৭½

তথাপি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত ভীমসেনাদি রথী যোদ্ধাগণ সংগ্রামে শোভাপ্রাপ্ত বীরবর শল্যকে সেখানে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না ॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে শল্যের যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন সহাশ্বত্থাম্নো যুদ্ধম্, পাঞ্চাল-বীর-সুরথস্য বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অর্জুনো দ্রৌণিনা বিদ্ধো যুদ্ধে বহুভিরায়সৈঃ।
তস্য চানুচরৈঃ শূরৈস্ত্রিগর্তানাং মহারথৈঃ॥ ১

দ্রৌণিং বিব্যাধ সমরে ত্রিভিরেব শিলীমুখৈঃ।
তথেতরান্ মহেষ্বাসান্ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ধনঞ্জয়ঃ॥ ২

ভূয়শ্চৈব মহারাজ শরবর্ষৈরবাকিরৎ।
শরকণ্টকিতাস্তে তু ভাবকা ভরতর্ষভ॥ ৩

ন জহুঃ পার্থমাসাদ্য তাড্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
অর্জুনং রথবংশেন দ্রোণপুত্রে পুরোগমাঃ॥ ৪

অযোধয়ন্ত সমরে পরিবার্য্য মহারথাঃ।
তৈস্তু ক্ষিপ্তাঃ শরা রাজন্ কার্ত্তস্বরবিভূষিতাঃ॥ ৫

অর্জুনস্য রথোপস্থং পূরয়ামাসুরঞ্জসা।
তথা কৃষ্ণৌ মহেষ্বাসৌ বৃষভৌ সর্ব্বধন্বিনাম্॥ ৬

শরৈরাচ্ছাদ্য বিপ্রেন্দ্রৌ প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
কূবরং রথচক্রাণি ঈষা যোক্ত্রাণি বা বিভো॥ ৭

যুগং চৈবানুকর্ষঞ্চ শরভূতমভূত্তদা।
নৈতাদৃশং দৃষ্টপূর্বং রাজন্ নৈব চ নঃ শ্রুতম্॥ ৮

যাদৃশং তত্র পার্থস্য ভাবকাঃ সম্প্রচক্রিরে।
স রথঃ সর্বতো ভাতি চিত্রপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৯

উল্কাশতৈঃ সম্প্রদীপ্তঃ বিমানমিব ভূতলে।
ততোঽর্জুনো মহারাজ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ১০

অবাকিরত্তাং পৃতনা মেঘো বৃষ্ট্যেব পর্বতম্।
তে বধ্যমানাঃ সমরে পার্থনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ॥ ১১

পার্থভূতমমন্যন্ত প্রেক্ষমাণাস্তথাবিধম্।
কোপোদ্ধূতশরজ্বালো ধনুঃশব্দানিলো মহান্॥ ১২

সৈন্যেন্ধনং দদাহাশু ভাবকং পার্থ পাবকঃ।
চক্রাণাং পততাং চাপি যুগানাঞ্চ ধরাতলে॥ ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[অর্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং পাঞ্চাল-বীর সুরথের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অপর দিকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং তাঁহার অনুগামী ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরবর মহারথী যোদ্ধারা অর্জুনকে লৌহনির্ম্মিত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।১

তখন অর্জুন রণাঙ্গনে তিনটি বাণে অশ্বত্থামাকে এবং দুইটি দুইটি বাণে অন্য সব মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। ২

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর অর্জুন পুনরায় ইঁহাদের সকলকে স্বীয় বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সেই সব বাণে কণ্টকযুক্ত হইয়াও আপনার যোদ্ধারা অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না। ৩

সমরাঙ্গণে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রে করত কৌরব-মহারথী যোদ্ধারা অর্জুনকে রথসকলের দ্বারা পরিবৃত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪

রাজন্! ইঁহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত বাণসকল অর্জুনের রথের আসন অনায়াসেই পূর্ণ করিয়া ফেলিল।৫

সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে ব্যথিত হইতে দেখিয়া রণদুর্ম্মদ কৌরব-যোদ্ধারা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ৬

প্রভো! অর্জুনের রথের চক্রসকল, কূবর, ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র (যোৎ), যুগ ও অনুকর্ষ—এই সমস্তই সেই সময় বাণময় হইয়া যাইল। ৭

রাজন্! সেখানে আপনার যোদ্ধারা অর্জুনের যেরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, উহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই এবং শুনাও যায় না। ৮

বিচিত্র পঙ্খযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া অর্জুনের রথ ভূতলে শত শত উল্কায় (মশালে) প্রকাশিত বিমানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৯

মহারাজ! তদনন্তর অর্জুন আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা আপনার সেই সৈন্যদিগকে সেইভাবে আবৃত করিয়া দিলেন, যেরূপ বারিবর্ষণে মেঘ পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে।১০

সমরাঙ্গণে অর্জুনের নামাঙ্কিত বাণসকলের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কৌরব-সৈন্যরা তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতে দেখিতে সব কিছুই অর্জুনময় বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।১১

অর্জুনরূপী প্রচণ্ড অগ্নি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বাণময়ী শিখা-সকল বিস্তার করিতে করিতে ধনুর টঙ্কাররূপ বায়ুতে প্রেরিত হইয়া আপনার সৈন্যরূপী ইন্ধন (কাষ্ঠ)-কে অতিক্রুদ্ধ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২

ভারত! মহাভাগ! অর্জুনের রথের মার্গে ধরাতলে পতিত রথচক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, রথ, ঈষা, অনুকর্ষ,

তূণীরাণাং পতাকানাং ধ্বজানাঞ্চ রথৈঃ সহ।
ঈষাণামক্ষকর্ষাণাং ত্রিবেণূনাঞ্চ ভারত ॥ ১৪
অক্ষাণামথ যোক্ত্রাণাং প্রতোদানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
শিরসাং পততাং চাপি কুণ্ডলোষ্ণীষধারিণাম ॥ ১৫
ভুজানাঞ্চ মহাভাগ স্কন্ধানাঞ্চ সমন্ততঃ।
ছত্রাণাং ব্যজনৈঃ সার্দ্ধং মুকুটানাঞ্চ রাশয়ঃ ॥ ১৬
সমদৃশ্যন্ত পার্থস্য রথমার্গেষু ভারত।
ততঃ ক্রুদ্ধস্য পার্থস্য রথমার্গে বিশাম্পতে ॥ ১৭
অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দ্দমা।
ভীরূণাং ত্রাসজননী শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১৮
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্যাক্রীড়নং যথা।
হত্বা তু সমরে পার্থঃ সহস্রে দ্বে পরন্তপঃ ॥ ১৯
রথানাং সবরূথানাং বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
যথা হি ভগবানগ্নির্জগদ্ দগ্ধ্বা চরাচরম্ ॥ ২০
বিধূমো দৃশ্যতে রাজংস্তথা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
দ্রৌণিস্তু সমরে দৃষ্ট্বা পাণ্ডবস্য পরাক্রমম্ ॥ ২১
রথেনাতিপতাকেন পাণ্ডবং প্রত্যবারয়ৎ।
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ তাবুভৌ ধন্বিনাং বরৌ ॥ ২২
সমীয়তুস্তদান্যোন্যং পরস্পরবধৈষিণৌ।
তয়োরাসীন্মহারাজ বাণবর্ষং সুদারুণম্ ॥ ২৩
জীমূতয়োর্যথা বৃষ্টিস্তপান্তে ভরতর্ষভ।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধিনৌ তৌ তু শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২৪
ততশ্চতুস্তদান্যোন্যং শৃঙ্গাভ্যাং বৃষভাবিব।
তয়োর্যুদ্ধং মহারাজ চিরং সমমিবাভবৎ ॥ ২৫
শস্ত্রাণাং সঙ্গমশ্চৈব ঘোরস্তত্রাভবৎ পুনঃ।
ততোঽর্জুনং দ্বাদশভী রুক্মপুঙ্খৈঃ সুতেজনৈঃ ॥ ২৬
বাসুদেবঞ্চ দশভিদ্রৌণিবিব্যাধ ভারত।
ততঃ প্রহর্ষাদ্ বীভৎসুর্ব্যাক্ষিপদ্ গাণ্ডিবং ধনুঃ ॥ ২৭
মানয়িত্বা মুহূর্তং তু গুরুপুত্রং মহাহবে
ব্যশ্ব-সূত-রথং চক্রে সব্যসাচী পরন্তপঃ ॥ ২৮

ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ (চাবুক), কুণ্ডল ও উষ্ণীষ (পাগড়ী)-ধারী মস্তক, বাহু, স্কন্ধ, ছত্র, ব্যজন এবং মুকুট-সকলের বহু রাশি দেখা যাইল ॥ ১৩-১৬½

প্রভানাথ! কুপিত অর্জুনের রথের মার্গের ভূমিতে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হওয়ায় সেখানে যাতায়াত করাও অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ১৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই রণাঙ্গন রুদ্রদেবের ক্রীড়াস্থল (শ্মশান)-সদৃশ কাপুরুষগণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল এবং বীরবর যোদ্ধাদের মনে হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ১৮½

শত্রুতাপন পার্থ সমরাঙ্গণে আবরণসহ দুই সহস্র রথকে সংহার করত ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ১৯½

রাজন্! যেরূপ চরাচর জগৎকে দগ্ধ করত ভগবান্ অগ্নিদেব ধূমহীন অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ কুন্তীনন্দন অর্জুনও দেদীপ্যমান হইতেছিলেন ॥ ২০½

সংগ্রামে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের এই পরাক্রম দর্শন করত দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা অত্যন্ত উচ্চ পতাকাযুক্ত রথের দ্বারা আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ২১½

ইঁহারা উভয়েই মনুষ্যগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন এবং উভয়েই ধনুর্দ্ধর বীরবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই সময় পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ২২½

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বর্ষাকালে দুইটি খণ্ড মেঘ জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেখানে এই দুই জনের বাণসমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ২৩½

যেরূপ দুইটি বৃষ পরস্পরকে শৃঙ্গের দ্বারা আঘাত করিতে থাকে, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপ্রদর্শনকারী এই দুই বীর অর্জুন ও অশ্বত্থামা নানাপ্রকারযুক্ত বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪½

মহারাজ! দীর্ঘকাল ধরিয়া ইঁহাদের যুদ্ধ যেন সমানভাবেই চলিতে ছিল। পুনরায় সেখানে ইঁহাদের মধ্যে অস্ত্রসকলের ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল ॥ ২৫½

ভরতনন্দন! তখন অশ্বত্থামা অত্যন্ত তেজস্বী সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত বারটি বাণে অর্জুনকে এবং দশটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬½

তদনন্তর সেই মহাসমরে মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া গুরুপুত্রের সমাদর করিতে করিতে অর্জুন অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত কেবল গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭½

ইহার পর শত্রুতাপন সব্যসাচী অর্জুন অশ্বত্থামাকে অশ্বগণ, সারথি ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন। অনন্তর মৃদুতার সহিত বাণক্ষেপণ করত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

মুহুর্মুহুঃ ততশ্চৈনং পুনঃ পুনরতাড়য়ৎ
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ দ্রোণপুত্রস্তমময়ম্ ॥ ২৯
মুসলং পাণ্ডুপুত্রায় চিক্ষেপ পরিঘোপমম্।
তমাপতন্তং সহসা হেমপট্টবিভূষিতম্ ॥ ৩০
চিচ্ছেদ সপ্তধা বীরঃ পার্থঃ শক্রনিবর্হণঃ।
স ছিন্নং মুসলং দৃষ্ট্বা দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ। ৩১
আদদে পরিঘং ঘোরং নগেন্দ্রশিখরোপমম্।
চিক্ষেপ চৈব পার্থায় দ্রৌণির্যুদ্ধবিশারদঃ। ৩২
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং পরিঘং প্রেক্ষ্য পাণ্ডবঃ
অর্জুনস্ত্বরিতো জঘ্নে পঞ্চভিঃ সায়কোত্তমৈঃ। ৩৩
স ছিন্নঃ পতিতো ভূমৌ পার্থবাণৈর্মহাহবে।
দারয়ন্ পৃথিবীন্দ্রাণাং মনাংসীব চ ভারত। ৩৪
ততোঽপরৈস্ত্রিভির্ভল্লৈর্দ্রৌণিং বিব্যাধ পাণ্ডবঃ।
সোঽভিবিদ্ধো বলবতা পার্থেন সুমহাত্মনা। ৩৫
নাকম্পত তদা দ্রৌণিঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ।

এই সময় অশ্বহীন রথের উপবেশন করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের উপর লৌহনির্মিত পরিঘসদৃশ এক মুসল নিক্ষেপ করিলেন। ২৯½

শত্রুহন্তা বীর অর্জুন সহসা নিজের দিকে সেই সুবর্ণপত্রভূষিত মুসলকে আসিতে দেখিয়া উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন। ৩০½

নিজের মুসল ছিন্ন হইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি পর্ব্বতশিখরসদৃশ একটি ভয়ঙ্কর পরিঘগ্রহণ করিলেন। ৩১½

যুদ্ধবিশারদ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা এই পরিঘটিকে অর্জুনের দিকে ক্ষেপণ করিলেন। ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় সেই পরিঘকে অবলোকন করত পাণ্ডুপুত্র অর্জুন অতিক্রুত পাঁচটি উত্তম বাণের দ্বারা উহাকে ছেদন করিলেন। ৩২-৩৩

ভারত! সেই মহাসমরে পার্থের বাণসমূহে ছিন্ন সেই পরিঘ রাজগণের হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ৩৪

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অপর তিনটি ভল্লের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাত্মা বলবান্ বীর অর্জুনকর্ত্তৃক অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াও অশ্বত্থামা বীর পুরুষার্থ আশ্রয় করত কম্পিত হইলেন না। ৩৫½

সুরথঞ্চ ততো রাজন্ ভারদ্বাজো মহারথম্। ৩৬
অবাকিরচ্ছরব্রাতৈঃ সর্বতস্তস্য পশ্যতঃ।
ততস্তু সুরথোঽপ্যাজৌ পাঞ্চালানাং মহারথঃ। ৩৭
রথেন মেঘঘোষেণ দ্রৌণিমেবাভ্যধাবত।
বিকর্ষন্ বৈ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং সর্বভারসহং দৃঢ়ম্। ৩৮
জ্বলনাশীবিষনিভৈঃ শরৈস্তেনমবাকিরৎ।
সুরথং তং ততঃ ক্রুদ্ধমাপতন্তং মহারথম্। ৩৯
চুকোপ সমরে দ্রৌণির্দণ্ডাহত ইবোরগঃ।
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সৃক্কিণী পরিসংলিহন্। ৪০
উদ্বীক্ষ্য সুরথং রোষাদ্ ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ।
মুমোচ তীক্ষ্ণং নারাচং যমদণ্ডোপমদ্যুতিম্। ৪১
স তস্য হৃদয়ং ভিত্ত্বা প্রবিবেশাতিবেগিতঃ।
শক্রাশনিরিবোৎসৃষ্টো বিদার্য্য ধরণীতলম্। ৪২
ততঃ স পতিতো ভূমৌ নারাচেন সমাহতঃ।
বজ্রেণ চ যথা শৃঙ্গং পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ। ৪৩

রাজন্! ভারদ্বাজ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতেই মহারথী সুরথকে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৩৬½

তখন যুদ্ধস্থলে পাঞ্চাল-মহারথী সুরথও মেঘতুল্য গম্ভীর শব্দকারী রথের দ্বারা অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন। ৩৭½

সর্ব্বপ্রকার ভারবহন করিতে সমর্থ, সুদৃঢ় ও উত্তম ধনু আকর্ষণ করত সুরথ অগ্নি এবং বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করত অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৩৮½

মহারথী সুরথকে ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন। ৩৯½

তিনি তিনভাগে ভ্রুকুটি করিয়া নিজের ওষ্ঠপ্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে (চাটিতে) লাগিলেন এবং রোষভরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত ধনুর গুণ পরিষ্কার করিয়া তিনি যমদণ্ড-সদৃশ তেজস্বী একটি তীক্ষ্ণ নারাচ প্রহার করিলেন। ৪০-৪১

যেরূপ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত বেগশালী বজ্র পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই নারাচ সবেগে সুরথের বক্ষঃস্থল ভেদ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ৪২

তাহার পর নারাচে গুরুতর আহত হইয়া সুরথ বজ্রে বিদীর্ণ পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ৪৩

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
আরুরোহ রথং তূর্ণং তমেব রথিনাং বরঃ ॥ ৪৪
ততঃ সঙ্ঘো মহারাজ দ্রৌণিরাহবদুর্মদঃ।
অর্জুনং যোধয়ামাস সংশপ্তকবৃতো রণে ॥ ৪৫
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীদর্জুনস্য পরৈঃ সহ
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৬
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম দৃষ্ট্বা তেষাং পরাক্রমম্।
যদেকো যুগপদ্ বীরান্ সমযোধয়দর্জুনঃ ॥ ৪৭
বিমর্দঃ সুমহানাসীদেকস্য বহুভিঃ সহ।
শতক্রতুর্যথা পূর্বং মহত্যা দৈত্যসেনয়া ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

এই বীর সুরথ নিহত হইলে পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অভিক্রুত সেই রথেই আরোহণ করিলেন ॥ ৪৪

মহারাজ! তাহার পর যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া রণাঙ্গনে সংশপ্তকগণে পরিবৃত হইয়া রণদুর্মদ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৫

সেখানে সূর্য্যদেব মধ্যদিবসে উপস্থিত হইলে পর শত্রুগণের সহিত অর্জুনের মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কেবল যমরাজেরই রাজ্যবৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৪৬

সেই সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম দেখিয়া আমরা আরও এক আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম যে, একাকী অর্জুন একই সময়ে এই সকল বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

যেরূপ পুরাকালে বিশাল দৈত্যসৈন্যগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ একমাত্র অর্জুনের বহুসংখ্যক বিপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের সহিত মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্নয়োঃ, অর্জুনাশ্বত্থাম্নোঃ শল্যেন সহ নকুল-সাত্যকিপ্রভৃতীনাঞ্চ ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
চক্রতুঃ সুমহদ্ যুদ্ধং শরশক্তিসমাকুলম্ ॥ ১
তয়োরাসন্ মহারাজ শরধারাঃ সহস্রশঃ।
অম্বুদানাং যথা কালে জলধারাঃ সমন্ততঃ ॥ ২
রাজা চ পার্ষতং বিদ্ধ্বা শরৈঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
দ্রোণহন্তারমুগ্রেষুঃ পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে বলবান্ দৃঢ়বিক্রমঃ।
সপ্তত্যা বিশিখানাং বৈ দুর্য্যোধনমপীড়য়ৎ ॥ ৪
পীড়িতং বীক্ষ্য রাজানং সোদার্য্যা ভরতর্ষভ।
মহত্যা সেনয়া সার্ধং পরিবব্রুঃ স্ম পার্ষতম্ ॥ ৫
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সর্বতোঽতিরথৈর্দৃঢ়ম্।
ব্যচরৎ সমরে রাজন্ দর্শয়ন্নস্ত্রলাঘবম্ ॥ ৬

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, অর্জুন ও অশ্বত্থামা এবং শল্যের সহিত নকুল ও সাত্যকি প্রভৃতির ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! একদিকে দুর্য্যোধন ও রূপনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাযুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ বাণ ও শক্তিসমূহের প্রহারে ব্যাপ্ত ছিল ॥ ১

হে মহারাজ! যেরূপ বর্ষাকালে সর্ব্বদিকে মেঘের জলধারা বর্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপে এই দুই বীর দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দিক্ হইতে বাণসকলের সহস্র সহস্র ধারা বর্ষিত হইতেছিল ॥ ২

রাজা দুর্য্যোধন পাঁচটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা উগ্রবাণযুক্ত দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করত পুনরায় সাতটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন সুদৃঢ় পরাক্রমশালী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে সত্তরটি বাণ প্রহার করত দুর্য্যোধনকে পীড়িত করিলেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্য্যোধনকে পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার সকল ভ্রাতা বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিবৃত করিলেন ॥ ৫

রাজন্! সেই অতিরথী বীরগণের দ্বারা সর্ব্বদিকে পরিবৃত

শিখণ্ডী কৃতবর্মাণং গৌতমঞ্চ মহারথম্।
প্রভদ্রকৈঃ সমাযুক্তো যোধয়ামাস ধন্বিনৌ ॥ ৭
তত্রাপি সুমহদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে।
প্রাণান্ সন্ত্যজতাং যুদ্ধে প্রাণদ্যূতাভিদেবনে ॥ ৮
শল্যঃ সায়কবর্ষাণি বিমুঞ্চন্ সর্বতোদিশম্।
পাণ্ডবান্ পীড়য়ামাস সসাত্যকি-বৃকোদরান্ ॥ ৯
তথা তৌ তু যমৌ যুদ্ধে যমকল্যপরাক্রমৌ।
যোধয়ামাস রাজেন্দ্র বীর্যেণাস্ত্রবলেন চ ॥
শল্যসায়কমুন্নানাং পাণ্ডবানাং মহামৃধে
ত্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্ত কেচিত্তত্র মহারথাঃ ॥ ১১
ততস্তু নকুলঃ শূরো ধর্মরাজে প্রপীড়িতে।
অভিদুদ্রাব বেগেন মাতুলং মাতৃনন্দনঃ ॥ ১২
সংছাদ্য সমরে শল্যং নকুলঃ পরবীরহা
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ ক্ষয়মানঃ স্তনান্তরে ॥ ১৩

সর্বপারসবৈর্বাণৈঃ কর্মারপরিমার্জিতৈঃ
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈর্ধর্মযন্ত্রপ্রচোদিতৈঃ ॥ ১৪
শল্যস্তু পীড়িতস্তেন স্বস্ত্রীয়েণ মহাত্মনা।
নকুলং পীড়য়ামাস পত্রিভির্নতপর্বভিঃ ১৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনোঽথ সাত্যকিঃ।
সহদেবশ্চ মাদ্রেয়ো মদ্ররাজমুপাদ্রবন্ ॥ ১৬
তানাপতত এবাশু পূরয়াণান্ রথস্বনৈঃ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কম্পয়ানাংশ্চ মেদিনীম্ ১৭
প্রতিজগ্রাহ সমরে সেনাপতিরমিত্রজিৎ।
যুধিষ্ঠিরং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা ভীমসেনঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৮
সাত্যকিঞ্চ শতেনাজৌ সহদেবং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ততস্তু সমরঃ চারু নকুলশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১৯
মদ্রেশ্বরঃ ক্ষুরপ্রেণ তদা মাদ্রিষ চিচ্ছিদে
তদশীর্যত বিচ্ছিন্নং ধনুঃ শল্যস্য সায়কৈঃ ॥২০

হইয়া যুধিষ্ঠির নিজের অস্ত্রচালনার নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

অপর দিকে শিখণ্ডী প্রভদ্রকসৈন্যগণের সহিত কৃতবর্মা এবং মহারথী কৃপাচার্য—এই দুই ধনুর্ধরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭

প্রজানাথ! সেখানেও জীবনের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল ॥ ৮

অন্যদিকে শল্য সর্বদিকে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিয়া যুদ্ধে সাত্যকি ও ভীমসেনের সহিত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৯

রাজেন্দ্র! তিনি যুদ্ধে যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী নকুল ও সহদেবের সহিতও বীর্য পরাক্রম এবং অস্ত্রবলের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ১০

যখন শল্য নিজ বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-মহারথী যোদ্ধাগণকে আহত করিতেছিলেন, তখন সেই সময় সেই মহাসমরে তাঁহারা নিজেদের কোন রক্ষক পাইলেন না ॥ ১১

যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শল্যের অস্ত্রাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন ভ্রাতার আনন্দবর্ধনকারী নকুল তীব্রবেগে নিজ মাতুল শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

শত্রুবীরহন্তা নকুল সমরাঙ্গণে শল্যকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার বক্ষে দশটি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

এই সব বাণই লৌহময় ছিল এবং কর্মকারগণ ইহাদিগকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল বাণে স্বর্ণের পঙ্খ যোজিত ছিল ও শিলাতে শান দিয়া তীক্ষ্ণধার করা হইয়াছিল। এই দশটি বাণ ধনুরূপে যন্ত্রে আরোপ করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৪

নিজের ভগিনীপুত্র মহাত্মা নকুল কর্তৃক পীড়িত হইয়া শল্য আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা নকুলকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব একসঙ্গে মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬

ইঁহারা নিজ নিজ রথের ঘর্ঘর শব্দে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে ও বিদিক্ (কোণ)-সমূহকে পরিপূরিত করিতে করিতে পৃথিবীকে কম্পিতা করিতেছিলেন। সহসা আক্রমণকারী এই সব বীরগণকে শত্রুবিজয়ী সেনাপতি শল্য রণাঙ্গনে নিবারণ করিলেন ॥ ১৭½

মাননীয় কৃপাল! মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিকে একশত এবং সহদেবকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া মহাত্মা নকুলের বাণসহ ধনু খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৮-২০

অথাস্তদ্ ধনুরাদায় মাদ্রীপুত্রো মহারথঃ।
মদ্ররাজরথং তূর্ণং পূরয়ামাস পত্রিভিঃ। ২১
যুধিষ্ঠিরস্তু মদ্রেশং সহদেবশ্চ মারিষ।
দশভির্দশভিবাণৈরুরস্যেনমবিধ্যতাম্ ২২
ভীমসেনস্তু তং ষষ্ঠ্যা সাত্যকিশ্চাশুভিঃ শরৈঃ।
মদ্ররাজমভিক্রুদ্ধা কঙ্কপত্রিভিঃ॥ ২৩
মদ্ররাজস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ
বিব্যাধ ভূয়ঃ সপ্তত্যা শরাণাং নতপর্বণাম্॥ ২৪
অথাস্য সমরং চাপং মুষ্টৌ চিচ্ছেদ মারিষ।
হয়াংশ্চ চতুরঃ সংখ্যে প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ২৫
বিরথং সাত্যকিং কৃত্বা মদ্ররাজো মহারথঃ।
বিংশতানাং শতেনৈনমাজঘান সমন্ততঃ ২৬
মাদ্রীপুত্রৌ চ সংরব্ধৌ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্
যুধিষ্ঠিরঞ্চ কৌরব্য বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ২৭
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম মদ্ররাজস্য পৌরুষম্
যদেনং সহিতাঃ পার্থা নাভ্যবর্তন্ত সংযুগে॥ ২৮
অথান্যং রথমাস্থায় সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
পীড়িতান্ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা মদ্ররাজবশং গতান্॥২৯
অভিদুদ্রাব বেগেন মদ্রাণামধিপং বলাৎ।
আপতন্তং রথং তস্য শল্যঃ সমিতিশোভনঃ॥ ৩০
প্রত্যুদ্যযৌ রথেনৈব মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্।
স সংনিপাতস্তুমুলো বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৩১
সাত্যকেশ্চৈব শূরস্য মদ্রাণামধিপস্য চ।
যাদৃশো বৈ পুরা বৃত্তঃ শম্বরামররাজয়োঃ॥ ৩২
সাত্যকিঃ প্রেক্ষ্য সমরে মদ্ররাজমবস্থিতম্।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ৩৩
মদ্ররাজস্তু সুভৃশং বিদ্ধস্তেন মহাত্মনা।
সাত্যকিং প্রতিবিব্যাধ চিত্রপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৪
ততঃ পার্থা মহেষ্বাসাঃ সাধ্বভিস্তমভূতং নৃপম্।
অভ্যবর্তন্ রথৈস্তূর্ণং মাতুলং বধকাঙ্ক্ষয়া॥ ৩৫

ইহার পর মাদ্রীনন্দন মহারথী নকুল অতিক্রুদ্ধ অপর ধনু গ্রহণ করত মদ্ররাজ শল্যের রথকে বাণসমূহে পূর্ণ করিয়া দিলেন॥ ২১

আর্য্য! এই সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও সহদেব দশটি দশটি বাণে মদ্রপতি শল্যের বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন॥ ২২

ভীমসেন ষাট্ এবং সাত্যকি কঙ্কপত্রযুক্ত দশটি বাণে মদ্ররাজ শল্যের উপর সবেগে আঘাত করিলেন॥ ২৩

তখন কুপিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য সাত্যকিকে নতপর্ব্বযুক্ত নব্বইটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন॥ ২৪

মাতৃধর! ইহার পর শল্য তাঁহার বাণসহ ধনুর মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া দিলেন এবং রণাঙ্গনে তাঁহার চারিটি অশ্বকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন॥ ২৫

সাত্যকিকে রথহীন করিয়া দিয়া মহারথী মদ্ররাজ শল্য একশত বাণে তাঁহাকে চারিদিকে আঘাত করিলেন॥ ২৬

কুরুনন্দন! কেবল ইহাই নহে, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ মাদ্রী-নন্দন নকুল-সহদেব, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৭

সেই মহাসংগ্রামে আমরা মদ্ররাজ শল্যের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, সমস্ত পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়াও ইঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ২৮

তাহার পর সত্যপরাক্রমী সাত্যকি অপর একটি রথে আরোহণ করত পাণ্ডবগণকে পীড়িত এবং মদ্ররাজ শল্যের অধীনস্থ হইতে দেখিয়া তীব্রবেগে বলপূর্ব্বক তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২৯½

যুদ্ধে সুশোভিত শল্য তাঁহার রথকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ংই রথের দ্বারা তাঁহার দিকে সেইভাবে অগ্রসর হইলেন, যেরূপ কোন এক মদমত্ত হস্তী অপর এক মদমত্ত হস্তীর সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে॥ ৩০½

বীরবর সাত্যকি ও মদ্ররাজ শল্য এই উভয়ের সেই সংগ্রাম অতিশয় ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত দেখাইতেছিল। এই সংগ্রাম সেইরূপ ছিল, যেরূপ পুরাকালে শম্বরাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রের সংগ্রাম হইয়াছিল॥ ৩১-৩২

সাত্যকি সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যকে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—অবস্থান কর, অবস্থান কর॥ ৩৩

মহাত্মা সাত্যকিকর্তৃক অত্যন্ত গুরুতর আহত হইয়া মদ্ররাজ শল্য বিচিত্র পঙ্খযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সাত্যকিকেও বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন॥ ৩৪

তত আসীৎ পরামর্দস্তুমুল: শোণিতোদক:।
শূরাণাং যুধ্যমানানাং সিংহানামিব নর্দতাম্ ॥ ৩৬
তেষামাসীন্মহারাজ ব্যতিক্ষেপ: পরস্পরম্।
সিংহানামামিষেপ্সূনাং কুজতামিব সংযুগে ॥ ৩৭
তেষাং বাণসহস্রৌঘৈরাকীর্ণা বসুধাভবৎ।
অন্তরিক্ষঞ্চ সহসা বাণভূতমভূত্তদা ॥ ৩৮
শরান্ধকারং সহসা কৃতং তত্র সমন্ততঃ।
অভ্রচ্ছায়েব সংজজ্ঞে শরৈর্মু ক্তৈর্মহাত্মভি: ॥ ৩৯
তত্র রাজন্ শরৈর্মু ক্তৈর্নির্মু ক্তৈরিব পন্নগৈ:।
স্বর্ণপুঙ্খৈ: প্রকাশন্তির্ব্যরোচন্ত দিশস্তদা ॥ ৪০

তত্রাদ্ভুতং পরং চক্রে শল্য শত্রুনিবর্হণ:।
যদেক: সমরে শূরো যোধয়ামাস বৈ বহূন্ ॥ ৪১
মন্ত্ররাজভুজোৎসৃষ্টৈ: কঙ্কবর্হিণবাজিতৈ:।
সম্পতদ্ভি: শরৈর্ঘোরৈরবাকীর্য্যত মেদিনী ॥ ৪২
তত্র শল্যরথং রাজন্ বিচরন্তং মহাহবে।
অপশ্যাম যথাপূর্বং শত্রুস্তাসুরসংক্ষয়ে ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
পঞ্চদশোঽধ্যায়: ॥ ৭

তখন মহাবল ধর্মরাজ পৃথা (কুন্তী)-পুত্রগণ সাত্যকির সহিত বৃদ্ধরত মন্ত্ররাজ শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় রথসমূহের দ্বারা তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫

তাহার পর সেখানে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সিংহের ন্যায় গর্জন ও যুদ্ধ করিতে করিতে বীরবর যোদ্ধাগণের রক্ত জলের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬

মন্ত্ররাজ! যেরূপ মাংসের লোভে সিংহ সকল গর্জন করিতে করিতে পরস্পর সংগ্রাম করিতে থাকে, সেইরূপ সেই যুদ্ধস্থলে এই সমস্ত যোদ্ধাগণের পরস্পর ভয়ানক প্রহার চলিতে লাগিল ॥ ৩৭

সেই সময় ইঁহাদের সহস্র সহস্র বাণসমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল এবং আকাশও সহসা বাণময় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩৮

সেই মহাত্মা বীরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সহসা চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল। যেন তখন মেঘসকলের ছায়ার ন্যায় উহা প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৩৯

রাজন্! খোলোসমুক্ত সর্পগণের ন্যায় সেখানে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত দেদীপ্যমান বাণসকল সেই সময় চারিদিকেই শোভা পাইতে থাকিল ॥ ৪০

সেই রণাঙ্গনে শত্রুসূদন বীরবর শল্য এই অদ্ভুত পরাক্রম করিলেন যে, তিনি একাকীই এই বহুসংখ্যক বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

মন্ত্ররাজ শল্যের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত কঙ্ক ও ময়ূরপক্ষযুক্ত ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা সেখানকার সম্পূর্ণ রণভূমি আবৃত হইয়া যাইল ॥ ৪২

রাজন্! যেরূপ পুরাকালে অসুরগণকে বিনাশ করিবার সময় ইন্দ্রের রথ অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ এই মহাসমরে আমরা রাজা শল্যের রথকে বিচরণ করিতে দেখিলাম ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবকৌরবসৈন্যানাং দ্বন্দ্বযুদ্ধম্, ভীমসেনেন দুর্যোধনস্য যুধিষ্ঠিরেণ শল্যস্য পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ সৈন্যান্তব বিভো মত্তরাজপুরস্কৃতাঃ।
পুনরভ্যদ্রবন্ পার্থান্ বেগেন মহতা রণে। ১
পীড়িতাস্তাবকাঃ সর্বে প্রধাবন্তো রণোৎকটাঃ।
ক্ষণেন চৈব পার্থাংস্তে বহুত্বাৎ সমলোড়য়ন্। ২
তে বধ্যমানাঃ সমরে পাণ্ডবা নাবতস্থিরে।
নিবার্য্যমাণা ভীমেন পক্ষতোঃ কৃষ্ণয়োস্তদা। ৩
ততো ধনঞ্জয়ঃ ক্রুদ্ধঃ কৃপং সহ পদানুগৈঃ।
অবাকিরচ্ছরৌঘেণ কৃতবর্মাণমেব চ। ৪
শকুনিং সহদেবস্তু সহসৈন্যমবাকিরৎ।
নকুলঃ পার্শ্বতঃ স্থিত্বা মত্তরাজমবৈক্ষত। ৫
দ্রৌপদেয়া নরেন্দ্রাংশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নান্ সমবারয়ন্।
দ্রোণপুত্রঞ্চ পাঞ্চাল্যাঃ শিখণ্ডী সমবারয়ৎ। ৬

ভীমসেনস্তু রাজানং গদাপাণিরবারয়ৎ।
শল্যং তু সহ সৈন্যেন কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ৭
ততঃ সমভবৎ সৈন্যং সংসক্তং তত্র তত্র হ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংগ্রামেঽনিবর্ত্তিনাম্। ৮
তত্র পশ্যাম্যহং কর্ম শল্যস্যাতিমহদ্রণে।
যদেকঃ সর্বসৈন্যানি পাণ্ডবানামবোধয়ৎ। ৯
ব্যদৃশ্যত তদা শল্যো যুধিষ্ঠিরসমীপতঃ।
রণে চন্দ্রমসোঽভ্যাশে শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ। ১০
পীড়য়িত্বা তু রাজানং শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
অভ্যধাবৎ পুনর্ভীমং শরবর্ষৈরবাকিরৎ। ১১
তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা তথৈব চ কৃতাস্ত্রতাম্।
অপূজয়ন্নরীকাণি পরেষাং তাবকানি চ। ১২

ষোড়শ অধ্যায়

[পাণ্ডব ও কৌরবসৈন্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ভীমসেনকর্তৃক দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক শল্যের পরাজয়]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! তদনন্তর আপনার সমস্ত সৈন্যরা রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করিয়া পুনরায় তীব্রবেগে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইলেন। ১

যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত আপনার সমস্ত যোদ্ধারা যদিও পীড়িত হইয়াছিলেন, তথাপি সংখ্যায় অধিক হওয়ায় তাঁহারা সকলে ধাবিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে মথিত করিয়া ফেলিলেন। ২

সমরাঙ্গণে কৌরব-সৈন্যদের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডব-যোদ্ধাগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সাক্ষাতে ভীমসেন নিষেধ করিলেও সেখানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ৩

তদনন্তর অন্যদিকে ক্রুদ্ধ অর্জুন অগ্রগামী যোদ্ধাদের সহিত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ৪

সহদেব সৈন্যসহ শকুনিকে বাণসকলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। নকুল পার্শ্বে ই অবস্থিত মদ্ররাজ শল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ৫

দ্রৌপদীর পুত্রগণ বহুসংখ্যক রাজাকে নিবারণ করিলেন। পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে রুদ্ধ করিলেন। ৬

ভীমসেন হস্তে গদাধারণ পূর্বক রাজা দুর্যোধনকে প্রতিরোধ করিলেন এবং সৈন্যসহ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শল্যকে নিবারণ করিলেন। ৭

তাহার পর সংগ্রামে অনিবৃত্ত আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা যেখানে সেখানে পরস্পর যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন। ৮

সেখানে রণাঙ্গনে আমি রাজা শল্যের এই অতিশয় অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি একাকীই পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৯

সেই সময় শল্য যুধিষ্ঠিরের নিকটে এরূপ দৃষ্ট হইতেছিলেন, যেন চন্দ্রের নিকটে শনৈশ্চর (শনি) গ্রহ অবস্থান করিতেছেন। ১০

তিনি বিষধর সর্পগণতুল্য তীক্ষ্ণতর বাণসমূহের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে করিতে পুনরায় ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। ১১

ইহার সেই নৈপুণ্য ও অস্ত্রসমূহের জ্ঞান দেখিয়া আপনার এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারাও তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২

পীড্যমানাস্তু শল্যেন পাণ্ডবা ভৃশবিক্ষতাঃ।
প্রাদ্রবন্ত রণং হিত্বা ক্রোশমানে যুধিষ্ঠিরে॥ ১৩
বধ্যমানেষনীকেষু মদ্ররাজেন পাণ্ডবঃ।
অমর্ষবশমাপন্নো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১৪
ততঃ পৌরুষমাস্থায় মদ্ররাজমতাড়য়ৎ।
জয়ো বাস্তু বধে বাস্তু কৃতবুদ্ধির্মহারথঃ॥ ১৫
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্বান্ ভ্রাতৄন্ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ যে চান্যে পৃথিবীক্ষিতঃ॥ ১৬
কৌরবার্থে পরাক্রান্তাঃ সংগ্রামে নিধনং গতাঃ।
যথাভাগং যথোৎসাহং ভবন্তঃ কৃতপৌরুষাঃ॥ ১৭
ভাগোঽবশিষ্ট একোঽয়ং মম শল্যো মহারথঃ।
সোঽহমদ্য বৃথা জেতুমাশংসে মদ্রকাধিপম্॥ ১৮
তত্র যন্মানসং মহ্যং তৎ সর্বং নিগদামি বঃ।
চক্ররক্ষাবিমৌ বীরৌ মম মাদ্রবতীসুতৌ॥ ১৯
অজেয়ৌ বাসবেনাপি সমরে শূরসম্মতৌ।
সাধ্বিমৌ মাতুলং যুদ্ধে ক্ষত্রধর্মপুরস্কৃতৌ॥ ২০
মদর্থে প্রতিযুধ্যেতাং মানার্হৌ সত্যসঙ্গরৌ।
মাং বা শল্যো রণে হন্যা তং বাহং ভদ্রমস্তু বঃ॥ ২১
ইতি সত্যামিমাং বাণীং লোকবীরা নিবোধত।
যোৎস্যেঽহং মাতুলেনাদ্য ক্ষাত্রধর্মেণ পার্থিবাঃ॥ ২২
স্বয়ংশমভিসন্ধায় বিজয়ায়েতরায় চ।
তস্য মেঽপ্যধিকং শস্ত্রং সর্বোপকরণানি চ॥ ২৩
সংসজ্জন্তু রথে ক্ষিপ্রং শাস্ত্রবদ্ রথযোজকাঃ।
শৈনেয়ো দক্ষিণং চক্রং ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথোত্তরম্॥ ২৪
পৃষ্ঠগোপো ভবত্বস্য মম পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
পুরঃসরো মমাভ্যস্তু ভীমঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ২৫
এবমভ্যধিকঃ শল্যাদ্ ভবিষ্যামি মহামৃধে।
এবমুক্ত্বাস্তথা চক্রুস্তদা রাজ্ঞঃ প্রিয়ৈষিণঃ॥ ২৬

শল্য কর্তৃক পীড়িত ও অত্যন্ত আহত হইতে থাকিয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিতে থাকিলেও যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন॥ ১৩

যখন মদ্ররাজ শল্য কর্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যরা এইভাবে নিহত হইতে থাকিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অমর্ষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন॥ ১৪

তদনন্তর তিনি নিজের পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণ করত মদ্ররাজ শল্যের উপর প্রহার আরম্ভ করিলেন। মহারথী যুধিষ্ঠির তখন এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, আমার জয় লাভ হইবে অথবা আমার বিনাশ হইবে॥ ১৫

তিনি নিজের সমস্ত ভ্রাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—বীরগণ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্যান্য যাঁহারা রাজা দুর্যোধনের জন্য পরাক্রম করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। তোমরাও নিজ নিজ ভাগের কার্য উৎসাহ সহকারে পুরুষার্থ প্রদর্শন পূর্বক সমাধা করিয়াছ॥ ১৬-১৭

এখন একমাত্র মহারথী শল্য অবশিষ্ট আছেন, যিনি আমার ভাগে পড়িয়াছেন। অতএব আজ আমি এই মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে জয় করিবার আশা পোষণ করিতেছি॥ ১৮

ইহার সম্বন্ধে আমার যে সমস্ত সঙ্কল্প রহিয়াছে, উহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। যিনি সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের পক্ষেও অজেয় এবং বীরবর যোদ্ধাগণের দ্বারা সম্মানিত, সেই দুই মাদ্রীনন্দন বীর নকুল ও সহদেব আমার রথচক্রসকল রক্ষা করুক॥ ১৯½

ক্ষত্রিয়ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া এই সম্মান-লাভের যোগ্য সত্যপ্রতিজ্ঞ নকুল ও সহদেব আমার জন্য সমরাঙ্গণে নিজের মাতুল শল্যের সহিত উত্তমরূপে যুদ্ধ করিবে। এই যুদ্ধে শল্য আমাকে বধ করিবেন কিংবা আমি তাঁহাকে বিনাশ করিব। তোমাদের মঙ্গল হউক॥ ২০-২১

বিশ্ববিখ্যাত বীরগণ! তোমরা আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর। ভূপতিবৃন্দ! আমি ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে নিজের ভাগের কার্য পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্বক নিজের জয় অথবা বধের জন্য মাতুল শল্যের সহিত যুদ্ধ করিব॥ ২২½

অতএব রথযোজনাকারীরা আমার রথ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অধিক অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত করিয়া রাখুক॥ ২৩½

(নকুল-সহদেবের অতিরিক্ত) সাত্যকি আমার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করুক এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার বামচক্র রক্ষা করুক। আজ কুন্তীনন্দন অর্জুন আমার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় নিরত থাকুক এবং অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক॥ ২৪-২৫

এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে পর আমি এই মহাযুদ্ধে শল্য হইতে অধিক শক্তিশালী হইয়া যাইব। তিনি এই কথা বলিলে পর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক ভ্রাতারা সেই সময় তাহাই সম্পাদন করিলেন॥ ২৬

ততঃ প্রহর্ষঃ সৈন্যানাং পুনরাসীৎ তদা মৃধে।
পাঞ্চালানাং সোমকানাং মৎস্যানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৭
প্রতিজ্ঞাং তাং তদা রাজা কৃত্বা মদ্রেশমভ্যয়াৎ।
ততঃ শঙ্খাংশ্চ ভেরীশ্চ শতশশ্চৈব পুষ্করান্ ॥ ২৮
অবাদয়ন্ত পাঞ্চালাঃ সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে।
তেঽভ্যধাবন্ত সংরব্ধা মদ্ররাজং তরস্বিনম্ ॥ ২৯
মহতা হর্ষজেনাথ নাদেন কুরুপুঙ্গবাঃ।
হ্রাদেন গজ-ঘণ্টানাং শঙ্খানাং নিনদেন চ ॥ ৩০
তূর্য্যশব্দেন মহতা নাদয়ন্তশ্চ মেদিনীম্।
তান্ প্রত্যগৃহ্ণাৎ পুত্রস্তে মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্। ৩১
মহামেঘানিব বহূন্ শৈলাবন্তোদয়াবুভৌ।
শল্যস্তু সমরশ্লাঘী ধর্মরাজমরিন্দমম্ ॥ ৩২
ববর্ষ শরবর্ষেণ শম্বরং মঘবা ইব।
তথৈব কুরুরাজোঽপি প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ॥ ৩৩
দ্রোণোপদেশান বিবিধান্ দর্শয়ানো মহামনাঃ
ববর্ষ শরবর্ষাণি চিত্রং লঘু চ সুষ্ঠু চ ॥ ৩৪
ন চাস্য বিবরং কশ্চিদ্ দদর্শ চরতো রণে।
তাবুভৌ বিবিধৈর্বাণৈস্তত্তক্ষাতে পরস্পরম্ ॥ ৩৫
শার্দূলাবামিষপ্রেপ্সূ পরাক্রান্তাবিবাহবে।
ভীমস্তু তব পুত্রেণ যুদ্ধশৌণ্ডেন সঙ্গতঃ ॥ ৩৬
পাঞ্চাল্যঃ সাত্যকিশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
শকুনিপ্রমুখান্ বীরান্ প্রত্যগৃহ্ণন্ সমন্ততঃ ॥ ৩৭
তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং পুনরেব জয়ৈষিণাম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৩৮
দুর্য্যোধনস্তু ভীমস্য শরেণানতপর্বণা।
চিচ্ছেদাদিত্য সংগ্রামে ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৩৯
স কিঙ্কিণীকজালেন মহতা চারুদর্শনঃ।
পপাত রুচিরঃ সংখ্যে ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥ ৪০
পুনশ্চাস্য ধনুশ্চিত্রং গজরাজকরোপমম্।
ক্ষুরেণ শিতধারেণ প্রচকর্ত নরাধিপঃ ॥ ৪১

তদনন্তর সেই যুদ্ধস্থলে পুনরায় পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিশেষতঃ পাঞ্চাল, সোমক এবং মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাগণের মনে অতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইল ॥ ২৭

রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা করত রাজা শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহার পর পাঞ্চাল-যোদ্ধারা শঙ্খ, ভেরী এবং শত শত প্রকারের প্রভূত রণবাদ্য বাজাইতে ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

সেই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীরগণ হৃষ্ট হইয়া প্রচণ্ড হর্ষনাদের সহিত বেগশালী বীর মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯½

হস্তীদের ঘণ্টাসকলের শব্দ, শঙ্খসমূহের ধ্বনি এবং বাদ্য-সকলের তীব্র শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইয়া উঠিলেন ॥ ৩০½

সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এবং পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্য ইহাদের সকলের অগ্রগতি সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ অস্তাচল ও উদয়াচল এই দুইজনে বহু সংখ্যক মহামেঘকে রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩১½

যুদ্ধের প্রশংসাকারী মদ্ররাজ শল্য শত্রুদমন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপর সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ শম্বরাসুরের উপর দেবরাজ ইন্দ্র বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২½

এইরূপ মহামনস্বী কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরও সুন্দর ধনু হস্তে গ্রহণ করত দ্রোণাচার্য্যপ্রদত্ত নানাপ্রকার উপদেশ প্রদর্শন করিতে করিতে শীঘ্রতাসহকারে সুন্দর ও বিচিত্র রীতিতে বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৩-৩৪

রণাঙ্গনে বিচরণকারী যুধিষ্ঠিরের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি কেহই দেখিতে পাইলেন না। মাংসের লোভে পরাক্রমপ্রকাশকারী দুইটি সিংহের ন্যায় এই দুই বীর যুদ্ধস্থলে নানাপ্রকার বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! ভীমসেন ও' আপনার যুদ্ধনিপুণ পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং পাণ্ডুপুত্র মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সর্ব্বদিকে শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সম্মুখীন হইলেন ॥ ৩৬-৩৭

হে রাজন্! জয়াভিলাষী আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে সেই সময় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা আপনারই কুমন্ত্রণার পরিণাম ছিল ॥ ৩৮

দুর্য্যোধন নাম ঘোষণা করত আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সংগ্রামে ভীমসেনের সূর্যবর্ণখচিত ধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৯

দেখিতে মনোহর ও সুন্দর সেই ধ্বজ ভীমসেনের সাক্ষাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের সহিত যুদ্ধস্থলে পতিত হইল ॥ ৪০

তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন তীক্ষ্ণধার ক্ষুরবাণের দ্বারা ভীমসেনের হস্তিশুণ্ডসদৃশ বিচিত্র ধনুটিকেও ছেদন করিয়া দিলেন ॥

স ছিন্নধন্বা তেজস্বী রথশক্ত্যা সুতং তব
বিভেদোরসি বিক্রম্য স রথোপস্থ আবিশৎ ॥৪২
তস্মিন্ মোহমনুপ্রাপ্তে পুনরেব বৃকোদরঃ।
যন্তুরেব শিরঃ কায়াৎ ক্ষুরপ্রেণাহরৎ তদা। ৪৩
হতসূতা হয়াস্তস্য রথমাদায় ভারত।
ব্যদ্রবন্ত দিশো রাজন্ হাহাকারস্তদাভবৎ ॥ ৪৪
তমভ্যধাবৎ ত্রাণার্থং দ্রোণপুত্রো মহারথঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ পুত্রং তেঽপি পরীপ্সবঃ ॥ ৪৫
তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে ত্রস্তাস্তস্য পদানুগাঃ।
গাণ্ডীবধন্বা বিস্ফার্য্য ধনুস্তানহনচ্ছরৈঃ ॥৪৬
যুধিষ্ঠিরস্তু মত্রেশমভ্যধাবদমর্ষিতঃ।
স্বয়ং সাদোদয়ন্নশ্বান্ দন্তবর্ণান্ মনোজবান্ ॥ ৪৭
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম কুন্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।

পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তো যৎ তদা দারুণোঽভবৎ ॥ ৪৮
বিবৃতাক্ষশ্চ কৌন্তেয়ো বেপমানশ্চ মন্যুনা।
চিচ্ছেদ যোধান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৪৯
যাং যাং প্রত্যুদ্যযৌ সেনাং তাং তাং জ্যেষ্ঠঃ স পাণ্ডবঃ।
শরৈরপাতয়দ্ রাজন্ গিরীন্ বজ্রৈরিবোত্তমৈঃ ॥ ৫০
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথান্ রথিনঃ পাতয়ন্ বহূন্।
অক্রীড়দেকো বলবান্ পবনস্তোয়দানিব ॥ ৫১
সাশ্বারোহাংশ্চ তুরগান্ পত্তীংশ্চৈব সহস্রধা।
ব্যপোথয়ত সংগ্রামে ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব ॥ ৫২
শূন্যমায়োধনং কৃত্বা শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ
অভ্যদ্রবত মত্রেশং তিষ্ঠ শল্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৩
তস্য তচ্চরিতং দৃষ্ট্বা সংগ্রামে ভীমকর্মণঃ।
বিত্রেসুস্তাবকাঃ সর্বে শল্যস্তেনাং সমভ্যয়াৎ ॥ ৫৪

ধনু ছিন্ন হইলে পর তেজস্বী ভীমসেন পরাক্রমসহকারে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষে রথশক্তি প্রহার করিলেন। ইহার আঘাতে মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধন রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪১-৪২

তিনি মূর্চ্ছিত হইলে পর ভীমসেন পুনরায় একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৪৩

ভরতবংশধর রাজন্! সারথি নিহত হইলে পর তাঁহার অশ্বগণ রথ লইয়া চারিদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল ॥ ৪৪

তখন মহারথী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাও আপনার পুত্রকে রক্ষা করিতে দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ৪৫

এইরূপ যখন আপনার সৈন্যদের মধ্যে বিশ্রী অবস্থা উপনীত হইল, তখন দুর্য্যোধনের অনুগামী সৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় গাণ্ডীবধারী অর্জুন নিজ ধনু আকর্ণ করত নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সকলকে নিহত করিলেন ॥ ৪৬

তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমর্ষে পূর্ণ হইয়া দন্তসদৃশ শুভ্রবর্ণ ও মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে স্বয়ংই চালনা করিতে করিতে মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৭

সেখানে আমরা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এক আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিলাম। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জিতেন্দ্রিয় এবং কোমল স্বভাবের হইলেও সেই সময় কঠোর হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৮

ক্রোধে কম্পিত হইতে হইতে এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দর্শন করিতে করিতে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিলেন ॥ ৪৯

রাজন্! যেরূপ ইন্দ্র উত্তম বজ্রের প্রহারে পর্ব্বতসকলকে ভূপাতিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যে যে সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন, সেই সেই সৈন্যদিগকে তিনি নিজ বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিলেন ॥ ৫০

যেরূপ প্রবল বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ বলবান্ যুধিষ্ঠির একাকীই অশ্বগণ, সারথি, ধ্বজ এবং রথসহ বহুসংখ্যক রথী যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করিয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

যেরূপ ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব পশু (জীব)-গণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠির এই সংগ্রামে কুপিত হইয়া অশ্বারোহী যোদ্ধা, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণকে সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫২

তিনি তীব্র বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া যুদ্ধস্থলের চারিদিক্ শূন্য করিয়া দিয়া মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—শল্য! তুমি রণাঙ্গনে অবস্থান কর ॥ ৫৩

যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী যুধিষ্ঠিরের এই পরাক্রম দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু শল্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৪

ততস্তৌ তৃণসংকুষ্টৌ প্রধ্মায় সলিলোদ্ভবৌ।
সমাহূয় তদান্যোন্যং তৎ সময়ন্তৌ সমীয়তুঃ। ৫৫

শল্যস্তু শরবর্ষেণ পীড়য়ামাস পাণ্ডবম্।
মদ্ররাজং তু কৌন্তেয়ঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ। ৫৬

অদৃশ্যেতাং তদা রাজন্ শস্ত্রসম্পিভিরাচিতৌ।
উদ্ভিন্নরুধিরৌ শূরৌ মদ্ররাজ-যুধিষ্ঠিরৌ। ৫৭

পুষ্পিতৌ শুশুভাতে বৈ বসন্তে কিংশুকৌ যথা।
দীপ্যমানৌ মহাত্মানৌ প্রাণদ্যূতেন দুর্মদৌ। ৫৮

দৃষ্ট্বা সর্বাণি সৈন্যানি নাধ্যবস্যংস্তয়োর্জয়ম্
হত্বা মদ্রাধিপং পার্থো ভোক্ষ্যতেঽদ্য বসুন্ধরাম্। ৫৯

শল্যো বা পাণ্ডবং হত্বা দদ্যাদ্ দুর্যোধনায় বৈ।
ইত্যাসীন্নিশ্চয়ো নাভূদ্ যোধানাং তত্র ভারত। ৬০

প্রদক্ষিণমভূৎ সর্বং ধর্মরাজস্য যুধ্যতঃ।
ততঃ শরশতং শল্যো মুমোচাথ যুধিষ্ঠিরে। ৬১

ধনুশ্চাস্য শিতাগ্রেণ বাণেন নিরকৃন্তত।
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় শল্যঃ শরশতৈস্ত্রিভিঃ। ৬২

অবিধ্যৎ কার্মুকং চাস্য ক্ষুরেণ নিরকৃন্তত।
অথাস্য নিজঘানাশ্বাংশ্চতুরো নতপর্বভিঃ। ৬৩

ধ্বাভ্যামতিশিতাগ্রাভ্যামুভৌ তৎ পার্ষিসারথী।
ততোঽস্য দীপ্যমানেন পীতেন নিশিতেন চ। ৬৪

প্রমুখে বর্তমানস্য ভল্লেনাপাহরদ্ ধ্বজম্।
ততঃ প্রভগ্নং তৎ সৈন্যং দৌর্যোধনমরিন্দম। ৬৫

ততো মদ্রাধিপং ক্রোশন্নভ্যধাবৎ তথা কৃতম্।
আরোপ্য চৈনং স্বরথে ত্বরমাণঃ প্রদুদ্রুবে। ৬৬

মুহূর্তমিব তৌ গত্বা নর্দমানৌ যুধিষ্ঠিরে।
স্থিত্বা ততো মদ্রপতিরন্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ। ৬৭

তারপর এই দুই বীর যুধিষ্ঠির ও শল্য কুপিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করত পরস্পরকে আহ্বানপূর্বক তর্জনা করিতে করিতে যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ৫৫

শল্য এই সময় বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন এবং কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরও বহু বাণবর্ষণ করত মদ্ররাজ শল্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৫৬

রাজন্! এই সময় বীরবর মদ্ররাজ শল্য ও যুধিষ্ঠির উভয়েই কতপত্রযুক্ত বাণসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রক্ত প্রবাহিত করিতেছেন—ইহা দেখা যাইতে লাগিল। ৫৭

যেরূপ বসন্তকালে বিকসিত দুইটি পলাশবৃক্ষ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই জনেরও শোভা হইতে লাগিল। প্রাণের পণ রাখিয়া যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়া করিতে করিতে এই দুই মদমত্ত মহাত্মা ও দীপ্তিমান্ বীরকে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যই এই নিশ্চয় করিলেন যে, অতঃপর এই দুই জনের মধ্যে কোন এক জনের জয়লাভ হইবে। ৫৮

হে ভারত! "আজ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে সংহার করিয়া এক পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিবেন অথবা শল্যই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করত দুর্যোধনকে এই ভূমণ্ডলের রাজ্য সমর্পণ করিবেন" এরূপ কোনও সুনিশ্চয় সেখানে যোদ্ধাগণের হইল না। ৫৯-৬০

যুদ্ধ করিবার সময় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সব কিছুই প্রদক্ষিণ (অনুকূল) হইতেছিল। তদনন্তর শল্য যুধিষ্ঠিরের উপর একশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং একটি তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট বাণে তাঁহার ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন। ৬১½

তখন যুধিষ্ঠির অপর ধনুগ্রহণ করত শল্যকে তিনশত বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং একটি ক্ষুরপ্রবাণে তাঁহার ধনুটিকেও দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। ইহার পর আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তাহার পর দুইটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর একটি নিশিত ও পীতবর্ণের তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা সম্মুখে অবস্থিত শল্যের ধ্বজকেও ছেদন করিয়া দিলেন। হে শত্রুদমন ভূপাল! তাহার পর দুর্যোধনের সেই সৈন্যগণ সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। ৬২-৬৫

সেই সময় মদ্ররাজ শল্যের এরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা দৌড়াইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে নিজের রথে আরোহণ করাইয়া সত্বর সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ৬৬

যুধিষ্ঠির মুহূর্তকাল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিংহনাদ গর্জন করিতে লাগিলেন। তাহার পর মদ্ররাজ শল্য ইতর হাস্য করত অপর রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সেই উজ্জ্বল রথ বিধি অনুসারে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহা হইতে মেঘের ন্যায়

বিধিবৎ কল্পিতং শুভ্রং মহাদুন্দুভিনিনাদিনম্।
সজ্জযন্ত্রোপকরণং দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শল্যযুধিষ্ঠিরযুদ্ধে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

গম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল। ইহার মধ্যে যন্ত্রাদি আবশ্যক দ্রব্য-সমূহ স্থাপিত ছিল এবং এই রথ শত্রুদের লোমহর্ষণ করিতেছিল। ৬৭-৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্বে শল্য ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন রাজ্ঞঃ শল্যস্যাশ্বানাং সারথেশ্চ বিনাশঃ, যুধিষ্ঠিরেণ রাজ্ঞঃ শল্যস্য তদীয়-ভ্রাতৃণাঞ্চ সংহারঃ, কৃতবর্ম্মণঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথান্যদ্ ধনুরাদায় বলবান্ বেগবত্তরম্।
যুধিষ্ঠিরং মদ্রপতির্বিব্যাধ ইবানদৎ ॥ ১

ততঃ স শরবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।
অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥ ২

সাত্যকিং দশভির্বিদ্ধ্বা ভীমসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
সহদেবং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥ ৩

তাংস্তানস্যান্ মহেষ্বাসান্ সাশ্বান্ সরথ-কূবরান্।
অর্দয়ামাস বিশিখৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরান্ ॥ ৪

কুঞ্জরান্ কুঞ্জরারোহানশ্বানশ্বপ্রযায়িনঃ।
রথাংশ্চ রথিনঃ সার্ধং জঘান রথিনাং বরঃ ॥ ৫

বাহূংশ্চিচ্ছেদ তরসা সায়ুধান্ কেতনানি চ।
চকার চ মহীং যেষৈস্তীর্ণাং বেদীং কুশৈরিব ॥ ৬

তথা তমরিসৈন্যানি ঘ্নন্তং মৃত্যুমিবান্তকম্।
পরিবব্রুর্ভৃশং ক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডু-পাঞ্চাল-সোমকাঃ ॥ ৭

তং ভীমসেনশ্চ শিনেশ্চ নপ্তা
মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।।
সমাগতং ভীমবলেন রাজ্ঞা
পর্য্যাপ্তমন্যোন্যমথাহ্বয়ন্ত ॥ ৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্তৃক রাজা শল্যের অশ্বগণ ও সারথির বিনাশ, যুধিষ্ঠিরের দ্বারা রাজা শল্য এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের সংহার ও কৃতবর্ম্মার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর বলবান্ মদ্ররাজ শল্য অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ধনু গ্রহণ করত যুধিষ্ঠিরকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। ১

তাঁহার পর অমেয় আত্মবল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরগণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। ২

তিনি সাত্যকিকে দশ, ভীমসেনকে তিন এবং সহদেবকেও তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। ৩

যেরূপ কোন ব্যাধ (শিকারী) প্রজ্বলিত কাষ্ঠসমূহের দ্বারা হস্তিগণকে পীড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকেও অশ্ব, রথ ও কূবরসহ নিজের বাণসকলের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৪

রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শল্য গজ ও গজারোহী যোদ্ধা, অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং রথ ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে একই সঙ্গে নষ্ট করিয়া দিলেন। ৫

তিনি অস্ত্রসহ বাহুসকল এবং অঙ্গসমূহকে সবেগে ছেদন করিলেন ও ভূতলে সেইভাবে যোদ্ধাগণের মৃতদেহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, যেরূপ বেদীর উপর কুশ পাতিত করা হইয়া থাকে। ৬

এইরূপ মৃত্যু ও যমরাজের ন্যায় শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে অবস্থিত রাজা শল্যকে ক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং সোমক-যোদ্ধারা চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৭

ভীমসেন, শিনিপৌত্র সাত্যকি এবং মাদ্রীর দুই পুত্র নকুল-সহদেব—ইঁহারা ভয়ঙ্কর বলশালী রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে মিলিত সামর্থ্যশালী বীর শল্যকে পরস্পর যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। ৮

ততস্তু শূরাঃ সমরে নরেন্দ্র
নরেশ্বরং প্রাপ্য যুধাং বরিষ্ঠম্।
আবার্য্য চৈনং সমরে নৃবীরা
জঘ্নুঃ শরৈঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ॥ ৯

সংরক্ষিতো ভীমসেনেন রাজা
মাদ্রীসুতাভ্যামথ মাধবেন।
মদ্রাধিপং পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ-
স্তনান্তরে ধর্মসুতো নিজঘ্নে॥ ১০

ততো রণে তাবকানাং রথৌঘাঃ
সমীক্ষ্য মদ্রাধিপতিং শরার্তম্।
পর্য্যাবক্রুঃ প্রবরাস্তে সুসজ্জা
দুর্যোধনস্যানুমতে পুরস্তাৎ॥ ১১

ততো দ্রুতং মদ্রজনাধিপো রণে
যুধিষ্ঠিরং সপ্তভিরাজিমধ্যে।
তং চাপি পার্থো নবভিঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ রাজন্ স্তমূলে মহাত্মা॥ ১২

আকর্ণপূর্ণায়তসম্প্রযুক্তৈঃ
শরৈস্তদা সংযতি তৈলধৌতৈঃ।

হে নরেন্দ্র! তাহার পর এই সৌম্যশালী নরবীর যোদ্ধারা যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতি শল্যকে পরিবৃত করিয়া রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে থাকিলেন॥ ৯

ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল-সহদেব ও সাত্যকির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া শল্যের বক্ষে উগ্র বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১০

তখন রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যকে বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া আপনার শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা দুর্যোধনের আজ্ঞায় সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাকে পরিবৃত করত যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১১

ইহার পর মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামে অতিসত্বর সাতটি বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! সেই তুমুল যুদ্ধে মহাত্মা যুধিষ্ঠির নয়টি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১২

মদ্ররাজ শল্য ও যুধিষ্ঠির এই দুই মহারথী যোদ্ধা কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত এবং তৈলধৌত বাণসমূহের দ্বারা সেই

অন্যোন্যমাচ্ছাদয়তাং মহারথৌ
মদ্রাধিপশ্চাপি যুধিষ্ঠিরশ্চ॥ ১৩

ততস্তু তূর্ণং সমরে মহারথৌ
পরস্পরান্তরমীক্ষমাণৌ।
শরৈর্ভৃশং বিব্যধতুর্নৃপোত্তমৌ
মহাবলৌ শক্রভিরপ্রধৃষ্যৌ॥ ১৪

তয়োর্ধনুর্জ্যাতলনিঃস্বনো মহান্
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যনিঃস্বনঃ।
পরস্পরং বাণগণৈর্মহাত্মনোঃ
প্রবর্ষতোর্মদ্রপপাণ্ডবীরয়োঃ॥ ১৫

তৌ চেরতুর্ব্যাঘ্রশিশুপ্রকাশৌ
মহাবনেষ্বামিষগৃদ্ধিনাবিব।
বিষাণিনৌ নাগবরাবিবোভৌ
ততক্ষতুঃ সংযতি জাতদর্পৌ॥ ১৬

ততস্তু মদ্রাধিপতির্মহাত্মা
যুধিষ্ঠিরং ভীমবলং প্রসহ্য।
বিব্যাধ বীরং হৃদয়েঽতিবেগং
শরেণ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভেণ॥ ১৭

সময় যুদ্ধে পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন॥ ১৩

এই দুই মহারথী রণাঙ্গনে পরস্পরকে প্রহার করিবার সুযোগ দেখিতেছিলেন। উভয়েই শত্রুগণের পক্ষে অজেয়, মহাবলবান্ এবং রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব অতিশয় ত্বরা-সহকারে বাণসমূহের দ্বারা ইঁহারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ১৪

পরস্পর বাণবর্ষণ করিতে করিতে মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য এবং পাণ্ডব বীর যুধিষ্ঠিরের ধনুর গুণের তীব্র শব্দ ইন্দ্রের বজ্রের শব্দসদৃশ ছিল॥ ১৫

উভয়েরই তখন দর্প সমুৎপন্ন হইল। ইঁহারা দুইজনে মাংসলোভে গভীর বনে সঞ্চরণরত ব্যাঘ্রের দুইটি শিশুর ন্যায় এবং দন্তবিশিষ্ট মহাগজরাজদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ১৬

তাহার পর মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণে অত্যন্ত বেগবান্ এবং বলশালী বীর যুধিষ্ঠিরের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন॥ ১৭

ততোঽভিবিদ্ধোঽথ যুধিষ্ঠিরোঽপি
সুসম্প্রযুক্তেন শরেণ রাজন্।
জঘান মদ্রাধিপতিং মহাত্মা
মুদঞ্চ লেভে ঋষভঃ কুরূণাম্ ॥ ১৮
ততো মুহূর্তাদিব পার্থিবেন্দ্রো
লব্ধ্বা সংজ্ঞাং ক্রোধসংরক্তনেত্রঃ।
শতেন পার্থং ত্বরিতো জঘান
সহস্রনেত্রপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ১৯
ত্বরংস্ততো ধর্মসুতো মহাত্মা
শল্যস্য কোপাগ্নবলিং পৃষৎকৈঃ।
ভিত্ত্বা হ্যরস্তপনীয়ঞ্চ বর্ম
জঘান ষড্ভিস্তপরৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥ ২০
ততস্তু মদ্রাধিপতিঃ প্রকৃষ্টং
ধনুর্বিকৃষ্য ব্যসৃজৎ পৃষৎকান্
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাঞ্চ তথৈব রাজ্ঞ-
শ্চিচ্ছেদ চাপং কুরুপুঙ্গবস্য ॥ ২১
নবং ততোঽন্যৎ সমরে প্রগৃহ্য
রাজা ধনুর্ঘোরতরং মহাত্মা।
শল্যং তু বিব্যাধ শরৈঃ সমন্তাদ্
যথা মহেন্দ্রো নমুচিং পিতাগ্রৈঃ ॥ ২২
ততস্তু শল্যো নবভিঃ পৃষৎকৈ-
র্ভীমস্য রাজ্ঞশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য।
নিকৃত্য রৌক্মে পটুবর্মণী তয়ো-
র্বিদারয়ামাস ভুজৌ মহাত্মা ॥ ২৩
ততোঽপরেণ জ্বলনার্কতেজসা
ক্ষুরেণ রাজ্ঞো ধনুরুন্নমাথ।
কৃপশ্চ তস্যৈব জঘান সূতং
ষড্ভিঃ শরৈঃ সোঽভিমুখঃ পপাত ॥ ২৪
মদ্রাধিপশ্চাপি যুধিষ্ঠিরস্য
শরৈশ্চতুর্ভির্নিজঘান বাহান্।
বাহাংশ্চ হত্বা ব্যকরোন্মহাত্মা
যোধক্ষয়ং ধর্মসুতস্য রাজ্ঞঃ ॥ ২৫
(যদদ্ভুতং কর্ম ন শক্যমন্যৈঃ
সুদুঃসহং তৎ কৃতবন্তমেকম্।
শল্যং নরেন্দ্রস্য বিষণ্ণভাবাদ
বিচিন্তয়ামাস মুদঞ্চকর্তৃঃ ॥

রাজন্! ইহাতে অত্যন্ত আহত হইয়াও কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একটি বাণের দ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে আহত (ও মূর্চ্ছিত) করিয়া দিলেন। তারপর তিনি অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন ॥ ১৮

তখন ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রাজা শল্য মুহূর্তকাল পরে সংজ্ঞালাভ করত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অতিশয় ত্বরাসহকারে যুধিষ্ঠিরকে একশত বাণে আঘাত করিলেন ॥ ১৯

ইহার পর ধর্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধিত হইয়া অতিক্রান্ত নয়টি বাণ প্রহার করত রাজা শল্যের বক্ষ ও তাঁহার সুবর্ণময় কবচ বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় ছয়টি বাণে তাঁহাতে আঘাত করিলেন ॥ ২০

তদনন্তর মদ্ররাজ শল্য নিজের উত্তম ধনু আকর্ষণ করত বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি দুইটি বাণে কুরুকুল-রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২১

তখন মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গণে অপর একটি নূতন ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শল্যকে সেইভাবে চারিদিক্ দিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র নমুচিদানবকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ২২

ইহার পর মহাত্মা শল্য নয়টি বাণে ভীমসেন ও রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণের সুদৃঢ় কবচ ছেদন করত উভয়েরই বাহু বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনু বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় কৃপাচার্যও ছয়টি বাণে তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। সারথি যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৪

তাহার পর মদ্ররাজ শল্য চারিটি বাণে যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন। অশ্বগণকে সংহার করিয়া মহাত্মা শল্য ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫

(যে অদ্ভুত ও দুঃসহ কার্য্য অপর কেহই করিতে পারেন না, সেই কার্য্যই একাকী শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি করিয়া দেখাইলেন। ইহাতে মৃদঙ্গচিহ্নযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট যুধিষ্ঠির বিষাদগ্রস্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়! আজ কি দৈব-বশতঃ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মিথ্যা হইয়া

কিমেতদিন্দ্রাবরজস্য বাক্যং
মোঘং ভবত্যদ্য বিধের্বলেন।
জহীতি শল্যং হ্রদবৎ তদাজৌ
ন লোকনাথস্য বচোঽন্যথা স্যাৎ॥)

তথা কৃতে রাজনি ভীমসেনো
মদ্রাধিপস্যাথ ততো মহাত্মা।
ছিত্ত্বা ধনুর্বেগবতা শরেণ
দ্বাভ্যামবিধ্যৎ সুদৃঢ়ং নরেন্দ্রম্॥ ২৬

তথাপরেণাস্য জহার যন্ত্রং
কায়াচ্ছিরঃ সংহননীয়মধ্যাৎ
জঘান চাশ্বাংশ্চতুরঃ সুশীঘ্রং
তথা ভৃশং কুপিতো ভীমসেনঃ॥ ২৭

তমগ্রণীঃ সর্বধনুর্ধরাণা-
মেকং চরন্তং সমরেঽতিবেগম্।
ভীমঃ শতেন ব্যকিরচ্ছরাণাং
মাদ্রীসুতঃ সহদেবস্তথৈব॥ ২৮

তৈঃ সায়কৈর্মোহিতং বীক্ষ্য শল্যং
ভীমঃ শরৈরস্য চকর্ত বর্ম।
স ভীমসেনেন নিকৃত্তবর্মা
মদ্রাধিপশ্চর্ম সহস্রতারম্॥ ২৯

প্রগৃহ্য খড়্গঞ্চ রথান্মহাত্মা
প্রস্কন্দ্য কুন্তীসুতমভ্যধাবৎ।
ছিত্ত্বা রথেষাং নকুলস্য সোঽথ
যুধিষ্ঠিরং ভীমবলোঽভ্যধাবৎ॥ ৩০

তং চাপি রাজানমথোৎপতন্তং
ক্রুদ্ধং যথৈবান্তকমাপতন্তম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো দ্রৌপদেয়াঃ শিখণ্ডী
শিনেশ্চ নপ্তা সহসা পরীয়ুঃ॥ ৩১

অথাস্য চর্মাপ্রতিমং সুকৃত্তং
ভীমো মহাত্মা নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
খড়্গঞ্চ ভল্লৈশ্চিচ্ছর্ত মুষ্টৌ
নদন্ প্রহৃষ্টস্তব সৈন্যমধ্যে॥ ৩২

তৎ কর্ম ভীমস্য সমীক্ষ্য হৃষ্টা-
স্তে পাণ্ডবানাং প্রবরা রথৌঘাঃ।
নাদঞ্চ চক্রুর্ভৃশমুৎসৃজন্তঃ
শঙ্খাংশ্চ দধ্মুঃ শশিদন্নিকাশান্॥ ৩৩

যাইবে? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—আপনি যুদ্ধে শল্যকে বধ করুন। সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কখনও অন্যথা হইবে না।)

যখন মদ্ররাজ শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের এরূপ অবস্থা করিয়া দিলেন, তখন মহাত্মা ভীমসেন একটি বেগবান্ বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন এবং অন্য দুইটি বাণে সেই নরপতি শল্যকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। ২৬

তাহার পর অত্যন্ত কুপিত ভীমসেন অপর একটি বাণে সারথির মস্তক ছেদন করত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার চারিটি অশ্বকেও অতিসত্বর বিনাশ করিলেন। ২৭

ইহার পর সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ভীমসেন এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব সমরাঙ্গণে তীব্রবেগে একাকী বিচরণকারী রাজা শল্যের উপর শত শত বাণবর্ষণ করিলেন। ২৮

এই সকল বাণে শল্যকে মোহিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার কবচও ছেদন করিলেন। ভীমসেনকর্তৃক নিজের কবচ ছিন্ন হইলে পর তাহার বলশালী মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য সহস্র তারাচিহ্নে সুশোভিত ঢাল এবং তরবারি গ্রহণ করত সেই রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্বক কুন্তীপুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি নকুলের রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করত যুধিষ্ঠিরের দিকে দৌড়াইয়া যাইলেন। ২৯-৩০

ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় উৎপতিত হইয়া আগত রাজা শল্যকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৩১

মহাত্মা ভীমসেন নয়টি বাণে তাঁহার অনুপম ঢালটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তারপর আপনার সৈন্যদের মধ্যভাগে অতিশয় হর্ষের সহিত গর্জন করিতে করিতে তিনি বহু ভল্লের দ্বারা তাঁহার তরবারিটিকেও ছেদন করিলেন। ৩২

ভীমসেনের এই অদ্ভুত কার্য অবলোকন করত পাণ্ডব-পক্ষের শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হাস্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে ও চন্দ্রসদৃশ শুভ্রবর্ণের শঙ্খ-বাদ্য করিতে লাগিলেন। ৩৩

তেনাথ শব্দেন বিভীষণেন
তথাভিভূতং বলমপ্রধৃষ্যম্।
কাংদিগ্‌ভূতং রুধিরেণোক্ষিতাঙ্গং
বিসংজ্ঞকল্পঞ্চ তদা বিষণ্ণম্ ॥ ৩৪
স মদ্ররাজঃ সহসা বিকীর্ণো
ভীমাগ্রগৈঃ পাণ্ডবযোধমুখ্যৈঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তাভিমুখং জবেন
সিংহো যথা মৃগহেতোঃ প্রয়াতঃ ॥ ৩৫
স ধর্মরাজো নিহতাশ্বসূতঃ
ক্রোধেন দীপ্তো জ্বলনপ্রকাশঃ।
দৃষ্ট্বা চ মদ্রাধিপতিং স্ম তূর্ণং
সমভ্যধাবৎ ত্বমরিং বলেন ॥ ৩৬
গোবিন্দবাক্যং ত্বরিতং বিচিন্ত্য
দধ্রে মতিং শল্যবিনাশনায়
স ধর্মরাজো নিহতাশ্বসূতো
রথে তিষ্ঠন্ শক্তিমেবাভ্যকাঙ্ক্ষৎ ॥ ৩৭
তচ্চাপি শল্যস্য নিশম্য কর্ম
মহাত্মনো ভাগমথাবশিষ্টম্।
কৃষ্ণা মনঃ শল্যবধে মহাত্মা
যথোক্তমিস্রাবরজস্য চক্রে ॥ ৩৮
স ধর্মরাজো মণিহেমদণ্ডাং
জগ্রাহ শক্তিং কনকপ্রকাশাম্।
নেত্রে চ দীপ্তে সহসা বিবৃত্য
মদ্রাধিপং ক্রুদ্ধমনা নিরৈক্ষৎ ॥ ৩৯
নিরীক্ষিতোঽসৌ নরদেব রাজ্ঞা
পূতাত্মনা নির্ধূতকল্মষেণ।
আসীন্ন যত্র ভস্মসান্মদ্ররাজ-
স্তদদ্ভুতং মে প্রতিভাতি রাজন্ ॥ ৪০
ততস্তু শক্তিং রুচিরোগ্রদণ্ডাং
মণিপ্রবেকোজ্জ্বলিতাং প্রদীপ্তাম্।
চিক্ষেপ বেগাৎ সুভৃশং মহাত্মা
মদ্রাধিপায় প্রবরঃ কুরূণাম্ ॥ ৪১
দীপ্তামথৈনাং প্রতিহন্যমানাং বলেন
সর্বস্ফুলিঙ্গাং সহসা পতন্তীম্।
ত্রৈলোক্যসূর্যে কুরবঃ সমেতা
দিদৃক্ষবো যুগান্তে মহতীমিবোল্কাম ॥ ৪২

এই ভয়ানক শব্দে সন্তপ্ত হইয়া অন্যে কৌরব-সৈন্যরা বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং যেন তাঁহাদের তখন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া যাইল। তাঁহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া অজ্ঞাত দিক্ অভিমুখে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৩৪

ভীমসেন যাঁহাদের অগ্রগামী ছিলেন, সেই পাণ্ডবপক্ষের প্রধান বীরগণ কর্তৃক বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য সহসা তীব্রবেগে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন সিংহ অপর এক মৃগকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে ॥ ৩৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি তখন ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি নিজ শত্রু মদ্ররাজ শল্যকে দর্শন করত তাঁহার উপর সত্বরে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করত তিনি অতি সত্বরই শল্যকে বধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বগণ ও সারথি পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল কেবল রথই অবশিষ্ট ছিল; অতএব সেই রথেরই উপর অবস্থান করিয়া তিনি শল্যের উপর শক্তি প্রয়োগ করিবার বিষয় চিন্তা করিলেন ॥ ৩৭

মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহামনা শল্যের পূর্বোক্ত কর্ম অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে নিজের ভাগে অবশিষ্ট জানিয়া যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে শল্যকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন ॥ ৩৮

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মণি ও সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এবং স্বর্ণতুল্য প্রকাশমান একটি শক্তি গ্রহণ করিলেন। তারপর মনে মনে কুপিত হইয়া সহসা রোষ প্রজ্বলিত চক্ষু দুইটিকে বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজ শল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৩৯

নরদেব! পাপহীন, পবিত্রহৃদয় রাজা যুধিষ্ঠির রোষসহকারে দেখিতে থাকিলেও মদ্ররাজ শল্য দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইলেন না—ইহা আমার অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতে লাগিল ॥ ৪০

তদনন্তর কৌরবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সুন্দর ও ভয়ঙ্করযুক্ত এবং উত্তম মণিসকল গ্রথিত থাকায় দেখিতে প্রজ্বলিত দেদীপ্যমান শক্তিকে মদ্ররাজ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪১

বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রজ্বলিত ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গযুক্তা সেই শক্তিকে সেখানে সমবেত সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা প্রলয়কালে

তাং কালরাত্রীমিব পাশহস্তাং
যমস্য ধাত্রীমিব চোগ্ররূপাম্।
স ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমামমোঘাং
সসর্জ যত্নো যুধি ধর্মরাজঃ॥ ৫৩

গন্ধস্রগগ্র্যাসনপানভোজনৈ-
রভ্যর্চিতাং পাণ্ডুসুতৈঃ প্রযত্নাৎ।
সাংবর্তকাগ্নিপ্রতিমাং জ্বলন্তীং
কৃত্যামথর্বাঙ্গিরসীমিবোগ্রাম্॥ ৫৪

ঈশানহেতোঃ প্রতিনির্মিতাং তাং
দৃষ্ট্বা রিপূণামসুদেহভক্ষ্যাম্।
ভূম্যন্তরিক্ষাদিজলাশয়ানি
প্রসহ্য ভূতানি নিহন্তুমীশাম্॥ ৫৫

ঘণ্টা-পতাকা-মণি-বজ্রভাজং
বৈদূর্য্যচিত্রাং তপনীয়দণ্ডাম্।
দৃষ্ট্বা প্রযত্নান্নিয়মেন কৃপ্তাং
ব্রহ্মদ্বিষামসৃকরীমমোঘাম্॥ ৫৬

বলপ্রযত্নাদধিরূঢ়বেগাং
মন্ত্রৈশ্চ ঘোরৈরভিমন্ত্র্য যত্নাৎ।
সসর্জ মার্গেণ চ তাং পরেণ
বধায় মদ্রাধিপতেস্তদানীম্॥ ৫৭

হতোঽসি পাপেত্যভিগর্জমানো
রুদ্রোঽন্ধকারান্তকরং যথেষুম্।
প্রসার্য্য বাহুং সুদৃঢ়ং সুপাণিং
ক্রোধেন নৃত্যন্নিব ধর্মরাজঃ॥ ৫৮

(স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমংশুজালৈ-
র্ধর্মাত্মনো মন্ত্রবিনাশকালে।
পুরত্রয়প্রোৎসরণে পুরস্তা
ন্মাহেশ্বরং রূপমভূৎ তদানীম্॥)

তাং সর্বশক্ত্যা প্রহিতাং সুশক্তিং
যুধিষ্ঠিরেণাপ্রতিবার্য্যবীর্য্যাম্।
প্রতিগ্রহায়াভিননর্দ শল্যঃ
সমাগতঘূর্ণমগ্নিরিবাজ্যধারাম্॥ ৫৯

আকাশ হইতে পতিত বিশাল উল্কার ন্যায় সহসা শল্যের উপর পতিত হইতে দেখিলেন॥ ৫২

এই শক্তি পাশহস্ত কালরাত্রির ন্যায় উগ্র, যমরাজের ধাত্রীর ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং ব্রহ্মদণ্ডতুল্য অমোঘ ছিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় যত্ন ও সাবধানতার সহিত যুদ্ধে ইহার প্রয়োগ করিলেন॥ ৫৩

পাণ্ডবগণ গন্ধ (চন্দন), মালা, উত্তম আসন, পেয় পদার্থ ও ভোজনাদি অর্পণ করত সদা যত্নসহকারে এই শক্তির পূজা করিতেন। এই শক্তি প্রলয়কালীন সংবর্তকনামক অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ হইতে উৎপন্না কৃত্যার ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৫৪

দ্বষ্টা প্রজাপতি (বিশ্বকর্মা) ভগবান্ শঙ্করের জন্য এই শক্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা শত্রুগণের প্রাণ ও শরীরকে নিজের গ্রাসে পরিণত করে এবং জল, স্থল ও আকাশাদিতে অবস্থিত সকল প্রাণীকেই সবলে বিনাশ করিতে সমর্থ॥ ৫৫

ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ও পতাকাসকল সংযুক্ত ছিল, মণি ও হীরকাদি ভূষিত ছিল এবং বৈদূর্য্যমণির দ্বারা ইহাকে চিত্রিত করা হইয়াছিল। এই শক্তির দণ্ড তপ্ত সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত ছিল। এই অস্ত্র রক্তদ্রোহীদিগের বিনাশকারক ও লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অব্যর্থ ছিল॥ ৫৬

বল ও প্রযত্নের দ্বারা ইহার বেগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির সেই সময় মন্ত্রদ্বারা শল্যকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাকে ঘোর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া উত্তম পথে যত্নসহকারে নিক্ষেপ করিলেন॥ ৫৭

যেরূপ রুদ্রদেব অন্ধকাসুরের উপর প্রাণান্তকর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রোধে যেন নৃত্য করিতে করিতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সুন্দর হস্তবিশিষ্ট নিজের সুদৃঢ় বাহু বিস্তার করত সেই শক্তি শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং গর্জন করিতে করিতে বলিলেন—অরে পাপী! তুমি নিহত হও॥ ৫৮

(পুরাকালে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিবার সময় ভগবান্ মহেশ্বরের যেরূপ রূপ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপই শল্যকেও সংহার করিবার সময় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরেরও রূপ প্রতীয়মান হইতে ছিল। তিনি নিজের কিরণসমূহ হইতে প্রভাপুঞ্জ বিকীরণ করিতেছিলেন।)

যুধিষ্ঠির এই উত্তম শক্তিকে নিজে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা বাস্তবিক, অস্ত্রের প্রভাব ও বল নিবারণ করা যদিও অসম্ভব ছিল, তথাপি ইহার আঘাত সহ্য করিবার জন্য মদ্ররাজ শল্য গর্জন করিয়া উঠিলেন। ইহাতে মনে হইল—অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতধারা গ্রহণ করিবার জন্য অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন॥ ৫৯

সা তস্য মর্মাণি বিদার্য্য শুভ্র-
মুরো বিশালঞ্চ তথৈব ভিত্ত্বা
বিবেশ গাং তোয়মিবাপ্রসক্তা
যশো বিশালং নৃপতের্মহস্তী ॥ ৫০

নাসাক্ষিকর্ণাস্য বিনিঃসৃতেন
প্রস্যন্দতা চ ব্রণসম্ভবেন
সংসিক্তগাত্রো রুধিরেণ সোঽভূৎ
ক্রৌঞ্চো যথা স্কন্দহতো মহাদ্রিঃ ॥ ৫১

প্রসার্য্য বাহূ চ রথাদ্ গতো গাং
সংছিন্নবর্ম্মা কুরুনন্দনেন
মহেন্দ্রবাহুপ্রতিমো মহাত্মা
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥ ৫২

বাহূ প্রসার্য্যাভিমুখো ধর্মরাজস্য মদ্ররাট্
ততো নিপতিতো ভূমাবিন্দ্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥ ৫৩

স তথা ভিন্নসর্বাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
প্রত্যুদ্গত ইব প্রেম্না ভূম্যা স নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫৪
প্রিয়য়া কান্তয়া কান্তঃ পতমান ইবোরসি।
চিরং ভুক্ত্বা বসুমতীং প্রিয়াং কান্তামিব প্রভুঃ ॥ ৫৫
সর্বৈরঙ্গৈঃ সমাশ্লিষ্য প্রসুপ্ত ইব চাভবৎ।
ধর্ম্যে ধর্ম্যাত্মনা যুদ্ধে নিহতো ধর্মসূনুনা ॥ ৫৬
সম্যগ্ ঘুত ইব স্বিষ্টঃ প্রশান্তোঽগ্নিরিবাধ্বরে।
শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়ং বিপ্রবিদ্ধায়ুধধ্বজম্ ॥ ৫৭
সংশান্তমপি মদ্রেশং লক্ষ্মীর্নৈব বিমুঞ্চতি।
ততো যুধিষ্ঠিরশ্চাপমাদায়েন্দ্রধনুঃপ্রভম্ ॥ ৫৮
ব্যধমদ্ দ্বিষতঃ সংখ্যে খগরাড়িব পন্নগান্।
দেহান্ সুনিশিতৈর্ভল্লৈ রিপূণাং নাশয়ন্ ক্ষণাৎ ॥ ৫৯
ততঃ পার্থশ্চ বাণৌঘৈরাবৃতাঃ সৈনিকাস্তব।
নিমীলিতাক্ষাঃ ক্ষিণ্বন্তো ভূশমন্যোন্যমর্দিতাঃ ॥ ৬০

কিন্তু এই শক্তি রাজা শল্যের মর্মস্থান সকল বিদীর্ণ করিয়া উহার উজ্জ্বল ও বিশাল বক্ষঃস্থল ভেদ এবং বিস্তৃত যশকে ধ্বস্ত করিতে করিতে জলের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। ইহার গতি কোথাও কুণ্ঠিত হইল না। ৫০

যেরূপ কার্ত্তিকেয়ের শক্তিতে আহত মহাপর্ব্বত ক্রৌঞ্চ গৈরিকমিশ্রিত ঝরণার জলে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ হইতে নির্গত এবং ক্ষতস্থানসমূহ হইতে প্রবাহিত রক্তে শল্যের সমগ্র দেহ আর্দ্র হইয়া যাইল। ৫১

কুরুনন্দন! ভীমসেন যাহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের ঐরাবত-সদৃশ বিশালকায় রাজা শল্য দুই বাহু বিস্তার করত বজ্রাহত পর্ব্বত শিখরের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৫২

মদ্ররাজ শল্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই নিজের দুই বাহু বিস্তার করত উচ্চ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। ৫৩

শল্যের সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি রক্তে আপ্লুত হইয়াছিলেন। যেরূপ কোন প্রিয়তমা কামিনী নিজের বক্ষঃস্থলে পতনোদ্যত প্রিয়তমকে প্রেমের সহিত স্বাগত জানাইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীদেবী তাঁহার উপর পতনরত নরশ্রেষ্ঠ শল্যকে যেন প্রেমের সহিত অগ্রসর হইয়া স্বাগত জানাইলেন। ৫৪½

প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় এই বসুধাকে দীর্ঘকাল ধারয়া উপভোগ করিবার পর রাজা শল্য যেন নিজের সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করত শয়ন করিলেন। ৫৫½

সেই ধর্ম্যাত্মকুল যুদ্ধে ধর্ম্যাত্মা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিহত রাজা শল্য যজ্ঞে বিধি অনুসারে ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত হইয়া শান্ত 'বিষ্টকৃৎ' অগ্নির ন্যায় সর্ব্বথা শান্ত হইয়া যাইলেন। ৫৬½

শক্তি রাজা শল্যের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত ছিল এবং তিনি চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যাইলেন। কিন্তু এই সময়েও মদ্ররাজের লক্ষ্মী (শোভা বা কান্তি) নষ্ট হয় নাই। ৫৭½

অনন্তর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনু তুল্য কান্তিমান্ অপর বহু গ্রহণ করত সর্প-সংহারকারী গরুড়ের ন্যায় যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুদের দেহ নষ্ট করিতে করিতে ক্ষণকালের মধ্যেই সব কিছু ধ্বংস করিয়া দিলেন। ৫৮-৫৯

যুধিষ্ঠিরের বাণসমূহে আচ্ছাদিত আপনার সৈন্যরা চক্ষু নিমীলিত করিলেন এবং পরস্পরকে আহত করিতে করিতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় দেহ হইতে রক্ত ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে সেই সমস্ত সৈন্যরা নিজ নিজ অস্ত্র ও প্রাণহীন হইয়া যাইলেন। ৬০½

ক্ষরন্তো রুধিরং দেহৈর্বিপন্নায়ুধজীবিতাঃ
ততঃ শল্যো নিপতিতে মদ্ররাজানুজো যুবা। ৬১
ভ্রাতৃস্নেহো গুণৈঃ সর্বৈ রথী পাণ্ডবমভ্যয়াৎ।
বিব্যাধ চ নরশ্রেষ্ঠো নারাচৈরষ্টভিস্তরন্। ৬২
হতভ্রাতৃচিতিং ভ্রাতুশ্চিকীর্ষুর্দুষ্কৃতং মহৎ
তং বিব্যাধাশুগৈঃ ষড়্ভির্মর্মজ্ঞস্তরন্নিব। ৬৩
কার্ম্মুকং চাস্য বিচ্ছেদ ক্ষুরাভ্যাং ধ্বজমেব চ।
ততোঽস্য দীপ্যমানেন সুদৃঢ়েন শিতেন চ। ৬৪
প্রমুখে বর্ত্তমানস্য ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ।
সকুণ্ডলং তদ্ বদনং পতমানং শিরো রথাৎ। ৬৫
পুণ্যক্ষয়মনুপ্রাপ্য পতন্ স্বর্গাদিব চ্যুতঃ।
তস্যাপকৃত্তনীষঃ তু শরীরং পতিতং রথাৎ। ৬৬
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং দৃষ্ট্বা সৈন্যমভজ্যত
বিচিত্রকবচে তস্মিন্ হতে মদ্ররূপানুজে। ৬৭
হাহাকারং প্রকুর্বাণাঃ কুরবোঽভিপ্রচুক্রুবুঃ।

শল্যানুজং হতং দৃষ্ট্বা ভাবকাস্ত্যক্তজীবিতাঃ। ৬৮
বিত্রেসুঃ পাণ্ডবভয়াদ্ রজোধ্বস্তান্তরা ভৃশম্।
তাংস্তথা ভজ্যমানাংস্তু কৌরবান্ ভরতর্ষভ। ৬৯
শিনের্নপ্তা কিরন্ বাণৈরভ্যবর্ত্তত সাত্যকিঃ।
তমায়ান্তং মহেষ্বাসং দুষ্প্রসহ্যং দুরাসদম্। ৭০
হার্দিক্যস্তরিতো রাজন্ প্রত্যগৃহ্ণাদতীতবৎ।
তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ বার্ষ্ণেয়ৌ বরবাজিনৌ। ৭১
হার্দিক্যঃ সাত্যকিশ্চৈব সিংহাবিব বলোৎকটৌ।
ইষুভির্বিমলাভাসৈশ্ছাদয়ন্তৌ পরস্পরম্। ৭২
অর্চিভিরিব সূর্য্যস্য দিবাকরসমপ্রভৌ।
চাপমার্গবিলোদ্ভূতান্ মার্গণান্ বৃষ্ণিসিংহয়োঃ। ৭৩
আকাশগানপশ্যাম পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্।
সাত্যকিং দশভির্বিদ্ধ্বা হয়াংশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ। ৭৪
চাপমেকেন চিচ্ছেদ হার্দিক্যো নতপর্ব্বণা।
তন্নিকৃত্তং ধনুঃশ্রেষ্ঠমপাস্য শিনিপুঙ্গবঃ। ৭৫

তদনন্তর মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবক তাঁহারই তুল্য গুণসমূহ সম্পন্ন ছিলেন, তিনি রথে আরোহণ করত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ৬১½

নিহত ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় এই রণ-দুর্ম্মদ নরশ্রেষ্ঠ বীর অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া বহুসংখ্যক নারাচের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। ৬২½

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বরতার সহিত ছয়টি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং দুইটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৬৩½

তাহার পর একটি নির্ম্মল, সুদৃঢ় ও তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা সেই রাজকুমারের মস্তক ছেদন করিলেন। ৬৪½

পুণ্য শেষ হইয়া যাইলেন স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট জীবের ন্যায় তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককে রথ হইতে ভূতলে পতিত হইতে দেখা যাইল। ৬৫½

যাহার মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, রক্তাপ্লুত তাঁহার দেহও তখন রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। ৬৬½

মদ্রদেশাধিপতি শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র কবচে সুশোভিত ছিলেন। তিনি নিহত হইলে পর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা হাহাকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইলেন। ৬৭½

শল্যের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া ধূলিধূসরিত আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী পাণ্ডুপুত্রগণের ভয়ে নিজেদের জীবনের আশা পরিত্যাগ করত অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। ৬৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে পলায়নরত সেই কৌরব-যোদ্ধাদের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে শিনি-পৌত্র সাত্যকি তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ৬৯½

রাজন্! দুঃসহ ও দুর্জ্জয় মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা অতি সত্বর একজন নির্ভয় যোদ্ধার ন্যায় তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ৭০½

শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত এই বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মা বীর সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা দুইটি বলোন্মত্ত সিংহের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ৭১½

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী এই দুই বীর দিনকর সূর্য্যদেবের কিরণাবলির ন্যায় নির্ম্মল কান্তিযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। ৭২½

বৃষ্ণিবংশের এই দুই সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী বীর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শীঘ্রগামী বাণশ্রেণীকে আমরা পতঙ্গদলের ন্যায় আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া যাইতে দেখিলাম। ৭৩½

কৃতবর্ম্মা দশটি বাণে সাত্যকিকে এবং তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করত আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন। ৭৪½

ছিন্ন সেই শ্রেষ্ঠ ধনু নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিনিপ্রবর সাত্যকি তাহা

অন্যদাদত্ত বেগেন বেগবত্তরমায়ুধম্।
তদাদায় ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঃ সর্বধন্বিনাম্। ৭৬
হার্দিক্যং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
ততো রথং যুগেষাঞ্চ ছিত্ত্বা ভল্লৈঃ সুসংযতৈঃ। ৭৭
অশ্বাংস্তথাবধীৎ তূর্ণমুভৌ চ পার্ষ্ণিসারথী।
ততস্তং বিরথং দৃষ্ট্বা কৃপঃ শারদ্বতঃ প্রভো। ৭৮
অপোবাহ ততঃ ক্ষিপ্রং রথমারোপ্য বীর্য্যবান্।
মদ্ররাজে হতে রাজন্ বিরথে কৃতবর্মণি। ৭৯
দুর্য্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
তৎ পরে নাববুধ্যন্ত সৈন্যেন রজসা বৃতে। ৮০
বলং তু হতভূয়িষ্ঠং তৎ তদাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
ততো মুহূর্তাৎ তেঽপশ্যন্ রজো ভীমং সমুত্থিতম্। ৮১
বিবিধৈঃ শোণিতস্রাবৈঃ প্রশান্তং পুরুষর্ষভ।
ততো দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ। ৮২

জবেনাপততঃ পার্থানেকঃ সর্গানবারয়ৎ।
পাণ্ডবান্ সরথান্ দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্। ৮৩
আনর্তঞ্চ দুরাধর্ষং শিতৈর্বাণৈরবারয়ৎ।
তং পরে নাভ্যবর্তন্ত মর্ত্যা মৃত্যুমিবাগতম্। ৮৪
অথান্যং রথমাস্থায় হার্দিক্যোঽপি স্তবর্তত।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ত্বরমাণো মহারথঃ। ৮৫
চতুর্ভিনিজঘানাশ্বান্ পত্রিভিঃ কৃতবর্মণঃ।
বিব্যাধ গৌতমং চাপি ষড়্ভির্ভল্লৈরমুত্তেজনৈঃ। ৮৬
অশ্বত্থামা ততো রাজ্ঞা হতাশ্বং বিরথীকৃতম্।
তমপোবাহ হার্দিক্যং স্বরথেন যুধিষ্ঠিরাৎ। ৮৭
ততঃ শারদ্বতঃ ষড়্ভিঃ প্রত্যবিধ্যদ্ যুধিষ্ঠিরম্।
বিব্যাধ চাশ্বানিশিতৈস্তস্যাভিঃ শিলীমুখৈঃ। ৮৮
এবমেতন্মহারাজ যুদ্ধশেষমবর্তত।
তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্ সহ পুত্রস্য ভারত। ৮৯

হইতেও অধিক বেগশালী অপর একটি ধনু অতিক্রত গ্রহণ করিলেন। ৭৫½

এই শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করত সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের অগ্রগণ্য সাত্যকি কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৭৬½

তাহার পর সুসংযত ভল্লসমূহের দ্বারা তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষাদণ্ড ছেদন করত সত্বর তাঁহার অশ্বগণকে এবং দুইজন পার্শ্বরক্ষকে বিনাশ করিলেন। ৭৭½

প্রভো! কৃতবর্ম্মাকে রথহীন হইয়া যাইতে দেখিয়া শরদ্বানের পুত্র পরাক্রমশালী কৃপাচার্য্য তাঁহাকে সত্বর নিজ রথে আরোহণ করাইয়া সেখান হইতে লইয়া যাইলেন। ৭৮½

রাজন্! যখন মদ্ররাজ শল্য নিহত ও কৃতবর্ম্মা রথহীন হইলেন, তখন দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৭৯½

কিন্তু সেখানে চারিদিকে ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য শত্রুগণ ইহা জানিতে পারে নাই। অধিকাংশ যোদ্ধা নিহত হওয়ায় সেই সময় সমস্ত সৈন্যই যুদ্ধ-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৮০½

পুরুষপ্রবর! তদনন্তর মুহূর্তকাল পরে তাঁহারা সকলে দেখিলেন যে, পৃথিবী হইতে যে সমস্ত ধূলিজাল উত্থিত হইয়াছিল, উহা নানাপ্রকার রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় শান্ত হইয়া গিয়াছে। ৮১½

সেই সময় দুর্য্যোধন নিজের পার্শ্ব হইতে সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বেগে আক্রমণকারী সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে তিনি একাকীই রুদ্ধ করিলেন। ৮২½

রথসহ পাণ্ডবগণকে, ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং আনর্ত্তপতিকে সম্মুখে দেখিয়া দুর্য্যোধন তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা ইঁহাদের সকলকে নিবারণ করিলেন। ৮৩½

যেরূপ মরণধর্ম্মা মনুষ্য নিজ পার্শ্বে উপস্থিত মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ এই শত্রুপক্ষের সৈন্যরা দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময় কৃতবর্ম্মাও অপর একটি রথে আরোহণ করত পুনরায় সেস্থলে আসিলেন। ৮৪½

তখন মহারথী রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় ত্বরা করিয়া চারিটি বাণে কৃতবর্ম্মার চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার ছয়টি ভল্লের দ্বারা কৃপাচার্য্যকেও বিদ্ধ করিলেন। ৮৫-৮৬

ইহার পর অশ্বত্থামা নিজ রথের দ্বারা অশ্বগণ নিহত হওয়ায় রথহীন কৃতবর্ম্মাকে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইলেন। ৮৭

তখন কৃতবর্ম্মা ছয়টি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং অন্য তীক্ষ্ণধার আটটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিলেন। ৮৮

মহারাজ! ভরতবংশধর রাজন্! এইরূপে পুত্রসহ আপনার কুমন্ত্রণার দ্বারা এই যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিল। ৮৯

তস্মিন্ মহেষ্বাসবরে বিশস্তে
সংগ্রামমধ্যে কুরুপুঙ্গবেন।
পার্থাঃ সমেতাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ
শঙ্খান্ প্রদধ্মুর্হতমীক্ষ্য শল্যম্। ৯০
যুধিষ্ঠিরঞ্চ প্রশশংসুরাজৌ
পুরা কৃতে বৃত্রবধে যথেন্দ্রম্
চক্রুশ্চ নানাবিধবাদ্যশব্দান্
নিনাদয়ন্তো বসুধাং সমেতাঃ। ৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ। ১৭

কুরুকুলপ্রধান যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ মহারথীর শল্য নিহত হইলে পর কুন্তীর সমস্ত পুত্রগণ একত্রে সম্মিলিত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং শল্যকে নিহত হইতে দেখিয়া সকলে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৯০

যেরূপ পুরাকালে বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পর দেবতাগণ ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত পাণ্ডবগণ রণাঙ্গনে যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উহারা সকলে নানা প্রকার বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৯১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্যের বধবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[মদ্ররাজ-শল্যস্যানুচরাণাং বিনাশঃ, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

শল্যেঽথ নিহতে রাজন্ মদ্ররাজপদানুগাঃ
রথাঃ সপ্তশতা বীরা নির্যযুর্মহতো বলাৎ। ১
দুর্য্যোধনস্তু স্থিরদমারুহ্যাচলসন্নিভম্
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন বীজ্যমানশ্চ চামরৈঃ। ২
ন গন্তব্যং ন গন্তব্যমিতি মদ্রানবারয়ৎ।
দুর্য্যোধনেন তে বীরা বীজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ। ৩
যুধিষ্ঠিরং জিঘাংসন্তঃ পাণ্ডূনাং প্রবিশন্ বলম্।
তে তু শূরা মহারাজ কৃতচিত্তাশ্চ যোধনে। ৪
ধনুঃ শব্দং মহৎ কৃত্বা সহাযুধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ।
শ্রুত্বা চ নিহতং শল্যং ধর্মপুত্রঞ্চ পীড়িতম্। ৫
মদ্ররাজপ্রিয়ে যুক্তৈর্মদ্রকাণাং মহারথৈঃ।
আজগাম ততঃ পার্থো গাণ্ডীবং বিষ্ফিপন্ ধনুঃ। ৬
পূরয়ন্ রথঘোষেণ দিশঃ সর্বা মহারথঃ।
ততোঽর্জুনশ্চ ভীমশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ। ৭
সাত্যকিশ্চ নরব্যাঘ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চালাঃ সহ সোমকৈঃ। ৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মদ্ররাজ শল্যের অনুচরগণের বিনাশ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর তাঁহার অনুগামী সাতশত বীর রথী বিশাল কৌরব-সৈন্য হইতে নির্গত হইলেন। সেই সময় দুর্য্যোধন পর্ব্বতাকার এক হস্তীতে আরোহণ করত মস্তকে ছত্রধারণ পূর্ব্বক চামরের দ্বারা বীজিত হইতে হইতে সেখানে আসিলেন এবং "যাইও না যাইও না" এই কথা বলিয়া সেই মদ্রদেশীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন বারংবার নিষেধ করিলেও এই বীর যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ১-৩½

মহারাজ! এই বীরবর যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়াছিলেন; অতএব ধনুর গম্ভীর টঙ্কার-ধ্বনি করত পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহারা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৪½

শল্য নিহত হইয়াছেন এবং মদ্ররাজ শল্যের প্রিয় করিবার বাসনায় মদ্রদেশীয় মহারথী যোদ্ধারা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া কুন্তীনন্দন মহারথী অর্জুন গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে ও রথের গম্ভীর শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূরিত করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫-৬½

তদনন্তর অর্জুন, ভীমসেন, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও সোমক বীরগণ—ইঁহারা সকলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন। ৭-৮½

যুধিষ্ঠিরং পরীপ্সন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
তে সমন্তাৎ পরিবৃতাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ৯
ক্ষোভয়ন্তি স্ম তাং সেনাং মকরাঃ সাগরং যথা।
বৃক্ষানিব মহাবাতাঃ কম্পয়ন্তি স্ম তাবকান্ ॥ ১০
পুরোবাতেন গঙ্গেব ক্ষোভ্যমাণা মহানদী।
অক্ষোভ্যত তদা রাজন্ পাণ্ডূনাং বাহিনী ততঃ ॥ ১১
প্রস্কন্দ্য সেনাং মহতীং মহাত্মানো মহারথাঃ।
বহবশ্চুক্রুশুস্তত্র ক্ব স রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১২
ভ্রাতরো বাস্য তে শূরা দৃশ্যন্তে নেহ কেন চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ শৈনেয়ো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৩
পাঞ্চালাশ্চ মহাবীর্য্যাঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
এবং তান্ বাদিনঃ শূরান্ দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ ॥ ১৪
অভ্যয়ুর্যুযুধানশ্চ মদ্ররাজপদানুগান্।
চক্রৈর্বিমথিতৈঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নৈর্মহাধ্বজৈঃ ॥ ১৫

তে দৃশ্যন্তেঽপি সমরে তাবকাঃ নিহতাঃ পরৈঃ।
আলোক্য পাণ্ডবান্ যুদ্ধে যোধা রাজন্ সমন্ততঃ ॥ ১৬
বার্য্যমাণা যযুর্বেগাৎ পুত্রেণ তব ভারত।
দুর্যোধনশ্চ তান্ বীরান্ বারয়ামাস সান্ত্বয়ন্ ॥ ১৭
ন চাস্য শাসনং কেচিত্তত্র চক্রুর্মহারথাঃ।
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরব্রবীৎ ॥ ১৮
দুর্যোধনং মহারাজ বচনং বচনক্ষমঃ।
কিং নঃ সম্প্রেক্ষমাণানাং মদ্রাণাং হন্যতে বলম্ ॥ ১৯
ন যুক্তমেতৎ সমরে ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভারত।
সহিতৈস্তাপি যোদ্ধব্যমিত্যেষ সময়ঃ কৃতঃ ॥ ২০
অথ কস্মাৎ পরানেব গতো মর্ষয়সে নৃপ।

দুর্যোধন উবাচ।

বার্য্যমাণা ময়া পূর্বং নৈতে চক্রুর্বচো মম ॥ ২১

যুধিষ্ঠিরকে সকল দিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত পুরুষপ্রধান পাণ্ডব-যোদ্ধারা সেই সৈন্যদিগকে সেইভাবে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মকর সাগরকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। ৯½

যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষসকলকে আন্দোলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডব-বীরগণ আপনার সৈন্যদিগকে কম্পিত করিয়া দিলেন। রাজন্! যেরূপ পূর্বদিকের বায়ু গঙ্গা নদীকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সৈন্যরাও পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে ক্ষুভিত করিয়া ফেলিলেন। ১০-১১

এই বহুসংখ্যক মহাত্মা মদ্রমহারথী বিশাল পাণ্ডবসৈন্যকে মথিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন—কোথায় সেই রাজা যুধিষ্ঠির? তাঁহার বীর ভ্রাতারাই বা এখন কোথায়? তাঁহাদের সকলকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? ১২½

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর সকল পুত্রগণ, মহাপরাক্রমী পাঞ্চাল বীরবৃন্দ এবং মহারথী শিখণ্ডী—ইহারা সকলে কোথায়? ১৩½

এই কথা বলিতে বলিতে অবস্থিত সেই মদ্ররাজ শল্যের অনুগামী বীর যোদ্ধাদিগকে দ্রৌপদীর মহারথী পুত্রগণ ও সাত্যকি বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪½

সমরাঙ্গণে আপনার সেই সমস্ত সৈন্যরা শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইতে লাগিলেন। কিছু যোদ্ধা ছিন্ন-ভিন্ন রথচক্রসকল এবং কিছু যোদ্ধা ছিন্ন বিশাল ধ্বজসমূহের সহিত ধরাশায়ী হইতেছেন—ইহা দেখা যাইল। ১৫½

রাজন্! ভরতনন্দন! সেই যোদ্ধারা যুদ্ধে সর্বদিকে বিস্তৃত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন নিষেধ করিলেও সবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ১৬½

দুর্যোধন এই বীরগণকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সেখানে কোন মহারথীই তাঁহার এই আদেশ পালন করিলেন না। ১৭½

মহারাজ! তখন কথা বলিতে নিপুণ গান্ধাররাজপুত্র শকুনি দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ১৮½

ভারত! আমাদের সাক্ষাতেই মদ্রদেশের এই সৈন্যরা কেন নিহত হইতেছে? তুমি রণাঙ্গনে থাকিতে এরূপ হওয়া উচিত নয়। ১৯½

আমরা সকলে এই শপথ করিয়াছি যে, 'আমরা সকল যোদ্ধাই একসঙ্গে যুদ্ধ করিব'। হে নৃপ! এরূপ অবস্থায় শত্রুদিগকে নিজের সৈন্যদের বিনাশ করিতে দেখিয়াও তুমি কেন সহ্য করিতেছ? ২০½

দুর্যোধন বলিলেন,—আমি প্রথমেই ইহাদের নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু ইহারা আমার কথা মানিল না এবং পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছে। ২১½

এতে বিনিহতাঃ সর্বে প্রস্থল্লাঃ পাণ্ডুবাহিনীম্।
শকুনি উবাচ।
ন তর্কুঃ শাসনং বীরা রণে কুর্বন্ত্যমর্ষিতাঃ। ২২
অলং ক্রোদ্ধুমথৈতেষাং নায়ং কাল উপেক্ষিতুম্।
যামঃ সর্বে চ সঙ্ঘূয় সবাজি-রথ-কুঞ্জরাঃ। ২৩
পরিত্রাতুং মহেষ্বাসান্ মদ্ররাজপদানুগান্।
অন্যোন্যং পরিরক্ষামো যত্নেন মহতা নৃপ। ২৪
সঞ্জয় উবাচ।
এবং সর্বেঽনুসঙ্কিন্ত্য প্রযযুর্যত্র সৈনিকাঃ।
এবমুক্তস্তদা রাজা বলেন মহতা বৃতঃ। ২৫
প্রযযৌ সিংহনাদেন কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।
হত বিধ্যত গৃহ্নীত প্রহরধ্বং নিকৃন্তত। ২৬
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দস্তব সৈনস্য ভারত
পাণ্ডবান্ত রণে দৃষ্ট্বা মদ্ররাজপদানুগান্। ২৭
সহিতানভ্যবর্তন্ত গুল্মমাস্থায় মধ্যমম্।
তে মুহূর্তাদ্ রণে বীরা হস্তাহস্তি বিশাম্পতে। ২৮
নিহতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত মদ্ররাজ পদানুগাঃ।
ততো নঃ সম্প্রয়াতানাং হতা মদ্রান্তরস্থিনঃ। ২৯
হৃষ্টাঃ কিলকিলাশব্দমকুর্বন্ সহিতাঃ পরে।
উত্থিতানি কবন্ধানি সমদৃশ্যন্ত সর্বশঃ। ৩০
পপাত মহতি চোল্কা মধ্যেনাদিত্যমণ্ডলম্।
রথৈর্ভগ্নৈর্যুগাক্ষৈশ্চ নিহতৈশ্চ মহারথৈঃ। ৩১
অশ্বৈর্নিপতিতৈশ্চৈব সংছন্নাভূদ্ বসুন্ধরা।
বাতায়মানৈস্তরগৈর্যুগাসক্তৈস্ততস্ততঃ। ৩২
অদৃশ্যন্ত মহারাজ যোধাস্তত্র রণাজিরে
ভগ্নচক্রান্ রথান্ কেচিদহরন্তুরগা রণে। ৩৩
রথার্ধং কেচিদাদায় দিশো দশ বিবভ্রমুঃ।
তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত যোক্ত্রৈঃ শ্লিষ্টাঃ স্ম বাজিনঃ। ৩৪
রথিনঃ পতমানাংশ্চ দৃশ্যন্তে স্ম নরোত্তমাঃ।
গগনাৎ প্রচ্যুতাঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যানামিব সংক্ষয়ে। ৩৫
নিহতেষু চ শূরেষু মদ্ররাজানুগেষু বৈ।
অস্মানাপততস্তাপি দৃষ্ট্বা পার্থা মহারথাঃ। ৩৬

শকুনি বলিলেন,—নৃপ! যুদ্ধস্থলে রোষ ও অমর্ষের বশীভূত হইয়া বীর যোদ্ধারা প্রভুর আজ্ঞা পালন করে না; এই অবস্থায় ইহাদের উপর ক্রোধ করা উচিত হইবে না। এখন ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার সময় নয়। আমরা সকলে একত্রিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যের মহাধনুর্দ্ধর সেবকগণকে রক্ষা করিবার জন্য হস্তী, অশ্ব ও রথসহ গমন করিব এবং বিশেষ যত্নসহকারে পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিব। ২২-২৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে সেস্থলে গমন করিলেন, যেস্থানে সেই সৈন্যরা উপস্থিত ছিলেন। শকুনি এই কথা বলিলে পর রাজা দুর্য্যোধন বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৫½

ভারত! সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে 'বিনাশ কর, আহত কর, ধরিয়া ফেল, প্রহার কর এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও' এই সব ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ২৬½

রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যের সেবকগণকে একত্রে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া পাণ্ডব-যোদ্ধারা মধ্যম গুল্মের (সৈন্যের) আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ২৭½

প্রজানাথ! এই মদ্ররাজ শল্যের অনুগামী বীরগণ রণাঙ্গনে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে হাতাহাতি করিয়া নিহত হইয়া যাইলেন—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ২৮½

সেখানে আমরা উপস্থিত হইতেই মদ্রদেশের সেই বেগশালী বীরগণ কালের গ্রাসে পরিণত হইলেন এবং শত্রুসৈন্যরা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আনন্দে কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল। ২৯½

সকল দিকে কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) উত্থিত ছিল এবং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে সেখানে বিশাল উল্কা পতিত হইল। ৩০½

ভগ্ন রথ, যুগ ও অক্ষসকল এবং নিহত মহারথিগণ ও ধরাশায়ী অশ্ববৃন্দের দ্বারা রণভূমি আবৃত হইয়া যাইল। ৩১½

মহারাজ! সেখানে সমরাঙ্গণে বহুসংখ্যক যোদ্ধা যুগে বদ্ধ বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা এদিক্ ওদিকে বাহিত হইতেছেন—ইহা দেখা যাইতে লাগিল। ৩২½

কিছু অশ্ব রণাঙ্গনে ভগ্ন চক্রযুক্ত রথকে বহন করিতেছিল এবং বহু অশ্ব আবার অর্দ্ধভাগ রথ লইয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকিল। ৩৩½

যেখানে সেখানে যোক্ত্র যোজিত অশ্বগণকে এবং নরশ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধাদিগকে পতিত হইতে দেখা যাইল। ইহাতে মনে হইতেছিল—পুণ্যাত্মা পুরুষ পুণ্যক্ষয় হইলে পর আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছেন। ৩৪-৩৫

মদ্ররাজ শল্যের এই বীরবর সৈন্যরা নিহত হইলে পর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া জয়াভিলাষী মহারথী

অভ্যবর্তন্ত বেগেন জয়গৃদ্ধাঃ প্রহারিণঃ।
বাণশব্দরবান্ কৃত্বা বিমিশ্রান্ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ ॥ ৩৭
অস্মাংস্তু পুনরাসাদ্য লব্ধলক্ষ্যপ্রহারিণঃ।
শরাসনানি ধুন্বানাঃ সিংহনাদান্ প্রচুক্রুশুঃ ॥ ৩৮
ততো হতমভিপ্রেক্ষ্য মদ্ররাজবলং মহৎ।
মদ্ররাজঞ্চ সমরে দৃষ্ট্বা শূরং নিপাতিতম্ ॥ ৩৯
দুর্য্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
বধ্যমানং মহারাজ পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ।
দিশো তেজেঽথ সম্ভ্রান্তং ভ্রামিতং দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

পাণ্ডব-যোদ্ধারা শঙ্খধ্বনির সহিত বাণসকলের সন্ সন্ শব্দ-সহকারে আমাদের সম্মুখীন হইবার জন্য তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৩৬-৩৭

আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদ করিতে অব্যর্থ ও প্রহারনিপুণ পাণ্ডব-সৈন্যরা নিজ নিজ ধনু আস্ফোলিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৮

মদ্ররাজ শল্যের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিহত হইল এবং বীরবর মদ্ররাজ প্রথমেই সমরাঙ্গণে ধরাশায়ী হইয়াছেন, এই সব দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যগণ পুনরায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩৯½

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত দৃঢ় ধনুর্দ্ধারী পাণ্ডবগণের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কৌরবসৈন্যরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং যেন ভ্রান্ত হইয়াই তাঁহারা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শল্যপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরস্পরমালাপপরৈঃ পাণ্ডবসৈন্যৈঃ পাণ্ডবানাং প্রশংসা, ধৃতরাষ্ট্রস্য নিন্দা, কৌরবসৈন্যানাং পালায়নম্, ভীমসেনেন একবিংশতিসহস্রপদাতিসৈন্যানাং সংহারঃ, স্বসৈন্যেভ্যো দুর্য্যোধনস্যোৎসাহদানঞ্চ।

সঞ্জয় উবাচ।

পতিতে বুধি দুর্ধর্ষে মদ্ররাজে মহারথে।
তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥ ১
বণিজো নাবি ভিন্নায়াং যথাগাধেঽপ্লবেঽর্ণবে।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে শূরে মহাত্মনা ॥ ২
মদ্ররাজে মহারাজ বিত্রস্তাঃ শরবিক্ষতাঃ।
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহাদিতা ইব ॥ ৩
বৃষা যথা ভগ্নশৃঙ্গাঃ শীর্ণদন্তা যথা গজাঃ।
মধ্যাহ্নে প্রত্যপায়াম নির্জিতাজাতশত্রুণা ॥ ৪
ন সঙ্কাতুমনীকানি ন চ রাজন্ পরাক্রমে।
আসীদ্ বুদ্ধির্হতে শল্যে ভূয়ো যোধস্য কস্যচিৎ ॥ ৫
ভীষ্মে দ্রোণে চ নিহতে সূতপুত্রে চ ভারত।
যদ্ দুঃখং তব যোধানাং ভয়ং চাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৬

একোনবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডব-সৈন্যগণকর্তৃক পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পাণ্ডবদের প্রশংসা এবং ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন, ভীমসেনকর্তৃক একুশ হাজার পদাতি সৈন্য সংহার এবং নিজের সৈন্যদিগকে দুর্য্যোধনের উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্জয় মহারথী মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা এবং পুত্রগণ সকলেই প্রায় রণবিমুখ হইয়া পড়িলেন ॥ ১

মহারাজ! যেরূপ অগাধ মহাসমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইয়া যাইলে সেই নৌকাহীন অপার সমুদ্র হইতে পার হইবার ইচ্ছায় বণিক্‌গণ ব্যাকুল হইয়া উঠেন, সেইরূপ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্তৃক বীরবর মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত ও ভীত হইয়া আতঙ্কে ব্যাকুল হইলেন ॥ ২½

তাঁহারা নিজেদের অনাথ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং কোন একজনকে রক্ষকের ইচ্ছা পোষণ করত সিংহভীত মৃগগণ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষসকল ও জীর্ণদন্তযুক্ত হস্তীদিগের ন্যায় সর্ব্বথা অসমর্থ হইয়া পড়িলেন ॥ ৩½

রাজন্! অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কর্তৃক পরাজিত হইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলাম। শল্যের নিধনের পর কোনও যোদ্ধারই মনে সৈন্যদিগকে সংগঠিত করিতে এবং পরাক্রম দেখাইতে উৎসাহ রহিল না ॥ ৪-৫

ভারত! প্রজানাথ! ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র কর্ণের বিনাশের পর আপনার যোদ্ধাদের যে দুঃখ ও ভয়লাভ হইয়াছিল, সেই দুঃখ ও শোক পুনরায় (শল্যের মৃত্যুতে) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ৬½

তদ্ ভয়ং স চ নঃ শোকো ভূয় এবাভ্যবর্ত্তত
নিরাশাশ্চ জয়ে তস্মিন্ হতে শল্যে মহারথে। ৭
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তাশ্চ শিতৈঃ শরৈঃ।
মদ্ররাজে হতে রাজন্ যোধাস্তে প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ৮
অশ্বানন্তে গজানন্তে রথানন্তে মহারথাঃ।
আরুহ্য জবসম্পন্নাঃ পাদাতাঃ প্রাদ্রবংস্তথা ॥ ৯
দ্বিসাহস্রাশ্চ মাতঙ্গা গিরিরূপাঃ প্রহারিণঃ।
সম্প্রাদ্রবন্ হতে শল্যে অঙ্কুশাঙ্কুষ্ঠনোদিতাঃ ॥ ১০
তে রণাদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ দিশঃ।
ধাবতশ্চাপ্যপশ্যাম স্বসমানান্ শরাহতান্ ॥ ১১
তান্ প্রভগ্নান্ দ্রুতান্ দৃষ্ট্বা হতোৎসাহান্ পরাজিতান্।
অভ্যবর্ত্তন্ত পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চ জয়ৈষিণঃ ॥
বাণশব্দরবাশ্চাপি সিংহনাদাশ্চ পুষ্কলাঃ।
শঙ্খশব্দশ্চ শূরাণাং দারুণঃ সমপদ্যত ॥ ১৩

যাঁহাদের প্রধান যোদ্ধারা নিহত হইয়াছিল, সেই কৌরব-সৈন্যরা মহারথী শল্যের বিনাশে ভীষণতর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত হইয়া অত্যন্ত ভয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ৭ৡ

রাজন্! মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে আপনার এই সব যোদ্ধারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিছু সৈন্য অশ্বের উপর, কিছু হস্তীর উপর এবং অপর মহারথী যোদ্ধারা রথে আরোহণ করত তীব্রবেগে পলায়ন করিলেন। পদাতি সৈন্যরাও সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন। ৮-৯

দুই হাজার প্রহারনিপুণ মদমত্ত হস্তী শল্যের মৃত্যুতে অঙ্কুশ ও পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তীব্রগতিতে পলায়ন করিতে লাগিল। ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার এই যোদ্ধারা রণাঙ্গনে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম, বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) তাঁহারা ধাবিত হইতেছিলেন। ১১

তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতোৎসাহ, পরাজিত ও হতদর্প হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া জয়াভিলাষী পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ১২

বাণসকলের সন্‌সন্ শব্দ, বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি এই সব মিলিত হইয়া তখন এক ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ১৩

দৃষ্ট্বা তু কৌরবং সৈন্যং ভয়ত্রস্তং প্রবিদ্রুতম্।
অন্যোন্যং সমভাষন্ত পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৪
অদ্য রাজা সত্যধৃতির্হতামিত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অদ্য দুর্য্যোধনো হীনো দীপ্তায়া নৃপতিশ্রিয়ঃ ॥ ১৫
অদ্য শ্রুত্বা হতং পুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
বিহ্বলঃ পতিতো ভূমৌ কিবিষং প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ১৬
অদ্য জানাতু কৌন্তেয়ং সমর্থং সর্ব্বধন্বিনাম্।
অভাগ্যানঞ্চ দুর্ম্মেধা গর্হয়িষ্যতি পাপকৃৎ ॥ ১৭
অদ্য স্মর্ত্তা বচঃ সত্যং স্মরতাং ধ্রুবতো হিতম্।
অদ্যপ্রভৃতি পার্থঞ্চ প্রেষ্যবৃত্ত ইবাচরন্ ॥ ১৮
বিজানাতু নৃপো দুঃখং যৎ প্রাপ্তং পাণ্ডুনন্দনৈঃ।
অদ্য কৃষ্ণস্য মহাত্ম্যং বিজানাতু মহীপতিঃ ॥ ১৯
অদ্যার্জ্জুনধনুর্ঘোষং ঘোরং জানাতু সংযুগে।
অস্ত্রাণাঞ্চ বলং সর্বং গাণ্ডীবাশ্চ বলমাহবে ॥ ২০

কৌরব-সৈন্যদিগকে ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল-যোদ্ধারা পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১৪

আজ সত্যপরাক্রম রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইয়া যাইলেন এবং আজ দুর্য্যোধন স্বীয় দেদীপ্যমান রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। ১৫

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রগণকে নিহত হইতে শুনিয়া ব্যাকুলচিত্তে ভূতলে পতিত হইবেন এবং দুঃখভোগ করিতে থাকিবেন। ১৬

আজ তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সমস্ত বড়ধনুর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী। আজ পাপাচারী দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্র নিজের নিন্দা করিতে থাকিবেন এবং বিদুর যে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিবেন। ১৭ৡ আজ হইতে তিনি স্বয়ংই দাসভূল্য হইয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের পরিচর্য্যা করিতে করিতে ইহা ভালভাবেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে কত কষ্টভোগ করিয়াছেন। ১৮ৡ আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা অনুভব করিবেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং তিনি ইহাও জানিতে পারিবেন—যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার কিরূপ ভয়ঙ্কর? তাঁহার অস্ত্রসকলের পূর্ণ শক্তি কীদৃশ ও রণাঙ্গনে তাঁহার দুই বাহুর বলই বা কিরূপ অদ্ভুত? ১৯-২০

অদ্য জ্ঞাস্যতি ভীমস্য বলং ঘোরং মহাত্মনঃ
হতে দুর্যোধনে যুদ্ধে শক্রেণেবাসুরে বলে ॥ ২১
যৎ কৃতং ভীমসেনেন দুঃশাসনবধে তদা
নান্যঃ কর্তাস্তি লোকেঽস্মিন্মৃতে ভীমান্মহাবলাৎ ॥ ২২
অদ্য শ্রেষ্ঠস্য জানীতাং পাণ্ডবস্য পরাক্রমম্।
মন্ত্ররাজং হতং শ্রুত্বা দেবৈরপি সুদুঃসহম্ ॥ ২৩
অদ্য জ্ঞাস্যতি সংগ্রামে মাদ্রীপুত্রৌ সুদুঃসহৌ
নিহতে সৌবলে বীরে প্রবীরেষু চ সর্বশঃ ॥ ২৪
কথং জয়ো ন তেষাং স্যাদ্ যেষাং যোদ্ধা ধনঞ্জয়ঃ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২৫
দ্রৌপদ্যাস্তনয়াঃ পঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ
শিখণ্ডী চ মহেষ্বাসো রাজা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৬
যেষাঞ্চ জগতীনাথো নাথঃ কৃষ্ণো জনার্দনঃ
কথং তেষাং জয়ো ন স্যাদ্ যেষাং ধর্মো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২৭

(লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।
যেষাং নাথো হৃষীকেশঃ সর্বলোকবিভূর্হরিঃ ॥)
ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ কর্ণঞ্চ মদ্ররাজানমেব চ
অথান্যান্ নৃপতীন্ বীরান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৮
কোঽন্যঃ শক্তো রণে জেতুমৃতে পার্থাদ্ যুধিষ্ঠিরাৎ।
যস্য নাথো হৃষীকেশঃ সদা সত্য-যশোনিধিঃ ॥ ২৯
ইত্যেবং বদমানাস্তে হর্ষেণ মহতা যুতাঃ।
প্রভগ্নাংস্তাবকান্ যোধান্ সৃঞ্জয়াঃ পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ ॥ ৩০
ধনঞ্জয়ো রথানীকমভ্যবর্তত বীর্যবান্।
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৩১
তাং প্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়াদিতান্।
দুর্যোধনস্তদা সূতমব্রবীৎ বিজয়ায় চ ॥ ৩২
মামতিক্রমতে পার্থো ধনুষ্পাণিরমর্ষিতম্।
জঘনে সর্বসৈন্যানাং মমাশ্বান্ প্রতিপাদয় ॥ ৩৩

যেরূপ ইন্দ্র অসুরসৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেনকর্তৃক দুর্যোধন নিহত হইলে পর আজ ধৃতরাষ্ট্রের এই জ্ঞান জন্মিবে যে, মহাত্মা ভীমসেনের বল কিরূপ ভয়ঙ্কর ? ২১

দুঃশাসনকে বধ করিবার সময় ভীমসেন যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা মহাবল ভীমসেন ব্যতীত এ জগতে অন্য আর কোন যোদ্ধা করিতে পারিবেন না। ২২

দেবগণের পক্ষেও দুঃসহ মদ্ররাজ শল্যের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত আজ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরেরও পরাক্রম জানিতে পারিবেন। ২৩

আজ সংগ্রামে সুবলপুত্র বীর শকুনি এবং অন্য সমস্ত প্রধান যোদ্ধারা নিহত হইলে পর তিনি শত্রুদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবেরও শক্তি বুঝিতে পারিবেন। ২৪

যাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মাদ্রীকুমার পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব, মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী এবং স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বীর রহিয়াছেন, তাঁহাদের জয়লাভ হইবে না কেন ? ২৫-২৬

সমস্ত জগতের অধীশ্বর প্রভু জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের রক্ষক এবং যাঁহারা ধর্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জয়লাভ হইবে না কেন ? ২৭

(নিখিল বিশ্বের প্রভু ও সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি যাঁহার প্রভু এবং সংরক্ষক, তাঁহাদের সবই লাভ হইয়া থাকে ও জয়লাভও হইয়া থাকে ইঁহাদের পরাজয় কিরূপ সম্ভব হইবে ?) কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য এরূপ কোন রাজা আছেন, যিনি রণাঙ্গনে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্য শত শত ও সহস্র সহস্র নরপতিকে জয়লাভ করিতে পারেন ? সদা সত্য ও যশের সাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রভু এবং সংরক্ষক, তাঁহাদের এই সফলতা লাভ অবশ্যই হইবে। ২৮-২৯

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে সৃঞ্জয় বীরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পলায়নপর আপনার যোদ্ধাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ৩০

এই সময় পরাক্রমশালী অর্জুন আপনার রথ-সৈন্যদের উপর ধাবিত হইলেন এবং নকুল, সহদেব ও মহারথী সাত্যকি শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন। ৩১

ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত নিজের সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধন জয়লাভ করিবার বাসনায় নিজ সারথিকে বলিলেন। ৩২

সূত ! আমি এস্থলে বজ্র ধারণ করত অবস্থান করিতেছি এবং অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, অতএব তুমি আমার অশ্বগণকে সমস্ত সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে লইয়া চল। ৩৩

জঘনে যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ো মাং সমন্ততঃ।
নোৎসহেদভ্যতিক্রান্তং বেলামিব মহোদধিঃ ॥৩০
পশ্য সৈন্যং মহৎ সূত পাণ্ডবৈঃ সমভিদ্রুতম্।
সৈন্যরেণুঃ সমুদ্ধূতং পশ্যৈনং সমন্ততঃ ॥৩৫
সিংহনাদাংশ্চ বহুশঃ শৃণু ঘোরান্ ভয়াবহান্।
তস্মাদ্ যাহি শনৈঃ সূত জঘনং পরিপালয় ॥ ৩৬
ময়ি স্থিতে চ সমরে নিরুদ্ধেষু চ পাণ্ডুষু।
পুনরাবর্ততে তূর্ণং মামকং বলমোজসা ॥ ৩৭
তচ্ছ্রুত্বা তব পুত্রস্য শূরার্ষ্যসদৃশং বচঃ।
সারথির্হেমসংছন্নান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ ॥ ৩৮
গজাশ্ব-রথিভির্হীনাস্ত্যক্তাত্মানঃ পদাতয়ঃ
একবিংশতিসাহস্রাঃ সংযুগায়াবতস্থিরে ॥ ৩৯
নানাদেশসমুদ্ভূতা নানানগরবাসিনঃ।
অবস্থিতাস্তদা যোধাঃ প্রার্থয়ন্তো মহদ্ যশঃ ॥৪০

তেষামাপততাং তত্র সংহৃষ্টানাং পরস্পরম্।
সমর্দঃ সুমহান্ জজ্ঞে ঘোররূপো ভয়ানকঃ ॥ ৪১
ভীমসেনস্তদা রাজন্ দৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
বলেন চতুরঙ্গেণ নানাদেশ্যানবারয়ৎ ॥ ৪২
ভীমমেবাভ্যবর্তন্ত রণেঽস্মিন্ তু পদাতয়ঃ।
প্রক্ষেড্যাস্ফোট্য সংহৃষ্টা বীরলোকং বিযাসবঃ ॥ ৪৩
আসাদ্য ভীমসেনং তু সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা বিনেদুর্হি নাস্তামকথয়ন্ কথাম্ ॥ ৪৪
পরিবার্য রণে ভীমং নিজঘ্নুস্তে সমন্ততঃ।
স বধ্যমানঃ সমরে পদাতিগণসংবৃতঃ ॥ ৪৫
ন চচাল ততঃ স্থানান্মৈনাক ইব পর্বতঃ।
তে তু ক্রুদ্ধা মহারাজ পাণ্ডবস্য মহরথম্ ॥ ৪৬
নিগ্রহীতুং প্রবৃত্তা হি যোধাংশ্চাস্যানবারয়ন্।
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈস্তদা পর্যবস্থিতৈঃ ॥ ৪৭

পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার সময় আমাকে অর্জুন কোনরূপেই সেইভাবে অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে না, যেরূপ মহাসাগর নিজের তীরভাগকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৩৪

সারথে! দেখ, পাণ্ডবগণ আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিতেছে এবং সৈন্যগণ ধাবিত হইতে থাকায় উহা হইতে উত্থিত ধূলিজালে সর্বদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—ইহা তুমি নিরীক্ষণ কর ॥ ৩৫

সূত! এই শুন, পুনঃ পুনঃ ভয়োৎপাদনকারী ভয়ঙ্কর সিংহনাদ হইতেছে। সেইজন্য তুমি ধীরে ধীরে চল এবং সৈন্যদের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা কর ॥ ৩৬

যখন আমি সমরাঙ্গণে অবস্থান করিব এবং পাণ্ডবগণের গতি রুদ্ধ হইবে, তখন আমার সৈন্যরা পুনরায় বীর ফিরিয়া আসিবে ও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে ॥ ৩৭

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধনের এই শ্রেষ্ঠ বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করত সারথি কর্ণের নানাবিধ সজ্জায় সজ্জিত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালনা করিলেন ॥ ৩৮

সেই সময় সেখানে অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহী সৈন্যরহিত কেবল একুশ হাজার পদাতি সৈন্য নিজেদের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৯

বহুদেশে উৎপন্ন এবং অনেক নগরবাসী এই সব সৈন্যগণ মহাযশ কামনা করত সেখানে যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

পরস্পর আততায়ী হইয়া পরস্পরকে আক্রমণকারী উভয় পক্ষের সৈন্যদের এই ঘোর ও প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৪১

রাজন্! সেই সময় ভীমসেন ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গিণী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যসহ সেই বহু দেশীয় সৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

তখন রণাঙ্গনে অন্য পদাতি যোদ্ধারা হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণ হইয়া বাহুর আস্ফালন করিতে থাকিলেন এবং সিংহনাদ করিতে করিতে বীরলোকে যাইবার বাসনায় ভীমসেনেরই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩

ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই সব রুষ্ট ও রণদুর্মদ কৌরব-যোদ্ধারা কেবল গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, মুখ দিয়া অপর কোন বাক্য বলিলেন না ॥ ৪৪

ইহারা সকলে রণাঙ্গনে চারিদিকে ভীমসেনকে ঘিরিয়া তাঁহার উপর প্রহার আরম্ভ করিলেন। সমরাঙ্গণে পদাতি-সৈন্যগণে পরিবৃত ভীমসেন তাঁহাদের অস্ত্রসকলের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও মৈনাক পর্বতের ন্যায় নিজ স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৫½

মহারাজ! এই সব সৈন্যরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডব মহারথী ভীমসেনকে বন্দী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিলেন এবং অপর যোদ্ধাদিগকেও নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬½

ইহাদিগকে সেইভাবে চারিদিকে অবস্থান করিতে দেখিয়া

সোঽবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং পদাতিঃ সমবস্থিতঃ।
জাতরূপপ্রতিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৪৮
অবধীৎ তাবকান্ যোধান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
বিপ্রহীণরথাশ্বাংস্তানবধীৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৪৯
একবিংশতিসাহস্রান্ পদাতীন্ সমপোথয়ৎ।
হত্বা তৎ পুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৫০
দৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য ন চিরাৎ প্রত্যদৃশ্যত।
পাদাতা নিহতা ভূমৌ শিশ্যিরে রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ৫১
সন্তপ্তা ইব বাতেন কর্ণিকারাঃ সুপুষ্পিতাঃ।
নানাশস্ত্রসমাযুক্তা নানাকুণ্ডলধারিণঃ ॥ ৫২
নানাজাত্যা হতাস্তত্র নানাদেশসমাগতাঃ
পতাকাধ্বজসাহস্রং পদাতীনাং মহদ্ বলম্ ॥ ৫৩
নিকৃত্তং বিবভৌ রৌদ্রং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
যুধিষ্ঠিরপুরোগাশ্চ সহসৈন্যা মহারথাঃ ॥ ৫৪

অভ্যধাবন্ মহাত্মানং পুত্রং দুর্য্যোধনং তব।
তে সর্বে তাবকান্ দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসাঃ পরাঙ্মুখান্ ॥ ৫৫
নাত্যবর্তন্ত তে পুত্রং বেলেব মকরালয়ম্।
তদদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্ ॥ ৫৬
যদেকং সহিতাঃ পার্থা ন শেকুরতিবর্তিতুম্।
নাতিদূরাপযাতং তু কৃতবুদ্ধিং পলায়নে ॥ ৫৭
দুর্য্যোধনঃ স্বকং সৈন্যমব্রবীদ্ ভৃশবিক্ষতম্।
ন তং দেশং প্রপশ্যামি পৃথিব্যাং পর্বতেষু চ ৫৮
যত্র যাতারি বা হন্যুঃ পাণ্ডবাঃ কিং সুতেন বঃ।
অন্নঞ্চ বলমেতেষাং কৃষ্ণৌ চ ভৃশবিক্ষতৌ ॥ ৫৯
যদি সর্বেঽত্র তিষ্ঠামো ধ্রুবং নো বিজয়ো ভবেৎ।
বিপ্রযাতাংস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতবিপ্রিয়াঃ ॥৬০
অনুসৃত্য হনিষ্যন্তি শ্রেয়ান্নঃ সমরে বধঃ
শৃণ্বন্তু ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ ॥ ৬১

সেই সময় রণাঙ্গনে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি অতিসত্বর নিজ রথ হইতে নামিয়া পদ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করত স্বর্ণবিমণ্ডিত বিশাল গদা গ্রহণ করিয়া দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় আপনার যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭-৪৮½

রথ ও অশ্বহীন এই একুশ হাজার পদাতি সৈন্যকে পুরুষপ্রবর ভীমসেন গদার দ্বারাই ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ৪৯½

সত্যপরাক্রমী ভীমসেন এই পদাতি সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া অল্পকালের মধ্যেই দৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ৫০½

নিহত পদাতি-সৈন্যরা রক্তে আপ্লুত হইয়া চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিলেন। ইহাতে মনে হইল—বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত রক্তবর্ণ পুষ্পযুক্ত কর্ণিকার বৃক্ষসকল পতিত আছে ॥৫১½

সেখানে নানা দেশ হইতে আগত, নানা জাতীয় এবং নানাবিধ অস্ত্রধারী ও নানাপ্রকার কুণ্ডলধারী যোদ্ধারা নিহত হইয়াছেন ॥ ৫২½

ধ্বজ ও পতাকাসমূহে আচ্ছাদিত এই বিশাল পদাতিবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রৌদ্র, ঘোর ও ভয়ানক প্রতীত হইতেছিলেন ॥

তাহার পর সৈন্যসহ যুধিষ্ঠিরাদি মহারথী বীরগণ আপনার মহাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইয়া যাইলেন ॥ ৫৪-৫৫½

আপনার যোদ্ধাগণকে যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া সেই সব মহাবলবান্ পাণ্ডব-মহারথীরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া সেইভাবে যাইতে সমর্থ হইলেন না, যেরূপ সমুদ্র নিজ তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৫৫½

সেই সময় আমরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, কুন্তীদেবীর সকল পুত্রই একসঙ্গে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫৬½

যখন দুর্য্যোধন দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যরা পলায়ন করিবার স্থির করিয়া তখনও অধিক দূরে চলিয়া যান নাই, তখন তিনি অতিশয় আহত সেই সব সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৭½

অরে! এইভাবে পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? আমি এই ভূতলে ও পর্ব্বতে এরূপ কোন স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে গমন করিলে পর পাণ্ডবগণ তোমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না ॥ ৫৮½

এখন ইহাদের নিকট অল্প সৈন্য বর্ত্তমান আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি সকলে সাহসের সহিত অবস্থান করি, তবে আমাদের জয়লাভ অবশ্যই হইবে ॥ ৫৯½

তোমরা পাণ্ডবদের অপ্রিয় আচরণ করিয়াছ; সুতরাং যদি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পলায়ন কর, তবে পাণ্ডবেরা পশ্চাদ্ধাবন করত তোমাদের বিনাশ করিবে। আমাদের পক্ষে সংগ্রামে নিহত হওয়াই শ্রেয়স্কর ॥ ৬০½

যত ক্ষত্রিয় এখানে সমবেত আছ, তোমরা সকলে আমার এই কথা শ্রবণ কর—যখন বীরবর যোদ্ধা ও কাপুরুষ ব্যক্তি

তদা শূরশ্চ ভীরুশ্চ মারয়ত্যাত্মকঃ সদা।
কো নু মূঢ়ো ন যুধ্যেত পুরুষঃ ক্ষত্রিয়ো ধ্রুবম্। ৬২
শ্রেয়ো নো ভীমসেনস্য ক্রুদ্ধস্যাভিমুখে স্থিতম্।
সুখঃ সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্মেণ যুধ্যতাম্। ৬৩
মর্ত্তোনাবশ্যমর্ত্তব্যং গৃহেষ্বপি কদাচন।
যুধ্যতঃ ক্ষত্রধর্মেণ মৃত্যুরেষ সনাতনঃ। ৬
ইহেহ সুখমাপ্নোতি হতঃ প্রেত্য মহৎ ফলম্।
ন যুদ্ধধর্মাদ্ধ্রুবান্ বৈ পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ।৬৫
অচিরেণৈব তাঁল্লোকান্ হতো যুদ্ধে সমশ্নুতে
শ্রুত্বা তদ্ বচনং তস্য পূজয়িত্বা চ পার্থিবাঃ। ৬৬

পুনরেবাভ্যবর্ত্তন্ত পাণ্ডবানাততায়িনঃ।
তানাপতত এবাস্তু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ। ৬৭
প্রত্যুদ্যযুস্তদা পার্থা জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্যবঃ।
ধনঞ্জয়ো রথেনাজাবভ্যবর্ত্তত বীর্য্যবান্। ৬৮
বিধুন্বন্ ত্রিষু লোকেষু ব্যাক্ষিপন্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিঞ্চ মহাবলঃ। ৬৯
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টা যত্তা বৈ তাবকং বলম্। ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ। ১৯

সকলকেই বধরাজ বিনাশ করিয়া থাকেন, তখন এরূপ কে মূঢ় মানুষ আছে, যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়াও নিশ্চিতরূপে যুদ্ধ করিবে না। ৬১-৬২

অতএব ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদের কল্যাণকারী হইবে। ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধরত বীর পুরুষগণের পক্ষে সংগ্রামে লব্ধ মৃত্যুই সুখপ্রদ হয়। ৬৩

মরণধর্ম্মা মনুষ্যকে কখনও না কখন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। গৃহেতেও উহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। অতএব ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে যে মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে, উহাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সনাতন মৃত্যু। ৬৪

কৌরবগণ! বীর যোদ্ধা শত্রুকে বধ করত ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং যদি শত্রুদ্বারা নিহত হন্, তবে পরলোকে যাইয়া সর্ব্বোত্তম ফললাভ করিয়া থাকেন। ৬৫

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত সকল রাজা উহা সমাদর পূর্ব্বক পুনরায় আততায়ী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। ৬৬½

ইহারা আক্রমণ করিলে পর নিজেদের সৈন্যদের ব্যূহ বদ্ধ করিয়া প্রহারনিপুণ, জয়াভিলাষী এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ অতিসত্বর তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ৬৭½

পরাক্রমশালী অর্জ্জুন নিজের ত্রিলোকবিখ্যাত ধনু টঙ্কারিত করিতে করিতে রথের দ্বারা যুদ্ধের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬৮½

মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ও মহাবল সাত্যকি শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন। ইহারা সকলে হৃষ্ট ও উৎসাহপূর্ণচিত্তে সাবধানতার সহিত আপনার সৈন্যদের উপরে সবেগে আক্রমণ করিলেন। ৬৯-৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ধৃষ্টদ্যুম্নেন রাজ্ঞঃ শাল্বস্য হস্তিবধঃ, সাত্যকিনা রাজ্ঞ শাল্বস্য বিনাশশ্চ)

সঞ্জয় উবাচ

সংনিবৃত্তে জনৌঘে তু শাল্বো ম্লেচ্ছগণাধিপঃ।
অভ্যবর্তত সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্ ॥ ১
আস্থায় সুমহানাগং প্রভিন্নং পর্বতোপমম্।
দৃপ্তমৈরাবতপ্রখ্যমমিত্রগণমর্দনম্ ॥ ২
যোঽসৌ মহাভদ্রকুলপ্রসূতঃ
সুপূজিতো ধার্তরাষ্ট্রেণ নিত্যম।
সুকল্পিতঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়জ্ঞৈঃ
সদোপবাহ্যঃ সমরেষু রাজন্ ॥ ৩
তমাস্থিতো রাজবরো বভূব
যথোদয়স্থঃ সবিতা ক্ষপান্তে।
স তেন নাগপ্রবরেণ রাজ—
ন্নভ্যাদ্রবদ্ যত্র পাণ্ডুসুতান্ সমেতান্ ॥৪
শিতৈঃ পৃষৎকৈর্বিদদার বেগৈ-
[illegible]

ততঃ শরান্ বৈ সৃজতো মহারণে
যোধাংশ্চ রাজন্ নয়তো যমালয়ম্ ॥ ৫
নাস্যান্তরং দদৃশুঃ শত্রু পরে বা
যথা পুরা বজ্রধরস্য দৈত্যাঃ।
ঐরাবণস্থস্য চমূবিমর্দে—
ঽদৈত্যাঃ পুরা বাসবস্যেব রাজন্ ॥ ৬
তে পাণ্ডবাঃ সোমকাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
তমেকনাগং দদৃশুঃ সমন্তাৎ।
সহস্রশো বৈ বিচরন্তমেকং
যথা মহেন্দ্রস্য গজং সমীপে ॥ ৭
সাত্রাবামাণং তু বলং পরেষাং
পরীতরূপং বিবিধৈঃ সমস্তৈঃ।
নৈবাবতস্থে সমরে ভৃশং ভয়াদ্
বি [illegible] তু পরস্পরং তদা ॥ ৮

বিংশ অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা রাজা শাল্বের হস্তিবধ এবং সাত্যকি কর্তৃক রাজা শাল্বের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন কৌরব-পক্ষের যোদ্ধারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময় ম্লেচ্ছগণের রাজা শাল্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদধারাবাহী, পর্বততুল্য বিশালদেহ, অভিমানী এবং ঐরাবতসদৃশ শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ এক বিশাল গজরাজে আরোহণ করত পাণ্ডবদের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ১-২

হে রাজন্! এই হস্তী মহাভদ্রনামক গজরাজের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন নিত্যই ইহার আদর করিয়া থাকেন, গজশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এই গজকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং সর্বদা যুদ্ধের সময় ইহাকে বাহন রূপে ব্যবহার করা হয়। ৩

রাজশ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই গজরাজের উপর উপবেশন করত রাত্রিশেষে প্রাতঃকালে উদয়াচলে স্থিত সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি শ্রেষ্ঠ হস্তীর দ্বারা সেখানে সমবেত সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আক্রমণ করিলেন এবং ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে সবেগে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ৪-৫

রাজন্! যেরূপ পুরাকালে ঐরাবতের উপর আরোহণ করত শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে স্থিত বজ্রধারী ইন্দ্রের বাণনিক্ষেপ ও বিপক্ষগণকে ধরাশায়ী করিবার সময় দৈত্য ও দেবগণ দেখিতে পাইতেন না, সেইরূপ এই মহাসমরে শাল্বের বাণ নিক্ষেপ ও শত্রুসৈন্যদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে কত সময় লাগিতেছে, তাহা স্বীয় এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা কেহই দেখিতে পাইতেছিলেন না। ৫-৬

ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় ম্লেচ্ছরাজ শাল্বের এই গজরাজ যদিও রণাঙ্গনে একাকীই নিকটে বিচরণ করিতেছিল, তথাপি পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সোমক যোদ্ধারা তাহাকে সহস্র সহস্র সংখ্যায় দেখিতে লাগিলেন। তাহাকে সর্বদিকেই তাঁহারা তখন দেখিতেছিলেন। ৭

সেই হস্তীর দ্বারা বিতাড়িত শত্রুসৈন্যরা সর্বদিকে আবৃত বলিয়া মনে হইতেছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ভয়বশতঃ সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে পারিলেন না। সেই সময় এই সব সৈন্যগণ পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মর্দিত হইতেছিলেন। ৮

ততঃ প্রভগ্না সহসা মহাচমূঃ
সা পাণ্ডবী তেন নরাধিপেন।
দিশস্ততস্ত্রঃ সহসা বিধাবিতা
গজেন্দ্রবেগং ভমপারয়ন্তী ॥ ৯

দৃষ্ট্বা চ তাং বেগবতীং প্রভগ্নাং
সর্বে স্বদীয়া যুধি যোধমুখ্যাঃ।
অপূজয়ংস্তে তু নরাধিপং তং
দধ্মুশ্চ শঙ্খান্ শশিসন্নিকাশান্ ॥ ১০

শ্রুত্বা নিনাদং স্বথ কৌরবাণাং
হর্ষাদ্ বিমুক্তং সহ শঙ্খশব্দৈঃ
সেনাপতিঃ পাণ্ডব-সৃঞ্জয়ানাং
পাঞ্চাল-পুত্রো ন মমৃষে ন কোপাৎ ॥ ১১

ততস্তু তং বৈ দ্বিরদং মহাত্মা
প্রত্যুদ্যযৌ ত্বরমাণো জয়ায়।
জন্তো যথা শক্রসমাগমে বৈ
নাগেন্দ্রমৈরাবণমিন্দ্রবাহম ॥ ১২

তমাপতন্তং সহসা তু দৃষ্ট্বা
পাঞ্চালপুত্রং যুধি রাজসিংহঃ।
তং বৈ দ্বিপং প্রেষয়ামাস তূর্ণং
বধায় রাজন্ দ্রুপদাত্মজস্য ॥ ১৩

স তং দ্বিপেন্দ্রং সহসা পতন্তং—
মবিধ্যদগ্নিপ্রতিমৈঃ পৃষৎকৈঃ।
কর্মারধৌতৈর্নিশিতৈর্জ্বলদ্ভি-
র্নারাচমুখ্যৈস্ত্রিভিরপ্রবেগৈঃ ॥ ১৪

ততোঽপরান্ পঞ্চশতান্ মহাত্মা
নারাচমুখ্যান্ বিসসর্জ কুম্ভে।
স তৈস্তু বিদ্ধঃ পরমদ্বিপো রণে
তদা পরাবৃত্য ভৃশং প্রদুদ্রুবে ॥ ১৫

তং নাগরাজং সহসা প্রণুন্নং
বিদ্রাবামাণং বিনিবর্ত্য শাল্বঃ।
তোত্রাঙ্কুশৈঃ প্রেষয়ামাস তূর্ণং
পাঞ্চালরাজস্য রথং প্রদিশ্য ॥ ১৬

দৃষ্ট্বাঽঽপতন্তং সহসা তু নাগং
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স্বরথাচ্ছীঘ্রমেব।
গদাং প্রগৃহ্যোগ্রজবেন বীরো
ভূমিং প্রপন্নো ভয়বিহ্বলাঙ্গঃ ॥ ১৭

ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব সহসা পাণ্ডবদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি করিলেন। সেই গজরাজের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তখন সকল সৈন্য চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সেই বেগশালী সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিত আপনার সমস্ত প্রধান প্রধান যোদ্ধারা, ম্লেচ্ছরাজ শাল্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্র-তুল্য শুভ্র শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯-১০

শঙ্খধ্বনির সহিত কৌরবদের এই হর্ষনাদ শ্রবণ করত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি পাঞ্চাল-রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধবশতঃ উহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ১১

তদনন্তর সেই মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বরা করিয়া জয়লাভ করিবার জন্য সেই হাতীর উপর সেই ভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর জম্ভাসুর ইন্দ্রবাহন নাগরাজ ঐরাবতের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১২

রাজন্! পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা যুদ্ধে আক্রমণ করিতে দেখিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই হস্তীকে তাহার বধের জন্য অতিদ্রুত তাঁহার দিকে চালনা করিলেন ॥ ১৩

সেই গজরাজকে সহসা আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত, কর্মকারগণের দ্বারা পরিষ্কৃত ও তীক্ষ্ণধার তিনটি ভয়ঙ্কর বেগশালী উত্তম নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৪

তাহার পর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহার কুম্ভস্থল লক্ষ্য করত পাঁচ শত উত্তম নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল নারাচের দ্বারা অত্যন্ত আহত সেই বিশালদেহ গজরাজ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৫

এই গজরাজকে সহসা পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া শাল্বরাজ পুনরায় যুদ্ধের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং পীড়াদায়ক অঙ্কুশের দ্বারা তাহাকে সত্বর পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৬

হস্তীকে সহসা আক্রমণ করিতে দেখিয়া বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদাধারণ পূর্বক অতিদ্রুত সবেগে নিজ রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত ভূমিতে নামিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্বাঙ্গ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৭

স তং রথং হেমবিভূষিতাঙ্গং
সাশ্বং সসূতং সহসা বিমৃদ্ন।
উৎক্ষিপ্য হস্তেন নদন্ মহাদ্রিপো
বিপোথয়ামাস বসুন্ধরাতলে ॥ ১৮
পাঞ্চালরাজস্য সুতঞ্চ দৃষ্ট্বা
তদার্দিতং নাগবরেণ তেন।
তমভ্যধাবৎ সহসা জবেন
ভীমঃ শিখণ্ডী চ শিনেশ্চ নপ্তা ॥ ১৯
শরৈশ্চ বেগং সহসা নিগৃহ্য
তস্যাভিতো ব্যাপততো গজস্য।
স সংগৃহীতো রথিভির্গজো বৈ
চচাল তৈর্বার্যমাণশ্চ সংখ্যে ॥ ২০
ততঃ পৃষৎকান্ প্রবর্ষ রাজা
সূর্যো যথা রশ্মিজালং সমন্তাৎ
তৈরাততৈর্বধ্যমানা রথৌঘাঃ
প্রদুদ্রুবুঃ সহিতাস্তত্র তত্র ॥ ২১
তৎ কর্ম শাল্বস্য সমীক্ষ্য সর্বে
পাঞ্চালপুত্রা নৃপ সৃঞ্জয়াশ্চ।
হাহাকারৈর্নাদয়ন্তি স্ম যুদ্ধে
দ্বিপং সমন্তাদ রুরুধুর্রাজ্ঞাঃ ॥ ২২
পাঞ্চালপুত্রস্তরিতস্তু শূরো
গদাং প্রগৃহ্যাচলশৃঙ্গকল্পাম্।
সম্ভ্রমং ভারত শত্রুঘাতী
জবেন বীরোঽভ্যসসার নাগম্ ॥ ২৩
ততস্তু নাগং ধরণীধরাভং
মদং স্রবন্তং জলদপ্রকাশম্।
গদাং সমাবিধ্য ভৃশং জঘান
পাঞ্চালরাজস্য সুতস্তরস্বী ॥ ২৪
স ভিন্নকুম্ভঃ সহসা বিনদ্য
মুখাৎ প্রভূতং রুধিরং বিমুঞ্চন্।
পপাত নাগো ধরণীধরাভঃ
ক্ষিতিপ্রকম্পাচ্চলিতো যথাদ্রিঃ ॥ ২৫
নিপাত্যমানে তু তদা গজেন্দ্রে
হাহাকৃতং তব পুত্রস্য সৈন্যে।
স শাল্বরাজস্য শিনিপ্রবীরো
জহার তূর্ণং শিরঃ শিতেন ॥ ২৬

গর্জন করিতে করিতে সেই বিশালকায় হস্তী বৃষ্টদ্যুম্নের সেই স্বর্ণভূষিত রথকে অশ্বগণ ও সারথিসহ বিমর্দিত করিয়া দিল এবং শুণ্ডে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে পোথিত করিয়া ফেলিল ॥ ১৮

পাঞ্চালরাজকুমার বৃষ্টদ্যুম্নকে সেই গজরাজের দ্বারা পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা সবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ১৯

এই সব রথী যোদ্ধারা সর্ব্বদিকে আক্রমণকারী সেই হাতীর বেগকে সহসা নিজ নিজ বাণসকলের দ্বারা রুদ্ধ করিলেন। ইঁহাদের দ্বারা নিজের গতি রুদ্ধ হইয়া পড়িলে সেই হাতী যেন নিগৃহীত হইয়া বিচলিত হইল ॥ ২০

তদনন্তর যেরূপ সূর্য্যদেব চারিদিকেই নিজের কিরণ বিকীরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা শাল্ব চারিদিকে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই শীঘ্রগামী বাণসমূহের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া সেই পাণ্ডব-রথীরা একত্রে এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১

হে নৃপ! শাল্বের এই পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা নিজেদের হাহাকারে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা তখন এই হস্তীকে বধাবনে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

ভারত! এই সময় শত্রুহন্তা বীরবর পাঞ্চালরাজকুমার বৃষ্টদ্যুম্ন অতিক্রুদ্ধ পর্ব্বত শিখরসদৃশ বিশালকায় গদা ধারণ পূর্ব্বক তীব্র বেগে সেই হাতীর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৩

পাঞ্চালরাজের বেগবান্ পুত্র বৃষ্টদ্যুম্ন মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায় মদধারা বর্ষণকারী সেই পর্ব্বতাকার গজরাজের উপর নিজের গদা ঘুরাইয়া তীব্রবেগে প্রহার করিলেন ॥ ২৪

গদার আঘাতে হাতীর কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং পর্ব্বততুল্য বিশালকায় গজরাজ সহসা চীৎকার করিতে করিতে ও মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন ইহাতে মনে হইতেছিল—ভূকম্প হওয়ায় কোন পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া যাইল ॥ ২৫

যখন গজরাজ পতিত হইল, সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে শিনিবংশের প্রধান বীর সাত্যকি একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা শাল্বরাজের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৬

হতোত্তমাঙ্গো যুধি সাত্বতেন
পপাত ভূমৌ সহ নাগরাজা।
যথাদ্রিশৃঙ্গং সুমহৎ প্রণুন্নং
বজ্রেণ দেবাধিপচোদিতেন ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শল্যবধে
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

রণাঙ্গনে সাত্যকির দ্বারা মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইলে পর শ্বেতরাজও সেই গজরাজের সহিত ধরাশায়ী হইলেন। ইহাতে মনে হইল—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্রে ছিন্ন কোন বিশাল পর্ব্বতশিখর ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥ ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শাল্বের বধবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সাত্যকিনা ক্ষেমধূর্ত্তেঃ সংহার, কৃতবর্ম্মণো যুদ্ধম্, সৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ

তস্মিংস্তু নিহতে শূরে শাল্বে সমিতিশোভনে।
তবাভজ্যদ্ বলং বেগাদ্ বাতেনেব মহাদ্রুমঃ ॥ ১

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা কৃতবর্মা মহারথঃ।
দধার সমরে শূরঃ শত্রুসৈন্যং মহাবলঃ ॥ ২

সন্নিবৃত্তাস্তু তে শূরা দৃষ্ট্বা সাত্বতমাহবে।
শৈলোপমং স্থিরং রাজন্ কীর্য্যমাণং শরৈর্ধি ॥ ৩

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥
নিবৃত্তানাং মহারাজ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৪

তত্রাশ্চর্য্যমভূদ্ যুদ্ধং সাত্বতস্য পরৈঃ সহ।
যদেকো বারয়ামাস পাণ্ডুসেনাং দুরাসদাম্ ॥ ৫
তেষামন্যোন্যসুহৃদাং কৃতে কর্ম্মণি দুষ্করে।
সিংহনাদঃ প্রহৃষ্টানাং দিবিস্পৃক্ সুমহানভূৎ ॥ ৬
তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ পাঞ্চালা ভরতর্ষভ।
শিনের্নপ্তা মহাবাহুরভ্যপদ্যত সাত্যকিঃ ॥ ৭
স সমাসাদ্য রাজানং ক্ষেমধূর্তিং মহাবলম্।
সপ্তভির্নিশিতৈর্বাণৈরনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৮
তমায়ান্তং মহাবাহুং প্রবপন্তং শিতান্ শরান্।
জবেনাভ্যপতদ্ ধীমান্ হার্দিক্যঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥ ৯

একবিংশ অধ্যায়।

[সাত্যকির দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির সংহার, কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ ও তাঁহার পরাজয় এবং সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুদ্ধে সুশোভিত বীরবর শাল্ব নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা সেইভাবে ভগ্ন হইয়া যাইলেন, যেরূপ প্রবল বায়ুর বেগে কোন বিশাল বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যায় ॥ ১

কৌরবসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া বীর মহারথ মহাবল কৃতবর্ম্মা যুদ্ধে শত্রুসৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন ॥ ২

রাজন্! কৃতবর্ম্মাকে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া পলায়মান সৈন্যরা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধস্থলে বাণ-সমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়াও সেই সাত্বতবংশীয় বীর কৃতবর্ম্মা পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩

মহারাজ! তদনন্তর নিবৃত্ত কৌরবগণের পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৪

সেখানে কৃতবর্ম্মার শত্রুগণের সহিত আরব্ধ যুদ্ধ অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল; কারণ, তিনি একাকীই দুর্জয় পাণ্ডব-সৈন্যদের গতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ॥ ৫

পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী কৌরবসৈন্যরা কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক এই দুষ্কর পরাক্রম সম্পাদিত হইলে পর অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আকাশকেও স্পর্শ করিতে সমর্থ অত্যন্ত তীব্র সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের এই গর্জ্জনে পাণ্ডব-সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় শিনিপৌত্র মহাবাহু সাত্যকি সেই শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭

তিনি সেস্থলে আসিয়াই মহাবল রাজা ক্ষেমধূর্ত্তিকে সাতটি তীক্ষ্ণধার বাণে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮

তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে শিনিপৌত্র মহাবাহু সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ কৃতবর্ম্মা তীব্রবেগে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯

সাত্বতৌ চ মহাবীর্য্যৌ ধন্বিনৌ রথিনাং বরৌ।
অন্যোন্যমভ্যধাবেতাং শস্ত্রপ্রবরধারিণৌ ॥ ১০
পাণ্ডবাঃ সহপাঞ্চালা যোধাশ্চান্যে নৃপোত্তমাঃ।
প্রেক্ষকাঃ সমপদ্যন্ত তয়োর্ঘোরে সমাগমে ॥ ১১
নারাচৈর্বৎসদন্তৈশ্চ বৃক্ষ্যন্ধকমহারথৌ।
অভিজঘ্নতুরন্যোন্যং প্রহৃষ্টাবিব কুঞ্জরৌ ॥ ১২
চরন্তৌ বিবিধান্ মার্গান্ হ্রাদিক্য-শিনিপুঙ্গবৌ।
মুহুরন্তর্ধধাতে তৌ বাণবৃষ্ট্যা পরস্পরম্ ॥ ১৩
চাপবেগবলোদ্ধূতান্ মার্গণান্ বৃষ্ণিসিংহয়োঃ।
আকাশে সমপশ্যাম পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্ ॥ ১৪
তমেকং সত্যকর্মাণমাসাদ্য হৃদিকাত্মজঃ।
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ১৫
স দীর্ঘবাহুঃ সংক্রুদ্ধস্তোত্রাদিত ইব দ্বিপঃ।
অষ্টভিঃ কৃতবর্মাণমবিধ্যৎ পরমেষুভিঃ ॥ ১৬
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ কৃতবর্মা শিলাশিতৈঃ।
সাত্যকিং ত্রিভিরাহত্য ধনুরেকেন চিচ্ছিদে ॥ ১৭
নিকৃত্তং তদ্ ধনুঃ শ্রেষ্ঠমপাস্য শিনিপুঙ্গবঃ।
অন্যদাদত্ত বেগেন শৈনেয়ঃ সশরং ধনুঃ ॥ ১৮
তদাদায় ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঃ সর্বধন্বিনাম্।
আরোপ্য চ ধনুঃ শীঘ্রং মহাবীর্য্যো মহাবলঃ ॥ ১৯
অমৃষ্যমাণো ধনুষশ্ছেদনং কৃতবর্মণা।
কুপিতোঽতিরথঃ শীঘ্রং কৃতবর্মাণমভ্যয়াৎ ॥ ২০
ততঃ সুনিশিতৈর্বাণৈর্দশভিঃ শিনিপুঙ্গবঃ।
জঘান সূতং চাশ্বাংশ্চ ধ্বজং চ কৃতবর্মণঃ ॥ ২১
ততো রাজন্ মহেষ্বাসঃ কৃতবর্মা মহারথঃ।
হতাশ্বসূতং সম্প্রেক্ষ্য রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ২২
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ শূলমুদ্যম্য মারিষ।
চিক্ষেপ ভুজবেগেন জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥ ২৩
তচ্ছূলং সাত্যকের্হস্তৌ নিভিন্না নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চূর্ণিতং পাতয়ামাস মোঽয়ন্নিব মাধবম্ ॥ ২৪

তখন উত্তম উত্তম অস্ত্রশস্ত্রধারী, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপরাক্রমী, ধনুর্দ্ধর বীর সাত্বতবংশী সাত্যকি এবং কৃতবর্মা পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১০

এই দুইজনের সেই ঘোর সংগ্রামে পাঞ্চালসহ পাণ্ডব-যোদ্ধারা ও অপর নৃপশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা সেই সংগ্রামের দর্শক হইয়া যাইলেন ॥ ১১

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের এই দুই বীর মহারথী অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সজ্জরিত দুইটি হাতীর ন্যায় পরস্পরকে নারাচ ও বৎসদন্ত-সমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ১২

কৃতবর্মা ও সাত্যকি উভয়েই নানাপ্রকার যুদ্ধরীতি প্রদর্শন করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন এবং বারংবার বাণসমূহ বর্ষণ করত উভয়ে উভয়কে আবৃত করিয়াছিলেন ॥ ১৩

বৃষ্ণিবংশের এই দুই সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী বীরের ধনুর বেগ ও বলে নিক্ষিপ্ত শীঘ্রগামী বাণসকলকে আমরা আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম ॥ ১৪

কৃতবর্মা অধিতীয় বীর সত্যপরাক্রমী সাত্যকির নিকট উপস্থিত হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

তখন মহাবাহু সাত্যকি অঙ্কুশের আঘাতপ্রাপ্ত গজরাজের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আটটি উত্তম বাণে কৃতবর্মাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

ইহা দেখিয়া কৃতবর্মা ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত এবং শিলাশানিত তিনটি তীক্ষ্ণধার বাণে সাত্যকিকে আঘাত করত অপর একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১৭

সেই ছিন্ন শ্রেষ্ঠ ধনু নিক্ষেপ পূর্বক শিনিপ্রবর সাত্যকি বাণসহ অপর একটি ধনু সবেগে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৮

সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী যুযুধান (সাত্যকি) সেই উত্তম ধনু গ্রহণ পূর্বক অতি সত্বর তাহার উপর গুণ আরোপণ করিলেন ও কৃতবর্মার দ্বারা ধনু ছিন্ন হইয়া যাওয়াকে সহ্য করিতে না পারিয়া সেই অতিরথী বীর কুপিত হইলেন এবং অতিক্রুত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯-২০

তাহার পর শিনিপ্রবর সাত্যকি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার দশটি বাণের দ্বারা কৃতবর্মার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২১

রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর মহারথী কৃতবর্মা নিজের সুবর্ণভূষিত রথকে অশ্বগণ ও সারথিরহিত নিরীক্ষণ করত অতিশয় কষ্ট হইলেন। মান্যবর! পুনরায় তিনি শিনিপ্রবর সাত্যকিকে বিনাশ করিবার বাসনায় একটি শূল উত্তোলিত করিয়া তাহাকে নিজ বাহুদ্বয়ের বেগে তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২২-২৩

কিন্তু সাত্যকি যুদ্ধস্থলে নিজ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা

ততোঽপরেণ ভল্লেন সুদোনং সমতাড়য়ৎ।
স যুদ্ধে যুযুধানেন হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥ ২৫
কৃতবর্মা কৃতস্তেন ধরণীমন্বপদ্যত।
তস্মিন্ সাত্যকিনা বীরে রৈরথে বিরথীকৃতে ॥ ২৬
সমদ্যত সর্বেষাং সৈন্যানাং সুমহদ্ ভয়ম্।
পুত্রস্তু তব চাত্যর্থং বিষাদঃ সমজায়ত ॥ ২৭
হতসূতে হতাশ্বে তু বিরথে কৃতবর্মণি।
হতাশ্বঞ্চ সমালক্ষ্য হতসূতমরিন্দম ॥ ২৮
অভ্যধাবৎ কৃপো রাজন্ জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্
তমারোপ্য রথোপস্থে মিষতাং সর্বধন্বিনাম্ ॥ ২৯
অপোবাহ মহাবাহুঃ তূর্ণমায়োধনাদপি।
শৈনেয়েঽধিষ্ঠিতে রাজন্ বিরথে কৃতবর্মণি ॥ ৩০
দুর্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
তত পরে নাববুধ্যন্ত সৈন্যেন রজসা বৃতাঃ ॥ ৩১

তাবকাঃ প্রদ্রুতা রাজন্ দুর্যোধনমৃতে নৃপম্।
দুর্যোধনস্তু সম্প্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ ॥ ৩২
অবেনাভ্যপতৎ তূর্ণং সর্বাংস্তৈকো ন্যবারয়ৎ।
পাণ্ডুংশ্চ সর্বান্ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ॥ ৩৩
শিখণ্ডিনং দ্রৌপদেয়ান্ পাঞ্চালানাঞ্চ যে গণাঃ।
কেকয়ান্ সোমকাংশ্চৈব সৃঞ্জয়াংশ্চৈব মারিষ ॥ ৩৪
অসম্ভ্রমং দুরাধর্ষঃ শিতৈর্বাণৈরবাকিরৎ।
অতিষ্ঠদাহবে রাজন্ পুত্রস্তব মহাবলঃ ॥ ৩৫
যথা যজ্ঞে মহানগ্নির্মন্ত্রপূতঃ প্রকাশবান্।
তথা দুর্যোধনো রাজা সংগ্রামে সর্বতোঽভবৎ ॥ ৩৬
তং পরে নাভ্যবর্তন্ত মর্ত্যা মৃত্যুমিবাহবে।
অথাস্যং রথমাস্থায় হার্দিক্যঃ সমপদ্যত ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সাত্যকি-কৃতবর্মযুদ্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

সেই শূলকে যেমন কমঠ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কৃতবর্মাকে যেন মোহিত করিতে করিতেই ভূতলে পাতিত করিলেন ॥২৪

ইহার পর তিনি কৃতবর্মার বক্ষে একটি ভল্লের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। যুযুধান কর্তৃক রথ ও সারথিহীন কৃতবর্মা তখন রথ পরিত্যাগ করত যুদ্ধস্থলে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫½

সেই রৈরথ যুদ্ধে সাত্যকির দ্বারা বীর কৃতবর্মা রথহীন হইয়া যাইলে পর আপনার সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২৬½

যখন অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইল এবং তিনি রথহীন হইয়া পড়িলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধনের মন অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ২৭½

শত্রুদমন ভূপাল! কৃতবর্মার অশ্বগণ ও সারথিকে নিহত হইতে দেখিয়া কৃপাচার্য সাত্যকিকে বধ করিবার বাসনায় সেখানে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ২৮½

তারপর সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই মহাবাহু কৃতবর্মাকে নিজ রথের উপর আরোহণ করাইয়া তিনি অতি সত্বর যুদ্ধস্থল হইতে তাঁহাকে দূরে অপসারিত করিলেন ॥ ২৯½

রাজন্! যখন সাত্যকি যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কৃতবর্মা রথহীন হইয়া অপসারিত হইলেন, তখন দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যরা পুনরায় রণবিমুখ হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৩০½

কিন্তু সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিতে সর্বদিক্ আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় শত্রুসৈন্যরা কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন করিবার বিষয় জানিতে পারিলেন না। রাজন্! রাজা দুর্যোধন ব্যতীত আপনার সকল যোদ্ধাই তখন পলাইয়া যাইলেন ৩১½

দুর্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে নিকট হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া তীব্র বেগে শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং সেই সব শত্রুসৈন্যগণকে একাকীই প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ॥৩২½

মাননীয় নরেশ! সেই সময় ক্রুদ্ধ আপনার মহাবল পুত্র দুর্ধর্ষ দুর্যোধন কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই সাবধানে পাণ্ডবগণ, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল, কেকয়, সোমক এবং সৃঞ্জয় যোদ্ধাদের উপর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নির্ভয় হইয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৩৩-৩৫

যেরূপ যজ্ঞে মন্ত্রপূতসমূহের দ্বারা পবিত্র সর্বোত্তম অগ্নিদেব প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ সংগ্রামে রাজা দুর্যোধন সর্বদিকে দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

যেরূপ মরণধর্মা মনুষ্য নিজের মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্যরা রাজা দুর্যোধনের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। ইহার মধ্যেই কৃতবর্মা অপর রথে আরোহণ করত সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে সাত্যকি ও কৃতবর্মার যুদ্ধবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্য্যোধনস্য পরাক্রমঃ, উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রস্তু তে মহারাজ রথস্থো রথিনাং বরঃ।
দুরুৎসহো বভৌ যুদ্ধে যথা রুদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১
তস্য বাণসহস্রৈস্তু প্রচ্ছন্না ভূতবসুন্ধরী।
পরাংশ্চ সিষিচে বাণৈর্ধারাভিরিব পর্বতান্ ॥ ২
ন চ সোঽস্তি পুমান্ কশ্চিৎ পাণ্ডবানাং বলার্ণবে।
হয়ো গজো রথো বাপি যঃ স্যাদ্ বাণৈরবিক্ষতঃ ॥ ৩
যং যং হি সমরে যোধং প্রপশ্যামি বিশাম্পতে।
স স বাণৈশ্চিতোঽভূদ্ বৈ পুত্রেণ তব ভারত ॥ ৪
যথা সৈন্যেন রজসা সমুদ্ধূতেন বাহিনী।
প্রত্যদৃশ্যত সংছন্না তথা বাণৈর্মহাত্মনঃ ॥ ৫
বাণভূতামপশ্যাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে।
দুর্য্যোধনেন প্রকৃতাং ক্ষিপ্রহস্তেন ধন্বিনা ।৬
তেষু যোধসহস্রেষু ভাবকেষু পরেষু চ।
একো দুর্য্যোধনো হ্যাসীৎ পুমানিতি মতির্মম ॥ ৭
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য বিক্রমম্।
যদেকং সহিতাঃ পার্থা নাভ্যবর্তন্ত ভারত ।৮
যুধিষ্ঠিরং শতেনাজৌ বিব্যাধ ভরতর্ষভ।
ভীমসেনঞ্চ সপ্তত্যা সহদেবঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৯
নকুলঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা দ্রুষ্টদ্যুম্নঞ্চ পঞ্চভিঃ।
সপ্তভির্দ্রৌপদেয়াংশ্চ ত্রিভির্বিব্যাধ সাত্যকিম্ ॥ ১০
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সহদেবস্য মারিষ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১১
অন্যদ্রবত রাজানং প্রগৃহ্যান্যন্মহদ্ ধনুঃ।
ততো দুর্য্যোধনং সংখ্যে বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ॥১২
নকুলস্তু ততো বীরো রাজানং নবভিঃ শরৈঃ।
ঘোররূপৈর্মহেষ্বাসো বিব্যাধ চ ননাদ চ ॥ ১৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের পরাক্রম এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলে,—মহারাজ! রথের উপর উপবিষ্ট রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার প্রতাপশালী পুত্র দুর্য্যোধন রুদ্রদেবের ন্যায় যুদ্ধে শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ প্রতীত হইতে লাগিলেন। ১

তাঁহার সহস্র সহস্র বাণে সেখানকার সমগ্র রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতসকলকে সিক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি শত্রুদিগকে নিজ বাণধারায় সিক্ত করিতে লাগিলেন। ২

পাণ্ডবদের সৈন্যসাগরে এরূপ কোন মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী ছিলেন না, যাহারা সেই সময় দুর্য্যোধনের বাণসমূহে ক্ষতবিক্ষত হয় নাই। ৩

প্রজানাথ! ভরতনন্দন! আমি সমরাঙ্গণে যে যে যোদ্ধাকে দেখিতে ছিলাম, সেই সেই যোদ্ধাদিগকে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম।৪

যেরূপ সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সমস্ত সৈন্যরা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ তাহাদিগকে মহাত্মা দুর্য্যোধনের বাণসমূহেও আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম। ৫

হে ভূপতে! আমরা দেখিলাম যে, অতিদ্রুত হস্ত চালাইতে নিপুণ ধনুর্দ্ধর বীর দুর্য্যোধন সম্পূর্ণ রণভূমিকে বাণময় করিয়া দিয়াছেন। ৬

আপনার এবং শত্রুপক্ষের সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের মধ্যে তখন একমাত্র দুর্য্যোধনকেই বীর পুরুষ বলিয়া আমার মনে হইতেছিল। ৭

ভারত! আমরা সেখানে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ একত্রে মিলিত হইয়াও সেই একাকী বীরের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে একশত, ভীমসেনকে সত্তর, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে চৌষট্টি, দ্রুষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ সাত এবং সাত্যকিকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মান্যবর! সেই সঙ্গে একটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া উহার দ্বারা ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন। ৯-১০½

প্রতাপশালী মাদ্রীপুত্র সহদেব সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত অপর একটি বিশাল ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং যুদ্ধস্থলে দশটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ১১-১২

ইহার পর মহাধনুর্দ্ধর বীর নকুল নয়টি ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা

সাত্যকিশ্চৈব রাজানং শরেণানতপর্ব্বণা।
দ্রৌপদেয়াস্ত্রিসপ্তত্যা ধর্ম্মরাজশ্চ পঞ্চভিঃ॥ ১৪
অশীত্যা ভীমসেনশ্চ শরৈ রাজানমার্পয়ন্।
সমন্তাৎ কীর্য্যমাণস্তু বাণসঙ্ঘৈর্মহাত্মভিঃ॥ ১৫
ন চচাল মহারাজ সর্ব্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
লাঘবং সৌষ্ঠবং চাপি বীর্য্যং চাপি মহাত্মনঃ॥ ১৬
অতি সর্ব্বাণি ভূতানি দদৃশুঃ সর্ব্বমানবাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রো হি রাজেন্দ্র যোধাস্তু স্বল্পমন্তরম্॥ ১৭
অপশ্যমানা রাজানং পর্য্যবর্ত্তন্ত দংশিতাঃ।
তেষামাপততাং ঘোরস্তুমুলঃ সমপদ্যত॥ ১৮
ক্রুদ্ধস্য হি সমুদ্রস্য প্রাবৃট্ কালে যথা স্বনঃ
সমাসাদ্য রণে তে তু রাজানমপরাজিতম্॥ ১৯
প্রত্যুদ্যযুর্মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাততায়িনঃ
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধো দ্রোণপুত্রো ন্যবারয়ৎ। ২০

নানাবাণৈর্মহারাজ প্রমুক্তৈঃ সর্ব্বতোদিশম্।
নাজ্ঞায়ন্ত রণে বীরা ন দিশঃ প্রদিশঃ কুতঃ॥ ২১
তাবুভৌ ক্রূরকর্ম্মাণাবুভৌ ভারত দুঃসহৌ।
ঘোররূপমযুধ্যেতাং কৃত-প্রতিকৃতৈষিণৌ॥ ২২
ত্রাসয়ন্তৌ দিশঃ সর্ব্বা জ্যাক্ষেপকঠিনত্বচৌ।
শকুনিস্তু রণে বীরো যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ॥ ২৩
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সুবলস্য সুতো বিভো।
নাদং চকার বলবৎ সর্ব্বসৈন্যানি কোপয়ন্॥ ২৪
এতস্মিন্নন্তরে বীরং রাজানমপরাজিতম্।
অপোবাহ রথেনাজৌ সহদেবঃ প্রতাপবান্॥ ২৫
অথাস্যং রথমাস্থায় ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
শকুনিং নবভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ২৬
ননাদ চ মহানাদং প্রবরঃ সর্ব্বধন্বিনাম্।
তদ্ যুদ্ধমভবচ্চিত্রং ঘোররূপঞ্চ মারিষ॥ ২৭

দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন॥ ১৩

এই সময় সাত্যকিও ক্ষুরান্তপর্ব্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা রাজা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র তিয়াত্তর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ এবং ভীমসেন আশীটি বাণে রাজা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১৪½

মহারাজ! এই সব মহাত্মা বীরগণ যদিও সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনের উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না॥ ১৫½

এই মহাত্মা বীর দুর্য্যোধনের নৈপুণ্য, অস্ত্রচালনার সুন্দর পদ্ধতি এবং পরাক্রম—এই সবকে তখন সকল মানুষই সমস্ত প্রাণী হইতে অধিকরূপে দর্শন করিতে থাকিলেন॥ ১৬½

রাজেন্দ্র! আপনার যোদ্ধারা অল্পও সুযোগ না দেখিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে চারিদিকে পরিবৃত করত অবস্থিত রহিলেন॥ ১৭½

যেরূপ বর্ষাকালে বিক্ষুব্ধ সাগরের ভীষণ গর্জ্জন শুনা যায়, সেইরূপ আক্রমণকারী এই কৌরব-বীরগণের ঘোর ও ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল॥ ১৮½

এই মহাধনুর্দ্ধর কৌরব-যোদ্ধারা রণাঙ্গনে অপরাজিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া আততায়ী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১৯½

মহারাজ! রণাঙ্গনে কুপিত দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা চারিদিকে নিক্ষিপ্ত অনেকপ্রকার বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন। এই সময় সংগ্রামে বীর যোদ্ধাগণকে জানা যাইতেছিল না এবং দিক্‌সকলকেও বুঝা যাইতেছিল না; সুতরাং কোণসমূহের কথা আর কি বলিবার আছে? ২০-২১

ভারত! এই দুই বীর অশ্বত্থামা ও ভীমসেন ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম্মকারী এবং শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ ছিলেন, অতএব ইহারা উভয়ে পরস্পরকে যোগ্য উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২২

ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতে করিতে ইহাদের উভয়ের হাতের চর্ম্ম কঠিন হইয়া (কড়া পড়িয়া) গিয়াছিল এবং ইহারা সমস্ত দিক্‌কেই তখন সন্ত্রাসিত করিতে ছিলেন। অপর দিকে বীর শকুনি রণাঙ্গনে যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥২৩

প্রভো! সুবলের এই পুত্র শকুনি যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করত সমস্ত সৈন্যদের ক্রোধবর্দ্ধন করিতে করিতে ভীষণস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ২৪

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী বীর সহদেব অপরাজিত বীর রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিজের রথে আরোহণ করাইয়া দূরে লইয়া যাইলেন॥

তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপর রথে আরোহণ করত পুনরায় ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং প্রথমে শকুনিকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৫-২৬

ইহার পর সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মাতৃবর! তখনকার

প্রেক্ষতাং প্রীতিজননং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্।
উলূকস্তু মহেষ্বাসং নকুলং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ২৮
অভ্যদ্রবদমেয়াত্মা শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ॥
তথৈব নকুলঃ শূরঃ সৌবলস্য সুতং রণে ॥ ২৯
শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ।
তৌ তত্র সমরে বীরৌ কুলপুত্রৌ মহারথৌ ॥ ৩০
যোধয়ন্তাবপশ্যেতাং কৃত-প্রতিকৃতৈষিণৌ।
তথৈব কৃতবর্মাণং সৈনেয়ঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ৩১
যোধয়ন্ শুশুভে রাজন্ বলিং শক্র ইবাহবে।
দুর্যোধনো ধনুশ্ছিত্ত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে ॥ ৩২
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি সমরে প্রগৃহ্য পরমায়ুধম্ ॥ ৩৩
রাজানং যোধয়ামাস পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্।
তয়োর্যুদ্ধং মহাচ্চাসীৎ সংগ্রামে ভরতর্ষভ ॥ ৩৪

প্রভিন্নয়োর্যথা সক্তং মত্তয়োর্বরহস্তিনোঃ।
সৌভদ্রস্তু রণে ক্রুদ্ধো দ্রৌপদেয়ান্ মহাবলান্ ॥ ৩৫
বিব্যাধ বহুভিঃ শূরঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমিন্দ্রিয়ৈরিব দেহিনঃ ॥ ৩৬
ঘোররূপমসংবার্য্যং নির্মর্য্যাদমবর্তত।
তে চ সম্পীড়য়ামাসুরিন্দ্রিয়াণীব বালিশম্ ॥ ৩৭
স চ তান্ প্রতি সংরব্ধঃ প্রত্যযোধয়দাহবে।
এবং চিত্রমভূদ্ যুদ্ধং তস্য তৈঃ সহ ভারত ॥ ৩৮
উত্থায়োত্থায় হি যথা দেহিনামিন্দ্রিয়ৈর্বিভো।
নরাশ্চৈব নরৈঃ সার্ধং দন্তিনো দন্তিভিস্তথা ॥ ৩৯
হয়া হয়ৈঃ সমাসক্তা রথিনো রথিভিঃ সহ।
সঙ্কুলং চাভবদ্ ভূয়ো ঘোররূপং বিশাম্পতে ॥ ৪০
ইদং চিত্রমিদং ঘোরমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো।
যুদ্ধমাসীন্ মহারাজ ঘোরাণি চ বহূনি চ ॥ ৪১

এই যুদ্ধ বিচিত্র, ভয়ের, সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত এবং দর্শকবৃন্দের হর্ষবর্দ্ধক ছিল ॥ ২৭॥

অপরদিকে অমেয় আত্মবলসম্পন্ন উলূক মহাধনুর্দ্ধর রণদুর্মদ নকুলের দিকে চারিদিকে বাণবর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ২৮॥

সেইরূপ বীর নকুল সকলদিকে বিশাল বাণবর্ষণ করিয়া শকুনিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯॥

এইরূপ বীর মহারথী উত্তমকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অতএব সমরাঙ্গণে পরস্পরের প্রহারের প্রতীকার করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—ইহা দেখা যাইল ॥ ৩০॥

রাজন্! এইরূপ শত্রুসন্তাপী সাত্যকি কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বলির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩১॥

দুর্যোধন এই সময় রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিয়া দিলেন এবং ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহাকে তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২॥

তখন ধৃষ্টদ্যুম্নও অপর ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতে রাজা দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! রণাঙ্গনে এই দুই বীরের যুদ্ধ সেইরূপ মনে হইতেছিল, যেরূপ মদধারাবাহী দুইটি হাতী পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩৪॥

অপরদিকে বীরবর কৃপাচার্য্য কুপিত হইয়া মহাবল দ্রৌপদীপুত্রগণকে আনতপর্ব্বযুক্ত বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫॥

যেরূপ দেহধারী জীবাত্মার পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই পক্ষ ভ্রাতার কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে এই যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোর, অনিবার্য্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন হইয়া উঠিল ॥ ৩৬॥

যেরূপ ইন্দ্রিয়গণ মূঢ় মানুষকে পীড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, শতানীক ও শ্রুতসোম—এই পক্ষ ভ্রাতা কৃপাচার্য্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্যও অতিশয় কষ্ট হইয়া রণাঙ্গনে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৭॥

ভারত! তাঁহার এই দ্রৌপদীপুত্রগণের সহিত সেইরূপ বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল, যেরূপ বারংবার উত্থিত হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত দেহধারী জীবাত্মার যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩৮॥

প্রজানাথ! সেই সময় মত্তগণ মত্তগণের সহিত; হস্তীরা হস্তীদের সহিত, অশ্বসকল অশ্বসকলের সহিত এবং রথী যোদ্ধারা রথী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। তখন ইহাদের মধ্যে অতিশয় তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩৯-৪০॥

প্রভো! মহারাজ! এই বিচিত্র, এই ঘোর, এই রৌদ্র যুদ্ধ এইরূপ বহু ভাবে ভীষণাকার ধারণ করত চলিতে লাগিল ॥ ৪১

তে সমাসাদ্য সমরে পরস্পরমবিন্দমা:
ব্যনদংশ্চৈব জঘ্নুশ্চ সমাসাদ্য মহাহবে। ৪২
তেষাং পত্রসমুদ্ভূতং রজস্তীব্রমদৃশ্যত।
বাতেন চোদ্ধতং রাজন্ ধাবদ্ভিস্তাবসাদিভি:॥ ৫৩
রথনেমিসমুদ্ভূতং নি:শ্বাসৈশ্চাপি দন্তিনাম্।
রজ: সন্ধ্যাভ্রকলিলং দিবাকরপথং যযৌ॥ ৫৪
রজসা তেন সম্পৃক্তো ভাস্করো নিষ্প্রভ: কৃত:।
সংছাদিতাভবদ্ ভূমিস্তে চ শূরা মহারথা:॥ ৫৫
মুহূর্ত্তাদিব সংবৃত্তং নীরজস্কং সমন্ততঃ।
বীরশোণিতসিক্তায়াং ভূমৌ ভরতসত্তম॥ ৫৬

উপাশাম্যৎ ততস্তীব্রং তদ্ রজো ঘোরদর্শনম্।
ততোঽপশ্যমহং ভূয়ো দ্বন্দ্বযুদ্ধানি ভারত॥ ৫৭
যথাপ্রাণং যথাশ্রেষ্ঠং মধ্যাহ্নে বৈ সুদারুণে।
বর্ম্মণাং তত্র রাজেন্দ্র ব্যদৃশ্যন্তোজ্জলা: প্রভা:॥ ৫৮
শব্দশ্চ তুমুল: সংখ্যে শরাণাং পততামভূৎ।
মহাবেণুবনস্যেব দহ্যমানস্য পর্ব্বতে॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়:॥ ২২

শত্রুদমনকারী এই সমস্ত যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সেই মহাসমরে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিতে থাকিলেন। ৫২

রাজন্! ইঁহাদের বাহনগণের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা ও ধাবিত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা উত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিজালে সর্ব্বদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যাইল। ৫৩

রথচক্রসকলের দ্বারা এবং হস্তিগণের নি:শ্বাস-বায়ুর দ্বারা উপরে উত্থিত ধূলিজাল সন্ধ্যাকালীন মেঘমণ্ডলের ন্যায় সূর্য্যের পথ পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল। ৫৪

এই ধূলিজালে দিক্ সকল হইয়া সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ হইয়া যাইলেন এবং পৃথিবী ও এই সব মহারথী বীর যোদ্ধারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন। ৫৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বীর যোদ্ধাগণের রক্তের দ্বারা ধরাতল সিক্ত হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বদিকে ধূলি শান্ত হইয়া যাওয়ায় রণক্ষেত্র নির্ম্মল হইয়া উঠিল। ৫৬

দেখিতে ভয়ঙ্কর এই তীব্র ধূলিজাল সর্ব্বতোভাবে শান্ত হইয়া যাইল। ভারত! রাজেন্দ্র! তখন আমি সেই দারুণ মধ্যাহ্নকালে নিজের বল ও শ্রেষ্ঠতা অনুসারে বহু দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শন করিলাম। তখন যোদ্ধাগণের কবচের প্রভা অতিশয় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।৫৭।৫৮

যেরূপ পর্ব্বতে প্রজ্বলিত বিশাল বংশবন হইতে উত্থিত তীব্র চট্‌চট্ শব্দ শুনা যায়, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে বাণসমূহের পতনের ভয়ঙ্কর চট্‌চট্ শব্দ হইতে লাগিল। ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

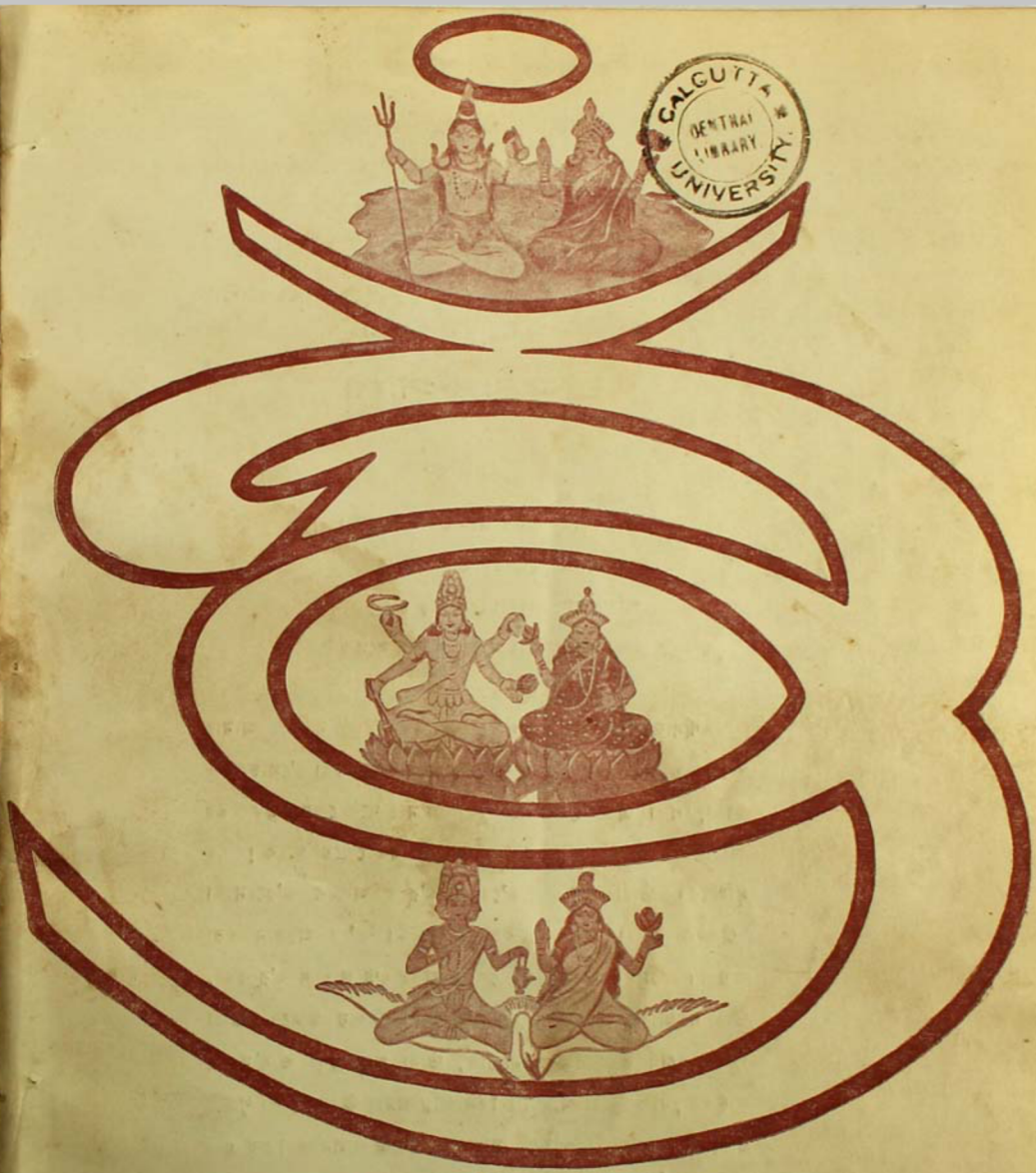

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৩।৩ ৬৬ দ্বাদশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমি দেহধারণ করি। আমার পরম ভক্ত গঙ্গানন্দন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের কথা ব'লেছিল,—মাতা, পিতা এবং গুরুগণের পূজা আমার মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এর আচরণে মানব পবিত্র লোকসকল এবং মহাযশ পেয়ে থাকে। হে যুধিষ্ঠির। তাঁরা সুপূজিত হ'য়ে যা ক'র্‌তে আদেশ ক'রবেন তা ধর্ম্মসঙ্গত অথবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ইহা বিচার না ক'রে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাঁদের আজ্ঞা না পেয়ে অপর ধর্ম্ম আচরণ ক'র্‌বে না, তাঁরা যা আদেশ করেন তা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—ইহা নিশ্চয় জান্‌বে। তাঁরা পৃথিবী, স্বর্গ এবং ব্রহ্ম ত্রিলোক, তাঁরা ঋক্ যজুঃ ও সামবেদ, গার্হপত্য, দক্ষিণ এবং আহ্বনীয় তিন অগ্নি অর্থাৎ তাঁদের সেবা পূজার দ্বারা ত্রিলোক জিত হয়, আশ্রমত্রয়ের ধর্ম্ম পালন করা হয় এবং বেদত্রয় পাঠ করা ও অগ্নি তিনটীতে হোম করার ফললাভ হ'য়ে থাকে।

১১শ বর্ষ, মাঘমাস, ১৩৭৯ । অষ্টমসংখ্যা—শস্যোদনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA UNIVERSITY

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতনঙ্গভাষানুবাদসহিতম্ ।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা ।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড্, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড্
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষস্য সপ্তশতরথিনাং বিনাশঃ, উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং মর্য্যাদাহীনং ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, শকুনেঃ কূটঃ সংগ্রামঃ, তস্য পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

বর্ত্তমানে তদা যুদ্ধে ঘোররূপে ভয়ানকে।
অভজ্যত বলং তত্র তব পুত্রস্য পাণ্ডবৈঃ ১
তাংস্তু যত্নেন মহতা সংনিবার্য্য মহারথান্।
পুত্রস্তে বোধয়ামাস পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ২
নিবৃত্তাঃ সহসা যোধাস্তব পুত্রজয়ৈষিণঃ।
সন্নিবৃত্তেষু তেষেবং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ৩
তাবকানাং পরেষাঞ্চ দেবাসুররণোপমম্।
পরেষাং তব সৈন্যে বা নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৪
অনুমানেন যুধ্যন্তে সংজ্ঞাভিশ্চ পরস্পরম্।
তেষাং ক্ষয়ো মহানাসীদ্ যুধ্যতামিতরেতরম্ ॥ ৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ক্রোধেন মহতা যুতঃ।
জিগীষমাণঃ সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সরাজকান্ ॥ ৬
ত্রিভিঃ শারদতং বিদ্ধ্বা কৃপপুত্রৌ শিলাশিতৈঃ।
চতুর্ভির্নিজঘানাশ্বান্ নারাচৈঃ কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ৭
অশ্বত্থামা তু হার্দিক্যমপোবাহ যশস্বিনম্।
অথ শারদতোঽষ্টাভিঃ প্রত্যবিধ্যদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৮
ততো দুর্য্যোধনো রাজা রথান্ সপ্তশতান্ রণে।
প্রৈষয়দ্ যত্র রাজাসৌ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
তে রথা রথিভির্যুক্তা মনোমারুতরংহসঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে কৌন্তেয়স্য রথং প্রতি ॥ ১০
তে সমন্তান্মহারাজ পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
অদৃশ্যং সায়কৈশ্চক্রুর্মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥ ১১
তে দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজানং কৌরবেয়ৈস্তথা কৃতম্।
নামৃষ্যন্ত সুসংরব্ধাঃ শিখণ্ডিপ্রমুখা রথাঃ ॥ ১২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

কৌরবপক্ষের সাত শত রথীর বিনাশ, উভয়পক্ষের সৈন্যদের মর্য্যাদাহীন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, শকুনির কূট সংগ্রাম এবং তাঁহার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন এই ভয়ানক ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল, সেই সময় পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার সৈন্যদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। ১

এই পলায়নপর মহারথী যোদ্ধাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে নিবারণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২

ইহা দেখিয়া আপনার পুত্রের জয়াকাঙ্ক্ষী যোদ্ধারা সহসা ফিরিয়া আসিলেন। এইভাবে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর তাঁহাদের সকলের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৩

আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণের এই যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। সেই সময় শত্রুগণের কিংবা আপনার সৈন্যদের মধ্যে কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ৪

সকল সৈন্যই অনুমানে এবং নাম বলিলে পর শত্রু ও মিত্র জানিতে পারিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পর যুদ্ধরত এই বীরগণের সৈন্যদলে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ আরম্ভ হইল। ৫

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধনসহ পুত্রদিগকে জয় করিতে অভিলাষী হইলেন। ৬

তিনি শিলাশাণিত স্বর্ণমণ্ডিত পঙ্খযুক্ত তিনটি বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারিটি নারাচের দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। ৭

তখন অশ্বত্থামা যশস্বী হার্দিক্যকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া অন্যত্র সরাইয়া লইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আটটি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। ৮

ইহার পর রাজা দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে সাত-শত রথী যোদ্ধাকে সেস্থলে প্রেরণ করিলেন, যেখানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন

রথী যোদ্ধাগণে সংযুক্ত এবং মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী এই সকল রথ রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইল। ১০

মহারাজ! যেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব রথী যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন। ১১

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কৌরবগণের দ্বারা এরূপ অবস্থায় উপনীত

রথৈরশ্ববরৈর্যুক্তৈঃ কিঙ্কিণীজালসংবৃতৈঃ।
আজগ্মুরথ রক্ষন্তঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৩
ততঃ প্রবৃত্তে রৌদ্রঃ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪
রথান্ সপ্তশতান্ হত্বা কুরূণামাততায়িনাম্।
পাণ্ডবাঃ সহ পাঞ্চালৈঃ পুনরেবাভ্যবারয়ন্ ॥ ১৫
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ তব পুত্রস্য পাণ্ডবৈঃ।
ন চ তৎ তাদৃশং দৃষ্টং নৈব চাপি পরিশ্রুতম্ ॥ ১৬
বর্ত্তমানে তদা যুদ্ধে নির্ম্মর্য্যাদে সমন্ততঃ।
বধ্যমানেষু যোধেষু তাবকেষিতরেষু চ ॥ ১৭
বিনদৎসু চ যোধেষু শঙ্খবর্য্যাংশ্চ পূরিতৈঃ।
উৎক্রুষ্টৈঃ সিংহনাদৈশ্চ গর্জিতৈশ্চৈব ধন্বিনাম্ ॥ ১৮
অতিপ্রবৃত্তে যুদ্ধে চ ছিদ্যমানেষু মর্ম্মসু।
ধাবমানেষু যোধেষু জয়গৃদ্ধিষু মারিষ ॥ ১৯

সংহারে সর্ব্বতো জাতে পৃথিব্যাং শোকবর্দ্ধনে।
ক্ষয়ীনামুত্তমস্ত্রীণাং সীমন্তোদ্ধরণে তথা ॥ ২০
নির্ম্মর্য্যাদে মহাযুদ্ধে বর্ত্তমানে সুদারুণে।
প্রাদুরাসন্ বিনাশায় তদোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ ॥ ২১
চচাল শব্দং কুর্ব্বাণা সপর্ব্বত-বনা মহী।
সদণ্ডাঃ সোল্মুকা রাজন্ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ২২
উল্কা পেতুর্দিবো ভূমাবাহত্য রবিমণ্ডলম্।
বিদ্বাতাঃ প্রাদুরাসন্ নীচৈঃ শর্করবর্ষিণঃ ॥ ২৩
অশ্রূণি মুমুচুর্নাগা বেপথুং চাস্পৃশন্ ভৃশম্।
এতান্ ঘোরাননাদৃত্য সমুৎপাতান্ সুদারুণান্ ॥ ২৪
পুনর্যুদ্ধায় সংবৃত্তাঃ ক্ষত্রিয়াস্তনুত্যজাঃ।
রমণীয়ে কুরুক্ষেত্রে পুণ্যে স্বর্গং যিয়াসবঃ ॥ ২৫
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরব্রবীৎ।
যুধ্যধ্বমগ্রতো যাবৎ পৃষ্ঠতো হন্মি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬

হইতে দেখিয়া অন্যান্য কি ঐ প্রকৃতির যোদ্ধারা উহা সহ্য করিতে পারিলেন না।

ইঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া ক্ষণিকালের মধ্যে বৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ রথগণের দ্বারা যোজিত রথসকলের কুরুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তদনন্তর কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের মধ্যে অতীব ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইল। যে সংগ্রামে জলের ন্যায় রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধ কেবল যমরাজেরই রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ১৪

সেই সময় পাঞ্চালগণের সহিত পাণ্ডবেরা আততায়ী কৌরব-যোদ্ধাদের সেই সাত শত রথকে বিনাশ করত পুনরায় অন্য সব যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৫

সেখানে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এরূপ যুদ্ধ আমি কখনও দেখি নাই, এমন কি শ্রবণও করি নাই ॥ ১৬

মাননীয় ভূপাল! যখন সর্ব্বদিকেই এই নিয়মহীন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা নিহত হইতে থাকিল, যুদ্ধপরায়ণ বীরগণের গর্জন ও শ্রেষ্ঠ শঙ্খসকলের ধ্বনি হইতে লাগিল, ধনুর্দ্ধর বীরবৃন্দের আহ্বান, সিংহনাদ ও গর্জন সহকারে এই যুদ্ধ যখন কর্ত্তব্যোচিত ব্যবহার অতিক্রম করিল, যোদ্ধাগণের মর্ম্মস্থানসকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, জয়াভিলাষী যোদ্ধারা এদিক ওদিকে ধাবিত হইতে থাকিলেন, রণাঙ্গনে সর্ব্বত্র হইতে লাগিল, বহু সুন্দরী স্ত্রীর সীমন্তের সিন্দুর নষ্ট হইল সমস্ত নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন বিনাশসূচক অতিশয় নিদারুণ বহু উৎপাত আবির্ভূত হইল ॥ ১৭-২১

রাজন্ পর্ব্বত ও বনভূমি সহ পৃথিবী ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে কম্পিত হইলেন আকাশ হইতে দণ্ড ও প্রজ্বলিত কাষ্ঠ খণ্ড সহ বহু উল্কা সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত করত চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২২

চারিদিক দিয়া বালুকা ও কাঁকর বর্ষণকারী বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল। হস্তিগণ অশ্রুমোচন করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিল ॥ ২৩

এই সব দারুণ ও ভয়ঙ্কর উৎপাতসকল অবহেলা করত ক্ষত্রিয় বীরগণ মনে ব্যথাহীন হইয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং স্বর্গে গমন করিবার অভিলাষ করত রমণীয় ও পুণ্যময় কুরুক্ষেত্রে উৎসাহের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪-২৫

তাহার পর গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র শকুনি কৌরব-যোদ্ধা-দিগকে বলিলেন,—বীরগণ! তোমরা সকলে সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ কর, আর আমি পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে পাণ্ডবগণকে সংহার করিব ॥ ২৬

ততো নঃ সম্প্রয়াতানাং মদ্রযোধাস্তরস্বিনঃ।
হৃষ্টাঃ কিলকিলাশব্দমকুর্বন্তাপরে তথা ॥ ২৭
অস্মাংস্তু পুনরাসাদ্য লব্ধলক্ষ্যা দুরাসদাঃ।
শরাসনানি ধুন্বন্তঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২৮
ততো হতং পরৈস্তত্র মদ্ররাজবলং তদা
দুর্যোধনবলং দৃষ্ট্বা পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥ ২৯
গান্ধাররাজস্তু পুনর্বাক্যমাহ ততো বলী।
নিবর্তধ্বমধর্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং স্থতেন বঃ ॥ ৩০
অনীকং দশসাহস্রমশ্বানাং ভরতর্ষভ।
আসীদ্ গান্ধাররাজস্য বিশালপ্রাসযোধিনাম্ ॥ ৩১
বলেন তেন বিক্রম্য বর্তমানে জনক্ষয়ে।
পৃষ্ঠতঃ পাণ্ডবানীকমভ্যয়াস্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২
তদভ্রমিব বাতেন ক্ষিপ্যমাণং সমন্ততঃ।
অভজ্যত মহারাজ পাণ্ডূনাং সুমহদ্ বলম্ ॥ ৩৩

ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ।
অভ্যনাদয়দব্যগ্রঃ সহদেবং মহাবলম্ ॥ ৩৪
অসৌ সুবলপুত্রো নো জঘনং পীড্য দংশিতঃ।
সৈন্যানি সুদয়ত্যেষ পশ্য পাণ্ডব দুর্মতিম্ ॥ ৩৫
গচ্ছ ত্বং দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনিং সৌবলং জহি।
রথানীকমহং রক্ষ্যে পাঞ্চালসহিতোঽনঘ ॥ ৩৬
গচ্ছন্তু কুঞ্জরাঃ সর্বে বাজিনশ্চ সহ ত্বয়া।
পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রাঃ শকুনিং ত্বৈর্বৃতো জহি ॥ ৩৭
ততো গজাঃ সপ্তশতাশ্চাপপাণিভিরান্বিতাঃ।
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি সহদেবশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৩৮
পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রা দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
রথে হ্যভ্যদ্রবন্তে তু শকুনিং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩৯
ততস্তু সৌবলো রাজন্নভিক্রম্য পাণ্ডবান্।
জঘান পৃষ্ঠতঃ সেনাং জয়গৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০

এরূপ পরামর্শ অনুসারে যখন আমরা প্রস্থান করিতেছিলাম, তখন মদ্রদেশের বেগশালী যোদ্ধারা এবং অন্যান্য সৈন্যরা হর্ষে উল্লসিত হইয়া কিল কিলা শব্দ করিতে লাগিলেন

ইহার মধ্যেই দুর্ধর্ষ পাণ্ডব যোদ্ধারা আমাদের নিজ নিজ লক্ষ্যরূপে পাইয়া ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে আমাদের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ২৮

অল্পকালের মধ্যেই সে স্থলে শত্রুগণ মদ্রদেশের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া দুর্যোধনের সৈন্যরা পুনরায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৯

তখন বলবান্ গান্ধাররাজ শকুনি পুনরায় এইরূপ বলিলেন,—নিজ ধর্ম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ পাপিগণ! এইভাবে তোমাদের পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? অতএব প্রত্যাবর্তন কর এবং যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও ॥ ৩০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় গান্ধাররাজ শকুনির নিকট বিশাল প্রাস ধারণ করিতে সমর্থ দশ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে লইয়া শকুনি সেই জনসংহারকারী যুদ্ধে পাণ্ডব-সৈন্যদের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সেই পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩২

মহারাজ! যেরূপ প্রবল বায়ুর আঘাতে মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ এই আক্রমণে বিশাল পাণ্ডব-সৈন্যদের ব্যূহ ভঙ্গ হইল ॥ ৩৩

তখন যুধিষ্ঠির প্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ। অভ্যনাদয়দব্যগ্রঃ সহদেবং মহাবলম্ ॥ ৩৪ অসৌ সুবলপুত্রো নো জঘনং পীড্য দংশিতঃ। সৈন্যানি সুদয়ত্যেষ পশ্য পাণ্ডব দুর্মতিম্ ॥ ৩৫ গচ্ছ ত্বং দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনিং সৌবলং জহি। রথানীকমহং রক্ষ্যে পাঞ্চালসহিতোঽনঘ ॥ ৩৬ গচ্ছন্তু কুঞ্জরাঃ সর্বে বাজিনশ্চ সহ ত্বয়া। পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রাঃ শকুনিং ত্বৈর্বৃতো জহি ॥ ৩৭ ততো গজাঃ সপ্তশতাশ্চাপপাণিভিরান্বিতাঃ। পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি সহদেবশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৩৮ পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রা দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ। রথে হ্যভ্যদ্রবন্তে তু শকুনিং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩৯ ততস্তু সৌবলো রাজন্নভিক্রম্য পাণ্ডবান্। জঘান পৃষ্ঠতঃ সেনাং জয়গৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০

ধৃতির যাইতে
শান্তভাবে মহাবল সহদেবকে ৮৯ ক ৩৪
তিনি বলিলেন, চাহিয়া করত সুবলপুত্র
শকুনি সৈন্যগণে পশ্চাদ্ভাগে পিছ পীড়াদান
পূর্বক সমর সৈন্যদিগকে করিতেছে তুমি এই দুর্মতি
শকুনিকে দেখ ৩৫

নিষ্পাপ বীর তুমি দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত গমন কর এবং সুবলপুত্র শকুনিকে বধ কর আমি পাঞ্চাল-সৈন্যদের সহিত এ স্থলে অবস্থান করত শত্রুগণের এই রথ-সৈন্যদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিব

তোমার সহিত সমস্ত গজারোহী, অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং তিন হাজার পদাতি সৈন্যও যাইবে তুমি ইহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া শকুনিকে বিনাশ কর

তদনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে হস্তে ধনু ধারণ করত আরোহী যোদ্ধাযুক্ত সাত শত হস্তী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা, তিন হাজার পদাতি যোদ্ধা ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র —ইঁহারা সকলে রণাঙ্গনে যুদ্ধদুর্মদ শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৮-৩৯

রাজন্! অপর দিকে জয়াভিলাষী প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি পাণ্ডবগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহাদের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

অশ্বারোহাস্তু সংরব্ধাঃ পাণ্ডবানাং তরস্বিনাম্।
প্রাবিশন্ সৌবলানীকমভ্যতিক্রম্য তান্ রথান্। ৫১
তে তত্র সাদিনঃ শূরাঃ সৌবলস্য মহদ্ বলম্।
রণমধ্যে ব্যতিষ্ঠন্ত শরবর্ষৈরবাকিরন্। ৫২
তদ্ভূতগদাপ্রাসমকাপুরুষসেবিতম্।
প্রাবর্তত মহদ্ যুদ্ধং রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব। ৫৩
উপারমন্ত জ্যাশব্দাঃ প্রেক্ষকা রথিনোঽভবন্।
ন হি স্বেষাং পরেষাং বা বিশেষঃ প্রত্যদৃশ্যত। ৫৪
শূরবাহুবিসৃষ্টানাং শক্তীনাং ভরতর্ষভ।
জ্যোতিষামিব সম্পাতমপশ্যন্ কুরু-পাণ্ডবাঃ। ৫৫
ঋষ্টিভির্বিমলাভিশ্চ তত্র তত্র বিশাম্পতে।
সম্পতন্তীভিরাকাশমাবৃতং বহুধোত্তত। ৫৬
প্রাসানাং পততাং রাজন্ রূপমাসীৎ সমন্ততঃ।
শলভানামিবাকাশে তদা ভরতসত্তম। ৫৭
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গা বিপ্রবিদ্ধৈর্নিরস্তুভিঃ।
হয়াঃ পরিপতন্তি স্ম শতশোঽথ সহস্রশঃ। ৫৮
অন্যোন্যং পরিপিষ্টাশ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
আবিক্ষতাঃ স্ম দৃশ্যন্তে বমন্তো রুধিরং মুখৈঃ। ৫৯
ততোঽতিবলবদ্ঘোরঃ সৈন্যেন রজসা বৃতে।
তানপাক্রমতোঽব্রাক্ষং তস্মাদ্ দেশাদরিন্দম। ৬০
অশ্বান্ রাজন্ মনুষ্যাংশ্চ রজসা সংবৃতে সতি।
ভূমৌ নিপতিতাশ্চান্যে বমন্তো রুধিরং বহু। ৬১
কেশাকেশি সমালগ্না ন শেকুশ্চেষ্টিতুং নরাঃ।
অন্যোন্যমবপৃষ্ঠেভ্যো বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ। ৬২
মগ্না ইব সমাসাদ্য নিজয়ুরিতরেতরম্।
অশ্বৈশ্চ ব্যপকৃষ্যন্ত বহবোঽত্র গতাসবঃ। ৬৩

বেগশালী পাণ্ডবগণের অশ্বারোহী যোদ্ধারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই কৌরব-রথীদিগকে উল্লঙ্ঘন করত সবলপুত্র শকুনির সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সব বীরবর অশ্বারোহী সেখানে যাইয়া রণভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত হইলেন। শকুনির সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজন্! তারপর আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহা কাপুরুষগণ নহে বীর পুরুষগণই সেবা করিয়া থাকেন। সেই সময় সমস্ত যোদ্ধাগণের হস্তে গদা অথবা প্রাস উদ্যত ছিল।

ধনুর গুণের শব্দ নিবৃত্ত হইয়া গেল। রথী যোদ্ধারা নীরব হইয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। এই সময় আপনার এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণের মধ্যে পরাক্রমের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইল না।

ভরতশ্রেষ্ঠ! বীরবর যোদ্ধাগণের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত শক্তি-সকল সেইভাবে শত্রুদের উপর পতিত হইতে লাগিল, যেরূপ আকাশ হইতে তারাসকল পতিত হইয়া থাকে। কৌরব-পাণ্ডব-যোদ্ধারা এই যুদ্ধ দর্শন করিতে থাকিলেন।

প্রজানাথ! সেখানে পতনোদ্যত নিশ্চল ঋষ্টিসমূহে পরিব্যাপ্ত আকাশের অতিশয় শোভা হইতেছিল।

ভরতকুলভূষণ নরেশ! সেই সময় চারিদিকে পতিত প্রাস-সমূহের স্বরূপ আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় মনে হইতেছিল।

শত শত ও অশ্বারোহী যোদ্ধা-গণের সর্বাঙ্গে রক্ত দৃষ্ট ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

বহুসংখ্যক সৈন্য পরস্পরের নিকটে গমন করত পরস্পর পিষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে দৃষ্ট হইতে থাকিলেন।

শত্রুদমন ভূপাল! তাহার পর যখন শত্রুগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সর্বদিক ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, সেই সময় আমরা দেখিলাম বহুসংখ্যক যোদ্ধা সেখান হইতে পলায়ন করিতেছে।

রাজন্! ধূলিতে সমগ্র রণক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় অন্ধকারে আমরা বহু অশ্ব ও মনুষ্যকেও পলায়ন করিতে দেখিলাম। এই সময় বহু যোদ্ধা ভূতলে পতিত হইয়া মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে লাগিলেন।

বহুসংখ্যক যোদ্ধা পরস্পরের কেশ ধারণ করত এরূপ সংলগ্ন হইয়া যাইলেন যে, তখন তাঁহারা কেহ কোনরূপ চেষ্টা করিতেও সমর্থ হইতে ছিলেন না। বহু মহাবল যোদ্ধা পরস্পরকে অশ্বগণের পৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করিতেছিলেন।

বহুসংখ্যক যোদ্ধা বল্লগণের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বহু যোদ্ধা আবার প্রাণহীন হইয়া অশ্বগণের দ্বারা এদিক ওদিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন।

ভূমৌ নিপতিতাশ্চান্যে বহবো বিজয়ৈষিণঃ।
তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত পুরুষাঃ শূরমানিনঃ ॥ ৫৯
রক্তোক্ষিতৈশ্ছিন্নভুজৈরবকৃষ্টশিরোরুহৈঃ।
ব্যদৃশ্যত মহী কীর্ণা শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫০
দূরং ন শক্যং তত্রাসীদ্ গন্তুমন্যেন কেনচিৎ
সাশ্বারোহৈর্হতৈরশ্বৈরাবৃতে বসুধাতলে ॥ ৬০
রুধিরোক্ষিতসন্নাহৈরাত্তশস্ত্রৈরুদায়ুধৈঃ।
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈঃ পরস্পরবধৈষিভিঃ ॥ ৫৭
সুসংনিকৃষ্টৈঃ সংগ্রামে হতভূয়িষ্ঠসৈনিকৈঃ।
স মুহূর্তং ততো যুদ্ধ্বা সৌবলোঽথ বিশাম্পতে ॥ ৫৮
ষট্সাহস্রৈর্হয়ৈঃ শিষ্টৈরপায়াদ্ভ্রান্তবাহনম্।
অশ্বারোহাংশ্চ পাণ্ডূনামব্রুবন্ রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ৫৯
সুসংনিকৃষ্টে সংগ্রামে কৃত্বিষ্টে ত্যক্তজীবিতাঃ।
ন হি শক্যং রথৈর্যোদ্ধুং কুত এব মহাগজৈঃ ॥ ৬১
রথানেব রথা যান্তু কুঞ্জরাঃ কুঞ্জরানপি।
প্রতিযাতো হি শকুনিঃ ক্ষমনীকমবস্থিতঃ ॥ ৬২
ন পুনঃ সৌবলো রাজা যুদ্ধমভ্যাগমিষ্যতি।
ততস্তু দ্রৌপদেয়াংশ্চ তে চ মত্তা মহাদ্বিপাঃ ॥ ৬৩
প্রযযুর্যত্র পাঞ্চাল্যো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
সলাদবোঽপি কৌরব্য রজোমেঘে সমুত্থিতে ॥ ৬৪
একাকী প্রযযৌ তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ততস্তেষু প্রযাতেষু শকুনিঃ সৌবলঃ পুনঃ ॥ ৬৫
পার্শ্বতোঽভ্যহনৎ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বাহিনীম্।
তৎ পুনস্তুমুলং যুদ্ধং প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাভ্যবর্তত ॥ ৬৬
তাবকানাং পরেষাঞ্চ পরস্পরবধৈষিণাম্।
তে চাক্রোশন্মবৈকন্থ তস্মিন বীরসমাগমে ॥ ৬৭

অশ্বাভিলাষী ও নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানকারী বহু যোদ্ধা যেখানে সেখানে ভূতলে পতিত হইতেছেন—ইহা দেখা যাইল ॥ ৫৭

ছিন্ন বাহুসকল ও আকৃষ্ট কেশযুক্ত শত শত ও সহস্র সহস্র রক্তরঞ্জিত দেহে রণভূমিকে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখা যাইল ॥ ৫৮

আরোহী যোদ্ধাগণসহ অশ্বসকলের বহু মৃতদেহে আবৃত ধরাতলে কোন যোদ্ধার পক্ষেই বহু দূর পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল না ॥ ৫৯

যোদ্ধাগণের কবচ রক্তে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলে হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, ধনু উত্থিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকলের দ্বারা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। এই সংগ্রামে সকল যোদ্ধাই অতিশয় নিকটে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৫৭½

প্রজানাথ! শকুনি সেখানে মুহূর্তকাল যুদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট জীবিত ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৫৮½

এইরূপ রক্তাপ্লুত পাণ্ডব-সৈন্যরাও অবশিষ্ট ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯½

সেই সময় নিকটবর্ত্তী মহাযুদ্ধে প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধরত পাণ্ডবসৈন্যদের রক্তরঞ্জিত অশ্বারোহী যোদ্ধারা এইরূপ বলিলেন

এখানে	ধারণ করত
গজগণের দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ সম্ভব হইবে	বলসকলের সম্মুখীন
হইবার জন্য গমন করুক	তাহাদের নিকটে গমন
করুক। শকুনি পলায়ন করত	সৈন্যদের মধ্যে চলিয়া
গিয়াছে এখন পুনরায় ফিরিয়া শকুনি যুদ্ধে আসিবে না। ৬১-৬২½	

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং সেই মদমত্ত হস্তীরা সেস্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিয়াছেন

কুরুনন্দন! সেখানে ধূলিজালের মেঘ সমুৎপন্ন হইল। সেই সময় সহদেবও একাকী যেখানে যুধিষ্ঠির আছেন, সেস্থানে চলিয়া আসিলেন ॥ ৬৪½

এই সব সৈন্যরা চলিয়া যাইলে পর সুবলপুত্র শকুনি পুনরায় কুপিত হইয়া পার্শ্বভাগ দিয়া আগমনপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৫½

তাহার পর পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৬৬½

রাজন্! বীরবর যোদ্ধাদের এই সংগ্রামে সর্ব্বদিকে শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধারা ধরাশায়ী হইলেন এবং পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন

যোধাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অসিভিশ্ছিদ্যমানানাং শিরসাং লোকসংক্ষয়ে ॥ ৬৮
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দস্তালানাং পততামিব।
বিযুক্তানাং শরীরাণাং ছিন্নানাং পততাংভুবি ॥ ৬৯
সায়ুধানাঞ্চ বাহূনামুরূণাঞ্চ বিশাম্পতে।
আসীৎ কটকটাশব্দঃ সুমহাঁল্লোমহর্ষণঃ ॥ ৭০
নিঘ্নন্তো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ সখীনপি।
যোধাঃ পরিপতন্তি স্ম যথামিষকৃতে খগাঃ ॥ ৭১
অন্যোন্যং প্রতিসংরব্ধাঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি ঘ্নন্তঃ সহস্রশঃ ॥ ৭২
সজ্যাতেনাসনশ্রেষ্ঠৈরশ্বারোহৈর্গতাসুভিঃ।
হয়াঃ পরিপতন্তি স্ম শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৩
ক্ষুরতাং প্রতিপিষ্টানামশ্বানাং শীঘ্রগামিনাম্।
স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণাং সন্নদ্ধানাং বিশাম্পতে ॥ ৭৪

সেই লোকসংহারকারী সংগ্রামে ধরণীতলে ছিন্ন মস্তকসমূহ পতিত হইতে লাগিল। ধরাতল ছিন্নশির শরীরসমূহে আকীর্ণ হইল। তখন তালবৃক্ষ পতিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ প্রজানাথ! ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত শরীর, অস্ত্রসহ বাহুসকল রক্তাক্তদেহে পতিত হইয়া ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চজনক কটকটাশব্দ হইতেছিল।

যেরূপ পক্ষীরা মাংসের জন্য পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়, সেইরূপ সেখানে যোদ্ধারা নিজ নিজ ভ্রাতৃ, বান্ধবসমূহের মিত্র পুত্রগণকেও সংহার করিতে করিতে পরস্পরের উপর পতিত হইতে লাগিলেন।

উভয়পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় ক্রোধবশতঃ 'প্রথমে আমি, প্রথমে আমি' এই কথা বলিতে বলিতে সহস্র সহস্র সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ৭২

শত্রুগণের আঘাতে প্রাণহীন হইয়া আসন হইতে ভ্রষ্ট অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বগণ ধরাশায়ী হইল। ৭৩

প্রজাপালক ভূপাল! আপনার কুমন্ত্রণাবশতঃ বহুসংখ্যক দ্রুতগামী অশ্ব পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কত অশ্ব পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং বহুসংখ্যক কবচধারী মনুষ্য গর্জ্জন করিতে করিতে শত্রুদের মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিতেছিলেন। ইঁহাদের সকলের শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস্সকলের ভয়ঙ্কর শব্দ সেখানে চারিদিকেই সমুত্থিত হইতে লাগিল। ৭৪-৭৫

শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসশব্দশ্চ তুমুলঃ সমপদ্যত।
ভিদ্যতাং পরমর্ম্মাণি রাজন্ দুর্ম্মন্ত্রিতে তব ॥ ৭৫
শ্রমাভিভূতাঃ সংরব্ধাঃ শ্রান্তবাহাঃ পিপাসবঃ।
বিক্ষতাশ্চ শিতৈঃ শস্ত্রৈরভ্যবর্ত্তন্ত তাবকাঃ ॥ ৭৬
মত্তা রুধিরগন্ধেন বহবোঽত্র বিচেতসঃ।
জগ্মুঃ পরান্ স্বকাংশ্চৈব প্রাণ্ডান্ প্রাণ্ডাননন্তরান্ ॥ ৭৭
বহবশ্চ গতপ্রাণাঃ ক্ষত্রিয়া জয়গৃদ্ধিনঃ।
ভূমাবভ্যপতন্ রাজন্ শরবৃষ্টিভিরাবৃতাঃ ॥ ৭৮
বৃক-গৃধ্র-শৃগালানাং তুমুলে মোদনেঽহনি।
আসীদ্ বলক্ষয়ো ঘোরস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৭৯
নরাশ্বকায়ৈঃ সংছন্না ভূমিরাসীদ্ বিশাম্পতে।
রুধিরোদকচিত্রা চ ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধিনী ॥ ৮০
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈস্তক্ষমাণাঃ পুনঃ পুনঃ।
তাবকাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ন ন্যবর্ত্তন্ত ভারত ॥ ৮১

আপনার সৈন্যেরা পরিশ্রমে ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বাহনসকলও ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই অতিশয় পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলেই তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। ৭৬

সেখানে প্রবাহিত রক্তের গন্ধে উন্মত্ত বহুসংখ্যক সৈন্যের বিবেক-শক্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহারা ক্রমশঃ নিজেদের নিকটে উপস্থিত শত্রুপক্ষের ও স্বপক্ষের সৈন্যদিগকেও বধ করিতে লাগিলেন। ৭৭

রাজন্! বহুসংখ্যক জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয় বাণসকলের বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত ভূতলে পতিত হইলেন। ৭৮

বৃক, গৃধ্র (শকুনি) ও শৃগালগণের আনন্দবর্দ্ধন সেই ভয়ঙ্কর দিনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সম্মুখে কৌরব-সৈন্যদের ভয়ঙ্কর বিনাশসাধন হইল। ৭৯

প্রজানাথ! সেই রণাঙ্গনে মনুষ্য ও অশ্বগণের মৃতদেহে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল এবং জলের ন্যায় প্রবাহিত রক্তের দ্বারা বিচিত্র শোভাধারণ করত কাপুরুষদিগের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল। ৮০

ভারত! অসি, পট্টিশ ও শূলসকলের দ্বারা পরস্পরকে বারংবার ছেদন করিতে করিতে অবস্থিত আপনার এবং পাণ্ডবগণের যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। ৮১

প্রহরন্তো যথাশক্তি যাবৎ প্রাণস্য ধারণম্।
যোধাঃ পরিপতন্তি স্ম বমন্তো রুধিরং ত্রৈঃ ॥ ৮২
শিরো গৃহীত্বা কেশেষু কবন্ধঃ স্ম প্রদৃশ্যতে।
উদ্যম্য চ শিতং খড়্গং রুধিরেণ পরিপ্লুতম্ ॥৮৩
তথোত্থিতেষু বহুষু কবন্ধেষু নরাধিপ।
তথা রুধিরগন্ধেন যোধাঃ কশ্মলমাবিশন্ ॥ ৮৪
মন্দীভূতে ততঃ শব্দে পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
অন্নাবশিষ্টৈস্তুরগৈরভ্যবর্তত সৌবলঃ ॥ ৮৫
ততোঽভ্যধাবংস্ত্বরিতাঃ পাণ্ডবা জয়গৃদ্ধিনঃ।
পদাতয়শ্চ নাগাশ্চ সাদিনশ্চোদ্যতায়ুধাঃ ॥ ৮৬
কোষ্ঠকীকৃত্য চাপ্যেনং পরিক্ষিপ্য চ সর্বশঃ।
শস্ত্রৈর্নানাবিধৈর্জঘ্নুর্যুদ্ধপারং তিতীর্ষবঃ ॥৮৭
তদীয়াস্তাংস্তু সম্প্রেক্ষ্য সর্বতঃ সমভিদ্রুতান্।
রথাশ্ব-পত্তি-দ্বিরদাঃ পাণ্ডবানভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৮৮
কেচিৎ পদাতয়ঃ পত্তিমৃষ্টিভিশ্চ পরস্পরম্।
নিজঘ্নুঃ সমরে শূরাঃ ক্ষীণশস্ত্রাস্ততোঽপতন্ ॥ ৮৯
রথেভ্যো রথিনঃ পেতুর্দ্বিপেভ্যো হস্তিসাদিনঃ।
বিমানেভ্যো দিবো ভ্রষ্টাঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যক্ষয়াদিব ॥ ৯০
এবমন্যোন্যমায়ত্তা যোধা জঘ্নুর্মহাহবে।
পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ বয়স্যাংশ্চ পুত্রানপি তথা পরে ॥ ৯১
এবমাসীদমর্য্যাদং যুদ্ধং ভরতসত্তম।
প্রাণাসি-বাণকলিলে বর্তমানে সুদারুণে ॥ ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ যথাশক্তি প্রহার করিতে করিতে যোদ্ধারা নিজেদের ক্ষতস্থান বন্ধ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইলেন ৮১

সেখানে কোন কোন কবন্ধ এরূপ দেখাইতেছিল যে, কবন্ধ এক হস্তে শরীর ছিন্ন মস্তক কেশসহ ধারণ করত অপর হস্তে রক্তরঞ্জিত তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল ৮৩

নরেশ্বর এইরূপ সেখানে বহুসংখ্যক উত্থিত হইয়া থাকিতে দেখা যাইল। তখন রক্তের গন্ধে প্রায় সকল যোদ্ধাই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ৮৪

তাহার পর যখন সেই যুদ্ধের কোলাহল কিছু শান্ত হইয়া আসিল, তখন সুবলপুত্র শকুনি অবশিষ্ট অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত পুনরায় পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮৫

তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরাও অতিদ্রুত তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধ হইতে পার হইবার ইচ্ছা করিতে ছিলেন সেইজন্য তাঁহাদের পদাতি গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা নিজ নিজ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং শকুনিকে সর্বদিকে পরিবৃত করিয়া কোষ্ঠ বদ্ধ করত নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন ৮৬-৮৭

পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সর্বদিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার রথ পদাতি ও গজারোহী যোদ্ধারাও পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন

কিছু বীর পদাতি যোদ্ধা সমরাঙ্গনে পদাতি সৈন্যের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্ষীণ হইয়া আসিলে পরস্পরকে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহারা ধরাতলে পতিত হইলেন ৮৯

যেরূপ সিদ্ধ পুরুষগণ পুণ্যক্ষয় হইয়া যাইলে স্বর্গলোকের বিমান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন সেইরূপ সেখানে রথীরা রথ হইতে এবং গজারোহী যোদ্ধারা গজ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ৯০

এইরূপ সেই মহাযুদ্ধে অন্যান্য যোদ্ধারাও পরস্পর জয়লাভের জন্য যত্নবান্ হইয়া পিতা, ভ্রাতা, মিত্র ও পুত্রগণকেও বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯১

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাস, খড়্গ ও বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রণাঙ্গনে এইরূপ নিয়ম শৃঙ্খলহীন যুদ্ধ চলিতে থাকিল ৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে অর্জুনেন দুর্যোধনস্য দুরাগ্রহস্য নিন্দা, রথিসৈন্যানাং সংহারশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ শব্দে মৃদৌ জাতে পাণ্ডবৈর্নিহতে বলে।
অশ্বৈঃ সপ্তশতৈঃ শিষ্টৈরুপাবর্তত সৌবলঃ॥ ১

স যাত্বা বাহিনীং তূর্ণমব্রবীৎ ত্বরয়ন্ যুধি।
যুধ্যধ্বমিতি সংহৃষ্টাঃ পুনঃ পুনররিন্দমাঃ॥ ২

অপৃচ্ছৎ ক্ষত্রিয়াংস্তত্র ক্ব নু রাজা মহাবলঃ।
শকুনেস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা তমূচুর্ভরতর্ষভ॥ ৩

অসৌ তিষ্ঠতি কৌরব্যো রণমধ্যে মহাবলঃ।
যত্রৈতৎ সুমহচ্ছত্রং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্॥ ৪

যত্র তে সত্তমুত্রাণা রথাস্তিষ্ঠন্তি দংশিতাঃ।
যত্রৈষ তুমুলঃ শব্দঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ॥ ৫

তত্র গচ্ছ দ্রুতং রাজংস্ততো দ্রক্ষ্যসি কৌরবম্।
এবমুক্তস্তু তৈর্যোধৈঃ শকুনিঃ সৌবলস্তদা॥ ৬

প্রযযৌ তত্র যত্রাসৌ পুত্রস্তত্র নরাধিপ।
সর্বতঃ সংবৃতো বীরৈঃ সমরে চিত্রযোধিভিঃ॥ ৭

ততো দুর্যোধনং দৃষ্ট্বা রথানীকে ব্যবস্থিতম্।
স রথাংস্তাবকান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ শকুনিস্ততঃ॥ ৮

দুর্যোধনমিদং বাক্যং হৃষ্টরূপো বিশাম্পতে।
কৃতকার্যমিবাত্মানং মন্যমানোঽব্রবীন্নৃপম্॥ ৯

জহি রাজন্ রথানীকমস্মাকং সর্বে জিতা ময়া।
নাত্যক্ত্বা জীবিতং সংখ্যে শক্যো জেতুং যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১০

হতে তস্মিন্ রথানীকে পাণ্ডবেনাভিপালিতে।
গজানেতান্ হনিষ্যামঃ পদাতীংশ্চেতরাংস্তথা॥ ১১

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য তাবকা জয়গৃদ্ধিনঃ।
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টাঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্॥ ১২

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জুন কর্তৃক দুর্যোধনের দুরাগ্রহের নিন্দা ও রথী-সৈন্যদের সংহার।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন পাণ্ডব-যোদ্ধার অধিকাংশ সৈন্যকে সংহার করিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধের কোলাহল বিমিত হইয়া আসিল, তখন সুবলপুত্র শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত কৌরব-সৈন্যদের নিকট চলিয়া আসিলেন॥ ১

তিনি সত্বর কৌরব-সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া সকলকে যুদ্ধ করিতে ত্বরান্বিত হইবার জন্য প্রেরণাদান করিতে করিতে বলিলেন,—শত্রুদমন বীরগণ! তোমরা সকলে হর্ষ ও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর। এই কথা বলিয়া তিনি বারংবার ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাবল রাজা দুর্যোধন কোথায়? ২;

ভরতশ্রেষ্ঠ! শকুনির এই কথা শ্রবণ করত সেই ক্ষত্রিয়গণ ইহা উত্তর দান করিলেন—প্রভো! মহাবল কুরুরাজ রণক্ষেত্রের মধ্যভাগে বিদ্যমান আছেন; যেখানে এই পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ কান্তিমান্ বিশাল ছত্র বিস্তৃত আছে এবং যেখানে এই সব শরীর আবরণ ও কবচসমূহে সুসজ্জিত রথ রহিয়াছে

রাজন্! যেখানে এই মেঘের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতেছে, সেখানে সত্বর গমন করুন, সেই স্থলেই আপনি কুরুরাজের দর্শন পাইবেন ৪;

হে নৃপ! সেই যোদ্ধাগণ এই কথা বলিলে পর তখন সুবলপুত্র শকুনি সেস্থানে গমন করিলেন, যেখানে আপনার পুত্র দুর্যোধন সমরাঙ্গণে বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ বীরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন

প্রজানাথ! তদনন্তর দুর্যোধনকে রথ-সৈন্যের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়া আপনার সমস্ত রথ সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে শকুনি নিজেকে যেন কৃতার্থের ন্যায় মনে করত অতিশয় আনন্দের সহিত রাজা দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ৮-৯

রাজন্! শত্রুর রথ-সৈন্যদিগকে বিনাশ কর। সমস্ত অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে আমি জয় করিয়াছি। রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত জয় করা যাইবে না॥ ১০

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক সুরক্ষিত এই রথ-সৈন্যরা নিহত হইলে পর আমরা এই গজারোহী, পদাতি ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে পারিব॥ ১১

জয়াভিলাষী শকুনির এই কথা শ্রবণ করত আপনার সৈন্যরা অতিশয় প্রীত হইলেন তীব্র বেগে পাণ্ডব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন

সর্বে বিবৃততূণীরাঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
শরাসনানি ধুন্বানাঃ সিংহনাদান্ প্রচেদিরে ॥ ১৩
ততো জ্যাতলনির্ঘোষঃ পুনরাসীদ্ বিশাম্পতে।
প্রাদুরাসীচ্ছরাণাঞ্চ সুমুক্তানাং সুদারুণঃ ॥ ১৪
তান্ সমীপগতান্ দৃষ্ট্বা জবেনোদ্যতকার্মুকম্।
উবাচ দেবকীপুত্রো কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫
চোদয়াশ্বানসম্ভ্রান্তঃ প্রবিশৈতদ্ বলার্ণবম্।
অদ্যমদ্য গমিষ্যামি শত্রূণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
অষ্টাদশ দিনান্যদ্য যুদ্ধস্যাস্য জনার্দন।
বর্তমানস্য মহতঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ১৭
অনন্তকল্পা ঋষিনী ভূত্বা স্নেহাৎ মহাত্মনাম্।
ক্ষয়মদ্য গতা যুদ্ধে পশ্য দৈবং যথাবিধম্ ॥ ১৮
সমুদ্রকল্পঞ্চ বলং ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব।
অস্মানাসাদ্য সঞ্জাতং গোষ্পদোপমমচ্যুত ॥ ১৯
হতে ভীষ্মে তু সন্দধ্যাচ্ছিবং স্যাদিহ মাধব।
ন চ তৎ কৃতবান্ মূঢ়ো ধার্তরাষ্ট্রঃ সুবালিশঃ ॥ ২০
উক্তং ভীষ্মেণ যদ্ বাক্যং হিতং তথ্যঞ্চ মাধব।
তচ্চাপি নাসৌ কৃতবান্ বীতবুদ্ধিঃ সুযোধনঃ ॥ ২১
তস্মিংস্তু তুমুলে ভীষ্মে প্রচ্যুতে ধরণীতলে।
ন জানে কারণং কিং তু যেন যুদ্ধমবর্ততে ॥ ২২
মূঢ়াংস্তু সর্বথা মন্যে ধার্তরাষ্ট্রান্ সুবালিশান্।
পতিতে শান্তনোঃ পুত্রে যেঽকার্ষুঃ সংযুগং পুনঃ ॥ ২৩
অনন্তরঞ্চ নিহতে দ্রোণে ব্রহ্মবিদাং বরে।
রাধেয়ে চ বিকর্ণে চ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৪
অন্যাবিশিষ্টে সৈন্যেঽস্মিন্ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
সপুত্রে বৈ নরব্যাঘ্রে নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৫
শ্রুতায়ুষি হতে বীরে জলসন্ধে চ পৌরবে।
শ্রুতায়ুধে চ নৃপতৌ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৬
ভূরিশ্রবসি শল্যে চ শাম্বে চৈব জনার্দন।
আবন্ত্যেষু চ বীরেষু নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৭

সকলেরই তূণীরের মুখ অনাবৃত ছিল, সকলেই হস্তে ধনু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সকল যোদ্ধাই ধনু আস্ফালিত করিতে করিতে তীব্রস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥

প্রজানাথ! তদনন্তর পুনরায় ধনুর গুণের টঙ্কার উত্থিতরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের ভয়ানক সন সন শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৪

এই সব যোদ্ধাকে তীব্র বেগে ধনু উত্তোলিত করত নিকটে আসিতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন দেবকীপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৫

জনার্দন! আপনি স্বস্থচিত্ত হইয়া এই অশ্বদিগকে পরিচালনা করুন এবং এই সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হউন। আজ আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা এই শত্রুগণকে বিনাশ করিব। পরস্পর মিলিত হইয়া আরব্ধ এই মহাসংগ্রাম আজ আঠার দিন হইল চলিতেছে ॥ ১৬-১৭

এই মহাত্মা কৌরবগণের নিকট অনন্ত সৈন্য ছিল কিন্তু যুদ্ধে এই সমুদয়ের মধ্যে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে দেখুন, প্রারব্ধের কিরূপ সামর্থ্য? ১৮ ॥

মাধব! অচ্যুত! দুর্যোধনের সমুদ্র-সদৃশ অনন্ত সৈন্যবাহিনী আমাদের সহিত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইয়া আজ গোষ্পদ-তুল্য অগাধ হইয়া গিয়াছে ॥ ১৯

মাধব! যদি ভীষ্ম নিহত হইবার পর দুর্যোধন সন্ধিস্থাপন করিত, তাহা হইলে এখানে সকলেরই মঙ্গল হইত কিন্তু অজ্ঞান এই মূঢ় তাহা করিল না ॥

মধুকুলভূষণ! ভীষ্ম ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাও এই বুদ্ধিহীন দুর্যোধন ॥

তদনন্তর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল উহাতে ভীষ্মপ্রভাবে ভূতলশায়ী হইলেন তথাপি ইনি না মরার কি কারণ থাকিতে পারে, যাহার ফলে এই যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥

আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে মূঢ় ও অজ্ঞান বলিয়াই মনে করি, যাহারা শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব ধরাশায়ী হইলেও পুনরায় যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে ॥ ২৩

তাহার পর বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য, রাধাপুত্র কর্ণ ও বিকর্ণ নিহত হইলেন, তথাপি এই ঘোরাহানি যুদ্ধ বন্ধ হইল না ॥ ২৪

পুত্রসহ নরশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ ভূপাতিত হইলে পর যখন কৌরব-সৈন্যদের আর অল্পই অবশিষ্ট থাকিল, তথাপিও এই জন-ক্ষয়কারক যুদ্ধ বন্ধ হইল না ॥ ২৫

শ্রুতায়ু, বীর জলসন্ধ, কৌরব এবং রাজা শ্রুতায়ুধ নিহত হইলে পরও এই লোকক্ষয় বন্ধ হইল না ॥ ২৬

জনার্দন! ভূরিশ্রবা, শল্য, শাম্ব এবং অবন্তীদেশের বীরগণ বিনষ্ট হইলেও এই যুদ্ধের জ্বালা শান্ত হইল না ॥ ২৭

ভগদত্তে হতে শূরে কাম্বোজে চ সুদারুণে।
দুঃশাসনে চ নিহতে নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা বিনিহতান্ শূরান্ পৃথগ্ অনীকিনাং নৃপান্।
বলিনশ্চ রণে কৃষ্ণ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ৩০
অক্ষৌহিণীপতীন্ দৃষ্ট্বা ভীমসেননিপাতিতান্।
মোহাদ্ বা যদি বা লোভান্নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ৩১
কো নু রাজকুলে জাতঃ কৌরবেয়ো বিশেষতঃ।
নিরর্থকং মহদ্ বৈরং কুর্যাদন্যঃ সুযোধনাৎ ॥ ৩২
গুণতোঽভ্যধিকান্ জ্ঞাত্বা বলতঃ সৌষ্ঠবতোঽপি বা।
অমূঢ়ঃ কো নু যুধ্যেত জানন্ প্রাজ্ঞো হিতাহিতম্ ॥ ৩৩
যস্য তস্য মনো জ্ঞাসীৎ বয়োক্তস্য হিতং বচঃ।
প্রশমে পাণ্ডবৈঃ সার্ধং সোঽন্যস্য শৃণুয়াৎ কথম্ ॥ ৩৪
যেন শান্তনবো বীরো দ্রোণো বিদুর এব চ।
প্রত্যাখ্যাতাঃ শমস্যার্থে কিং নু তস্যান্য ভেষজম্ ॥ ৩৫
মৌর্খ্যাদ্ যেন পিতা বৃদ্ধঃ প্রত্যাখ্যাতো জনার্দন।
তথা মাতা হিতং বাক্যং ভাষমাণা হিতৈষিণী ॥ ৩৬
প্রত্যাখ্যাতা দুরুক্ত্যা স কস্মৈ রোচয়েদ্ বচঃ।
কুলান্তকরণো ব্যক্তং জাত এষ জনার্দন ॥ ৩৭
তথাস্য দৃশ্যতে চেষ্টা নীতিশ্চৈব বিশাম্পতে।
নৈব দাস্যতি নো রাজ্যমিতি মে মতিরচ্যুত ॥ ৩৮
উক্তোঽহং বহুশস্তাভ বিদুরেণ মহাত্মনা।
ন জীবন্ দাস্যতে ভাগং বার্তরাষ্ট্রস্য মানদ ॥ ৩৯
যাবৎ প্রাণা ধরিষ্যন্তি ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ।
তাবদ্ যুষ্মাস্বপাপেষু প্রচরিষ্যতি পাপকম্ ॥ ৪০
ন চ যুক্তোঽন্যথা জেতুমুতে যুদ্ধেন মাধব।
ইত্যব্রবীৎ সদা মাং হি বিদুরঃ সত্যদর্শনঃ ॥ ৪১
তৎ সর্বমস্য জানামি ব্যবসায়ং দুরাত্মনঃ।
যদুক্তং বচনং তেন বিদুরেণ মহাত্মনা ॥ ৪২

জয়দ্রথ, বাহ্লীক, সোমদত্ত এবং রাক্ষস অলায়ুধ—ইহারা সকলেই মৃত্যুবরণ করিলেও এই বিশ্ব সঙ্কর যুদ্ধ বন্ধ হইল না।

ভগদত্ত, বীরবর কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ অত্যন্ত দারুণ দুঃশাসন হত হইলে পরও এই যুদ্ধ বিপাসা শান্ত হইল না। ২৯

হে কৃষ্ণ! বিভিন্ন সৈন্যগণের অধীশ্বর বলবান্ বীর নরপতিগণকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়াও এই যুদ্ধ-বহ্নি নির্বাপিত হইল না।

ভীমসেন কর্তৃক অক্ষৌহিণী সৈন্যাধিপতিগণকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়াও মোহবশতঃ অথবা লোভবশতঃ এই যুদ্ধ বন্ধ হইল না॥ ৩১

রাজার কুলে উৎপন্ন হইয়া বিশেষতঃ কুরুকুলের সন্তান হইয়া দুর্যোধন ব্যতীত আর অপর কে এরূপ আছে, যে নিরর্থক (স্বীয় বন্ধুগণের সহিত) গুরুতর শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে? ৩২

অপরকে গুণ, বল কিংবা পৌরুষে নিজের অপেক্ষা অধিক জানিয়াও স্বীয় হিত ও অহিত বুঝিতে সমর্থ মূঢ়তাহীন কোন এরূপ বুদ্ধিমান্ আছে যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইবে? ৩৩

আপনি হিতকারক বাক্য বলিলেও যাহার মন পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইল না, সে আর অপরের বাক্য কিরূপে শুনিবে? ৩৪

যে সন্ধি-বিষয়ে শান্তনুনন্দন বীর ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং বিদুরের বাক্যও প্রত্যাখ্যান করিল, তাহার পক্ষে আর কিই বা ঔষধ থাকিতে পারে?

জনার্দন! যে মূর্খতাবশতঃ নিজের বৃদ্ধ পিতারও বাক্য শুনিল না এবং নিজের হিতৈষিণী মাতা হিতবাক্য বলিলেও যে তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহার বাক্যও প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল, তাহার আর অপরের বাক্য কিরূপে রুচি হইবে? ৩৬

জনার্দন! নিশ্চয়ই এই দুর্যোধন নিজের কুলকে বিনাশ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে প্রজানাথ! ইহার নীতি ও প্রচেষ্টা তাহাই দেখা যাইতেছে॥ ৩৭।

অচ্যুত! আমি মনে করি, এই দুর্যোধন এখনও আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে না। তাত! মহাত্মা বিদুর আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন যে, মানদ! এই দুর্যোধন জীবিত থাকিতে রাজ্যের ভাগ প্রদান করিবে না॥ ৩৮-৩৯

দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের প্রাণ যে পর্যন্ত দেহে থাকিবে, সেই পর্যন্ত সে নিষ্পাপ তোমাদের উপর পাপপূর্ণ আচরণই করিতে থাকিবে। ৪০

মাধব! যুদ্ধ ব্যতীত আর অপর কোন উপায়ে দুর্যোধনকে জয় করা অসম্ভব নয়। এই কথা সত্যদর্শী বিদুর প্রায় সর্বদাই আমাকে বলিতেন। ৪১

মহাত্মা বিদুর যে কথা বলিয়াছেন, তদনুসারে আমি সেই দুরাত্মা দুর্যোধনের সকল প্রচেষ্টাকে আজ জানিতে পারিতেছি। ৪২

যো হি শ্রুত্বা বচঃ পথ্যং জামদগ্ন্যাদ্ যথাতথম্।
অবামন্যত দুর্বুদ্ধির্বং নাশমুখে স্থিতঃ॥ ৪৩
উক্তং হি বহুশঃ সিদ্ধৈর্জাতমাত্রে সুযোধনে।
এনং প্রাপ্য দুরাত্মানং ক্ষয়ং ক্ষত্রং গমিষ্যতি॥ ৪৪
তদিদং বচনং তেষাং নিরুক্তং বৈ জনার্দন।
ক্ষয়ং যাতা হি রাজানো দুর্যোধনকৃতে ভৃশম্॥ ৪৫
সোঽহং সর্বান্ রণে যোধান্ নিহনিষ্যামি মাধব।
ক্ষত্রিয়েষু হতেষ্বাশু শূন্যে চ শিবিরে কৃতে॥ ৪৬
বধায় চাত্মনোঽস্মাভিঃ সংযুগং রোচয়িষ্যতি।
তদস্তং হি ভবেদ্ বৈরমস্মাকেন মাধব॥ ৪৭
এবং পশ্যামি বার্ষ্ণেয় চিন্তয়ন্ প্রজ্ঞয়া স্বয়া।
বিদুরস্য চ বাক্যেন চেষ্টয়া চ দুরাত্মনঃ॥ ৪৮
তস্মাদ্ যাহি চমূং বীর যাবদ্ধন্মি নিতৈঃ শরৈঃ।
দুর্যোধনং মহাবাহো বাহিনীং চাস্য সংযুগে॥ ৪৯

যে দুর্মতি দুর্যোধন ভগবদ্বিনন্দন পরশুরামের মুখ হইতে যথার্থ এবং হিতকারক বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহাকে অবহেলা করিয়াছে, নিশ্চয়ই
হইয়াছে॥ ৪৩

দুর্যোধন জন্মিবামাত্রই সিদ্ধ পুরুষগণ বারংবার বলিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মাকে পাইয়া ক্ষত্রিয়জাতির বিনাশ হইবে

জনার্দন! তাঁহাদের সেই বাক্য আজ যথার্থরূপে উপস্থিত হইয়াছে, কারণ, দুর্যোধনের জন্যই বহু সংখ্যক রাজা নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৪৫

মাধব! আজ আমি রণাঙ্গনে শত্রুগণের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে বধ করিব। এই ক্ষত্রিয়গণ শীঘ্র বিনষ্ট হইলে পর যখন সমস্ত শিবির শূন্য হইয়া যাইবে, তখন সেই দুর্যোধন নিজের বধের জন্য আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইবে মাধব! আমার অনুমান, দুর্যোধন নিহত হইলেই এই শত্রুতার অবসান হইবে॥ ৪৬-৪৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! আমি নিজের বুদ্ধি, বিদুরের বাক্য এবং দুরাত্মা দুর্যোধনের প্রচেষ্টায় নানারূপ চিন্তা করত এইরূপই হইতেছে দেখিতে পাইতেছি॥ ৪৮

বীর! মহাবাহো! অতএব আপনি কৌরব-সৈন্যদের দিকে চলুন, যাহাতে আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে দুর্যোধন ও তাহার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে পারি॥ ৪৯

মাধব! আজ আমি দুর্যোধনের সাক্ষাতেই এই দুর্বল সৈন্য

ক্ষেমমদ্য করিষ্যামি ধর্মরাজস্য মাধব।
হতৈরেতদ্ দুর্বলং সৈন্যং ধার্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ॥ ৫০

সঞ্জয় উবাচ।

অতীব্যূহতো দাশার্হস্তথোক্তঃ সব্যসাচিনা।
তদ্ বলৌঘমমিত্রাণামভীতঃ প্রাবিশদ্ বলাৎ॥ ৫১
কুন্তখড়্গাশরৈর্ঘোরং শক্তিকণ্টকসঙ্কুলম্।
গদাপরিঘসম্বাধং রথনাগমহাদ্রুমম্॥ ৫২
হয়পত্তিলতাকীর্ণং গাহমানো মহাযশাঃ।
ব্যচরত্তত্র গোবিন্দো রথেনাতিপতাকিনা॥ ৫৩
তে হয়াঃ পাণ্ডুরা রাজন্ বহন্তোঽর্জুনমাহবে।
দিক্ষু সর্বাসু দৃশ্যন্ত দাশার্হেণ প্রচোদিতাঃ॥ ৫৪
ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাজৌ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
কিরন্ শরশতাংস্তীক্ষ্ণান্ বারিধারা ঘনো যথা॥ ৫৫
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ শরাণাং নতপর্বণাম্।
ইষুভিশ্ছাদ্যমানানাং সমরে সব্যসাচিনা॥ ৫৬

বাহিনীকে সংহার করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের [illegible] করিব॥
সকল অর্জুন এই কথা
পর রথের লাগাম [illegible] কুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ
হইয়া শত্রুদের সেই সৈন্যসাগরে প্রবেশ [illegible] করিলেন॥ ৫১

এই সৈন্য বড় ভয়ঙ্কর ছিল, [illegible] ও [illegible] মহাস্ত্র ভয়ঙ্কর ছিল শক্তিরূপ কণ্টকবনে [illegible] ও
ইহার মধ্যস্থরূপ এবং [illegible] ইহার মধ্যস্থিত বড় বড় বৃক্ষ বলিয়া [illegible] সৈন্যগণ রূপ লতাসমূহে উহা পরিব্যাপ্ত ছিল [illegible] তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ পতাকাবিশিষ্ট রথের দ্বারা সৈন্যবনে প্রবেশ করত সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিচালিত সেই শুভ্র বর্ণের অশ্বগণ যুদ্ধস্থলে অর্জুনকে বহন করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল॥ ৫৪

তারপর যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুতাপন অর্জুন যুদ্ধস্থলে শত শত তীক্ষ্ণধার বাণ বর্ষণ করিতে করিতে রথের দ্বারা অগ্রসর হইলেন সেই সময় আনতপর্ব যুক্ত বাণসমূহের প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল॥ ৫৫-৫৬

সব্যসাচী অর্জুন কর্তৃক রণাঙ্গনে বাণসমূহে আচ্ছাদিত সৈন্যদের কবচের উপর বাণসকল সংলগ্ন হইয়া থাকিল না; ইহারা আঘাত করত ভূতলে পতিত হইল॥ ৫৬

অসজ্জন্তস্তনুত্রেষু শরৌঘাঃ প্রাপতন্ ভুবি।
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শা গাণ্ডীবপ্রেষিতাঃ শরাঃ ॥ ৫৭
নরান্ নাগান্ সমাহত্য হয়াংশ্চাপি বিশাম্পতে।
অপতন্ত রণে বাণাঃ পতঙ্গা ইব ঘোষিণঃ ॥ ৫৮
আসীৎ সর্ব্বমবচ্ছন্নং গাণ্ডীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ।
ন প্রাজ্ঞায়ন্ত সমরে দিশো বা প্রদিশোঽপি বা ॥ ৫৯
সর্ব্বমাসীজ্জগৎ পূর্ণং পার্থনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ।
রুক্মপুঙ্খৈস্তৈলধৌতৈঃ কর্ম্মারপরিমার্জিতৈঃ ॥ ৬০
তে দহ্যমানাঃ পার্থেন পাবকেনেব কুঞ্জরাঃ
পার্থং ন প্রজহুর্ঘোরা বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬১
শরচাপধরঃ পার্থঃ প্রজ্জ্বলন্নিব ভাস্করঃ।
দদাহ সমরে যোধান্ কক্ষমগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৬২
যথা বনান্তে বনপৈরিষ্টঃ
কক্ষং দহেৎ কৃষ্ণগতিঃ সুঘোষঃ।
তূরিদ্রুমং শুষ্কলতাবিতানং
তৃণং সমৃদ্ধো জ্বলনঃ প্রতাপী ॥ ৬৩

এবং স নারাচগণপ্রতাপী
শরার্চিরুচ্চাবচতিগ্মতেজাঃ।
দদাহ সর্ব্বং তব পুত্রসেনা—
মমৃষ্যমাণস্তরসা তরস্বী ॥ ৬৪
তস্যেষবঃ প্রাণহরাঃ সুমুক্তা
নাসজ্জন্ বৈ বর্ম্মসু রুক্মপুঙ্খাঃ।
ন চ দ্বিতীয়ং প্রমুমোচ বাণং
নরে হয়ে বা পরমাস্ত্রবেত্তা ॥ ৬৫
অনেকরূপাকৃতিভির্হি বাণৈ—
র্মহারথানীকমনুপ্রবিষ্ট।
স একৈকস্তব পুত্রস্য সেনাং
জঘান দৈত্যানিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে-
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

প্রজানাথ ! ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠোর স্পর্শবিশিষ্ট বাণসকল গাণ্ডীব-ধনু হইতে প্রেরিত হইয়া মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণকে সংহার করত পতঙ্গদলের ন্যায় রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল। ৫৭-৫৮

গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা সেই রণভূমির সমস্ত বস্তু আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। দিক্‌সকল অথবা বিদিক্‌সকলের (কোণসকল) কোন দিক বুঝা যাইতে ছিল না ॥ ৫৯

অর্জুনের নামাঙ্কিত, তৈলধৌত ও কর্ম্মকারগণের দ্বারা পরিষ্কৃত সুবর্ণময় পক্ষভূষিত বাণসকলের দ্বারা সেখানকার সারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া যাইল ॥ ৬০

দাবাগ্নিতে প্রজ্বলিত হস্তিগণের ন্যায় অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে হইতেই সেই ভয়ঙ্কর কৌরব-যোদ্ধারা অর্জুনকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন না ॥ ৬১

যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি তৃণাদিনির্ম্মিত কুটীরকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান ধনুর্ব্বাণধারী অর্জুন সমরাঙ্গণে আপনার যোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৬২

যেরূপ বনেচরগণ কর্ত্তৃক বনের মধ্যে সংযোজিত অগ্নি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া এবং প্রজ্বলিত ও তীব্র তাপযুক্ত হইয়া তৃণাদি-নির্ম্মিত কুটীরাদি, বহু বৃক্ষ ও শুষ্ক লতা বল্লীসকলকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ নারাচসকলের দ্বারা সন্তপ্তকারী বাণরূপী শিখাবলিযুক্ত, বেগবান্, প্রচণ্ড তেজস্বী এবং অমর্ষপূর্ণ অর্জুন সমরাঙ্গণে আপনার পুত্রের সম্পূর্ণ রথ-সৈন্যদিগকে অতিদ্রুত ভস্ম করিয়া দিলেন ॥ ৬৩-৬৪

এই। অর্জুনের উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণময় পক্ষভূষিত প্রাণান্তকারী বাণসকল কবচের দ্বারা রুদ্ধ হইত না। উহারা কবচকে ভেদ করত দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিল। তিনি মনুষ্য, অশ্ব কিংবা বিশাল দেহ হাতীর উপরও অন্য বাণ নিক্ষেপ করিতে ছিলেন না। (একই বাণে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছিল) ॥ ৬৫

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ একমাত্র অর্জুনই বিশাল রথীসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত অনেক বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া দিলেন ॥ ৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন ভীমসেনেন চ কৌরবপক্ষাণাং রথসৈন্যানাং গজসৈন্যানাঞ্চ সংহারঃ, অশ্বত্থামপ্রভৃতিভির্দুর্যোধনস্যান্বেষণম্, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নম্, সাত্যকিনা সঞ্জয়স্য বন্ধনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ

পশ্যতাং বর্তমানানাং শূরাণামনিবর্তিনাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শানবিষহ্যান্ মহৌজসঃ।
বিসৃজন্ দৃশ্যতে বাণান্ ধারা মুঞ্চন্নিবাম্বুদঃ ॥ ২

তং সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং কিরীটিনা।
সম্প্রদুদ্রাব সংগ্রামাৎ তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৩

পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ পরিত্যজ্য বয়স্যানপি চাপরে।।
হতধুর্য্যা রথাঃ কেচিদ্ধতসূতাস্তথা পরে ॥৪

ভগ্নাক্ষ-যুগ-চক্রেষাঃ কেচিদাসন্ বিশাম্পতে।
অন্যেষাং সায়কাঃ ক্ষীণাস্তথান্যে বাণপীড়িতাঃ ॥ ৫

অক্ষতা যুগপৎ কেচিৎ প্রাদ্রবন্ ভয়পীড়িতাঃ।
কেচিৎ পুত্রানুপাদায় হতভূয়িষ্ঠবান্ধবাঃ ॥ ৬

বিদ্রুতাঃ পিতৃভিস্তে সহায়ানপরে পুনঃ
বান্ধবাংশ্চ নরব্যাঘ্র ভ্রাতৄন্ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৭

ত্রুক্রুবুঃ কেচিদুৎসৃজ্য তত্র তত্র বিশাম্পতে।
বহবোঽত্র ভূবং বিদ্ধা মুহ্যমানা মহারথাঃ ॥ ৮

নিঃশ্বসন্তি স্ম দৃশ্যন্তে পার্থবাণহতা নরাঃ
তানন্যে রথমারোপ্য হ্যশ্বাংশ্চ মুহূর্তকম্ ॥ ৯

বিশ্রান্তাংশ্চ বিতৃষ্ণাংশ্চ পুনর্যুদ্ধায় জগ্মিরে।
তানপাস্য গতাঃ কেচিৎ পুনরেব যুযুৎসবঃ ॥ ১০

কুর্বন্তস্তব পুত্রস্য শাসনং যুদ্ধদুর্মদাঃ।
পানীয়মপরে পীত্বা পর্য্যশ্বাংশ্চ চ বাহনম্ ॥ ১১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অর্জুন ও ভীমসেনকর্তৃক কৌরব-পক্ষের রথ সৈন্য ও গজ-সৈন্য সংহার, অশ্বত্থামা প্রভৃতির দ্বারা দুর্যোধনের অন্বেষণ, কৌরব সৈন্যদের পলায়ন এবং সাত্যকি কর্তৃক সঞ্জয়ের বন্দী

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যদিও কৌরব-যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে অপরাঙ্মুখ বীর ছিলেন এবং তাঁহারা জয়লাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া যাইতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের সাক্ষাতেই অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা তাঁহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥ ১

যেমন মেঘ বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাকে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে দেখা যাইতেছিল। এই সব বাণের স্পর্শ ইন্দ্রের বাণের ন্যায় কঠোর ছিল এবং এই সকল বাণ অসহ্য ও মহাশক্তিশালী ছিল ॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরীটধারী অর্জুনের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া জীবিত অবশিষ্ট সৈন্যরা আপনার পুত্র দুর্যোধনের সাক্ষাতেই রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৩

কিছু সৈন্য নিজেদের পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করত এবং অপর কিছু সৈন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করত পলাইয়া যাইলেন। বহু রথের অশ্বগণ নিহত হইয়াছিল এবং অন্য বহু রথের সারথি বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ৪

প্রজানাথ! কত রথের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষাদণ্ডসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বহু যোদ্ধার বাণসকল নষ্ট হইয়াছিল এবং অন্য যোদ্ধাগণ অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৫

কিছু যোদ্ধা [illegible] হইয়াও ভয়পীড়িত হইয়া একসঙ্গে পলায়ন করিলেন এবং কিছু যোদ্ধা অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব নিহত হওয়ায় পুত্রগণের সহিত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! বহু যোদ্ধা পিতৃগণকে আহ্বান করিতেছিলেন, অন্য বহু যোদ্ধা অন্যান্য মিত্রগণকে আহ্বান করিতেছিলেন প্রজানাথ! কিছু যোদ্ধা নিজ বন্ধু ও ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সম্বন্ধিগণকে যেখানে সেখানে পরিত্যাগ করত পলাইয়া যাইলেন। বহুসংখ্যক মহারথী বীর অর্জুনের বাণসমূহে সর্ব্বাঙ্গে আহত হইয়া মূর্চ্ছাগত হইলেন ॥ ৭-৮

অর্জুনের বাণসকলে আহত বহু মনুষ্যকে রণভূমিতে পতিত হইয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে দেখা যাইল তাহাদিগকে অপর যোদ্ধারা নিজেদের রথে আরোহণ করাইয়া মুহূর্ত্তকাল আশ্বাসদানপূর্ব্বক নিজেরাও বিশ্রাম করত পিপাসা নিবারণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৯

রণাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধরত বহু যোদ্ধা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সেই সব আহত যোদ্ধাদিগকে সেখানে পরিত্যাগ করত আপনার পুত্র দুর্যোধনের আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! অপর যোদ্ধারা জলপান করত অশ্বগণকে বিশ্রাম করাইয়া রথচর্য্যার পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন অন্য

বর্মাণি চ সমারোপ্য কেচিদ্ ভরতসত্তম।
সমাশ্বাস্যাপরে জ্ঞাতূন্ নিক্ষিপ্য শিবিরেঽপি চ ॥ ১২

পুত্রানন্তে পিতৃনন্তে পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্।
সজ্জয়িত্বা রথান্ কেচিদ্ যথামুখ্যং বিশাম্পতে ॥ ১৩

আপ্লুত্য পাণ্ডবানীকং পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্।
তে শূরাঃ কিঙ্কিণীজালৈঃ সমাচ্ছন্না বভাসিরে ॥ ১৪

ত্রৈলোক্যবিজয়ে যুক্তা যথা দৈতেয়দানবাঃ।
আগম্য সহসা কেচিদ্ রথৈঃ স্বর্ণবিভূষিতৈঃ ॥ ১৫

পাণ্ডবানামনীকেষু ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ন্।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ॥ ১৬

নাকুলিস্তু শতানীকো রথানীকমযোধয়ন্
পাঞ্চাল্যস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ সৈন্যেন মহতাঽঽবৃতঃ ॥ ১৭

অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তাবকান্ হন্তুমুদ্যতঃ।
ততস্তাপততস্তস্য তব পুত্রো জনাধিপ ॥ ১৮

বাণসঙ্ঘানেকান্ বৈ প্রেষয়ামাস ভারত।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো রাজংস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা ॥ ১৯

নারাচৈরর্ধনারাচৈর্বৎসদন্তৈঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ।
বৎসদন্তৈশ্চ বাণৈশ্চ কর্মারপরিমার্জিতৈঃ ॥ ২০

অশ্বাংশ্চ চতুরো হত্বা বাহ্বোরুরসি চার্পিতঃ।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তোত্রাদিত ইব দ্বিপঃ ॥ ২১

তস্যাশ্বাংশ্চতুরো বাণৈঃ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
সারথেশ্চাস্য ভল্লেন শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ২২

ততো দুর্যোধনো রাজা পৃষ্ঠমারুহ্য বাজিনঃ।
অপাক্রামদ্ভরথো নাতিদূরমরিন্দমঃ ॥ ২৩

দৃষ্ট্বা তু হতবিক্রান্তং স্বমনীকং মহাবলঃ।
তব পুত্রো মহারাজ প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ ॥ ২৪

ততো রথেষু ভগ্নেষু ত্রিসাহস্রা মহাদ্বিপাঃ।
পাণ্ডবান্ রথিনঃ সর্বান্ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥ ২৫

বহুসংখ্যক সৈন্য আহত নিজ বন্ধুবর্গকে, পুত্রগণকে এবং পিতৃদিগকে আশ্বাসদান করত তাহাদিগকে শিবিরে রাখিয়া আসিলেন। তারপর যুদ্ধে মনস্থির করিলেন।

প্রজানাথ! কিছু যোদ্ধা নিজেদের রথকে যুদ্ধসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য কোন শ্রেষ্ঠ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন।।

এই সব বীরবর কৌরব-যোদ্ধার নিজ নিজ রথে স্থাপিত কিঙ্কিণীজালে আচ্ছাদিত হইয়া ত্রিলোক জয়ের জন্য উদ্যত দৈত্য ও দানবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।। ১৪।

কিছু লোক সুবর্ণভূষিত রথসমূহের দ্বারা সহসা উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।। ১৫।

পাঞ্চাল-রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথী শিখণ্ডী এবং নকুল-পুত্র শতানীক ইঁহারা সকলে আপনার রথ-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।। ১৬।

তদনন্তর আপনার সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে আক্রমণ করিলেন।। ১৭।

নরেশ্বর! ভারত! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন আক্রমণকারী ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর অনেক বাণসমূহ প্রহার করিলেন ১৮।

রাজন্! আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র দুর্যোধন বহুসংখ্যক নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, শীঘ্রকারী বৎসদন্ত এবং কর্ম্মকারগণের দ্বারা পরিমার্জিত বাণসকলের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করত তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে আঘাত করিলেন। ১৯-২০।

দুর্যোধনের প্রহারে অত্যন্ত আহত মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্কুশে পীড়িত হস্তীর ন্যায় কুপিত হইলেন এবং নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ও একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

এইভাবে রথ নষ্ট হইয়া যাইলে শত্রুদমন রাজা দুর্যোধন একটি অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করত কিছু দূরে চলিয়া যাইলেন। ২৩

মহারাজ! নিজের সৈন্যদের পরাক্রম নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া আপনার মহাবল পুত্র দুর্যোধন যেখানে সুবলপুত্র শকুনি আছেন, সেখানে চলিয়া যাইলেন ২৪

রথী-সৈন্যরা ভগ্ন হইয়া যাইলে পর তিন হাজার বিশালকায় গজরাজ সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ২৫

তে বৃতাঃ সমরে পক্ষ গজানীকেন ভারত।
অশোভন্ত মহারাজ গ্রহা ব্যাপ্তা ঘনৈরিব ॥ ২৬
ততোঽর্জুনো মহারাজ লব্ধলক্ষ্যো মহাভুজঃ।
বিনির্যযৌ রথেনৈব শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ ॥ ২৭
তৈঃ সমন্তাৎ পরিবৃতাঃ কুঞ্জরৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
নারাচৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্গজানীকমযোধয়ৎ ॥ ২৮
তত্রৈকবাণনিহতানপশ্যাম মহাগজান্।
পতিতান্ পাত্যমানাংশ্চ নিভিন্নান্ সব্যসাচিনা ॥ ২৯
ভীমসেনস্তু তান্ দৃষ্ট্বা নাগান্ মত্তগজোপমঃ।
করেণাদায় মহতীং গদামভ্যপতদ্ বলী ॥ ৩০
অথাপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথম্ ॥ ৩১
বিত্রেসুস্তাবকাঃ সৈন্যাঃ শকৃন্মূত্রে চ সুস্রুবুঃ।
আবিধ্যন্ বলং সর্বং গদাহস্তে বৃকোদরে ॥ ৩২
গদয়া ভীমসেনেন ভিন্নকুম্ভান্ রজস্বলান্।
ধাবমানানপশ্যাম কুঞ্জরান্ পর্বতোপমান্ ॥ ৩৩
প্রাদ্রবন্ কুঞ্জরাস্তে তু ভীমসেনগদাহতাঃ।
পেতুরার্তস্বরং কৃত্বা ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৩৪
প্রভিন্নকুম্ভাংস্তু বহূন্ দ্রবমাণানিতস্ততঃ।
পতমানাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য বিত্রেসুস্তব সৈনিকাঃ ॥ ৩৫
যুধিষ্ঠিরোঽপি সাক্রুদ্ধো মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
গার্ধ্রপত্রৈঃ শিতৈর্বাণৈর্নিঘ্নার্থৌ যমসাদনম্ ॥ ৩৬
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে পরাজিত্য নরাধিপম্।
অপক্রান্তে তব সুতে হয়পৃষ্ঠং সমাশ্রিতে ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা চ পাণ্ডবান্ সর্বান্ কুঞ্জরৈঃ পরিবারিতান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ সহসা সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৮
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য জিঘাংসুঃ কুঞ্জরান্ যযৌ।
অদৃষ্ট্বা তু রথানীকে দুর্যোধনমরিন্দমম্ ॥ ৩৯
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
অপৃচ্ছন্ ক্ষত্রিয়াংস্তত্র ক নু দুর্যোধনো গতঃ ॥ ৪০

হে ভারত! হে মহারাজ! সমরাঙ্গণে গজসৈন্যের দ্বারা পক্ষ পাণ্ডব মেঘমণ্ডলে আবৃত পক্ষ গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্র! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতবাহন মহাবাহু অর্জুন তখন নিজের বাণসমূহের লক্ষ্য পাইয়া রথের দ্বারা অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে চারিদিকেই পর্বতাকার হস্তীর দ্বারা বিরিয়া রাখিয়াছিল তিনি তীক্ষ্ণধার নির্মল নারাচসমূহের দ্বারা সেই গজসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৮

সেখানে আমরা দেখিলাম যে, সব্যসাচী অর্জুনের একই বাণের আঘাতে প্রাণ সেই গজরাজগণ বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল এবং ক্রমশঃ একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। ২৯

মদমত্ত হস্তিতুল্য পরাক্রমশালী বলবান্ ভীমসেন সেই গজরাজগণকে আসিতে দেখিয়া অতিদ্রুত রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত হাতে বিশাল গদাধারণ পূর্বক দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩০।

পাণ্ডব-মহারথী ভীমসেনকে গদা উত্তোলিত করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১।

ভীমসেন হস্তে গদাধারণ করিতেই সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন আমরা দেখিলাম, ভীমসেনের গদার আঘাতে সেই ধূলিধূসরিত পর্বতাকার হস্তীদিগের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইল এবং এদিক ওদিকে ধাইল ৩২

ভীমসেনের গদার সেই হাতীরা পলায়ন করিল এবং আর্তনাদ করিতে করিতে পক্ষচ্ছিন্ন পর্বতসমূহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

কুম্ভস্থল ওরা এদিক ওদিক পলায়নরত এবং পতিত বহুসংখ্যক তাঁকে আপনার সৈন্যরা ভীত হইয়া পড়িলেন ৩১

যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সেই হস্তীদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন

অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে রাজা দুর্যোধনকে পরাজিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ! যখন আপনার পুত্র দুর্যোধন অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করত পলাইয়া যাইলেন, তখন সমস্ত পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যে পরিবৃত হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৭-৩৮

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সময় সেই হস্তীদিগকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অন্যদিকে রথ-সৈন্যদের মধ্যে শত্রুদমন দুর্যোধনকে না দেখিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং সাত্বত-বংশোদ্ভব কৃতবর্মা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা দুর্যোধন কোথায় গিয়াছেন? ৩৯-৪০

তেঽপশ্যমানা রাজানং বর্তমানে জনক্ষয়ে।
মহান্তো নিহতং তত্র তব পুত্রং মহারথাঃ ॥ ৪১
বিবর্ণবদনা ভূত্বা পর্য্যপৃচ্ছন্ত তে সুতম্।
আহুঃ কেচিত্ততে সূতে প্রযাতো যত্র সৌবলঃ ॥ ৪২
হিত্বা পাঞ্চালরাজস্য তদনীকং দুরুৎসহম্।
অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র ক্ষত্রিয়া ভৃশবিক্ষতাঃ ॥ ৪৩
দুর্য্যোধনেন কিং কার্য্যং ব্রূহ্যস্মান্ যদি জীবতি।
যুষ্মাভিঃ সহিতাঃ সর্বে কিং বো রাজা করিষ্যতি ॥ ৪৪
তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষতৈর্গাত্রৈর্হতভূয়িষ্ঠবাহনাঃ
শরৈঃ সম্পীড্যমানাস্তু নাভিব্যক্তমথাব্রুবন্ ॥ ৪৫
ইদং সর্বং বলং হত্বা যেন স্ম পরিবারিতাঃ।
এতে সর্বে গজান্ হত্বা উপযান্তি স্ম পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৬
শ্রুত্বা তু বচনং তেষামশ্বত্থামা মহাবলঃ।
ভিত্ত্বা পাঞ্চালরাজস্য তদনীকং দুরুৎসহম্ ॥ ৪৭
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ।
রথানীকং পরিত্যজ্য শূরাঃ সুদৃঢ়ধন্বিনঃ ॥ ৪৮
ততস্তেষু প্রযাতেষু ধৃষ্টদ্যুম্নপুরস্কৃতাঃ।
আযযুঃ পাণ্ডবা রাজন্ বিনিঘ্নন্তঃস্ম তাবকম্ ॥ ৪৯
দৃষ্ট্বা তু তানাপততঃ সম্প্রহৃষ্টান্ মহারথান্।
পরাক্রান্তাস্ততো বীরা নিরাশা জীবিতে তদা ॥ ৫০
বিবর্ণমুখভূয়িষ্ঠমভবৎ তাবকং বলম্।
পরিক্ষীণাযুধান্ দৃষ্ট্বা তানহং পরিবারিতান্ ॥ ৫১
রাজন্ বলেন বাজেন ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ।
আত্মনা পঞ্চমোঽযুধ্যং পাঞ্চালস্য বলেন হ ॥ ৫২
তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থায় যত্র শারদতঃ স্থিতঃ।
সম্প্রহৃতা বয়ং পঞ্চ কিরীটিশরপীড়িতাঃ ॥ ৫৩
ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারৌদ্রং তত্র নোঽভূদ্ রণো মহান্।
জিতাস্তেন বয়ং সর্বে ব্যপরাম রণাৎ ততঃ ॥ ৫৪

বর্তমান লোকক্ষয়ের যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্যোধনকে না দেখিয়া এই মহারথিগণ আপনার পুত্র নিহত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন এবং বিবর্ণবদনে সকলকে আপনার পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

কিছু লোক বলিলেন সারথি নিহত হওয়ায় পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই দুঃসহ সৈন্য পরিত্যাগ করত রাজা দুর্যোধন যেখানে সুবলপুত্র শকুনি আছেন সেখানে গিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

অপর অত্যন্ত আহত ক্ষত্রিয়গণ সেখানে এই কথা বলিলেন আরে! দুর্যোধনের দ্বারা এখন কি হইবে? যদি তিনি জীবিত থাকেন, পরে তোমরা সকলে দেখিতে পাইবে। এই সময় সকলে একত্র যুদ্ধ করত রাজা দুর্যোধন তোমাদের কি সাহায্য করিবেন? ॥ ৪৩-৪৪

তখন সেখানে যে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই বাহন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল তাঁহারা বাণসমূহে পীড়িত হইয়া তখন অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন, আমরা যে সব সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হইয়াছি, তাহাদের বিনাশ করিব এই সমস্ত পাণ্ডবগণ গজ-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদের নিকটে চলিয়া আসিতেছেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

ইঁহাদের কথা শ্রবণ করত মহাবল অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্মা—এই সব দৃঢ়ধনুর্দ্ধর বীরগণ পাঞ্চালরাজের সেই দুঃসহ সৈন্যকে ভেদ করিয়া রথ সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করত যেখানে শকুনি আছেন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭-৪৮

রাজন্! ইঁহারা চলিয়া যাইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার সেই রথসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে আগমন করিলেন ॥ ৪৯

অতিশয় হৃষ্ট পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার পরাক্রমশালী বীর সৈন্যগণ নিজেদের জীবন-বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥

তখন আপনার সৈন্যদের অধিকাংশ যোদ্ধারই মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল তাঁহাদের সকলেরই অস্ত্রও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দ্বারা ইহারা চারিদিকে পরিবৃত হইয়া পড়িলেন। রাজন্! তাঁহাদের সকলের এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি জীবনের মোহ পরিত্যাগ করত অন্য চার মহারথীর সহিত এবং হস্তী ও অন্য এই দুই অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম ॥ ৫১-৫২

যেখানে কৃপাচার্য্য ছিলেন আমি সেখানে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে-ছিলাম; কিন্তু কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত হইয়া আমরা পাঁচজনে সেখান হইতে পলায়ন করত মহাভয়ঙ্কর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি আমাদের সকলকেই

অথাপশ্যং সাত্যকিং তমুপায়ান্তং মহারথম্।
রথৈশ্চতুঃশতৈর্বীরো মামভ্যদ্রবদাহবে ॥ ৫৫
দৃষ্টদ্যুম্নাদহং মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ভ্রান্তবাহনাৎ।
পতিতো মাধবানীকং দুষ্কৃতী নরকং যথা ॥ ৫৬
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং মুহূর্তমতিদারুণম্।
সাত্যকিস্তু মহাবাহুর্মম হত্বা পরিচ্ছদম্ ॥ ৫৭
জীবগ্রাহমগৃহ্ণান্মাং মূর্ছিতং পতিতং ভুবি।
ততো মুহূর্তাদিব তদ্ গজানীকমবধ্যত ॥ ৫৮
গদয়া ভীমসেনেন তদ্ নারাচৈরর্জুনেন চ।
অভিপিষ্টৈর্মহানাগৈঃ সমন্তাৎ পর্বতোপমৈঃ ॥ ৫৯
নাতিপ্রসিষ্ঠেব গতিঃ পাণ্ডবানামজায়ত।
রথমার্গং ততশ্চক্রে ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৬০
পাণ্ডবানাং মহারাজ ব্যপাকর্ষন্মহাগজান্।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৬১
অপশ্যন্তো রথানীকে দুর্যোধনমরিন্দমম্।
রাজানং মৃগয়ামাসুস্তব পুত্রং মহারথম্ ॥ ৬২
পরিত্যজ্য চ পাঞ্চাল্যং প্রযাতা যত্র সৌবলঃ।
রাজ্ঞোঽদর্শনসংবিগ্না বর্তমানে জনক্ষয়ে ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি দুর্যোধনাপবানে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

পরাজিত করিলেন তখন আমার সেস্থান হইতেও পলায়ন করিলাম ॥ ৫৩-৫৪

এই সময়ে আমি মহারথী সাত্যকিকে আমার নিকট আসিতে দেখিলাম। বীর সাত্যকি যুদ্ধস্থলে চারিশত রথ সৈন্যের সহিত আমার দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ৫৫

দৃষ্টদ্যুম্নের বাহনগণ শ্রান্ত হইয়া পড়ায় আমি কোনরূপে তাঁহার নিকট হইতে মুক্তিলাভ করত সাত্যকির সৈন্যমধ্যে সেই ভাবে পতিত হইলাম, যেরূপ কোন পাপী নরকে পতিত হইয়া থাকে। ৫৬

সেখানে মুহূর্তকাল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর যুদ্ধ হইল মহাবাহু সাত্যকি আমার সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী নষ্ট করিয়া দিলেন এবং যখন আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম, আমাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিলেন ॥ ৫৭

তারপর মুহূর্তকালের মধ্যেই ভীমসেন গদার আঘাতে এবং অর্জুন নারাচসকলের দ্বারা সেই গজসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৮

চারিদিকেই পর্বতাকার হস্তিসকল হতাহত হইয়া পতিত ছিল,

ভীমসেন ও অর্জুনের আঘাতে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল ইহাদের জন্য পাণ্ডবদের অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৫৯

মহারাজ! বড় বড় হস্তীদিগকে টানিয়া ওদের জন্য রথের মার্গ প্রস্তুত করিলেন

অন্যদিকে অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মা—এই ত্রিভ ইহারা রথসৈন্যদের মধ্যে আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন

তাঁহারা দৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ না করিয়া যেখানে শকুনি ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন বহুমান লোকক্ষয়কর যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্যোধনকে পাণ্ডবরা তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে দুর্যোধনের পলায়নবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্য একাদশপুত্রাণাং বধঃ, চতুরঙ্গিণীসৈন্যবিনাশশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

গজানীকে হতে তস্মিন্ পাণ্ডুপুত্রেণ ভারত ।
বধ্যমানে বলে চৈব ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ১
চরন্তঞ্চ তথা দৃষ্ট্বা ভীমসেনমরিন্দমম্ ।
দণ্ডহস্তং যথা ক্রুদ্ধমন্তকং প্রাণহারিণম্ ॥ ২
সমেত্য সমরে রাজন্ হতশেষাঃ সুতাস্তব ।
অগৃহ্ণমানে কৌরব্যে পুত্রে দুর্য্যোধনে তব ॥৩
সোদর্য্যাঃ সহিতা ভূত্বা ভীমসেনমুপাদ্রবন্ ।
দুর্মর্ষণঃ শ্রুতান্তশ্চ জৈত্রো দুরিবলো রবিঃ ॥ ৪
জয়ৎসেনঃ সুজাতশ্চ তথা দুর্বিমোচনঃ ।
দুর্বিমোচননামা চ দুষ্প্রধর্ষস্তথৈব চ ॥ ৫
শ্রুতর্বা চ মহাবাহুঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ
ইত্যেতে সহিতা ভূত্বা তব পুত্রাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬
ভীমসেনমভিদ্রুত্য রুরুধুঃ সর্বতো দিশম্ ।

ততো ভীমো মহারাজ স্বরথং পুনরাস্থিতঃ ॥ ৭
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ পুত্রাণাং তব মর্মসু ।
তে কীর্য্যমাণা ভীমেন পুত্রাস্তব মহারণে ॥৮
ভীমসেনমপাকর্ষন্ প্রবণাদিব কুঞ্জরম্ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমঃ শিরো দুর্মর্ষণস্য হ ॥ ৯
ক্ষুরপ্রেণ প্রমথ্যাশু পাতয়ামাস ভূতলে ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন সর্বাবরণভেদিনা ॥ ১০
শ্রুতান্তমবধীদ্ ভীমস্তব পুত্রং মহারথঃ ।
জয়ৎসেনং ততো বিদ্ধ্বা নারাচেন হসন্নিব ॥ ১১
পাতয়ামাস কৌরব্যং রথোপস্থাদরিন্দমঃ ।
স পপাত রথাদ্ রাজন্ ভূমৌ তূর্ণং মমার চ ॥ ১২
শ্রুতর্বা তু ততো ভীমং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ মার্গিব ।
শতেন গৃধ্রবাজানাং শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ১৩
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমো জৈত্রং দুরিবলং রবিম্ ।
ত্রীনেতাংস্ত্রিভিরানর্চ্ছদ বিষাগ্নিপ্রতিমৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

[ভীমসেন কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের একাদশ পুত্র বধ এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য বিনাশ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! ভারত ! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কর্তৃক আপনার গজ-সৈন্য মধ্য সৈন্যগণও নষ্ট হইয়া যাইলে, যখন আপনার কুরুবংশধর দুর্যোধনকে কোথাও দেখা যাইল না, তখন অবশিষ্ট আপনার সকল পুত্রই একসঙ্গে মিলিত হইয়া সমরাঙ্গণে দণ্ডধর ও প্রাণসংহারী যমরাজের ন্যায় কুপিত শত্রুদমন ভীমসেনকে সে স্থলে বিচরণ করিতে দর্শন করত একসঙ্গে সকল সহোদর ভ্রাতাই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১-৩½

দুর্মর্ষণ, শ্রুতান্ত (চিত্রাঙ্গ), জৈত্র, দুরিবল (ভীমবল), রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ (দুষ্প্রধর্ষণ) এবং মহাবাহু শ্রুতর্বা—এই সব আপনার যুদ্ধবিশারদ পুত্র একসঙ্গে মিলিত হইয়া চারিদিক্ দিয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করত তাঁহার চারিদিক রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪-৬½

মহারাজ ! তখন ভীমসেন পুনরায় নিজের রথের উপর আরোহণ করত আপনার পুত্রগণের মর্মস্থানসমূহে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৭½

সেই মহাসমরে যখন ভীমসেন আপনার পুত্রগণের উপর বাণসকলের প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা ভীমসেনকে সেইভাবে বধ পর্য্যন্ত আকর্ষণ লইয়া যাইলেন, যেরূপ কোন ব্যাধ নিজ স্থান হইতে হাতীকে আকর্ষণ করিতে থাকে ॥৮½

তখন রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ ভীমসেন একটি ক্ষুরপ্রবাণে দুর্মর্ষণের মস্তক অতিদ্রুত ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৯ ॥

তাহার পর সমস্ত আবরণ ভেদকারী অপর একটি ভল্লের দ্বারা মহারথী ভীমসেন আপনার পুত্র শ্রুতান্তকে বিনাশ করিলেন ॥ ১০ ॥

তারপর হাস্য করিতে করিতে সেই শত্রুদমন বীর ভীমসেন কুরুবংশজাত জয়ৎসেনকে একটি নারাচের দ্বারা রথের আসন হইতে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১১½

রাজন্ ! জয়ৎসেন রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সত্বর মৃত্যুবরণ করিলেন । মানবর নরেশ ! তদনন্তর ক্রুদ্ধ শ্রুতর্বা গৃধ্র পক্ষ ও আনতপর্ব্বযুক্ত শত সংখ্যক বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২-১৩

ইহা দেখিয়া ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি রণাঙ্গনে

তে হতা ন্যপতন্ ভূমৌ স্যন্দনেভ্যো মহারথাঃ।
বসন্তে পুষ্পশবলা নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ॥ ১৫
ততোঽপরেণ ভল্লেন তীক্ষ্ণেন চ পরন্তপঃ।
দুর্বিমোচনমাহৃত্য প্রেষয়ামাস মৃত্যবে॥ ১৬
স হতঃ প্রাপতদ্ ভূমৌ স্বরথাদ্ রথিনাং বরঃ।
গিরেস্তু কূটজো ভগ্নো মারুতেনেব পাদপঃ॥ ১৭
দুষ্প্রধর্ষং ততস্তস্য সুজাতঞ্চ সুতং তব।
একৈকং সপ্তভিঃ সংখ্যে দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চমুমুখে॥ ১৮
তৌ শিলীমুখবিদ্ধাঙ্গৌ পেততুঃ রথসত্তমৌ।
ততঃ পতন্তং সমরে অভিবীক্ষ্য সুতং তব॥ ১৯
ভল্লেন পাতয়ামাস ভীমো দুর্বিষহং রণে।
স পপাত হতো বাহাৎ পত্যুস্তাং সর্বধন্বিনাম্॥ ২০
দৃষ্ট্বা তু নিহতান্ ভ্রাতৃন্ বহুনেকেন সংযুগে।
অমর্ষবশমাপন্নঃ ক্রুতর্বা ভীমমভ্যয়াৎ॥ ২১

বিদ্ধ ও অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর তিনটি বাণের দ্বারা ভীমসেন, দুর্বিষহ ও রবি এই তিনজনকে প্রহার করিলেন।

এই তিনটি বাণে নিহত সেই তিন মহারথী বীর বসন্তকালে ফুলে ছিন্ন পলাশ-বৃক্ষের ন্যায় রথসমূহ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন॥ ১৫

ইহার পর শত্রুতাপন ভীমসেন অপর একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা দুর্বিমোচনকে প্রহার করত মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। ১৬

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্বিমোচন সেই ভল্লের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিজ রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল পর্ব্বতের শিখরে উৎপন্ন বৃক্ষ বায়ুর বেগে ভগ্ন হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। ১৭

তদনন্তর ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্ষর্ষণ ও সুজাতকে রণাঙ্গনে সৈন্যদের সম্মুখে দুইটি দুইটি বাণে সংহার করিলেন॥১৮

এই দুই মহারথী বীর বাণসমূহে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হওয়ায় রণাঙ্গনে পতিত হইলেন। তাহার পর আপনার পুত্র দুর্বিষহকে সংগ্রামে আক্রমণ করিতে দেখিয়া ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহাকে পাতিত করিলেন। এই ভল্লের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দুর্বিষহ সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই রথ হইতে পতিত হইলেন॥ ১৯-২০

যুদ্ধস্থলে একাকী ভীমসেনের দ্বারা নিজের বহুসংখ্যক ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া অমর্ষের বশীভূত ক্রুতর্বা ভীমসেনের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২১

তিনি নিজের স্বর্ণভূষিত বিশাল ধনু আকর্ষণ করত তাহার

বিক্ষিপন্ সুমহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্।
বিসৃজন্ সায়কাংশ্চৈব বিষাগ্নিপ্রতিমান্ বহূন্॥ ২২
স তু রাজন্ ধনুশ্ছিত্ত্বা পাণ্ডবস্য মহামৃধে।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিংশত্যা সমবাকিরৎ॥ ২৩
ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
অবাকিরৎ তব সুতং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥২৪
মহদাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং চিত্ররূপং ভয়ানকম্।
যাদৃশং সমরে পূর্বং জম্ভ-বাসবয়োরভূৎ॥ ২৫
তয়োস্তত্র শিতৈর্মুক্তৈর্মদগুনিতৈঃ শরৈঃ।
সমাচ্ছন্না ধরা সর্বা খং দিশো বিদিশস্তথা॥ ২৬
ততঃ ক্রুতর্বা সংক্রুদ্ধো ধনুরাদায় সায়কৈঃ।
ভীমসেনং রণে রাজন্ বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ॥ ২৭
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ তব পুত্রেণ ধন্বিনা।
ভীমঃ সঞ্চুক্ষুভে ক্রুদ্ধঃ পর্বণীব মহোদধিঃ॥ ২৮

দ্বারা তাঁহার ও বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন।

রাজন্! তিনি সেই মহাসমরে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের ধনু ছেদন করত ছিন্ন ধনুযুক্ত ভীমসেনকে বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবল ভীমসেন অপর একটি ধনু গ্রহণ করত আপনার পুত্রের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও।

সেই সময় ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিচিত্র, ভয়ানক ও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে রণাঙ্গনে জম্ভ ও ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ দুইজনের মধ্যেও যুদ্ধ চলিল॥ ২৫

ইহাদের উভয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড-সদৃশ ভীষ্মধার বাণসমূহে সমগ্র পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌সকল এবং বিদিক্‌সমূহ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল॥ ২৬

তদনন্তর ক্রুদ্ধ ক্রুতর্বা ধনু গ্রহণ করত স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রণাঙ্গনে ভীমসেনের দুই বাহু এবং বক্ষে প্রহার করিলেন॥ ২৭

মহারাজ! আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল এবং তিনি পূর্ণিমার দিনে উচ্ছ্বাসপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন॥ ২৮

ততো ভীমো রুষাবিষ্টঃ পুত্রস্ত তব মারিষ।
সারথিং চতুরশ্চাংশ্চ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ২৯
বিরথং তং সমালক্ষ্য বিশিখৈর্লেলিহাহিভিঃ।
অবাকিরদমেয়াত্মা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥ ৩০
শ্রুতর্বা বিরথো রাজন্নাদদে খড়্গচর্মণী।
অথাস্যাদদতঃ খড়্গাং শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ ॥ ৩১
ক্ষুরপ্রেণ শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস পাণ্ডবঃ।
ছিন্নোত্তমাঙ্গস্ত ততঃ ক্ষুরপ্রেণ মহাত্মনা ॥ ৩২
পপাত কায়ঃ স রথাদ্ বসুধামনুনাদয়ন্।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে তাবকা ভয়মোহিতাঃ ॥ ৩৩
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে ভীমসেনং যুযুৎসবঃ।
তানাপতত এবাশু হতশেষাদ্ বলার্ণবাৎ ॥ ৩৪
দংশিতান্ প্রতিজগ্রাহ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।

তে তু তং বৈ সমাসাদ্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
ততস্তু সংবৃতো ভীমস্তাবকান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পীড়য়ামাস তান্ সর্বান্ সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্ ॥ ৩৬
ততঃ পঞ্চশতান্ হত্বা সবরূথান্ মহারথান্
জঘান কুঞ্জরানীকং পুনঃ সপ্তশতং যুধি ॥ ৩৭
হত্বা শতসহস্রাণি পত্তীনাং পরমেষুভিঃ।
বাজিনাঞ্চ শতান্যষ্টৌ পাণ্ডবঃ স্ম বিরাজতে ॥ ৩৮
ভীমসেনস্তু কৌন্তেয়ো হত্বা যুদ্ধে সুতাংস্তব।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং সফলং জন্ম চ প্রভো ॥ ৩৯
তং তথা যুধ্যমানঞ্চ বিনিঘ্নন্তঞ্চ তাবকান্।
ঈক্ষিতুং নোৎসহন্তে স্ম তব সৈন্যা নরাধিপ ॥ ৪০
বিত্রাব্য চ কুরূন্ সর্বাংস্তাংশ্চ হত্বা পদানুগান্।
দোর্ভ্যাং শব্দং ততশ্চক্রে ত্রাসয়ানো মহাদ্বিপান্ ॥ ৪১

স ... তাহার ... পুত্র ভীমসেন নরের রাক্ষসদিগের হস্তে আপনার পুত্রের সারথি ও ... কে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৯

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন শ্রুতর্বাকে রথহীন হইতে দেখিয়া নিজের হস্তলঘুতা দেখাইতে দেখাইতে তাহার উপর পক্ষিপক্ষযুক্ত হইয়া উর্দ্ধগামী বাণসকল ... করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

রাজন্! রথহীন শ্রুতর্বা নিজ হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ করিলেন। তিনি শতচন্দ্রকের চিহ্নযুক্ত ঢাল নিজ প্রভায় দেদীপ্যমান তরবারি গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছিলেন, এই অবস্থায় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৩১½

মহাত্মা ভীমসেন কর্তৃক ক্ষুরপ্রবাণে মস্তক ছিন্ন হইলে পর তাঁহার দেহ পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে রথ হইতে নিম্নে পতিত হইল ॥ ৩২½

এই বীর শ্রুতর্বা নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া যুদ্ধের ইচ্ছায় ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৩½

হতাবশিষ্ট সৈন্য-সাগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্রুত নিজের উপর আক্রমণকারী সেই করচধারী যোদ্ধাদিগকে প্রতাপশালী ভীমসেন নিবারণ করিলেন ॥ ৩৪½

সেকার ভীমসেনের ... উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চারিদিকে পরিবৃত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন তখন সেইরূপ সহস্রলোচন ইন্দ্র অসুরদিগকে পীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সব পরিবৃত ভীমসেন তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

তদনন্তর ভীমসেন আবরণ সহ পাঁচ শত বিশাল রথকে সংহার করত যুদ্ধে শত শত হস্তীকে পুনরায় ভূপাতিত করিলেন ॥ ৩৭

তারপর উত্তম বাণসমূহের দ্বারা এক লক্ষ পদাতি ও আরোহী যোদ্ধা সহ আট শত অশ্বকে বধ করিয়া রণাঙ্গনে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

প্রভো! এইরূপ কুন্তীপুত্র ভীমসেন যুদ্ধে আপনার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া নিজেকে নিজেই কৃতার্থ ও স্বীয় জন্মকে সফল মনে করিলেন ॥ ৩৯

হে নরেশ্বর! এই ভাবে যুদ্ধ ও আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে করিতে রণাঙ্গনে অবস্থিত ভীমসেনকে আপনার সৈন্যরা দেখিতেও সাহস পাইলেন না ॥ ৪০

সমস্ত কৌরবগণকে বিতাড়িত করিয়া এবং অনুগামী সৈন্যদিগকে সংহার করত ভীমসেন বড় বড় হস্তিসকলকে ভীত করিতে করিতে নিজের দুই বাহুর দ্বারা আস্ফালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

হতভূয়িষ্ঠযোধা তু তব সেনা বিশাম্পতে।
কিঞ্চিচ্ছেষা মহারাজ কৃপণং সমপদ্যত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি একাদশধার্তরাষ্ট্রবধে ষড় বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

প্রজানাথ! মহারাজ! আপনার সৈন্যদের অধিকাংশ ছিলেন; এই কারণে সেই সৈন্যরা অতিশয় দীন হইয়া যোদ্ধাই নিহত হইয়াছিলেন এবং আর অল্প সৈন্যই তখন অবশিষ্ট পড়িয়াছিলেন ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে ষড় বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ কথপকথনম্, অর্জুনেন সত্যকর্মণঃ সত্যেষোঃ পঞ্চচত্বারিংশৎপুত্রৈঃ সেনয়া চ সুশর্মণশ্চ বধঃ, ভীমকর্তৃকো ধৃতরাষ্ট্রসুত-সুদর্শনস্য বিনাশশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ

দুর্যোধনো মহারাজ সুদর্শনশ্চাপি তে সুতঃ।
হতশেষৌ তদা সংখ্যে বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতৌ ॥ ১

ততো দুর্যোধনং দৃষ্ট্বা বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
উবাচ দেবকীপুত্রঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২

শত্রবো হতভূয়িষ্ঠা জ্ঞাতয়ঃ পরিপালিতাঃ।
গৃহীত্বা সঞ্জয়ং চাসৌ নিবৃত্তঃ শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩

পরিশ্রান্তশ্চ নকুলঃ সহদেবশ্চ ভারত।
যোধয়িত্বা রণে পাপান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ সহানুগান্ ॥ ৪

দুর্যোধনমভিত্যজ্য ত্রয় এতে ব্যবস্থিতাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ ত্রৈণিস্তৈব মহারথঃ ॥ ৫

অসৌ তিষ্ঠতি পাঞ্চাল্যঃ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
দুর্যোধনবলং হত্বা সহ সর্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ ॥ ৬

অসৌ দুর্যোধনঃ পার্থ বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতঃ
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭

প্রতিব্যূহ্য বলং সর্বং রথমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
এনং হত্বা শিতৈর্বাণৈঃ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ৮

গজানীকং হতং দৃষ্ট্বা ত্বাঞ্চ প্রাপ্তমরিন্দম।
যাবন্ন বিদ্রবন্ত্যেতে তাবজ্জহি সুযোধনম্ ॥ ৯

যাতু কশ্চিত্তু পাঞ্চাল্যং ক্ষিপ্রমাগম্যতামিতি।
পরিশ্রান্তবলস্ত্বাত নৈষ মুচ্যেত কিল্বিষী ॥ ১০

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন, অর্জুন কর্তৃক সত্যকর্ম্মা সত্যেষু এবং পঁয়তাল্লিশ জন পুত্র ও সৈন্য সহ সুশর্ম্মার বিনাশ এবং ভীমসেনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সুদর্শনের বধ।

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন ও সুদর্শন এই দুই জনই জীবিত ছিলেন উভয়েই অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।১

তদনন্তর দুর্যোধনকে অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়া দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীপুত্র অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ২

ভরতনন্দন! শত্রুদের অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত হইয়াছে এবং নিজেদের জ্ঞাতিবর্গ রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে দেখ, ঐ শিনিপ্রবর সাত্যকি সঞ্জয়কে বন্দী করিয়া তাহার সহিত ফিরিয়া আসিতেছে। রণাঙ্গনে সেবকগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ৩-৪

অন্যদিকে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথী অশ্বত্থামা—এই তিনজন যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র কোথাও অবস্থান করিতেছে ৫

সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত দুর্যোধনের সৈন্যদিগকে সংহার করত পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুর উত্তম কান্তিতে সুশোভিত হইয়াছে

পার্থ! এই দেখ রাজা দুর্যোধন ছত্র ধারণ করত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার এই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ৭

সে নিজের সমস্ত সৈন্যদের ব্যূহ বদ্ধ করত যুদ্ধভূমিতে অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বিনাশ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। ৮

শত্রুদমন! গজসেনার বধ ও তোমার আগমন ইহা দেখিয়া কৌরব-যোদ্ধারা যতক্ষণ না পলাইয়া যায়, তাহারই মধ্যে তুমি দুর্য্যোধনকে বধ কর

তোমার সৈন্যদলের যে কেহ একজন পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করুক এবং তাঁহাকে বলুক যে, আপনি শীঘ্র চলুন।

হত্বা তব বলং সর্বং সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
জিতান্ পাণ্ডুসুতান্ মত্বা রূপং ধারয়তে মহৎ ॥ ১১
নিহতং স্ববলং দৃষ্ট্বা পীড়িতং চাপি পাণ্ডবৈঃ।
ক্ষয়মেষ্যতি সংগ্রামে বধায়ৈবাত্মনো নৃপঃ ॥ ১২
এবমুক্তঃ ফাল্গুনস্তু কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতাঃ সর্বে হতা ভীমেন মাধব ॥ ১৩
যাবেতাবাস্থিতৌ কৃষ্ণ তাবদ্ন ভবিষ্যতঃ।
হতো ভীষ্মো হতো দ্রোণঃ কর্ণো বৈকর্তনো হতঃ ॥ ১৪
মদ্ররাজো হতঃ শল্যো হতঃ কৃষ্ণ জয়দ্রথঃ।
হয়াঃ পঞ্চশতাঃ শিষ্টাঃ শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥ ১৫
রথানাং তু শতে শিষ্টে দ্বে এব তু জনার্দন।
দন্তিনাঞ্চ শতং সাগ্রং ত্রিসাহস্রাঃ পদাতয়ঃ ॥ ১৬
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব ত্রিগর্তাধিপতিস্তথা।
উলূকঃ শকুনিশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ১৭
এতদ্ বলমবশ্ছেষং ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব।
মোক্ষো ন নূনং কালাৎ তু বিদ্যতে ভুবি কস্যচিৎ ॥ ১৮
তথা বিনিহতে সৈন্যে পশ্য দুর্যোধনং স্থিতম্।
অভ্যাহ্বা হি মহারাজো হতামিত্রো ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ন হি মে মোক্ষ্যতে কশ্চিৎ পরেষামিহ চিন্তয়ে।
যে ত্বদ্য সমরং কৃষ্ণ ন হাস্যন্তি মদোৎকটাঃ ॥ ২০
তাং বৈ সর্বান্ হনিষ্যামি যদ্যপি স্যুর্ন মানুষাঃ
অদ্য যুদ্ধে সুসংক্রুদ্ধো দীর্ঘং রাজ্ঞা প্রজাগরম্ ॥ ২১
অপনেষ্যামি গান্ধারং ঘাতয়িত্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
নিকৃত্যা বৈ দুরাচারো যানি রত্নানি সৌবলঃ ॥ ২২
সভায়ামহরদ্ দ্যূতে পুনস্তান্যাহরাম্যহম্।
অদ্য তা অপি রোৎস্যন্তি সর্বা নাগপুরে স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩

ভাত। এই অবস্থায় দুর্যোধন জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না। কারণ, ইহার সমস্ত পরিত্রাণ হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্যোধন মনে করিতেছে এই যুদ্ধে সে যার সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে এই কারণে সে অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু নিজের সৈন্যদের পাণ্ডবগণের দ্বারা পীড়িত ও নিহত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন নিশ্চয়ই নিজের বিনাশের জন্য যুদ্ধভূমিতে পদার্পণ করিবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন,—মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সকল পুত্রই ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এই যে দুই পুত্র এখন অবস্থিত আছে, ইহাদেরও বিনাশ আজই হইবে ॥ ১৩।

কৃষ্ণ! ভীষ্ম হতপ্রায় হইয়াছেন, দ্রোণাচার্য্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, সূর্য্যপুত্র কর্ণ নিহত হইয়াছে, শল্যেরও বিনাশ হইয়াছে এবং জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে ॥ ১৪।

সুবল-পুত্র শকুনির নিকট এখনও পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য অবশিষ্ট আছে। জনার্দ্দন! তাহার নিকট দুই শত রথ, এক শতের কিছু অধিক হাতী এবং তিন হাজার পদাতি সৈন্য এখনও অবশিষ্ট আছে ॥ ১৫-১৬

মাধব! দুর্যোধনের সৈন্যমধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মা, উলূক, শকুনি ও সাত্বতবংশজাত কৃতবর্ম্মা—এই অল্প বীরই এখন অবশিষ্ট আছেন। এই ভূমণ্ডলে নিশ্চয়ই কাল হইতে কাহারও মুক্তি পাইবার উপায় নাই।

সেই কারণে এই দুর্যোধন এই ভাবে নিজের সৈন্যদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াও যুদ্ধের জন্য এখনও অবস্থান করিতেছে ইহা অবলোকন করুন। আজই মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন।

হে কৃষ্ণ! আমি চিন্তা করিতেছি যে, আজ শত্রুপক্ষের কোন যোদ্ধাই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না। যে সব মদোন্মত্ত বীর আজ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে না, তাহাদের সকলকেই আমি বিনাশ করিব তাহাতে তাহারা মানুষ না হইয়া যদি দেবতা কিংবা অসুরও হইয়া থাকেন ॥ ২০।

আজ আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া গান্ধাররাজ শকুনিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বধ করাইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের দীর্ঘকালীন জাগরণরূপী রোগকে দূরীকৃত করিব ॥ ২১।

দুরাচার সুবলপুত্র শকুনি দ্যূত-সভায় ছল করিয়া যে সব রত্নকে হরণ করিয়াছিল, তৎ সমস্তই আমি পুনরায় ফিরাইয়া আনিব ॥ ২২।

আজ হস্তিনাপুরীর সমস্ত স্ত্রীগণও যুদ্ধে পাণ্ডবদের দ্বারা নিজেদের পতি ও পুত্রসকলকে নিহত হইতে শুনিয়া রোদন করিতে থাকিবে ॥ ২৩।

হত্বা পতীংশ্চ পুত্রাংশ্চ পাণ্ডবৈর্নিহতান্ যুধি।
সমাপ্তমদ্য বৈ কর্ম সর্বং কৃষ্ণ ভবিষ্যতি ॥ ২৪
অদ্য দুর্যোধনো দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাণাংশ্চ মোক্ষ্যতি।
নাপযাতি ততঃ কৃষ্ণ সংগ্রামাদ্ যদি চেন্নয় ॥ ২৫
নিহতং বিদ্ধি বার্ষ্ণেয় ধার্তরাষ্ট্রং সুবালিশম্।
মম হ্যেতন্মতং বৈ রাজিবৃন্দমরিন্দম ॥ ২৬
সোঢুং জ্যাতলনির্ঘোষং যাহি যাবন্নিহন্ম্যহম্।
এবমুক্তস্তু দাশার্হঃ পাণ্ডবেন যশস্বিনা ॥ ২৭
অচোদয়দ্ধয়ান্ রাজন্ দুর্যোধনবলং প্রতি।
তদনীকমভিপ্রেক্ষ্য ত্রয়ঃ সজ্জা মহারথাঃ ॥ ২৮
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব সহদেবশ্চ মারিষ।
প্রযযুঃ সিংহনাদেন দুর্যোধনজিঘাংসয়া ॥ ২৯
তান্ প্রেক্ষ্য সহিতান্ সর্বং জবেনোদ্যতকার্মুকান্।
সৌবলোঽভ্যদ্রবদ্ যুদ্ধে পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥ ৩০

সুদর্শনস্তব সুতো ভীমসেনং সমাদ্রবৎ।
সুশর্মা শকুনিশ্চৈব যুযুধাতে কিরীটিনা ॥ ৩১
সহদেবং তব সুতো হয়পৃষ্ঠগতোঽভ্যযাৎ।
ততো হি যুযুধে ক্ষিপ্রং তব পুত্রো জনাধিপ ॥ ৩২
প্রাসেন সহদেবস্তু শিরসি প্রাহরদ্ ভৃশম্।
সোপাবিধ্যদ্ রথোপস্থে তব পুত্রেণ তাড়িতঃ ॥ ৩৩
রুধিরাপ্লুতসর্বাঙ্গ আশীবিষ ইব শ্বসন্।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সহদেবো বিশাম্পতে ॥ ৩৪
দুর্যোধনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সংক্রুদ্ধঃ সমবাকিরৎ।
পার্থোঽপি যুধি বিক্রম্য কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৫
শূরাণামশ্বপৃষ্ঠেভ্যঃ শিরাংসি নিচকর্ত হ।
তদনীকং তদা পার্থো বাধমদ বহুভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৬
শাতয়িত্বা হয়ান্ সর্বাংস্ত্রিগর্তানাং রথান্ ততঃ।
তস্থৌ সন্ধিতা কৃত্বা ত্রিগর্তানাং মহারথাঃ ॥ ৩৭

হে কৃষ্ণ! আজ আমাদের সমস্ত কার্য সমাপ্ত হইয়া যাইবে। আজ দুর্যোধন নিজের উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী এবং প্রাণ হইতে বিচ্যুত হইবে ॥ ২৪॥

বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ! যদি সে আমার ভয়ে যুদ্ধ হইতে পলায়ন করে, তবে সেই মূঢ় দুর্যোধন ইহা নিহত হইয়াছে বলিয়াই আপনি মনে করুন ॥ ২৫॥

শত্রুদমন! এই সমরোদ্যোগী সৈন্যরা আমার গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি অশ্বগণকে চালনা করুন, আমি এখনই ইহাদের সকলকে বিনাশ করিব ॥ ২৬॥

রাজন্! যশস্বী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই কথা বলিলে পর দশার্হকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের সৈন্যদের দিকে অশ্বগণকে চালনা করিলেন ॥ ২৭॥

মানবর! সেই সৈন্যদিগকে দেখিয়া তিন মহারথী ভীমসেন, অর্জুন ও সহদেব সর্ববিধ যুদ্ধ-সামগ্রীতে সুসজ্জিত হইয়া দুর্যোধনের বধের ইচ্ছায় সিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন ॥ ২৮-২৯

ইহাদের সকলকে ধনু উত্তোলন করত তীব্র বেগে একসঙ্গে আক্রমণ করিতে দেখিয়া সুবলপুত্র শকুনি রণাঙ্গনে আততায়ী পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সম্মুখীন হইলেন। সুশর্মা ও [illegible] যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন

নরেশ্বর [illegible] পুত্র দুর্যোধন

সহদেবের সম্মুখে [illegible] সমর প্রতিশ্রুত যুদ্ধ

প্রাস প্রহার করিলেন

[illegible] ছিন্ন হইয়া সহদেব

ক্ষতবিক্ষতকারী [illegible] করিতে করিতে

রথের পশ্চাদ্ভাগে [illegible] তখন তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া যাইল

প্রভানাথ! তখনই মুহূর্তকাল মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করত ক্রুদ্ধ সহদেব দুর্যোধনের উপর তীক্ষ্ণ বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩॥

কুন্তীপুত্র অর্জুনও [illegible] প্রকাশ করত অশ্বগণের পৃষ্ঠ হইতে শূরবর যোদ্ধাদের মস্তক [illegible] পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪॥

পার্থ নিজের বজ্রসার বাণের দ্বারা অশ্বারোহী সেই সৈন্যবাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং সমস্ত অশ্বগণকে বিনাশ করত ত্রিগর্তদেশীয় রথী যোদ্ধাদের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩৬॥

তখন সেই ত্রিগর্তদেশীয় মহারথী বীরগণ একত্রে মিলিত

অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ শরবর্ষৈরবাকিরন্।
সত্যকর্মাণমাক্ষিপ্য ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ ॥ ৩৮
ততোঽস্য স্যন্দনস্তেষাং চিচ্ছিদে পাণ্ডুনন্দনঃ।
শিলাশিতেন চ বিভো ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ ॥ ৩৯
শিরশ্চিচ্ছেদ সহসা তপ্তকুণ্ডলভূষণম্।
সত্যেষুমথ চাদত্ত যোধানাং মিষতাং ততঃ ॥ ৪০
যথা সিংহো বনে রাজন্ মৃগং পরিবৃভুক্ষিতঃ।
তং নিহত্য ততঃ পার্থঃ সুশর্মাণং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৪১
বিব্যধ্বা তানহনৎ সর্বান্ রথান্ রত্নবিভূষিতান্।
ততঃ প্রায়াৎ স্বরন্ পার্থো দীর্ঘকালং সুসংবৃতম্ ॥ ৪২
যুঞ্জন্ ক্রোধবিষং তীক্ষ্ণং প্রস্থলাধিপতিং প্রতি।
তমর্জুনঃ পৃষৎকানাং শতেন ভরতর্ষভ ॥ ৪৩
পুররিষ্বা ততো বাহান্ প্রাহরৎ তস্য ধন্বিনঃ।
ততঃ শরং সমাদায় যমদণ্ডোপমং তদা ॥ ৪৪
সুশর্মাণং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাশু হসন্নিব।
স শরঃ প্রেষিতস্তেন ক্রোধদীপ্তেন ধন্বিনা ॥ ৪৫
সুশর্মাণং সমাসাদ্য বিভেদ হৃদয়ং রণে।
স গতাসুর্মহারাজ পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৬
নন্দয়ন্ পাণ্ডবান্ সর্বান্ ব্যথয়ংশ্চাপি ভারতান্।
সুশর্মাণং রণে হত্বা পুত্রানস্য মহারথান্ ॥ ৪৭
সপ্ত চাষ্টৌ চ ত্রিংশচ্চ সায়কৈরনয়ৎ ক্ষয়ম্।
ততোঽস্য নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বান্ হত্বা পদানুগান্ ॥ ৪৮
অভ্যগাদ্ ভারতীং সেনাং হতশেষাং মহারথঃ।
ভীমস্তু সমরে ক্রুদ্ধঃ পুত্রং তব জনাধিপ ॥ ৪৯
সুদর্শনমদৃষ্টস্থং তং শরৈশ্চক্রে হসন্নিব।
ততোঽস্য প্রহসন্ ক্রুদ্ধঃ শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ৫০
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন স হতঃ প্রাপতদ্ ভুবি।
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে ততস্তস্য পদানুগাঃ ॥ ৫১

হইয়া অর্জুন ও কৃষ্ণকে নিষেধ আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।

প্রভো! সেই মহাবশস্বী অর্জুন একটি ক্ষুরপ্রবাণ সত্যকর্মার দিকে নিক্ষেপ করত উহার দ্বারা তাহার রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করিলেন। তাহার পর সেই মহাবলশালী বীর অর্জুন শিলাশাণিত ক্ষুরপ্রবাণে তাহার তপ্ত স্বর্ণনির্মিত কুণ্ডলে বিভূষিত মস্তককে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৩৮-৩৯॥

রাজন্! যেরূপ বনে অতিশয় ক্ষুধিত সিংহ কোন মৃগকে গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন সমস্ত যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই সত্যেষুরও প্রাণহরণ করিলেন ॥৪০॥

সত্যেষুকে বধ করত অর্জুন সুশর্মাকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং সেই সমস্ত সুবর্ণভূষিত রথসকলকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥৪১॥

তাহার পর অর্জুন নিজের দীর্ঘকালসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধরূপী বিষকে প্রস্থলেশ্বর সুশর্মার দিকে নিক্ষেপ করিবার জন্য সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥৪২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জুন এক শত বাণের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া সেই ধনুর্ধর বীরের অশ্বগণের উপর (প্রাণান্তকর) প্রহার করিলেন ॥৪৩॥

ইহার পর একটি যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করত সুশর্মাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিতে করিতে অতিক্রুদ্ধ উহাকে নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৪॥

ক্রোধে প্রদীপ্ত ধনুর্ধর অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ সুশর্মাকে আঘাত করত তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিল ॥৪৫॥

মহারাজ! তখন আপনার সৈন্যদিগকে ব্যথিত ও সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আনন্দিত করিতে করিতে সুশর্মা প্রাণহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥৪৬॥

রণাঙ্গনে সুশর্মাকে বধ করিয়া অর্জুন তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার পঁয়তাল্লিশ জন মহারথী পুত্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৪৭॥

তদনন্তর তীক্ষ্ণধার বাণসকলে সমস্ত সেবকবর্গকে সংহার করত মহারথী অর্জুন হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥৪৮॥

হে জনেশ্বর! অপর দিকে ক্রুদ্ধ ভীমসেন হাস্য করিতে করিতে বাণবর্ষণ করত সুদর্শনকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তিনি সুদর্শনের মস্তক একটি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সুদর্শন নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন ॥৪৯-৫০॥

এই বীর সুদর্শন নিহত হইলে পর তাঁহার সেবকগণ নানা প্রকার বাণবর্ষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে ভীমসেনকে চারিদিকে পরিবৃত করিল ॥৫১॥

পরিবব্রু রণে ভীমং কিরন্তো বিবিধান্ শরান্।
ততস্তু নিশিতৈর্বাণৈস্তবানীকং বৃকোদরঃ॥ ৫২
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবাকিরৎ।
ততঃ ক্ষণেন তদ্ ভীমো জঘ্নহনদ্ ভরতর্ষভ॥ ৫৩
তেষু ভূয়স্যমানেষু সেনাধ্যক্ষা মহারথাঃ।
ভীমসেনং সমাসাদ্য ততোঽযুধ্যন্ত ভারত। ৫৪
স তান্ সর্বান্ শরৈর্ঘোরৈরবাকিরত পাণ্ডবঃ।
তথৈব তাবকা রাজন্ পাণ্ডবেয়ান্ মহারথান্। ৫৫
শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
ব্যাকুলং তদভূৎ সর্বং পাণ্ডবানাং পরৈঃ সহ। ৫৬
তাবকানাঞ্চ সমরে পাণ্ডবৈর্যুযুৎসতাম্।
তত্র যোধাস্তদা পেতুঃ পরস্পরসমাহতাঃ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ সংশোচন্তঃ স্ব বান্ধবান্। ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সুধর্মবধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৭

তাহার পর ভীমসেন ইন্দ্রের বজ্র-সদৃশ কঠোর স্পর্শযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদের চারিদিক্ আবৃত করিয়া দিলেন। ৫২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর ভীমসেন ক্ষণকালের মধ্যে আপনার সৈন্যদের সংহার করিয়া ফেলিলেন। ভারত! যখন সেই কৌরব-সৈন্যদের সংহার হইতে লাগিল, তখন মহারথী সেনাপতিগণ ভীমসেনের উপর আক্রমণ করত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫৩-৫৪

রাজন্! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন ইঁহাদের সকলেরই উপর ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপ আপনার সৈন্যরাও অতিশয় ভয়ানক বাণবর্ষণ করত পাণ্ডব-মহারথীদিগকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিলেন। ৫৫½

শত্রুদের সহিত যুদ্ধরত পাণ্ডবগণের এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী আপনার সৈন্যদের সম্পূর্ণ সৈন্যদল সমরাঙ্গণে পরস্পর মিলিত হইয়া যেন একাকার হইয়া যাইলেন। ৫৬½

রাজন্! সেই সময় সে স্থলে পরস্পর পরস্পরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উভয় পক্ষেরই যোদ্ধারা নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের জন্য শোক করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে থাকিলেন। ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে সুধর্মার বধ-বিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সহদেবেনোলূকস্য শকুনেশ্চ বধঃ, জীবিতৈঃ সৈন্যৈঃ সহ দুর্যোধনস্য পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে গজ-বাজি-নরক্ষয়ে।
শকুনিঃ সৌবলো রাজন্ সহদেবং সমভ্যয়াৎ। ১
ততোঽস্যাপততত্তূর্ণং সহদেবঃ প্রতাপবান্।
শরৌঘান্ প্রেষয়ামাস পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্। ২
উলূকশ্চ রণে ভীমং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
শকুনিশ্চ মহারাজ ভীমং বিদ্ধ্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ। ৩
সায়কানাং নবত্যা বৈ সহদেবমবাকিরৎ।
তে শূরাঃ সমরে রাজন্ সমাসাদ্য পরস্পরম্। ৪
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈরাকর্ণপ্রহিতৈঃ শরৈঃ। ৫
তেষাং চাপভুজোৎসৃষ্টা শরবৃষ্টির্বিশাম্পতে।
আচ্ছাদয়দ্ দিশঃ সর্বা ধারা ইব পয়োমুচঃ। ৬

ততঃ ক্রুদ্ধৌ রণে ভীমঃ সহদেবশ্চ ভারত।
চেরতুঃ কদনং সংখ্যে কুর্বন্তৌ সুমহাবলৌ। ৭
তাভ্যাং শরশতৈশ্ছন্নং তদ্ বলং তব ভারত।
সান্ধকারমিবাকাশমভবৎ তত্র তত্র হ। ৮
অন্যৈর্বিপরিধাবদ্ভিঃ শরচ্ছন্নৈর্বিশাম্পতে।
তত্র তত্র বৃতো মার্গো বিকর্ষদ্ভির্হতান্ বহূন্। ৯
নিহতানাং হয়ানাঞ্চ সহৈব হয়সাদিভিঃ।
বর্মভির্বিনিকৃত্তৈশ্চ প্রাসৈশ্ছিন্নৈশ্চ মারিষ। ১০
ঋষ্টিভিঃ শক্তিভিশ্চৈব সাসি-প্রাস-পরশ্বধৈঃ।
সংছন্না পৃথিবী জজ্ঞে কুসুমৈঃ শবলা ইব। ১১
যোধাস্তত্র মহারাজ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
ব্যচরন্ত রণে ক্রুদ্ধা বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্। ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

[সহদেব কর্তৃক উলূক ও শকুনির বধ এবং জীবিত সৈন্যদের সহিত দুর্যোধনের পলায়ন]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহারকারী সেই যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর সুবলপুত্র শকুনি সহদেবের দিকে ধাবিত হইলেন। ১

তখন প্রতাপশালী সহদেবও নিজের উপর আক্রমণকারী শকুনির উপর অতিদ্রুত বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যাহা আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইল। ২

মহারাজ! শকুনির সহিত উলূকও ছিলেন। তিনি ভীমসেনকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তারপর শকুনিও তিনটি বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নব্বইটি বাণে সহদেবকে আবৃত করিলেন। ৩-৪

রাজন্! এই সব বীরবর যোদ্ধারা সমরাঙ্গনে পরস্পরকে নিকটে পাইয়া তীক্ষ্ণ ও মসৃণ-পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন। এই সকল বাণ স্বর্ণপঙ্খে সুশোভিত, শিলাধৌত ও কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ পূর্বক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ৫-৬

প্রজানাথ! এই বীরগণের ধনু ও বাহুবলে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের বর্ষণ সমস্ত দিক্‌মণ্ডলকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিল, যেরূপ মেঘের জলধারা সমস্ত দিক্‌সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৬

ভারত! তদনন্তর ক্রুদ্ধ ভীমসেন ও সহদেব এই দুই মহাবল বীর যুদ্ধস্থলে সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৭

হে ভারত! এই দুই বীরের শত শত বাণসমূহে আবৃত আপনার সৈন্যরা যেখানে সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৮

প্রজানাথ! বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পলায়মান এবং বহুসংখ্যক নিহত বীর যোদ্ধাগণকে নিজেদের সহিত এদিক্ ওদিকে আকর্ষণ করত অশ্বগণ বহন করিয়া যাইতেছিল। এই ভাবে তাহারা যত্র তত্র গমনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিল। ৯

মানুষর নরেন! অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত নিহত অশ্বদলের শরীর, ছিন্ন কবচ, খণ্ড বিখণ্ড প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, পরশু, বল্লম ও পরশুসমূহে আবৃতা পৃথিবী বহুবর্ণের ফুলে আচ্ছাদিতা বিচিত্ররূপা বলিয়া মনে হইতেছিল। ১০-১১

মহারাজ! সেখানে রণাঙ্গনে কুপিত যোদ্ধারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। ১২

উদ্বৃত্তনয়নৈ রোষাৎ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈর্মুখৈঃ।
সকুণ্ডলৈর্মহী চ্ছন্না পদ্মকিঞ্জল্কসংনিভৈঃ ॥ ১৩
ভুজৈশ্ছিন্নৈর্মহারাজ নাগরাজকরোপমৈঃ।
সাঙ্গদৈঃ সতনুত্রৈশ্চ সাসি-প্রাস-পরশ্বধৈঃ ॥ ১৪
কবন্ধৈরুত্থিতৈশ্ছিন্নৈর্নৃত্যদ্ভিশ্চাপরৈর্যুধি।
ক্রব্যাদগণসংছন্না ঘোরাভূৎ পৃথিবী বিভো ॥ ১৫
অল্পাবশিষ্টে সৈন্যে তু কৌরবেয়ান্ মহাহবে।
প্রহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা ভূত্বা নিজিগ্যুর্যমসাদনম্ ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে শূরঃ সৌবলেয়ঃ প্রতাপবান্।
প্রাসেন সহদেবস্য শিরসি প্রাহরদ্ ভৃশম্ ॥ ১৭
স বিহ্বলো মহারাজ রথোপস্থ উপাবিশৎ।
সহদেবং তথা দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৮
সর্বসৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বারয়ামাস ভারত।
নিবিভেদ চ নারাচৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৯
বিনির্ভিন্দ্যাকরোচ্চৈব সিংহনাদমরিন্দমঃ।
তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ সর্বে সহয়-বারণাঃ ॥ ২০
প্রাদ্রবন্ সহসা ভীতাঃ শকুনেশ্চ পদানুগাঃ।
প্রভগ্নানথ তান্ দৃষ্ট্বা রাজা দুর্যোধনোঽব্রবীৎ ॥ ২১
নিবর্তধ্বমধর্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং মৃতেন বঃ।
ইহ কীর্তিং সমাধায় প্রেত্য লোকান্ সমশ্নুতে ॥ ২২
প্রাণান্ জহাতি যো ধীরো যুদ্ধে পৃষ্ঠমদর্শয়ন্।
এবমুক্ত্বা তু তে রাজ্ঞা সৌবলশ্চ পদানুগাঃ ॥ ২৩
পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্।
দ্রবন্তিস্তত্র রাজেন্দ্র কৃতঃ শব্দোঽতিদারুণঃ ॥ ২৪
ক্ষুব্ধসাগরসঙ্কাশাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বতোঽভবন্।
তাংস্তথা পুরতো দৃষ্ট্বা সৌবলস্য পদানুগান্ ॥ ২৫
প্রত্যুদ্যযুর্মহারাজ পাণ্ডবা বিজয়োত্তাঃ।
প্রত্যাখস্য চ দুর্ধর্ষঃ সহদেবো বিশাম্পতে ॥ ২৬

পদ্মের কিঞ্জল্কের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলমণ্ডিত ছিন্ন মস্তকসমূহে এই রণভূমি আচ্ছাদিত হওয়া যাইল। তখন এই সব মস্তকের চক্ষু ঘুরিতেছিল এবং রোষভরে দন্তসকলের দ্বারা ওষ্ঠ দৃঢ় ছিল ॥ ১৩

মহারাজ! অঙ্গদ, কবচ, বস্ত্র, প্রাস ও পরশ্বধসহ ছিন্ন হস্তিশুণ্ডসদৃশ বাহুসমূহ, ছিন্ন-ভিন্ন এবং দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্যরত কবন্ধসকল ও অপর যোদ্ধাগণে পূর্ণ এবং মাংসভক্ষী জীবজন্তুগণে আচ্ছাদিত সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ১৪-১৫

এইরূপ সেই মহাসমরে যখন কৌরবগণের নিকট আর অতি অল্প সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল, তখন হর্ষ ও উৎসাহের সহিত পাণ্ডব বীর যোদ্ধারা তাঁহাদের যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

এই সময় প্রতাপশালী বীর সুবলপুত্র শকুনি নিজের প্রাসের দ্বারা সহদেবের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! এই আঘাতে ব্যাকুল হইয়া সহদেব রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ভারত! তিনি তখন আপনার সমস্ত সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র নারাচ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সকলকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৮-১৯

শত্রুদমন ভীমসেন শত্রু-সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই গর্জনে ভীত হইয়া শকুনি পশ্চাদ্‌গামী সমস্ত সৈন্যগণ অশ্ব ও হস্তীসহ সভয়ে পলাইয়া যাইলেন ॥ ২০½

ইহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলেন—ধর্মবন্ধে অনভিজ্ঞ পাপীরা! তোমরা নিবৃত্ত হও এবং যুদ্ধ কর। পলায়ন করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে? যে বীর যোদ্ধা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে নিজের কীর্তি স্থাপন করিয়া মৃত্যুর পর উত্তমলোকে সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১-২২

রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর সুবলপুত্র শকুনির পশ্চাদ্‌গামী সৈন্যরা 'এখন মৃত্যুই আমাদের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিলাভের উপায়' এইরূপ সঙ্কল্প করত পুনরায় পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৩½

রাজেন্দ্র! সেখানে ধাবিত হইবার সময় সেই সৈন্যগণ অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন ক্ষুব্ধ-সাগরের ন্যায় সর্বতোভাবে ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৪½

মহারাজ শকুনির অনুগামী সৈন্যদিগকে এইরূপে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া জয়লাভের জন্য উদ্যত পাণ্ডব-বীরগণ অগ্রসর হইলেন ॥ ২৫½

প্রজানাথ! এই সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া দুর্ধর্ষ বীর সহদেব হাস্য করিতে করিতে শকুনিকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং

শকুনিং দশভির্বিদ্ধ্বা হয়াংশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ চ শরৈঃ সৌবলস্য হসন্নিব। ২৭
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় শকুনির্দ্বন্দ্বমদঃ।
বিব্যাধ নকুলং ষষ্ট্যা ভীমসেনঞ্চ সপ্তভিঃ। ২৮
উলূকোঽপি মহারাজ ভীমং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
সহদেবঞ্চ সপ্তত্যা পরীপ্সন্ পিতরং রণে। ২৯
তং ভীমসেনঃ সমরে বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ।
শকুনিঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা পার্শ্বস্থাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ। ৩০
তে হন্যমানা ভীমেন নারাচৈস্তৈলপায়িতৈঃ।
সহদেবং রণে ক্রুদ্ধাশ্ছাদয়ন্ শরবৃষ্টিভিঃ। ৩১
পর্বতং বারিধারাভিঃ সবিদ্যুত ইবাম্বুদাঃ।
ততোঽস্যাপততঃ শূরঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্। ৩২
উলূকস্য মহারাজ ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ।
স জগাম রথাদ্ ভূমিং সহদেবেন পাতিতঃ। ৩৫

রুধিরাপ্লুতসর্বাঙ্গো নন্দয়ন্ পাণ্ডবান্ যুধি।
পুত্রং তু নিহতং দৃষ্ট্বা শকুনিস্তত্র ভারত। ৩৪
সাশ্রুকণ্ঠো বিনিঃশ্বস্য ক্ষত্তুর্বাক্যমনুস্মরন্।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং স বাষ্পপূর্ণেক্ষণঃ শ্বসন্। ৩৫
সহদেবং সমাসাদ্য ত্রিভির্বিব্যাধ সায়কৈঃ।
তানপাস্য শরান্ মুক্তান্ শরসঙ্ঘৈঃ প্রতাপবান্। ৩৬
সহদেবো মহারাজ ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে।
ছিন্নে ধনুষি রাজেন্দ্র শকুনিঃ সৌবলস্তদা। ৩৭
প্রগৃহ্য বিপুলং খড়্গং সহদেবায় প্রাহিণোৎ।
তমাপতন্তং সহসা ঘোররূপং বিশাম্পতে। ৩৮
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে সৌবলস্য হসন্নিব।
অসিং দৃষ্ট্বা তথা ছিন্নং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্। ৩৯
প্রাহিণোৎ সহদেবায় সা মোঘাস্যপতদ্ ভুবি।
ততঃ শক্তিং মহা ঘোরাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্। ৪০

তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে সংহার করত বহু বাণে সুবলপুত্র শকুনির ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৬-২৭

তদনন্তর অপর ধনু গ্রহণ করত রণদুর্মদ শকুনি নকুলকে ষাট্ এবং ভীমসেনকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ২৮

মহারাজ! রণাঙ্গনে পিতা শকুনিকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া উলূক ভীমসেনকে সাত এবং সহদেবকে সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ২৯

তখন ভীমসেন সমরাঙ্গণে নয়টি বাণে উলূককে, চৌষট্টিটি বাণে শকুনিকে এবং তিনটি তিনটি বাণে তাঁহার পার্শ্বরক্ষকগণকে বিদ্ধ করিলেন। ৩০

ভীমসেনের নারাচসমূহ তৈলপায়িত ছিল। এই সব নারাচের দ্বারা ভীমসেনকর্তৃক আহত শত্রুসৈন্যরা রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া সহদেবকে নিজেদের বাণবর্ষণে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, যেরূপ বিদ্যুৎসহ মেঘমণ্ডল জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৩১½

মহারাজ! তখন প্রতাপশালী বীরবর সহদেব একটি ভল্লের দ্বারা নিজের উপর আক্রমণকারী উলূকের মস্তক ছেদন করিলেন। ৩২½

সহদেবের হস্তে নিহত উলূক যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে আনন্দিত করিতে করিতে রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। ৩৩½

ভারত! নিজের পুত্র উলূককে নিহত হইতে দেখিয়া শকুনির কণ্ঠ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। তিনি সেই সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিদুরের বাক্যসকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মুহূর্তকাল চিন্তানিমগ্ন রহিলেন। ৩৪-৩৫

মহারাজ! ইহার পর সহদেবের নিকটে যাইয়া তিনি তিনটি বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণসকল নিজের বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করত প্রতাপশালী সহদেব যুদ্ধস্থলে তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৬½

রাজেন্দ্র! ধনু ছিন্ন হইলে পর সেই সময় সুবলপুত্র শকুনি একটি বিশাল খড়্গ গ্রহণ করত উহা সহদেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৭½

প্রজানাথ! শকুনির এই ঘোরাকার খড়্গকে আসিতে দেখিয়া সমরাঙ্গণে সহদেব হাস্য করিতে করিতে উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৮½

এই খড়্গকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া শকুনি সহদেবের উপর একটি বিশাল গদা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহাও বিফল হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯½

ইহা দেখিয়া সুবলপুত্র শকুনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি কালরাত্রির ন্যায় মহাভয়ঙ্করী শক্তিকে উত্তোলিত করিয়া সহদেবকে লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪০½

প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং প্রতি সৌবলঃ।
তামাপতন্তীং সহসা শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ॥ ৪১
ত্রিধা চিচ্ছেদ সময়ে সহদেবো হসন্নিব।
সা পপাত ত্রিধা ছিন্না ভূমৌ কনকভূষণা ॥ ৪২
শীর্য্যমাণা যথা দীপ্তা গগনাদ্ বৈ শতহ্রদা।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা সৌবলশ্চ ভয়ার্দ্দিতম্ ॥ ৪৩
দ্রুদ্রুবুস্তাবকাঃ সর্বে ভয়ে জাতে সসৌবলাঃ।
অথোৎক্রুষ্টং মহচ্চাসীৎ পাণ্ডবৈর্জিতভাশিভিঃ ॥ ৪৪
ধার্তরাষ্ট্রাস্ততঃ সর্বে প্রায়শো বিমুখাভবন্।
তান্ বৈ বিমনসো দৃষ্ট্বা মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান ॥ ৪৫
শরৈরনেকসাহস্রৈর্বারয়ামাস সংযুগে।
ততো গান্ধারকৈর্গুপ্তঃ পুত্রৈরষ্টৌরথৈর্বৃতঃ ॥ ৪৬
আসসাদ রণে যান্তং সহদেবোঽথ সৌবলম্।
স্বমংশমবশিষ্টং তং সংস্মৃত্য শকুনিঃ নৃপ ॥ ৪৭
রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন সহদেবঃ সমভ্যয়াৎ।
অধিজ্যং বলবৎ কৃত্বা ব্যাক্ষিপন্ সুমহদ্ ধনুঃ ॥ ৪৮
স সৌবলমভিক্রম্য পার্ষ্ণিপক্ষৈঃ শিলাশিতৈঃ।
তূণমভ্যহনৎ ক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ৪৯
উবাচ চৈনং মেধাবী বিগৃহ্য স্মারয়ন্নিব।
ক্ষত্রধর্মে স্থিরো ভূত্বা যুধ্যস্ব পুরুষো ভব ॥ ৫০
যৎ তদা হ্যব্রবীঃ মূঢ় গ্রহণৈঃ সভাতলে।
ফলমদ্য প্রপশ্যস্ব কর্ম্মণস্তস্য দুর্মতে ॥ ৫১
নিহতাস্তে দুরাত্মানো যেঽস্মানবহসন্ পুরা।
দুর্য্যোধনঃ কুলাঙ্গারঃ শিষ্টৌ চাদ্য মাতুলঃ ॥ ৫২
অদ্য তে নিহনিষ্যামি ক্ষুরেণোন্মথিতং শিরঃ।
বৃক্ষাৎ ফলমিবাবিদ্ধং লগুড়েন প্রমাথিনা ৫৩
এবমুক্ত্বা মহারাজ সহদেবো মহাবলঃ।
সংক্রুদ্ধো রণশার্দূলো বেগেনাভিজগাম তম্ ॥৫৪

নিজের দিকে সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া সহদেব হাস্য করিতে করিতেই সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা উহা তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৪১½

তিন খণ্ডে ছিন্ন সেই সুবর্ণমণ্ডিত শক্তি আকাশ হইতে পতিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৪২½

সেই শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া এবং সুবলপুত্র শকুনিকে ভয়পীড়িত জানিয়া আপনার সকল যোদ্ধা ভীত হইয়া শকুনির সহিত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৩½

সেই সময় জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে আপনার সকল সৈন্যই প্রায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া যাইলেন ॥ ৪৪½

তাঁহাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ দেখিয়া প্রতাপশালী মাদ্রীনন্দন সহদেব বহু সহস্র বাণবর্ষণ করত যুদ্ধস্থলে সকলকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪৫½

ইহার পর গান্ধারদেশের হৃষ্টপুষ্ট অশ্বগণ ও অশ্বারোহী যোদ্ধাগণে সুরক্ষিত এবং জয়লাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া গমনকারী সুবলপুত্র শকুনির উপর সহদেব আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৬½

হে নৃপ! শকুনিকে নিজের অবশিষ্ট ভাগ মনে করিয়া সহদেব সুবর্ণময় অলঙ্কৃত রথের দ্বারা তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৭½

তিনি এক বিশাল ধনুকে সহসা গুণ আরোপণ করত শিলাশাণিত গৃধ্রপক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন এবং যেরূপ কোন বিশাল গজরাজকে অঙ্কুশের দ্বারা আঘাত করা হয়, সেইরূপ কুপিত হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮-৪৯

বুদ্ধিমান্ সহদেব তাঁহার উপর আক্রমণ করত পূর্ব্বের কিছু বিষয় স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহাকে বলিলেন,—অরে মূঢ়! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ কর এবং পুরুষ হও ॥ ৫০

দুর্মতি! মূঢ়! তুমি সভাস্থলে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশাখেলা করিবার সময় যে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলে, আজ সেই দুষ্কর্ম্মের ফল লক্ষ্য কর ॥ ৫১

যে দুরাত্মাগণ পূর্ব্বে আমাদের উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। আজ কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন এবং তাহার মাতুল তুমি—এই দুইজনই জীবিত আছ। যেরূপ দণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়া বৃক্ষ হইতে ফল পাতিত করা হইয়া থাকে, সেইরূপ আজ ক্ষুর-বাণের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করত তোমাকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৫২-৫৩

মহারাজ! এই কথা বলিয়া রণাঙ্গনে সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী মহাবল সহদেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্রবেগে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৪

অভিগম্য সুদুর্ধর্ষঃ সহদেবো যুধাং পতিঃ।
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং ক্রোধেন প্রজ্বলন্নিব ॥ ৫৫
শকুনিং দশভির্বিদ্ধ্বা চতুর্ভিশ্চাস্য বাজিনঃ।
ছত্রং ধ্বজং ধনুশ্চাস্য ছিত্ত্বা সিংহ ইবানদৎ ॥ ৫৬
ছিন্নধ্বজধনুশ্ছত্রঃ সহদেবেন সৌবলঃ।
কৃতো বিদ্ধশ্চ বহুভিঃ সর্বমর্মসু সায়কৈঃ ॥ ৫৭
ততো ভূয়ো মহারাজ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
শকুনেঃ প্রেষয়ামাস শরবৃষ্টিং দুরাসদাম্ ॥ ৫৮
ততস্তু ক্রুদ্ধঃ সুবলস্য পুত্রো
মাদ্রীসুতং সহদেবং বিমর্দে।
প্রাসেন জাম্বূনদভূষণেন
জিঘাংসুরেকোঽভিপপাত শীঘ্রম্ ॥ ৫৯
মাদ্রীসুতস্তস্য সমুদ্যতং তং
প্রাসং সুবৃত্তৌ চ ভুজৌ রণাগ্রে।
ভল্লৈস্ত্রিভির্ভূপতিসত্তমানাং
ননাদ চোচ্চৈস্তরসাঽঽজিমধ্যে ॥ ৬০
তস্যাততায়ী সুসমাহিতেন
সুবর্ণপুঙ্খেন দৃঢ়ায়সেন।

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শত্রুদের দুর্ধর্ষ বীর সহদেব ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়াই নিকটে গমনপূর্বক খীয় ধনু সবলে আকর্ষণ করত দশটি বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া চারিটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছেদন পূর্বক সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫-৫৬

সহদেব শকুনির ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছিন্ন করিয়া দিবার পর তাঁহার সমস্ত মর্মস্থানসমূহে বাণসকলের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৫৭

মহারাজ! তাহার পর প্রতাপশালী সহদেব পুনরায় শকুনির উপর দুর্জয় বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৫৮

ইহাতে সুবলপুত্র শকুনির অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি সেই সংগ্রামে মাদ্রীনন্দন সহদেবকে সুবর্ণভূষিত প্রাসের দ্বারা বধ করিবার ইচ্ছায় একাকীই তীব্রগতিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৯

মাদ্রীনন্দন শকুনির সেই উত্তোলিত প্রাসকে এবং তাঁহার দুই সুন্দর গোলাকার বাহুকে যুদ্ধের সম্মুখভাগে তিনটি ভল্লের দ্বারা ছেদন করিলেন। তারপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

তারপর ত্বরিতকর্মা সহদেব উত্তমরূপে সন্ধান করত ছিন্ন সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত, লৌহনির্মিত এবং সমস্ত আবরণ ছেদন

ভল্লেন সর্বাবরণাতিগেন
শিরঃ শরীরাৎ প্রমমাথ ভূয়ঃ ॥ ৬১
শরেণ কার্তস্বরভূষিতেন
দিবাঽপরাহ্ণেন সুসাহিতেন।
হৃতোত্তমাঙ্গো যুধি পাণ্ডবেন
পপাত ভূমৌ সুবলস্য পুত্রঃ ॥ ৬২
স তচ্ছিরো বেগবতা শরেণ
সুবর্ণপুঙ্খেন শিলাশিতেন।
প্রাবেরয়ৎ কুপিতঃ পাণ্ডুপুত্রো
যত্তৎ কুরূণামনয়স্য মূলম্ ॥ ৬৩
ভুজৌ সুবৃত্তৌ প্রচকর্ত বীরঃ
পশ্চাৎ কবন্ধং রুধিরাবসিক্তম্।
বিস্পন্দমানং নিপপাত ঘোরং
রথোত্তমাৎ পার্শ্বব পার্থিবস্য ॥ ৬৪
হৃতোত্তমাঙ্গং শকুনিং সমীক্ষ্য
ভূমৌ শয়ানং রুধিরার্দ্রগাত্রম্।
বোধাত্তদীয়া ভয়নষ্টসত্ত্বা
দিশঃ প্রজগ্মুঃ প্রগৃহীতশস্ত্রাঃ ॥ ৬৫

করিতে সমর্থ একটি ভল্লের দ্বারা শকুনির মস্তক পুনরায় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৬১

এই সুবর্ণভূষিত বাণ সূর্যসদৃশ তেজস্বী ছিল এবং উত্তমরূপে সন্ধান করা হইয়াছিল। তাহার দ্বারা পাণ্ডুনন্দন সহদেব যুদ্ধস্থলে যখন সুবলপুত্র শকুনির মস্তক ছেদন করিলেন, তখন তিনি প্রাণহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৬২

কুপিত পাণ্ডুপুত্র সহদেব শিলাশানিত এবং সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বেগবান্ বাণে শকুনির সেই মস্তককে ছিন্ন করিয়া পাতিত করিলেন। এই শকুনিই কৌরবগণের সমস্ত অন্যায়ের মূল কারণ ছিলেন। ৬৩

রাজন্! বীর সহদেব যখন তাঁহার গোলাকার সুন্দর বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন, তাহার পর রাজা শকুনির ভয়ঙ্কর কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) রক্তাপ্লুত হইয়া শ্রেষ্ঠ রথ হইতে নিম্নে পতিত হইল এবং স্পন্দিত হইতে (ছট্‌ফট্ করিতে) লাগিল। ৬৪

শকুনিকে মস্তকহীন ও রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা ভীত হইয়া নিজ নিজ ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন এবং অস্ত্রধারণ করত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৬৫

প্রবিদ্রুতাঃ শুষ্কমুখা বিসংজ্ঞা
গাণ্ডীবঘোষেণ সমাহতাশ্চ।
ভয়ার্দিতা ভগ্নরথাশ্বনাগাঃ
পদাতয়শ্চৈব সধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬৬

ততো রথাচ্ছত্রুনিং পাতয়িত্বা
মুদান্বিতা ভারত পাণ্ডবেয়াঃ।
শঙ্খান প্রদধ্মুঃ সমরেঽভিহৃষ্টাঃ
সংহর্ষয়ন্তঃ সৈনিকান স্বর্থয়ন্তঃ॥ ৬৭

তৎ চাপি সর্বে প্রতিপূজয়ন্তো
দৃষ্ট্বা ক্রবাণাঃ সহদেবমাজৌ।
দিষ্ট্যা হতো নৈকৃতিকো মহাত্মা
সহাত্মজো বীর রণে ত্বয়েতি॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শকুন্যুলূকবধেষ্টা-
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

ইহাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। ইহারা যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে ইহারা মৃত-প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন; ইহাদের রথ, অশ্ব ও হস্তী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; অতএব ইহারা ভয়পীড়িত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনের সহিত পদব্রজেই পলায়ন করিলেন॥ ৬৬

ভরতবংশধর! রথ হইতে শকুনিকে ভূপাতিত করাইয়া সমরাঙ্গণে শত্রুকুলের সমস্ত পাণ্ডবগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে আনন্দের সহিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন॥ ৬৭

সহদেবকে দেখিয়া তখন সকলেই তাঁহার সমাদর করিতে করিতে এই কথা বলিলেন,—বীর! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি রণাঙ্গনে কপট দ্যূতজ্ঞতাকারী বিরাটকায় শকুনিকে পুত্রের সহিত বিনাশ করিয়াছ॥ ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে শকুনি ও উলূকবধবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব)

॥ একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(জীবিত-কৌরবসৈন্যানাং বিনাশঃ, সঞ্জয়স্য মুক্তিলাভঃ, দুর্যোধনস্য হ্রদপ্রবেশঃ, রাজদারৈঃ সহ যুযুৎসোর্হাস্তিনাপুরগমনঞ্চ)

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ ক্রুদ্ধা মহারাজ সৌবলস্য পদানুগাঃ।
ত্যক্ত্বা জীবিতমাক্রন্দে পাণ্ডবান্ পর্য্যবারয়ন॥ ১

তানর্জুনঃ প্রত্যগৃহ্ণাৎ সহদেবজয়ে ধৃতঃ।
ভীমসেনশ্চ তেজস্বী ক্রুদ্ধাশীবিষদর্শনঃ॥ ২

শক্তিপ্রাসহস্তানাং সহদেবং জিঘাংসতাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ॥ ৩

সংপূর্ণতূণীরধরান বাহুন যোধানামভিধাবতাম্।
তল্লেশ্চিচ্ছেদ বীভৎসুঃ শিরাংস্তপি হয়ানপি॥ ৪

(হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব।)

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[জীবিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যদের বিনাশ, সঞ্জয়ের মুক্তিলাভ, দুর্যোধনের হ্রদে প্রবেশ এবং রাজমহিলাগণের সহিত যুযুৎসুর হস্তিনাপুরে গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর শকুনির অনুচরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করত সেই মহাসমরে পাণ্ডবগণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন॥ ১

সেই সময় সহদেবের জয়লাভকে সুরক্ষিত রাখিতে দৃঢ়নিশ্চয় করত অর্জুন সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিলেন। দেখিতে কুপিত বিষধর সর্পসদৃশ তেজস্বী ভীমসেনও তখন অর্জুনের সহিত ছিলেন॥ ২

সহদেবকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস হস্তে গ্রহণ করত আক্রমণকারী সেই সমস্ত সৈন্যগণের সঙ্কল্প অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিলেন॥ ৩

সহদেবের দিকে ধাবমান এই সব যোদ্ধাগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু, মস্তক ও তাঁহাদের অশ্বগণকেও অর্জুন ভল্লসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন॥ ৪

তে হয়াঃ প্রত্যপদ্যন্ত বসুধাং বিগতাসবঃ।
চরতা লোকবীরেণ প্রহৃতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৫
ততো দুর্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা স্ববলসংক্ষয়ম্।
হতশেষান সমানীয় ক্রুদ্ধো রথগণান বহূন্ ॥ ৬
কুঞ্জরাংশ্চ হয়াংশ্চৈব পাদাতাংশ্চ সমন্ততঃ।
উবাচ সহিতান সর্বান্ ধার্তরাষ্ট্র ইদং বচঃ ॥ ৭
সমাসাদ্য রণে সর্বান্ পাণ্ডবান্ সসুহৃদ্গণান্।
পাঞ্চাল্যং চাপি সবলং হত্বা শীঘ্রং নিবর্তত ॥ ৮
তস্য তে শিরসা গৃহ্য বচনং যুদ্ধদুর্মদাঃ।
অভ্যদ্রবন্ রণে পার্থাংস্তব পুত্রস্য শাসনাৎ ॥ ৯
তানভ্যপততঃ শীঘ্রং হতশেষান মহারণে।
শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পাণ্ডবাঃ সমবাকিরন্ ॥ ১০
তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ মুহূর্তেন মহাত্মভিঃ।
অবধ্যত রণে প্রাপ্য ত্রাতারং নাবিন্দত ॥ ১১

প্রতিষ্ঠমানং তু ভয়াদ্রাবিতিষ্ঠতি সংশিতম্।
অশ্ববিপরিধাবদ্ভিঃ সৈন্যেন রজসাবৃতে ॥ ১২
ন প্রাজ্ঞায়ন্ত সময়ে দিশঃ সপ্রদিশস্তথা।
ততস্তু পাণ্ডবানীকান্নিঃসৃত্য বহবো জনাঃ ॥ ১৩
অভ্যঘ্নংস্তাবকান্ যুদ্ধে মুহূর্তাদিব ভারত।
ততো নিঃশেষমভবৎ তৎ সৈন্যং তব ভারত ॥ ১৪
অক্ষৌহিণ্যঃ সমেতাস্তু তব পুত্রস্য ভারত।
একাদশ হতা যুদ্ধে তাঃ প্রভো পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥ ১৫
তেষু রাজসহস্রেষু তাবকেষু মহাত্মসু।
একো দুর্যোধনো রাজন্নদৃশ্যত ভৃশং ক্ষতঃ ॥ ১৬
ততো বীক্ষ্য দিশঃ সর্বা দৃষ্ট্বা শূন্যাঞ্চ মেদিনীম্।
বিহীনঃ সর্বযোধৈশ্চ পাণ্ডবান বীক্ষ্য সংযুগে ॥ ১৭
মুদিতান সর্বতঃ সিদ্ধান নর্দমানান্ সমন্ততঃ।
বাণশব্দরবাংশ্চৈব শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮

রণাঙ্গনে বিচরণকারী বিশ্ববিখ্যাত বীর সব্যসাচী অর্জুনকর্তৃক নিহত এই অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫

নিজের সৈন্যদের এইভাবে সংহার হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি হতাবশিষ্ট বহুসংখ্যক রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের সকলকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬-৭

বীরগণ! তোমরা সকলে রণাঙ্গনে সমস্ত পাণ্ডব ও তাঁহাদের মিত্রগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া উহাদিগকে বিনাশ কর এবং পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করত শীঘ্র প্রত্যাবর্তন কর ॥ ৮

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধনের এই আজ্ঞায় তাঁহার বাক্য শিরোধার্য করত সেই রণদুর্মদ যোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ৯

সেই মহাসমরে অতিক্রান্ত আক্রমণকারী হতাবশিষ্ট সৈন্যদের উপর সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা বিষধর সর্পসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধস্থলে আসিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের দ্বারা মুহূর্তকালের মধ্যে নিহত হইলেন। সেই সময় ইহাদের কেহই রক্ষক ছিলেন না। তাঁহারা যুদ্ধের জন্য কবচ বন্ধন করিয়া প্রস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভয়বশতঃ সেখানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১½

চারিদিকে ধাবিত অশ্বগণ ও সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সেখানকার সমগ্র প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। অতএব রণাঙ্গনে দিক্ ও বিদিক্সকলের কিছুই জানা যাইতেছিল না ॥ ১২½

ভারত! পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্য হইতে বহু সৈন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে এক মুহূর্তের মধ্যেই আপনার সমস্ত যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! আপনার এই সৈন্যরা সেই সময় সর্বতোভাবে নিঃশেষ হইয়া যাইলেন। ইহাদের মধ্যে আর কেহই জীবিত রহিল না ॥ ১৩-১৪

প্রভো! ভরতবংশধর! আপনার পুত্রের নিকট একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, কিন্তু যুদ্ধে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ ইহাদের সকলকেই বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

রাজন্! আপনার পক্ষের সেই সহস্র সহস্র রাজগণের মধ্যে একমাত্র দুর্যোধনই সেই সময় দেখা যাইতেছিলেন; কিন্তু তিনিও তখন অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ১৬

সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডল ও সমগ্র পৃথিবীকে শূন্য দেখিয়া, নিজেকে সমস্ত যোদ্ধা হইতে রহিত দেখিয়া এবং যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবদের যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সফলতা ও তাঁহাদিগকে চারিদিকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া দুর্যোধন পাণ্ডবপক্ষের মহাত্মা বীরগণের বাণসমূহের শব্দ ও গর্জন শ্রবণ করত শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং সেখান হইতে পলায়ন করিতে মনস্থির

দুর্যোধনো মহারাজ কশ্মলেনাভিসংবৃতঃ।
অপযানে মনশ্চক্রে বিহীনবল-বাহনঃ ॥ ১৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

নিহতে মামকে সৈন্যে নিঃশেষে শিবিরে কৃতে
পাণ্ডবানাং বলে সূত কিং নু শেষমভূৎ তদা ॥২০
এতন্মে পৃচ্ছতো ব্রূহি কুশলো হ্যসি সঞ্জয়।
যচ্চ দুর্যোধনো মন্দঃ কৃতবাংস্তনয়ো মম ॥ ২১

বলক্ষয়ং তথা দৃষ্ট্বা স একঃ পৃথিবীপতিঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

রথানাং ত্বে সহস্রে তু সপ্ত নাগশতানি চ ॥ ২২
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি পত্তীনাঞ্চ শতং শতাঃ।
এতচ্ছেষমভূদ্ রাজন্ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্ ॥ ২৩
পরিগৃহ্য হি যদ্ যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যবস্থিতঃ।
একাকী ভরতশ্রেষ্ঠ ততো দুর্যোধনো নৃপঃ ॥ ২৪
নাপশ্যৎ সমরে কঞ্চিৎ সহায়ং রথিনাং বরঃ

নর্দমানান পরান্ দৃষ্ট্বা স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥ ২৫
তথা দৃষ্ট্বা মহারাজ একঃ স পৃথিবীপতিঃ।
হৃতং স্বহৃদমুৎসৃজ্য প্রাঙ্মুখঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ ॥ ২৬
একাদশচমূর্ভর্তা পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
গদামাদায় তেজস্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হ্রদম্ ॥ ২৭
নাতিদূরং ততো গত্বা পদ্ভ্যামেব নরাধিপঃ।
সস্মার বচনং ক্ষত্তুর্ধর্মশীলস্য ধীমতঃ ॥ ২৮

ইদং নূনং মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরো দৃষ্টবান্ পুরা।
মহদ্ বৈশসমস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সংযুগে ॥ ২৯
এবং বিচিন্তয়ানস্য প্রবিবিক্ষুর্হ্রদং নৃপঃ
দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো দৃষ্ট্বা রাজন্ বলক্ষয়ম্ ॥ ৩০
পাণ্ডবাস্তু মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তব রাজন্ বলং প্রতি ॥ ৩১
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসহস্তানাং বলানামভিগর্জতাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩২

করিলেন। তখন তাঁহার নিকট কোনও সৈন্য এবং বাহন ছিল না ॥ ১৭-১৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! যখন আমার সৈন্যরা নিহত হইল এবং শিবির নিঃশেষ হইয়া যাইল, তখন পাণ্ডব-সৈন্যদের আর কত সৈন্য অবশিষ্ট রহিল? ২০

সঞ্জয়! আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি ইহা আমাকে বল; কারণ, তুমি এই সব বলিতে অতিশয় নিপুণ। নিজের সৈন্যদের নিহত হইতে দেখিয়া একাকী জীবিত আমার মূর্খপুত্র রাজা দুর্যোধন কি করিল? ২১২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কেবল দুই হাজার রথ, সাতশত হাতী, পাঁচহাজার অশ্ব এবং দশহাজার পদাতি-সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ॥ ২২-২৩

ইহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে রাজা দুর্যোধন একাকী হইয়া যাইলেন ॥ ২৪

মহারাজ! রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্যোধন তখন সমরাঙ্গণে নিজের কোন সহায়কে দেখিতে পাইলেন না। অন্যত্র শত্রুদিগকে গর্জন করিতে এবং নিজের সৈন্যদিগকে ধ্বংস হইয়া যাইতে দেখিয়া একাকী ভূপতি দুর্যোধন নিজের নিহত

অশ্বকে সেস্থানে পরিত্যাগ করতে ভীত হইয়া পূর্বদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ২৫-২৬

যিনি এক সময় একাদশ অক্ষৌহিণী-সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, সেই আপনার তেজস্বী পুত্র দুর্যোধন তখন কেবল গদা ধারণ করত পদব্রজে সরোবরের দিকে প্রস্থিত হইলেন। ২৭

বীর পদদ্বয়ের দ্বারা কিয়দ্দূর গমন করিবার পর রাজা দুর্যোধনের ধর্মপরায়ণ বুদ্ধিমান্ বিদুরের কথিত সকল বাক্য স্মরণ হইতে লাগিল ॥ ২৮

তখন তিনি মনে মনেই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদের ও এই ক্ষত্রিয়গণের যে প্রকৃত ক্ষয়সাধন হইল, ইহা পরম জ্ঞানী বিদুর অবশ্য পূর্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ২৯

রাজন্! নিজের সৈন্যদের সেইভাবে সংহার হইতে দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা দুর্যোধনের হৃদয় দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি (নিরাপদ জ্ঞানে) হ্রদে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-যোদ্ধারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস হস্তে ধারণপূর্বক গর্জনকারী আপনার সকল যোদ্ধারই সঙ্কল্প অর্জুন বীর গাণ্ডীবধনুর দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২

তান্ হত্বা নিশিতৈর্বাণৈঃ সাত্যক্যান্ সহ বন্ধুভিঃ।
রথে শ্বেতহয়ে তিষ্ঠন্নর্জুনো বহ্বশোভত ॥
সুবলস্য হতে পুত্রে সর্বাজি-রথ-কুঞ্জরে
মহাবনমিব ছিন্নমভবৎ তাবকং বলম্ ॥৩৪
অনেকশতসাহস্রে বলে দুর্যোধনস্য হ
নান্যো মহারথো রাজন্ জীবমানো ব্যদৃশ্যত ॥ ৩৫
দ্রোণপুত্রাদৃতে বীরাৎ তথৈব কৃতবর্মণঃ।
কৃপাচ্চ গৌতমাদ্ রাজন্ পার্থিবাচ্চ তবাত্মজাৎ ॥ ৩৬
দৃষ্টদ্যুম্নস্তু মাং দৃষ্ট্বা হসন্ সাত্যকিমব্রবীৎ
কিমনেন গৃহীতেন নানেনার্থোঽস্তি জীবতা ॥ ৩৭
দৃষ্টদ্যুম্নবচঃ শ্রুত্বা শিনের্নপ্তা মহারথঃ
উদ্যম্য নিশিতং খড়্গং হন্তুঃ মামুদ্যতস্তদা ॥ ৩৮
তমাগম্য মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ
মুচ্যতাং সঞ্জয়ো জীবন্ হন্তব্যঃ কথঞ্চন ॥ ৩৯

নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বন্ধু ও মন্ত্রিগণের সহিত সেই যোদ্ধাকে সংহার করিয়া শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থিত অর্জুন অতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৩

অশ্ব, রথ ও হস্তিসকল সহ সুবলপুত্র শকুনি নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা ছিন্ন ভিন্ন বিশাল বনের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! দুর্যোধনের বহু লক্ষ সৈন্যের মধ্যে দ্রোণপুত্র বীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য এবং আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন ব্যতীত অন্য কোন মহারথীকে জীবিত থাকিতে দেখা যাইল না ॥ ৩৫-৩৬

সেই সময় আমাকে বন্দী হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে দৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিকে বলিলেন,—ইহাকে আর বন্দী করিয়া কি লাভ হইবে? এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না ॥ ৩৭

দৃষ্টদ্যুম্নের এই কথা শুনিয়া শিনিপৌত্র মহারথী সাত্যকি তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলন করিয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৩৮

সেই সময় মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সহসা আসিয়া বলিলেন,—সঞ্জয়কে জীবিত অবস্থায় মুক্ত করিয়া দাও। সে কোনরূপ বধের যোগ্য নয় ॥ ৩৯

শিনিপুত্র সাত্যকি কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্যাসদেবের এই বাক্য

দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা শিনের্নপ্তা কৃতাঞ্জলিঃ।
ততো মামব্রবীন্মুক্ত্বা স্বস্তি সঞ্জয় সাধয় ॥ ৪০
অনুজ্ঞাতস্ত্বহং তেন ত্যক্তবর্মা নিরায়ুধঃ।
প্রাতিষ্ঠং যেন নগরং সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতঃ ॥ ৪১
ক্রোশমাত্রমপক্রান্তং গদাপাণিমবস্থিতম্।
একং দুর্যোধনং রাজন্নপশ্যং ভৃশবিক্ষতম্ ॥ ৪২
স তু মামঞ্জপূর্ণাক্ষো নাশক্নোদভিবীক্ষিতুম্।
উপপ্রেক্ষত মাং দৃষ্ট্বা তথা দীনমবস্থিতম্ ॥ ৪৩
তং চাহমপি শোচন্তং দৃষ্ট্বৈকাকিনমাহবে।
মুহূর্তং নাশকং বক্তুমতি দুঃখপরিপ্লুতঃ ॥ ৪৪
(যস্য মূর্ধাভিষিক্তানাং সাহস্রং মণিমৌলিনাম্।
আহৃত্য চ করং সর্বং স্বয়ং বৈ বশমাগতম্ ॥
চতুঃসাগরপর্যন্তা পৃথিবী রত্নভূষিতা।
কর্ণেনৈকেন যস্যার্থে করমাহারিতা পুরা ॥

শ্রবণ করত আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন—সঞ্জয়! তোমার কল্যাণ হউক যাও, নিজের অভীষ্ট সাধন কর ॥ ৪০

তিনি এইরূপ আজ্ঞাদান করিলে পর আমি কবচ পরিত্যাগ করিলাম এবং অস্ত্রহীন হইয়া সন্ধ্যাকালে নগরের দিকে প্রস্থিত হইলাম। সেই সময় আমার সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত ছিল ॥ ৪১

রাজন্! এক ক্রোশ আসিলে পর আমি পলায়িত দুর্যোধনকে গদাহাতে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। তখন তাঁহার দেহ গুরুতর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪২

আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আমার দিকে ভালভাবে দৃষ্টিপাত করিতেও পারিতেছিলেন না। আমি সেই সময় দীনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমার সেই অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিতে ছিলেন ॥ ৪৩

আমিও যুদ্ধস্থলে একাকী শোকময় দুর্যোধনকে দর্শন করত অত্যন্ত দুঃখে নিমগ্ন হইয়া পড়িলাম এবং মুহূর্তকাল কোন কথাই বলিতে পারিলাম না ॥ ৪৪

(মস্তকে মুকুট ধারণ করত সহস্র সহস্র মূর্ধাভিষিক্ত নরপতিগণ যাঁহার জন্য উপায়ন আনিতেন এবং তাঁহারা সকলেই যাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন, পূর্বে একমাত্র বীর কর্ণই যাহার জন্য চারি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এই রত্নভূষিত পৃথিবী হইতে করদানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, কর্ণই অপর রাষ্ট্রে যাঁহার আজ্ঞার প্রসার করিয়াছিলেন, যে রাজাকে রাজ্য

যস্যাজ্ঞা পররাষ্ট্রেষু কর্ণেনৈব প্রসারিতা।
নাভবদ্ যস্য শত্রুষু খেদো রাজ্ঞঃ প্রশাসতঃ॥
আসীনো হাস্তিনপুরে ক্ষেমং রাজ্যমকণ্টকম্।
অন্বপালয়দৈশ্বর্য্যাৎ কুবেরমপি নাস্মরৎ॥
ভবনাদ্ ভবনং রাজন্ প্রযাতু পৃথিবীপতে।
দেবালয়প্রবেশে চ পন্থা যস্য হিরণ্ময়ঃ॥
আরুহৈরাবতপ্রখ্যং নাগমিন্দ্রসমো বলী।
বিক্রম্য সুমহত্যা যঃ প্রয়াতি পৃথিবীপতিঃ॥
তং ভূশঙ্কতমিদ্রাভং পদ্ভ্যামেব ধরাতলে।
তিষ্ঠন্তমেকং দৃষ্ট্বা তু মমাভূৎ ক্লেশ উত্তমঃ॥
তস্য চৈবংবিধস্যাস্য জগন্নাথস্য ভূপতেঃ।
বিপদপ্রতিমাভূদ্ যা বলীয়ান্ বিধিরেব হি॥)
ততোঽস্মৈ তদহং সর্বমুক্তবান্ গ্রহণং তদা
দ্বৈপায়নপ্রসাদাচ্চ জীবতো মোক্ষমাহবে॥ ৫৫
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
ভ্রাতৄংশ্চ সর্বসৈন্যানি পর্য্যপৃচ্ছত মাং ততঃ॥ ৫৬
তস্মৈ তদহমাচষ্টে সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
ভ্রাতৄংশ্চ নিহতান্ সর্বান্ সৈন্যঞ্চ বিনিপাতিতম্॥ ৫৭
ক্রয়ঃ কিল রথাঃ শিষ্টাস্তাবকানাং নরাধিপ।
ইতি প্রস্থানকালে মাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ॥ ৫৮
স দীর্ঘমিব নিঃশ্বস্য প্রতাবেক্ষ্য পুনঃ পুনঃ।
অসৌ মাং পাণিনা স্পৃষ্ট্বা পুত্রস্তে পর্য্যতাষত॥ ৫৯
ত্বদন্যো নেহ সংগ্রামে কশ্চিজ্জীবতি সঞ্জয়।
দ্বিতীয়ং নেহ পশ্যামি সসহায়াশ্চ পাণ্ডবাঃ॥ ৫০
ব্রূয়াঃ সঞ্জয় রাজানং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
দুর্য্যোধনস্তব সুতঃ প্রবিষ্টো দ্বৈপমিত্যুত॥ ৫১
সুহৃদ্ভিস্ত্যাদৃশৈর্হীনঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরেব চ।
পাণ্ডবৈশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ॥ ৫২
আচক্ষীথাঃ সর্বমিদং মাঞ্চ মুক্তং মহাহবাৎ।
অস্মিংস্তোয়হ্রদে গুপ্তং জীবন্তং ভূশবিক্ষতম্॥ ৫৩

শাসন করিবার সময় কখন অল্প উদ্যোগ করিবার কষ্ট করিতে হইত না, যিনি হস্তিনাপুরের থাকিয়া নিজের কল্যাণময় নিষ্কণ্টক রাজ্য নিরন্তর পালন করিতেন, যিনি নিজের ঐশ্বর্য্যে কুবেরকেও স্মরণ করিতেন না, রাজন্, পৃথ্বীনাথ! এক গৃহ হইতে অপর গৃহ এবং দেবালয়ে গমন করিতে যাঁহার জন্য স্বর্ণের পথ নির্ম্মাণকরা হইয়াছিল, ইন্দ্রতুল্য বলবান্ যে ভূপতি ঐরাবত-সদৃশ কান্তিমান্ গজরাজে আরোহণ করত মহৈশ্বর্য্যের সহিত যাত্রা করিতেন, সেই ইন্দ্রসদৃশ তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত আহত অবস্থায় কেবল পদবলে ভূতলে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইল। এরূপ প্রতাপশালী ও জগৎপতি দুর্য্যোধনকেও অতুলনীয় বিপদাপন্ন হইতে দেখিয়া ইহাই বলিতে হইবে যে, বিধাতাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।)

তাহার পর আমি যুদ্ধে বন্দী হইবার ও পরে ব্যাসদেবের কৃপায় জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলাম॥ ৫৫

তিনি মুহূর্ত্তকাল কিছু চিন্তা করিয়া সচেতন হইলে পর আমাকে নিজের ভ্রাতৃগণের ও সমস্ত সৈন্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৫৬

আমিও যাহা কিছু তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত তাঁহাকে এইভাবে বলিলাম,—হে নরাধিপ! তোমার ভ্রাতাই নিহত হইয়াছে এবং সমস্ত সৈন্যরাও বিনষ্ট হইয়াছে। রণাঙ্গন হইতে প্রস্থিত হইবার সময় ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের পক্ষে তিনজন মহারথী জীবিত আছে॥ ৫৭-৫৮

ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক আমার দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করত আমাকে এই কথা বলিলেন—সঞ্জয়! এই সংগ্রামে তুমি ব্যতীত আমার কোন আত্মীয় জন সম্ভবতঃ জীবিত নাই; কারণ, আমি এখানে অন্য কোন স্বজনকে দেখিতে পাইতেছি না। অপরদিকে পাণ্ডবেরা নিজেদের সহায়ক-সম্পন্ন হইয়াছে॥ ৫৯-৫০

সঞ্জয়! তুমি প্রজ্ঞাচক্ষু ঐশ্বর্য্যশালী মহারাজকে বলিও যে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাদৃশ পরাক্রমশালী সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণহীন হইয়া হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে। যখন পাণ্ডবেরা আমার রাজ্য হরণ করিল (কাড়িয়া লইল), তখন আর এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিবে? সঞ্জয়! তুমি এই সমস্ত কথাই বলিবে এবং ইহাও জানাইবে যে, দুর্য্যোধন সেই মহাসংগ্রামে জীবিত থাকিয়া জলপূর্ণ হ্রদ মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে॥ ৫১-৫৩

এবমুক্ত্বা মহারাজ প্রাবিশৎ তং মহাহ্রদম্।
অম্ভস্তম্ভয়ত তোয়ঞ্চ মায়য়া মন্ত্রজাধিপঃ ॥ ৫০
তস্মিন্ হ্রদং প্রবিষ্টে তু ত্রীন্ রথান্ শ্রান্তবাহনান্।
অপশ্যং সহিতানেকস্তং দেশং সমুপেয়ুষঃ ॥ ৫৫
কৃপং শারদ্বতং বীরং দ্রৌণিঞ্চ রথিনাং বরম্।
ভোজঞ্চ কৃতবর্মাণং সহিতান্ শরবিক্ষতান্ ॥ ৫৬
তে সর্বে মামভিপ্রেক্ষ্য তূর্ণমস্মানযোধয়ন্।
উপায়ান্ তু মায়ুচুর্দিষ্ট্যা জীবসি সঞ্জয় ॥ ৫৭
অপৃচ্ছংশ্চৈব মাং সর্বে পুত্রং তব জনাধিপম্।
কচ্চিদ্ দুর্য্যোধনো রাজা স নো জীবতি সঞ্জয় ॥ ৫৮
আখ্যাতবানহং তেভ্যস্তদা কুশলিনং নৃপম্
তচ্চৈব সর্বমাচক্ষং যন্মাং দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ ॥ ৫৯
হ্রদং চৈবাহমাচক্ষং যং প্রবিষ্টো নরাধিপঃ।
অশ্বত্থামা তু তদ্ রাজন্ নিশম্য বচনং মম ॥ ৬০

মহারাজ! এই কথা বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন সেই বিশাল সরোবরে প্রবেশ করিলেন এবং মায়ার দ্বারা তাহার জল স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৪

যখন দুর্য্যোধন সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই স্থলে একাকী দণ্ডায়মান আমি আমাদের পক্ষের তিন মহারথীকে একসঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিলাম। উঁহাদের অশ্বগণ সেই সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৫৫

এই বীরগণের নাম—শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, রথী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এবং ভোজবংশজাত কৃতবর্ম্মা। ইঁহারা সকলে তখন একত্রে ছিলেন এবং বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৫৬

আমাকে দেখিয়াই এই তিনজন অভিক্রুদ্ধ আমার দিকে অশ্বগণকে চালনা করিলেন এবং নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন—সঞ্জয়! সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি জীবিত আছ ॥ ৫৭

তারপর তাঁহারা সকলে আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—সঞ্জয়! আমাদের রাজা দুর্য্যোধন কি জীবিত আছেন? ৫৮

তখন আমি তাঁহাদের দুর্য্যোধনের কুশল সংবাদ জানাইলাম এবং দুর্য্যোধন আমাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তও তাঁহাদিগকে জানাইলাম। যে সরোবরে দুর্য্যোধন প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও জানাইয়া দিলাম ॥ ৫৯½

তং হ্রদং বিপুলং প্রেক্ষ্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ।
অহো ধিক্ স ন জানাতি জীবতোঽস্মান্ নরাধিপঃ ॥ ৬১
পর্য্যাপ্তা হি বয়ং তেন সহ যোধয়িতুং পরান্।
তে তু তত্র চিরং কালং বিলপ্য চ মহারথাঃ ॥ ৬২
প্রাক্রবন্ রথিনাং শ্রেষ্ঠা দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতান্ রণে।
তে তু মাং রথমারোপ্য কৃপস্য সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬৩
সেনানিবেশমাজগ্মুর্হতশেষাস্ত্রয়ো রথাঃ।
তত্র গুল্মাঃ পরিত্রস্তাঃ সূর্য্যে চাস্তমিতে সতি ॥ ৬৪
সর্বে বিচুক্রুশুঃ শ্রুত্বা পুত্রাণাং তব সংক্ষয়ম্।
ততো বৃদ্ধা মহারাজ যোষিতাং রক্ষিণো নরাঃ ॥ ৬৫
রাজ্ঞ দারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি।
তত্র বিক্রোশমানানাং রুদতীনাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৬৬
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ শ্রুত্বা তদ্ বলসংক্ষয়ম্।
ততস্তা যোষিতো রাজন্ ক্রন্দন্ত্যো বৈ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৭

রাজন্! আমার কথা শ্রবণ করত অশ্বত্থামা সেই বিশাল সরোবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন,—অহো ধিক্! রাজা দুর্য্যোধন জানেন না যে, আমরা এখনও জীবিত আছি। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা সর্বোতোভাবে সমর্থ ॥ ৬০-৬১½

তাহার পর এই মহারথী বীরগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সেখানে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তারপর রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণকে আসিতে দেখিয়া সেই রথিশ্রেষ্ঠ তিন বীর সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৬২½

হতাবশিষ্ট এই তিন রথী আমাকেও কৃপাচার্য্যের সুসজ্জিত রথে আরোহণ করাইয়া সেনানিবাস পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। সেখানে রক্ষিগণ সকলেই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আপনার পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৬৩-৬৪

মহারাজ তদনন্তর স্ত্রীবর্গের রক্ষায় নিযুক্ত যুদ্ধ পুরুষগণ রাজকুলের মহিলাদের সহিত হস্তিনাপুরে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৫½

সেই সময় সেখানে নিজ নিজ পতিগণকে আহ্বান করিতে করিতে বিলাপকারিণী রাজমহিলাগণের তীব্র আর্ত্তনাদ চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইল। রাজন্! নিজেদের সৈন্য ও পতিগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করত এই রাজকুলের যুবতী স্ত্রীবর্গ

কুররী ইব শব্দেন নাদয়ন্ত্যো মহীতলম্।
আজঘ্নুঃ করজৈস্তাপি পাণিভিশ্চ শিরাংস্যুত ॥ ৬৮
লুলুচুশ্চ তদা কেশান্ ক্রোশন্ত্যস্তত্র তত্র হ।
হাহাকরবিনাদিন্যো বিনিঘ্নন্ত্য উরাংসি চ ॥ ৬৯
শোচন্ত্যস্তত্র রুরুদুঃ ক্রন্দমানা বিশাম্পতে।
ততো দুর্য্যোধনামাত্যাঃ সাশ্রুকণ্ঠা দৃশাতুরাঃ ॥ ৭০
রাজদারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি।
বেত্রব্যাসক্তহস্তাশ্চ দ্বারাধ্যক্ষা বিশাম্পতে ॥ ৭১
শয়নীয়ানি শুভ্রাণি স্পর্ধ্যাস্তরণবন্তি চ
সমাদায় যযুস্তূর্ণং নগরং দাররক্ষিণঃ ॥ ৭২
আস্থায়াশ্বতরীযুক্তান্ স্যন্দনানপরে পুনঃ
স্বান্ স্বান্ দারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি ॥ ৭৩
অদৃষ্টপূর্বা যা নার্য্যো ভাস্করেণাপি বেশ্মসু।
দদৃশুস্তা মহারাজ জনা যাতাঃ পুরং প্রতি ॥ ৭৪
তাং স্ত্রিয়ো ভরতশ্রেষ্ঠ সৌকুমার্য্যসমন্বিতাঃ

স্ব-স্ব আর্ত্তনাদে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে বারংবার কুররীপক্ষীর ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলেন ॥ ৬৬-৬৭½

ইঁহারা যেখানে সেখানে হাহাকার করিতে করিতে নিজেদেরই নিজেরাই নখের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন, হস্তের দ্বারা মস্তক ও বক্ষঃস্থল আঘাত এবং কেশসকল টানিতে থাকিলেন। প্রজানাথ! শোকে নিমগ্ন হইয়া পতিকে আহ্বান করিতে করিতে সেই রমণীগণ করুণস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৮-৬৯½

ইহাতে দুর্য্যোধনের মন্ত্রিগণের কণ্ঠ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজমহিলাসকলকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৭০½

প্রজানাথ! ইহাদের সহিত হস্তে বেত্রের দণ্ড ধারণ করত দ্বারপালগণও যাইতে লাগিল। রাজপত্নীগণের রক্ষায় নিযুক্ত সেবকেরা শুভ্র ও বহুমূল্য শয্যা গ্রহণ করত অতিদ্রুত নগরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৭১-৭২

অন্য বহুসংখ্যক রাজকীয় পুরুষ খচ্চরীযোজিত রথে আরোহণ করত রক্ষাবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত নিজ নিজ ভাগের মহিলাবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ৭৩

মহারাজ! যে রাজমহিলাগণকে অন্তঃপুরে থাকিবার সময় পূর্ব্বে সূর্য্যদেবও দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদিগকে আজ সেই গমন সময় সাধারণ মানুষেরাও দেখিতে লাগিল ॥ ৭৪

প্রযযুর্নগরং তূর্ণং হতস্বজন-বান্ধবাঃ ॥ ৭৫
আগোপালাবিপালেভ্যো ভয়ন্তো নগরং প্রতি।
যযুর্মন্ত্রিণঃ সন্ত্রাস্তা ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ ॥ ৭৬
অপি চৈবাং ভয়ং তীব্রং পার্থেভ্যোঽভূৎ সুদারুণম্।
প্রেক্ষমাণাস্তদাত্যুগ্রমধাবন্নগরং প্রতি ॥ ৭৭
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে বিদ্রবে তৃণদারুণে।
যুযুৎসুঃ শোকসম্মূঢ়ঃ প্রাপ্তকালমচিন্তয়ৎ ॥ ৭৮
জিতো দুর্য্যোধনঃ সংখ্যে পাণ্ডবৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
একাদশচমূর্ভর্ত্তা ভ্রাতরশ্চাস্য সূদিতাঃ ॥ ৭৯
হতাশ্চ কুরবঃ সর্বে ভীষ্ম-দ্রোণপুরঃসরাঃ।
অহমেকো বিমুক্তস্তু ভাগ্যযোগাদ্ যদৃচ্ছয়া ॥ ৮০
বিদ্রুতানি চ সর্বাণি শিবিরাণি সমন্ততঃ।
ইতস্ততঃ পলায়ন্তে হতনাথা হতৌজসঃ ॥ ৮১
অদৃষ্টপূর্বা দুঃখার্তা ভয়ব্যাকুললোচনাঃ।
হরিণা ইব বিত্রস্তা বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ৮২

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাঁহাদের স্বজন ও বান্ধবগণ নিহত হইয়াছেন, সেই সুকুমারী স্ত্রীসকল ভীতচিত্তে নগরের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ৭৫

সেই সময় ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত সকল মনুষ্য গোপালক ও মেষপালক পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করিল ॥ ৭৬

ইহারা কুন্তীকুমারগণের নিকট হইতে নিদারুণ ও তীব্র ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সময় যুযুৎসু শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া সময়োচিত কর্ত্তব্যপালন বিষয়ে চিন্তা করিলেন ॥ ৭৮

ভরতর পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দকে সংহার করিয়াছেন ॥ ৭৯

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য যাঁহাদের অগ্রগামী নেতা, সেই সমস্ত কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছে। অকস্মাৎ ভাগ্যযোগে একাকী আমিই জীবিত আছি ॥ ৮০

সমস্ত শিবিরের সকল লোকই চারিদিকে পলাইয়া যাইল। প্রভু নিহত হওয়ায় উৎসাহহীন হইয়া সকল সেবকরাও এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিল ॥ ৮১

তখন তাহাদের এরূপ অবস্থা হইল, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। সকলে দুঃখে আতুর হইয়া উঠিল এবং সকলেরই নেত্র ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সকল মানুষ ভীত মৃগগণের ন্যায়

দুর্য্যোধনস্য সচিবা যে কেচিদবশেষিতাঃ।
রাজদারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি ॥ ৮৩
প্রাপ্তকালমহং মন্যে প্রবেশং তৈঃ সহ প্রভুম্।
যুধিষ্ঠিরমনুজ্ঞায় বাসুদেবং তথৈব চ ॥ ৮৪
এতমর্থং মহাবাহুরুভয়োঃ স ন্যবেদয়ৎ।
তস্য শ্রীতোঽভবদ্ রাজা নিত্যং করুণবেদিতা ॥ ৮৫
পরিষজ্য মহাবাহুর্বৈশ্যাপুত্রং ব্যসর্জয়ৎ।
ততঃ স রথমাস্থায় দ্রুতমশ্বানচোদয়ৎ ॥ ৮৬
সংবাহ্যমানৈরশ্বৈশ্চাপি রাজদারান্ পুরঃ প্রতি।
তৈশ্চৈব সহিতঃ ক্ষিপ্রমন্তং গচ্ছতি ভাস্করে ॥ ৮৭
প্রবিষ্টো হাস্তিনপুরং বাষ্পকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ।
অপশ্যত মহাপ্রাজ্ঞং বিদুরং সাশ্রুলোচনম্ ॥ ৮৮
রাজ্ঞঃ সমীপাদ্নিষ্ক্রান্তং শোকোপহতচেতসম্।
তমব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ প্রণম্য স্থপ্রভঃ স্থিতম্ ॥ ৮৯

দিষ্ট্যা কুরুক্ষয়ে বৃত্তে অস্মিংস্ত্বং পুত্র জীবসি।
বিনা রাজ্ঞঃ প্রবেশাদ্ বৈ কিমসি ত্বমিহাগতঃ ॥ ৯০
এতদ্ বৈ কারণং সর্বং বিস্তরেণ নিবেদয়।

যুযুৎসুরুবাচ।

নিহতে শকুনৌ তত্র সজ্ঞাতি-সুত-বান্ধবে ॥ ৯১
হতশেষপরীবারো রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ।
স্বকং স হয়মুৎসৃজ্য প্রাঙ্মুখঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ ॥ ৯২
অপক্রান্তে তু নৃপতৌ স্কন্ধাবারনিবেশনাৎ।
ভয়ব্যাকুলিতঃ সর্বং প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥ ৯৩
ততো রাজ্ঞঃ কলত্রাণি ভ্রাতৃণাং চাপ্ত সর্বতঃ।
বাহনেষু সমারোপ্য অধ্যক্ষাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৯৪
ততোঽহং সমনুজ্ঞাপ্য রাজানং সহকেশবম্।
প্রবিষ্টো হাস্তিনপুরং রক্ষ্যলোকান্ প্রধাবিতান্ ॥ ৯৫
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বৈশ্যাপুত্রেণ ভাষিতম্।
প্রাপ্তকালমিতি জ্ঞাত্বা বিদুরঃ সর্বধর্মবিৎ ॥ ৯৬

পাদকে দৃষ্টান্ত করতে লাগলেন। দুর্য্যোধনের মন্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা রাজমহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮২-৮৩

আমি রাজা যুধিষ্ঠির ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ করত এই মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত নগরে প্রবেশ করি—ইহাই আমার এখন সময়োচিত কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৮৪

এরূপ চিন্তা করিয়া মহাবাহু যুযুৎসু এই দুইজনের সম্মুখে নিজের কথা নিবেদন করিলেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া নিরন্তর করুণা অনুভবকারী মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি বৈশ্যকুমারীর পুত্র যুযুৎসুকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রেরণ করিলেন ॥ ৮৫½

তাহার পর তিনি রথের উপর উপবেশন করত অতিদ্রুত নিজের অশ্বদের প্রেরণ করিলেন এবং রাজকুলের স্ত্রীগণকে রাজধানী হস্তীনাপুরে লইয়া যাইলেন ॥ ৮৬½

সূর্য্যদেবের অস্তগমনের সময় তিনি নেত্র হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সকলের সহিত হস্তীনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৮৭½

রাজন্! সেখানে তিনি আপনার নিকট হইতে বহির্গত মহামতি বিদুরকে দর্শন করিলেন। তখন বিদুরের নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল এবং মন শোকে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৮৮½

সত্যপরায়ণ বিদুর প্রণাম করত সম্মুখে দণ্ডায়মান যুযুৎসুকে বলিলেন—পুত্র! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা এই যে, কৌরবদের এই বিনাশে তুমি জীবিত আছ; কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তীনাপুরে প্রবেশের পূর্বেই তুমি কিরূপে এখানে চলিয়া আসিলে? এই সমস্ত কারণ তুমি আমাকে সবিস্তারে বল ॥ ৮৯-৯০½

যুযুৎসু বলিলেন,—তাত! জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত শকুনি নিহত হইলে পর যাঁহার শেষ পরিবার নষ্ট হইয়া যাইল, সেই রাজা দুর্য্যোধন নিজের অশ্বদিগকে যুদ্ধস্থলে ত্যাগ করত ভীত হইয়া পূর্বদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৯১-৯২

রাজা দুর্য্যোধন দূরে চলিয়া যাইলে পর সমস্ত লোক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রাজধানীর দিকে পলায়ন করিল ॥ ৯৩

তখন রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের স্ত্রীগণকে চারিদিকে বাহনের উপর বসাইয়া অন্তঃপুরের অধ্যক্ষও ভয়বশতঃ পলাইয়া যাইলেন ॥ ৯৪

তদনন্তর আমি রাজা যুধিষ্ঠির ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করত পলায়মান ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবার জন্য হস্তিনাপুরে চলিয়া আসিলাম ॥ ৯৫

বৈশ্যপুত্র যুযুৎসুর এই কথা শ্রবণ করত ও ইহাই সময়োচিত কর্তব্য জানিতে পারিয়া সর্বজ্ঞ অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন বিদুর যুযুৎসুর পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন,—

অপৃজয়দমেয়াত্মা যুযুৎসুং বাক্যমব্রবীৎ।
প্রাপ্তকালমিদং সর্বং ক্রবতা ভরতক্ষয়ে ॥ ৯৭
রক্ষিতঃ কুলধর্মশ্চ সানুক্রোশতয়া ত্বয়া।
দিষ্ট্যা ত্বামিহ সংগ্রামাদস্মাদ্ বীরক্ষয়াৎ পুরম্ ॥৯৮
সমাগতমপশ্যাম হৃতমন্তমিব প্রজাঃ।
অন্ধস্য নৃপতের্যষ্টির্লব্ধাদীর্ঘদর্শিনঃ ॥ ৯৯
বহূশো যাচ্যমানস্য দৈবোপহতচেতসঃ।
ত্বমেকো ব্যসনার্তস্য ত্রিয়সে পুত্র সর্বথা ॥ ১০০
অদ্য ত্বমিহ বিশ্রান্তঃ শ্বোঽভিগন্তা যুধিষ্ঠিরম্।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিদুরঃ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ১০১
যুযুৎসুং সমনুপ্রাপ্য প্রবিবেশ নৃপক্ষয়ম্।

পৌরজানপদৈর্দুঃখাদ্ধা হেতি ভৃশনাদিতম্ ॥১০২
নিরানন্দং গতশ্রীকং হৃতারামমিবাশয়ম্।
শূন্যরূপমপশ্যন্তং দুঃখাদ্ দুঃখতরোঽভবৎ ॥ ১০৩
বিদুরঃ সর্বধর্মজ্ঞো বিক্লবেনান্তরাত্মনা।
বিবেশ নগরে রাজন্ নিঃশ্বাস্য শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১০৪
যুযুৎসুরপি তাং রাত্রিং স্বগৃহে সুখসংজ্ঞিতা।
বন্ধ্যমানঃ স্বকৈশ্চাপি নাভ্যনন্দৎ সুদুঃখিতঃ ॥
চিন্তয়ানঃ ক্ষয়ং তীব্রং ভরতানাং পরস্পরম্ ॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি হ্রদপ্রবেশপর্বণি
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ভরতবংশীয়গণের এই বিনাশের সময় যাহা যাহা অবশ্য কর্তব্য, তৎসমস্ত উপদেশ করত নিজের দয়ালুতাবশতঃ তুমি কুলধর্ম রক্ষা করিয়াছ ॥ ৯৬-৯৭½

বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে জীবিত তুমি কুশলের সহিত নগরে ফিরিয়া আসিয়াছ—এই অবস্থায় আমরা তোমাকে সেইভাবে দর্শন করিলাম, যেরূপ রাত্রিশেষে প্রজারা ভগবান্ সূর্যদেবকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৯৮½

লোভী অদূরদর্শী ও অন্ধ রাজার জন্য তুমি দণ্ডতুল্য আশ্রয়স্থল। আমি তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়স করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, এই কারণে তিনি আমার কথা শ্রবণ করেন নাই। আজ তিনি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন, পুত্র! এই অবস্থায় একমাত্র তুমিই তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য জীবিত আছ ॥ ৯৯-১০০

"আজ এখানেই বিশ্রাম কর। কাল প্রাতে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে" এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিদুর যুযুৎসুর সহিত রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই ভবন নগর ও জনপদবাসী মনুষ্যগণের দুঃখ সহকারে কৃত হাহাকার এবং ভয়ঙ্কর আর্তনাদে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১০১-১০২

সেখানে তখন আনন্দ ছিল না এবং বৈভবজনিত কোন শোভাও দেখিতে পাওয়া যাইল না। এই রাজভবন তখন সেরূপ এক জলাশয়ের ন্যায় জনশূন্য ও বিধ্বস্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যাহার তীরস্থিত উদ্যান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানে উপস্থিত বিদুর দুঃখে অতিশয় স্থির হইয়া পড়িলেন ॥ ১০৩

রাজন্! সর্ব ধর্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদুর ব্যাকুল চিত্তে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪

যুযুৎসুও সেই রাত্রিতে নিজের গৃহেই থাকিলেন। তাঁহার মনে অতিশয় দুঃখ ছিল, সেইজন্য তিনি স্বজনগণের দ্বারা বন্দিত হইলেও আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। এই পারস্পরিক যুদ্ধে ভরতবংশীয়গণের যে ভয়ঙ্কর সংহার হইয়াছিল, তাহারই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইলেন ॥ ১০৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে হ্রদে প্রবেশবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অশ্বত্থাম-কৃপাচার্য্য-কৃতবর্ম্মভিহ্রদসমীপং গত্বা দুর্য্যোধনেন সহ যুদ্ধবিষয়কালাপঃ, ব্যাধেভ্যো দুর্য্যোধন-বৃত্তান্তং শ্রুত্বা সসৈন্য-যুধিষ্ঠিরস্য হ্রদসমীপে গমনম্, কৃপাচার্য্য প্রভৃতীনাং দূরে পলায়নঞ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে ।
মম সৈন্যাবশিষ্টাস্তে কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১
কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ।
দুর্য্যোধনশ্চ মন্দাত্মা রাজা কিমকরোৎ তদা ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

সম্প্রাদ্রবৎসু দারেষু ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্ ।
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে ভৃশোদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো রথাঃ ॥৩
নিশম্য পাণ্ডুপুত্রাণাং তদা বৈ জয়িনাং স্বনম্ ।
বিদ্রুতং শিবিরং দৃষ্ট্বা সায়াহ্নে রাজগৃদ্ধিনঃ ॥ ৪
স্থানং নারোচয়ংস্তত্র ততস্তে হ্রদমভ্যয়ুঃ ।
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রণে ॥৫
হৃষ্টঃ পর্য্যচরদ্ রাজন্ দুর্য্যোধনবধেপ্সয়া ।
মার্গমাণাস্তু সংক্রুদ্ধাস্তব পুত্রং জয়ৈষিণঃ ॥৬
যত্নতোঽন্বেষমাণাস্তে নৈবাপশ্যন্ জনাধিপম্ ।
স হি তীব্রেণ বেগেন গদাপাণিরপাক্রমৎ ॥ ৭
তং হ্রদং প্রাবিশচ্চাপি বিষ্টভ্যাপঃ স্বমায়য়া ।
যদা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে সুপরিশ্রান্তবাহনাঃ ॥ ৮
ততঃ স্বশিবিরং প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ত সসৈনিকাঃ ।
ততঃ কৃপশ্চ দ্রৌণিশ্চ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৯
সংনিবিষ্টেষু পার্থেষু প্রয়াতাস্তং হ্রদং শনৈঃ ।
তে তং হ্রদং সমাসাদ্য যত্র শেতে জনাধিপঃ ॥ ১০
অভ্যভাষন্ত দুর্ধর্ষং রাজানং সুপ্তমন্তসি ।
রাজন্নুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব সহাস্মাভির্যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১১

(গদাপর্ব্ব)

ত্রিংশ অধ্যায় ।

[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক সরোবরের নিকট যাইয়া দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধবিষয়ক আলোচনা, ব্যাধগণের নিকট হইতে দুর্য্যোধনের বৃত্তান্ত জানিয়া যুধিষ্ঠিরের সসৈন্যে হ্রদ সমীপে গমন এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতির দূরে পলায়ন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! যখন পাণ্ডুর পুত্রগণ সমরাঙ্গণে সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিল, তখন আমার অবশিষ্ট সৈন্যরা কি করিল ? ১

কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, পরাক্রমশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং মন্দবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন সেই সময় কি করিল ? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! যখন মহাত্মা ক্ষত্রিয়-রাজাদের পত্নীগণ পলাইয়া যাইলেন এবং অন্য সমস্ত লোক পলায়ন করায় যখন সকল শিবির শূন্য হইয়া যাইল, তখন পূর্ব্বোক্ত তিন রথী-বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ৩

সন্ধ্যাকালে বিজয়ী পাণ্ডবগণের গর্জন শ্রবণ করত এবং সকল শিবিরের লোকজনকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধনের দর্শনাকাঙ্ক্ষী সেই তিন মহারথী সেখানে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না ; এই কারণে তাঁহারা সেই সরোবরের নিকট গমন করিলেন ॥ ৪½

রাজন্ ! অন্যদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে বধ করিবার বাসনায় হর্ষসহকারে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫½

জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপনার পুত্রের সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু যত্নসহকারে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহারা রাজা দুর্য্যোধনকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না ॥ ৬½

সেই রাজা দুর্য্যোধন তখন হস্তে গদা ধারণ করত তীব্রবেগে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং মায়ার দ্বারা জলকে স্তম্ভিত করিয়া সেই সরোবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৭½

দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন পাণ্ডবদের বাহন-সকল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সকল পাণ্ডবগণ সৈন্যসহ নিজ শিবিরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮½

তদনন্তর যখন কুন্তীপুত্রগণ সকলে শিবিরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা ধীরে ধীরে সেই হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯½

যাহার মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন শয়ন করিয়া আছেন, সেই হ্রদের নিকট গমন করত তাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ নরপতি দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন,—রাজন্ ! তুমি উত্থিত হও এবং আমাদের সহিত যাইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ কর । জয়লাভ করিয়া এই পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর অথবা নিহত হইয়া স্বর্গে গমন কর ॥ ১০-১১½

জিত্বা বা পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্ষ্ব হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি।
তেষামপি বলং সর্বং হতং দুর্যোধন ত্বয়া ॥ ১২
প্রতিবিদ্ধাস্তু যুয়িষ্ঠং যে শিষ্টাস্তত্র সৈনিকাঃ
ন তে বেগং বিষহিতুং শক্তাস্তব বিশাম্পতে ॥ ১৩
অস্মাভিরপি গুপ্তস্য তস্মাদুত্তিষ্ঠ ভারত।

দুর্যোধন উবাচ।

দিষ্ট্যা পশ্যামি বো মুক্তানীদৃশাৎ পুরুষক্ষয়াৎ ॥ ১৪
পাণ্ডুকৌরবসম্মর্দাজ্জীবমানান্ নরর্ষভান্।
বিজেষ্যামো বয়ং সর্বে বিশ্রান্তা বিগতক্লমাঃ ॥ ১৫
ভবন্তশ্চ পরিশ্রান্তা বয়ঞ্চ ভৃশবিক্ষতাঃ।
উদীর্ণঞ্চ বলং তেষাং তেন যুদ্ধং ন রোচয়ে ॥ ১৬
ন ত্বেতদদ্ভুতং বীরা যদ্ বো মহদিদং মনঃ।
অস্মাসু চ পরা ভক্তির্ন তু কালঃ পরাক্রমে ॥ ১৭
বিশ্রম্যৈকাং নিশামদ্য ভবন্তঃ সহিতো রণে।
প্রতিযোৎস্যামাহং শত্রূন্ যো ন মেঽদ্যাত্র সংশয় ॥ ১৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তোঽব্রবীদ্ দ্রোণী রাজানং যুদ্ধদুর্মদম্।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ ভদ্রং তে বিজেষ্যামো বয়ং পরান্ ॥ ১৯
ইষ্টাপূর্তেন দানেন সত্যেন চ জপেন চ।
শপে রাজন্ যথা হন্ত নিহনিষ্যামি সোমকান্ ॥ ২০
মা ম যজ্ঞকৃতাং প্রীতিমাপ্নুয়াং সজ্জনোচিতাম্।
যদীমাং রজনীং ব্যষ্টাং ন হি হন্মি পরান্ রণে ॥ ২১
নাহত্বা সর্বপাঞ্চালান্ বিমোক্ষ্যে কবচং বিভো।
ইতি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তন্মে শৃণু জনাধিপ ॥ ২২
তেষু সম্ভাষমাণেষু ব্যাধাস্তত্র দেশমাযযুঃ।
মাংসভারপরিশ্রান্তাঃ পানীয়ার্থং যদৃচ্ছয়া ॥ ২৩
তে তত্র স্থিতাস্তেষাং সর্বং তদ্ বচনং রহঃ।
দুর্যোধনবচশ্চৈব শুশ্রুবুঃ সঙ্গতা মিথঃ ॥ ২৪

প্রজানাথ দুর্যোধন! ভরতবংশধর! তুমিও ত' পাণ্ডবদের সমস্ত সৈন্যকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। সেখানে যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তাহারাও অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব যখন তুমি আমাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে, তখন তাহারা তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না, সেই কারণে তুমি যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও ॥ ১২-১৩½

দুর্যোধন বলিলেন,—আমি এতাদৃশ জনসংহারকারী পাণ্ডব-কৌরব-সংগ্রামে নরশ্রেষ্ঠ বীর আপনাদের জীবিত থাকিতে দেখিতেছি, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা ॥ ১৪½

আমরা সকলে বিশ্রাম করত নিজেদের ক্লান্তি দূরীকৃত করিতে পারিলে আমরা অবশ্যই জয়ী হইব। আপনারাও অত্যন্ত ক্লান্ত এবং আমিও অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছি। অন্যদিকে পাণ্ডবদের বলবর্দ্ধিত হইতেছে; এইজন্য বর্ত্তমানে আমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই ॥ ১৫-১৬

বীরগণ! আপনাদের মনে যে যুদ্ধ করিবার উৎসাহ হইয়াছে, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনাদের আমার উপর অতিশয় অনুরাগ আছে, তথাপি এখন পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় নহে ॥ ১৭

আজ এক রাত্রি বিশ্রাম করত আগামী কাল রণাঙ্গনে আপনাদের সঙ্গে লইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই রণক্ষম রাজা দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন,—মহারাজ! তুমি উত্থিত হও, তোমার কল্যাণ হউক! আমরা শত্রুদিগকে জয় করিব ॥ ১৯

রাজন্! আমি আমার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম, দান, সত্য ও জপের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আজ সোমকগণকে আমি সংহার করিব ॥ ২০

যদি এই রাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই প্রাতঃকালে আমি রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে বধ করিতে না পারি, তবে আমার যেন সজ্জন পুরুষগণের যোগ্য ও যজ্ঞকারীদিগের সত্য পরম প্রীতি লাভ না হয় ॥ ২১

প্রভো! নরাধিপ! আমি সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার না করিয়া আমার কবচ উন্মুক্ত করিব না, ইহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম। আমার এই বাক্য তুমি শ্রবণ কর ॥ ২২

তাঁহারা এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময় মাংসের ভারে পরিশ্রান্ত ব্যাধগণ জলপান করিবার জন্য অকস্মাৎ সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩

তাহারা সেখানে থাকিয়া তাঁহাদের নির্জনে সেই সমস্ত বার্ত্তালাপ শ্রবণ করিল। পরস্পর মিলিত হইয়া ব্যাধগণ দুর্যোধনেরও কথা শুনিতে পাইল ॥ ২৪

তেঽপি সর্বে মহেষ্বাসা অযুদ্ধাধিনি কৌরবে।
নির্বন্ধং পরমং চক্রুস্তদা বৈ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৫
তাংস্তথা সমুদীক্ষ্যাথ কৌরবাণাং মহারথান্।
অযুদ্ধমনসং চৈব রাজানং স্থিতমন্তসি ॥ ২৬
তেষাং শ্রুত্বা চ সংবাদং রাজ্ঞশ্চ সলিলে সতঃ।
ব্যাধাভ্যজানন্ রাজেন্দ্র সলিলস্থং সুযোধনম্ ॥ ২৭
তে পূর্বং পাণ্ডুপুত্রেণ পৃষ্টা হ্যাসন্ সুতং তব।
যদৃচ্ছোপগতাস্তত্র রাজানং পরিমার্গতা ॥ ২৮
ততস্তে পাণ্ডুপুত্রস্য স্মৃত্বা তদ্ ভাষিতং তদা।
অন্যোন্যমব্রুবন্ রাজন্ মৃগব্যাধাঃ শনৈরিব ॥ ২৯
দুর্যোধনং খ্যাপয়ামো রণং দাস্যতি পাণ্ডবঃ।
সুব্যক্তমিহ নঃ খ্যাতো হ্রদে দুর্যোধনো নৃপঃ ॥ ৩০
তস্মাদ্ গচ্ছামহে সর্বে যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
আখ্যাতুং সলিলে সুপ্তং দুর্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ৩১

কুরুরাজ দুর্য্যোধন যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, তথাপি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সেই সব মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধারা তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার জন্য অতিশয় অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন ॥ ২৫

রাজন্! সেই কৌরব-মহারথী বীরগণের এতাদৃশ মনোবৃত্তি অবগত হইয়া, জলে অবস্থিত রাজা দুর্য্যোধনের মনে যুদ্ধের উৎসাহ না দেখিয়া এবং জলবাসী নরপতির সহিত সেই তিন বীরের সংবাদ শ্রবণ করত তাহারা ইহা বুঝিতে পারিল যে রাজা দুর্য্যোধন এই সরোবরের জলে আত্মগোপন করিয়া আছেন ॥ ২৬-২৭

পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির দৈববশতঃ নিজের নিকট উপস্থিত এই ব্যাধগণকে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ২৮

রাজন্! সেই সময় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথিত বাক্য স্মরণ করত সেই ব্যাধগণ পরস্পর ধীরে ধীরে আলোচনা করিতে লাগিল ॥ ২৯

যদি আমরা দুর্য্যোধনের সংবাদ জানাইতে পারি, তবে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমাদের ধনদান করিবেন। আমরা ত' এখানে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম যে, রাজা দুর্য্যোধন এই সরোবরে আত্মগোপন করিয়া আছেন ॥ ৩০

অতএব জলশায়ী অমর্ষশীল দুর্য্যোধনের সংবাদ জানাইবার জন্য যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে আমরা সকলে গমন করিব ॥ ৩১

ধৃতরাষ্ট্রাত্মজং তস্মৈ ভীমসেনায় ধীমতে।
শয়ানং সলিলে সর্বে কথয়ামো ধনুর্ভৃতে ॥ ৩২
স নো দাস্যতি সুপ্রীতো ধনানি বহুলান্যুত।
কিং নো মাংসেন শুষ্কেণ পরিক্লিষ্টেন শোণিতা ॥ ৩৩
এবমুক্ত্বা তু তে ব্যাধাঃ সম্প্রহৃষ্টা ধনার্থিনঃ।
মাংসভারানুপাদায় প্রযযুঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৩৪
পাণ্ডবাপি মহারাজ লব্ধলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ।
অপশ্যমানাঃ সমরে দুর্য্যোধনমবস্থিতম্ ॥ ৩৫
নিকৃতেস্তস্য পাপস্য তে পারং গমনেঽলবঃ।
চারান্ সম্প্রেষয়ামাসুঃ সমন্তাৎ তত্রপাজিরে ॥ ৩৬
আগম্য তু ততঃ সর্বে নষ্টং দুর্য্যোধনং নৃপম্।
ন্যবেদয়ন্ত সহিতা ধর্মরাজস্য সৈনিকাঃ ॥ ৩৭
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা চারাণাং ভরতর্ষভ।
চিন্তামভ্যগমৎ তীব্রাং নিঃশ্বাস চ পার্থিবঃ ॥ ৩৮

বুদ্ধিমান্ ধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে আমরা সকলে এই সংবাদ জানাইয়া দিব যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদের জলে শয়ন করিয়া আছেন ॥ ৩২

ইহাতে তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া আমাদের বহু ধনদান করিবেন। তখন আমাদের এই দেহের রক্ত শোষণকারী শুষ্ক মাংস বহন করিতে বৃথা কষ্ট করিবার কি প্রয়োজন হইবে? ৩৩

এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ধনাভিলাষী সেই ব্যাধগণ অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং মাংসের ভার তুলিয়া লইয়া পাণ্ডব-শিবিরের দিকে গমন করিল ॥ ৩৪

মহারাজ! প্রহার করিতে নিপুণ পাণ্ডবগণ নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহারা দুর্য্যোধনকে সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে না দেখিয়া সেই পাপী দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আচরিত সমস্ত ছলকপটতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী পাণ্ডবেরা শত্রুতার অবসান ঘটাইবার জন্য সমরাঙ্গণে চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই সব গুপ্তচর সৈন্যগণ একসঙ্গে আসিয়া ইহা নিবেদন করিল যে, রাজা দুর্য্যোধন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন ॥ ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই গুপ্তচরগণের এই কথা শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

অথ স্থিতানাং পাণ্ডূনাং দীনানাং ভরতর্ষভ।
তস্মাদ্ দেশাদপক্রম্য ত্বরিতা লুব্ধকা বিভো ॥ ৩৯
আজগ্মুঃ শিবিরং হৃষ্টা দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনং নৃপম্।
বার্য্যমাণাঃ প্রবিষ্টাশ্চ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥৪০
তে তু পাণ্ডবমাসাদ্য ভীমসেনং মহাবলম্।
তস্মৈ তৎ সর্বমাচখ্যুর্যদ্ বৃত্তং যচ্চ বৈ ধ্রুবম্ ॥৪১
ততো বৃকোদরো রাজন্ দত্ত্বা তেষাং ধনং বহু।
ধর্মরাজায় তৎ সর্বমাচচক্ষে পরন্তপঃ ॥ ৪২
অসৌ দুর্য্যোধনো রাজন্ বিজ্ঞাতো মম লুব্ধকৈঃ।
সংস্তভ্য সলিলং শেতে যস্যার্থে পরিতপ্যসে ॥ ৪৩
তদ্ বচো ভীমসেনস্য প্রিয়ং শ্রুত্বা বিশাম্পতে।
অজাতশত্রুঃ কৌন্তেয়ো হৃষ্টোঽভূৎ সহ সোদরৈঃ ॥ ৪৪
তচ্চ শ্রুত্বা মহেষ্বাসঃ প্রবিষ্টঃ সলিলহ্রদে।
ক্ষিপ্রমেব ততোঽগচ্ছন্ পুরস্কৃত্য জনার্দনম্ ॥ ৪৫
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
পাণ্ডবানাং প্রহৃষ্টানাং পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৬
সিংহনাদাংস্তথা চক্রুঃ ক্ষেড়াংশ্চ ভরতর্ষভ।
ত্বরিতাঃ ক্ষত্রিয়া রাজন্ জগ্মুর্দ্বৈপায়নং হ্রদম্ ॥৪৭
জ্ঞাতঃ পাপো ধার্তরাষ্ট্রো দৃষ্টশ্চেত্যসকৃদ্ রণে।
প্রাক্রোশন্ সোমকাস্তত্র হৃষ্টরূপাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৮
তেষামাত্ত প্রয়াতানাং রথানাং তত্র বেগিনাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো দিবিস্পৃক্ পৃথিবীপতে ॥ ৪৯
দুর্য্যোধনং পরীপ্সন্তস্তত্র তত্র যুধিষ্ঠিরম্।
অধ্যয়ুস্ত্বরিতাস্তে বৈ রাজানং শ্রান্তবাহনাঃ ॥ ৫০
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥ ৫১
উত্তমৌজা যুধামন্যুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পাঞ্চালানাঞ্চ যে শিষ্টা দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ॥ ৫২
হয়াশ্চ সর্বে নাগাশ্চ শতশশ্চ পদাতয়ঃ।
ততঃ প্রাপ্তো মহারাজ ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রভো! তদনন্তর যখন পাণ্ডবগণ দীনচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় সেই ব্যাধেরা রাজা দুর্য্যোধনকে স্বচক্ষে দর্শন করত অতিদ্রুত সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইল এবং ত্বরার সহিত পাণ্ডব-শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারপালগণ নিষেধ করিলেও তাহারা ভীমসেনের সাক্ষাতেই সেখানে প্রবেশ করিল ॥ ৩৯-৪০

মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের নিকটে যাইয়া তাহারা সরোবরের তীরে যাহা কিছু হইয়াছিল এবং যাহা কিছু শুনাইবার জন্য আসিয়াছিল, তৎসমস্তই বলিল ॥ ৪১

রাজন্! তখন শত্রুগণের সন্তাপদায়ক ভীমসেন সেই ব্যাধগণকে বহু ধন দান করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সব কিছুই নিবেদন করিলেন ॥ ৪২

তিনি বলিলেন,—ধর্মরাজ! আমার ব্যাধগণ রাজা দুর্য্যোধনের সংবাদ জানিতে পারিয়াছে। আপনি যাহার জন্য সন্তপ্ত হইতেছেন, সেই দুর্য্যোধন মায়া দ্বারা জলকে স্তম্ভিত করিয়া সরোবরে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৪৩

প্রজানাথ! ভীমসেনের এই প্রিয় কথা শ্রবণ করত অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৪৪

মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনকে জলপূর্ণ হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করত সত্বর সেখান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪৫

প্রজানাথ! তাহার পর অতিশয় হৃষ্ট পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের কিলকিলা শব্দ সর্ব দিক্ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল ॥৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই সব ক্ষত্রিয়গণ সিংহনাদ ও গর্জন করিতে লাগিলেন এবং অতি সত্বর দ্বৈপায়ন নামক হ্রদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭

হর্ষপূর্ণ সোমক-বীরগণ রণাঙ্গনে চারিদিকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্র দুর্য্যোধনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাকে দেখাও গিয়াছে ॥ ৪৮

পৃথিবীনাথ! সেখানে অতিদ্রুত গতিতে গমনকারী তাঁহাদের বেগশালী রথসকলের তুমুল ঘর্ঘর শব্দ আকাশকেও স্পর্শ করিল ॥ ৪৯

ভারত! সেই সময় অর্জুন, ভীমসেন, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং পাঞ্চাল বীরগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন, সেই বীরগণ দুর্য্যোধনকে বন্দী করিবার ইচ্ছায় অতিসত্বর রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত সমস্ত অশ্বারোহী, গজারোহী ও শত শত পদাতি সৈন্যও ছিলেন ॥ ৫০-৫২½

মহারাজ! তাহার পর প্রতাপশালী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই

দ্বৈপায়নং হ্রদং ঘোরং যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ।
শীতামলজলং শুভং দ্বিতীয়মিব সাগরম্ ॥ ৫৪
মায়য়া সলিলং স্তব্ধ্বা যত্রাস্তে স হতঃ সুতঃ।
অত্যদ্ভুতেন বিধিনা দৈবযোগেন ভারত ॥ ৫৫
সলিলান্তর্গতঃ শেতে দুদর্শ কশ্চিৎ প্রভো।
মানুষস্ত মনুষ্যেন্দ্র গদাহস্তো জনাধিপঃ ॥ ৫৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সলিলান্তর্গতো বসন্।
শুশ্রুবে তুমুলং শব্দং জলদোপমনিঃস্বনম্ ॥ ৫৭
যুধিষ্ঠিরশ্চ রাজেন্দ্র তং হ্রদং সহ সোদরৈঃ।
আজগাম মহারাজ তব পুত্রবধায় বৈ ॥ ৫৮
মহতা শঙ্খনাদেন রথনেমিস্বনেন চ।
ঊর্ধ্বং ধুন্বন্ মহারেণুং কম্পয়ংশ্চাপি মেদিনীম্ ॥ ৫৯
যৌধিষ্ঠিরস্য সৈন্যস্য শ্রুত্বা শব্দং মহারথাঃ।
কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণী রাজানমিদমব্রুবন্ ॥ ৬০
ইমে হ্যায়ান্তি সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবাজিতকাশিনঃ।

অপযাস্যামহে তাবদনুজানাতু নো ভবান্ ॥ ৬১
দুর্য্যোধনস্তু তচ্ছ্রুত্বা তেষাং তত্র তরস্বিনাম্।
তথেত্যুক্ত্বা হ্রদং তং বৈ মায়য়াস্তম্ভয়ৎ প্রভো ॥ ৬২
তে ত্বনুজ্ঞাপ্য রাজানং ভৃশং শোকপরায়ণাঃ।
জগ্মুর্দূরে মহারাজ কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ৬৩
তে গত্বা দূরমধ্বানং ন্যগ্রোধং প্রেক্ষ্য মারিষ।
সুবিশন্তু ভৃশং শ্রান্তাশ্চিন্তয়ন্তো নৃপং প্রতি ॥ ৬৪
বিষ্টভ্য সলিলং সুপ্তো ধার্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
পাণ্ডবাশ্চাপি সম্প্রাপ্তাস্তং দেশং যুদ্ধমীপ্সবঃ ॥ ৬৫
কথং নু যুদ্ধং ভবিতা কথং রাজা ভবিষ্যতি।
কথং নু পাণ্ডবা রাজন্ প্রতিপৎস্যন্তি কৌরবম্ ॥ ৬৬
ইত্যেবং চিন্তয়ানাস্তু রথেভ্যোঽশ্বান্ বিমুচ্যতে।
তত্রাসাকক্রিরে রাজন্ কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

ভয়ঙ্কর দ্বৈপায়ন-হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন, যাহার মধ্যে দুর্য্যোধন বিদ্যমান আছেন ॥ ৫৩½

তাহার জল শীতল ও নির্ম্মল ছিল। এই হ্রদ দেখিতে মনোরম এবং দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ছিল। ভারত! তাহারই মধ্যে মায়া দ্বারা জলকে স্তম্ভিত করিয়া দৈবযোগ ও অদ্ভুত বিধি অনুসারে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিশ্রাম করিতে ছিলেন ॥ ৫৪-৫৫

প্রভো! নরেন্দ্র! হস্তে গদাধারণ করত রাজা দুর্য্যোধন জলের মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন। সেই সময় কাহারও পক্ষে তাঁহাকে দর্শন করা অতিশয় কঠিন ছিল ॥ ৫৬

তদনন্তর জলের মধ্যে উপবিষ্ট রাজা দুর্য্যোধন মেঘগর্জ্জনসদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন ॥ ৫৭

রাজেন্দ্র! মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বধ করিবার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সেই সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৮

তিনি তীব্র শঙ্খধ্বনি এবং রথচক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে প্রভূত ধূলিজাল উত্থিত করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের কোলাহল শ্রবণ করত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা এই তিন মহারথী রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন ॥ ৫৯-৬০

জয়লাভে উল্লসিত এই পাণ্ডবগণ অতিশয় হর্ষসহকারে এদিকে আসিতেছে। অতএব আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব, তুমি ইহার জন্য আমাকে অনুমতি দান কর ॥ ৬১

প্রভো! সেই বেগশালী বীরগণের এই কথা শ্রবণ করত দুর্য্যোধন 'তথাস্তু' বলিয়া সেই সরোবরের জলকে পুনরায় মায়ার দ্বারা স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ॥ ৬২

মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের আজ্ঞালাভ করত অত্যন্ত শোকমগ্ন কৃপাচার্য্যাদি মহারথী বীরগণ সেস্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইলেন ॥ ৬৩

মান্যবর! বহু দূর পথ অতিক্রম করত তাঁহারা একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় রাজা দুর্য্যোধনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এই বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন ॥ ৬৪

অন্যদিকে মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন জল স্তম্ভিত করিয়া শয়ন করিলেন। ইহার মধ্যেই যুদ্ধাভিলাষী পাণ্ডবগণও সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৫

রাজন্! অন্যদিকে কৃপাচার্য্যাদি মহারথিগণ রথ হইতে অশ্বসকলকে মুক্ত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন যুদ্ধ কিভাবে হইবে? রাজা দুর্য্যোধনের কিরূপ অবস্থা হইবে? এবং পাণ্ডবেরা কিভাবে কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে লাভ করিবে এরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা সেখানে উপবেশন করত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(দ্বৈপায়নসরোবরসমীপে পাণ্ডবানাং গমনম্, তত্র যুধিষ্ঠিরেণ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য বার্ত্তালাপঃ, হ্রদে লুক্কায়িত-দুর্য্যোধনেন সহ যুধিষ্ঠিরস্যালাপশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তেষূপযাতেষু রথেষু ত্রিষু পাণ্ডবাঃ।
তে হ্রদং প্রত্যপদ্যন্ত যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ ॥ ১
আসাদ্য চ কুরুশ্রেষ্ঠ তদা দ্বৈপায়নং হ্রদম্
স্তম্ভিতং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ দৃষ্ট্বা তং সলিলাশয়ম্ ॥ ২
বাসুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুনন্দনঃ।
পশ্যৈমাং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ মায়ামস্ত্রং প্রযোজিতাম্ ॥ ৩
বিষ্টভ্য সলিলং শেতে নাস্ত মানুষতো ভয়ম্।
দৈবীং মায়ামিমাং কৃত্বা সলিলান্তর্গতো হ্যয়ম্ ॥ ৪
নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে।
যদ্যস্য সমরে সাহ্যং কুরুতে বজ্রভৃদ্ বয়ম্ ॥ ৫
তথাপ্যেনং হতং যুদ্ধে লোকা দ্রক্ষ্যন্তি মাধব।

বাসুদেব উবাচ।

মায়াবিনং ইমাং মায়াং মায়য়া জহি ভারত ॥ ৬
মায়াবী মায়য়া বধ্যঃ সত্যমেতদ্ যুধিষ্ঠির।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্মায়ামস্ত্রং প্রযোজ্য চ ॥ ৭
জহি ত্বং ভরতশ্রেষ্ঠ মায়াত্মানং সুযোধনম্।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ নিহত্য দৈত্য-দানবাঃ ॥ ৮
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্বলিবন্ধো মহাত্মনা।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ ॥ ৯
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব ক্রিয়য়ৈব নিসূদিতৌ।
বৃত্রশ্চ নিহতো রাজন্ ক্রিয়য়ৈব ন সংশয়ঃ ১০
তথা পৌলস্ত্যতনয়ো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
রামেণ নিহতো রাজন সানুবন্ধঃ সহানুগঃ ॥ ১১

একত্রিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের দ্বৈপায়ন-সরোবর নিকটে গমন, সেখানে যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা এবং হ্রদে লুক্কায়িত দুর্য্যোধনের সহিত যুধিষ্ঠিরের আলাপ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই তিন রথী বীর চলিয়া যাইলে পর পাণ্ডবগণ উক্ত হ্রদের নিকট আসিলেন, যে হ্রদে দুর্য্যোধন ছিলেন ॥ ১

কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্বৈপায়ন-হ্রদে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, দুর্য্যোধন সেই জলাশয়ের জল স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভো! অবলোকন করুন—দুর্য্যোধন জলের মধ্যে এই মায়াকে কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছে? ২-৩

সে এই জলকে স্তম্ভিত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে তাহার মানুষ হইতে কোন ভয় নাই; কারণ, সে দৈবী মায়া প্রয়োগ করত জলের মধ্যে বাস করিতেছে ॥ ৪

মাধব! যদিও সে ছল-কপটতা বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ, তথাপি কপটতা করিয়া আর আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। যদি সমরাঙ্গণে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও ইহার সহায়তা করেন, তথাপি যুদ্ধে এই সমস্ত লোক ইহাকে নিহত হইতে দেখিবে ॥ ৫½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভারত! মায়াবী দুর্য্যোধনের এই মায়াকে আপনি স্বীয় মায়া দ্বারা নষ্ট করিয়া দিন। মায়াবী-কে মায়ার দ্বারাই বধ করা উচিত, ইহাই সত্য (যথার্থ) নীতি ॥ ৬½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি বহু রচনাত্মক উপায় (কূট কৌশল) দ্বারা জলে মায়ার প্রয়োগ করত মায়াময় এই দুর্য্যোধনকে বধ করুন ॥ ৭½

রচনাত্মক উপায়সমূহের দ্বারা ইন্দ্রও বহু সংখ্যক দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, নানাপ্রকার রচনাত্মক উপায়েই মহাত্মা শ্রীহরি বলিকে বন্ধন করিয়াছেন এবং বহু রচনাত্মক উপায়েই ভগবান মহাসুর হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছেন ॥ ৮-৯

ক্রিয়াত্মক প্রযত্নের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ রাজন্! বৃত্রাসুরেরও বিনাশ ক্রিয়াত্মক উপায় দ্বারা হইয়াছিল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০

রাজন্! পুলস্ত্যকুমার বিশ্রবার পুত্র রাবণ নামক রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা ক্রিয়াত্মক উপায় এবং যুক্তিযুক্ত কৌশল অবলম্বনে জ্ঞাতি, বান্ধব ও অনুগামীদিগের সহিত নিহত হইয়াছে। সেইরূপ আপনিও পরাক্রম প্রকাশ করুন ॥ ১১½

ক্রিয়য়া যোগমাস্থায় তথা স্বমপি বিক্রম।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতৌ ময়া রাজন্ পুরাতনৌ ॥ ১২
তারকশ্চ মহাদৈত্যো বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
বাতাপিরিষলশ্চৈব ত্রিশিরাশ্চ তথা বিভো ॥ ১৩
সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ ক্রিয়য়ৈব নিষূদিতৌ।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ ত্রিদিবং ভুজ্যতে বিভো ॥ ১৪
ক্রিয়া বলবতা রাজন্ নাস্তৎ কিঞ্চিদ্ যুধিষ্ঠির।
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব রাক্ষসাঃ পার্থিবাস্তথা ॥ ১৫
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতাঃ ক্রিয়াং তস্মাৎ সমাচর

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন পাণ্ডবঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ১৬
জলস্থং তং মহারাজ তব পুত্রং মহাবলম্।
অভ্যভাষত কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব ভারত ॥ ১৭
সুযোধন কিমর্থোঽয়মারম্ভোঽপ্সু কৃতস্ত্বয়া।
সর্বং ক্ষত্রং ঘাতয়িত্বা স্বকুলঞ্চ বিশাম্পতে ॥ ১৮
জলাশয়ং প্রবিষ্টোঽস্ত বাঙ্ন্ জীবিতমাত্মনঃ।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব সহাস্মাভিঃ সুযোধন ॥ ১৯
স তে দর্পো নরশ্রেষ্ঠ স চ মানঃ ক তে গতঃ।
যত্ত্বং সংস্তভ্য সলিলং ভীতো রাজন্ ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০
সর্বে ত্বাং শূর ইত্যেবং জনা জল্পন্তি সংসদি।
বার্থং তদ্ ভবতো মন্যে শৌর্য্যং সলিলশায়িনঃ ॥ ২১
উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব ক্ষত্রিয়োঽসি কুলোদ্ভবঃ।
কৌরবেয়ো বিশেষেণ কুলং জন্ম চ সংস্মর ॥ ২২
স কথং কৌরবে বংশে প্রশংসন্ জন্ম চাত্মনঃ
যুদ্ধাদ্ ভীতস্তত্তোয়ং প্রবিশ্য প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ২৩
অযুদ্ধমব্যবস্থানং নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং রণে রাজন্ পলায়নম্ ॥ ২৪
কথং পারমগন্তা হি যুদ্ধে ত্বং বৈ জিজীবিষুঃ।
ইমান্ নিপতিতান্ দৃষ্ট্বা পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ পিতৃংস্তথা ॥২৫
সম্বন্ধিনো বয়স্যাংশ্চ মাতুলান্ বান্ধবাংস্তথা।
ঘাতয়িত্বা কথং তাত হ্রদে তিষ্ঠসি সাম্প্রতম্ ॥ ২৬

হে রাজন্! পুরাকালে মহাদৈত্য তারক এবং পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তিকে আমি ক্রিয়াত্মক উপায় সমূহের দ্বারা বিনাশ করিয়াছি ॥ ১২½

প্রভো! বাতাপি, ইষল, ত্রিশিরা ও সুন্দ-উপসুন্দ নামক অসুরগণও কার্য্য-কৌশলের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ক্রিয়াত্মক উপায়েই ইন্দ্র স্বর্গের রাজ্য ভোগ করিতেছেন ॥ ১৩-১৪

রাজন্! কার্য্য-কৌশলই বলবান্, অপর কোন বস্তু নহে। যুধিষ্ঠির! দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং বহুসংখ্যক ভূপাল ক্রিয়াত্মক উপায় সমূহে বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনিও ক্রিয়াত্মক উপায়ই অবলম্বন করুন ॥ ১৫½

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভরতনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর উত্তম ও কঠোর ব্রতপালনকারী পাণ্ডুকুমার কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির জলে অবস্থিত আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনকে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন ॥ ১৬-১৭

প্রজানাথ সুযোধন! তুমি কি জন্য জলমধ্যে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছ? সমস্ত ক্ষত্রিয়বৃন্দ এবং নিজের বংশকে নষ্ট করাইয়া আজ নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। রাজা সুযোধন! তুমি উঠ এবং আমাদের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১৮-১৯

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! তোমার সেই পূর্ব্বের দর্প এবং অভিমান কোথায় চলিয়া গিয়াছে? যে জন্য তুমি ভীত হইয়া জলকে স্তম্ভিত করত এখানে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছ? ২০

সভায় সকল লোক তোমাকে শৌর্য্যশালী বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে! যখন তুমি ভীত হইয়া জলে শয়ন করিয়া আছ, তখন তোমার সেই তথাকথিত শৌর্য্যকে আমি বার্থ বলিয়াই মনে করি ॥ ২১

রাজন্! উঠ, যুদ্ধ কর; কারণ, তুমি কুলীন ক্ষত্রিয়, কুরুকুলের সন্তান। নিজের কুল ও জন্মের কথা তুমি একবার স্মরণ কর ॥ ২২

তুমি কৌরব-বংশে উৎপন্ন হওয়ায় নিজের জন্মকে প্রশংসা করিয়া থাক। তবে কেন আজ যুদ্ধ হইতে ভীত হইয়া জলে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছ? ২৩

হে রাজন্! যুদ্ধ না করা অথবা যুদ্ধে স্থির না থাকিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত পলাইয়া যাওয়া—ইহা সনাতন ধর্ম নহে। নীচ পুরুষই এরূপ কুপথের আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে স্বর্গলাভ হয় না ॥ ২৪

যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা কিরূপে উৎপন্ন হইল? তাত! রণাঙ্গনে পতিত পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃব্য কিংবা পিতৃতুল্য শ্বশুরাদিকে দেখিয়া সম্বন্ধী, মিত্র, মাতুল ও বন্ধু-বান্ধবগণকে বধ করাইয়া এই সময় হ্রদে কেন অবস্থান করিতেছ? ২৫-২৬

শূরমানী চ শূরস্ত্বং মৃষা বদসি ভারত।
শূরেঽহমিতি দুর্বুদ্ধে সর্বলোকস্য শৃণ্বতঃ ॥ ২৭
ন হি শূরাঃ পলায়ন্তে শত্রূন্ দৃষ্ট্বা কথঞ্চন।
ব্রূহি বা ত্বং যয়া বৃত্ত্যা শূর ত্যজসি সঙ্গরম্ ॥ ২৮
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব বিনীয় ভয়মাত্মনঃ।
ঘাতয়িত্বা সর্বসৈন্যং ভ্রাতৄংশ্চৈব সুযোধন ॥ ২৯
নেদানীং জীবিতে বুদ্ধিঃ কার্য্যা ধর্মচিকীর্ষয়া।
ক্ষত্রধর্মমুপাশ্রিত্য যুধ্যস্ব সুযোধন ॥ ৩০
যৎ তু কর্ণমুপাশ্রিত্য শকুনিং চাপি সৌবলম্।
অমর্ত্য ইব সম্মোহাৎ ত্বমাত্মানং ন বুদ্ধবান্ ॥ ৩১
তৎ পাপং সুমহৎ কৃত্বা প্রতিযুধ্যস্ব ভারত।
কথং হি ত্বদ্বিধো মোহাদ্ রোচয়েত পলায়নম্ ॥ ৩২
ক্ব তে তৎ পৌরুষং যাতং ক্ব চ মানঃ সুযোধন।
ক্ব চ বিক্রান্ততা যাতা ক্ব চ নিষ্ফুজিতং মহৎ ॥ ৩৩
ক্ব তে কৃতাস্ত্রতা যাতা কিঞ্চ শেষে জলাশয়ে।
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব ক্ষত্রধর্মেণ ভারত ॥ ৩৪
অস্মাংস্ত্বং বা পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্।
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ভূমৌ স্বপ্স্যসি ভারত ॥ ৩৫
এষ তে পরমো ধর্মঃ সৃষ্টো ধাত্রা মহাত্মনা।
তং কুরুষ যথাতথ্যং রাজা ভব মহারথ ॥ ৩৬

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ ধর্মপুত্রেণ ধীমতা।
সলিলস্থস্তব সুত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৭

দুর্যোধন উবাচ।

নৈতচ্চিত্রং মহারাজ যদ্বীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ।
ন চ প্রাণভয়াদ্ ভীতো ব্যপযাতোঽস্মি ভারত ॥ ৩৮
অরথশ্চানিষঙ্গী চ নিহতঃ পাঞ্চিসারথিঃ।
একশ্চাপ্যগণঃ সাংখ্যে প্রত্যাশ্বাসমরোচয়ম্ ॥ ৩৯

তুমি ত' নিজেকে অতিশয় বীর বলিয়া মনে কর, কিন্তু তুমি বীর নও। ভরতবংশের দুর্মতি নরেশ! তুমি সকল লোকের শ্রুতিগোচরে বৃথা এই কথা বলিলে যে, আমি সৌর্যশালী বীর ॥ ২৭

যাহারা বীর, তাহারা কখনও শত্রুদিগকে দেখিয়া পলায়ন করে না। নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানকারী দুর্যোধন! তুমি বল, কোন্ বৃত্তির আশ্রয় লইয়া তুমি এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছ? ২৮

অতএব তুমি নিজের ভয় দূর করিয়া উঠ এবং যুদ্ধ কর। সুযোধন! ভ্রাতা এবং সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করাইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে ধর্মসম্পাদনের ইচ্ছায় এই সময় কেবল নিজের প্রাণ রক্ষা করা উচিত হইবে না ॥ ২৯-৩০

তুমি যে কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক মোহবশতঃ নিজেকে নিজে অজর-অমর বলিয়া মনে করিয়াছিলে, নিজেকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতে না, তুমি সেই মহাপাপ করিয়া এখন যুদ্ধ করিতেছ না কেন? ভারত! উঠ, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। তোমার ন্যায় বীরপুরুষ মোহবশতঃ পৃষ্ঠপ্রদর্শন-পূর্বক পলায়নকে কিরূপে স্বীকার করিবে? ৩১-৩২

সুযোধন! তোমার সেই পৌরুষ কোথায় গেল? কোথায় যাইল তোমার অভিমান? তোমার পরাক্রম কোথায় গেল? তোমার সেই তর্জন-গর্জন? এবং কোথায় তোমার সেই অস্ত্রবিদ্যার জ্ঞান? এই সময় তুমি জলাশয়ে শয়ন করিয়া আছ কেন? ভারত! তুমি উঠ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর ॥ ৩৩-৩৪

হে ভারত! আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া চিরকালের জন্য রণাঙ্গনে শয়ন কর ॥ ৩৫

বিধাতা তোমার জন্য এই উত্তম ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধর্ম যথাযথরূপে পালন কর। মহারথী বীর! তুমি প্রকৃত রাজা হও (রাজোচিত পরাক্রম প্রকাশ কর) ॥ ৩৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! বুদ্ধিমান্ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর জলের মধ্যে অবস্থিত আপনার পুত্র দুর্যোধন এই কথা বলিলেন ॥ ৩৭

দুর্যোধন বলিলেন,—মহারাজ! কোনও প্রাণীর মনে যদি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তাহা আশ্চর্যের কথা নহে; কিন্তু ভরতনন্দন! আমি প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া এখানে চলিয়া আসি নাই ॥ ৩৮

আমার নিকট রথ নাই এবং তরবারিও নাই। আমার পার্শ্বরক্ষকও নিহত হইয়াছে। আমার সৈন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধস্থলে আমি একক হইয়া পড়িয়াছি; এই অবস্থায় আমার কিছুকাল বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হয় ॥ ৩৯

ন প্রাণহেতোর্ন ভয়ান্ন বিষাদাদ্ বিশাম্পতে।
ইদমস্তঃ প্রবিশোঽস্মি শ্রমাৎ ক্লিদমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৪০
ত্বং চাস্বসিহি কৌন্তেয় যে চাপ্যনুগতাস্তব।
অহমুত্থায় বঃ সর্বান্ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে ॥ ৪১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আশ্বস্তা এব সর্বে স্ম চিরং ত্বাং মৃগয়ামহে।
তদিদানীং সমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্বেহ সুযোধন। ৪২
হত্বা বা সমরে পার্থান্ ক্ষীতং রাজ্যমবাপ্স্যসি।
নিহতো বা রণেঽস্মাভির্বীরলোকমবাপ্স্যসি। ৪৩

দুর্য্যোধন উবাচ।

যদর্থং রাজ্যমিচ্ছামি কুরূণাং কুরুনন্দন।
ত ইমে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরো মে জনেশ্বর। ৪৪
ক্ষীণরত্নাঞ্চ পৃথিবীং হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্।
ন হ্যুৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিব যোষিতম্। ৪৫

প্রজানাথ! না প্রাণরক্ষার জন্য, না কাহারও ভয় এবং না বিষাদের জন্য এই জলে প্রবিষ্ট হইয়াছি; কেবল ক্লান্তিবশতঃ আমি এরূপ কার্য্য করিয়াছি ॥ ৪০

কুন্তীকুমার! তুমিও কিছুকাল বিশ্রাম কর। তোমার অনুগামী সৈন্যগণও বিশ্রাম করুক। তারপর আমি উত্থিত হইয়া সমরাঙ্গণে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৪১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! আমরা সকলে বিশ্রাম করিয়াছি এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তোমার অন্বেষণ করিতেছি; এই জন্য তুমি উঠ এবং এখানেই যুদ্ধ কর ॥ ৪২

সংগ্রামে সমস্ত পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ কর অথবা রণাঙ্গনে আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া বীরবৃন্দের যোগ্য পুণ্যলোকে গমন কর ॥ ৪৩

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কুরুনন্দন নরেশ্বর! আমি যাহাদের জন্য কৌরবগণের রাজ্য কামনা করিতেছিলাম, সেই আমার সকল ভ্রাতা নিহত হইয়াছে। ভূমণ্ডলের সমস্ত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ বিনষ্ট হইয়াছে। এখানকার সকল রত্নই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব বিধবা স্ত্রীর ন্যায় শ্রীহীন এই পৃথিবীকে উপভোগ করিবার জন্য আমার অল্পও উৎসাহ নাই ॥ ৪৪-৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আমি আজও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের উৎসাহ ভঙ্গ করত তোমাকে জয় করিবার আশা রাখি। ৪৬

অদ্যাপি ত্বদমাশংসে ত্বাং বিজেতুং যুধিষ্ঠির।
ভগ্ত্বা পাঞ্চাল-পাণ্ডূনামুৎসাহং ভরতর্ষভ ॥ ৪৬
ন ত্বিদানীমহং মন্যে কার্য্যং যুদ্ধেন কর্হিচিৎ।
দ্রোণে কর্ণে চ সংশান্তে নিহতে চ পিতামহে ॥ ৪৭
অস্ত্বিদানীমিং রাজন্ কেবলা পৃথিবী তব।
অসহায়ো হি কো রাজা রাজ্যমিচ্ছেৎ প্রশাসিতুম্ ॥ ৪৮
সুহৃদস্তাদৃশান্ হিত্বা পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ পিতৃনপি।
ভবদ্বিধশ্চ ভুক্তে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥ ৪৯
অহং বনং গমিষ্যামি হরিভিঃ প্রতিবাসিতঃ।
রতিহি নাস্তি মে রাজ্যে হতপক্ষস্য ভারত ॥ ৫০
হতবান্ধবভূয়িষ্ঠা হতাশ্বা হতকুঞ্জরা।
এষা তে পৃথিবী রাজন্ ভুঙ্ক্ষ্বৈনাং বিগতজ্বরঃ ॥ ৫১
বনমেব গমিষ্যামি বসানো মৃগচর্মণা।
ন হি মে নির্জনস্যাস্তি জীবিতেঽন্য স্পৃহা বিভো ॥ ৫২

কিন্তু যখন দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া গিয়াছেন এবং পিতামহ ভীষ্ম মৃতপ্রায় হইয়া ভূপাতিত হইলেন, তখন আমার মতে এই যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজন রহিল না ॥ ৪৭

রাজন্! এখন এই সমস্ত পৃথিবী তোমারই অধিকারে থাকিবে। কোন রাজা সহায়কগণ-রহিত হইয়া রাজ্য শাসন করিবার ইচ্ছা করিতে পারে? ৪৮

সেইরূপ হিতৈষী সুহৃৎ, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃতুল্য গুরুজন ব্যক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের দ্বারা রাজ্য অপহৃত হইলে পর আমার ন্যায় কোন পুরুষ আর জীবিত থাকিতে পারে? ৪৯

ভরতনন্দন! আমি মৃগচর্ম্ম ধারণ করত বনে চলিয়া যাইব। নিজের পক্ষের সমস্ত লোকগণ নিহত হওয়ায় এখন এই রাজ্যে আমার অল্পও অনুরাগ নাই। ৫০

রাজন্! এই পৃথিবী, যেখানে আমার সকল ভ্রাতা, বন্ধু, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়াছে, এখন তোমারই অধিকারে হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ইহাকে উপভোগ কর ॥ ৫১

প্রভো! আমি ত' দুই খণ্ড মৃগচর্ম্ম ধারণ করত বনে চলিয়া যাইব। যখন আমার আর যখন বলিতে কেহ রহিল না, তখন আমারও এই জীবনকে সুরক্ষিত রাখিবার কোন অভিলাষ নাই ॥ ৫২

গচ্ছ ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজেন্দ্র পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম্।
হতযোধাং নষ্টরত্নাং ক্ষীণবৃত্তির্ধনাসুখম্ ॥ ৫৩

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্যোধনং তব সুতং সলিলস্থং মহাযশাঃ।
শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যমভাষত যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আর্তপ্রলাপান্মা তাত সলিলস্থঃ প্রভাষিথাঃ।
নৈতন্মনসি মে রাজন্ বাশিতং শকুনেরিব ॥৫৫
যদি বাপি সমর্থঃ স্যাত্ত্বং দানায় সুযোধন।
নাহমিচ্ছেয়মবনিং ত্বয়া দত্তাং প্রশাসিতুম্ ॥ ৫৬
অধর্মেণ ন গৃহ্ণীয়াং ত্বয়া দত্তাং মহীমিমাম্।
ন হি ধর্মঃ স্মৃতো রাজন্ ক্ষত্রিয়স্য প্রতিগ্রহঃ ॥ ৫৭
ত্বয়া দত্তাং ন চেচ্ছেয়ং পৃথিবীমখিলামহম্।
ত্বাং তু যুদ্ধে বিনির্জিত্য ভোক্তাস্মি বসুধামিমাম্ ৫৮

অনীশ্বরশ্চ পৃথিবীং কথং ত্বং দাতুমিচ্ছসি।
ত্বয়েয়ং পৃথিবী রাজন্ কিন্নু দত্তা তবৈব হি ॥ ৫৯
ধর্মতো যাচমানানাং প্রশমার্থং কুলস্য নঃ।
বার্ষ্ণেয়ং প্রথমং রাজন্ প্রত্যাখ্যায় মহাবলম্ ॥ ৬০
কিমিদানীং দদাসি ত্বং কো হি তে চিত্তবিভ্রমঃ।
অভিযুক্তস্তু কো রাজা দাতুমিচ্ছেদ্ধি মেদিনীম্ ॥৬১
ন ত্বমদ্য মহীং দাতুমীশঃ কৌরবনন্দন।
আচ্ছেত্তুং বা বলাদ্ রাজন্ স কথং দাতুমিচ্ছসি ॥ ৬২
মাং তু নির্জিত্য সংগ্রামে পালয়েমাং বসুন্ধরাম্।
সূচ্যগ্রেণাপি যদ্ ভূমেরপি ভিন্দ্যেত ভারত ॥ ৬৩
তন্মাত্রমপি তন্মহ্যং ন দদাতি পুরা ভবান্।
স কথং পৃথিবীমেতাং প্রদদাসি বিশাম্পতে ॥ ৬৪
সূচ্যগ্রং নাত্যজঃ পূর্বং স কথং ত্যজসি ক্ষিতিম্।
এবমৈশ্বর্যমাসাদ্য প্রশাস্য পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৬৫

রাজেন্দ্র! যাও, যাহার রক্ষক নিহত হইয়াছে, যোদ্ধারা নিহত হইয়াছে এবং সমস্ত রত্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই এই পৃথিবীকে তুমি আনন্দের সহিত উপভোগ কর; কারণ, তোমার জীবিকা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির এই বাক্য শ্রবণ করত জলে অবস্থিত আপনার পুত্র দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! তুমি জলে থাকিয়া আর্ত মানুষের ন্যায় প্রলাপ করিও না। তাত! শকুনির রবের ন্যায় তোমার এই বাক্য আমার মনে কোন রেখাপাত করিতেছে না ॥ ৫৫

সুযোধন! যদি তুমি ইহা দান করিতে সমর্থ হইতে, তথাপি আমি তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবীকে শাসন করিবার ইচ্ছা পোষণ করি না ॥ ৫৬

রাজন্! তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবীকে আমি অধর্মপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিব না; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান গ্রহণ করা ধর্ম বলিয়া কথিত হয় নাই ॥ ৫৭

তোমার দেওয়া এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি। যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করিয়া এই বসুধাকে উপভোগ করিব ॥ ৫৮

এখন তুমি নিজেই এই পৃথিবীর অধীশ্বর নও, সুতরাং ইহাকে দান করিতে অভিলাষী হইয়াছ কেন? রাজন্! যখন আমরা বনে শান্তি অনুভব করিবার জন্য পূর্বে ধর্মানুসারে আমাদেরই রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেই সময় তুমি কেন এই পৃথিবী আমাদের প্রদান কর নাই? ৫৯½

হে রাজন্! পূর্বে বৃষ্ণিবংশভূষণ মহাবল শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাকে পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়া এই সময় কেন দান করিতেছ? তোমার চিত্তে কেন এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইল? ৬০½

যে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত, এরূপ কোন রাজা কাহাকেও ভূমি-দান করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে? কৌরবনন্দন রাজন্! এখন তুমি কাহাকেও এই পৃথিবী দান করিতে পার না এবং বলপূর্বক উহা গ্রহণ করিতেও পার না। এরূপ অবস্থায় তোমার ভূমি-দানের ইচ্ছা কেন হইল? ৬১-৬২

আমাকে সংগ্রামে জয় করিয়া তুমি এই পৃথিবী পালন কর। ভারত! পূর্বে তুমি সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি ছেদ করা যাইতে পারে, ততটুকু পরিমাণ ভূমিও আমাকে দিতে ইচ্ছুক হও নাই। প্রজানাথ! আজ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কেন দান করিতেছ? ৬৩-৬৪

পূর্বে ত' তুমি সূচীর অগ্রভাগ পরিমিত ভূমিও ত্যাগ করিতে অভিলাষী হও নাই, এখন সমগ্র পৃথিবীকেই কেন ত্যাগ

কো হি মূঢ়ো বাবস্তেত শত্রোর্দাতুং বসুন্ধরাম্
ত্বং তু কেবলমৌখ্যেণ বিমূঢ়ো নাববুধ্যসে। ৬৬
পৃথিবীং দাতুকামোঽপি জীবিতেন বিমোক্ষ্যসে।
অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্। ৬৭
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ব্রজ লোকানুত্তমান্।
আবয়োর্জীবতো রাজন্ ময়ি চ ত্বয়ি চ ধ্রুবম্। ৬৮
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে নৌ ভবিষ্যতি।
জীবিতং তব দুষ্প্রজ্ঞ ময়ি সম্প্রতি বর্ততে। ৬৯
জীবয়েয়মহং কামং ন তু ত্বং জীবিতুং ক্ষম।
দহনে হি কৃতো যত্নস্ত্বয়াস্মাসু বিশেষতঃ। ৭০

আশীবিষৈর্বিষৈশ্চাপি জলে চাপি প্রবেশনৈঃ।
ত্বয়া বিনিকৃতা রাজন্ রাজ্যস্য হরণেন চ। ৭১
অপ্রিয়াণাঞ্চ বচনৈর্দ্রৌপদ্যাঃ কর্ষণেন চ।
এতস্মাৎ কারণাৎ পাপ জীবিতং তে ন বিদ্যতে। ৭২
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব যুদ্ধে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।
এবং তু বিবিধা বাচো জল্পযুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ।
কীর্তয়ন্তি স্ম তে বীরাস্তত্র তত্র জনাধিপ। ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বান্তর্গত-গদাপর্বণি সুযোধন-যুধিষ্ঠিরসংবাদে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩১

করিতেছ? এরূপ ঐশ্বর্য্যলাভ করত এই পৃথিবী শাসন করিয়া কোন মূর্খ পুরুষ শত্রুর হস্তে সেই পৃথিবীকে অর্পণ করিতে সমর্থ হয়? ৬৫½

তুমি ত' কেবল মূর্খতাবশতঃ নিজের বিবেককে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছ; সেই জন্য ইহা বুঝিতে পারিতেছ না যে, আজ এই ভূমি দানের ইচ্ছা করিলেও তোমাকে নিজের জীবন ত্যাগ করিতেই হইবে। ৬৬½

আমাদিগকে পরাজিত করিয়া হয় তুমি এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া উত্তম লোক-সমূহে গমন কর। ৬৭½

রাজন্! আমি ও তুমি উভয়ে জীবিত থাকিতে আমাদের জয়লাভ সম্বন্ধে চিরকালের জন্য সকল প্রাণীর মধ্যেই সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। ৬৮½

দুর্মতি দুর্য্যোধন! এই সময় তোমার জীবন আমার অধীনস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমি ইচ্ছানুসারে তোমাকে জীবনদান করিতে পারি, কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় জীবিত থাকিতে পারিবে না। ৬৯½

তোমার মনে পড়ে কি? তুমি আমাদের বধ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলে ভীমসেনকে বিষধর সর্প সকলের দ্বারা দংশন করাইয়াছিলে, বিষ খাওয়াইয়া তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছিলে, আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তুমি আমাদের প্রতারিত করিয়াছিলে, দ্রৌপদীকে বহু কটু কথা শুনাইয়াছিলে এবং তাহার কেশ ধরিয়া টানিতে টানিতে সভায় আনাইয়াছিলে, পাপী দুর্য্যোধন! এই সব কারণে তোমার জীবন প্রায় নষ্টই হইয়া গিয়াছে। উঠ, উঠ, যুদ্ধ কর; ইহাতে তোমার কল্যাণই হইবে ৭০-৭২½

হে নরাধিপ! সেই বিজয়ী বীর পাণ্ডবগণ সেখানে এইরূপ বারংবার নানাপ্রকার কথা বলিতে লাগিলেন। ৭৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্বে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(যুধিষ্ঠিরবাক্যেন হৃদাদ্ নির্গত্য কেনচিৎ পাণ্ডবেন সহ যুদ্ধং কর্তুং দুর্যোধনস্যোদ্যোগঃ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এবং সন্তর্জ্যমানস্তু মম পুত্রো মহীপতিঃ।
প্রকৃত্যা মন্যুমান্ বীরঃ কথমাসীৎ পরন্তপ ॥ ১
ন হি সন্তর্জনাং তেন শ্রুতপূর্বা কথঞ্চন।
রাজভাবেন মান্যশ্চ সর্বলোকস্য সোঽভবৎ ॥ ২
যস্যাতপত্রচ্ছায়ায়াং শ্বেতা ভানোস্তথা প্রভা।
খেদায়ৈবাভিমানিত্বাৎ সহেৎ সৈবং কথং গিরঃ ॥ ৩
ইয়ঞ্চ পৃথিবী সর্বা সম্প্রেক্ষাটবিকা ভৃশম্।
প্রসাদাদ্ ধ্রিয়তে যস্য প্রত্যক্ষং তব সঞ্জয় ॥ ৪
স তথা তর্জ্যমানস্তু পাণ্ডুপুত্রৈর্বিশেষতঃ
বিহীনশ্চ স্বকৈর্ভৃত্যৈর্নির্জনে চাবৃতো ভৃশম্। ৫
স শ্রুত্বা কটুকা বাচো জয়গৃদ্ধ্যুঃ পুনঃ পুনঃ।
কিমব্রবীৎ পাণ্ডবেয়াংস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ

তর্জ্যমানস্তদা রাজন্নুদকস্থস্তবাত্মজঃ।
যুধিষ্ঠিরেণ রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতেন হ ॥ ৭
শ্রুত্বা স কটুকা বাচো বিষমস্থো নরাধিপঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য সলিলস্থঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮
সলিলান্তর্গতো রাজা ধুন্বন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ।
মনশ্চকার যুদ্ধায় রাজানং তাভিরাহবে ॥ ৯
যূয়ং সমুদ্যতাঃ পার্থাঃ সর্বে সরথ-বাহনাঃ।
অহমেকঃ পরিম্লানো বিরথো হতবাহনঃ ॥
আওলম্ব্রে রথোপেতৈরষ্টভিঃ পরিবারিতঃ
কথমেকঃ পদাতিঃ সন্নরথস্থো যোদ্ধুমুৎসহে ॥ ১১
একৈকেন তু মাং যূয়ং যোধয়ধ্বং যুধিষ্ঠির।
ন হ্যেকো বহুভিঃ শূরৈর্ন্যায্যো যোদ্ধুং কথঞ্চন যুধি ॥ ১২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বাক্যে হ্রদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কোন এক পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্যোধনের উদ্যোগ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! শত্রুতাপন আমার বীর পুত্র দুর্যোধন স্বভাবতঃই ক্রোধী ছিল। যখন যুধিষ্ঠির তাহাকে এই ভাবে তিরস্কার করিল, তখন তাহার অবস্থা কিরূপ হইল? ১

সে পূর্বে কখনও কাহার নিকট হইতে এরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে নাই; কারণ, সে রাজা বলিয়া সকলেরই সম্মানের পাত্র ছিল। ২

অভিমানী ছিল বলিয়া যাহার মনে নিজের ছত্রের ছায়া ও সূর্যের প্রভাও খেদ উৎপন্ন করিত, সে এরূপ কঠোর বাক্য কি ভাবে সহ্য করিতেছিল? ৩

সঞ্জয়! তুমি ত' প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছ যে, এই ম্লেচ্ছ ও বন্য জাতিগণের সহিত সম্পূর্ণ পৃথিবী দুর্যোধনের করুণাতেই জীবন ধারণ করিতেছে। ৪

সেই সময় দুর্যোধন নিজ ভৃত্যগণরহিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নির্জন স্থানে শত্রুদের দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। এই অবস্থায় বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ যখন তাহাকে কটু বাক্য শুনাইতে লাগিল, তখন শত্রুদের বিজয়যুক্ত সেই কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে কি বলিল? ৫-৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজাধিরাজ! রাজন্! সেই সময় ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির যখন এরূপ তিরস্কার করিলেন, তখন জলে অবস্থিত আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন এই কঠোর বাক্যসকল শ্রবণ করত সেই বিষম পরিস্থিতিতে বারংবার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি জলের মধ্যেই অবস্থান করত পুনঃ পুনঃ হস্তদ্বয় সঞ্চালিত করিতে করিতে মনে মনে যুদ্ধের জন্য নিশ্চয় করিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ৭-৯

তোমরা সকলে নিজ হিতৈষী সুহৃদ্‌গণকে সঙ্গে আনিয়াছ! তোমাদের রথ ও বাহন সকলও আছে। কিন্তু আমি একাকী, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং চিন্তিত, রথহীন ও বাহনশূন্য। ১০

তোমরা সংখ্যায় অধিক। তোমরা রথে উপবিষ্ট থাকিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করত আমাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছ সুতরাং আমি একাকী পদব্রজে অস্ত্রহীন হইয়া কিভাবে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? ১১

যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে এক একজন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর। যুদ্ধে বহু সংখ্যক বীরের সহিত কোন একজন যোদ্ধাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা ন্যায়োচিত হইবে না। ১২

বিশেষতো বিকবচঃ শ্রান্তশ্চাপৎসমাশ্রিতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ শ্রান্তবাহনসৈনিকঃ ॥ ১৩
ন মে ত্বত্তো ভয়ং রাজন্ ন চ পার্থাদ্ বৃকোদরাৎ।
ফাল্গুনাদ্ বাসুদেবাদ্ বা পঞ্চালেভ্যোঽথবা পুনঃ ॥ ১৪
যমাভ্যাং যুযুধানাদ্ বা যে চান্যে তব সৈনিকাঃ।
একঃ সর্বানহং ক্রুদ্ধো বারয়িষ্যে যুধি স্থিতঃ ॥ ১৫
ধর্মমূলা সতাং কীর্তির্মনুষ্যাণাং জনাধিপ।
ধর্মং চৈবেহ কীর্তিঞ্চ পালয়ন্ প্রব্রবীম্যহম্ ॥১৬
অহমুত্থায় সর্বান্ বৈ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে।
অনুপম্যাসতান্ সর্বানৃতূন্ সংবৎসরো যথা ॥ ১৭
অদ্য বঃ সরথান্ সাশ্বানশস্ত্রো বিরথোঽপি সন্।
নক্ষত্রাণীব সর্বাণি সবিতা রাত্রিসংক্ষয়ে ॥ ১৮
তেজসা নাশয়িষ্যামি স্থিরীভবত পাণ্ডবাঃ।
অনৃণ্যং গমিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাং যশস্বিনাম্ ॥ ১৯

বাহ্লীক-দ্রোণ-ভীষ্মাণাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
জয়দ্রথস্য শূরস্য ভগদত্তস্য চোভয়োঃ ॥ ২০
মদ্ররাজস্য শল্যস্য ভূরিশ্রবস এব চ।
পুত্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥ ২১
মিত্রাণাং সুহৃদাং চৈব বান্ধবানাং তথৈব চ।
আনৃণ্যমদ্য গচ্ছামি হত্বা ত্বাং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ২২
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিররাম জনাধিপঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিষ্ট্যা ত্বমপি জানীষে ক্ষত্রধর্মং সুযোধন ॥ ২৩
দিষ্ট্যা তে বর্ততে বুদ্ধির্যুদ্ধায়ৈব মহাভুজ।
দিষ্ট্যা শূরোঽসি কৌরব্য দিষ্ট্যা জানাসি সঙ্গরম্ ॥ ২৪
যত্তমেকো হি নঃ সর্বান্ সঙ্গরে যোদ্ধুমিচ্ছসি।
এক একেন সঙ্গম্য যং তে সম্মতমায়ুধম্ ॥ ২৫
তৎ ত্বমাদায় যুধ্যস্ব প্রেক্ষকাস্তে বয়ং স্থিতাঃ।
ব্রূয়মিষ্টঞ্চ তে কামং বীর ভূয়ো দদাম্যহম্ ॥ ২৬

বিশেষতঃ সেজন্য এক অবস্থায় যখন তাহার দেহে কবচ বদ্ধ নাই, যে পরিশ্রান্ত, বিপদগ্রস্ত, অত্যন্ত আহত এবং যাহার বাহন ও সৈন্যরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা কাহারও উচিত হইবে না। ১৩

রাজন্! আমার তোমার নিকট হইতে কোন ভয় নাই, এরূপ না যুধিষ্ঠির ভীমসেন হইতে, না অর্জুন হইতে, না শ্রীকৃষ্ণ হইতে এবং না পাঞ্চালগণ হইতে আমার কোন ভয় আছে। নকুল-সহদেব, সাত্যকি এবং অন্য তোমার যে যে সমস্ত সৈন্য আছে, তাহাদিগকেও আমি ভয় করি না। যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিলে পর আমি একাকীই তোমাদের সকলকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। ১৪-১৫

হে নরেশ্বর! সজ্জন পুরুষগণের কীর্তির মূল হইল ধর্ম। আমি এখানে সেই ধর্ম ও কীর্তি পালন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছি। ১৬

আমি উত্থিত হইয়া রণাঙ্গনে এক একজন করিয়া তোমাদের সকলের সহিতই সেইভাবে যুদ্ধ করিব, যেরূপ সংবৎসর এক এক করিয়া অতিবাহিত ও ক্রমাগত ঋতুসকলকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৭

পাণ্ডবগণ! তোমরা স্থির হইয়া অবস্থান কর। আজ আমি অস্ত্রহীন ও রথহীন হইয়াও অশ্ব এবং রথের উপর উপবেশন পূর্বক উপস্থিত তোমাদের সকলকে বীর তেজে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিব, যেরূপ রাত্রিশেষে সূর্যদেব নিজ তেজে সমস্ত নক্ষত্র-মণ্ডলকে অদৃশ্য করিয়া থাকেন। ১৮-১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ আমি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোমাকে বধ করিয়া সেই যশস্বী ক্ষত্রিয়বর্গের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব। বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, মহাত্মা কর্ণ, বীরবর জয়দ্রথ, ভগদত্ত, মদ্ররাজ শল্য, ভূরিশ্রবা, সুবলপুত্র শকুনি এবং পুত্র, মিত্র ও সুহৃদ্‌গণ এবং বন্ধু-বান্ধবদিগেরও ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিয়া নীরব হইয়া যাইলেন। ১৯-২২½

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম জান। মহাবাহু দুর্যোধন! সৌভাগ্যবশতঃ তোমার বুদ্ধি যুদ্ধ করিতে উদ্যত আছে। কুরুনন্দন! ভাগ্যবশতঃ তুমি বীর হইয়া জন্মলাভ করিয়াছ এবং সৌভাগ্যেরই বলে তুমি যুদ্ধ করিতেও জান। ২৩-২৪

তুমি রণাঙ্গনে একাকী এক একজন করিয়া আমাদের সহিত যে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তাহাই হইবে। যে অস্ত্র তোমার মনোমত হইবে, তাহাই লইয়া তুমি এক একজন করিয়া আমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ কর। আমরা সকলে দর্শক হইয়া উহা অবলোকন করিব। ২৫½

বীর! আমি নিজেই পুনরায় তোমাকে এই অভীষ্ট বরদান

হত্বৈকং ভবতো রাজ্যং হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি।

দুর্যোধন উবাচ।

একস্তেদ্ যোদ্ধুমাক্রন্দে শূরোঽস্তু মম দীয়তাম্। ২৭
আয়ুধানামিয়ং চাপি বৃতা ত্বৎসম্মতে গদা।
হত্বৈকং ভবতামেকঃ শক্যো মাং যোঽভিমন্যতে। ২৮
পদাতির্গদয়া সংখ্যে স যুধ্যতু ময়া সহ।
বৃত্তানি রথযুদ্ধানি বিচিত্রাণি পদে পদে॥ ২৯
ইদমেকং গদাযুদ্ধং ভবত্বদ্ভুতং মহৎ।
অস্ত্রাণামপি পর্য্যায়ং কর্তুমিচ্ছন্তি মানবাঃ। ৩০
যুদ্ধানামপি পর্য্যায়ো ভবত্বনুমতে তব।
গদয়া ত্বাং মহাবাহো বিজেষ্যামি সহানুজম্॥ ৩১
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব যে চান্যে তব সৈনিকাঃ।
ন হি মে সম্ভ্রমো জাতু শক্রাদপি যুধিষ্ঠির॥ ৩২

যুধিষ্ঠির উবাচ

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারে মাং যোধয় সুযোধন।
এক একেন সঙ্গম্য সংযুগে গদয়া বলী॥ ৩৩
পুরুষো ভব গান্ধারে যুধ্যস্ব সুসমাহিতঃ।
অদ্য তে জীবিতং নাস্তি যদীন্দ্রোঽপি ভবাশ্রয়ঃ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতৎ স নরশার্দূলো নামৃষ্যত ভবাত্মজঃ।
সলিলান্তর্গতঃ শ্বভ্রে মহানাগ ইব শ্বসন্॥ ৩৫
অথাসৌ বাক্প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
বচো ন মমৃষে রাজন্নুত্তমাশ্বঃ কশামিব॥ ৩৬
সংক্ষোভ্য সলিলং বেগাদ্ গদামাদায় বীর্য্যবান্।
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণাম্॥ ৩৭
অম্ভসো লাৎ সমুত্তস্থৌ নাগেন্দ্র ইব নিঃশ্বসন্।
স ভিত্ত্বা স্তম্ভিতং তোয়ং স্কন্ধে কৃত্বাঽঽয়সীং গদাম্॥ ৩৮
উদতিষ্ঠত পুত্রস্তে প্রতপন্ রশ্মিবানিব।
ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্বীং জাতরূপপরিষ্কৃতাম্॥ ৩৯

করিতেছ যে, "তুমি যদি আমাদের একজনকেও বধ করিতে পার, তবে সম্পূর্ণ রাজ্য তোমারই হইবে অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া স্বর্গে গমন কর। ২৬।

দুর্যোধন বলিলেন,—রাজন্! যদি ইহাই স্থির হয়, তবে এই মহাসমরে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কোন একজন বীরকে প্রদান কর এবং তোমার সম্মতি অনুসারে একমাত্র গদাকেই আমি অস্ত্ররূপে বরণ করিলাম। ২৭।

আমি আরও এই কথা জানাইতেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে কোন একজন বীর; যে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজিত করিবার অভিমান করে, সে রণাঙ্গনে পদাতি হইয়া গদার দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক। ২৮।

রথের বিচিত্র যুদ্ধ ত' পদে পদে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আজ এই এক অদ্ভুত গদাযুদ্ধও অনুষ্ঠিত হউক। ২৯।

মনুষ্যগণ পর্য্যায়ক্রমে এক এক অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু আজ তোমার অনুমতি অনুসারে এই গদাযুদ্ধও ক্রমশঃ এক একজনের সহিত হউক। ৩০।

মহাবাহো! আমি গদার দ্বারা ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোমাকে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে এবং তোমার অপর সৈন্যদিগকেও পরাজিত করিব। যুধিষ্ঠির! আমি ইন্দ্র হইতেও কোনরূপ বিলাস্ত হই না। ৩১-৩২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! সুযোধন! উঠ উঠ এবং আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি অতীব বলবান্, সুতরাং যুদ্ধে গদার দ্বারা তুমি একাকীই কোন এক বীরের সহিত মিলিত হইয়া নিজের পুরুষত্বের পরিচয় দাও। একাগ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধ কর। যদি ইন্দ্রও তোমার আশ্রয়দাতা হন্, তথাপি আজ তোমার প্রাণ জীবিত থাকিবে না। ৩৩-৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠিরের এই কথাকে জলে অবস্থিত আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সলিলমধ্যে স্থিত বিশাল সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস করিতে লাগিলেন। ৩৫

রাজন্! যেরূপ শ্রেষ্ঠ অশ্ব কশার আঘাত সহ্য করে না, সেইরূপ বাক্যরূপী কশাঘাতে বারংবার পীড়িত রাজা দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্যকে সহ্য করিতে পারিলেন না। ৩৬

সেই পরাক্রমশালী বীর দুর্যোধন তীব্র বেগে স্বর্ণময় অঙ্গদ ভূষিত ও লৌহনির্ম্মিত গদা ধারণ করত জলকে ক্ষোভিত করিয়া জলের মধ্য হইতে উত্থিত অবস্থান করিলেন এবং সর্পরাজের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৩৭।

স্কন্ধের উপর লৌহ গদা স্থাপন করত বদ্ধ জলকে ভেদ করিয়া আপনার সেই প্রতাপশালী পুত্র দুর্যোধন সূর্য্যের ন্যায় উত্থিত হইলেন। ৩৮।

ইহার পর মহাবল বুদ্ধিমান্ দুর্যোধন লৌহনির্ম্মিত ও সুবর্ণ ভূষিত ভারী গদা হস্তে ধারণ করিলেন। ৩৯।

গদাং পরামৃশদ্ ধীমান ধার্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
গদাহস্তং তু তং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমমিব পর্বতম্ ॥ ৪০
প্রজানামিব সংক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্।
সগদো ভারতো ভাতি প্রতপন্ ভাস্করো যথা ॥ ৪১
তমুত্তীর্ণং মহাবাহুং গদাহস্তমরিন্দমম্।
মেনিরে সর্বভূতানি দণ্ডপাণিমিবান্তকম্ ॥ ৪২
বজ্রহস্তং যথা শক্রং শূলহস্তং যথা হরম্।
দদৃশুঃ সর্বপাঞ্চালাঃ পুত্রং তব জনাধিপ ॥ ৪৩
তমুত্তীর্ণং তু সম্প্রেক্ষ্য সমহৃষ্যন্ত সর্বশঃ।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ তেঽন্যোন্যস্য তলান্ দদুঃ ॥ ৪৪
অবহাসং তু তং মত্বা পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
উদ্ধৃত্য নয়নে ক্রুদ্ধো নিরীক্ষুরিব পাণ্ডবান্ ॥ ৪৫
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ
প্রত্যুবাচ ততস্তান্ বৈ পাণ্ডবান্ সহকেশবান্ ৪৬

হস্তে গদাধারণকারী দুর্যোধনকে পাণ্ডবগণ সেইভাবে দর্শন করিলেন, যেন উহা শিখরযুক্ত এক পর্বত অথবা জীবগণের উপর কুপিত হইয়া হস্তে ত্রিশূল ধারণ করত রুদ্রদেব দণ্ডায়মান আছেন ॥ ৪০-৪১

এই গদাধারী ভরতবংশধর বীর তাপদানরত সূর্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। শত্রুদমনকারী মহাবাহু দুর্যোধনকে হস্তে গদাধারণ করত জল হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, যেন সাক্ষাৎ দণ্ডধারী যম আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪১-৪২

হে নরাধিপ! সমস্ত পাঞ্চালগণ আপনার পুত্র দুর্যোধনকে বজ্রধারী ইন্দ্র ও ত্রিশূলধারী রুদ্রদেবের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

তাঁহাকে জল হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং পরস্পর করমর্দন করিতে বা হাততালি দিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

মহারাজ! তাঁহাদের এই করমর্দনকে দুর্যোধন নিজের পক্ষে উপহাস বলিয়া মনে করিলেন। সেইহেতু ক্রোধে চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া পাণ্ডবদের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন তাহাদের দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥ ৪৫

তিনি নিজের ভ্রুকুটিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দন্ত

দুর্যোধন উবাচ।
অস্যাবহাসস্য ফলং প্রতিভোক্ষ্যথ পাণ্ডবাঃ।
গমিষ্যথ হতাঃ সদ্যঃ সপাঞ্চালা যমক্ষয়ম্ ॥ ৪৭
সঞ্জয় উবাচ।
উত্থিতস্তু জলাৎ তস্মাৎ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
অতিষ্ঠত গদাপাণী রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥ ৪৮
তস্য শোণিতদিগ্ধস্য সলিলেন সমুক্ষিতম্।
শরীরং স্ম তদা ভাতি প্রবৃদ্ধমিব মহীধরঃ ॥ ৪৯
তমুদ্যতগদং বীরং মেনিরে তত্র পাণ্ডবাঃ।
বৈবস্বতমিব ক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্ ॥ ৫০
স মেঘনিনদো হর্ষান্নর্দন্নিব চ গোবৃষঃ।
আজুহাব ততঃ পার্থান্ গাদয়া যুধি বীর্যবান্ ॥ ৫১
দুর্যোধন উবাচ
একৈকেন চ মাং যূয়মাসীদত যুধিষ্ঠির।
ন হ্যেকো বহুভির্ন্যায্যো বীরো যোধয়িতুং যুধি ॥ ৫২

সকলের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করত ভ্রূকুটি সহ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬

দুর্যোধন বলিলেন,—পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ! এই উপহাসের ফল তোমাদের এখনই ভোগ করিতে হইবে। আমার দ্বারা নিহত হইয়া তোমরা তৎক্ষণাৎ যমলোকে গমন করিবে ॥ ৪৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধন সেই জল হইতে উত্থিত হইয়া হস্তে গদাধারণ পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি রক্তে আপ্লুত ছিলেন ॥ ৪৮

সেই সময় রক্তে আপ্লুত দুর্যোধনের শরীর জলে আর্দ্র হইয়া জলের স্রোতবাহী পর্বতের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৯

সেখানে হস্তে গদা উত্তোলিত করিয়া বীর দুর্যোধনকে পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ যমরাজ এবং ত্রিশূল লইয়া অবস্থিত রুদ্রের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

সেই পরাক্রমশালী বীর দুর্যোধন গর্জনকারী বৃষের ন্যায় মেঘতুল্য গম্ভীর গর্জন করিতে করিতে হর্ষের সহিত গদাযুদ্ধ করিবার জন্য পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন ॥ ৫১

দুর্যোধন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তোমরা এক একজন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এস, কারণ, রণাঙ্গনে কোন এক বীর যোদ্ধাকে বহুসংখ্যক বীর যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা ন্যায় সঙ্গত হইবে না ॥ ৫২

স্তত্ত্ববর্মা বিশেষেণ শ্রান্তশ্চাপ্সু পরিপ্লুতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ হতবাহনসৈনিকঃ ॥ ৫৩
অবশ্যমেব যোদ্ধব্যং সর্বৈরেব ময়া সহ।
যুক্তং ত্বয়ুক্তমিত্যেতদ্ বেৎসি ত্বং চৈব সর্বদা ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মা ভূদিয়ং তব প্রজ্ঞা কথমেবং সুযোধন।
যদাভিমন্যুং বহবো জঘ্নুর্যুধি মহারথাঃ ॥ ৫৫
ক্ষত্রধর্মং ভৃশং ক্রূরং নিরপেক্ষং সুনির্ঘৃণম্।
অন্যথা তু কথং হন্যুরভিমন্যুং তথা গতম্ ॥ ৫৬
সর্বে ভবন্তো ধর্মজ্ঞাঃ সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ।
ন্যায়েন যুধ্যতাং প্রোক্তা শক্রলোকগতিঃ পরা ॥ ৫৭
যত্তেকস্তু ন হন্তব্যো বহুভির্ধর্ম এব তু।
তদাভিমন্যুং বহবো নিজঘ্নুস্তন্মতে কথম্ ॥ ৫৮
সর্বো বিমৃশতে জন্তুঃ কৃচ্ছ্রেষ্বো ধর্মদর্শনম্।
পদস্থঃ পিহিতং দ্বারং পরলোকস্য পশ্যতি ॥ ৫৯
আমুঞ্চ কবচং বীর মূর্ধজান্ যময়স্ব চ।
যচ্চান্যদপি তে নাস্তি তদপ্যাদৎস্ব ভারত ॥ ৬০
ইমমেকঞ্চ তে কামং বীর ভূয়ো দদাম্যহম্।
পঞ্চানাং পাণ্ডবেয়ানাং যেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥ ৬১
ত্বং হত্বা বৈ ভবান্ রাজা হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি।
ঋতে চ জীবিতাদ্ বীর যুদ্ধে কিং কর্ম তে প্রিয়ম্ ॥ ৬২

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তব সুতো রাজন্ বর্ম জগ্রাহ কাঞ্চনম্।
বিচিত্রঞ্চ শিরস্ত্রাণং জাম্বনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬৩
সোঽববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ শুভকাঞ্চনবর্মভৃৎ।
ররাজ রাজন্ পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব ॥ ৬৪
সন্নদ্ধঃ সগদো রাজন্ সজ্জং সংগ্রামমূর্ধনি।
অব্রবীৎ পাণ্ডবান্ সর্বান্ পুত্রো দুর্যোধনস্তব ॥ ৬৫

বিশেষতঃ সেইরূপ একজন বীর, যে নিজের কবচ মুক্ত করিয়া দিয়াছে, যে ক্লান্ত হইয়া জলে পরিপ্লুত হইয়া উহার মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে, যাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার বাহন ও সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে, তাহাকে বহু যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা উচিত নহে ॥ ৫৩

তোমাদের সকলের সহিত আমার অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিত; কিন্তু এ বিষয়ে কি উচিত এবং কি অনুচিত, ইহা তুমি সদা অবগত আছ ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! যখন তুমি বহু সংখ্যক মহারথীর সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে সেই সময় তোমার মনে কেন এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় নি? ৫৫

প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়-ধর্ম অতিশয় ক্রূর, কাহার অপেক্ষা করে না এবং অত্যন্ত নির্দয়। অন্যথা তোমরা সকলে ধর্মজ্ঞ, শৌর্যশালী বীর এবং যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াও সেরূপ এক অসহায় অবস্থায় অভিমন্যুকে বধ করিতে কিভাবে সমর্থ হইলে? ৫৬-৫৭

ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারী বীরগণের পক্ষে সর্বোত্তম ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়—ইহা কথিত আছে। বহু সংখ্যক যোদ্ধা মিলিত হইয়া কোন এক বীরকে বধ করিবে না, যদি ইহাই ধর্ম হয়, তবে তোমার সম্মতিতেই অনেক মহারথী মিলিত হইয়া অভিমন্যুকে বধ করিল কেন? ৫৭-৫৮

প্রায় সকল প্রাণীই যখন নিজে সঙ্কটে পতিত হয়, তখন নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্মশাস্ত্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া থাকে। তারপর যখন সে নিজে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় সে পরলোকের দ্বার বন্ধ বলিয়াই দেখিতে পায় ॥ ৫৯

বীর ভরতনন্দন! তুমি কবচ ধারণ কর, নিজের কেশকে উত্তমরূপে বন্ধন কর এবং যুদ্ধের আরও যে সমস্ত সামগ্রী আছে, যাহা তোমার নিকট নাই, উহাও গ্রহণ কর ॥ ৬০

বীর! আমি পুনরায় তোমাকে এক অভীষ্ট বরদান করিতেছি; পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে তুমি যে কোন একজনের সহিত যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাদের যে কোন একজনকে যদি বধ করিতে পার, তবে তুমিই রাজা হইবে অথবা যদি তুমি স্বয়ংই নিহত হও, তবে স্বর্গলোক লাভ করিবে। বীর! বল, যুদ্ধে জীবন রক্ষা ব্যতীত তোমার আর কোন প্রিয় কার্য আমরা করিতে পারি? ৬১-৬২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধন সুবর্ণময় কবচ এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন ॥ ৬৩

মহারাজ! শিরস্ত্রাণ বদ্ধ করিয়া সুন্দর সুবর্ণময় কবচ ধারণ করত আপনার পুত্র দুর্যোধন সুবর্ণময় গিরিরাজ মেরুর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৪

হে রাজন্! যুদ্ধের সম্মুখে সুসজ্জিত হইয়া কবচ বন্ধন ও হস্তে গদা ধারণ করত আপনার পুত্র দুর্যোধন সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বলিলেন ॥ ৬৫

ভ্রাতৃণাং ভবতামেকো যুধ্যতাং গদয়া সহ।
সহদেবেন বা যোৎস্যে ভীমেন নকুলেন বা ॥ ৬৬
অথবা ফাল্গুনেনাদ্য ত্বয়া বা ভরতর্ষভ।
যোৎস্যেঽহং সঙ্গরং প্রাপ্য বিজেষ্যে চ রণাজিরে ॥ ৬৭
অহমদ্য গমিষ্যামি বৈরস্যান্তং সুদুর্গমম্।
গদয়া পুরুষব্যাঘ্র হেমপট্টনিবন্ধয়া ॥ ৬৮
গদাযুদ্ধে ন মে কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তীতি চিন্তয়ে।
গদয়া বো হনিষ্যামি সর্ব্বানেব সমাগতান্ ॥ ৬৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোন একজন আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি সহদেব, নকুল, ভীমসেন, অর্জুন অথবা স্বয়ং তোমার সহিতও আমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥৬৬½

রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আমি তোমাদের যে কোন একজনের সহিত যুদ্ধ করিব এবং আমার এই বিশ্বাস আছে যে আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিব। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আজ আমি সুবর্ণপট্টমণ্ডিত গদার দ্বারা শত্রুতার পরপারে গমন করিব, যেখানে যাওয়া অন্যের পক্ষে অতিশয় কঠিন ॥ ৬৭-৬৮

আমি এ কথা সর্ব্বদা চিন্তা করি যে, গদাযুদ্ধে কেহই আমার সমান নহে। সম্মুখে আসিলে পর আমি গদার দ্বারা তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিতে পারি ॥ ৬৯

ন মে সমর্থাঃ সর্ব্বে বৈ যোদ্ধুং ন্যায়েন কেচন।
ন যুক্তমাত্মনা বক্তুমেবং গর্ব্বোদ্ধতং বচঃ ॥
অথবা সফলং হ্যেতৎ করিষ্যে ভবতাং পুরঃ ॥ ৭০
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সত্যং বা মিথ্যা বৈতদ্ ভবিষ্যতি।
গৃহ্যাতু চ গদা যো বৈ যোৎস্যতেঽদ্য ময়া সহ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি সুযোধন-যুধিষ্ঠিরসংবাদে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

তোমরা সকলে অথবা তোমাদের যে কোন একজন আমার সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ নও। আমার নিজেরই নিজের সম্বন্ধে এরূপ গর্বিত ও উদ্ধত বাক্য বলা উচিত নহে; তথাপি বলিতে হইল কিংবা বলিবার আর কি আবশ্যকতা আছে? আমি তোমাদের সম্মুখেই এই সমস্ত করিয়া দেখাইব ॥ ৭০

আমার বাক্য সত্য কিংবা মিথ্যা, তাহা এই মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হইয়া যাইবে। আজ আমার সহিত যে কেহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবে, সে গদা গ্রহণ করুক ॥ ৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার, ভীমসেনের প্রশংসা, ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্বাগ্‌যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবং দুর্য্যোধনে রাজন্ গর্জমানে মুহুর্মুহুঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু সংক্রুদ্ধো বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১
যদি নাম হ্যয়ং যুদ্ধে বরয়েৎ ত্বাং যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনং নকুলং চৈব সহদেবমথাপি বা ॥ ২
কিমিদং সাহসং রাজংস্ত্বয়া ব্যাহৃতমীদৃশম্।
একমেব নিহত্যাজৌ ভব রাজা কুরুষ্বিতি ॥ ৩
ন সমর্থানহং মন্যে গদাহস্তস্য সংযুগে।
এতেন হি কৃতা যোগ্যা বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ ॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার, ভীমসেনের প্রশংসা এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন এই কথা বলিতে বলিতে দুর্য্যোধন বারংবার গর্জন করিতে লাগিলেন, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির! যদি এই দুর্য্যোধন যুদ্ধে আপনাকে, অর্জ্জুনকে অথবা নকুল কিংবা সহদেবকে যুদ্ধের জন্য বরণ করে, তবে কি হইবে? ॥ ২

রাজন্! আপনি কেন এরূপ দুঃসাহসপূর্ণ বাক্য বলিলেন যে, তুমি আমাদের যে কোন এক ভ্রাতাকে বিনাশ করত রাজা হও, অতএব যুদ্ধ কর ॥ ৩

আমি ইহা মনে করি না যে, আপনারা যুদ্ধে গদাধারী দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতে পারিবেন। রাজন্! এই দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার লৌহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়াছে ॥ ৪½

আয়সে পুরুষে রাজন্ ভীমসেনজিঘাংসয়া।
কথং নাম ভবেৎ কার্য্যমস্মাভির্ভরতর্ষভ ॥ ৫
সাহসং কৃতবাংস্ত্বং তু হ্যনুক্রোশাদ্ নৃপোত্তম
নান্যমস্যানুপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে ॥ ৬
ঋতে বৃকোদরাৎ পার্থাৎ স চ নাতিকৃতশ্রমঃ।
তদিদং দ্যূতমারব্ধং পুনরেব যথা পুরা ॥ ৭
বিষমং শকুনেশ্চৈব তব চৈব বিশাম্পতে
বলী ভীমঃ সমর্থশ্চ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥ ৮
বলবান্ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্ বিশিষ্যতে।
সোঽয়ং রাজংস্ত্বয়া শত্রুঃ সমে পথি নিবেশিতঃ ॥৯
সুস্তশ্চাস্থা সুবিষমে কৃচ্ছ্রমাপাদিতা বয়ম্।
কো নু সর্বান্ বিনির্জিত্য শত্রূনেকেন বৈরিণা ॥ ১০
কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন চ তথা হারয়েদ্ রাজ্যমাগতম্।
পণিত্বা চৈকপাণেন রোচয়েদেবমাহবম্ ॥ ১১

ন হি পশ্যামি তং লোকে যোঽস্য দুর্যোধনং রণে।
গদাহস্তং বিজেতুং বৈ শক্তঃ স্যাদমরোঽপি হি ॥ ১২
ন ত্বং ভীমো ন নকুলঃ সহদেবোঽথ ফাল্গুনঃ।
জেতুং ন্যায়েন শক্তো বৈ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥ ১৩
স কথং বদসে শত্রুং যুধ্যস্ব গদয়েতি হি।
একঞ্চ নো নিহত্যাজৌ ভব রাজেতি ভারত ॥১৪
বৃকোদরং সমাসাদ্য সংশয়ো বৈ জয়ে হি নঃ।
ন্যায়তো যুধ্যমানানাং কৃতী হ্যেষ মহাবলঃ ॥ ১৫
একং বাস্মান্ নিহত্য ত্বং ভব রাজেতি বৈ পুনঃ।
নূনং ন রাজ্যভাগেষা পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাশ্চ সন্ততিঃ ॥ ১৬
অত্যন্তবনবাসায় সৃষ্টা বৈক্ষ্যায় বা পুনঃ।

ভীমসেন উবাচ।

মধুসূদন মা কার্ষীর্বিষাদং যদুনন্দন ॥ ১৭

ভরতভূষণ! এখন আমরা আপনার কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ করিব? নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি দয়াবশতঃ এই দুঃসাহসপূর্ণ কার্য্য করিয়াছেন ॥ ৫½

আমি কুন্তীপুত্র ভীমসেন ব্যতীত অপর কাহাকেও এরূপ দেখিতেছি না, যে গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতে পারে; কিন্তু ভীমসেনও গদাযুদ্ধ-বিষয়ে অধিক পরিশ্রম করেন নাই ॥ ৬½

এই সময় আপনি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় পাশাখেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। প্রজানাথ! আপনার এই পাশাখেলা শকুনির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ॥ ৭½

রাজন্! এ বিষয়ে আমি মনে করি ভীমসেন বলবান্ ও সমর্থ। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ-বিষয়ে অধিক অভ্যাস করায় গদাযুদ্ধে নিপুণ। একদিকে বলবান্ এবং অপর দিকে যদি যুদ্ধাভ্যাসী থাকে, তবে অত্যন্ত পুরুষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥ ৮½

অতএব মহারাজ! আপনি নিজ শত্রুকে সমান পথে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আপনি নিজেকে নিজেই অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও গুরুতর বিপদে পাতিত করিলেন ॥ ৯½

এরূপ আর কোন ব্যক্তি আছে, যে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিবার পর যখন একজনই সেখানে অবশিষ্ট রহিয়াছে, এবং সে-ও সঙ্কটে পড়িয়াছে, ইহার সহিত নিজ রাজ্যকে হস্তগত হইতে দেখিয়া সেই রাজ্যকেই পুনরায় পণ রাখিয়া পরাজিত হয় এবং এরূপ একজনের সহিত যুদ্ধ করিবার সর্ত্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হয়? ১০-১১

আমি জগতে এরূপ বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, তাহাতে তিনি যদি দেবতাও হন, যিনি আজ রণাঙ্গনে গদাধারী দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১২

আপনি ভীমসেন, নকুল, সহদেব অথবা অর্জুন—যে কেহ ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; কারণ, রাজা দুর্য্যোধনের অভ্যাসবশতঃ অভিজ্ঞতা অধিক আছে ॥ ১৩

ভারত! যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আপনি নিজের শত্রুকে এই কথা কেন বলিলেন যে, তুমি গদা দ্বারা যুদ্ধ কর এবং আমাদের যে কোন একজনকে বিনাশ করত রাজা হও ॥১৪

ভীমসেনের উপরও যদি যুদ্ধের ভার সমর্পণ করা হয়, তথাপি আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব কি না সন্দেহ আছে। কারণ, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের মধ্যে দুর্য্যোধনের অভ্যাসবশতঃ অভিজ্ঞতা অধিক ॥ ১৫

এই অবস্থায় আপনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, তুমি আমাদের যে কোন একজনকে বিনাশ করত রাজা হও। নিশ্চয়ই রাজা পাণ্ডু ও কুন্তীদেবীর সন্তান রাজ্য ভোগ করিবার অধিকারী নয়। বিধাতা ইহাকে অনন্ত কালপর্য্যন্ত বনবাস করিতে অথবা ভিক্ষা করিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৬½

ভীমসেন বলিলেন,—মধুসূদন! আপনি বিষাদ করিবেন

অদ্য পারং গমিষ্যামি বৈরস্য দুঃখদুর্গমম্।
অহং সুযোধনং সংখ্যে হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
বিজয়ো বৈ ধ্রুবঃ কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজস্য দৃশ্যতে।
আধত্তে ন গুণেনেয়ং গদা গুরুতরী মম ॥ ১৯
ন তথা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য মা কার্ষীর্মাধব ব্যথাম্।
অহমেনং হি গদয়া সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে ॥ ২০
ভবন্তঃ প্রেক্ষকাঃ সর্বে মম সন্তু জনার্দ্দন।
সামরানপি লোকাংস্ত্রীন্ নানাশস্ত্রধরান্ যুধি ॥ ২১
যোধয়েয়ং রণে কৃষ্ণ কিমুতাদ্য সুযোধনম্।

সঞ্জয় উবাচ।

তথা সম্ভাষমাণং তু বাসুদেবো বৃকোদরম্ ॥ ২২
হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ।
ত্বামাশ্রিত্য মহাবাহো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৩
নিহন্তারিং স্বকাং দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ।
ত্বয়া বিনিহতাঃ সর্বে ধৃতরাষ্ট্রসুতা রণে ॥ ২৪
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নাগাশ্চ বিনিপাতিতাঃ।
কলিঙ্গা মাগধাঃ প্রাচ্যা গান্ধারাঃ কুরবস্তথা ॥ ২৫
ত্বামাসাদ্য মহাযুদ্ধে নিহতাঃ পাণ্ডুনন্দন।
হত্বা দুর্য্যোধনং চাপি প্রযচ্ছোর্ব্বীং সসাগরাম্ ॥ ২৬
ধর্ম্মরাজায় কৌন্তেয় যথা বিষ্ণুঃ শচীপতেঃ।
ত্বাঞ্চ প্রাপ্য রণে পাপো ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ২৭
ত্বমস্য সকৃদ্বিনী ভঙ্ক্ত্বা প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যসি।
যত্নেন তু সদা পার্থ যোদ্ধব্যো ধৃতরাষ্ট্রজঃ ॥ ২৮
কৃতী চ বলবাংশ্চৈব যুদ্ধশৌণ্ডশ্চ নিত্যদা।
ততস্তু সাত্যকী রাজন্ পূজয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥ ২৯
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ধর্ম্মরাজপুরোগমাঃ।
তদ্ বচো ভীমসেনস্য সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৩০
ততো ভীমবলো ভীমো যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ৩১

না। যদুনন্দন! আজ আমি শত্রুতার অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইব, যেখানে গমন করা অপরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ॥ ১৭½

হে কৃষ্ণ! ইহাতে আমার অল্পও সংশয় নাই যে, এই যুদ্ধে আমি দুর্য্যোধনকে বধ করিব। আমি ত' ধর্ম্মরাজের সুনিশ্চিত জয় লাভ দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৮½

আমার এই গদা দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা ঢের গুণ ভারী, এরূপ গদা দুর্য্যোধনের নহে; মাধব! অতএব আপনি ব্যথিত হইবেন না। আমি সংগ্রামণে এই গদার দ্বারা ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার উৎসাহ রাখি ॥ ১৯-২০

জনার্দ্দন! আপনারা সকলে দর্শক হইয়া আমার যুদ্ধ দেখিতে থাকুন। হে কৃষ্ণ! আমি রণাঙ্গনে নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহধারী দেবতাগণ সহ ত্রিলোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি; সুতরাং এই দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে? ২১½

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীমসেন যখন এরূপ কথা বলিলেন; তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং এরূপ কহিলেন ॥ ২২½

মহাবাহো! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার আশ্রয় গ্রহণ করত শত্রুদিগকে সংহার করিয়া পুনরায় স্বীয় উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই তোমার দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ২৩-২৪

তুমি বহু রাজা, রাজপুত্র ও গজরাজগণকে বিনাশ করিয়াছ। পাণ্ডুনন্দন! কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কুরুদেশের যোদ্ধারাও এই মহাযুদ্ধে তোমার সম্মুখে আসিয়া নিহত হইয়াছে ॥ ২৫½

কুন্তীকুমার! ভগবান্ বিষ্ণু শচীপতি ইন্দ্রকে ত্রিলোকের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তুমিও দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া সমুদ্রসহ এই সমগ্রা ধরণী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পিত কর ॥ ২৬½

অবশ্যই রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পাপী দুর্য্যোধন নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তুমি উহার ভুজ্যা বিদীর্ণ করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে ॥ ২৭½

পার্থ! কিন্তু দুর্য্যোধনের সহিত তোমাকে যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতে হইবে; কারণ, সে গদা যুদ্ধ-বিষয়ে অভিজ্ঞ, বলবান্ এবং যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ॥ ২৮½

রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল-যোদ্ধারা সকলেই ভীমসেনের সেই বাক্যকে অভিনন্দন সমাদর করিলেন ॥ ২৯-৩০

তদনন্তর ভয়ঙ্কর বলশালী ভীমসেন সৃঞ্জয়গণের সহিত অবস্থান-কারী সূর্য্যতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৩১

অহমেতেন সঙ্গম্য সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে
ন হি শক্তো রণে জেতুং মামেষ পুরুষাধমঃ। ৩২
অস্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিহিতং হৃদয়ে ভৃশম্।
সুযোধনে ধার্তরাষ্ট্রে খাণ্ডবেঽগ্নিমিবার্জুনঃ। ৩৩
শল্যমভ্যুদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব হৃচ্ছয়ম্।
নিহত্য গদয়া পাপমদ্য রাজন্ সুখী ভব। ৩৪
অদ্য কীর্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যে তবানঘ।
প্রাণান্ শ্রিয়ং রাজ্যং মোক্ষ্যতেঽদ্য সুযোধনঃ। ৩৫
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শ্রুত্বা পুত্রং ময়া হতম্।
স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম যৎ তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্। ৩৬
ইত্যুক্ত্বা ভরতশ্রেষ্ঠো গদামুদ্যম্য বীর্যবান্।
উদতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহবয়ন্। ৩৭
তমাহ্বানমমৃষ্যন্ বৈ তব পুত্রোঽতিবীর্যবান্।
প্রত্যুপস্থিত এবাশু মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্। ৩৮
গদাহস্তং তব সুতং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্। ৩৯
তমেকাকিনমাসাদ্য ধার্তরাষ্ট্রং মহাবলম্।
বিযূথমিব মাতঙ্গং সমহৃষ্যন্ত পাণ্ডবাঃ। ৪০
ন সম্ভ্রমো ন চ ভয়ং ন চ গ্লানির্ন চ ব্যথা।
আসীদ্ দুর্যোধনস্যাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে। ৪১
সমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনস্তদা রাজন্ দুর্যোধনমথাব্রবীৎ। ৪২
রাজ্ঞাপি ধৃতরাষ্ট্রেণ ত্বয়া চাস্মাসু যৎকৃতম্।
স্মর তদ্ দুষ্কৃতং কর্ম যদ্ দ্যূতে বারণাবতে। ৪৩
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা।
দ্যূতে যদ্ বিজিতো রাজা শকুনের্বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ। ৪৪

আমি রণাঙ্গনে এই দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার উৎসাহ রাখি। এই নরাধম যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। ৩২

আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অত্যন্ত ক্রোধ সঞ্চিত আছে, উহা আজ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের উপর সেইভাবে নিক্ষেপ করিব, যেরূপ অর্জুন খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৩৩

পাণ্ডুনন্দন! নরেশ! আজ আমি গদার দ্বারা পাপী দুর্যোধনকে বধ করত আপনার হৃদয়ের কণ্টক উদ্ধার করিব; অতএব আপনি সুখী হউন। ৩৪

নিষ্পাপ রাজন্! আজ আপনার কণ্ঠে কীর্তিময়ী মালা পরাইব এবং আজ এই দুর্যোধন নিজ রাজলক্ষ্মী ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ৩৫

আজ আমার দ্বারা পুত্র দুর্যোধনকে নিহত হইতে শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র শকুনির পরামর্শে কৃত নিজের অশুভ কর্মসকল স্মরণ করিবেন। ৩৬

এই কথা বলিয়া ভরতবংশশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইলেন এবং যেরূপে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপে তিনি দুর্যোধনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ৩৭

মহারাজ! সেই সময় আপনার অত্যন্ত পরাক্রমশালী পুত্র দুর্যোধন ভীমসেনের সেই আহ্বানকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অতিক্রুদ্ধ তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন এক মদোন্মত্ত হস্তীর সহিত সঙ্ঘর্ষের জন্য উদ্যত হইয়াছে। ৩৮

হস্তে গদাধারণ করত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত আপনার পুত্র দুর্যোধনকে সমস্ত পাণ্ডবগণ শিখরবিশিষ্ট কৈলাস পর্বতের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৯

যেরূপ কোন মদমত্ত হস্তী নিজ দল হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়, সেইরূপ একাকী উপস্থিত আপনার মহাবল পুত্র দুর্যোধনকে পাইয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। ৪০

সেই সময় দুর্যোধনের কোনরূপ বিভ্রান্তি ছিল না এবং না ভয়, না গ্লানি ও না ব্যথা ছিল। তিনি যুদ্ধস্থলে সিংহের ন্যায় নির্ভয় ছিলেন। ৪১

রাজন্! শিখরযুক্ত কৈলাস-পর্বতের ন্যায় গদা উত্তোলিত করিয়া অবস্থিত দুর্যোধনকে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহাকে বলিলেন। ৪২

দুর্যোধন! তুমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছ ও বারণাবত-নগরে যাহা কিছু হইয়াছিল, সেই সমস্ত পাপকর্মকে এখন স্মরণ কর। ৪৩

দুরাত্মন্! তুমি জনপূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দান করিয়াছ, শকুনির পরামর্শ লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে ছলের দ্বারা পাশাখেলায় পরাজিত করিয়াছ এবং নিরপরাধ

যানি চান্যানি দুষ্টাত্মন্ পাপানি কৃতবানসি।
অনাগঃসু চ পার্থেষু তস্য পশ্য মহৎ ফলম্ ॥ ৪৫

তৎকৃতে নিহতঃ শেতে শরতল্পে মহাযশাঃ।
গাঙ্গেয়ো ভরতশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষাং নঃ পিতামহঃ ॥ ৪৬

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ হতঃ শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরস্য চাদিকর্ত্তাসৌ শকুনির্নিহতো রণে ॥ ৪৭

ভ্রাতরস্তে হতাঃ শূরাঃ পুত্রাশ্চ সহসৈনিকাঃ।
রাজানশ্চ হতাঃ শূরাঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৮

এতে চান্যে চ নিহতা বহবঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
প্রাতিকামী যথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃত্তথা ॥ ৪৯

অবশিষ্টস্ত্বমেবৈকঃ কুলঘ্নোঽধমপূরুষঃ।
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০

অদ্য তেঽহং রণে দর্পং সর্বং নাশয়িতা নৃপ।
রাজ্যাশাং বিপুলাং রাজন্ পাণ্ডবেষু চ দুষ্কৃতম্ ॥ ৫১

দুর্য্যোধন উবাচ।

কিং কত্থিতেন বহুনা যুধ্যস্বাদ্য ময়া সহ।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং বৃকোদর ॥ ৫২

কিং ন পশ্যসি মাং পাপ গদাযুদ্ধে ব্যবস্থিতম্।
হিমবচ্ছিখরাকারাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৫৩

গদিনং কোঽদ্য মাং পাপ হন্তুমুৎসহতে রিপুঃ।
ন্যায়তো যুধ্যমানশ্চ দেবৈরপি পুরন্দরঃ ॥ ৫৪

মা বৃথা গর্জ্জ কৌন্তেয় শারদাভ্রমিবাজলম্।
দর্শয়স্ব বলং যুদ্ধে যাবৎ তে তেঽদ্য বিদ্যতে ॥ ৫৫

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সহসৃঞ্জয়াঃ।
সর্বে সম্পূজয়ামাসুস্তদ্বচো বিজিগীষবঃ ॥ ৫৬

উন্মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দেন মানবাঃ
ভূয়ঃ সংহর্ষয়ামাসু রাজন্ দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥ ৫৭

কুন্তীপুত্রগণের উপর আরও অনেক পাপকর্ম ও অত্যাচার করিয়াছ, সেই সমস্ত কার্য্যের গুরুতর অশুভ ফল আজ তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে ॥ ৪৪-৪৫

তোমারই কারণে আমাদের সকলের পিতামহ মহাযশস্বী গঙ্গানন্দন ভীষ্ম আজ শরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন ॥ ৪৬

তোমারই অপরাধে আচার্য্য দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং শত্রুতার আদিস্রষ্টা সেই শকুনি—ইহারা সকলে রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন ॥ ৪৭

তোমার ভ্রাতৃগণ, বীর পুত্রেরা, সৈন্যসকল এবং যুদ্ধে অনিবৃত্ত অন্য বহু সংখ্যক সৌম্যশালী নরপতিগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছে ॥ ৪৮

ইহারা এবং আরও বহু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নিহত হইয়াছে। দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপী প্রাতিকামীও বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৯

এখন এই বংশের নাশকারী নরাধম একমাত্র তুমিই জীবিত আছ। আজ এই গদার আঘাতে তোমাকেও বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫০

হে নৃপ! আজ আমি রণাঙ্গনে তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। রাজন্! তোমার মনে রাজ্য লাভ করিবার যে তীব্র লালসা রহিয়াছে, তাহা এবং পাণ্ডবদের উপর কৃত তোমার সকল অত্যাচারও নষ্ট করিব ॥ ৫১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—বৃকোদর! তুমি বহু বড় বড় কথা বলিতেছ, ইহাতে কি লাভ হইবে? আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি তোমার যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিব ॥ ৫২

রে পাপী! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, আমি হিমালয়ের শিখরের ন্যায় বিশাল গদা হাতে লইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছি ॥ ৫৩

অরে পাপী! আজ এরূপ কোন্ শত্রু আছে, যে আমার হাতে গদা থাকিতে আমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে? ন্যায়-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিলে দেবগণের রাজা ইন্দ্রও আমাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না ॥ ৫৪

কুন্তীপুত্র! শরৎকালের নির্ম্মল মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিও না। আজ তোমার নিকট যত বল আছে, তৎসমস্তই তুমি যুদ্ধে দেখাও ॥ ৫৫

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া জয়াভিলাষী সমস্ত পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণও তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

হে রাজন্! যেরূপ মদমত্ত হস্তীকে হস্ততল বাদ্য করিয়া সকল মানুষ কুপিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা বারংবার হাততালি দিয়া রাজা দুর্য্যোধনের যুদ্ধবিষয়ক হর্ষ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হ্রেষন্তি চাসকৃৎ।
শব্দাণি সম্প্রদীপ্যন্তে পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি ভীমসেন-দুর্যোধন-সংবাদে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

চীৎকার এবং অশ্বগণ হ্রেষারবে করিতে লাগিল। এই সময় তাঁহাদের অস্ত্রসকলও দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৫৮

সেই সময় সেখানে জয়াভিলাষী পাণ্ডবদের হস্তীরা বারংবার

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে ভীমসেন ও দুর্যোধনের সংবাদবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বলরামস্যাগমনম্, পাণ্ডবৈস্তস্য পূজা, ভীমসেন-দুর্যোধনয়োর্যুদ্ধারম্ভশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ যুদ্ধে মহারাজ সুসংবৃত্তে সুদারুণে।
উপবিষ্টেষু সর্বেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১

ততস্তালধ্বজো রামস্তয়োর্যুদ্ধ উপস্থিতে।
শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যয়ো রাজন্নাজগাম হলায়ুধঃ ॥ ২

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ
উপগম্যোপসংগৃহ্য বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৩

পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদিদং বচনমব্রুবন
শিষ্যয়োঃ কৌশলং যুদ্ধে পশ্য রামেতি পার্থিব ॥ ৪

অব্রবীচ্চ তদা রামো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সপাণ্ডবম্।
দুর্যোধনঞ্চ কৌরব্যং গদাপাণিমবস্থিতম্ ॥ ৫
চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সম্প্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ ॥ ৬
শিষ্যয়োর্বৈ গদাযুদ্ধং দ্রষ্টুকামোঽস্মি মাধব।
ততস্তদা গদাহস্তৌ দুর্যোধন-বৃকোদরৌ ॥ ৭
যুদ্ধভূমিং গতৌ বীরাবুভাবেব ররাজতুঃ
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা পরিষ্বজ্য হলায়ুধম্ ॥ ৮
স্বাগতং কুশলং চাস্মৈ পর্যপৃচ্ছদ যথাতথম্।
কৃষ্ণো চাপি মহেষ্বাসাবভিবাদ্য হলায়ুধম্ ॥ ৯

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বলরামের আগমন, পাণ্ডবগণ কর্তৃক তাঁহার পূজা এবং ভীমসেন ও দুর্যোধনের যুদ্ধ আরম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইতে যাইল এবং সমস্ত পাণ্ডবগণ উহা দেখিবার জন্য যখন উপবিষ্ট হইলেন, তখন নিজ দুই শিষ্যের সংগ্রাম উপস্থিত হইবে পর উহার সংবাদ শ্রবণ করত তালচিহ্নিত ধ্বজবিশিষ্ট হলধর বলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১-২

উঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ পূর্বক বিধি অনুসারে পূজা করিলেন ॥ ৩

রাজন্! পূজা করিবার পর তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে বলরাম! আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দর্শন করুন ॥ ৪

সেই সময় বলরাম পাণ্ডবগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তে গদা লইয়া অবস্থিত কুরুবংশজাত দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিলেন মাধব! তীর্থযাত্রার জন্য আজ আমি বিয়াল্লিশ দিন বহির্গত হইয়াছি। আমি পুষ্যানক্ষত্রে যাত্রা করিয়াছিলাম এবং শ্রবণ-নক্ষত্রে পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি নিজ দুই শিষ্যের গদা-যুদ্ধ দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৫-৬½

তদনন্তর হস্তে গদা ধারণ করত দুর্যোধন ও ভীমসেন যুদ্ধ-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। এই দুই বীর তখন সেখানে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭½

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির বলরামকে আলিঙ্গন করত স্বাগত জানাইলেন এবং যথোচিতরূপে তাঁহার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮½

ধনুর্ধর মহাধনুর্ধর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বলরামকে প্রণাম করত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৯½

সম্বজাতে পরিপ্রীতৌ প্রীয়মাণৌ যশস্বিনৌ।
মাদ্রীপুত্রৌ তথা শূরৌ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥ ১০
অভিবাদ্য স্থিতা রাজন্ রৌহিণেয়ং মহাবলম্।
ভীমসেনোঽথ বলবান্ পুত্রস্তব জনাধিপ। ১১
তথৈব চোদ্যতগদৌ পূজয়ামাসতুর্বলম্।
স্বাগতেন চ তে তত্র প্রতিপূজ্য সমন্ততঃ ॥ ১২
পশ্য যুদ্ধং মহাবাহো ইতি তে রামমব্রুবন্।
এবমুচ্চৈর্মহাত্মানং রৌহিণেয়ং নরাধিপাঃ ॥ ১৩
পরিষজ্য তদা রামঃ পাণ্ডবান্ সহসৃঞ্জয়ান্।
অপৃচ্ছৎ কুশলং সর্বাং পার্থিবাংশ্চামিতৌজসঃ ॥ ১৪
তথৈব তে সমাসাদ্য প্রপ্রচ্ছুস্তমনাময়ম্।
প্রত্যভ্যর্চ্য হলী সর্বান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১৫
কৃত্বা কুশলসংযুক্তাং সংবিদঞ্চ যথাবয়ঃ।
জনার্দনং সাত্যকিঞ্চ প্রেম্ণা স পরিষস্বজে। ১৬

মূর্দ্ধ্নি চৈতাবুপাঘ্রায় কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত।
তৌ চ তং বিধিবদ্ রাজন্ পূজয়ামাসতুর্গুরুম্ ॥ ১৭
ব্রহ্মাণমিব দেবেশমিন্দ্রোপেন্দ্রৌ মুদান্বিতৌ।
ততোঽব্রবীদ্ ধর্মসুতো রৌহিণেয়মরিন্দমম্ ॥ ১৮
ইদং ভ্রাত্রোর্মহাযুদ্ধং পশ্য রামেতি ভারত।
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্বজঃ। ১৯
ন্যবিশৎ পরমপ্রীতঃ পূজ্যমানো মহারথৈঃ।
স বভৌ রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ ॥ ২০
দিবীব নক্ষত্রগণৈঃ পরিকীর্ণো নিশাকরঃ।
ততস্তয়োঃ সন্নিপাতস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ ॥ ২১
আসীদন্যোন্যকরো রাজন্ বৈরস্য তব পুত্রয়োঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবাগমনে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

রাজন্! মাদ্রীর দুই পুত্র বীরবর নকুল-সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রও রোহিণীনন্দন মহাবল বলরামকে প্রণাম করত বিনীতভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ১০½

হে নরাধিপ! ভীমসেন এবং আপনার বলবান্ পুত্র দুর্য্যোধন ইহারা উভয়ে গদা উত্তোলিত করিয়া বলরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ১১½

এই সব নরপতিগণ সর্ব্বতোভাবে স্বাগত পূর্ব্বক সমাদর করিয়া সেখানে মহাত্মা রোহিণীনন্দন বলরামকে বলিলেন—মহাবাহো! আপনি যুদ্ধ দর্শন করুন ॥ ১২-১৩

সেই সময় বলরাম পাণ্ডব, সৃঞ্জয় এবং অমিত বলশালী সমস্ত ভূপতিগণকে আলিঙ্গন করত তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৪

সেইরূপ সকল রাজাও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার আরোগ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হলধর সমস্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণকে সমাদর করত বয়সানুসারে সকলকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকিকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৫-১৬

রাজন্! এই দুইজনের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তিনি কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইঁহারাও উভয়ে নিজ গুরুজন বলরামকে বিধি অনুসারে সেইভাবে পূজা করিলেন, যেরূপ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (বিষ্ণু) প্রসন্নতার সহিত দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৭½

ভারত! তাহার পর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমন রোহিণী-নন্দন বলরামকে বলিলেন,—বলরাম! আপনি দুই ভ্রাতা ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের মহাযুদ্ধ দর্শন করুন ॥ ১৮½

তিনি এই কথা বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবাহু বলবান্ শ্রীমান্ বলরাম সেই মহারথীদের দ্বারা পূজিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অতিশয় প্রীতিসহকারে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৯½

রাজগণের মধ্যভাগে উপবিষ্ট নীলবস্ত্রপরিহিত গৌরবর্ণ বলরাম আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০½

রাজন্! তদনন্তর আপনার দুই পুত্র দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের মধ্যে শত্রুতার অবসানকারী ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চজনক সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ২১-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের আগমনবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বলরামস্য তীর্থযাত্রা, প্রভাসক্ষেত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে চন্দ্রস্য শাপমোচনকথনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

পূর্বমেব যদা রামস্তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে।
আমন্ত্র্য কেশবং যাতো বৃষ্টিভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১
সাহায্যং ধার্তরাষ্ট্রস্য ন চ কর্তাস্মি কেশব।
ন চৈব পাণ্ডুপুত্রাণাং গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥ ২
এবমুক্ত্বা তদা রামো যাতঃ ক্ষত্রনিসূদনঃ।
তস্য চাগমনং ভূয়ো ব্রহ্মন্ শংসিতুমর্হসি ॥ ৩
আখ্যাহি মে বিস্তরশঃ কথং রাম উপস্থিতঃ।
কথঞ্চ দৃষ্টবান্ যুদ্ধং কুশলো হ্যসি সত্তম ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

উপপ্লব্যে নিবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
প্রেষিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপং মধুসূদনঃ। ৫
শমং প্রতি মহাবাহো হিতার্থং সর্বদেহিনাম।
স গত্বা হাস্তিনপুরং ধৃতরাষ্ট্রং সমেত্য চ ॥ ৬
উক্তবান্ বচনং তথ্যং হিতং চৈব বিশেষতঃ।
ন চ তৎ কৃতবান্ রাজা যথা খ্যাতং হি তৎ পুরা ॥ ৭
অনবাপ্য শমং তত্র কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
আগচ্ছত মহাবাহুরুপপ্লব্যং জনাধিপ ॥ ৮
ততঃ প্রত্যাগতঃ কৃষ্ণো ধার্তরাষ্ট্রৈর্বিসর্জিতঃ।
অক্রিয়াযাং নরব্যাঘ্র পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ ॥ ৯
ন কুর্বন্তি বচো মহ্যং কুরবঃ কালনোদিতাঃ।
নির্গচ্ছধ্বং পাণ্ডবেয়াঃ পুণ্যেন সহিতা ময়া ॥ ১০
ততো বিভজ্যমানেষু বলেষু বলিনাং বরঃ।
প্রোবাচ ভ্রাতরং কৃষ্ণঃ রৌহিণেয়ো মহামনাঃ ॥ ১১
তেষামপি মহাবাহো সাহায্যং মধুসূদন।
ক্রিয়তামিতি তং কৃষ্ণো নাস্য চক্রে বচস্তদা ॥ ১২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[বলরামের তীর্থযাত্রা এবং প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব বর্ণন-প্রসঙ্গে চন্দ্রের শাপমোচন কথন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যখন মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই ভগবান্ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া অন্য বৃষ্ণিগণের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন এবং যাইবার সময় এই কথা বলিয়া যাইলেন যে, কেশব! আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনেরও সহায়তা করিব না ও পাণ্ডুপুত্রগণেরও সহায়তা করিব না। ১-২

বিপ্রবর! সেই দিন এই কথা বলিয়া যখন ক্ষত্রিয়-সংহারক বলরাম গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুনরায় আগমন কিরূপে হইল—ইহা কৃপা করিয়া বলুন ৩

সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি এই সব কথা বলিতে নিপুণ; অতএব আমাকে বিস্তারে বলুন—বলরাম কিভাবে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি কিরূপে যুদ্ধ দর্শন করিলেন। ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ রাজন্! যখন মহাত্মা পাণ্ডব-গণ উপপ্লব্য নামক স্থানে শিবির স্থাপন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন পাণ্ডবেরা সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য সন্ধিস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। ৫½

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করত ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সকলের পক্ষে বিশেষ হিতকারক এবং এবং যথার্থ বাক্য বলিলেন। ৬½

হে নরেশ্বর! কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য গ্রহণ করিলেন না। এই সব কথা পূর্বে যথাযথভাবে সবই বলিয়াছি। মহাবাহু পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সন্ধি স্থাপন করাইতে সমর্থ না হইয়া পুনরায় উপপ্লব্যে ফিরিয়া আসিলেন। ৭-৮

নরশ্রেষ্ঠ! কার্য সিদ্ধ না হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে সম্মতি গ্রহণ পূর্বক সেখান হইতে প্রত্যাগমন করত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন। ৯

কৌরবগণ কালের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য তাহারা আমার কথা শুনিল না। পাণ্ডবগণ! এখন তোমরা সকলে আমার সহিত পুণ্য নক্ষত্রে যুদ্ধের জন্য নির্গত হও। ১০

ইহার পর যখন সৈন্যগণের বিভাগ আরম্ভ হইল, তখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামনা বলরাম ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ১১

মহাবাহু মধুসূদন! সেই কৌরবদেরও তুমি সাহায্য কর, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় তাঁহার কথা শ্রবণ করিলেন না। ১২

ততো মন্যুপরীতাত্মা জগাম বহুনন্দনঃ।
তীর্থযাত্রাং হলধরঃ সরস্বত্যাং মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥
মৈত্রনক্ষত্রযোগে স্ম সহিতঃ সর্ষাদবৈঃ।
আস্তরামাস ভোজস্তু দুর্যোধনমরিন্দমঃ ॥ ১৪
যুযুধানেন সহিতো বাসুদেবস্তু পাণ্ডবান্।
রোহিণেয়ে গতে শূরে পুত্রেণ মধুসূদনঃ ॥ ১৫
পাণ্ডবেয়ান্ পুরস্কৃত্য যযাবভিমুখঃ কুরূন্।
গচ্ছন্নেব পথিস্থস্তু রামঃ প্রেষ্যানুবাচ হ ॥ ১৬
সম্ভারাংস্তীর্থযাত্রায়াং সর্বোপকরণানি চ।
আনয়ধ্বং দ্বারকায়ামগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা ॥ ১৭
সুবর্ণং রজতং চৈব ধেনূর্বাসাংসি বাজিনঃ।
কুঞ্জরাংশ্চ রথাংশ্চৈব খরোষ্ট্রং বাহনানি চ ॥ ১৮
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সর্বং তীর্থহেতোঃ পরিচ্ছদম্।
প্রতিস্রোতঃ সরস্বত্যাঃ গচ্ছধ্বং শীঘ্রগামিনঃ ॥ ১৯
ঋত্বিজশ্চানয়ধ্বং বৈ শতশশ্চ দ্বিজর্ষভান্।
এবং সন্দিশ্য তু প্রেষ্যান্ বলদেবো মহাবলঃ ॥ ২০

তীর্থযাত্রাং যযৌ রাজন্ কুরূণাং বৈশসে তদা।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতঃ সমন্তাদভিজগ্মিবান্ ॥ ২১
ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ তথান্যৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
রথৈর্গজৈস্তথাশ্বৈশ্চ প্রেষ্যৈশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ২২
গো-খরোষ্ট্রপ্রযুক্তৈশ্চ যানৈশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
শ্রান্তানাং ক্লান্তবপুষাং শিশূনাং বিপুলায়ুষাম্ ॥ ২৩
দেশে দেশে তু দেয়ানি দানানি বিবিধানি চ।
অর্চায়ৈ চার্থিনাং রাজন্ কৃপ্তানি বহুশস্তথা ॥ ২৪
তানি যানীহ দেশেষু প্রতীক্ষন্তি স্ম ভারত।
বুভুক্ষিতানামর্থায় কৃপ্তমন্নং সমন্ততঃ ॥ ২৫
যো যো যত্র দ্বিজো ভোজ্যং ভোক্তুং কাময়তে তদা।
তস্য তস্য তু তত্রৈবমুপজহ্রুস্তদা নৃপ ॥ ২৬
তত্র তত্র স্থিতা রাজন্ রৌহিণেয়স্য শাসনাৎ।
ভক্ষ্যপেয়স্য কুর্বন্তি রাশীংস্তত্র সমন্ততঃ ॥ ২৭
বাসাংসি চ মহার্হাণি পর্যঙ্কাস্তরণানি চ।
পূজার্থং তত্র কৃপ্তানি বিপ্রাণাং সুখমিচ্ছতাম ॥ ২৮

ইহাতে মনে মনে কুপিত ও খিন্ন হইয়া মহাযশস্বী বহুনন্দন হলধর সরস্বতীর তীরে তীর্থযাত্রার জন্য বহির্গত হইলেন। ১৩

ইহার পর শুভদিন সমাগত হইলে সমস্ত যাদবগণের সহিত অনুরাধানক্ষত্রে দুর্যোধনের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। ১৪

সাত্যকিসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে অগ্রে করত পুষ্য নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রের দিকে প্রস্থিত হইলেন। ১৫½

যাত্রা করিতে করিতে বলরাম স্বয়ং পথিমধ্যে অবস্থান করত নিজ সেবকগণকে বলিলেন,—তোমরা সকলে সত্বর দ্বারকা গমন করিয়া সেখান হইতে তীর্থযাত্রার আবশ্যকীয় সামগ্রীসকল অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অগ্নিহোত্রের অগ্নি এবং পুরোহিত-গণকে আনয়ন কর। ১৬-১৭

সুবর্ণ, রজত, দুগ্ধবতী গাভী, বস্ত্র, হস্তী, রথ, গদা ও উষ্ট্রাদি বাহনসকল এবং তীর্থোপযোগী অন্যান্য সামগ্রী আনয়ন কর। ১৮-½

শীঘ্রগামী সেবকগণ! তোমরা সরস্বতীর স্রোতের দিকে গমন কর এবং শত শত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিগ্‌গণকে আনয়ন কর। ১৯½

রাজন্! মহাবল বলরাম সেবকগণকে এইরূপ আজ্ঞাদান করত সেই সময় কুরুক্ষেত্রেই তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি সরস্বতীর স্রোতের দিকে গমন করত তাহার দুই তীরে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত ঋত্বিক্, সুহৃৎ, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রথ, হস্তী, অশ্ব ও সেবকগণও ছিলেন। বৃষ, গর্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বহুসংখ্যক রথের দ্বারা বলরাম পরিবৃত ছিলেন। ২০-২২½

রাজন্! সেই সময় তিনি দেশে দেশে শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহ রোগী, বালক ও বৃদ্ধগণকে সমাদর করিবার জন্য নানাবিধ দান-যোগ্য বস্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ২৩-২৪

ভারত! বিভিন্ন দেশসমূহে মনুষ্যগণ যে যে বস্তুর ইচ্ছা করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ভোজন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য সর্বত্র অন্নের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। ২৫

হে নৃপ! যে কোন দেশে যে যে ব্রাহ্মণ যখনই ভোজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, বলরামের সেবকগণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ভোজন করিবার বস্তু অর্পণ করিতেন। ২৬

রাজন্! রোহিণীনন্দন বলরামের আজ্ঞায় সেই সেবকগণ বিভিন্ন তীর্থস্থানে চারিদিকে ভোজন ও পান করিবার বস্তু-সকলের রাশি স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। ২৭

সুখকামী ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করিবার জন্য বহুমূল্য বস্ত্র, পালঙ্ক ও আস্তরণ প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। ২৮

যত্র যঃ স্বপতে বিপ্রো যো বা জাগর্তি ভারত।
তত্র তত্র তু তস্যৈব সর্বং ক্লৃপ্তমদৃশ্যত ॥ ২৯
যথাসুখং জনঃ সর্বো যাতি তিষ্ঠতি বৈ তদা।
যাতৃকামস্য যানানি পানানি তৃষিতস্য চ ॥ ৩০
বুভুক্ষিতস্য চান্নানি স্বাদূনি ভরতর্ষভ।
উপজহ্রুর্নরাস্তত্র বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ৩১
স পন্থাঃ প্রবভৌ রাজন্ সর্বস্যৈব সুখাবহঃ।
স্বর্গোপমস্তদা বীর নরাণাং তত্র গচ্ছতাম্।
নিত্যপ্রমুদিতোপেতঃ স্বাদুভক্ষ্যঃ শুভান্বিতঃ ॥ ৩২
বিপণ্যাপণপণ্যানাং নানাজনশতৈর্বৃতঃ।
নানাক্রমলতোপেতো নানারত্নবিভূষিতঃ ॥ ৩৩
ততো মহাত্মা নিয়মে স্থিতাত্মা।
পুণ্যেষু তীর্থেষু বসুনি রাজন্।
দদৌ দ্বিজেভ্যঃ ক্রতুদক্ষিণাশ্চ
যদুপ্রবীরো হলভৃৎ প্রতীতঃ ॥ ৩৪
দোগ্ধ্রীশ্চ ধেনূশ্চ সহস্রশো বৈ।
সুবাসসঃ কাঞ্চনবদ্ধশৃঙ্গীঃ।
হয়াংশ্চ নানাবিধদেশজাতান্
যানানি দাসাংশ্চ শুভান্ দ্বিজেভ্যঃ ॥ ৩৫
রত্নানি মুক্তামণিবিদ্রুমং চা-
প্যগ্র্যং সুবর্ণং রজতং সুশুভ্রম্।
অয়ন্ময়ং তাম্রময়ঞ্চ ভাণ্ডং
দদৌ দ্বিজাতিপ্রবরেষু রামঃ ॥ ৩৬
এবং স বিত্তং প্রদদৌ মহাত্মা।
সরস্বতীতীর্থবরেষু ভূরি।
যযৌ ক্রমেণাপ্রতিমপ্রভাব-
স্ততঃ কুরুক্ষেত্রমুদারবৃত্তিঃ ॥ ৩৭

জনমেজয় উবাচ।

সারস্বতানাং তীর্থানাং গুণোৎপাত্তিং বদস্ব মে।
ফলঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ কর্মনির্ব্যূঢ়মেব চ ॥ ৩৮

ভারত! যে ব্রাহ্মণ যে কোন স্থানে শয়ন করিতেন ও জাগরিত থাকিতেন, সেই স্থানে তাঁহার আবশ্যকীয় বস্তুসকল সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিতে দেখা যাইল ॥ ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তীর্থযাত্রায় সকল লোক সুখের সহিত গমন করিতে লাগিলেন এবং বিশ্রাম করিতে থাকিলেন। যাত্রীদের যদি ইচ্ছা হইত, তবে তাহাদের জন্য যান-বাহনও দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তৃষিত ব্যক্তিকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল এবং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে স্বাদিষ্ট অন্ন দেওয়া হইত। সেই সঙ্গে সেখানে বলরামের সেবকগণ বস্ত্র ও আভরণসকলও উপহাররূপে দান করিতেন ॥ ৩০-৩১

বীর নরেশ! সেখানে যাত্রাকারী সমস্ত লোকেরই সেই পথ স্বর্গের ন্যায় সুখদায়ক বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই পথে সর্ব্বদাই আনন্দ ছিল, স্বাদিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে পাওয়া যাইত এবং শুভই লাভ হইত ॥ ৩২

সেই পথে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের অভিপ্রেত বস্তু বিক্রয় করিবার জন্য বিপণ (বাজার) ও আপণ (দোকান) সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এই সব স্থান শত শত লোকে পূর্ণ ছিল এবং সকল স্থানই নানাবিধ বৃক্ষ এবং বহুপ্রকারের রত্নসমূহে বিভূষিত আছে দেখা যাইল ॥ ৩৩

রাজন্! যদুকুলের প্রধান বীর হলধারী মহাত্মা বলরাম নিয়ম পূর্ব্বক অবস্থান করত প্রসন্নতার সহিত পুণ্য তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণগণকে ধন ও যজ্ঞসকলের দক্ষিণা দান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

বলরাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী দান করিলেন। এই সব গাভীকে সুন্দর বস্ত্রসকলে সুসজ্জিত করত তাহাদের শৃঙ্গে স্বর্ণের পত্র যোজিত করা হইয়াছিল। এই সঙ্গে তিনি নানা দেশ হইতে উৎপন্ন অশ্ব, রথ ও সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত দাসগণকেও ব্রাহ্মণদের সেবার জন্য অর্পণ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

এইরূপ উদারবৃত্তি অনুপম প্রভাবশালী মহাত্মা বলরাম সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থে বহু ধন দান করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ যাত্রা করিতে করিতে তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে উত্তম ব্রহ্মন্! এখন আপনি আমাকে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী তীর্থসমূহের গুণ, প্রভাব ও উৎপত্তির কথা বলুন। ভগবন্! ক্রমশঃ এই সব তীর্থের সেবনের ফল এবং যে সকল কর্ম্মের দ্বারা সেখানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহার অনুষ্ঠানও

যথাক্রমেণ ভগবংস্তীর্থানামনুপূর্বশঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তীর্থানাঞ্চ ফলং রাজন্ গুণোৎপত্তিঞ্চ সর্বশঃ।
ময়োচ্যমানং বৈ পুণ্যং শৃণু রাজেন্দ্র কৃৎস্নশঃ ॥ ৪০

পূর্বং মহারাজ যদুপ্রবীর
ঋত্বিক্‌সুহৃদ্‌দ্বিপ্রগণৈশ্চ সর্বম্।
পুণ্যং প্রভাসং সমুপাজগাম
যত্রোডুরাড্ যক্ষ্মণা ক্লিশ্যমানঃ ॥ ৪১

বিমুক্তশাপঃ পুনরাপ্য তেজঃ
সর্বং জগদ্ ভাসয়তে নরেন্দ্র।
এবং তু তীর্থপ্রবরং পৃথিব্যাং
প্রভাসনাৎ তস্য ততঃ প্রভাসঃ ॥ ৪২

জনমেজয় উবাচ।

কথং তু ভগবন্ সোমো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত।
কথঞ্চ তীর্থপ্রবরে তস্মিংশ্চন্দ্রো সুমজ্জত ॥ ৪৩

কথমাপ্লুত্য তস্মিংস্তু পুনরাপ্যায়িতঃ শশী।
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামুনে ॥ ৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দক্ষস্য তনয়াস্তাস্তু প্রাদুরাসন্ বিশাম্পতে।
স সপ্তবিংশতিং কন্যা দক্ষঃ সোমায় বৈ দদৌ ॥ ৪৫

নক্ষত্রযোগনিরতাঃ সংখ্যানার্থঞ্চ তাভবন্।
পত্ন্যো বৈ তস্য রাজেন্দ্র সোমস্য শুভকর্মণঃ ॥ ৪৬

তাসু সর্বা বিশালাক্ষ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অত্যরিচ্যত তাসাং তু রোহিণী রূপসম্পদা ॥ ৪৭

ততস্তস্যাং স ভগবান্ প্রীতিং চক্রে নিশাকরঃ।
সাস্য হৃদ্যা বভূবাথ তস্মাৎ তাং বুভুজে সদা ॥ ৪৮

পুরা হি সোমো রাজেন্দ্র রোহিণ্যামবসৎ পরম্।
ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মহাত্মনঃ ॥ ৪৯

তা গত্বা পিতরং প্রাহুঃ প্রজাপতিমতন্দ্রিতাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ॥ ৫০

আপনি আমাকে বলুন। এই সমস্ত শ্রবণ করিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে ॥ ৩৮-৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আমি তোমাকে তীর্থ-সমূহের গুণ, প্রভাব, উৎপত্তি এবং তাহাদের সেবনে পুণ্য ফল বলিতেছি। এ সমস্ত তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪০

মহারাজ! যদুকুলের প্রধান বীর বলরাম সর্বপ্রথমে ঋত্বিক্, সুহৃৎ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত পুণ্যময় প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিলেন, যেখানে চন্দ্র রাজযক্ষ্মাতে কষ্ট ভোগ করত শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র! তিনিই পুনরায় নিজ তেজ লাভ করত সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করিতেছেন। এইভাবে চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়া বলিয়া সেই প্রধান তীর্থ এই ভূতলে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৪১-৪২

জনমেজয় বলিলেন,—চন্দ্র কিরূপে রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং সেই উত্তম তীর্থে তিনি কিভাবে স্নান করিয়াছিলেন? ৪৩

মহামুনে! সেই তীর্থে স্নান করিয়া চন্দ্র পুনরায় কিরূপে হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছিলেন? এই সব প্রসঙ্গ আপনি আমাকে সবিস্তরে বলুন ॥ ৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাত প্রজানাথ! প্রজাপতি দক্ষের বহু সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তিনি সাতাশ জন কন্যাকে চন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন ॥ ৪৫

রাজেন্দ্র! শুভকর্মকারী সোমের (চন্দ্রের) এই পত্নীগণ সময়ের গণনার জন্য নক্ষত্রসকলের সহিত সম্বন্ধ রক্ষাহেতু সেই নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৪৬

ইঁহারা সকলেই বিশালনেত্রসম্পন্না ছিলেন। এ ভূতলে ইঁহাদের রূপের সদৃশ রূপবতী কোন রমণীই ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে রোহিণী নিজ রূপসম্পদে অন্যান্য স্ত্রীগণ অপেক্ষা অধিক ছিলেন ॥ ৪৭

সেই জন্য ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন; ইনিই তাঁহার হৃদয়বল্লভা ছিলেন, সেইহেতু চন্দ্র সর্বদা তাঁহাকেই উপভোগ করিতেন ॥ ৪৮

রাজেন্দ্র! পূর্বকালে চন্দ্র সদা রোহিণীরই নিকটে থাকিতেন, সেই কারণে নক্ষত্রনামে প্রসিদ্ধা মহাত্মা চন্দ্রের অন্যান্য পত্নীগণ তাঁহার উপর কুপিত হইলেন ॥ ৪৯

ইঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করত নিজ পিতা দক্ষের নিকট গমন করত বলিলেন,—প্রভো! চন্দ্র আমাদের নিকট আগমন করেন না। তিনি সর্বদা রোহিণীকেই উপভোগ করেন ॥ ৫০

তা বয়ং সহিতাঃ সর্বাস্তৎসকাশে প্রজেশ্বর।
বৎস্যামো নিয়তাহারাস্তপশ্চরণতৎপরাঃ ॥ ৫১
শ্রুত্বা তাসাং তু বচনং দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাধর্মো মহান্ স্পৃশেৎ ॥ ৫২
তাস্ত সর্বাব্রবীদ্ দক্ষো গচ্ছধ্বং শশিনোঽন্তিকম্।
সমং বৎস্যতি সর্বাসু চন্দ্রমা মম শাসনাৎ ॥ ৫৩
বিসৃষ্টাস্তাস্তথা জগ্মুঃ শীতাংশুভবনং তদা।
তথাপি সোমো ভগবান্ পুনরেব মহীপতে ॥ ৫৪
রোহিণীং নিবসত্যেব প্রীয়মাণো মুহুর্মুহুঃ।
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্বা ভূয়ঃ পিতরমব্রুবন্ ॥ ৫৫
তব শুশ্রূষণে যুক্তা ব্যস্যামো হি তবান্তিকে।
সোমো বসতি নাস্মাসু নাকরোদ্ বচনং তব ॥ ৫৬
তাসাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাং শপ্স্যে বিরোচন ॥ ৫৭

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং দক্ষস্য ভগবান্ শশী।
রোহিণ্যা সার্ধমবসৎ ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥ ৫৮
গত্বা চ পিতরং প্রাহুঃ প্রণম্য শিরসা তদা।
সোমো বসতি নাস্মাসু তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥ ৫৯
রোহিণ্যামেব ভগবান্ সদা বসতি চন্দ্রমাঃ।
ন ত্বদচো গণয়তি নাস্মাসু স্নেহমিচ্ছতি ॥ ৬০
তস্মান্নস্ত্রাহি সর্বা বৈ যথা নঃ সোম আবিশেৎ।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাণং পৃথিবীপতে ॥ ৬১
সসর্জ রোষাৎ সোমায় স চোড়ুপতিমাবিশৎ।
স যক্ষ্মণাভিভূতাত্মাক্ষীয়তাহরহঃ শশী ॥ ৬২
যত্নং চাপ্যকরোদ্ রাজন্ মোক্ষার্থং তস্য যক্ষ্মণঃ।
ইষ্ট্বেষ্টিভির্মহারাজ বিবিধাভির্নিশাকরঃ ॥ ৬৩
ন চামুচ্যত পাপাদ্ বৈ ক্ষয়ং চৈবাভ্যগচ্ছত।
ক্ষীয়মাণে ততঃ সোমে ঔষধ্যো ন প্রজজ্ঞিরে ॥ ৬৪

প্রজেশ্বর! অতএব আমরা সকল ভগিনী একত্রে নিয়মিত আহার করত তপস্যা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনারই নিকটে বাস করিব। ৫১

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করত প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে বলিলেন,—সোম! তুমি নিজ পত্নীগণের প্রতি সমানভাবে ব্যবহার কর, যাহাতে তোমাতে মহাপাপ স্পর্শ করিতে না পারে। ৫২

তারপর দক্ষ সেই সব কন্যাদিগকে বলিলেন—এখন তোমরা সকলে চন্দ্রের নিকট গমন কর। সে আমার আজ্ঞায় তোমাদের সকলের প্রতি সমান ভাব প্রদর্শন করিবে। ৫৩

পৃথ্বীনাথ! তাঁহারা পিতার সম্মতি অনুসারে পুনরায় চন্দ্রের গৃহে আসিলেন, তথাপি চন্দ্র রোহিণীরই নিকটে অধিক সময় প্রীতিসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। ৫৪½

তখন সেই সব কন্যা পুনরায় একসঙ্গে নিজ পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—আমরা সকলে আপনার সেবায় নিরতা থাকিয়া আপনারই নিকটে বাস করিব। চন্দ্র আমাদের সমীপে অবস্থান করেন না। তিনি আপনার কথা প্রতিপালন করেন নাই। ৫৫-৫৬

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দক্ষ পুনরায় সোমকে বলিলেন,—প্রকাশমান চন্দ্রদেব! তুমি নিজ পত্নীগণের প্রতি সমানভাবে আচরণ কর, অন্যথা তোমাকে শাপদান করিব। ৫৭

দক্ষ এই কথা বলিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার কথা অবহেলা করত কেবল রোহিণীরই নিকট বাস করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অপর স্ত্রীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় পিতার নিকট গমন করত তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্! সোম আমাদের নিকট বাস করিতেছেন না, অতএব আপনি আমাদের আশ্রয় দান করুন। ৫৮-৫৯

ভগবান্ চন্দ্র সর্ব্বদা রোহিণীরই নিকটে বাস করিতেছেন। তিনি আপনার কথা গণনা করিতেছেন না। আমাদের উপর স্নেহভাব রক্ষা করিতেছেন না; অতএব আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন, যাহাতে চন্দ্র আমাদের সহিত সমভাব রক্ষা করেন। ৬০½

পৃথ্বীনাথ! এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ দক্ষ কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি চন্দ্রের জন্য রোষসহকারে রাজযক্ষার সৃষ্টি করিলেন। সে চন্দ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ৬১½

যক্ষাতে শরীর গ্রস্ত হইয়া যাওয়ায় চন্দ্র প্রতিদিন ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজন্! সেই যক্ষা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চন্দ্র বহু চেষ্টা করিলেন। ৬২½

মহারাজ! নানাপ্রকার যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও চন্দ্র সেই শাপ হইতে মুক্তি পাইলেন না এবং ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। ৬৩½

চন্দ্র ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় ওষধিসকল উৎপন্ন হইল না। ইহাদের স্বাদ, রস ও প্রভাব নষ্ট হইয়া যাইল। ৬৪½

নিরাস্বাদরসাঃ সর্বা হৃতবীর্য্যাশ্চ সর্বশঃ।
ওষধীনাং ক্ষয়ে জাতে প্রাণিনামপি সংক্ষয়ঃ ॥ ৬৫
কৃশাশ্চাসন্ প্রজাঃ সর্বাঃ ক্ষীয়মাণে নিশাকরে।
ততো দেবাঃ সমাগম্য সোমমূচুর্মহীপতে ॥ ৬৬
কিমিদং ভবতো রূপমীদৃশং ন প্রকাশতে।
কারণং ব্রূহি নঃ সর্বং যেনেদং তে মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৬৭
শ্রুত্বা তু বচনং তস্যো বিধাস্যামস্ততো বয়ম্।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ সর্বাংস্তান্ শশলক্ষণঃ ॥ ৬৮
শাপস্য লক্ষণং চৈব যস্মাণ্চ তথাঽনঃ।
দেবাস্তথা বচঃ শ্রুত্বা গত্বা দক্ষমথাব্রুবন্ ॥ ৬৯
প্রসীদ ভগবন্ সোমে শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্যতাম্।
অসৌ হি চন্দ্রমাঃ ক্ষীণঃ কিল্বিষেণেব হি লক্ষ্যতে ॥ ৭০
ক্ষয়াচ্চৈবাস্য দেবেশ প্রজাশ্চৈব গতাঃ ক্ষয়ম্।
বীরুদোষধয়শ্চৈব বীজানি বিবিধানি চ ॥ ৭১

ওষধিসকল ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় সমস্ত প্রাণিগণের ক্ষয় হইতে লাগিল। এইরূপে চন্দ্রের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রজা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল ॥ ৬৫ ॥

পৃথ্বীনাথ! সেই সময় দেবতাগণ চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার রূপ এতাদৃশ হইয়া যাইল কেন? তাহার প্রকাশ হইতেছে না কেন? আমাদিগকে সমস্ত কারণ বলুন, যাহার দ্বারা আপনি এরূপ মহাভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার কথা শ্রবণ করত আমরা এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার উপায় স্থির করিব। ৬৬-৬৭½

তাঁহারা এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর চন্দ্র তাঁহাদের সকলকে উত্তর দান করিতে করিতে নিজের প্রাপ্ত শাপের কারণ রাজযক্ষ্মার উৎপত্তির কথা বলিলেন ॥ ৬৮½

ইহার বাক্য শ্রবণ করত দেবতাগণ দক্ষের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি চন্দ্রের উপর প্রসন্ন হউন এবং এই শাপকে নিবৃত্ত করুন ॥ ৬৯½

চন্দ্র ক্ষীণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কিছু অংশ আর অবশিষ্ট দেখা যাইতেছে না। দেবেশ্বর! তাঁহার ক্ষয়ে লতা বীরুৎ, ওষধিসকলের নানাবিধ বীজ এবং সমস্ত প্রজারাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে ॥ ৭০-৭১

তাহাদের ক্ষয় হইয়া যাইলে আমরাও ক্ষয় হইয়া যাইব। তেষাং ক্ষয়ে ক্ষয়োঽস্মাকং বিনাশাভির্জগচ্চ কিম্।
ইতি জ্ঞাত্বা লোকগুরো প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭২
এবমুক্তস্ততো দেবান্ প্রাহ বাক্যং প্রজাপতিঃ।
নৈতচ্ছক্যং মম বচো ব্যাবর্ত্তয়িতুমন্যথা ॥ ৭৩
হেতুনা তু মহাভাগা নিবর্ত্তিষ্যতি কেনচিৎ।
সমং বর্ত্তেত সর্বাসু শশী ভার্য্যাসু নিত্যশঃ ॥ ৭৪
সরস্বত্যা বরে তীর্থে উন্মজ্জন্ শশলক্ষণঃ।
পুনর্বর্দ্ধিষ্যতে দেবাস্তদ্ বৈ সত্যং বচো মম ॥ ৭৫
মাসার্ধং ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি।
মাসার্ধং তু সদা বৃদ্ধিঃ সত্যমেতদ্ বচো মম ॥ ৭৬
সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা সরস্বত্যাঃ সমঙ্গমম্।
আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি ॥ ৭৭
সরস্বতীং ততঃ সোমঃ স জগামবিশাসনাৎ।
প্রভাসং প্রথমং তীর্থং সরস্বত্যা জগাম হ ॥ ৭৮

আমরা ক্ষীণ হইয়া যাইলে এই জগৎ কিভাবে থাকিবে? লোকগুরো! এই কথা জানিয়া আপনি চন্দ্রদেবের উপর কৃপা করুন ॥ ৭২

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর প্রজাপতি দক্ষ দেবগণকে বলিলেন,—মহাভাগ দেবগণ! আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। কোন বিশেষ কারণে উহা স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে ॥ ৭৩½

যদি চন্দ্র নিজের সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করে এবং সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করে, তবে পুনরায় সে পুষ্ট হইয়া যাইবে। দেবগণ! আমার বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে ॥ ৭৪-৭৫

সোম অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত (পনের দিন) প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে থাকিবে এবং অপর অর্দ্ধমাস নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আপনার এই কথা অবশ্যই সত্য হইবে ॥ ৭৬

পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে যেখানে সরস্বতী ও সমুদ্রের সঙ্গম হইয়াছে, সেখানে যাইয়া চন্দ্র দেবেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিলে পর সে পুনরায় নিজ কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৭৭

ঋষি দক্ষ প্রজাপতির এই আদেশে সোম সরস্বতীর প্রথম তীর্থ প্রভাস ক্ষেত্রে আগমন করিলেন ॥ ৭৮

অমাবাস্যাং মহাতেজাস্তত্রোন্মজ্জন্ মহাদ্যুতিঃ।
লোকান্ প্রভাসয়ামাস শীতাংশুত্বমবাপ চ ॥ ৭৯
দেবাশ্চ সর্বে রাজেন্দ্র প্রভাসং প্রাপ্য পুষ্কলম্।
সোমেন সহিতা ভূত্বা দক্ষস্য প্রমুখেঽভবন্ ॥ ৮০
ততঃ প্রজাপতিঃ সর্বা বিসসর্জাথ দেবতাঃ।
সোমঞ্চ ভগবান্ প্রীতো ভূয়ো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮১
মাবমংস্থাঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্র মা চ বিপ্রান্ কদাচন।
গচ্ছ যুক্তঃ সদা ভূত্বা কুরু বৈ শাসনং মম ॥ ৮২
স বিসৃষ্টো মহারাজ জগামাথ স্বমালয়ম্।
প্রজাশ্চ মুদিতা ভূত্বা পুনস্তুষ্টুবথা পুরা ॥ ৮৩
এবং তে সর্বমাখ্যাতং যথা শপ্তো নিশাকরঃ।
প্রভাসঞ্চ যথা তীর্থং তীর্থানাং প্রবরং মহৎ ॥ ৮৪
অমাবাস্যাং মহারাজ নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ।
স্নাত্বা স্নাপ্যায়তে শ্রীমান প্রভাসে তীর্থ উত্তমে ॥ ৮৫
অত্রৈতৎ প্রজানন্তি প্রভাসমিতি ভূমিপ।
প্রভাং হি পরমাং লেভে তস্মিন্নুন্মজ্য চন্দ্রমাঃ ॥ ৮৬
ততস্তু চমসোদ্ভেদমচ্যুতস্তগমদ্ বলী।
চমসোদ্ভেদ ইত্যেবং যং জনাঃ কথয়ন্ত্যুত ॥ ৮৭
তত্র দৃষ্ট্বা চ দানানি বিশিষ্টানি হলায়ুধঃ।
উষিত্বা রজনীমেকং স্নাত্বা চ বিধিবত্তদা ॥ ৮৮
উদপানমথাগচ্ছত্তরাবান্ কেশবাগ্রজঃ।
আয়ুঃ স্বস্ত্যয়নং চৈব যত্রাবাপ্য মহৎ ফলম্ ॥ ৮৯
স্নিগ্ধত্বাদোষধীনাঞ্চ ভূমেশ্চ জনমেজয়।
জানন্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র নষ্টামপি সরস্বতীম্ ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং প্রভাসোৎপত্তিকথনে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৫

মহাতেজস্বী ও মহাকান্তিমান্ চন্দ্র অমাবস্যার সেই তীর্থে অবগাহন করত শীতল কিরণ লাভ করিয়া পুনরায় সম্পূর্ণ জগৎকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

রাজেন্দ্র! সমস্ত দেবতাগণ সোমের সহিত মহৎ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দক্ষ প্রজাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৮০

তখন ভগবান্ প্রজাপতি দক্ষ সমস্ত দেবগণকে নিজ নিজ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন এবং সোমকে পুনরায় প্রীতি সহকারে বলিলেন ॥ ৮১

পুত্র! নিজ স্ত্রীগণকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে কখনও অবহেলা করিবে না। যাও, সর্বদা সাবধানে থাকিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর ॥ ৮২

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং চন্দ্রও নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন। তখন সমস্ত প্রজা (প্রাণী) পূর্ববৎ আনন্দিত হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৮৩

এইরূপে চন্দ্র যেভাবে শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহৎ প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করা হয়, তাহার সমস্ত প্রসঙ্গ আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৮৪

মহারাজ! চন্দ্র উত্তম প্রভাস তীর্থে প্রত্যেক অমাবস্যায় স্নান করত কান্তিমান্ এবং পুষ্ট হন্ ॥ ৮৫

ভূমিপাল! সেইজন্য সকল লোক এই প্রভাস তীর্থের নাম জানে; কারণ, ইহাতে অবগাহন স্নান করিয়া চন্দ্র উৎকৃষ্ট প্রভা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮৬

তদনন্তর ভগবান্ বলরাম চমসোদ্ভব নামক তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থকে সকলে চমসোদ্ভেদ নামেই বলিয়া থাকে ॥ ৮৭

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলধর বলরাম সেখানে বিধি অনুসারে স্নান করত উত্তম দানসকল প্রদান পূর্বক এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অতি সত্বর সেখান হইতে উদপান তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থ মঙ্গলকর ও আদিতীর্থ। রাজেন্দ্র জনমেজয়! এই উদপান তীর্থে উপস্থিত হইবা মাত্রই মহৎ ফললাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধ পুরুষগণ এখানে ওষধি (বৃক্ষ ও লতা) সকলের স্নিগ্ধতা এবং ভূমির আর্দ্রতা দেখিয়া অদৃশ্য সরস্বতীকেও জানিতে পারেন ॥ ৮৮-৯০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে প্রভাস তীর্থের উৎপত্তি কথনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[উদপানতীর্থস্যোৎপত্তিকথনম্, ত্রিতমুনেঃ কূপপতনস্য, তত্র যজ্ঞানুষ্ঠানস্য, স্বীয়-ভ্রাতৃভ্যঃ শাপদানস্য চ বৃত্তান্তবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মাদ্দীপ্তজ্ঞ চাপি হ্রদপানং যশস্বিনঃ।
ত্রিতস্য চ মহারাজ জগামাথ হলায়ুধঃ ॥ ১

তত্র দত্ত্বা বহু দ্রব্যং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্।
উপস্পৃশ্য চ তত্রৈব প্রহৃষ্টো মুসলায়ুধঃ ॥ ২

তত্র ধর্মপরো ভূত্বা ত্রিতঃ স সুমহাতপাঃ।
কূপে চ বসতা তেন সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥ ৩

তত্র চৈনং সমুৎসৃজ্য ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
ততস্তৌ বৈ শশাপাথ ত্রিতো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ৪

জনমেজয় উবাচ।

উদপানং কথং ব্রহ্মন্ কথঞ্চ সুমহাতপাঃ।
পতিতঃ কিঞ্চ সম্ভ্রান্তো ভ্রাতৃভ্যাং দ্বিজসত্তম ॥ ৫

কূপে কথঞ্চ ক্ষিপ্তৌনং ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
কথঞ্চ যাজয়ামাস পশৌ সোমঞ্চ বৈ কথম্ ॥ ৬

এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্ শ্রোতব্যং যদি মন্যসে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসন্ পূর্বযুগে রাজন্ মুনয়ো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ ॥ ৭
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চাদিত্যসন্নিভাঃ।
সর্বে প্রজাপতিসমাঃ প্রজাবন্তস্তথৈব চ ॥ ৮
ব্রহ্মলোকজিতঃ সর্বে তপসা ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং তু তপসা প্রীতো নিয়মেন দমেন চ ॥ ৯
অভবদ্ গৌতমো নিত্যং পিতা ধর্মরতঃ সদা।
স তু দীর্ঘেণ কালেন তেষাং প্রীতিমবাপ্য চ ॥ ১০
জগাম ভগবান্ স্থানমনুরূপমিবাত্মনঃ।
রাজ্ঞস্তস্য যে হ্যাসন্ যাজ্যা রাজন্ মহাত্মনঃ ॥ ১১

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[উদপান-তীর্থের উৎপত্তি কথন এবং ত্রিতমুনির কূপে পতন, সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও নিজের ভ্রাতৃগণকে শাপদানের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! সেই চমসোদ্ভবতীর্থ হইতে গমন করিয়া বলরাম যশস্বী ত্রিতমুনির উদপান-তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর জলমধ্যে অবস্থিত ছিল ॥ ১

মুসলধারী বলরাম সেখানে জল স্পর্শ—আচমন এবং স্নান করত বহুসংখ্যক দ্রব্য দান করিবার পর ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন। তাহার পর অতিশয় হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২

সেখানে মহাতপস্বী ত্রিতমুনি ধর্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই মহাত্মা কূপে অবস্থান করিয়াও সোমপান করিয়াছিলেন ॥ ৩

তাঁহার দুই ভ্রাতা সেই কূপের মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ত্রিতমুনি উভয়কেই শাপদান করিয়াছিলেন ॥ ৪

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! উদপান-তীর্থ কিরূপে হইল? এই মহাতপস্বী ত্রিতমুনি কূপে কিভাবে পতিত হইলেন এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহাকে কেন কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন? এ বিষয়ে কি কারণ ছিল যে, তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহাকে সে স্থানেই ত্যাগ করত গৃহে চলিয়া যাইলেন? ত্রিতমুনি সে স্থানেই থাকিয়া কিভাবে যজ্ঞ ও সোমপান করিয়াছিলেন? ব্রহ্মন্! যদি এই প্রসঙ্গ আমার শ্রবণ করা চলে, তবে আমাকে উহা বলুন ॥ ৫-৬½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পূর্বযুগে তিন সহোদর ভ্রাতা মুনি ছিলেন। ইঁহাদের নাম ঐকত, দ্বিত ও ত্রিত। এই সব মহর্ষি সূর্যতুল্য তেজস্বী, প্রজাপতি সদৃশ সন্তানবান্ এবং ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ইঁহারা তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন ॥ ৭-৮½

ইঁহাদের তপস্যা, নিয়ম ও ইন্দ্রিয়সংযমে ইঁহাদের ধর্মপরায়ণ পিতা গৌতম সদা প্রসন্ন থাকিতেন ॥ ৯½

এই সকল পুত্রের ত্যাগ তপস্যায় সন্তুষ্ট থাকিয়াই সেই পূজনীয় মহাত্মা গৌতম দীর্ঘকালের পর নিজের অনুরূপ স্থানে (স্বর্গলোকে) গমন করিলেন ॥ ১০½

রাজন্! এই মহাত্মা গৌতমের যত রাজা যজমান ছিলেন, তাঁহার স্বর্গগমনের পর ইঁহারা তাঁহার পুত্রদিগকেই সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ১১½

তে সর্বে স্বর্গতে তস্মিংস্তস্য পুত্রানপূজয়ন্
তেষাং তু কর্মণা রাজংস্তথা চাধ্যয়নেন চ ॥ ১১
ত্রিতঃ স শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ যথৈবাস্য পিতা তথা।
তথা সর্বে মহাভাগা মুনয়ঃ পুণ্যলক্ষণাঃ ॥ ১৩
অপূজয়ন্ মহাভাগং যথাস্য পিতরং তথা।
কদাচিদ্ভি ততো রাজন্ ভ্রাতরাবেকত-দ্বিতৌ ॥১৪
যজ্ঞার্থং চক্রতুশ্চিন্তাং তথা বিত্তার্থমেব চ।
তয়োর্বুদ্ধিঃ সমভবৎ ত্রিতং গৃহ্য পরন্তপ ॥ ১৫
যাজ্যান্ সর্বানুপাদায় প্রতিগৃহ্য পশূংস্ততঃ।
সোমং পাস্যামহে হৃষ্টাঃ প্রাপ্য যজ্ঞং মহাফলম্ ॥ ১৬
চক্রুশ্চৈবং তথা রাজন ভ্রাতরস্ত্রয় এব চ
তথা তে তু পরিক্রম্য যাজ্যান সর্বান পশূন্ প্রতি ॥১৭
যাজয়িত্বা ততো যাজ্যাংল্লব্ধ্বা তু সুবহূন্ পশূন্।
যাজ্ঞেন কর্মণা তেন প্রতিগৃহ্য বিধানতঃ ॥ ১৮
প্রাচীং দিশং মহাত্মান আজগ্মুস্তে মহর্ষয়ঃ।

ত্রিতস্তেষাং মহারাজ পুরস্তাদ্ যাতি হৃষ্টবৎ ॥ ১৯
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ কালয়ন্ পশূন্।
তয়োশ্চিন্তা সমভবদ্ দৃষ্ট্বা পশুগণং মহৎ ॥ ২০
কথঞ্চ স্যান্নিমা গাব ইত্যভ্যাং হি বিনা ত্রিতম্।
তাবন্যোন্যং সমাভাষ্য একতশ্চ দ্বিতশ্চ হ ॥ ২১
যদূচতুর্মিথঃ পাপৌ তন্নিবোধ জনেশ্বর।
ত্রিতো যজ্ঞেষু কুশলস্ত্রিতো বেদেষু নিষ্ঠিতঃ ॥ ২২
অস্মাংস্তু বহুলা গাবস্ত্রিতঃ সমুপলপ্স্যতে।
তদাবাং সহিতৌ ভূত্বা গাঃ প্রকাল্য ব্রজাবহে ॥ ২৩
ত্রিতোঽপি গচ্ছতাং কামমাবাভ্যাং বৈ বিনা কৃতঃ।
তেষামাগচ্ছতাং রাত্রৌ পথিস্থানাং বৃকোঽভবৎ ॥ ২৪
তত্র কূপোঽবিদূরেঽভূৎ সরস্বত্যাস্তটে মহান্।
অথ ত্রিতো বৃকং দৃষ্ট্বা পথি তিষ্ঠন্তমগ্রতঃ ॥ ২৫
তদ্ভয়াদপসর্পন্ বৈ তস্মিন্ কূপে পপাত হ।
অগাধে সুমহাঘোরে সর্বভূতভয়ঙ্করে ॥ ২৬

হে রাজন্! এই তিনজনের মধ্যেও নিজ শুভ কর্ম ও স্বাধ্যায়ের দ্বারা মহর্ষি ত্রিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেরূপ তাঁহার পিতা সম্মানিত ছিলেন, ইনিও সেইরূপ সম্মানিত হইলেন ॥ ১২½

মহাসৌভাগ্যশালী ও পুণ্যাত্মা সকল মহর্ষিগণও মহাভাগ ত্রিতকেই তাঁহার পিতৃতুল্য সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩½

কোন একদিন তাঁহার দুই ভ্রাতা ঐকত ও দ্বিত যজ্ঞ এবং ধনের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কৃপাল! তাঁহাদের মনে এরূপ বিচার উৎপন্ন হইল যে আমরা ত্রিতকে সঙ্গে লইয়া যজমানদের দিয়া যজ্ঞ করাইবেন এবং দক্ষিণারূপে বহু পশু লাভ করত মহাফলদায়ক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন ও তাহাতে প্রীতিসহকারে সোমরস পান করিবেন ॥ ১৪-১৬

রাজন্! এরূপ স্থির করত সেই তিন ভ্রাতা তাহাই করিলেন। তাঁহারা সকল যজমানের নিকট পশু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিধি অনুসারে যজ্ঞ করাইয়া সেই যাজ্য কর্মের দ্বারা তাঁহারা বহু সংখ্যক পশু লাভ করিলেন। তাহার পর এই সব মহাত্মা মহর্ষিগণ পূর্বদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৭-১৮½

মহারাজ! ইঁহাদের মধ্যে ত্রিতমুনি প্রসন্নতার সহিত অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন এবং একত ও দ্বিত পশ্চাতে থাকিয়া পশুগণকে লইয়া যাইতেছিলেন ॥ ১৯½

পশুগণের সেই বিশাল দলকে দেখিয়া একত ও দ্বিতের মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, কি উপায় করিলে এই সকল গো ত্রিত না পাইয়া আমাদের উভয়ের নিকটেই থাকিবে ॥ ২০½

জনেশ্বর! সেই একত ও দ্বিত এই দুই পাপী পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২১½

ত্রিত যজ্ঞ করিতে নিপুণ, ত্রিত বেদসমূহে পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান্, অতএব সে বহু গো গ্রহণ করিবে এই সময় আমরা দুইজনে একসঙ্গে থাকিয়া এই গো-সকল লইয়া যাইব এবং ত্রিত আমাদের সহিত পৃথক্ হইয়া যথা ইচ্ছা তথায় গমন করুক ॥ ২২-২৩½

পথে আসিতে তাঁহাদের রাত্রি হইয়া যাইল। এই সময় যখন তাঁহারা পথেই ছিলেন, তখন একটি ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে পার্শ্বেই সরস্বতীর তীরে একটি বড় কূপ ছিল ॥ ২৪½

ত্রিত নিজের পথের অগ্রভাগে অবস্থিত ব্যাঘ্র দেখিয়া তাহার ভয়ে পৌঁড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় পলায়ন করিতে করিতে তিনি সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই ভয়ঙ্কর একটি মহাঘোর অগাধ কূপে পতিত হইলেন ॥ ২৫-২৬

ত্রিতস্ততো মহারাজ কূপস্থো মুনিসত্তমঃ।
আর্তনাদং ততশ্চক্রে হৌ তু শুশ্রুবতুর্মুনী ॥ ২৭
তং জ্ঞাত্বা পতিতং কূপে ভ্রাতরাবেকত-দ্বিতৌ
বৃকত্রাসাচ্চ লোভাচ্চ সমুৎসৃজ্য প্রজগ্মতুঃ ॥ ২৮
ভ্রাতৃভ্যাং পশুলুব্ধাভ্যামুৎসৃষ্টঃ স মহাতপাঃ।
উদপানে তদা রাজন্ নির্জলে পাংশুসংবৃতে ॥ ২৯
ত্রিত আত্মানমালক্ষ্য কূপে বীরুৎতৃণাবৃতে।
নিমগ্নং ভরতশ্রেষ্ঠ নরকে দুষ্কৃতী যথা ॥ ৩০
স বুদ্ধ্যাগণয়ৎ প্রাজ্ঞো মৃত্যোর্ভীতো হ্যসোমপঃ।
সোমঃ কথং তু পাতব্য ইহস্থেন ময়া ভবেৎ ॥ ৩১
স এবমভিনিশ্চিত্য তস্মিন্ কূপে মহাতপাঃ।
দদর্শ বীরুধং তত্র লম্বমানাং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩২
পাংশুগ্রস্তে ততঃ কূপে বিচিন্ত্য সলিলং মুনিঃ
অগ্নীন্ সঙ্কল্পয়ামাস হোত্রাদ্যানেব চ ॥ ৩৩

মহারাজ! কূপে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিত আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। এই আর্তনাদ তাঁহার দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত শ্রবণ করিলেন ॥ ২৭

নিজের ভ্রাতা ত্রিতকে কূপের মধ্যে পতিত জানিয়াও দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত বাঘের ভয় ও পশুসকলের লোভে তাঁহাকে সেইস্থানেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ২৮

রাজন্! পশুগণের লোভে পড়িয়া সেই দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত তখন মহাতপস্বী ত্রিতকে ধূলিতে পূর্ণ নির্জল কূপেই পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পাপী মনুষ্য নিজেকে নিজেই নরকে নিমজ্জিত দেখিয়া থাকে, সেইরূপ তৃণ, বীরুধ ও লতাসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই কূপে নিজেকে নিজেই পতিত দেখিয়া মৃত্যু-ভয়ে ভীত এবং সোমপান হইতে বঞ্চিত বিদ্বান্ ত্রিত নিজ বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি এই কূপে থাকিয়াই কিভাবে সোমপান করিতে সমর্থ হইব? ৩০-৩১

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাতপস্বী ত্রিত সেই কূপে একটি লতা দেখিতে পাইলেন, যাহা দৈবযোগেই সেখানে লম্বা হইয়া বিস্তৃত ছিল ॥ ৩২

মুনি ত্রিত সেই বালুকাপূর্ণ কূপে জলভাবনা করিয়া উহাতে সঙ্কল্পের দ্বারা অগ্নিস্থাপনা করিলেন এবং হোতা প্রভৃতি স্থানে নিজেকে নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৩৩

ততস্তাং বীরুধং সোমং সঙ্কল্প্য সুমহাতপাঃ।
ঋচো যজূংষি সামানি মনসা চিন্তয়ন্ মুনিঃ ॥ ৩৪
গ্রাবাণঃ শর্করাঃ কৃত্বা প্রচক্রেঽভিষবং নৃপ।
আজ্যঞ্চ সলিলং চক্রে ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৩৫
সোমস্যাভিষবং কৃত্বা চকার বিপুলং ধ্বনিম্
স চাবিশদ্ দিবং রাজন্ পুনঃ শব্দস্ত্রিতস্য বৈ ॥ ৩৬
সমবাপা চ তং যজ্ঞং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
বর্তমানে মহাযজ্ঞে ত্রিতস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ৩৭
আবিগ্নং ত্রিদিবং সর্বং কারণঞ্চ ন বুধ্যতে।
ততঃ সুতুমুলং শব্দং শুশ্রুবাথ বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৮
শ্রুত্বা চৈবাব্রবীৎ সর্বান্ দেবান্ দেবপুরোহিতঃ।
ত্রিতস্য বর্ততে যজ্ঞস্তত্র গচ্ছামহে সুরাঃ ॥ ৩৯
স হি ক্রুদ্ধঃ সৃজেদন্যান্ দেবানপি মহাতপাঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সহিতাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৪০

তাহার পর সেই মহাতপস্বী ত্রিত সেই বিস্তৃত লতাতে সোমের ভাবনা করিয়া মনে মনে ঋগ্, যজুঃ ও সামমন্ত্রসমূহের চিন্তা করিলেন নরেশ্বর! ইহার পর কাঁকর বা বালুকাকণা-সমূহে শিল ও নুড়ির ভাবনা করত তাহার উপর পেষণপূর্বক সুতা হইতে সোমরস বাহির করিলেন তারপর জলমধ্যে ঘৃতের সঙ্কল্প করিয়া তিনি দেবতাগণের জন্য ভাগ নির্ধারণ করত সোমরস প্রস্তুত করিয়া উহা আহুতি দান করিতে করিতে বেদ মন্ত্রসকলে গম্ভীর ধ্বনি করিলেন ॥ ৩৪-৩৫½

রাজন্! ব্রহ্মবাদী পুরুষগণ যেভাবে বলিয়াছেন, তদনুসারেই সেই যজ্ঞ সম্পাদন করত ত্রিত মুনি বেদধ্বনি করিলে পর সেই ধ্বনিতে তখন স্বর্গলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইল ॥ ৩৬½

মহাত্মা ত্রিতের সেই যজ্ঞ যখন আরম্ভ হইল, সেই সময় সমস্ত স্বর্গলোক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহই ইহার কারণ জানিতে পারিলেন না ॥ ৩৭½

তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি বেদমন্ত্রসমূহের সেই তুমুল নাদ শ্রবণ করত দেবগণকে বলিলেন—দেববৃন্দ! ত্রিতমুনির যজ্ঞ চলিতেছে, সেখানে আমরা সকলে গমন করিব ॥ ৩৮-৩৯

সেই মহাতপস্বী ত্রিত আমরা গমন না করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য দেবগণকে সৃষ্টি করিবেন। বৃহস্পতির এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবতাগণ একসঙ্গে সেই স্থানে গমন করিলেন, যেখানে ত্রিত মুনির যজ্ঞ হইতেছে ॥ ৪০½

প্রযযুস্তত্র যত্রাসৌ ত্রিতযজ্ঞঃ প্রবর্ততে
তে তত্র গত্বা বিবুধাস্তং কূপং যত্র স ত্রিতঃ ॥ ৪১
দদৃশুস্তং মহাত্মানং দীক্ষিতং যজ্ঞকর্মসু।
দৃষ্ট্বা চৈনং মহাত্মানং শ্রিয়া পরময়া যুতম্ ॥ ৪২
উচুশ্চৈনং মহাভাগং প্রাপ্তা ভাগার্থিনো বয়ম্।
অথাব্রবীদৃষির্দেবান্ পশ্যধ্বং মা দিবৌকসঃ ॥ ৪৩
অস্মিন্ প্রতিভয়ে কূপে নিমগ্নং নষ্টচেতসম্।
ততস্ত্রিতো মহারাজ ভাগাংস্তেষাং যথাবিধি ॥ ৪৪
মন্ত্রযুক্তান্ সমদদৎ তে চ প্রীতাস্তদাভবন্।
ততো যথাবিধি প্রাপ্তান্ ভাগান্ প্রাপ্য দিবৌকসঃ ॥৪৫
প্রীতাত্মানো দদুস্তস্মৈ বরান্ যান্ মনসেচ্ছতি।
স তু বব্রে বরং দেবাংস্ত্রাতুমর্হথ মামিতঃ ॥ ৪৬
যশ্চেহোপস্পৃশেৎ কূপে স সোমপগতিং লভেৎ।
তত্র চোর্মিমতী রাজন্নুৎপপাত সরস্বতী ॥ ৪৭

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেবগণ সেই কূপকে দর্শন করিলেন, যেখানে ত্রিতমুনি অবস্থান করিতেছেন। এই সময় উঁহারা যজ্ঞে দীক্ষিত সেই মহাত্মা ত্রিতমুনিকেও দর্শন করিলেন। এই মহাভাগ ত্রিতমুনিকে দর্শন করত দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন—, আমরা যজ্ঞে নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ৪১-৪২½

সেই সময় মহর্ষি ত্রিত তাঁহাদিগকে বলিলেন—হে দেবগণ! দেখুন, আমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি। এই ভয়ানক কূপে পতিত হইয়া নিজের চেতনাও হারাইয়া ফেলিয়াছি ॥ ৪৩½

মহারাজ! তদনন্তর ত্রিত দেবগণকে বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞোচ্চারণ করিতে করিতে উঁহাদের ভাগ সমর্পণ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৪৪½

বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নিজেদের ভাগ গ্রহণ করত প্রসন্নচিত্ত দেবতাগণ তাঁহাকে মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন ॥ ৪৫½

ত্রিতমুনি দেবগণের নিকট বর প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন,—আমাকে এই কূপ হইতে আপনারা রক্ষা করুন এবং যে মনুষ্য ইহাকে আচমন করিবে, তাহার যেন যজ্ঞে সোমপানের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৬½

রাজন্! ত্রিতমুনি এই কথা বলিতেই কূপমধ্যে তরঙ্গমালা সুশোভিতা সরস্বতী নদী উত্থিতা হইলেন। তিনি নিজ জলের বেগে ত্রিতমুনিকে উপরে তুলিয়া দিলেন এবং তিনি বাহির

তয়োৎক্ষিপ্তঃ সমুত্তস্থৌ পুজয়ংস্ত্রিদিবৌকসঃ।
তথেতি চোক্ত্বা বিবুধা জগ্মুঃ রাজন্ যথাগতাঃ ॥ ৪৮
ত্রিতশ্চাভ্যাগমৎ প্রীতঃ স্বমেব নিলয়ং তদা।
ক্রুদ্ধস্তু স সমাসাদ্য তাবুভৌ ভ্রাতরৌ তদা ৪৯
উবাচ পরুষং বাক্যং শশাপ চ মহাতপাঃ
পশুলুব্ধৌ যুবাং যস্মান্মামুৎসৃজ্য প্রধাবিতৌ ॥ ৫০
তস্মাদ্ বৃকাকৃতী রৌদ্রৌ দংষ্ট্রিণাবভিতশ্চরৌ।
ভবিতারৌ ময়া শপ্তৌ পাপেনানেন কর্মণা ॥ ৫১
প্রসবশ্চৈব যুবয়োর্গোলাঙ্গূলর্ক্ষবানরাঃ।
ইত্যুক্তেন তদা তেন ক্ষণাদেব বিশাম্পতে ॥ ৫২
তথাভূতাবদৃশ্যেতাং বচনাৎ সত্যবাদিনঃ।
তত্রাপ্যমিতবিক্রান্তঃ স্পৃষ্ট্বা তোয়ং হলায়ুধঃ ॥ ৫৩
দত্ত্বা চ বিবিধান্ দায়ান্ পূজয়িত্বা চ বৈ দ্বিজান্।
উদপানঞ্চ তং বীক্ষ্য প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪

হইয়া আসিলেন। তারপর তিনি দেবগণকে পূজা করিলেন ॥৪৭½

হে রাজন্! মুনির প্রার্থিত বর দিয়াই "তথাস্তু" বলিয়া সমস্ত দেবগণ যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে গমন করিলেন। তারপর ত্রিতমুনিও প্রসন্ন হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৪৮½

সেই মহাতপস্বী ত্রিতমুনি কুপিত হইয়া স্বীয় দুই ঋষি ভ্রাতার নিকট গমন করত কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন,—তোমরা দুইজনে পশুলোভে পড়িয়া আমাকে পরিত্যাগ করত চলিয়া আসিয়াছ সেই জন্য এই পাপকর্ম্মের ফলে আমার শাপে তোমরা দুই ভ্রাতা মহাভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করত দন্তযুক্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ বিচরণ করিতে থাক। তোমাদের দুইজনের সন্তানরূপে গোলাঙ্গূল, বরাহ ও বানরাদি পশুসমূহের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৯-৫১½

প্রজানাথ তিনি এই কথা বলিলে পর সেই দুই ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ সত্যবাদী ত্রিতের বাক্যে ব্যাঘ্রের আকৃতিরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৫২½

অমিতপরাক্রমী বলরাম সেই তীর্থের জল স্পর্শ করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদের নানাপ্রকার ধনদান করিলেন ॥ ৫৩½

উদারচিত্ত বলরাম সরস্বতী নদীর অন্তর্গত উদপানতীর্থ দর্শন

নদীগতমদীনাত্মা প্রাপ্তো বিনশনং তদা ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং ত্রিতাখ্যানে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

পূর্ব্বক তাঁহার বারংবার প্রশংসা করিতে করিতে সে স্থান হইতে বিনশন-তীর্থে গমন করিলেন ॥ ৫৪-৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ত্রিতমুনির উপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(বিনশন-সুভূমিক-গন্ধর্ব-গর্গস্রোতঃ-শঙ্খ-দ্বৈতবন-নৈমিষাদীনি তীর্থানি গত্বা বলরামস্য সপ্তসারস্বততীর্থেষু প্রবেশশ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো বিনশনং রাজন্ জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্ যত্র নষ্টা সরস্বতী ॥ ১

তস্মাৎ তু ঋষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি চ।
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলং সরস্বত্যাং মহাবলঃ ॥ ২

সুভূমিকং ততোঽগচ্ছৎ সরস্বত্যাস্তটে বরে।
তত্র চাপ্সরসঃ শুভ্রা নিত্যকালমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৩

ক্রীড়াভির্বিমলাভিশ্চ ক্রীড়ন্তি বিমলাননাঃ।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা মাসি মাসি জনেশ্বর ॥ ৪

অভিগচ্ছন্তি তৎ তীর্থং পুণ্যং ব্রাহ্মণসেবিতম্।
তত্রাদৃশ্যন্ত গন্ধর্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[বিনশন, সুভূমিক, গন্ধর্ব্ব, গর্গস্রোত, শঙ্খ, দ্বৈতবন এবং নৈমিষেয়াদি তীর্থ গমন করত বলরামের সপ্ত সরস্বতী তীর্থে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! উদপান তীর্থ হইতে গমন করিয়া হলধারী বলরাম বিনশনতীর্থে আসিলেন, যেখানে (দুষ্কর্মপরায়ণ) শূদ্র ও আভীরগণের প্রতি দ্বেষবশতঃ সরস্বতী বিনষ্ট (অদৃশ্য) হইয়া গিয়াছেন। এই কারণে ঋষিকল তাঁহাকে বিনশনতীর্থ বলিয়া থাকেন ॥ ১;

মহাবল বলরাম সেখানেও সরস্বতীতে আচমন ও স্নান করত তাঁহার সুন্দর তীরে স্থিত 'সুভূমিক' তীর্থে গমন করিলেন ॥ ২;

এই তীর্থে গৌরবর্ণা ও নির্ম্মলমুখী সুন্দরী অপ্সরাগণ আলস্য ত্যাগ করত সদা নানাপ্রকার বিমল ক্রীড়াসমূহের দ্বারা নিজেদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন ॥ ৩;

জনেশ্বর! সেখানে এই ব্রাহ্মণসেবিত পুণ্যতীর্থ গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবতাসকল প্রতিমাসে আগমন করিয়া থাকেন ॥ ৪;

রাজন্! গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরাবৃন্দকে একসঙ্গে মিলিত হইয়া সেখানে আগমন করিতে এবং সুখে বিচরণ করিতে দেখা যায় ॥ ৫;

সমেত্য সহিতা রাজন্ যথাপ্রাপ্তং যথাসুখম্।
তত্র মোদন্তি দেবাশ্চ পিতরশ্চ সবীরুধঃ ॥ ৬

পুণ্যৈঃ পুষ্পৈঃ সদা দিব্যৈঃ কীর্য্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ।
আক্রীড়ভূমিঃ সা রাজংস্তাসামপ্সরসাং শুভা ॥ ৭

সুভূমিকেতি বিখ্যাতা সরস্বত্যাস্তটে বরে।
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসু বিপ্রায় মাধবঃ ॥ ৮

শ্রুত্বা গীতঞ্চ তদ্ দিব্যং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনম্।
ছায়াশ্চ বিপুলা দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্ ॥ ৯

গন্ধর্বাণাং ততস্তীর্থমাগচ্ছদ্ রোহিণীসুতঃ।
বিশ্বাবসুমুখাস্তত্র গন্ধর্বাস্তপসান্বিতাঃ ॥ ১০

নৃত্যবাদিত্রগীতঞ্চ কুর্বন্তি সুমনোরমম্।
তত্র দত্ত্বা হলধরো বিপ্রেভ্যো বিবিধং বসু ॥ ১১

সেখানে দেবতা ও পিতৃগণ লতা বল্লীসমূহের সহিত আমোদিত হইয়া থাকেন। তখন ইঁহাদের উপর সর্ব্বদা পবিত্র ও দিব্য পুষ্পসকল বারংবার বর্ষিত হয় ॥ ৬;

রাজন্! সরস্বতীর সুন্দর-তীরে এই অপ্সরাগণের সেই মঙ্গলময়ী ক্রীড়াভূমি বিদ্যমান, সেইজন্য এই স্থান 'সুভূমিক' নামে বিখ্যাত ॥ ৭;

বলরাম এই তীর্থে স্নান করত বিপ্রগণকে ধনদান করিয়া দিব্য গীত ও দিব্য বাদ্যধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসগণের বহু মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর রোহিণীনন্দন বলরাম গন্ধর্ব্ব তীর্থে আগমন করিলেন ॥ ৮-৯;

সেখানে তপস্যারত বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত মনোরম নৃত্য, বাদ্য ও গীতের আয়োজন করেন ॥ ১০;

হলধর এস্থানেও ব্রাহ্মণগণকে ছাগল, ভেড়া, গাভী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নানাবিধ ধন দান করত তাঁহাদিগকে

অজাবিকং গোখরোষ্ট্রং সুবর্ণং রজতং তথা।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ কামৈঃ সন্তর্প্য চ মহাধনৈঃ॥ ১২
প্রযযৌ সহিতো বিপ্রৈঃ স্তূয়মানশ্চ মাধবঃ।
তস্মাদ্ গন্ধর্বতীর্থাচ্চ মহাবাহুররিন্দমঃ॥ ১৩
গর্গস্রোতো মহাতীর্থমাজগামৈককুণ্ডলী।
তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেন তপসা ভাবিতাত্মনা॥ ১৪
কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ।
উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয়॥ ১৫
সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহাত্মনা।
তস্য নাম্না চ তৎ তীর্থং গর্গস্রোত ইতি স্মৃতম্॥ ১৬
তত্র গর্গং মহাভাগমৃষয়ঃ সুব্রতা নৃপ।
উপাসাঞ্চক্রিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো॥ ১৭
তত্র গত্বা মহারাজ বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ।
বিধিবদ্ধি ধনং দত্ত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্॥ ১৮
উচ্চাবচাংস্তথা ভক্ষ্যান্ বিপ্রেভ্যো বিপ্রদায় সঃ।
নীলবাসাস্তদাগচ্ছচ্ছঙ্খতীর্থং মহাযশাঃ॥ ১৯

ইচ্ছানুসারে ভোজন করাইলেন এবং প্রচুর ধনে সন্তুষ্ট করত ব্রাহ্মণগণের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণসকল বলরামের স্তুতি করিতেছিলেন॥ ১১-১২½

সেই গন্ধর্বতীর্থে গমন করত এক কর্ণে কুণ্ডলধারী শত্রুদমন মহাবাহু বলরাম গর্গস্রোত নামক মহাতীর্থে আসিলেন। ১৩½

জনমেজয়! সেখানে তপস্যায় পবিত্রচিত্ত মহাত্মা বৃদ্ধ গর্গ সরস্বতীর এই শুভতীর্থে কালের জ্ঞান, কালের গতি, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলের পরিবর্তন, দারুণ উৎপাত এবং শুভ লক্ষণ—এই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামে এই তীর্থ 'গর্গস্রোত' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে॥ ১৪-১৬

প্রভো নৃপ! সেখানে উত্তম ব্রতপালনকারী ঋষিগণ কাল-জ্ঞানলাভের জন্য সর্বদা মহাভাগ গর্গমুনির উপাসনা করিয়াছিলেন॥ ১৭

মহারাজ! সেখানে গমন করত শ্বেতচন্দনচর্চিত, নীল-বস্ত্রপরিহিত, মহাযশস্বী, বলরাম বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিদিগকে বিধি অনুসারে ধনদান করত ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ সমর্পিত করিয়া সেখান হইতে শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন। ১৮-১৯

সেখানে তালচিহ্নিত ধ্বজযুক্ত বলবান্ বলরাম মহাশঙ্খ নামে একটি বৃক্ষ দর্শন করিলেন, যাহা বিশাল মেরুপর্বতের ন্যায় উচ্চ এবং শ্বেত পর্বতের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত ছিল। ইহার নিম্নে

তত্রাপশ্যন্মহাশঙ্খং মহামেরুমিবোচ্ছ্রিতম্।
শ্বেতপর্বতসঙ্কাশমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্॥ ২০
সরস্বত্যাস্তটে জাতং নগং তালধ্বজো বলী।
যক্ষা বিদ্যাধরাশ্চৈব রাক্ষসাশ্চামিতৌজসঃ॥ ২১
পিশাচাশ্চামিতবলা যত্র সিদ্ধাঃ সহস্রশঃ।
তে সর্বে শুশনং ত্যক্ত্বা ফলং তস্য বনস্পতেঃ॥ ২২
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব কালে কালে স্ম ভুঞ্জতে।
প্রাপ্তৈশ্চ নিয়মৈস্তৈস্তৈর্বিচরন্তঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ২৩
অদৃশ্যমানা মনুজৈর্ব্যচরন্ পুরুষর্ষভ।
এবং খ্যাতো নরব্যাঘ্র লোকেঽস্মিন্ স বনস্পতিঃ॥ ২৪
ততস্তীর্থং সরস্বত্যাঃ পাবনং লোকবিশ্রুতম্।
তস্মিংশ্চ যদুশার্দূলো দত্ত্বা তীর্থে পয়স্বিনীঃ॥ ২৫
তাম্রায়সানি ভাণ্ডানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পূজয়িত্বা দ্বিজাংশ্চৈব পূজিতশ্চ তপোধনৈঃ॥ ২৬
পুণ্যং দ্বৈতবনং রাজন্নাজগাম হলায়ুধঃ।
তত্র গত্বা মুনীন্ দৃষ্ট্বা নানাবেশধরান্ বলঃ॥ ২৭

ঋষিগণের সঙ্ঘ বাস করিতেছিলেন। এই বৃক্ষ সরস্বতী নদীর তীরেই উৎপন্ন হইয়াছিল॥ ২০½

এই বৃক্ষের চারিপার্শ্বে যক্ষ, বিদ্যাধর, অমিততেজস্বী রাক্ষস, অনন্ত বলশালী পিশাচ এবং সিদ্ধগণ সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিবাস করিতেছিলেন॥ ২১½

ইঁহারা সকলে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া ব্রত ও নিয়ম পালন করিতে করিতে সময়ে সময়ে এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া থাকেন॥ ২২½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা এই স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্যগণের অদৃশ্য থাকিয়া পরিভ্রমণ করেন। নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপে সেই বনস্পতি বিশ্বে বিখ্যাত হইয়াছিল॥ ২৩-২৪

এই বৃক্ষ সরস্বতীর লোকবিখ্যাত পাবন তীর্থ। যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থে দুগ্ধবতী গাভীসকল দান করত তাম্র ও লৌহনির্মিত পাত্র এবং নানাপ্রকার বহু বস্ত্রও ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তিনি স্বয়ংই তপস্বী মুনিদিগের পূজিত হইয়াছিলেন॥ ২৫-২৬

রাজন্! সেখান হইতে হলধর বলভদ্র পবিত্র দ্বৈতবনে আসিলেন এবং সেখানে নানা বেশধারী মুনিগণকে দর্শন করত জলে স্নান পূর্বক তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিলেন॥ ২৭½

আপ্লুত্য সলিলে চাপি পূজয়ামাস বৈ দ্বিজান্।
তথৈব দত্ত্বা বিপ্রেভ্যঃ পরিভোগান্ সুপুষ্কলান্ ॥ ২৮
ততঃ প্রায়াদ্ বলো রাজন্ দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
গত্বা চৈবং মহাবাহুর্নাতিদূরে মহাযশাঃ ॥ ২৯
ধর্মাত্মা নাগধন্বানং তীর্থমাগমদচ্যুতঃ।
যত্র পন্নগরাজস্য বাসুকেঃ সন্নিবেশনম্ ॥ ৩০
মহাত্মভির্মহারাজ বহুভিঃ পন্নগৈর্বৃতম্।
ঋষীণাং হি সহস্রাণি তত্র নিত্যং চতুর্দশ ॥ ৩১
যত্র দেবাঃ সমাগম্য বাসুকিং পন্নগোত্তমম্।
সর্বপন্নগরাজানমভ্যষিঞ্চন্ যথাবিধি ॥ ৩২
পন্নগেভ্যো ভয়ং তত্র বিদ্যতে ন স্ম গৌরব।
তত্রাপি বিধিবদ্ দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো রত্নসঞ্চয়ান্ ॥ ৩৩
প্রায়াৎ প্রাচীং দিশং তত্র তত্র তীর্থান্যনেকশঃ।
সহস্রশতসংখ্যানি প্রথিতানি পদে পদে ॥ ৩৪
আপ্লুত্য তত্র তীর্থেষু যথোক্তং তত্র চর্ষিভিঃ।
কৃত্বোপবাসনিয়মং দত্ত্বা দানানি সর্বশঃ ॥ ৩৫

অভিবাদ্য মুনীংস্তান্ বৈ তত্র তীর্থনিবাসিনঃ।
উদ্দিষ্টমার্গং প্রযযৌ যত্র ভূয়ঃ সরস্বতী ॥ ৩৬
প্রাঙ্মুখং বৈ নিবর্তে বৃষ্টির্বাতহতা যথা।
ঋষীণাং নৈমিষেয়াণামবেক্ষার্থং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৭
নিবৃত্তাং তাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং তত্র দৃষ্ট্বা তু লাঙ্গলী।
বভূব বিস্মিতো রাজন্ বলঃ শ্বেতাম্বুলেপনঃ ॥ ৩৮

জনমেজয় উবাচ।

কস্মাৎ সরস্বতী ব্রহ্মন্ নিবৃত্তা প্রাঙ্মুখীভবৎ।
ব্যাখ্যাতমেতদিচ্ছামি সর্বমৃষিবর্য্যসত্তম ॥ ৩৯
কস্মিংশ্চিৎ কারণে তত্র বিস্মিতো যদুনন্দনঃ।
নিবৃত্তা হেতুনা কেন কথমেব সরিদ্বরা ॥ ৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পূর্বং কৃতযুগে রাজন্ নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ।
বর্তমানে সুবিপুলে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৪১
ঋষয়ো বহবো রাজংস্তৎ সত্রমভিপেদিরে।
ঊষিত্বা চ মহাভাগাস্তস্মিন্ সত্রে যথাবিধি ॥ ৪২

এইভাবে বিপ্রবর্গকে প্রচুর ভোগসামগ্রী অর্পণ করত পুনরায় বলরাম সরস্বতীর দক্ষিণ তীর দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮½

মহারাজ! এইভাবে অল্প কিছুদূর গমন করত মহাবাহু, মহাযশস্বী ধর্মাত্মা ভগবান্ বলরাম নাগধন্বানামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাতপস্বী নাগরাজ বাসুকির বহু সংখ্যক সর্পবেষ্টিত নিবাসস্থান আছে। এখানে সর্বদা চৌদ্দ হাজার ঋষি বাস করিতেছেন ॥ ২৯-৩১

এস্থানে দেবতাগণ আসিয়া সর্পগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাসুকিকে সমস্ত সর্পসকলের রাজার পদে বিধি অনুসারে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩২

গৌরব! সেখানে কোনও সর্পেরই কোনরূপ ভয় নাই। এই তীর্থে বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বিধি পূর্বক রাশি রাশি রত্ন দান করিয়া পূর্বদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন, যেখানে পদে পদে বহু প্রকারের প্রসিদ্ধ তীর্থ রহিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে এক লক্ষ ॥ ৩৩-৩৪

এই তীর্থে স্নান করত তিনি ঋষিগণ কর্তৃক কথিত বাক্যানুসারে ব্রত-উপবাসাদি নিয়ম পালন করিলেন। তারপর সর্ব প্রকার বস্তু দান করত তীর্থবাসী মুনিদিগকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্বক তাঁহাদের কথিত পথ দিয়া পুনরায় সেই স্থানের দিকে গমন করিলেন, যেখানে সরস্বতী বায়ুর দ্বারা আহত ধ্বজার ন্যায় পুনরায় পূর্বদিক্ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে ॥ ৩৫-৩৬½

রাজন্! নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণকে দর্শন করিবার জন্য পূর্বদিক্ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত নদীসকলের শ্রেষ্ঠ সরস্বতীকে দর্শন পূর্বক শ্বেতচন্দনচর্চিত হলধর বলরাম আশ্চর্যান্বিত হইলেন ॥ ৩৭-৩৮

জনমেজয় বলিলেন,—যজুর্বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর! আমি আপনার মুখ হইতে শুনিতে চাই যে, সরস্বতী নদী কি কারণে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল? কি কারণ ছিল যে যদুনন্দন বলরামও আশ্চর্যান্বিত হইলেন? নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতী কি কারণে এবং কিভাবে পূর্ব দিক্ অভিমুখে ফিরিয়া আসিয়াছিল? ৩৯-৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পূর্বকাল সত্যযুগের কথা, সেখানে বারবর্ষে পূর্ণ হইবার যোগ্য এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী মুনিগণ এবং অন্য বহু সংখ্যক ঋষিও উপস্থিত ছিলেন ॥ ৪১½

নৈমিষারণ্যবাসীদিগের সেই দ্বাদশবর্ষীয় যজ্ঞে মহাভাগ ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন। যখন এই যজ্ঞ

নিবৃত্তে নৈমিষেয়ে বৈ সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
আজগ্মুর্ঋষয়স্তত্র বহবস্তীর্থকারণাৎ ॥ ৪৩
ঋষীণাং বহুলত্বাত্তু সরস্বত্যা বিশাম্পতে।
তীর্থানি নগরায়ন্তে কূলে বৈ দক্ষিণে তদা ॥ ৪৪
সমন্তপঞ্চকং যাবত্তাবত্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
তীর্থলোভান্নরব্যাঘ্র নদ্যাস্তীরং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৫
জুহ্বতাং তত্র তেষাং তু মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
স্বাধ্যায়েনাতিমহতা বভূবুঃ পূরিতা দিশঃ ॥ ৪৬
অগ্নিহোত্রৈস্ততস্তেষাং ক্রিয়মাণৈর্মহাত্মনাম্
অশোভত সরিচ্ছ্রেষ্ঠা দীপ্যমানৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৭
বালখিল্যা মহারাজ অশ্মকুট্টাশ্চ তাপসাঃ।
দন্তোলূখলিনশ্চান্যে প্রসংখ্যানাস্তথা পরে ॥ ৪৮
বায়ুভক্ষা জলাহারা পর্ণভক্ষাশ্চ তাপসাঃ
নানানিয়মযুক্তাশ্চ তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥ ৪৯

আসন্ বৈ মুনয়স্তত্র সরস্বত্যাঃ সমীপতঃ।
শোভয়ন্তঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং গঙ্গামিব দিবৌকসঃ ॥ ৫০
শতশশ্চ সমাপেতুর্ঋষয়ঃ সত্রযাজিনঃ
তেঽবকাশং ন দদৃশুঃ সরস্বত্যা মহাব্রতাঃ ॥ ৫১
ততো যজ্ঞোপবীতৈস্তে তত্তীর্থং নির্মমায় বৈ।
জুহ্বুশ্চাগ্নিহোত্রাংশ্চ চক্রুশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫২
ততস্তমৃষিসঙ্ঘাতং নিরাশং চিন্তয়ান্বিতম্।
দর্শয়ামাস রাজেন্দ্র তেষামর্থে সরস্বতী ॥ ৫৩
ততঃ কূপান্ বহূন্ কৃত্বা সংনিবৃত্তা সরস্বতী।
ঋষীণাং পুণ্যতপসাং কারুণ্যাজ্জনমেজয় ৫৪
ততো নিবৃত্য রাজেন্দ্র তেষামর্থে সরস্বতী।
ভূয়ঃ প্রতীচ্যভিমুখী প্রসুস্রাব সরিদ্বরা ॥ ৫৫
অমোঘাগমনং কৃত্বা তেষাং ভূয়ো ব্রজাম্যহম্।
ইত্যাহুতঃ মহচ্ছত্রে তদা রাজন্ মহানদী ॥ ৫৬

সমাপ্ত হইল, তখন বহু সংখ্যক মহর্ষি তীর্থ সেবার জন্য সেখানে আসিলেন ॥ ৪২-৪৩

প্রজানাথ! ঋষিদিগের সংখ্যা অধিক হওয়ায় সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে যত তীর্থ ছিল, সেই সমস্তই নগরের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তীর্থসেবার লোভে সেই ব্রহ্মর্ষিগণ সমন্ত পঞ্চক তীর্থ পর্য্যন্ত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

সেখানে হোম করিতে করিতে পবিত্রচিত্ত মুনিগণ কর্তৃক অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কৃত স্বাধ্যায়ের শব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

চারিদিকে প্রকাশিত সেই মহাত্মাগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতী অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৭

মহারাজ! সরস্বতীর এই নিকটবর্তী তীরে সুপ্রসিদ্ধ তপস্বী বালখিল্য, যাহার অশ্মকুট্ট (প্রস্তরকে বিদীর্ণ করত উৎপন্ন বৃক্ষের ফলভোজনকারী), দন্তোলূখলী (দন্তই যাহার উলূখলের কার্য করে অর্থাৎ উলূখলে পিষ্ট করিয়া নহে, দন্তের দ্বারাই চর্ব্বণ করত ভোজনকারী), প্রসংখ্যান (গণনা করিয়া ফলভক্ষণকারী), বায়ু পান করিয়া অবস্থিত, জলপানকারী, পত্রাহারী, নানাবিধ নিয়মনিষ্ঠাযুক্ত এবং বেদীর উপর শয়নকারী তপস্বী মুনিগণ বিরাজ করিতেছিলেন। ইঁহারা নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতীর সেইভাবে শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবগণ গঙ্গার শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন ॥ ৪৮-৫০

সত্রযাগে সম্মিলিত শত শত মহাব্রতধারী ঋষি সেখানে আসিলেন; কিন্তু তাঁহারা সরস্বতীর তীরে নিজেদের থাকিবার স্থান দেখিতে পাইলেন না ॥ ৫১

তখন তাঁহারা যজ্ঞোপবীতসমূহের দ্বারা সেই তীর্থ নির্ম্মাণ করত সেখানে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিসকল প্রদান করিলেন এবং নানা প্রকার বহু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৫২

রাজেন্দ্র! সেই সময় এই ঋষিগণকে নিরাশ ও চিন্তিত জানিয়া সরস্বতী তাঁহাদের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন ॥ ৫৩

জনমেজয়! তাহার পর বহু সংখ্যক কূপ নির্ম্মাণ করিয়া সরস্বতী সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন; কারণ পুণ্যতপস্বী ঋষিদের উপর তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ৫৪

রাজেন্দ্র! উঁহাদের জন্য নিবৃত্ত হইয়া নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় পশ্চিমদিক অভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৫

রাজন্! এই মহানদী সরস্বতী এরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমি এই ঋষিগণের আগমনকে সফল করিবার জন্য পুনরায়

এবং স কুরো রাজন্ বৈ নৈমিষীয় ইতি স্মৃতঃ।
কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুক্ষেত্রে কুরুষ মহত্তীং ক্রিয়াম্ ॥ ৫৭
তত্র কূপান্ বহূন্ দৃষ্ট্বা নিবৃত্তাঞ্চ সরস্বতীম্।
বভূব বিস্ময়স্তত্র রামস্যাথ মহাত্মনঃ ॥ ৫৮
উপস্পৃশ্য তু তত্রাপি বিধিবদ্ যদুনন্দনঃ।
দত্ত্বা ধনান্ দ্বিজাতিভ্যো ভাণ্ডানি বিবিধানি চ ॥ ৫৯
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায় চ।
ততঃ প্রায়াদ্ বলো রাজন্ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥৬০
সরস্বতীতীর্থবরং নানাদ্বিজগণাবৃতম্।
বদরেঙ্গুদকাশ্মর্য্যপ্লক্ষাশ্বত্থবিভীতকৈঃ ॥ ৬১
কম্বোলৈশ্চ পলাশৈশ্চ করীরৈঃ পীলুভিস্তথা।
সরস্বতীতীর্থরুহৈস্তরুভির্বিবিধৈস্তথা ॥ ৬২
করমর্দকবৈরৈশ্চৈব বিল্বৈরাম্রাতকৈস্তথা।
অভিমুক্তকমধৈশ্চ পারিজাতৈশ্চ শোভিতাম্ ॥ ৬৩
কদলীবনভূয়িষ্ঠং দৃষ্টিকান্তং মনোহরম্।
বায্বম্বুফলপর্ণাদৈর্দন্তোলূখলিকৈরপি। ৬৪
তথাশ্মকুট্টৈর্বানেয়ৈর্মুনিভির্বহুভির্বৃতম্।
স্বাধ্যায়ঘোষসঙ্ঘুষ্টং মৃগযূথশতাকুলম্ ॥৬৫
অহিংস্রৈর্ধর্মপরমৈর্নিরত্যর্থসেবিতম্।
সপ্তসারস্বতং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ ॥ ৬৬
তত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধস্তপস্তেপে মহামুনিঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

পশ্চিম দিক অভিমুখেই গমন করিব এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি এই অত্যাশ্চর্য্যকর কর্ম্ম করিলেন। ৫৬

নরেশ্বর! এইভাবে সেই সকল কূপ 'নৈমিষীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমিও কুরুক্ষেত্রে মহৎ কর্ম্ম কর। ৫৭

সেখানে বহু কূপ ও প্রতিনিবৃত্তা সরস্বতীকে দর্শন করত মহাত্মা বলরাম অতিশয় বিস্মিত হইলেন ৫৮

যদুনন্দন বলরাম সেখানে বিধি অনুসারে স্নান ও আচমন করত ব্রাহ্মণগণকে ধন ও নানাবিধ বস্ত্র (পাত্র) দান করিলেন। রাজন্! তারপর নানাপ্রকার ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ দান করত দ্বিজাতিগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে বলরাম সে স্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন। ৫৯-৬০

তদনন্তর হলায়ুধ বলরাম সপ্ত সারস্বত নামক তীর্থে আসিলেন, যাহা সরস্বতীর তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। সেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণমণ্ডলী বাস করেন বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য (গম্ভারী) পাকুড়, অশ্বত্থ, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, করমর্দ, বিল্ব, আমড়া, মাধবীলতা, পারিভাত এবং সরস্বতীর তীরে উৎপন্ন আরও নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত সেই তীর্থ দেখিতে কমনীয় এবং মনোহর। সেখানে বহু কদলী বনও আছে এই তীর্থ বায়ু, জল, ফল এবং পত্র ভক্ষণকারী, দন্তসমূহের দ্বারা উলূখলের কার্য্যসম্পাদনকারী এবং প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া উদ্ভূত বৃক্ষের ফলভক্ষণকারী বহু সংখ্যক বানপ্রস্থ মুনিতে পূর্ণ ছিল এ স্থান বেদোক্ত স্বাধ্যায়ের গম্ভীর ধ্বনিতে ব্যাপ্ত ছিল। মৃগগণের শত-শত দল চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল হিংসা-বর্জ্জিত ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণ সেই তীর্থের অধিক সেবা করিয়া থাকেন। এখানে সিদ্ধ মহামুনি মঙ্কণক অতিশয় তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৬১-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সারস্বত তীর্থের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সপ্ত-সারস্বততীর্থোৎপত্তি-মহিমকথনম্, মঙ্কণকমুনেশ্চরিত্রবর্ণনঞ্চ।)

জনমেজয় উবাচ।

সপ্তসারস্বতং কস্মাৎ কস্চ মঙ্কণকো মুনিঃ।
কথং সিদ্ধঃ স ভগবান্ কস্চাস্য নিয়মোঽভবৎ ॥ ১
কস্য বংশে সমুৎপন্নঃ কিং চাধীতং দ্বিজোত্তম।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিধিবদ্ দ্বিজসত্তম ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

রাজন্ সপ্ত সরস্বত্যো যাভির্ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
আহূতা বলবদ্‌ভিহি তত্র তত্র সরস্বতী ॥ ৩
সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা
সরস্বতী চৌঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা ॥ ৪
পিতামহস্য মহতো বর্তমানে মহামখে
বিততে যজ্ঞবাটে চ সংসিদ্ধেষু দ্বিজাতিষু ॥ ৫
পুণ্যাহঘোষৈর্বিমলৈর্বেদানাং নিনদৈস্তথা।
দেবেষু চৈব ব্যগ্রেষু তস্মিন্ যজ্ঞবিধৌ তদা ॥ ৬
তত্র চৈব মহারাজ দীক্ষিতে প্রপিতামহে।
যজতস্তস্য সত্রেণ সর্বকামসমৃদ্ধিনা ॥ ৭
মনসা চিন্তিতা হ্যর্থা ধর্মার্থকুশলৈস্তদা।
উপতিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র দ্বিজাতীংস্তত্র তত্র হ ॥ ৮
জগুশ্চ তত্র গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি বাদয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ৯
তস্য যজ্ঞস্য সম্পত্ত্যা তুতুষুর্দেবতা অপি।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কিমু মানুষযোনয়ঃ ॥ ১০
বর্তমানে তথা যজ্ঞে পুষ্করস্থে পিতামহে।
অব্রুবন্ ঋষয়ো রাজন্নায়ং যজ্ঞো মহাগুণঃ ॥ ১১
ন দৃশ্যতে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যস্মাদিহ সরস্বতী।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রীতঃ স্মারাথ সরস্বতীম্ ॥ ১২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[সপ্ত সারস্বত-তীর্থের উৎপত্তি, মহিমা এবং মঙ্কণকমুনির চরিত্র বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবর! সপ্ত সারস্বত-তীর্থের উৎপত্তি কিভাবে হইল? পূজনীয় মঙ্কণকমুনি কে ছিলেন? কিরূপে তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিয়ম কিরূপ ছিল? ১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তিনি কোন বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তিনি কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? এ সমস্তই আমি বিধি অনুসারে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সরস্বতী নামে সাতটি নদী ছিল, যাহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত আছে। তপোবল-সম্পন্ন মহাত্মাগণ যে যে স্থানে সরস্বতীকে আবাহন করিতেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূতা হইতেন ॥ ৩

সেই সপ্ত সরস্বতী নদীর নাম—সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, সরস্বতী, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা ॥ ৪

বহুদিন পূর্ব্বের কথা, এক সময় পুষ্কর তীর্থে পিতামহ ব্রহ্মার একটি মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়। তাঁহার বিস্তৃত যজ্ঞশালায় সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বিরাজমান ছিলেন। পুণ্যাহবাচনের নির্দোষ উচ্চারণ শব্দ এবং বেদমন্ত্রসকলের ধ্বনি সারা যজ্ঞমণ্ডপ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। সকল দেবগণও এই যজ্ঞকর্ম্মের সম্পাদনে ব্যগ্র ছিলেন। ৫-৬

মহারাজ! সাক্ষাৎ ব্রহ্মা যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞ করিবার সময় সকলেরই সমস্ত ইচ্ছা এই যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইত। ৭

রাজেন্দ্র! ধর্ম্ম ও অর্থনীতিতে কুশল মনুষ্যগণ মনে মনে যে পদার্থসকলের চিন্তা করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট সেই সেই পদার্থ উপস্থিত হইত। ৮

এই যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছিলেন এবং অপ্সরাবৃন্দ নৃত্য করিতেছিলেন। দিব্য বাদ্যসকলও তখন বাদিত হইতেছিল। ৯

এই যজ্ঞের বৈভব দেবগণও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং এস্থলে মনুষ্যদের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১০

রাজন্! এইরূপে যখন পিতামহ ব্রহ্মা পুষ্করে বিরাজমান থাকিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন ঋষিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার এই যজ্ঞ এখনও মহাগুণসম্পন্ন হইতে পারে নাই; কারণ, নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে এখানে দেখা যাইতেছে না ॥ ১১১

ইহা শ্রবণ করত ভগবান্ ব্রহ্মা প্রসন্নতার সহিত সরস্বতী

পিতামহেন যজতা আহূতা পুষ্করেষু বৈ।
সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র নাম্না তত্র সরস্বতী ১৩
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়স্তত্রাত্বরাযুক্তাং সরস্বতীম্।
পিতামহং মানয়ন্তীং ক্রতুং তে বহু মেনিরে। ১৪
এবমেষা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পুষ্করেষু সরস্বতী।
পিতামহার্থং সম্ভূতা তুষ্ট্যর্থঞ্চ মনীষিণাম্ ॥ ১৫
নৈমিষে মুনয়ো রাজন্ সমাগম্য সমাসতে।
তত্র চিত্রাঃ কথা হ্যাসন্ বেদং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৬
যত্র তে মুনয়ো হ্যাসন্ নানাস্বাধ্যায়বেদিনঃ।
তে সমাগম্য মুনয়ঃ সস্মরুর্বৈ সত্রস্বতীম্ ॥ ১৭
সা তু ধ্যাতা মহারাজ ঋষিভিঃ সংযোজিভিঃ
সমাগতানাং রাজেন্দ্র সাহায্যার্থং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮
আজগাম মহাভাগা তত্র পুণ্যা সরস্বতী।
নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী তু মুনীনাং সংযোজিনাম্ ॥ ১৯

দেবীর আরাধনা করিয়া পুষ্করে যজ্ঞ করিতে করিতে তাঁহার আবাহন করিলেন ॥ ১২।

রাজেন্দ্র! তখন সেস্থলে সরস্বতী 'সুপ্রভা' নামে আবির্ভূতা হইলেন। অতিশয় ত্বরান্বিতা হইয়া আগমন করত ব্রহ্মাকে সম্মান করিতে করিতে অবস্থিত সরস্বতীকে দর্শন করিয়া ঋষিগণ প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহারা এই যজ্ঞকে অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিলেন। ১৩-১৪

এইরূপে নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা ও মনীষী মহাত্মাগণের সন্তোষ বিধানের জন্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ॥ ১৫

রাজন্! জনেশ্বর! নৈমিষারণ্যে বহুসংখ্যক মুনি আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন সেখানে বেদবিষয়ে বিচিত্র কথা বার্তাও হইতেছিল ॥ ১৬

যেখানে এই নানাপ্রকার স্বাধ্যায়বিষয়ে অভিজ্ঞ মুনিগণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানেই তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! রাজেন্দ্র! এই সত্রযাজী (জ্ঞানযজ্ঞকারী) ঋষিগণ ধ্যান করিলে পর মহাভাগা পুণ্যসলিলা সরস্বতীদেবী সেই সমাগত মহাত্মাদিগের সহায়তা করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিলেন ॥ ১৮।

ভারত! নৈমিষারণ্য-তীর্থে এই সত্রযাজী মুনিগণের সমক্ষে

আগতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা তত্র ভারত পূজিতা।
গয়স্য যজমানস্য গয়েষ্বেব মহাক্রতুম্ ॥ ২০
আহূতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী।
বিশালাং তু গয়স্যাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২১
সরিৎ সা হিমবৎপার্শ্বাৎ প্রক্রতা শীঘ্রগামিনী।
ঔদ্দালকেন্তথা যজ্ঞে যজতস্তস্য ভারত ॥ ২২
সমেতে সর্বতঃ স্ফীতে মুনীনাং মণ্ডলে তদা।
উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্ মহাত্মনা ॥ ২৩
উদ্দালকেন যজতা পূর্বং ধ্যাতা সরস্বতী।
আজগাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তং দেশং মুনিকারণাৎ ॥ ২৪
পূজ্যমানা মুনিগণৈর্বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ।
মনোরমেতি বিখ্যাতা সা হি তৈর্মনসা কৃতা ॥ ২৫
সুরেণুর্ঋষভে দ্বীপে পুণ্যে রাজর্ষিসেবিতে
কুরোশ্চ যজমানস্য কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনঃ ॥ ২৬

সমাগতা হইয়া নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী 'কাঞ্চনাক্ষী' নামে সম্মানিতা হইলেন।

রাজা গয় গয়শীর্ষে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে আবাহন করা হইয়াছিল কঠোর ব্রতপালনকারী মহর্ষিগণ গয়ের যজ্ঞে উপস্থিতা সরস্বতীকে 'বিশালা' নামে অভিহিত করিলেন ॥ ২০-২১

হে ভারত! যজ্ঞপরায়ণ উদ্দালক ঋষির যজ্ঞেও সরস্বতীকে আহ্বান করা হইয়াছিল এই শীঘ্রগামিনী সরস্বতী হিমালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই দিন সমৃদ্ধিশালী এবং পুণ্যময় উত্তর কোশল প্রান্তে সর্বদিক হইতে আসিয়া মুনিমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিল। সেখানে যজ্ঞ করিতে করিতে মহাত্মা উদ্দালক পূর্বকালে সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিয়াছিলেন। তখন মুনির কার্য সিদ্ধি করিবার জন্য নদীসমূহশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই দেশে আসিয়াছিলেন ॥ ২৩-২৪

সেখানে বল্কল ও মৃগচর্মধারী মুনিগণ কর্তৃক পূজিতা সরস্বতীর নাম হইল 'মনোরমা' কারণ, তাঁহারা মনে মনেই ইঁহার চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ২৫

রাজর্ষিগণ সেবিত পুণ্যময় ঋষভদ্বীপ এবং কুরুক্ষেত্রে যখন মহাত্মা রাজা কুরু যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী সে স্থানে আসিয়াছিলেন। এই স্থানে ইঁহার নাম হইল 'সুরেণু' ১৬।

আজগাম মহাভাগা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সরস্বতী
ওঘবত্যপি রাজেন্দ্র বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ২৭
সমাহূতা কুরুক্ষেত্রে দিব্যতোয়া সরস্বতী।
দক্ষেণ যজতা চাপি গঙ্গাদ্বারে সরস্বতী ॥ ২৮
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী।
বিমলোদা ভগবতী ব্রহ্মণা যজতা পুনঃ ॥ ২৯
সমাহূতা ঋষৌ তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ।
একীভূতাস্ততস্তাস্তু তস্মিংস্তীর্থে সমাগতাঃ ॥ ৩০
সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততস্তু প্রথিতং ভুবি।
ইতি সপ্তসরস্বত্যো নামতঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩১
সপ্তসারস্বতং চৈব তীর্থং পুণ্যং তথা স্মৃতম্।
শৃণু মঙ্কণকস্যাপি কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩২
আপগামবগাঢ়স্য রাজন্ প্রক্রীড়িতং মহৎ
দৃষ্ট্বা যদৃচ্ছয়া তত্র স্ত্রিয়মম্ভসি ভারত ॥ ৩৩

গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করিবার সময় দক্ষপ্রজাপতি যখন সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন, তখনও এই শীঘ্রগামিনী সরস্বতী সেখানে প্রবাহিতা হইয়া 'সুরেণু'-নামেই প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র! এইভাবে মহাত্মা বশিষ্ঠও কুরুক্ষেত্রে দিব্যসলিলা সরস্বতীকে আবাহন করিয়াছিলেন তখন সরস্বতী সেইস্থানে 'ওঘবতী' নামে বিখ্যাতা হন ॥ ২৭-২৮॥

ব্রহ্মা পুনরায় একবার হিমালয়-পর্ব্বতের উপরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময় সরস্বতীকে আবাহন করিলে পর ভগবতী সরস্বতী 'বিমলোদকা' নামে প্রসিদ্ধা হইয়া সে-স্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২৯॥

তারপর এই সপ্ত সরস্বতী একত্রিত হইয়া সেই তীর্থে আসিয়াছিলেন, সেই কারণে এ-জগতে সেই স্থান 'সপ্ত সারস্বত' তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয় ॥ ৩০॥

এইরূপে সপ্ত সরস্বতীর নামোল্লেখ পূর্ব্বক বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সরস্বতীসকলের দ্বারা 'সপ্ত সারস্বত' নামে পরম পুণ্যময় তীর্থের প্রাদুর্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৩১॥

রাজন্! কুমার বয়স হইতেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারী এবং প্রতিদিন সরস্বতী নদীতে স্নানকারী মঙ্কণক-মুনির মহৎ লীলাপূর্ণ চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ৩২॥

ভারত! মহারাজ! পূর্বে এক সময়ে মনোরম নেত্রবিশিষ্টা কোন এক অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী সরস্বতীর জলে দিগ্‌বসনা

ছায়স্ত্রীং রুচিরাপাঙ্গীং দিব্যাসসমনিন্দিতাম্।
সরস্বত্যাং মহারাজ চস্কন্দে বীর্য্যমম্ভসি ॥ ৩৪
তদ্ রেতঃ স তু জগ্রাহ কলসে বৈ মহাতপাঃ।
সপ্তধা প্রবিভাগং তু কলসস্থং জগাম হ। ৩৫
তত্রর্ষয়ঃ সপ্ত জাতা জজ্ঞিরে মরুতাং গণাঃ।
বায়ুবেগো বায়ুবলো বায়ুহা বায়ুমণ্ডলঃ। ৩৬
বায়ুজ্বালো বায়ুরেতা বায়ুচক্রশ্চ বীর্য্যবান্।
এবমেতে সমুৎপন্না মরুতাং জনয়িত্নবঃ ॥ ৩৭
ইদমত্যদ্ভুতং রাজন্ শৃণ্বাশ্চর্য্যতরং ভুবি।
মহর্ষেশ্চরিতং যাদৃক্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৩৮
পুরা মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি ন শ্রুতম্।
ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ ॥ ৩৯
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টঃ প্রনৃত্তবান্।
ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ॥ ৪০

(বস্ত্রহীনা) হইয়া স্নান করিতেছিলেন দৈবযোগে মঙ্কণকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া জলে পতিত হইল ॥ ৩৩-৩৪

মহাতপস্বী মুনি সেই বীর্যকে একটি কলসে রাখিয়া দিলেন কলসে স্থিত হইয়া সেই বীর্য্য সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল ॥৩৫

এই কলসে তখন সাত ঋষি উৎপন্ন হইলেন। যাঁহারা পরে মরুদ্‌গণ নামে বিখ্যাত হন তাঁহাদের নাম হইল—বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা এবং শক্তিশালী বায়ুচক্র। উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের জন্মদাতা 'মরুৎ' এইভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এই ঋষিগণই তপস্যাবলে কল্পান্তরে দিতির গর্ভে জন্মলাভ করেন। ইন্দ্র দিতির উদরে একই গর্ভরূপে উৎপন্ন ইঁহাদিগকে বজ্রের দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই উনপঞ্চাশৎ বায়ুর উৎপত্তি ॥ ৩৬-৩৭

রাজন্! মহর্ষি মঙ্কণকের ত্রিভুবনে বিখ্যাত অদ্ভুত চরিত্র যেরূপ শোনা যায়, উহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। এই চরিত্র অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ॥ ৩৮

হে রাজন্! আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে কোন এক সময়ে সিদ্ধ মঙ্কণকমুনির হস্ত কুশের অগ্রভাগের দ্বারা ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই ক্ষতস্থান দিয়া রক্তের স্থানে শাকের রস নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৩৯

এই শাকের রস দেখিয়া মুনি হর্ষের আবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন তাঁহার তিনি নৃত্যে প্রবৃত্ত হইতেই স্থাবর

প্রনৃত্তমুভয়ং বীর তেজসা তস্য মোহিতম্।
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈ রাজন্ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৪১
বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেব ঋষেরর্থে নরাধিপ।
নায়ং নৃত্যেদ্ যথা দেব তথা ত্বং কর্তুমর্হসি ॥ ৪২
ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টমতীব হ।
সুরাণাং হিতকামার্থং মহাদেবোঽভ্যভাষত ॥ ৪৩
ভো ভো ব্রাহ্মণ ধর্মজ্ঞ কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্।
হর্ষস্থানং কিমর্থঞ্চ তবেদমধিকং মুনে ॥ ৪৪
তপস্বিনো ধর্মপথে স্থিতস্য দ্বিজসত্তম।

ঋষিরুবাচ।

কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসং স্রুতম্ ॥ ৪৫
যং দৃষ্ট্বা সম্প্রনৃত্তো বৈ হর্ষেণ মহতা বিভো।
তং প্রহস্যব্রবীদ্ দেবো মুনিং রাগেণ মোহিতম্ ॥ ৪৬
অহং ন বিস্ময়ং বিপ্র গচ্ছামীতি প্রপশ্য মাম্।
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং মহাদেবেন ধীমতা ॥ ৪৭
অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র স্বঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোঽভবৎ।
ততো ভস্ম ক্ষতাদ্ রাজন্ নির্গতং হিমসন্নিভম্ ॥ ৪৮
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্ স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ।
মেনে দেবং মহাদেবমিদং চোবাচ বিস্মিতঃ ॥ ৪৯
নান্যং দেবাদহং মন্যে রুদ্রাৎ পরতরং মহৎ।
সুরাসুরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃৎ ॥ ৫০
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং বদন্তীহ মনীষিণঃ।
ত্বামেব সর্বং ব্রজতি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥ ৫১
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং কুতো ময়া।
ত্বয়ি সর্বে স্ম দৃশ্যন্তে ভাবা যে জগতি স্থিতাঃ ॥ ৫২
ত্বামুপাসন্ত বরদং দেবা ব্রহ্মাদয়োঽনঘ।
সর্বত্বমসি দেবানাং কর্তা কারয়িতা চ হ ॥ ৫৩
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্বে মোদন্তীহাকুতোভয়াঃ।

ও জগৎ উভয় প্রকারের প্রাণী তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল ॥ ৪০-৪১

রাজন্! নরেশ্বর! তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপোধন মহর্ষিবৃন্দ তাঁহার বিষয় মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন—দেব! আপনি এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করুন, যাহাতে এই মুনি নৃত্য না করেন ॥ ৪১-৪২

মুনিকে হর্ষাবেশে অত্যন্ত উন্মত্ত দেখিয়া মহাদেব (ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত) দেবতাগণের হিতের জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩

ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনি কি জন্য নৃত্য করিতেছেন? মুনে! আপনার পক্ষে অধিক হর্ষের কি কারণ উপস্থিত হইল? দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি তপস্বী, সদা ধর্মপথেই অবস্থান করেন, তবে কেন হর্ষে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন? ৪৪½

ঋষি মৃদুক বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমার হস্ত হইতে শাকের রস নির্গত হইতেছে। প্রভো! উহা দেখিয়াই আমি মহাহর্ষে নৃত্য করিতেছি ॥ ৪৫½

ইহা শ্রবণ করত মহাদেব হাস্য করত আসক্তিতে মোহিত মুনিকে বলিলেন,—আমার ত' ইহা দেখিয়া বিস্ময় হইতেছে না। তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর ॥ ৪৬½

রাজেন্দ্র! মুনিশ্রেষ্ঠ মৃদুককে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান্ মহাদেব নিজ অঙ্গুলির অগ্রভাগ ক্ষত করিয়া দিলেন। তখন সেই ক্ষতস্থান দিয়া হিমের (বরফের) ন্যায় শুভ্রবর্ণের ভস্ম বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ৪৭-৪৮

রাজন্! ইহা দেখিয়া মুনি লজ্জিত হইলেন এবং মহাদেবের চরণে পতিত হইলেন। তিনি মহাদেবকে বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৯

ভগবন্! আমি রুদ্রদেব ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে অতিশয় মহান্ বলিয়া মনে করি না। আপনিই দেবতা ও অসুরগণের সহিত সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ ত্রিশূলধারী মহাদেব ॥ ৫০

মনীষী পুরুষসকল বলেন—আপনিই এই সম্পূর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রলয়ের সময় সারা জগৎ আপনাতেই বিলীন হইয়া যাইবে ॥ ৫১

সমস্ত দেবতাগণও আপনাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না, সুতরাং আমি কিরূপে আপনাকে জানিতে সমর্থ হইব? জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আপনাতেই বিদ্যমান আছে ॥ ৫২

হে অনঘ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণও বরদায়ক প্রভু আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন। আপনি সর্বস্বরূপ। দেবগণের কর্তা এবং কারয়িতাও আপনি। আপনারই প্রসাদে সমস্ত দেবতারা এখানে নির্ভয় হইয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৫৩½

(ত্বং প্রভুঃ পরমৈশ্বর্য্যাদধিকং ভাসি শঙ্কর
ত্বয়ি ব্রহ্মা চ শক্রশ্চ লোকান্ সন্ধার্য্য তিষ্ঠতঃ ॥
ত্বন্মূলঞ্চ জগৎ সর্বং ত্বদন্তং হি মহেশ্বর
ত্বয়া হি বিততা লোকাঃ সপ্তৈমে সর্বসম্ভব ॥
সর্বথা সর্বভূতেশ ত্বামেবার্চন্তি দেবতাঃ ।
ত্বন্ময়ং হি জগৎ সর্বং ভূতং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥
স্বর্গঞ্চ পরমং স্থানং নৃণামভ্যুদয়াথিনাম্ ।
দদাসি কর্মিণাং কর্ম ভাবয়ন্ ধ্যানযোগতঃ ॥
ন বৃথাস্তি মহাদেব প্রসাদস্তে মহেশ্বর ।
যস্মাৎ ত্বয়োপকরণাৎ করোমি কমলেক্ষণ ॥
প্রপদ্যে শরণং শম্ভুং সর্বদা সর্বতঃ স্থিতম্ ।
এবং স্তুত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতোঽভবৎ ॥ ৫৪
যদিদং চাপলং দেব কৃতমেতৎ ময়াদিকম্
ততঃ প্রসাদয়ামি ত্বাং তপো মে ন ক্ষরেদিতি ॥ ৫৫
ততো দেবঃ প্রীতমনাস্তমৃষিং পুনরব্রবীৎ ।
তপস্তে বর্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা ॥ ৫৬
আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্ধমহং সদা ।
সপ্তসারস্বতে চাস্মিন্ যো মামর্চিষ্যতে নরঃ ॥ ৫৭
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদ্ ভবিতেহ পরত্র বা ।
সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮
এতন্মঙ্কণকস্যাপি চরিতং ভূরিতেজসঃ ।
স হি পুত্রঃ সুকন্যায়ামুৎপন্নো মাতরিশ্বনা ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

(শঙ্কর ! আপনি সকলের প্রভু আপনার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যে আপনার অধিক শোভা হইতেছে। সকলের উৎপত্তির হেতুভূত পরমেশ্বর ! এই সপ্ত লোক আপনার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত হইয়া আছে।

সর্ব্বভূতেশ্বর ! দেবগণ সর্ব্বপ্রকারে আপনারই পূজা করিয়া থাকেন। সম্পূর্ণ বিশ্ব এবং চরাচর ভূতসকলের উপাদান কারণ আপনি-ই।

আপনিই অভ্যুদয়কামী সৎকর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণের কর্ম্মসকল ধ্যানযোগে বিচার করত উত্তমপদ স্বর্গলোক প্রদান করেন।

মহাদেব ! মহেশ্বর ! কমলনয়ন ! আপনার কৃপাপ্রসাদ কখনও ব্যর্থ হয় না। আপনার প্রদত্ত সামগ্রীর দ্বারা আমি কার্য্য করিতেছি, অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে স্থিত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শঙ্কর আপনার আমি শরণ গ্রহণ করিলাম।)

এইরূপে মহাদেবের স্তুতি করিয়া সেই মহর্ষি মঙ্কণক মস্তক নত করত এই কথা বলিলেন—দেব ! আমি যে এই অহঙ্কারাদি প্রকাশ করিবার চপলতা করিয়াছি, উহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার তপস্যা যেন নষ্ট না হয় ৫৬-৫৫

এই কথা শ্রবণ করত মহাদেব প্রসন্ন হইলেন। তিনি পুনরায় সেই মহর্ষি মঙ্কণককে বলিলেন—বিপ্রবর ! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইবে আমি এই আশ্রমে সর্ব্বদা তোমার সহিত বাস করিব যে ব্যক্তি এই সপ্ত সারস্বত-তীর্থে আমার পূজা করিবে, তাহার পক্ষে ইহলোক ও পরলোকে কোন কিছুই দুর্লভ হইবে না। সে সারস্বত-লোকে গমন করিবে —ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৬-৫৮

এই মহাতপস্বী মঙ্কণক-মুনির চরিত্র বর্ণনা করিলাম। পবনদেব সুকন্যার গর্ভে ইহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বতের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ঔশনস-কপালমোচনতীর্থয়োর্মাহাত্ম্যকথনম্, রুষঙ্গোরাশ্রমে পৃথূদক-তীর্থস্য মহিমবর্ণনঞ্চ।)

ঊষিত্বা তত্র রামস্তু সম্পূজ্যাশ্রমবাসিনঃ।
তথা মঙ্কণকে প্রীতিং শুভাং চক্রে হলায়ুধঃ ॥১
পূজিতো মুনিসঙ্ঘৈশ্চ প্রাতরুত্থায় লাঙ্গলী ॥ ২
অনুজ্ঞাপ্য মুনীন্ সর্বান্ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ ভারত।
প্রযযৌ ত্বরিতো রামস্তীর্থহেতোর্মহাবলঃ ॥ ৩
ততস্তৌশনসং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ।
কপালমোচনং নাম যত্র মুক্তো মহামুনিঃ ॥ ৪
মহতা শিরসা রাজন্ প্রস্তজ্জঙ্ঘো মহোদরঃ।
রাক্ষসস্য মহারাজ রামক্ষিপ্তস্য বৈ পুরা ॥ ৫
তত্র পূর্বং তপস্তপ্তং কাব্যেন সুমহাত্মনা।
যত্রাস্য নীতিরখিলা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ৬
যত্রস্থশ্চিন্তয়ামাস দৈত্যদানববিগ্রহম্।
তৎ প্রাপ্য চ বলো রাজংস্তীর্থপ্রবরমুত্তমম্ ॥ ৭
বিধিবদ্ বৈ দদৌ বিত্তং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।

জনমেজয় উবাচ।

কপালমোচনং ব্রহ্মন্ কথং যত্র মহামুনিঃ ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মুক্তঃ কথং চাস্য শিরো লগ্নং কেন চ হেতুনা।
পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ৯
বসতা রাজশার্দূল রাক্ষসান্ শময়িষ্যতা।
জনস্থানে শিরশ্ছিন্নং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১০
ক্ষুরেণ শিতধারেণ উৎপপাত মহাবনে।
মহোদরস্য তল্লগ্নং জঙ্ঘায়াং বৈ যদৃচ্ছয়া ॥১১
বনে বিচরতো রাজন্নস্থি ভিত্ত্বাক্ষুরং তদা।
স তেন লগ্নেন তদা দ্বিজাতির্ন শশাক হ ॥ ১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

[ঔশনস ও কপালমোচন তীর্থের মাহাত্ম্যকথন এবং রুষঙ্গুর আশ্রমে স্থিত পৃথূদক তীর্থের মহিমাবর্ণন

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ সেই সপ্ত সারস্বত-তীর্থে অবস্থান করত হলধর বলরাম আশ্রমবাসী ঋষিগণের পূজা করিলেন এবং মঙ্কণকমুনির প্রতি নিজের উত্তম প্রীতি জানাইলেন। ১

তদনন্তর সেখানে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করত সেই রাত্রিতে নিবাস করিবার পর প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া মুনিমণ্ডলীর দ্বারা সম্মানিত মহাবল লাঙ্গলধারী বলরাম পুনরায় তীর্থের জলে স্নান করিলেন এবং সমস্ত ঋষি-মুনিগণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য তীর্থে গমন করিবার জন্য অতিসত্বর সেস্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন। ২-৩

তদনন্তর হলধর বলরাম ঔশনস-তীর্থে আসিলেন। ইহার অপর একটি নাম কপালমোচন-তীর্থ। মহারাজ! পূর্ব্বকালে ভগবান্ শ্রীরাম এক রাক্ষসকে বিনাশ করত তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তাহার বিশাল মস্তক মহামুনি মহোদরের জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল সেই মহামুনি এই তীর্থে স্নান করিলে পর উক্ত কপাল হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ৪-৫

মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এ স্থানে পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন ইহার ফলে তাঁহার হৃদয়ে সম্পূর্ণ নীতিবিদ্যা প্রস্ফুরিত হইয়াছিল

সেস্থানে থাকিয়াই তিনি দৈত্য অথবা দানবগণের যুদ্ধবিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন রাজন্! এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে উপস্থিত হইয়া বলরাম মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক ধনদান করিলেন।৬-৭

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই তীর্থের নাম 'কপালমোচন' কিরূপে হইল, যেস্থানে মহামুনি মহোদর মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন? তাঁহার জঙ্ঘায় সেই রাক্ষস-মস্তক কিভাবে এবং কি কারণে সংলগ্ন হইয়াছিল? ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! ইহা বহুকাল পূর্ব্বের কথা, যখন রঘুকুলতিলক মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিবার সময় রাক্ষসগণকে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন, তখন তীক্ষ্ণধার ক্ষুর-বাণে জনস্থানে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক বিশাল বনে উপরের দিকে উত্থিত হইল এবং দৈবযোগে বনে বিচরণকারী মহোদর-মুনির জঙ্ঘায় যাইয়া সংলগ্ন হইল। হে রাজন্! সেই সময় এই জঙ্ঘা তাঁহার অস্থিভেদ করত রাক্ষস-মস্তক মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯-১১

সেই মস্তক জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়া যাওয়ায় মহাবুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ কোন তীর্থ কিংবা দেবালয়ে অনায়াসে আসিতে পারিতেন না।১২

অভিগন্তুং মহাপ্রাজ্ঞাতীর্থান্যায়তনানি চ।
স পূতিনা বিস্রবতা বেদনার্তো মহামুনিঃ ১৩

জগাম সর্বতীর্থানি পৃথিব্যাং চেতি নঃ শ্রুতম্।
স গত্বা সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাংশ্চ মহাতপাঃ।। ১৪

কথয়ামাস তৎ সর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
আপ্লুত্য সর্বতীর্থেষু ন চ মোক্ষমবাপ্তবান্।। ১৫

স তু শুশ্রাব বিপ্রেন্দ্র মুনীনাং বচনং মহৎ।
সরস্বত্যাস্তীর্থবরং খ্যাতমৌশনসং তদা।। ১৬

সর্বপাপপ্রশমনং সিদ্ধিক্ষেত্রমনুত্তমম্।
স তু গত্বা ততস্তত্র তার্ণমৌশনসং দ্বিজঃ।। ১৭

তত ঔশনসে তীর্থে তস্যোপস্পৃশতস্তদা
তচ্ছিরশ্চরণং মুক্ত্বা পপাতাম্ভর্জলে তদা।। ১৮

বিমুক্তস্তেন শিরসা পরং সুখমবাপ হ।
স চাপ্যম্ভর্জলে মূর্ধা জগামাদর্শনং বিভো।। ১৯

ততঃ স বিশিরা রাজন্ পূতাত্মা বীতকল্মষঃ।
আজগামাশ্রমং প্রীতঃ কৃতকৃত্যো মহোদরঃ।। ২০

সোঽথ গত্বাঽঽশ্রমং পুণ্যং বিপ্রমুক্তো মহাতপাঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।। ২১

তে শ্রুত্বা বচনং তস্য ততস্তীর্থস্য মানদ।
কপালমোচনমিতি নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ।। ২২

স চাপি তীর্থপ্রবরং পুনর্গত্বা মহানৃষিঃ।
পীত্বা পয়ঃ সুবিপুলং সিদ্ধিমায়াৎ তদা মুনিঃ।। ২৩

তত্র দত্ত্বা বহূন্ দায়ান্ বিপ্রান সম্পূজ্য মাধবঃ।
জগাম বৃষ্ণিপ্রবরো রুষঙ্গোরাশ্রমং তদা।। ২৪

যত্র তপ্তং তপো ঘোরমাষ্টিষেণেন ভারত।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। ২৫

সর্বকামসমৃদ্ধঞ্চ তদাশ্রমপদং মহৎ
মুনিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সেবিতং সর্বদা বিভো।। ২৬

সেই মস্তক হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূয় বাহির হইতে লাগিল এবং মহামুনি মহোদর তখন বেদনায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, মহামুনি মহোদর তখন অতিকষ্টে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন॥ ১৩½

সেই মহাতপস্বী মহর্ষি সমস্ত নদীসকল এবং সমুদ্রসমূহ যাত্রা করত সেখানে নিবাসকারী পবিত্রাত্মা মুনিগণকে সেই সব বৃত্তান্ত বলিলেন। সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়াও তিনি সেই কপাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই॥ ১৪-১৫

বিপ্রবর! তিনি মুনিগণের মুখ হইতে এই মহত্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ 'ঔশনস' নামে প্রসিদ্ধ সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকেন এবং সর্বোত্তম সিদ্ধিক্ষেত্র॥১৬॥

তদনন্তর সেই ব্রহ্মর্ষি সেখানে উশনস-তীর্থে গমন করিলেন এবং তাঁহার জলে আচমন ও স্নান করিলেন। সেই সময় উক্ত কপাল (রাক্ষসমস্তক) তাঁহার চরণ পরিত্যাগ করত জলের মধ্যে পতিত হইল॥ ১৭-১৮

প্রভো! সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইলে পর মহোদর-মুনি অতিশয় সুখ লাভ করিলেন। এই সময় সেই মস্তকও লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক জলমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইল॥ ১৯

রাজন্! সেই কপাল হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্পাপ এবং পবিত্র চিত্ত মহোদরমুনি কৃতকৃত্য হইয়া পীতি সহকারে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন

সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া সেই মহাতপস্বী মুনি নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করত সেখানে স্থিত পূতাত্মা ঋষিগণকে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন॥ ২১

মানদ! তদনন্তর সেখানে সমবেত মহর্ষিগণ মহোদরমুনির কথা শ্রবণ করত সেই তীর্থের 'কপালমোচন' নাম প্রদান করিলেন॥ ২২

ইহার পর মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে গমন করিলেন এবং সেখানে প্রচুর জলপান করিয়া উত্তম সিদ্ধিলাভ করিলেন॥ ২৩

বৃষ্ণিবংশভূষণ বলরাম সেখানে ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তাঁহাদিগকে উত্তম ধনসকল প্রদান করিলেন। তাহার পর তিনি রুষঙ্গুমুনির আশ্রমে গমন করিলেন॥ ২৪

ভরতনন্দন! এখানেই আষ্টিষেন-মুনি ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এখানেই মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ২৫

প্রভো! এই বিশাল আশ্রম সমস্ত মনোবাঞ্ছিতসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে বহুসংখ্যক মুনি ও ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করিয়া থাকেন॥ ২৬

ততো হলধরঃ শ্রীমান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
জগাম তত্র রাজেন্দ্র কৃষঙ্গুঃ সুমতাজ্জগৎ ॥ ২৭
কৃষঙ্গুর্ব্রাহ্মণো বৃদ্ধস্তপোনিত্যশ্চ ভারত।
দেহন্যাসে কৃতমনা বিচিন্ত্য বহুধা তদা ॥ ২৮
ততঃ সর্বানুপাদায় তনয়ান্ বৈ মহাতপাঃ।
কৃষঙ্গুরব্রবীৎ তত্র নয়ধ্বং মাং পৃথূদকম্ ॥ ২৯
বিজ্ঞায়াতীতবয়সং কৃষঙ্গুং তে তপোধনাঃ।
তঞ্চ তীর্থমুপানিন্যুঃ সরস্বত্যাস্তপোধনম্ ॥ ৩০
স তৈঃ পুত্রৈস্তদা ধীমানানীতো বৈ সরস্বতীম্।
পুণ্যাং তীর্থশতোপেতাং বিপ্রসঙ্ঘৈর্নিষেবিতাম্ ॥ ৩১
স তত্র বিধিনা রাজন্নাপ্লুত্য সুমহাতপাঃ।
জ্ঞাত্বা তীর্থগুণাংশ্চৈব প্রাহেদমৃষিসত্তমঃ ॥ ৩২
সুপ্রীতঃ পুরুষব্যাঘ্র সর্বান্ পুত্রানুপাসতঃ।
সরস্বত্যুত্তরে তীরে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্ ॥ ৩৩
পৃথূদকে জপাপরো নৈনং শ্বোমরণং তপেৎ।
তত্রাপ্লুত্য স ধর্মাত্মা উপস্পৃশ্য হলায়ুধঃ ॥ ৩৪
দত্ত্বা চৈব বহূন্ দায়ান্ বিপ্রাণাং বিপ্রবৎসলঃ।
সসর্জ্জ যত্র ভগবাঁল্লোকাঁল্লোকপিতামহঃ ॥ ৩৫
যত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ ॥ ৩৬
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ ॥ ৩৭
মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাযশাঃ।
তত্রাজগাম বলবান্ বলভদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

রাজেন্দ্র! তাহার পর শ্রীমান্ হলধর বলরাম ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে কৃষঙ্গুমুনি নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৭

ভারত! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃষঙ্গু সদা তপস্যায় নিরত থাকিতেন। এক সময় সেই মহাতপস্বী কৃষঙ্গুমুনি দেহত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করত বহু কিছু চিন্তা করিয়া নিজের সমস্ত পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমাকে পৃথূদক-তীর্থে লইয়া চল ॥ ২৮-২৯

সেই তপস্বী পুত্রগণ তপোধন কৃষঙ্গুকে অত্যন্ত বৃদ্ধ জানিয়া তাঁহাকে সরস্বতীর উত্তম তীর্থে লইয়া যাইলেন ॥ ৩০

রাজন্! নরব্যাঘ্র! এই পুত্রগণ যখন সেই বুদ্ধিমান্ মুনিকে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেবিতা এবং শত শত তীর্থসমূহে সুশোভিতা পুণ্যসলিলা সরস্বতীর তীরে লইয়া আসিলেন, তখন সেই মহাতপস্বী মহর্ষি সেখানে বিধিপূর্বক স্নান করত তীর্থের গুণসমূহ অবগত হইয়া স্বীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট সকল পুত্রকে প্রীতিসহকারে বলিলেন ॥ ৩১-৩২½

যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরতীরে পৃথূদক-তীর্থে জপ করিতে করিতে নিজের দেহ পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে ভাবী কালে পুনরায় মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না ॥ ৩৩½

ধর্মাত্মা বিপ্রবৎসল হলধর বলরাম এই তীর্থে স্নান ও আচমন করত ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করিলেন ॥ ৩৪½

কুরুবংশভূষণ নরেশ! তাহার পর বলবান্ ও প্রতাপশালী বলভদ্র সেই তীর্থে আসিলেন, যেখানে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি-কার্য্য করিয়াছিলেন, যেখানে কঠোরব্রতপালনকারী মুনিশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ অতিশয় ঘোর তপস্যা করত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং যেখানে রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপস্বী দেবাপি এবং মহাযশস্বী ভগবান্ বিশ্বামিত্রমুনিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৮

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বতোপাখ্যানবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[আর্ষ্টিষেণ-বিশ্বামিত্রয়োস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কথমার্ষ্টিষেণো ভগবান্ বিপুলং তপুবাংস্তপঃ।
সিন্ধুদ্বীপঃ কথং চাপি ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তদা ॥ ১

দেবাপিশ্চ কথং ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রশ্চ সত্তম।
তন্মমাচক্ষ ভগবন্ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুরা কৃতযুগে রাজন্নার্ষ্টিষেণো দ্বিজোত্তমঃ
বসন্ গুরুকুলে নিত্যং নিত্যমধ্যয়নে রতঃ ॥ ৩

তস্য রাজন্ গুরুকুলে বসতো নিত্যমেব চ।
সমাপ্তিং নাগমদ্ বিদ্যা নাপি বেদা বিশাম্পতে ॥ ৪

স নির্বিণ্ণস্ততো রাজংস্তপস্তেপে মহাতপাঃ।
ততো বৈ তপসা তেন প্রাপ্য বেদানমুত্তমান্ ॥ ৫

স বিদ্বান্ বেদযুক্তশ্চ সিদ্ধশ্চাপ্যসিসত্তমঃ
তত্র তীর্থে বরান্ প্রাদাৎ ত্রীনেব সুমহাতপাঃ ॥ ৬

অস্মিংস্তীর্থে মহানদ্যা অদ্যপ্রভৃতি মানবঃ।
আপ্লুতো বাজিমেধস্য ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্ ॥ ৭

অদ্য প্রভৃতি নৈবাত্র ভয়ং ব্যালাদ্ ভবিষ্যতি।
অপি চাল্পেন কালেন ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্। ৮

এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম ত্রিদিবং মুনিঃ।
এবং সিদ্ধঃ স ভগবানার্ষ্টিষেণঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯

তস্মিন্নেব তদা তীর্থে সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্।
দেবাপিশ্চ মহারাজ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপতুর্মহৎ ॥ ১০

তথা চ কৌশিকস্তাত তপোনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তপসা বৈ সুতপ্তেন ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্ ॥ ১১

গাধির্নাম মহানাসীৎ ক্ষত্রিয়ঃ প্রথিতো ভুবি।
তস্য পুত্রোঽভবদ্ রাজন্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১২

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[আর্ষ্টিষেণ ও বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি।]

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! পূজ্য আর্ষ্টিষেণ সেখানে কিভাবে অতিশয় ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন? ভগবন্! এই সমস্ত আমাকে বলুন। ইহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎসুক হইতেছে। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পুরাকালে সত্যযুগে দ্বিজশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ সর্ব্বদা গুরুকুলে বাস করিতে করিতে নিরন্তর বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নে নিরত ছিলেন। ৩

প্রজানাথ! নরেশ্বর! গুরুকুলে সর্ব্বদা বাস করিয়াও তাঁহার বিদ্যা সমাপ্ত হইল না এবং তিনি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। ৪

নরেশ্বর! ইহাতে মহাতপস্বী আর্ষ্টিষেণ খিন্ন ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তারপর তিনি সরস্বতীর সেই তীর্থে যাইয়া তপস্যা করিলেন। এই তপস্যার প্রভাবে উত্তম বেদসকলের জ্ঞানলাভ করত তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া যাইলেন। তদনন্তর এই মহাতপস্বী আর্ষ্টিষেণ সেই তীর্থকে তিনটি বরদান করিলেন। ৫-৬

আজ হইতে যে মনুষ্য মহানদী সরস্বতীর এই তীর্থে স্নান করিবে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম ফললাভে সমর্থ হইবে। আজ হইতে এই তীর্থে কাহারও সর্পের ভয় হইবে না। অল্প সময়ের জন্যও এই তীর্থসেবন করিলে মানুষ বহু অধিক ফল লাভ করিবে। ৭-৮

এই কথা বলিয়া সেই মহাতেজস্বী আর্ষ্টিষেণমুনি স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এইরূপ পূজনীয় ও প্রতাপশালী আর্ষ্টিষেণ ঋষি সেই তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯

মহারাজ! সেই দিনেই ঐ তীর্থে প্রতাপী সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি তপস্যা করত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১০

তাত! কুশিকবংশজাত বিশ্বামিত্রও এই স্থানেই নিরন্তর ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি এই উগ্র তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১১

রাজন্! পূর্ব্বে এই ভূতলে গাধিনামে বিখ্যাত উত্তম ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই পুত্র ছিলেন। ১২

স রাজা কৌশিকস্তাত্তো মহাযোগাভবৎ কিল।
স পুত্রমভিষিচ্যাথ বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ ॥ ১৩
দেহন্যাসে মনশ্চক্রে তমূচুঃ প্রণতাঃ প্রজাঃ।
ন গন্তব্যং মহাপ্রাজ্ঞ ত্রাহি চাস্মান্ মহাভয়াৎ ॥ ১৪
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ততো গাধিঃ প্রজাস্ততঃ।
বিশ্বস্য জগতো গোপ্তা ভবিষ্যতি সুতো মম ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা তু ততো গাধিবিশ্বামিত্রং নিবেশ্য চ।
জগাম ত্রিদিবং রাজন্ বিশ্বামিত্রোঽভবন্নৃপঃ ॥ ১৬
ন স শক্নোতি পৃথিবীং যত্নবানপি রক্ষিতুম্।
ততঃ শুশ্রাব রাজা স রাক্ষসেভ্যো মহাভয়ম্ ॥ ১৭
নির্যযৌ নগরাচ্চাপি চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
স গত্বা দূরমধ্বানং বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ ॥ ১৮
তস্য তে সৈনিকা রাজংশ্চক্রুস্তত্রানয়ান্ বহূন্।
ততস্তু ভগবান্ বিপ্রো বশিষ্ঠোঽশ্রমমভ্যয়াৎ ॥ ১৯
দদৃশেঽথ ততঃ সর্বং ভজ্যমানং মহাবনম্
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥ ২০
সৃজস্ব শবরান্ ঘোরানিতি স্বাং গামুবাচ হ।
তথোক্তা সাসৃজদ্ ধেনুঃ পুরুষান্ ঘোরদর্শনান্ ॥ ২১
তে তু তদ্বলমাসাদ্য বভঞ্জুঃ সর্বতোদিশম্।
তচ্ছ্রুত্বা বিদ্রুতং সৈন্যং বিশ্বামিত্রস্তু গাধিজঃ ॥ ২২
তপঃ পরং মন্যমানস্তপস্যেব মনো দধে।
সোঽস্মিংস্তীর্থবরে রাজন্ সরস্বত্যাঃ সমাহিতঃ ॥ ২৩
নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ।
জলাহারো বায়ুভক্ষঃ পর্ণাহারশ্চ সোঽভবৎ ॥ ২৪
তথা স্থণ্ডিলশায়ী চ যে চান্যে নিয়মাঃ পৃথক্।
অসকৃত্তস্য দেবাস্তু ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে ॥ ২৫

তাত! কুশিকবংশধর রাজা গাধি মহাযোগী এবং অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেহত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। তখন সমস্ত প্রজারা নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মহাবুদ্ধিমান্ নরেশ! আপনি কোথাও যাইবেন না, এ স্থানে থাকিয়া আপনি আমাদিগকে এই জগতের মহাভয় হইতে রক্ষা করুন। ১৩-১৪

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর গাধি সমস্ত প্রজাদিগকে বলিলেন,—আমার পুত্র বিশ্বামিত্র এই সম্পূর্ণ জগতের রক্ষাকর্তা হইবে (অতএব তোমরা ভীত হইও না।) ১৫

রাজন্! এই কথা বলিয়া রাজা গাধি বিশ্বামিত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তাহার পর বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন। ১৬

তিনি যত্ন করিতে থাকিলেও সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। একদিন রাজা বিশ্বামিত্র শুনিলেন যে, প্রজাগণ রাক্ষসদের নিকট হইতে মহাভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৭

তখন তিনি চতুরঙ্গিণী সৈন্য লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং বহু দূর পর্যন্ত গমন করত বশিষ্ঠের আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৮

রাজন্! তাঁহার এই সৈন্যরা সেখানে বহু অন্যায় ও অত্যাচার করিলেন। তদনন্তর পূজ্য মহর্ষি বশিষ্ঠ কোনস্থান হইতে নিজ আশ্রমে আসিলেন। ১৯

আশ্রমে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সেই বিশাল বন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ! ইহা দেখিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ রাজা বিশ্বামিত্রের উপর কুপিত হইয়া উঠিলেন। ২০

তারপর তিনি নিজ ধেনু নন্দিনীকে বলিলেন,—তুমি ভয়ঙ্কর ভীল-জাতির সৈন্যগণকে সৃজন কর। তিনি এইরূপ আজ্ঞাদান করিলে পর তাঁহার হোমধেনু এরূপ পুরুষসকল সৃষ্টি করিলেন, যাহারা দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিলেন। ২১

ইঁহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র যখন ইহা শুনিলেন যে, আমার সৈন্যরা পলাইয়া গিয়াছে, তখন তপস্যাকেই অধিক প্রবল মনে করিয়া তিনি তপস্যাতে মনঃসংযোগ করিলেন। ২২।

রাজন্! তিনি সরস্বতীর সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে চিত্তকে একাগ্র করিয়া নিয়ম ও উপবাস সহকারে নিজ দেহকে শুষ্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৩।

তিনি কখনও জলপান করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন কখনও বায়ু আহার করিতেন এবং পত্র ভক্ষণ করিতেন। সদা ভূমিকেই বেদী করিয়া শয়ন করিতেন এবং তপস্যাসম্বন্ধীয় যে সমস্ত অন্য নিয়ম আছে, সেই সবও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পালন করিতে লাগিলেন। ২৪

দেবতাগণ তাঁহার ব্রতে বারংবার বিঘ্নসৃষ্টি করিতে লাগিলেন;

ন চাস্য নিয়মাদ্ বুদ্ধিরপযাতি মহাত্মনঃ।
ততঃ পরেণ যত্নেন তপ্ত্বা বহুবিধং তপঃ ॥ ২৬

তেজসা ভাস্করাকারো গাধিজঃ সমপদ্যত।
তপসা তু তথা যুক্তং বিশ্বামিত্রং পিতামহঃ ॥ ২৭

অমন্যত মহাতেজা বরদো বরদস্য তৎ।
স তু বব্রে বরং রাজন্ স্যামহং ব্রাহ্মণস্ত্বিতি ॥ ২৮

তথেতি চাব্রবীদ্ ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ।
স লব্ধ্বা তপসোগ্রেণ ব্রাহ্মণত্বং মহাযশাঃ ॥ ২৯

বিচচার মহীং কৃৎস্নাং কৃতকামঃ সুরোপমঃ।
তস্মিংস্তীর্থবরে রামঃ প্রদায় বিবিধং বসু ॥ ৩০

পয়স্বিনীস্তথা ধেনূর্যানানি শয়নানি চ।
অথ বস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ শোভনম্ ॥ ৩১

অদদাদ্যুদিতো রাজন্ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্।
যযৌ রাজংস্ততো রামো বকস্যাশ্রমমন্তিকাৎ।
যত্র তেপে তপস্তীব্রং দাল্‌ভ্যো বক ইতি শ্রুতিঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

কিন্তু এই মহাত্মার বুদ্ধি কখনও নিয়ম হইতে বিচলিত হয় নাই ॥ ২৫॥

তদনন্তর অতিশয় প্রযত্নের দ্বারা নানাপ্রকার তপস্যা করত গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র নিজ তেজে সূর্যসদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৬॥

বিশ্বামিত্রকে এতাদৃশ তপস্যাযুক্ত মহাতেজস্বী ও বরদায়ক ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদান করিতে অভিলাষী হইলেন ॥২৭॥

রাজন্! তখন তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি যেন ব্রাহ্মণ হইয়া যাই'। সর্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া বরদান করিলেন ॥ ২৮॥

এই উগ্র তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত সকলমনোরথ মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র দেবতাসদৃশ সমস্ত ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯॥

রাজন্! বলরাম সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে উত্তম ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তাঁহাদিগকে দুগ্ধবতী গাভী, বাহন, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং ভোজন ও পানযোগ্য বস্তুসকল প্রীতিসহকারে দান করিলেন। তাহার পর তিনি সেখান হইতে বকের আশ্রমে গমন করিলেন, যেখানে দল্‌ভপুত্র বক তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৩০-৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বতের উপাখ্যানবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[অবাকীর্ণ-যাযাত-তীর্থমহিমপ্রসঙ্গেন দাল্‌ভ্যচরিত্র-বর্ণনম্, যযাতের্যজ্ঞকথনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ব্রহ্মযোনেরবাকীর্ণং জগাম যদুনন্দনঃ ।
যত্র দাল্‌ভ্যো বকো রাজন্নাশ্রমস্থো মহাতপাঃ ॥ ১
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রে বৈচিত্রবীর্য্যিণঃ ।
তপসা ঘোররূপেণ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ ॥ ২
ক্রোধেন মহতাঽঽবিষ্টো ধর্মাত্মা বৈ প্রতাপবান্ ।
পুরা হি নৈমিষীয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৩
বৃত্তে বিশ্বজিতোঽন্তে বৈ পঞ্চালানুময়োঽগমন্ ।
তত্রেশ্বরমযাচন্ত দক্ষিণার্থং মনস্বিনঃ ॥ ৪
(তত্র তে লেভিরে রাজন্ পঞ্চালেভ্যো মহর্ষয়ঃ)
বলান্বিতান্ বৎসতরান্ নির্ব্যাধীনেকবিংশতিম্ ।
তানব্রবীদ্ বকো দাল্‌ভ্যো বিভজধ্বং পশূনিতি ॥ ৫
পশূনেতানহং ত্যক্ত্বা ভিক্ষিষ্যে রাজসত্তমম্ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্নৃষীন্ সর্বান্ প্রতাপবান্ ॥৬
জগাম ধৃতরাষ্ট্রস্য ভবনং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
স সমীপগতো ভূত্বা ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥ ৭
অযাচত পশূন্ দাল্‌ভ্যঃ স চৈনং রুষিতোঽব্রবীৎ
যদৃচ্ছয়া মৃতা দৃষ্টা গাস্তদা নৃপসত্তমঃ ॥ ৮
এতান্ পশূন্ নয় ক্ষিপ্রং ব্রহ্মবন্ধো যদীচ্ছসি ।
ঋষিস্তথা বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৯
অহো বত নৃশংসং বৈ বাক্যমুক্তোঽস্মি সংসদি ।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তেন রোষাবিষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১০
মতিং চক্রে বিনাশায় ধৃতরাষ্ট্রস্য ভূপতেঃ ।
স তূৎকৃত্য মৃতানাং বৈ মাংসানি মুনিসত্তমঃ ॥১১
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং নরপতেঃ পুরা ।
অবাকীর্ণে সরস্বত্যাস্তীর্থে প্রজ্বাল্য পাবকম্ ॥১২

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অবাকীর্ণ ও যাযাত-তীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে দাল্‌ভ্যের কথা বর্ণন এবং যযাতির যজ্ঞ বর্ণন

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! ব্রাহ্মণহত্যাকারী সেই তীর্থ হইতে প্রস্থিত হইয়া যদুনন্দন বলরাম 'অবাকীর্ণ' তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে আশ্রমে অবস্থান করত মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা এবং প্রতাপশালী দাল্‌ভপুত্র বক অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর তপস্যার দ্বারা স্বীয় শরীরকে শুষ্ক করিতে থাকিয়া বিচিত্রবীর্য্যনন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে হোম করিয়াছিলেন । ১-২ ।

পুরাকালে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বার বর্ষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত এক সত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন । যখন এই যজ্ঞ পূর্ণ হইল, তখন সেই সব ঋষি বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞের শেষে পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন । সেখানে যাইয়া এই মনস্বী মুনিগণ সেই দেশের রাজার নিকট হইতে দক্ষিণার জন্য ধন প্রার্থনা করিলেন । ৩-৪

রাজন্ ! সেখানে মহর্ষিগণ পাঞ্চালদের নিকট একুশটি বলবান্ ও নীরোগ গোবৎস প্রাপ্ত হইলেন । তখন তাঁহাদের মধ্যে দাল্‌ভপুত্র বক অন্য সব ঋষিদিগকে বলিলেন,—আপনারা এই পশুগণকে ভাগ করত গ্রহণ করুন । আমি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ রাজার নিকট হইতে অপর পশুসকল প্রার্থনা করিব । ৫ ।

হে রাজন্ ! সেই সব ঋষিগণকে এই কথা বলিয়া সেই প্রতাপশালী উত্তম ব্রাহ্মণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজভবনে গমন করিলেন । ৬,

নিকটে যাইয়া দাল্‌ভ্য কোরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পশুসকল যাচ্ঞা করিলেন । ইহা শ্রবণ করত নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র কুপিত হইয়া উঠিলেন । তাঁহার সেখানে তখন কিছু গরু দৈবেচ্ছায় নিহত হইয়াছিল । তাঁহাকে লক্ষ্য করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধের সহিত বলিলেন—অরে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ! তুমি যদি পশু প্রার্থনা কর, তবে এই নিহত পশুদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও । ৭-৮ ।

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করত ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি চিন্তা করিলেন,—অহো ! দুঃখের কথা, এই রাজা পূর্ণ সভায় আমাকে এরূপ কঠোর বাক্য বলিলেন ? ৯

মুহূর্ত্তকাল এরূপ চিন্তা করত রোষাবিষ্ট হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দাল্‌ভ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশের জন্য মনঃস্থির করিলেন । ১০ ।

এই মুনিশ্রেষ্ঠ সেই মৃত পশুদিগকে ছেদন করত তাহাদের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে আহুতিদান করিতে লাগিলেন । ১১ ।

মহারাজ ! সরস্বতী 'অবাকীর্ণ' তীর্থে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মহাতপস্বী দাল্‌ভপুত্র বক উত্তম নিয়ম অবলম্বন করত সেই মৃত

বকো দাল্‌ভ্যো মহারাজ নিয়মং পরমং স্থিতঃ।
স তৈরেব জুহাবাস্য রাষ্ট্রং মাংসৈর্মহাতপাঃ ॥ ১৩

তস্মিংস্তু বিধিবৎ সত্রে সম্প্রবৃত্তে সুদারুণে।
অক্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব ॥ ১৪

ততঃ প্রক্ষীয়মাণং তদ্ রাজ্যং তস্য মহীপতেঃ।
ছিদ্যমানং যথানড্বান্ বনং পরশুনা বিভো ॥ ১৫

বভূবাপদ্‌গতঃ তচ্চ ব্যবকীর্ণমচেতনম্।
দৃষ্ট্বা তথাবকীর্ণং তু রাষ্ট্রং স মনুজাধিপঃ ॥ ১৬

বভূব দুর্মনা রাজংশ্চিন্তয়ামাস চ প্রভুঃ।
মোক্ষার্থমকরোদ্ যত্নং ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ পুরা ॥ ১৭

ন চ শ্রেয়োঽধ্যগচ্ছত্তু ক্ষীয়তে রাষ্ট্রমেব চ।
যদা স পার্থিবঃ খিন্নস্তে চ বিপ্রস্তদানঘ ॥ ১৮

যদা চাপি ন শক্নোতি রাষ্ট্রং মোক্ষয়িতুং নৃপ।
অথ বৈ প্রাশ্নিকাংস্তত্র পপ্রচ্ছ জনমেজয় ॥ ১৯

ততো বৈ প্রাশ্নিকাঃ প্রাহুঃ পশোরিপ্রকৃতত্বয়া।
মাংসৈরভিজুহোতীদং তব রাষ্ট্রং মুনির্বকঃ ॥ ২০

তেন তে হূয়মানস্য রাষ্ট্রস্যাস্য ক্ষয়ো মহান্।
তস্যৈতৎ তপসঃ কর্ম যেন তেঽদ্য ক্ষয়ো মহান্ ॥ ২১

অপাং কুক্ষে সরস্বত্যাস্তঃ প্রসাদয় পার্থিব।
সরস্বতীং ততো গত্বা স রাজা বকমব্রবীৎ ॥ ২২

নিপত্য শিরসা ভূমৌ প্রাঞ্জলির্ভরতর্ষভ।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্নপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥ ২৩

মম দীনস্য লুব্ধস্য মোহেনাভিহতচেতসঃ।
ত্বং গতির্ব্রহ্ম মে নাথঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৪

তং তথা বিলপন্তং তু শোকোপহতচেতসম্
দৃষ্ট্বা তস্য কৃপা যজ্ঞে রাষ্ট্রং তস্য ব্যমোচয়ৎ ॥ ২৫

পক্ষিগণের মাংসের দ্বারা তাঁহার রাষ্ট্রের হোম করিতে থাকিলেন ১২-১৩

রাজন্! এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ যখন হইতে বিধিঅনুসারে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল ॥

প্রভো! যেরূপ বিশাল বন পরশু দ্বারা (কুঠার দ্বারা) ছেদন করা হইলে বিপদাপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রও ক্ষীণ হইতে হইতে অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়া যাইল এবং অচেতনপ্রায় হইল ॥ ১৪-১৫½

রাজন্! নিজ রাজ্যকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে দেখিয়া সেই নরপতি ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিজের দেশকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৭

হে অনঘ! যখন কোনপ্রকারেই এই ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র নিজ রাজ্যের কল্যাণসাধন করিতে পারিলেন না এবং প্রতিদিন উহা ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল, তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং সেই ব্রাহ্মণগণ অতিশয় খিন্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮

নৃপ জনমেজয়! যখন ধৃতরাষ্ট্র নিজের সেই রাজ্যকে বিপদমুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি প্রাশ্নিকগণকে (প্রশ্ন করিলে পর যাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল বিষয় বলিতে পারেন —গণনাকারিগণকে) আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯

তখন সেই প্রাশ্নিকগণ বলিলেন,—আপনি পশুপ্রার্থনাকারী বকমুনিকে তিরস্কার করিয়াছেন সেইজন্য তিনি মৃত পশুদের মাংসের দ্বারা আপনার এই রাজ্যকে নষ্ট করিবার ইচ্ছায় হোম করিতেছেন ॥ ২০

তিনি এই ভাবে হোম করায় আপনার এই রাজ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এ সমস্তই তাঁহার তপস্যার প্রভাব, যাহার দ্বারা আপনার এই দেশ বর্তমানে অতিশয় ক্ষয় হইয়া যাইতেছে ॥ ২১

কৃপাল! সরস্বতীর কুক্ষে জলের নিকট সেই মুনি বিদ্যমান আছেন, আপনি তাঁহাকে প্রসন্ন করুন তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সরস্বতীর তীরে গমন করত বকমুনিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি ভূতলে মস্তকস্পর্শ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি দীন, লোভী এবং মূর্খতাবশতঃ হতবুদ্ধি, অতএব অপরাধী আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই আমাকে একমাত্র গতি এবং আপনিই আমার রক্ষক। আপনি আমাকে অবশ্যই করুণা করিবেন ॥ ২৩-২৪

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ শোকে অচৈতন্য হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ২৫

ঋষিঃ প্রসন্নস্তস্যাভূৎ সংরম্ভঞ্চ বিহায় সঃ।
মোক্ষার্থং তস্য রাজ্ঞস্তু জুহাব পুনরাহুতিম্ ॥ ২৬
মোক্ষয়িত্বা ততো রাষ্ট্রং প্রতিগৃহ্য পশূন্ বহূন্।
হৃষ্টাত্মা নৈমিষারণ্যং জগাম পুনরেব সঃ ॥ ২৭
ধৃতরাষ্ট্রোঽপি ধর্মাত্মা স্বস্থচেতা মহামনাঃ।
স্বমেব নগরং রাজন্ প্রাতিপেদে মহর্দ্ধিমৎ ॥ ২৮
তত্র তীর্থে মহারাজ বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
অসুরাণামভাবায় ভবায় চ দিবৌকসাম্ ॥ ২৯
মাংসৈরভিজুহাবেষ্টিমক্ষীয়ন্ত ততোঽসুরাঃ।
দৈবতৈরপি সঙ্গম্য জিতকাশিভিরাহবে ॥ ৩০
তত্রাপি বিধিবদ্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ।
বাজিনঃ কুঞ্জরাংশ্চৈব রথাংশ্চাপ্যতরীযুতান্ ॥ ৩১
রত্নানি চ মহার্হাণি ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্।
যযৌ তীর্থং মহাবাহুর্যাযাতং পৃথিবীপতে ॥ ৩২

তত্র যজ্ঞে যযাতেস্তু মহারাজ্ঞ সরস্বতী।
সর্পিঃ পয়শ্চ সুস্রাব নাহুষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৩
তত্রেষ্টা পুরুষব্যাঘ্রো যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
অক্রামদূর্দ্ধং মুদিতো লেভে লোকাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ৩৪
পুনস্তত্র চ রাজস্তু যযাতের্যজতঃ প্রভোঃ।
ঔদার্য্যং পরমং কৃত্বা ভক্তিং চাত্মনি শাশ্বতীম্ ॥ ৩৫
দদৌ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো যান্ যান্ যো মনসেচ্ছতি।
যো যত্র স্থিত এবেহ আহূতো যজ্ঞসংস্তরে ॥ ৩৬
তস্য তস্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গৃহাদিশয়নাদিকম্।
ষড়্রসং ভোজনং চৈব দানং নানাবিধং তথা ॥ ৩৭
তে মন্যমানা রাজ্ঞস্তু সম্প্রদানমমুত্তমম্।
রাজানং তুষ্টুবুঃ প্রীতা দত্ত্বা চৈবাশিষঃ শুভাঃ ॥ ৩৮
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ প্রীতা যজ্ঞস্য সম্পদা।
বিস্মিতা মানুষাশ্চাসন্ দৃষ্ট্বা তাং যজ্ঞসম্পদম্ ॥ ৩৯

ঋষি ক্রোধ পরিত্যাগ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং পুনরায় তাঁহার রাজ্যকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য আহুতিদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

এই ভাবে রাজ্যকে বিপদমুক্ত করিয়া দিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে বহু পশু গ্রহণ করত প্রসন্নচিত্ত হইয়া মহর্ষি দালভ্য পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥ ২৭

রাজন্! তাহার পর মহামনস্বী ধর্মাত্মা ধৃতরাষ্ট্রও স্বস্থচিত্ত হইয়া স্বীয় সমৃদ্ধিশালী নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ২৮

মহারাজ! এই তীর্থে উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি অসুরদিগকে বিনাশ এবং দেবগণের উন্নতি সাধনের জন্য মাংসফলের দ্বারা আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই অসুরগণ ক্ষীণ হইয়া যাইলেন ও যুদ্ধে জয়লাভে সুশোভিত দেবতারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ২৯-৩০

পৃথ্বীনাথ! মহাযশস্বী মহাবাহু বলরাম সেই তীর্থের ব্রাহ্মণগণকে বিধি অনুসারে হস্তী, অশ্ব, বস্ত্রভূষিত রথ, বহুমূল্য রত্ন এবং প্রচুর ধন-ধান্য দান করত সে স্থান হইতে 'যাযাত' তীর্থে যাত্রা করিলেন ॥ ৩১-৩২

মহারাজ! এখানে পুরাকালে নহুষনন্দন মহাত্মা যযাতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সরস্বতী তাঁহার এই যজ্ঞের জন্য দুগ্ধ ও ঘৃত প্রবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

পুরুবংশ্রেষ্ঠ ভূপাল যযাতি এখানে যজ্ঞ করত প্রসন্নচিত্তে উর্দ্ধলোকে চলিয়া যাইলেন এবং সেখানে তিনি বহু পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪

শক্তিশালী রাজা যযাতি যখন সেখানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার উৎকৃষ্ট উদারতা দেখিয়া এবং নিজের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি লক্ষ্য করিয়া সরস্বতী সেই যজ্ঞে সমবেত ব্রাহ্মণগণকে মনোবাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রদান করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

রাজা যযাতি যজ্ঞমণ্ডপে আহূত হইয়া সমাগত ব্রাহ্মণগণ যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের জন্য নদীশ্রেষ্ঠ সরস্বতী পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, শয্যা, আসন, ষড়্‌বিধ রসসংযুক্ত ভোজন এবং নানাপ্রকার দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ॥ ৩৬-৩৭

সেই ব্রাহ্মণগণ ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে, রাজাই তাঁহাদের এই সকল দানযোগ্য বস্তু দান করিয়াছেন। তখন তাঁহারা রাজা যযাতিকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করত তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

এই যজ্ঞের সম্পত্তিতে দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণও অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ এই যজ্ঞের বৈভব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৩৯

ততস্তালকেতুর্মহাধর্মকেতু—
মহাত্মা কৃতাত্মা মহাদাননিত্যঃ।
বশিষ্ঠাপবাহং মহাভীমবেগং
ধৃতাত্মা জিতাত্মা সমভ্যাজগাম ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

তদনন্তর ধর্মই যাঁহার বিশাল ধ্বজ, যাঁহার পতাকায় তালচিহ্ন সুশোভিত, এবং প্রতিদিন যিনি বিশিষ্ট বস্তুসকল দান করিতেন, সেই মহাত্মা, শিক্ষিতচিত্ত, তীর্থপর্যটনে সচেষ্ট ও জিতেন্দ্রিয় বলরাম সেস্থান হইতে 'বশিষ্ঠাপবাহ' নামক তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে সরস্বতীর বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(বশিষ্ঠাপবাহ-তীর্থস্যোৎপত্তিঃ, বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধঃ, বশিষ্ঠস্য সহনশীলতাবর্ণনঞ্চ।)

জনমেজয় উবাচ।
বশিষ্ঠস্যাপবাহোঽসৌ ভীমবেগঃ কথং নু সঃ।
কিমর্থঞ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তস্মিংস্তোয়ং প্রতাবাহয়ৎ ॥ ১
কথমস্যাভবদ্ বৈরং কারণং কিঞ্চ তৎ প্রভো।
শংস পৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞ ন হি তৃপ্যামি তে বচঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বিশ্বামিত্রস্য বিপ্রর্ষের্বশিষ্ঠস্য চ ভারত।
ভৃশং বৈরমভূদ্ রাজংস্তপঃস্পর্ধাকৃতং মহৎ ॥ ৩
আশ্রমো বৈ বশিষ্ঠস্য স্থাণুতীর্থেঽভবন্মহান্।
পূর্বতঃ পার্শ্বতশ্চাসীদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪

যত্র স্থাণুর্মহারাজ তপ্তবান পরমং তপঃ।
তত্রাস্য কর্ম তদ্ ঘোরং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫
যত্রেষ্ট্বা ভগবান স্থাণুঃ পূজয়িত্বা সরস্বতীম্।
স্থাপয়ামাস তত্র তীর্থং স্থাণুতীর্থমিতি প্রভো ॥ ৬
তত্র তীর্থে সুরাঃ সর্বে দানবানাং বিনাশনম্
সৈনাপত্যেন মহতা স্কন্দমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপ ৭
তস্মিন্ সারস্বতে তীর্থে বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বশিষ্ঠং চালয়ামাস তপসোগ্রেণ ভারত ৮
বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠৌ তাবৃষভৌ তিগ্মতেজসৌ।
স্পর্ধাং তপঃকৃতাং তীব্রাং চক্রতুস্তৌ তপোধনৌ ॥৯

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থের উৎপত্তি, বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও বশিষ্ঠের সহনশীলতা বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—'বশিষ্ঠাপবাহ'-তীর্থে সরস্বতীর জলের বেগ ভয়ঙ্কর ছিল কেন? তাঁহার সহিত শত্রুতাই বা হইল কেন? মহামতে! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি তাহা বলুন। আমি আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না ॥ ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! তপস্যার স্পর্দ্ধা প্রাপ্ত হওয়া বিশ্বামিত্র এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মধ্যে তীব্র শত্রুতার সৃষ্টি হইল ॥ ৩

সরস্বতীর স্থাণুতীর্থে পূর্ব্বতীরে বশিষ্ঠের একটি বৃহৎ আশ্রম ছিল এবং সরস্বতীর পশ্চিমতীরে বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্রমুনির আশ্রম ছিল ॥ ৪

মহারাজ! যেখানে ভগবান্ স্থাণু (শিব) অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। মনীষী পুরুষগণ তাঁহার এই কঠোর তপস্যার কথা বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫

প্রভো! যেখানে ভগবান্ স্থাণু (শঙ্কর) সরস্বতীর পূজা ও যজ্ঞ করত তীর্থের স্থাপনা করিয়াছিলেন, সেখানে সেই তীর্থ 'স্থাণুতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইল। ৬

নরাধিপ! এই তীর্থে দেবগণ দেবশত্রু বিনাশকারী স্কন্দকে প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭

এই সারস্বত তীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র নিজের উগ্র তপস্যায় বশিষ্ঠমুনিকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮

ভারত! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়েই তপস্যার ধনী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া প্রতিদিন তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তত্রাপ্যধিকসন্তাপো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
দৃষ্ট্বা তেজো বশিষ্ঠস্য চিন্তামভিজগাম হ ॥ ১০

তস্য বুদ্ধিরিয়ং হ্যাসীদ্ ধর্মনিত্যস্য ভারত।
ইয়ং সরস্বতী তূর্ণং মৎসমীপং তপোধনম্ ॥ ১১

আনয়িষ্যতি বেগেন বশিষ্ঠং তপতাং বরম্।
ইহাগতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১২

এবং নিশ্চিত্য ভগবান্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
সস্মার সরিতাং শ্রেষ্ঠাং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩

সা ধ্যাতা মুনিনা তেন ব্যাকুলত্বং জগাম হ।
জজ্ঞে চৈনং মহাবীর্য্যং মহাকোপঞ্চ ভাবিনী ॥ ১৪

ততঃ এনং বেপমানা বিবর্ণা প্রাঞ্জলিস্তদা।
উপতস্থে মুনিবরং বিশ্বামিত্রং সরস্বতী ॥ ১৫

হতবীরা যথা নারী সাতীব দুঃখিতা ভৃশম্।
ব্রূহি কিং করবাণীতি প্রোবাচ মুনিসত্তমম্ ॥ ১৬

তামুবাচ মুনিঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠং শীঘ্রমানয়।
যাবদেনং নিহন্ম্যদ্য তচ্ছ্রুত্বা ব্যথিতা নদী ॥ ১৭

প্রাঞ্জলিং তু ততঃ কৃত্বা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা।
প্রাকম্পত ভৃশং ভীতা বায়ুনেবাহতা লতা ॥ ১৮

তথা রূপাং তু তাং দৃষ্ট্বা মুনিরাহ মহানদীম্।
অবিচারং বশিষ্ঠং ত্বমানয়স্বাস্তিকং মম ॥ ১৯

সা তস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা পাপং চিকিষিতম্।
বশিষ্ঠস্য প্রভাবঞ্চ জ্ঞানস্যাপ্রতিমং ভুবি ॥ ২০

সাভিগম্য বশিষ্ঠঞ্চ ইদমর্থমচোদয়ৎ।
যদুক্তা সরিতাং শ্রেষ্ঠা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ২১

উভয়োঃ শাপয়োর্ভীতা বেপমানা পুনঃ পুনঃ।
চিন্তয়িত্বা মহাশাপমৃষিবিত্রাসিতা ভৃশম্ ॥ ২২

তাং কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ দৃষ্ট্বা চিন্তাসমন্বিতাম্।
উবাচ রাজন্ ধর্মাত্মা বশিষ্ঠো দ্বিপদাং বরঃ ॥২৩

ইঁহাদের মধ্যে মহামুনি বিশ্বামিত্র অধিক সন্তাপিত হইতে লাগিলেন ; কারণ, তিনি বশিষ্ঠের তেজ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১০

হে ভারত ! সদা ধর্মনিরত বিশ্বামিত্রমুনির মনে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, এই সরস্বতী তপোধন বশিষ্ঠমুনিকে নিজ জলের বেগে সত্বর আমার নিকটে উপস্থিত করিয়া দিবে এবং এখানে আসিলে তপস্বী মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে আমি বধ করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥

এরূপ নিশ্চয় করত পূজ্য মহামুনি বিশ্বামিত্রের নেত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী নদীকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৩

এই মুনি চিন্তা করিলে পর বিচারশীলা সরস্বতী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন জানিতে পারিলেন যে, মহাশক্তিশালী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বর্ত্তমানে অতিশয় ক্রুদ্ধ আছেন ॥ ১৪

ইহাতে সরস্বতীর কান্তি বিবর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুনিবর বিশ্বামিত্রের সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

যাহার বীর পতি নিহত হইয়াছেন, এরূপ রমণীর ন্যায় অতিশয় দুঃখিতা হইয়া মুনিবরকে বলিলেন,—বলুন, আপনার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিব ? ১৬

তখন কুপিত হইয়া মুনি তাঁহাকে বলিলেন,—বশিষ্ঠকে শীঘ্র এখানে বহন করিয়া আন, যাহাতে আমি তাঁহাকে আজই বধ করিতে পারি। ইহা শুনিয়া সরস্বতী নদী ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৭

সেই কমলনয়না অবলা কৃতাঞ্জলি হইয়া বায়ুর বেগে আন্দোলিত লতার ন্যায় ভীতচিত্তে তীব্রবেগে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া মুনি বিশ্বামিত্র মহানদী সরস্বতীকে বলিলেন—তুমি কোনরূপ বিচার না করিয়াই বশিষ্ঠকে আমার নিকটে লইয়া এস ॥ ১৯

বিশ্বামিত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার পাপপূর্ণ অভিপ্রায় জানিয়া জগতে বশিষ্ঠের অনুপম প্রভাব বিষয়ে অভিজ্ঞা সরস্বতী তাঁহার নিকটে যাইয়া বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তাঁহাকে শুনাইলেন ॥ ২০-২১

তারপর তিনি উভয়েরই শাপের ভয়ে ভীতা হইয়া বারংবার কাঁপিতে লাগিলেন। তীব্র শাপের বিষয় চিন্তা করত বিশ্বামিত্র ঋষির ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়া পড়িলেন ॥ ২২

রাজন্ ! তাঁহাকে দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৩

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৪।৩.৬৬ চতুর্দ্দশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই আমি দেহ ধারণ করি। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে পরম ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভীষ্ম বলে,—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, দেবগণেরও দেবতা, অনন্ত, পুরুষোত্তম, পুরুষ তাঁকে সতত সহস্র নামের দ্বারা স্তব ক'রে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়—ভক্তিসহকারে সেই অব্যয় পুরুষকে ধ্যান স্তব প্রণাম করত ও অনাদিনিধন আদি অন্তহীন সমস্ত লোকের মহেশ্বর লোকাধ্যক্ষ সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাঁকে নিত্য স্তব ক'রে সমস্ত দুঃখের অতীত হয়। তিনিই ব্রহ্মণ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকসকলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন লোকনাথ, মহদ্‌ভূত, সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির কারণ, আমার মতে এই সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিকতম, ভক্তিসহকারে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবানের সতত স্তবের দ্বারা অর্চ্চনা কর। যিনি পরম মহৎ তেজ, যিনি মহৎ তপস্যা, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহদ্‌ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও দেবস্বরূপ, যিনি পরম সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, পবিত্রসকলের মধ্যে পবিত্র, যিনি সহস্র মঙ্গলের

১১শ বর্ষ, ফাল্গুনমাস, ১৩৭৯]

নবমসংখ্যা—দোল যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৪-৫৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

বশিষ্ঠ উবাচ

পাহ্যাত্মানং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে বহ মাং শীঘ্রগামিনী।
বিশ্বামিত্রঃ শপেদ্ধি ত্বাং মা কৃথাস্ত্বং বিচারণাম্ ॥ ২৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃপাশীলস্য সা সরিৎ।
চিন্তয়ামাস কৌরব্য কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ ॥ ২৫
তস্যাশ্চিন্তা সমুৎপন্না বশিষ্ঠো মহ্যতীব হি।
কৃতবান্ হি দয়াং নিত্যং তস্য কার্য্যং হিতং ময়া ॥ ২৬
অথ কূলে স্থকে রাজন্ জপন্তমৃষিসত্তমম্।
জুহ্বানং কৌশিকং প্রেক্ষ্য সরস্বত্যভ্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৭
ইদমন্তরমিত্যেবং ততঃ সা সরিতাং বরা।
কূলাপহারমকরোৎ স্বেন বেগেন সা সরিৎ ॥ ২৮
তেন কূলাপহারেণ মৈত্রাবরুণিরৌহ্যত।
উহ্যমানঃ স তুষ্টাব তদা রাজন্ সরস্বতীম্ ॥ ২৯
পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি।
ব্যাপ্তং চেদং জগৎ সর্বং তবৈবাম্ভোভিরুত্তমৈঃ ॥ ৩০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—নদী-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতি! তুমি শীঘ্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া আমাকে সেখানে বহন করিয়া চল এবং নিজেকে রক্ষা কর; অন্যথা বিশ্বামিত্র তোমাকে শাপদান করিবে; অতএব তুমি অন্য কোন বিচার এখন করিও না ॥ ২৪

কুরুনন্দন! সেই কৃপাশীল মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করত সরস্বতী চিন্তা করিলেন—কি করিলে শুভ হইবে? ২৫

তখন তাঁহার মনে এই বুদ্ধি হইল যে, বশিষ্ঠ আমার উপর অতিশয় করুণা করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা ইহার হিতসাধন আমার করা উচিত ॥ ২৬

রাজন্! তদনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে নিজের তীরে জপ ও হোম করিতে দেখিয়া নদীশ্রেষ্ঠ সরস্বতী এরূপ চিন্তা করিলেন ইহাই সুবর্ণ সুযোগ; তখন সেই নদী পূর্ব্ব তীরকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিজ বেগে বহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭-২৮

এই প্রবাহিত করিবার সময় তিনি বহনের সহিত মিত্রাবরুণের পুত্র বশিষ্ঠকে বহন করিতে লাগিলেন। রাজন্! তিনি যখন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন বশিষ্ঠমুনি সরস্বতীর স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯

সরস্বতি! তুমি পিতামহ ব্রহ্মার সরোবর হইতে উৎপন্না হইয়াছ, সেইজন্য তোমার নাম সরস্বতী। তোমার উত্তম জলে এই সারা জগৎ পরিব্যাপ্ত ॥ ৩০

ত্বমেবাকাশগা দেবি মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ।
সর্বাশ্চাপস্ত্বমেবেতি স্তুতো বয়মধীমহি ॥ ৩১
পুষ্টির্ছ্যুতিস্তথা কীর্তিঃ সিদ্ধির্বুদ্ধিরুমা তথা।
ত্বমেব বাণী স্বাহা ত্বং তবায়ত্তমিদং জগৎ ॥ ৩২
ত্বমেব সর্বভূতেষু বসসীহ চতুর্বিধা।
এবং সরস্বতী রাজন্ স্তূয়মানা মহর্ষিণা ॥ ৩৩
বেগেনোবাহ তং বিপ্রং বিশ্বামিত্রাশ্রমং প্রতি।
ন্যবেদয়ত চাভীক্ষ্ণং বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্ ॥ ৩৪
তমানীতং সরস্বত্যা দৃষ্ট্বা কোপসমন্বিতঃ।
অথান্বেষৎ প্রহরণং বশিষ্ঠান্তকরং তদা ॥ ৩৫
তং তু ক্রুদ্ধমভিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মবধ্যাভয়ান্বিতা।
অপোবাহ বশিষ্ঠং তু প্রাচীং দিশমতন্দ্রিতা ॥ ৩৬
উভয়োঃ কুর্বতা বাক্যং বঞ্চয়িত্বা চ গাধিজম্।
ততোঽপবাহিতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥ ৩৭

দেবি! তুমি আকাশে যাইয়া মেঘমধ্যে জলের সৃষ্টি কর কারণ, তুমিই সম্পূর্ণ জল। তোমার নিকট হইতেই ঋষিগণ আমরা সকলে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকি ॥ ৩১

তুমি পুষ্টি, কীর্ত্তি, দ্যুতি, সিদ্ধি, বুদ্ধি, উমা, বাণী ও স্বাহা। এই সম্পূর্ণ জগৎ তোমারই অধীন তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে পরা, পশ্যন্তী, বৈখরী এবং মধ্যমা এই চারি প্রকার রূপ ধারণ করত নিবাস করিয়া থাক ॥ ৩২

রাজন্! মহর্ষি বশিষ্ঠের মুখ হইতে এরূপ স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে সরস্বতী সেই ব্রহ্মর্ষিকে নিজ বেগের দ্বারা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত করিয়া দিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বারংবার নিবেদন করিলেন যে, বশিষ্ঠমুনি উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৩-৩৪

সরস্বতীকর্তৃক আনীত বশিষ্ঠকে দেখিয়া বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার জীবননাশ করিবার জন্য কোন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সরস্বতী নদী ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আলস্য পরিত্যাগ করত উভয়েরই আজ্ঞাপালন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে বঞ্চনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব্বদিকে বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে পুনরায় নিজের নিকট হইতে দূরে

অব্রবীদ্ দুঃখসংক্রুদ্ধো বিশ্বমিত্রো দমহর্ষণঃ।
যস্মান্মাং ত্বং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে বঞ্চয়িত্বা পুনর্গতা ॥ ৩৮
শোণিতং বহ কল্যাণি রক্ষোগ্রামণিসম্মতম্।
ততঃ সরস্বতী শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ৩৯
অবহচ্ছোণিতোন্মিশ্রং তোয়ং সংবৎসরং তদা।
অথর্ষয়শ্চ দেবাশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসস্তদা ॥ ৪০
সরস্বতীং তথা দৃষ্ট্বা বভূবুর্দুঃশদুঃখিতাঃ।

এবং বশিষ্ঠাপবাহো লোকে খ্যাতো জনাধিপ ॥ ৪১
আগচ্ছচ্চ পুনর্মার্গং স্বমেব সরিতাং বরা ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

বাহিত হইতে দেখিয়া অমর্ষশীল বিশ্বামিত্র দুঃখে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন,—নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কল্যাণময়ী সরস্বতি! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া পুনরায় চলিয়া যাইলে, অতএব আজ হইতে জলের পরিবর্ত্তে রক্ত বহন কর, যাহা রাক্ষসদিগের অতিশয় প্রিয়। ৩৭-৩৮।

বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র এইরূপ শাপদান করিলে পর সরস্বতী নদী এক বৎসরকাল যাবৎ রক্তমিশ্রিত জল বহন করিতে লাগিলেন। ৩৯-৪০

তদনন্তর ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সরস্বতী-নদীর সেরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ৩৯-৪০।

নরেশ্বর! এইভাবে সেই স্থান এজগতে 'বশিষ্ঠাপবাহ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। বশিষ্ঠকে বহন করিবার পর নদীসকলশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় নিজের পথে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। ৪১-৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষীণাং প্রচেষ্টয়া সরস্বত্যাঃ শাপনিবৃত্তিঃ, জলস্য শুদ্ধিঃ, অরুণাসঙ্গমে স্নানাৎ পরং রাক্ষসানাং তথেন্দ্রস্য সঙ্কটমোচনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

সা শপ্তা তেন ক্রুদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তস্মিংস্তীর্থবরে শুভ্রে শোণিতং সমুপাবহৎ ॥ ১
অথাজগ্মুস্ততো রাজন্ রাক্ষসাস্তত্র ভারত।
তত্র তে শোণিতং সর্বে পিবন্তঃ সুখমাসতে ॥ ২
তৃপ্তাশ্চ সুভৃশং তেন সুখিতা বিগতজ্বরাঃ।
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ যথা স্বর্গজিতস্তথা ॥ ৩
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ঋষয়ঃ সুতপোধনাঃ।
তীর্থযাত্রাং সমাজগ্মুঃ সরস্বত্যাং মহীপতে ॥ ৪
তেষু সর্বেষু তীর্থেষু স্নাপ্লুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ।
প্রাপ্য প্রীতিং পরাং চাপি তপোলুব্ধা বিশারদাঃ ॥ ৫

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ঋষিগণের প্রচেষ্টায় সরস্বতীর শাপনিবৃত্তি, জলের শুদ্ধি এবং অরুণাসঙ্গমে স্নান করিবার পর রাক্ষসগণের ও ইন্দ্রের সঙ্কট-মোচন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কুপিত বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র যখন সরস্বতী নদীকে শাপদান করিলেন, তখন এই নদী সেই উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ তীর্থে রক্তের ধারা বহন করিতে লাগিলেন। ১

ভারত! তদনন্তর সেখানে বহুসংখ্যক রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে তখন সেই রক্তপান করত সুখের সহিত সেস্থানে বাস করিতে লাগিল। ২

এই রক্তে অত্যন্ত তৃপ্ত, সুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়া রাক্ষসগণ সেখানে নাচিতে এবং হাসিতে থাকিল। তখন মনে হইল—তাহারা যেন স্বর্গলোক জয় করিয়া লইয়াছে। ৩

পৃথ্বীনাথ! কিছুকাল পর বহুসংখ্যক তপোধন মুনি সরস্বতীর-তীরে তীর্থ যাত্রার জন্য সমাগত হইলেন। ৪

পূর্ব্বোক্ত সকল তীর্থে তাঁহারা স্নান করত এই সব তপোলুব্ধ বিজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ অতিশয় প্রীত হইয়া সেইদিকে প্রস্থিত হইলেন, যে দিকে রক্তধারা বহনকারী সেই তীর্থ বিদ্যমান ছিল। ৫

প্রযযুর্হি ততো রাজন্ যেন তীর্থমসৃগ্বহম্।
অথাগম্য মহাভাগাস্তৎ তীর্থং দারুণং তদা ॥ ৬
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যাঃ শোণিতেন পরিপ্লুতম্।
পীয়মানঞ্চ রক্ষোভির্বহুভির্নৃপসত্তম ॥ ৭
তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ রাজন্ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পরিত্রাণে সরস্বত্যাঃ পরং যত্নং প্রচক্রিরে ॥ ৮
তে তু সর্বে মহাভাগাঃ সমাগম্য মহাব্রতাঃ।
আহূয় সরিতাং শ্রেষ্ঠামিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৯
কারণং ব্রূহি কল্যাণি কিমর্থং তে হ্রদো হ্যয়ম্।
এবমাকুলতাং যাতঃ শ্রুত্বা ধ্যাস্যামহে বয়ম্ ॥ ১০
ততঃ সা সর্বমাচষ্ট যথাবৃত্তং প্রবেপতী।
দুঃখিতামথ তাং দৃষ্ট্বা ঊচুস্তে বৈ তপোধনাঃ ॥ ১১
কারণং শ্রুতমস্মাভিঃ শাপশ্চৈব শ্রুতোঽনঘে।
করিষ্যন্তি তু যৎ প্রাপ্তং সর্ব এব তপোধনাঃ ॥ ১২
এবমুক্ত্বা সরিচ্ছ্রেষ্ঠামুচুস্তেঽথ পরস্পরম্।
বিমোচয়ামহে সর্বে শাপাদেতাং সরস্বতীম্ ॥ ১৩
তে সর্বে ব্রাহ্মণা রাজংস্তপোভির্নিয়মৈস্তথা।
উপবাসৈশ্চ বিবিধৈর্যমৈঃ কষ্টব্রতৈস্তথা ॥ ১৪
আরাধ্য পশুভর্তারং মহাদেবং জগৎপতিম্।
তাং দেবীং মোক্ষয়ামাসুঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥ ১৫
তেষাং তু সা প্রভাবেণ প্রকৃতিস্থা সরস্বতী।
প্রসন্নসলিলা জজ্ঞে যথাপূর্বং তথৈব হি ॥ ১৬
নির্মুক্তা চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিবভৌ সা যথা পুরা।
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যা মুনিভিস্তৈস্তথা কৃতম্ ॥ ১৭
তানেব শরণং জগ্মুঃ রাক্ষসাঃ ক্ষুধিতাস্তথা।
কৃতাঞ্জলিং ততো রাজন্ রাক্ষসাঃ ক্ষুধয়ার্দিতাঃ ॥ ১৮
ঊচুস্তান্ বৈ মুনীন্ সর্বান্ কৃপাযুক্তান্ পুনঃ পুনঃ।
বয়ঞ্চ ক্ষুধিতাশ্চৈব ধর্মাদ্ধ্যানাচ্চ শাশ্বতাৎ ॥ ১৯
ন চ নঃ কামকারোঽয়ং যদ বয়ং পাপকারিণঃ।
যুষ্মাকং চাপ্রসাদেন দুষ্কৃতেন চ কর্মণা ॥ ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেখানে যাইয়া সেই মহাভাগ মুনিগণ দেখিলেন যে, সেই তীর্থের দারুণ অবস্থা হইয়াছে, সেখানে সরস্বতীর জল রক্তে পরিপ্লুত রহিয়াছে এবং বহু রাক্ষস উহা পান করিতেছে ॥ ৬-৭

রাজন্! সেই রাক্ষসগণকে দেখিয়া কঠোর ব্রতপালনকারী মুনিবৃন্দ সরস্বতীর সেই তীর্থ রক্ষা করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন ॥ ৮

এই সব মহাব্রতধারী মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া নদী-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯

কল্যাণি! তোমার এই কুণ্ড এভাবে রক্তমিশ্রিত হইল কেন? ইহার কারণ কি? বল। উহা শ্রবণ করিয়া আমরা কোন উপায় উদ্ভাবন করিব ॥ ১০

তখন কম্পিতা হইতে হইতে সরস্বতী সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বলিলেন। তাঁহাকে দুঃখিতা দেখিয়া সেই তপোধন ঋষিগণ বলিলেন ॥ ১১

নিষ্পাপ সরস্বতি! আমরা শাপ ও তাহার কারণ শুনিলাম। এই সব তপোধন ঋষি এ-বিষয়ে সময়োচিত কর্তব্য পালন করিবেন ॥ ১২

নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন—'আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই সরস্বতীকে শাপমুক্ত করিয়া দিব

রাজন্! সেই সব ব্রাহ্মণ তপঃ নিয়ম, উপবাস, নানাপ্রকার সংযম এবং কষ্টসাধ্য ব্রতসকলের দ্বারা পশুপতি বিশ্বনাথ মহাদেবের আরাধনা করত নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী দেবীকে শাপমুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ১৩-১৫

ইঁহাদের প্রভাবে সরস্বতী প্রকৃতিস্থ হইলেন, তাঁহার জল তখন পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া যাইল ॥

শাপমুক্তা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় পূর্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই মুনিগণের দ্বারা সরস্বতীর জলকে এতাদৃশ শুদ্ধ হইয়া যাইতে দেখিয়া সেই ক্ষুধাগ্রস্ত রাক্ষসেরা এই মহর্ষিদিগের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৭

রাজন্! তদনন্তর ক্ষুধাপীড়িত সেই সব রাক্ষসগণ কৃপালু মুনিদিগকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল—'মহাত্মাগণ! আমরা ক্ষুধিত এবং সনাতন ধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া গিয়াছি ॥ ১৮-১৯

আমরা যে পাপাচার করিতেছি, উহা আমাদের স্বেচ্ছাচার নয়। মহাত্মাগণের করুণা আমাদের উপর কখনও হয় নাই এবং আমরা সর্বদা দুষ্কর্মই করিয়া আসিতেছি। ইহাতে আমাদের পাপের নিরন্তর বৃদ্ধি হইতেছে ও আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া গিয়াছি ॥ ২০

যৎ পাপং বর্ধতেঽস্মাকং ততঃ স্মো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ
যোষিতাং চৈব পাপেন যোনিদোষকৃতেন চ ॥ ২১
এবং হি বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥ ২২
আচার্যমৃত্বিজং চৈব গুরুং বৃদ্ধজনং তথা।
প্রাণিনো যেঽবমন্যন্তে তে ভবন্ত্যাহ রাক্ষসাঃ ॥ ২৩
তত কুরুধ্বমিহাস্মাকং তারণং দ্বিজসত্তমাঃ।
শক্তা ভবন্তঃ সর্বেষাং লোকানামপি তারণে ॥ ২৪
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা তুষ্টুবুস্তাং মহানদীম্।
মোক্ষার্থং রক্ষসাং তেষামূচুঃ প্রযতমানসাঃ ॥ ২৫
ক্ষুতং কীটাবপন্নঞ্চ যচ্চোচ্ছিষ্টাচিতং ভবেৎ।
সকেশমবধূতঞ্চ রুদিতোপহতঞ্চ যৎ ॥ ২৬
শ্বভিঃ সংস্পৃষ্টমন্নঞ্চ ভাগোঽসৌ রক্ষসামিহ।
তস্মাজ্জ্ঞাত্বা সদা বিদ্বানেতান্ যত্নাদ্ বিবর্জয়েৎ ॥ ২৭
রাক্ষসান্নমসৌ ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যন্নমীদৃশম্।
শোধয়িত্বা ততস্তীর্থমৃষয়স্তে তপোধনাঃ ॥ ২৮

স্ত্রীগণ নিজ যোনিদোষজনিত পাপে রাক্ষসী হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে দ্বেষ করে, সেও এ জগতে রাক্ষস হইয়া যায় ॥ ২১-২২

যে প্রাণধারী মানুষ আচার্য, ঋত্বিক্, গুরু এবং বৃদ্ধ পুরুষগণকে অপমান করে, সে-ও এ জগতে রাক্ষস হইয়া যায় ॥ ২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাদের এখানে উদ্ধার করুন, কারণ, আপনারা সমস্ত লোককেই উদ্ধার করিতে সমর্থ ॥ ২৪

সেই রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করত একাগ্রচিত্ত মহর্ষিবৃন্দ তাহাদের মুক্তির জন্য মহানদী সরস্বতীর স্তুতি করিলেন এবং এরূপ বলিলেন ॥ ২৫

যে অন্নতে থুথু নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহার মধ্যে কীট পতিত হইয়াছে, যাহা উচ্ছিষ্ট, যাহার মধ্যে কেশ (চুল) পড়িয়াছে, যাহা অশ্রুপাতে দূষিত এবং যাহা কুকুরে স্পর্শ করিয়াছে, এই সমস্ত অন্ন জগতে রাক্ষসদের ভাগ বলিয়া নিরূপিত হইল। অতএব বিদ্বান্ পুরুষ ইহা জানিয়া সদা এই সব অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে এরূপ অন্ন ভোজন করে, সে রাক্ষসেরই অন্ন ভোজন করে ॥ ২৬-২৭

অনন্তর সেই তপোধন মহর্ষিগণ সেই তীর্থকে শুদ্ধ করিয়া এই রাক্ষসদের মুক্তির জন্য সরস্বতী নদীকে অনুরোধ করিলেন ॥ ২৮

মোক্ষার্থং রাক্ষসানাঞ্চ নদীং তাং প্রত্যচোদয়ন্।
মহর্ষীণাং মতং জ্ঞাত্বা ততঃ সা সরিতাং বরা ॥ ২৯
অরুণামানয়ামাস স্বাং তনূং পুরুষর্ষভ
তস্যাং তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা তনূস্ত্যক্ত্বা দিবং গতাঃ ॥৩০
অরুণায়াং মহারাজ ব্রহ্মবধ্যাপহা হি সা।
এতন্মর্ষমভিজ্ঞায় দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ৩১
তস্মিংস্তীর্থে বরে স্নাত্বা বিমুক্তঃ পাপ্মনা কিল।

জনমেয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবান্ শক্রো ব্রহ্মবধ্যামবাপ্তবান্ ॥ ৩২
কথমস্মিংশ্চ তীর্থে বৈ আপ্লুত্যাকল্মষোঽভবৎ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণুষ্বৈতদুপাখ্যানং যথাবৃত্তং জনেশ্বর ॥ ৩৩
যথা বিভেদ সময়ং নমুচের্বাসবঃ পুরা।
নমুচির্বাসবাদ্ ভীতঃ সূর্যরশ্মিং সমাবিশৎ ॥ ৩৪
তেনেন্দ্রঃ সখ্যমকরোৎ সময়ং চেদমব্রবীৎ
ন চার্দ্রেণ ন শুষ্কেণ ন রাত্রৌ নাপি চাহনি ॥ ৩৫

নরশ্রেষ্ঠ! মহর্ষিগণের এই অভিমত জানিয়া নদীপ্রবরা সরস্বতী নিজের স্বরূপভূতা অরুণাকে সেখানে লইয়া আসিলেন। মহারাজ! সেই অরুণাতে স্নান করত সেই রাক্ষসগণ নিজেদের দেহত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিল; কারণ, এই অরুণাতীর্থ ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২৯-৩০½

রাজন্! ইহা জানিয়াই দেবরাজ ইন্দ্র সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করত ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩১½

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ কিরূপে হইয়াছিল এবং কিভাবে এই তীর্থে স্নান করত পাপমুক্ত হইয়াছিলেন? ৩২½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনেশ্বর! পুরাকালে ইন্দ্র নমুচির সহিত যেভাবে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই সব বৃত্তান্ত যেরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তুমি সেই সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ৩৩½

পুরাকালের কথা, নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া সূর্যের কিরণে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন এবং এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে কোন আর্দ্র অস্ত্রের দ্বারা বধ করিব না এবং কোন শুষ্ক অস্ত্রের দ্বারাও তোমাকে বিনাশ করিব না। আমি তোমাকে

বধিষ্যাম্যসুরশ্রেষ্ঠ সখে সত্যেন তে শপে।
এবং স কৃত্বা সময়ং দৃষ্ট্বা নীহারমীশ্বরঃ॥ ৩৬

চিচ্ছেদাস্য শিরো রাজন্নপাং ফেনেন বাসবঃ।
তচ্ছিরো নমুচেশ্ছিন্নং পৃষ্ঠতঃ শক্রমন্বিয়াৎ॥ ৩৭

ভো ভো মিত্রঘ্ন পাপেতি ব্রুবাণং শক্রমন্তিকাৎ।
এবং স শিরসা তেন চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৩৮

পিতামহায় সন্তপ্ত এতমর্থং ন্যবেদয়ৎ।
তমব্রবীল্লোকগুরুররুণায়াং যথাবিধি॥ ৩৯

ইষ্ট্বৌপস্পৃশ দেবেন্দ্র তীর্থে পাপভয়াপহে।
এষা পুণ্যজলা শক্র কৃতা মুনিভিরেব তু॥ ৪০

নিগূঢ়মস্যাগমনমিহাসীৎ পূর্বমেব তু।
ততোঽভ্যেত্যারুণাং দেবীং প্লাবয়ামাস বারিণা॥ ৪১

সরস্বত্যারুণায়াশ্চ পুণ্যোঽয়ং সঙ্গমো মহান্।
ইহ ত্বং যজ দেবেন্দ্র দদ দানান্যনেকশঃ॥ ৪১

অত্রাপ্লুত্য সুঘোরাৎ ত্বং পাতকাদ্ বিপ্রমোক্ষ্যসে।
ইত্যুক্তঃ স সরস্বত্যাঃ কুক্ষে বৈ জনমেজয়॥ ৪৩

ইষ্ট্বা যথাবদ্ বলভিদরুণায়ামুপাস্পৃশৎ।
স মুক্তঃ পাপ্মনা তেন ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন চ॥ ৪৪

জগাম সংহৃষ্টমনাস্ত্রিদিবং ত্রিদশেশ্বরঃ।
শিরস্তচ্চাপি নমুচেস্তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত।
লোকান্ কামদুঘান্ প্রাপ্তমক্ষয়ান্ রাজসত্তম॥ ৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো মহাত্মা
দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ্বিধানি
অবাপ্য ধর্মং পরমার্থকর্মা
জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্॥ ৪৬

যত্রাযজদ্ রাজসূয়েন সোমঃ
সাক্ষাৎ পুরা বিধিবৎ পার্থিবেন্দ্রঃ।
অত্রির্ধীমান্ বিপ্রমুখ্যো বভূব
হোতা যস্মিন্ ক্রতুমুখ্যো মহাত্মা॥ ৪৭

দিনেও বধ করিব না ও রাত্রিতেও তোমাকে সংহার করিব না। সখে! আমি সত্যের শপথ করিয়া এই কথা তোমাকে বলিতেছি॥ ৩৪-৩৫½

রাজন্! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াও দেবরাজ ইন্দ্র চারিদিকে নীহারাচ্ছন্ন (কুয়াশায় আবৃত) দেখিয়া জলের ফেনের দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন॥ ৩৬½

নমুচির সেই ছিন্ন মস্তক ইন্দ্রের পশ্চাতে অনুসরণ করিতে লাগিল। সে তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিল—ওরে মিত্রঘাতী পাপাত্মা ইন্দ্র! তুমি কোথায় যাইতেছ?॥ ৩৭½

এইভাবে সেই মস্তক কর্তৃক বারংবার পূর্বোক্ত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে পর অত্যন্ত সন্তপ্ত ইন্দ্র ব্রহ্মাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন॥ ৩৮½

তখন জগদ্গুরু ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন,—দেবেন্দ্র! অরুণা-তীর্থ পাপভয় নিবারণ করিয়া থাকে। তুমি সেখানে যাইয়া বিধি অনুসারে যজ্ঞ করত অরুণার জলে স্নান কর॥ ৩৯½

শক্র! মহর্ষিগণ এই অরুণার জলকে অতিশয় পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। এই তীর্থে পূর্বেই গুপ্তরূপে তাহার আগমন হইয়াছিল, তারপর সরস্বতী নিকটে আসিয়া অরুণাদেবীকে নিজ জলে আপ্লাবিত করিয়া দিয়াছে॥ ৪০-৪১

দেবেন্দ্র! সরস্বতী ও অরুণার এই সঙ্গম মহাপুণ্যদায়ক তীর্থ তুমি সেখানে যাইয়া যজ্ঞ কর এবং নানাপ্রকার বহু দান কর তারপর তাহাতে স্নান করত তুমি ভয়ানক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে॥ ৪২½

জনমেজয়! তিনি এই কথা বলিলে পর ইন্দ্র সরস্বতীর কুক্ষে বিধিপূর্বক যজ্ঞ করিয়া অরুণাতে স্নান করিলেন। তারপর ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র হর্ষোৎফুল্লচিত্তে স্বর্গলোকে প্রস্থিত হইতে হইলেন॥ ৪৩-৪৪½

ভারত! নৃপশ্রেষ্ঠ! নমুচির সেই মস্তকও ঐ তীর্থে স্নান করত মনোবাঞ্ছিত ফলদায়ক অক্ষয়লোকে গমন করিল॥ ৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পারমার্থিক কার্যকারী মহাত্মা বলরাম এই তীর্থেও স্নান করত নানাপ্রকার বহু যজ্ঞ দান করিয়া ধর্মের ফললাভ পূর্বক সোমের মহৎ ও উত্তম তীর্থে গমন করিলেন॥ ৪৬

যেখানে পুরাকালে সাক্ষাৎ রাজাধিরাজ সোম বিধি অনুসারে রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে বুদ্ধিমান্ বিপ্রবর মহাত্মা অত্রি হোতার কর্মে ব্রতী ছিলেন॥ ৪৭

যস্যাস্তেঽভূৎ সুমহদ্ দানবানাং
দৈতেয়ানাং রাক্ষসানাঞ্চ দেবৈঃ।
যস্মিন্ যুদ্ধং তারকাখ্যং সুতীব্রং
যত্র স্কন্দস্তারকাখ্যং জঘান ॥ ৪৮

সৈনাপত্যং লব্ধবান দেবতানাং
মহাসেনো যত্র দৈত্যান্তকর্তা
সাক্ষাচ্ছৈবং ন্যবসৎ কার্ত্তিকেয়ঃ
সদা কুমারো যত্র স প্লক্ষরাজঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

এই যজ্ঞের শেষে দেবতাগণের সহিত দানব, দৈত্য ও রাক্ষসকলের প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহাতে স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৭৮

এই স্থানেই দৈত্যবিনাশক মহাসেন কার্ত্তিকেয় দেবতাগণের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে সেই শ্রেষ্ঠ পাকুড়-বৃক্ষ রহিয়াছে, সেখানে সাক্ষাৎ কুমার কার্ত্তিকেয় এই তীর্থে সর্ব্বদা বাস করেন ॥ ৭৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কুমার-কার্ত্তিকেয়স্যাবির্ভাবঃ, তস্যাভিষেকস্যোদ্যোগশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ

সরস্বত্যাঃ প্রভাবোঽয়মুক্তস্তে দ্বিজসত্তম।
কুমারস্যাভিষেকং তু ব্রহ্মন্ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যথা চ বদতাং বর।
যৈশ্চাভিষিক্তো ভগবান্ বিধিনা যেন চ প্রভুঃ ॥ ২
স্কন্দো যথা চ দৈত্যানামকরোৎ কদনং মহৎ
তথা মে সর্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কুরুবংশস্য সদৃশং কৌতূহলমিদং তব।
হর্ষমুৎপাদয়ত্যেব বচো মে জনমেজয় ॥ ৪
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণ্বনস্য নরাধিপ।
অভিষেকং কুমারস্য প্রভাবঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৫
তেজো মাহেশ্বরং স্কন্নমগ্নৌ প্রপতিতং পুরা।
তৎ সর্বভক্ষো ভগবান্ নাশকদ্ দগ্ধুমক্ষরম্ ॥ ৬
তেনাসীদতিতেজস্বী দীপ্তিমান্ হব্যবাহনঃ।
ন চৈব ধারয়ামাস গর্ভং তেজোময়ং তদা ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কুমার কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব এবং তাঁহার অভিষেকের উদ্যোগ।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি সরস্বতীর এই প্রভাবের কথা বলিলেন। ব্রহ্মন্! এখন কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের কথা বর্ণন করুন ॥ ১

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! কোন দেশে ও কালে কাহারা কোন বিধি অনুসারে কিভাবে শক্তিশালী ভগবান্ স্কন্দের অভিষেক করিয়াছিলেন? ২

স্কন্দ যেভাবে দৈত্যগণকে প্রভূত সংহার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আপনি আমাকে সেইভাবেই বর্ণনা করুন কারণ, আমার মনে উহা শুনিবার জন্য অতিশয় কৌতূহল হইতেছে ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তোমার এই কৌতূহল কুরুবংশের যোগ্য। তোমার এই কথা আমার মনে অতিশয় হর্ষ উৎপন্ন করিতেছে ॥ ৪

হে নরাধিপ! তুমি নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিতেছ বলিয়া আমি তোমার নিকট প্রসন্নতার সহিত মহাত্মা কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক ও প্রভাব বর্ণনা করিব ॥ ৫

পুরাকালের ঘটনা, ভগবান্ শিবের তেজোময় বীর্য্য অগ্নিতে পতিত হইল। ভগবান্ অগ্নি সর্ব্বভক্ষী হইয়াও সেই অক্ষয় বীর্য্যকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৬

সেই বীর্য্যের জন্য অগ্নিদেব দীপ্তিমান্, তেজস্বী ও শক্তিসম্পন্ন হইয়াও কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি যখন সেই তেজোময় গর্ভকে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ব্রহ্মার

স গঙ্গামভিসঙ্গম্য নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ
গর্ভমাহিতবান্ দিব্যং ভাস্করোপমতেজসম্ ॥ ৮
অথ গঙ্গাপি তং গর্ভমসহন্তী বিধারণে
উৎসসর্জ গিরৌ রম্যে হিমবত্যমরার্চিতে ॥ ৯
স তত্র ববৃধে লোকানাবৃত্য অনলাত্মজঃ।
দদৃশুর্জ্বলনাকারং তং গর্ভমথ কৃত্তিকাঃ ॥ ১০
শরস্তম্বে মহাত্মানমনলাত্মজমাত্মবম্।
মমায়মিতি তাঃ সর্বাঃ পুত্রাধিনোঽভিচুক্রুশুঃ ॥
তাসাং বিদিত্বা ভাবং তং মাতৃণাং ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রস্নুতানাং পয়ঃ ষড়্ভির্বদনৈরপিবৎ তদা ॥ ১২
তং প্রভাবং সমালক্ষ্য তস্য বালস্য কৃত্তিকাঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্না দেব্যো দিব্যাবপুর্ধরাঃ ॥ ১৩
যত্রোৎসৃষ্টঃ স ভগবান্ গঙ্গয়া গিরিমূর্ধনি।
স শৈলঃ কাঞ্চনঃ সর্বঃ সম্বভৌ কুরুসত্তম ॥ ১৪
বর্ধতা চৈব গর্ভেণ পৃথিবী তেন রঞ্জিতা।
অতশ্চ খর্বে সংবৃত্তা গিরয়ঃ কাঞ্চনাকরাঃ ॥ ১৫
কুমারঃ সুমহাবীর্যঃ কার্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
গাঙ্গেয়ঃ পূর্বমভবন্মহাযোগবলান্বিতঃ ॥ ১৬
শমেন তপসা চৈব বীর্যেণ চ সমন্বিতঃ।
ববৃধেঽতীব রাজেন্দ্র চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৭
স তস্মিন্ কাঞ্চনে দিব্যে শরস্তম্বে শ্রিয়া বৃতঃ।
স্তূয়মানঃ সদা শেতে গন্ধর্বৈর্মুনিভিস্তথা ॥ ১৮
তথৈতমন্বনৃত্যন্ত দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ।
দিব্যবাদিত্রনৃত্যজ্ঞাঃ স্ত্রবন্ত্যশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ১৯
অন্বাস্তে চ নদী দেবং গঙ্গা বৈ সরিতাং বরা।
দধার পৃথিবী চৈনং বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥ ২০
জাতকর্মাদিকাস্তত্র ক্রিয়াশ্চক্রে বৃহস্পতিঃ
বেদৈশ্চৈনং চতুর্মূর্তিরুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২১
ধনুর্বেদশ্চতুষ্পাদঃ শস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ
তত্রৈনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্ বাণী চ কেবলা ॥ ২২

আজ্ঞায় সেই ভগবান্ অগ্নিদেব সূর্যসদৃশ তেজস্বী এই দিব্য গর্ভকে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিলেন। ৭-৮

তদনন্তর গঙ্গাদেবীও সেই গর্ভকে ধারণ করিতে না পারিয়া উহাকে দেবপূজিত সুরম্য হিমালয় পর্বতের শিখরের উপর শরবনের মূলে নিক্ষেপ করিলেন। ৯

অগ্নিদেবের এই পুত্র নিজ তেজে সমস্ত লোককে ব্যাপ্ত করিয়া সেখানে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শরবনে অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান সর্ব্বসমর্থ মহাত্মা নবজাত শিশু অগ্নিপুত্রকে ছয় কৃত্তিকা দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পুত্রাভিলাষিণী সেই সব কৃত্তিকাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—এ আমার পুত্র, এ আমার পুত্র। ১০-১১

সেই মাতৃগণের তাদৃশ বাল্যভাব অবগত হইয়া প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ ছয় মুখ করিয়া তাঁহাদের স্তন হইতে নিঃসৃত দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২

সেই দিব্য রূপধারিণী ছয় কৃত্তিকাদেবী বালকের তাদৃশ প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাদেবী হিমালয় পর্বতের যে শিখরে স্কন্দকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, উহার সকলভাগই সুবর্ণময় হইয়া যাইল। ১৪

এই ক্রমবর্দ্ধমান শিশু সেখানকার ভূমিকে রঞ্জিত (প্রকাশিত) করিয়া দিয়াছিলেন, এই কারণে সেখানকার সকল পর্ব্বত স্বর্ণাকৃতি হইয়া যাইল। ১৫

এই মহাশক্তিশালী কুমার কার্তিকেয়-নামে বিখ্যাত হইলেন। এই মহাযোগ-বলসম্পন্ন বালক পূর্ব্বে গঙ্গারই পুত্র ছিলেন। ১৬

রাজেন্দ্র! শম, তপস্যা এবং পরাক্রমশালী এই কুমার তীব্র বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইনি দেখিতে চন্দ্রসদৃশ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ১৭

সেই দিব্য সুবর্ণময় প্রদেশে শরবনসমূহে অবস্থিত এই কান্তিমান্ বালক নিরন্তর গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণের মুখে নিজের স্তুতি শুনিতে লাগিলেন। ১৮

তদনন্তর দিব্য বাদ্য ও নৃত্যকলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞা সুন্দরী দেবকন্যাগণ এই কুমারের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার নিকটে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯

বৃহস্পতি সেখানে সেই বালকের জাতকর্মাদি সংস্কার কার্য্যসকল করিলেন এবং চারি স্বরূপে বিভক্ত বেদ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ২১

চারি চরণযুক্ত ধনুর্ব্বেদ, সংগ্রহসহ শস্ত্রসমূহ এবং কেবল সাক্ষাৎ বাণী—ইঁহারা সকলে কুমারের সেবায় উপস্থিত হইলেন।

নদীসকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীও সেই দিব্য বালকের পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। পৃথিবীদেবী উত্তম রূপ ধারণ করত তাঁহাকে নিজ অঙ্কে ধারণ করিলেন। ২০

স দদর্শ মহাবীর্যঃ দেবদেবমুমাপতিম্
শৈলপুত্র্যা সমাসীনং ভূতসঙ্ঘশতৈর্বৃতম্ ॥২৩
নিকায়া ভূতসঙ্ঘানাং পরমাদ্ভুতদর্শনাঃ।
বিকৃতা বিকৃতাকারা বিকৃতাভরণধ্বজাঃ ॥ ২৪
ব্যাঘ্রসিংহর্ক্ষবদনা বিড়ালমকরাননাঃ।
বৃষদংশমুখাশ্চান্যে গজোষ্ট্রবদনাস্তথা ॥ ২৫
উলূকবদনাঃ কেচিদ্ গৃধ্র-গোমায়ুদর্শনাঃ।
ক্রৌঞ্চপারাবতনিভৈর্বদনৈ রাঙ্কবৈরপি ॥ ২৬
শ্বাবিচ্ছল্যকগোধানামজৈডকগবাং তথা।
সদৃশানি বপূংষ্যন্যে তত্র তত্র ব্যধারয়ন্ ॥ ২৭
কেচিচ্ছেলাম্বুদপ্রখ্যাশ্চক্রোদ্যতগদায়ুধাঃ।
কেচিদঞ্জনপুঞ্জাভাঃ কেচিচ্ছ্বেতাচলপ্রভাঃ ॥ ২৮
সপ্ত মাতৃগণাশ্চৈব সমাজগ্মুর্বিশাম্পতে।
সাধ্যা বিশ্বেঽথ মরুতো বসবঃ পিতরস্তথা ॥ ২৯
রুদ্রাদিত্যাস্তথা সিদ্ধা ভুজগা দানবাঃ খগাঃ।

কুমার দেখিলেন যে, শত শত ভূতসঙ্ঘে পরিবৃত মহাশরাক্রমশালী দেবাধিদেব উমাপতি শঙ্কর গিরিরাজনন্দিনী উমার সহিত পার্শ্বেই উপবিষ্ট আছেন। ২২-২৩

তাঁহার সহিত সমাগত ভূতসঙ্ঘের শরীর দেখিতে অতিশয় অদ্ভুত, বিকৃত এবং বিকরাল ছিল তাঁহাদের আভরণ ও ধ্বজও বিকৃত ছিল। ২৪

ইঁহাদের মধ্যে কাহারও মুখ বরাহ, বিড়াল ও মকরমুখতুল্য, কাহাদেরও মুখ হস্তী, উষ্ট্র ও উলূকমুখ-সদৃশ ছিল। বহুসংখ্যক ভূতের মুখ শকুনি এবং শৃগালতুল্য ছিল। কোন কোন ভূতের মুখ ক্রৌঞ্চ পক্ষী, পারাবত ও রঙ্কু মৃগের সমান ছিল। ২৫-২৬

বহু ভূত যে কোন হিংস্রক জন্তু, শজারু, বনবিড়াল, গোসাপ, ছাগল, মেষ ও গো-সদৃশ দেহ ধারণ করিয়াছিল। ২৭

বহু ভূত মেঘ ও পর্ব্বতসকলতুল্য ছিল। তাঁহারা নিজ হস্তে চক্র এবং গদা প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অঞ্জন (কাজল) পর্ব্বততুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং কেহ কেহ শ্বেত-পর্ব্বত-সদৃশ গৌরকান্তিতে সুশোভিত ছিল। ২৮

প্রজানাথ! সেখানে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বারাহী ও চামুণ্ডা এই সপ্ত মাতৃকা উপস্থিত ছিলেন। সাধ্য, বিশ্বে দেব ও মরুদ্‌গণ, বসু এবং পিতৃগণ, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, ভুজঙ্গ, দানব ও পক্ষীসকল পুত্রসহ স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং ইন্দ্র স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত সেই শ্রেষ্ঠ কুমারকে

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সপুত্রঃ সহ বিষ্ণুনা ॥ ৩০
শক্রস্তথাভ্যয়াদ্ দ্রষ্টুং কুমারবরমচ্যুতম্।
নারদপ্রমুখাশ্চাপি দেব-গন্ধর্বসত্তমাঃ ॥ ৩১
দেবর্ষয়শ্চ সিদ্ধাশ্চ বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
পিতরো জগতঃ শ্রেষ্ঠা দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৩২
তেঽপি তত্র সমাজগ্মুর্ধামা ধামাশ্চ সর্বশঃ।
স তু বালোঽপি বলবান্ মহাযোগবলান্বিতঃ ॥৩৩
অভ্যাজগাম দেবেশং শূলহস্তং পিনাকিনম্।
তমাব্রজন্তমালক্ষ্য শিবস্যাসীন্মনোগতম্ ॥ ৩৪
যুগপচ্ছৈলপুত্র্যাশ্চ গঙ্গায়াঃ পাবকস্য চ।
কং নু পূর্বময়ং বালো গৌরবাদভ্যুপৈষ্যতি ॥ ৩৫
অপি মামিতি সর্বেষাং তেষামাসীন্মনোগতম্।
তেষামেতমভিপ্রায়ং চতুর্ণামুপলক্ষ্য সঃ ॥ ৩৬
যুগপদ্ যোগমাস্থায় সসর্জ বিবিধাস্তনূঃ।
ততোঽভবচ্চতুর্মূর্তিঃ ক্ষণেন ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৩৭

দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ২৯-৩০½

দেবতা ও গন্ধর্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদাদি দেবর্ষি, বৃহস্পতি প্রভৃতি সিদ্ধ সমস্ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণেরও দেবতা পিতৃগণ, সকল ধামগণ ও ধামগণও সেখানে আসিলেন। ৩১-৩২½

বালক হইলেও বলশালী এবং মহাযোগবলসম্পন্ন কুমার ত্রিশূল ও পিনাকধারী দেবেশ্বর ভগবান্ শিবের দিকে গমন করিলেন। ৩৩½

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া একই সময়ে ভগবান্ শঙ্কর, গিরিরাজনন্দিনী উমা, গঙ্গা ও অগ্নিদেবের মনে এই সঙ্কল্প উঠিল যে, দেখা যাউক—এই বালক পিতা-মাতাকে গৌরব প্রদান করিবার জন্য প্রথমে কাহার নিকটে গমন করে? এই বালক কি আমার নিকটে আসিবে? এই প্রশ্ন তাঁহাদের সকলেরই মনে উদিত হইল। ৩৪-৩৫½

তখন ইঁহাদের সকলের অভিপ্রায় লক্ষ্য করত কুমার একই সঙ্গে যোগবলের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের দেহকে বিবিধভাবে সৃজন করিলেন। ৩৬½

তদনন্তর প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ ক্ষণকালের মধ্যে চারি প্রকার রূপে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠভাগ হইতে এই যে সব মূর্তি আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম হইল—ক্রমশঃ শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়। ৩৭½

তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ।
এবং স কৃত্বা হ্যাত্মানং চতুর্ধা ভগবান্ প্রভুঃ ৩৮
যতো রুদ্রস্ততঃ স্কন্দো জগামাদ্ভুতদর্শনঃ।
বিশাখস্তু যযৌ যেন দেবী গিরিবরাত্মজা ॥ ৩৯
শাখো যযৌ স ভগবান্ বায়ুমূর্তিবিভাবসুম্।
নৈগমেয়োঽগমদ্ গঙ্গাং কুমারঃ পাবকপ্রভঃ ॥ ৪০
সর্বে ভাস্বরদেহাস্তে চত্বারঃ সমরূপিণঃ।
তান্ সমভ্যয়ুরব্যগ্রাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪১
হাহাকারো মহানাসীদ্ দেব-দানব-রক্ষসাম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪২
ততো রুদ্রশ্চ দেবী চ পাবকশ্চ পিতামহম্
গঙ্গয়া সহিতাঃ সর্বে প্রণিপেতুর্জগৎপতিম্। ৪৩
প্রণিপত্য ততস্তে তু বিধিবদ্ রাজপুঙ্গব।
ইদমূচুর্বচো রাজন্ কার্তিকেয়প্রিয়েপ্সয়া ৪৪
অস্য বালস্য ভগবন্নাধিপত্যং যথেপ্সিতম্।

এইরূপে নিজেকে নিজেই চারিরূপে প্রকটিত করিয়া প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ যেখানে রুদ্রদেব ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। বিশাখ সেইদিকে গমন করিলেন, যেদিকে গিরিরাজ নন্দিনী উমা রহিয়াছেন ॥ ৩৮-৩৯

বায়ুমূর্তি ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন ॥ ৪০

তাঁহার চারিপ্রকার রূপই সমান ছিল। এই সকল মূর্তির দেহ তেজে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই চার কুমার উক্ত চারিজনের নিকট গমন করিলেন। ইহা যেন এক অদ্ভুত কাণ্ড বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৪১

এই অত্যাশ্চর্যময়, অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকারী ঘটনা দেখিয়া দেবতা, দানব এবং রাক্ষসগণের মধ্যে মহা হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৪২

তদনন্তর ভগবান্ রুদ্র, দেবী পার্ব্বতী, অগ্নিদেব এবং গঙ্গা দেবী—ইঁহারা সকলে একসঙ্গে জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৩

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! বিধিঅনুসারে প্রণাম করত তাঁহারা কার্তিকেয়ের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন ॥ ৪৪

অস্মৎপ্রিয়ার্থং দেবেশ সদৃশং দাতুমর্হসি ॥ ৪৫
ততঃ স ভগবান্ ধীমান্ সর্বলোকপিতামহঃ।
মনসা চিন্তয়ামাস কিময়ং লভতামিতি ॥ ৪৬
ঐশ্বর্য্যাণি চ সর্বাণি দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্।
ভূত-যক্ষ-বিহঙ্গানাং পন্নগানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৭
পূর্বমেবাদিদেশাসৌ নিকায়েষু মহাত্মনাম্।
সমর্থঞ্চ তমৈশ্বর্য্যে মহামতিরমন্যত ॥ ৪৮
ততো মুহূর্তং স ধ্যাত্বা দেবানাং শ্রেয়সি স্থিতঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ তস্মৈ সর্বভূতেষু ভারত ॥ ৪৯
সর্বদেবনিকায়ানাং যে রাজানঃ পরিশ্রুতাঃ।
তান্ সর্বান্ ব্যাদিদেশাস্মৈ সর্বভূতপিতামহঃ ॥ ৫০
ততঃ কুমারমাদায় দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
অভিষেকার্থমাজগ্মুঃ শৈলেন্দ্রং সহিতাস্ততঃ ॥ ৫১
পুণ্যাং হৈমবতীং দেবীং সারচ্ছেষ্ঠাং সরস্বতীম্।
সমস্তপঞ্চকে যা বৈ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৫২

এই বালককে মনের ইচ্ছানুসারে যথাযোগ্য আধিপত্য প্রদান করুন ॥ ৪৫

তদনন্তর সর্বলোকপিতামহ বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে, এই বালক কোন্ আধিপত্য লাভ করিবে ॥ ৪৬

মহামতি ব্রহ্মা জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, নাগ ও পক্ষিগণের আধিপত্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সঙ্গে তিনি কুমারকেও আধিপত্য করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৪৭-৪৮

হে ভারত! তদনন্তর দেবগণের মঙ্গল সম্পাদনে তৎপর ব্রহ্মা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবার পর সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকেয়কে সকল দেবতার সেনাপতি পদ প্রদান করিলেন ॥ ৪৯

যাঁহারা সমস্ত দেবমণ্ডলীর রাজারূপে বিখ্যাত, তাঁহাদের সকলকে সর্ব্বভূত পিতামহ ব্রহ্মা কুমারের অধীনে থাকিবার আদেশদান করিলেন ॥ ৫০

তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ অভিষেকের জন্য কুমারকে সঙ্গে লইয়া একত্রে গিরিরাজ হিমালয়ের শিখর হইতে নির্গত নদীসকলশ্রেষ্ঠা পুণ্যসলিলা সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সরস্বতী নদী সমন্তপঞ্চক তীর্থে প্রবাহিত হইয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৫১-৫২

তত্র তীরে সরস্বত্যাঃ পুণ্যে সর্বগুণান্বিতে।
নিষেদুর্দেব-গন্ধর্বাঃ সর্বে সম্পূর্ণমানসাঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে কুমারাভিষেকোপক্রমে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

সে স্থানে সেই সকল দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ণমনোরথ হইয়া সরস্বতীর সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাবনতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানে কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের উদ্যোগবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্কন্দস্যাভিষেকঃ, তস্য পার্ষদানাং নাম- রূপাদীনাং বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽভিষেকসম্ভারান্ সর্বান্ সম্ভৃত্য শাস্ত্রতঃ
বৃহস্পতিঃ সমিদ্ধেঽগ্নৌ জুহাবাগ্নিং যথাবিধি ॥ ১

ততো হিমবতা দত্তে মণিপ্রবরশোভিতে।
দিব্যরত্নাচিতে পুণ্যে নিষণ্ণং পরমাসনে ॥ ২

সর্বমঙ্গলসম্ভারৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্
আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্বা দেবতাগণাঃ ॥ ৩

ইন্দ্রাবিষ্ণূ মহাবীর্যৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা।
ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ ॥ ৪

পূষা ভগেনার্য্যমা চ অংশেন চ বিবস্বতা।
রুদ্রশ্চ সহিতো ধীমান্ মিত্রেণ বরুণেন চ ॥ ৫

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চ বৃতঃ প্রভুঃ।
বিশ্বেদেবৈর্মরুদ্‌ভিশ্চ সাধ্যৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ ॥৬
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ।
দেবর্ষিভিরসংখ্যাতৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভিস্তথা ॥ ৭
বৈখানসৈর্বালখিল্যৈর্বায়ুাহারৈর্মরীচিপৈঃ।
ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ যতিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৮
সর্পৈর্বিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধৈস্তথা বৃতঃ।
পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৯
অঙ্গিরাঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মরীচির্ভৃগুরেব চ।
ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুর্দক্ষস্তথৈব চ ॥ ১০
ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতাংসি চ বিশাম্পতে।
মূর্তিমত্যশ্চ সরিতো বেদাশ্চৈব সনাতনাঃ ॥ ১১

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[স্কন্দের অভিষেক এবং তাঁহার পার্ষদগণের নাম, রূপাদির বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ তদনন্তর বৃহস্পতি সম্পূর্ণ অভিষেকসামগ্রী সংগ্রহ করত শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক হোম করিলেন। ১

তাহার পর হিমালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উত্তম মণিসমূহে সুশোভিত এবং দিব্য রত্নসকলে ভূষিত পবিত্র সিংহাসনে কুমার কার্ত্তিকেয় উপবেশন করিলেন। এই সময় তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ মাঙ্গলিক উপকরণসমূহের সহিত বিধি ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অভিষেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত দেবতারা সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥২-৩

মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র ও বিষ্ণু, সূর্য্য ও চন্দ্র, ধাতা ও বিধাতা, বায়ু ও অগ্নি এবং পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র ও বরুণের সহিত বৃদ্ধিমান্ রুদ্রদেব একাদশ রুদ্রগণ, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং দুই অশ্বিনীকুমার—ইঁহারা সকলে প্রভাবশালী কুমার কার্ত্তিকেয়কে পরিবৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ॥৪-৫॥

বিশ্বেদেব, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসংখ্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বনবাসী মুনি, বালখিল্য, বায়ুপায়ী ঋষি, সূর্য্যকিরণপায়ী মুনি, ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন মহর্ষি, মহাত্মা যতিগণ, সর্প, বিদ্যাধর এবং পুণ্যাত্মা যোগসিদ্ধ মুনিগণও কার্ত্তিকেয়কে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬-৮॥

প্রজানাথ! ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, মহাতপস্বী পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, বরুণ, মনু, দক্ষ, ঋতু, গ্রহ, নক্ষত্র, মূর্ত্তিমতী নদীসকল, মূর্ত্তিমান্ সনাতন বেদ, সমুদ্র, সরোবর, নানা-প্রকার তীর্থ, পৃথিবী, দ্যুলোক, দিক্, বৃক্ষ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী (চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা), অনুমতি (চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমা), কুহূ (পূর্ণা অমাবস্যা), রাকা (পূর্ণিমা),

সমুদ্রাশ্চ হ্রদাশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ ।
পৃথিবী দ্যৌর্দিশশ্চৈব পাদপাশ্চ জনাধিপ ॥ ১১
অদিতির্দেবমাতা চ হ্রীঃ শ্রীঃ স্বাহা সরস্বতী ।
উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহূঃ ॥ ১৩
রাকা চ ধিষণা চৈব পত্ন্যশ্চান্যা দিবৌকসাম্ ।
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্ । ১৪
ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাঃ কাষ্ঠাস্তথৈব চ ।
মাসার্ধমাসা ঋতবস্তথা রাত্র্যহনী নৃপ ॥ ১৫
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো নাগরাজশ্চ বাসুকিঃ
অরুণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥ ১৬
ধর্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগ্মুর্হি সঙ্গতাঃ
কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমস্যানুচরাশ্চ যে ॥১৭
বহুলত্বাচ্চ নোক্তা যে বিবিধা দেবতাগণাঃ
তে কুমারাভিষেকার্থং সমাজগ্মুস্ততস্ততঃ ॥ ১৮
জগৃহুস্তে তদা রাজন্ সর্ব এব দিবৌকসঃ
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং মঙ্গলানি চ সর্বশঃ ॥ ১৯
দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলসৈঃ কাঞ্চনৈর্নৃপ
সরস্বতীতিঃ পুণ্যাভির্দিব্যতোয়াভিরেব তু ॥ ২০
অভ্যষিঞ্চন্ কুমারং বৈ সম্প্রহৃষ্টা দিবৌকসঃ ।
সেনাপতিং মহাস্থানমসুরাণাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ২১
পুরা যথা মহারাজ বরুণং বৈ জলেশ্বরম্ ।
তথাভ্যষিঞ্চদ্ ভগবান্ সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ২২
কশ্যপশ্চ মহাতেজা যে চান্যে লোককীর্তিতাঃ ।
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো বলিনো বাতরংহসঃ । ২৩
কামবীর্য্যধরান্ সিদ্ধান্ মহাপারিষদান্ প্রভুঃ ।
নন্দিসেনং লোহিতাক্ষং ঘণ্টাকর্ণং সমন্তম্ ॥ ২৪
চতুর্থমস্যানুচরং খ্যাতং কুমুদমালিনম্ ।
তত্র স্থাণুর্মহাতেজা মহাপারিষদং প্রভুঃ ॥ ২৫
মায়াশতধরং কামং কামবীর্য্যং বলান্বিতম্
দদৌ স্কন্দায় রাজেন্দ্র সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥ ২৬
স হি দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যানাং ভীমকর্মণাম্ ।
জঘান দোর্ভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ প্রযুতানি চতুর্দশ ॥ ২৭
তথা দেবা দদুস্তস্মৈ সেনাং নৈর্ঋতসঙ্কুলাম্ ।
দেবশত্রুক্ষয়করীমজয্যাং বিষ্ণুরূপিণীম্ ॥ ২৮

ধিষণা (বুদ্ধি), দেবগণের অন্যান্য পত্নীবৃন্দ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহুশিখর সুশোভিত মেরুগিরি, অনুচরগণসহ ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, দিন, অশ্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধিসকলসহ বৃক্ষ, ভগবান্ ধর্মদেব, কাল, যম, মৃত্যু এবং যমের অনুচরগণ—ইঁহারা সকলে একসঙ্গে সেস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৯-১৭

সংখ্যায় অধিক হওয়ায় যাঁহার নাম এস্থানে উল্লিখিত হইল না, সেই সব নানাপ্রকার দেবতা কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক করিবার জন্য এদিক্ ওদিক্ হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

রাজন্! সেই সময় এই সব দেবগণ অভিষেকের পাত্র এবং সর্বপ্রকারের মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

নরেশ্বর! হর্ষে উৎফুল্ল দেবতা পবিত্রা এবং দিব্য-জলযুক্তা সপ্ত সরস্বতী নদীর জলে পূর্ণ, দিব্য সামগ্রীসম্পন্ন, সুবর্ণময় কলস-সমূহের দ্বারা অসুরভয়ঙ্কর মহামনস্বী কুমার কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২০-২১

মহারাজ যেরূপ পুরাকালে জলের অধিপতি বরুণের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল, সেইরূপ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, মহাতেজস্বী কশ্যপ এবং অপর বিশ্ববিখ্যাত মহর্ষিগণ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ২২½

সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুতুল্য বেগশালী, ইচ্ছানুসারে শক্তিধারী, বলবান্ ও সিদ্ধ চার জন অনুচর প্রদান করিলেন যাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইলেন নন্দিসেন, দ্বিতীয় লোহিতাক্ষ, তৃতীয় পরম প্রিয় ঘণ্টাকর্ণ এবং চতুর্থ অনুচর কুমুদমালী নামে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ২৩-২৪½

রাজেন্দ্র! তারপর সেখানে মহাতেজস্বী ভগবান্ শঙ্কর স্কন্দকে একজন মহানুচর সমর্পণ করিলেন, যিনি শত শত মায়াধারী, ইচ্ছানুসারে বল-পরাক্রমসম্পন্ন এবং দৈত্যদের সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ২৫-২৬

তিনি দেবাসুর-সংগ্রামে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভয়ানক কর্মকারী চৌদ্দ প্রযুত (এক প্রযুত হইল দশ লক্ষ) দৈত্যকে কেবল নিজ দুই বাহুর দ্বারাই বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭

এইরূপ দেবগণ তাঁহাকে দেবশত্রুনাশী, অজেয় এবং বিষ্ণু-রূপিণী সেনাবাহিনী প্রদান করিলেন, এই সৈন্যবাহিনী নৈর্ঋত সকলে পূর্ণ ছিল ॥ ২৮

জয়শব্দং তথা চক্রুর্দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ।
গন্ধর্বা যক্ষ-রক্ষাংসি মুনয়ঃ পিতরস্তথা ॥২৯
ততঃ প্রাদাদনুচরৌ যমঃ কালোপমাবুভৌ।
উন্মাথঞ্চ প্রমাথঞ্চ মহাবীর্য্যৌ মহাদ্যুতী ৩০
সুব্রাজো ভাস্করশ্চৈব যৌ তৌ সূর্য্যানুযায়িনৌ।
তৌ সূর্য্যঃ কার্ত্তিকেয়ায় দদৌ প্রীতঃ প্রতাপবান্ ॥৩১
কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শ্বেতমাল্যানুলেপনৌ।
সোমোঽপ্যনুচরৌ প্রাদাদ্মণিং সুমণিমেব চ ॥ ৩২
জ্বালাজিহ্বং তথা জ্যোতিরাত্মজায় হুতাশনঃ।
দদাবনুচরৌ শূরৌ পরসৈন্যপ্রমাথিনৌ। ৩৩
পরিঘঞ্চ বটঞ্চৈব ভীমঞ্চ সুমহাবলম্।
দহতিং দহনঞ্চৈব প্রচণ্ডৌ বীর্য্যসম্মতৌ। ৩৪
অংশোঽপ্যনুচরান্ পঞ্চ দদৌ স্কন্দায় ধীমতে।
উৎক্রোশং পঞ্চকঞ্চৈব বজ্রদণ্ডধরাবুভৌ ॥ ৩৫
দদাবনলপুত্রায় বাসবঃ পরবীরহা

সেই সময় ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি এবং পিতৃগণ চারিদিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ২৯

তাহার পর সমরাঙ্গে তাঁহাকে দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন, যাহাদের নাম ছিল উন্মাথ ও প্রমাথ ইহারা উভয়ে কালের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী এবং মহাতেজস্বী ছিলেন। ৩০

সুব্রাজ ও ভাস্কর—এই দুইজন সূর্য্যের অনুচর ছিলেন প্রতাপশালী সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কার্ত্তিকেয়ের সেবায় প্রদান করিলেন

চন্দ্রও কৈলাসশিখরসদৃশ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং শ্বেত-মালা ও শ্বেত চন্দনধারী দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন। ইঁহাদের নাম মণি ও সুমণি। ৩২

অগ্নিদেবও নিজ পুত্র স্কন্দকে জ্বালাচিহ্ন এবং জ্যোতিনামক দুইজন শত্রুসৈন্য মথিত করিতে সমর্থ বীর সেবক প্রদান করিলেন। ৩৩

অংশও বুদ্ধিমান্ স্কন্দকে পাঁচজন অনুচর প্রদান করিলেন। ইঁহাদের নাম—পরিঘ, বট, মহাবলী ভীম, দহতি এবং দহন। ইঁহাদের মধ্যে দহতি ও দহন অতিশয় প্রচণ্ড ও বল-পরাক্রমশালী বলিয়া সকলের নিকট বিখ্যাত ছিলেন ॥ ৩৪,

শত্রুবীর-সংহারকারী ইন্দ্র অগ্নিকুমার স্কন্দকে উৎক্রোশ ও পঞ্চক নামে দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন ইঁহারা উভয়ে

তৌ হি শত্রূন্ মহেন্দ্রস্য ক্ষত্তুঃ সমরে বহূন্ ॥৩৬
চক্রং বিক্রমকঞ্চৈব সংক্রমঞ্চ মহাবলম্।
স্কন্দায় ত্রীননুচরান্ দদৌ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ ॥ ৩৭
বর্দ্ধনং নন্দনঞ্চৈব সর্ববিদ্যাবিশারদৌ।
স্কন্দায় দদতুঃ প্রীতাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥ ৩৮
কুন্দঞ্চ কুসুমঞ্চৈব কুমুদঞ্চ মহাযশাঃ।
ডম্বরাডম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে ॥ ৩৯
চক্রানুচক্রৌ বলিনৌ মেঘচক্রৌ বলোৎকটৌ।
দদৌ ত্বষ্টা মহামায়ৌ স্কন্দায়ানুচরাবুভৌ ॥ ৪০
সুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ দদৌ মিত্রো মহাত্মনে।
কুমারায় মহাত্মনো তপোবিদ্যাধরৌ প্রভুঃ ॥ ৪১
সুদর্শনীয়ৌ বরদৌ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতৌ।
সুব্রতঞ্চ মহাত্মনাং শুভকর্মাণমেব চ ॥ ৪২
কার্ত্তিকেয়ায় সম্প্রাদাদ্ বিধাতা লোকবিশ্রুতৌ।
পাণীতকং কালিকঞ্চ মহামায়াবিনাবুভৌ ॥৪৩

বজ্র ও দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা দুইজনে সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের বহুসংখ্যক শত্রুকে সংহার করিয়াছিলেন। ৩৫-৩৬

মহাযশস্বী ভগবান্ বিষ্ণু স্কন্দকে চক্র, বিক্রম ও মহাবলী সংক্রম—এই তিনজন অনুচর প্রদান করিলেন। ৩৭

সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ ও চিকিৎসকগণচূড়ামণি অশ্বিনী-কুমারদ্বয় প্রসন্ন হইয়া স্কন্দকে বর্দ্ধন ও নন্দন নামে দুই জন সেবক প্রদান করিলেন। ৩৮

মহাযশস্বী ধাতা মহাত্মা স্কন্দকে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর—এই পাঁচজন সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

প্রজাপতি ত্বষ্টা বলবান্, বলোন্মত্ত, মহামায়াবী এবং মেঘচক্রধারী চক্র ও অনুচক্র নামক দুইজন অনুচর স্কন্দকে প্রদান করিলেন। ৪০

ভগবান্ মিত্র মহাত্মা কুমারকে সুব্রত ও সত্যসন্ধনামক দুইজন সেবক প্রদান করিলেন। ইঁহারা উভয়েই তপস্বী ও বিদ্যাধারী এবং মহাবলশালী ছিলেন। কেবল ইহাই নহে, ইঁহারা দেখিতে অতিশয় সুন্দর, বরদানে সমর্থ এবং তিনলোকে বিখ্যাত ॥ ৪১;

বিধাতা কার্ত্তিকেয়কে মহাত্মা সুব্রত ও সুকর্ম্মা—এই দুইজন লোক-বিখ্যাত সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৪২;

হে ভারত! পূষা কার্ত্তিকেয়কে পাণীতক ও কালিক নামক

পুষা চ পার্ষদৌ প্রাদাৎ কার্তিকেয়ায় ভারত
বলং চাতিবলঞ্চৈব মহাবক্ত্রৌ মহাবলৌ ॥ ৪৪
প্রদদৌ কার্তিকেয়ায় বায়ুর্ভরতসত্তম।
যমং চাতিযমঞ্চৈব তিমিবক্ত্রৌ মহাবলৌ ॥ ৪৫
প্রদদৌ কার্তিকেয়ায় বরুণঃ সত্যসঙ্গরঃ।
সুবর্চসং মহাস্থানং তথৈবাপ্যতিবর্চসম্ ॥ ৪৬
হিমবান্ প্রদদৌ রাজন্ হুতাশনসুতায় বৈ।
কাঞ্চনঞ্চ মহাস্থানং মেঘমালিনমেব চ ॥ ৪৭
দদাবনুচরৌ মেরুরগ্নিপুত্রায় ভারত
স্থিরং চাতিস্থিরঞ্চৈব মেরুরেবাপরো দদৌ ॥ ৪৮
মহাত্মা বহ্নিপুত্রায় মহাবলপরাক্রমৌ
উচ্ছৃঙ্গং চাতিশৃঙ্গঞ্চ মহাপাষাণযোধিনৌ ॥ ৪৯
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় বিন্ধ্যঃ পারিষদাবুভৌ।
সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চৈব সমুদ্রোঽপি গদাধরৌ ॥ ৫০
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় মহাপারিষদাবুভৌ
উন্মাদং শঙ্কুকর্ণঞ্চ পুষ্পদন্তং তথৈব চ ॥ ৫১
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পাবকী শুভদর্শনা
জয়ং মহাজয়ঞ্চৈব নাগৌ অনলসূনবে ॥ ৫২
প্রদদৌ পুরুষব্যাঘ্র বাসুকিঃ পন্নগেশ্বরঃ।
এবং সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবঃ পিতরস্তথা ॥৫৩
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব গিরয়শ্চ মহাবলাঃ।
দদুঃ সেনাগণাধ্যক্ষান্ শূল-পট্টিশধারিণঃ ॥৫৪
দিব্যপ্রহরণোপেতান্ নানাবেশবিভূষিতান্।
শৃণু নামানি চাপোষাং যেঽন্যে স্কন্দস্য সৈনিকাঃ ॥ ৫৫
বিবিধায়ুধসম্পন্নাশ্চিত্রাভরণভূষিতাঃ
শঙ্কুকর্ণো নিকুম্ভশ্চ পদ্মঃ কুমুদ এব চ ॥ ৫৬
অনন্তো দ্বাদশভুজস্তথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকৌ।
ঘ্রাণশ্রবাঃ কপিস্কন্ধঃ কাঞ্চনাক্ষো জলন্ধমঃ ॥ ৫৭
অক্ষঃ সম্মর্জনো রাজন্ কুনদীকস্তথোষ্ণকৃৎ।
একাক্ষো দ্বাদশাক্ষশ্চ তথৈবৈকজটঃ প্রভুঃ ॥ ৫৮
সহস্রবাহুর্বিকটো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ
পুণ্যনামা সুনামা চ সুচক্রঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৫৯

দুইজন পার্ষদ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই অতিশয় মায়াবী ছিলেন ॥ ৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! বায়ুদেব কৃত্তিকানন্দনকে মহাবলশালী ও বিশাল মুখবিশিষ্ট এবং বল ও অতিবল নামক দুইজন সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৪৪॥

সত্যপ্রতিজ্ঞ বরুণ কৃত্তিকানন্দন স্কন্দকে যম ও অতিযম নামক দুইজন মহাবল পার্ষদ প্রদান করিলেন, যাঁহাদের মুখ তিমিনামক মহামৎস্যের ন্যায় ছিল ॥ ৪৫॥

রাজন্! হিমালয় অগ্নিপুত্র স্কন্দকে মহামনা সুবর্চা এবং অতিবর্চা নামক দুইজন পার্ষদ প্রদান করিলেন ॥ ৪৬॥

ভারত! মেরু অগ্নিনন্দন স্কন্দকে মহাত্মা কাঞ্চন ও মেঘমালী নামক দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥ ৪৭॥

মহাত্মা মেরুই অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়কে স্থির ও অতিস্থির নামক দুইজন আরও পার্ষদ দিলেন। ইঁহারা মহাবলশালী ও পরাক্রম-সম্পন্ন ছিলেন ॥ ৪৮॥

বিন্ধ্যপর্ব্বতও অগ্নিনন্দনকে দুইজন পার্ষদ দিলেন। ইঁহাদের নাম—উচ্ছৃঙ্গ ও অতিশৃঙ্গ। ইঁহারা উভয়ে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ ছিলেন ॥ ৪৯॥

সমুদ্রও অগ্নিপুত্রকে দুইজন গদাধারী মহাপার্ষদ দিলেন ইঁহাদের নাম—সংগ্রহ ও বিগ্রহ ॥ ৫০॥

শুভদর্শনা পার্ব্বতীদেবী কৃত্তিকানন্দন স্কন্দকে উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ ও পুষ্পদন্ত নামক তিনজন পার্ষদ প্রদান করিলেন ॥ ৫১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! নাগরাজ বাসুকি অগ্নিপুত্রকে পার্ষদরূপে জয় ও বিজয়নামক দুইজন নাগকে প্রদান করিলেন ॥ ৫২॥

এইরূপ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সমুদ্র, নদীসকল এবং মহাবল পর্ব্বতসমূহ তাঁহাকে নানাবিধ সেনাপতি অর্পণ করিলেন। এই সব সেনাপতি শূল, পট্টিশ ও নানাপ্রকার দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন বেশ-ভূষায় বিভূষিত ছিলেন ॥ ৫৩-৫৪॥

স্কন্দের আরও নানাপ্রকার অস্ত্রসম্পন্ন এবং বিচিত্র আভরণে বিভূষিত বহু সৈন্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ করুন ॥ ৫৫॥

শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, কপিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সম্মর্জন, কুনদীক, তথোষ্ণকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, প্রভু, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুচক্র, প্রিয়দর্শন, পরিশ্রুত, কোকনদ, প্রিয়মাল্যানুলেপন, অমোঘোদর, গজশিরা,

পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ প্রিয়মাল্যানুলেপনঃ ।
অজোদরো গজশিরাঃ স্কন্ধাক্ষঃ শতলোচনঃ ॥ ৬০
জ্বালাজিহ্বঃ করালাক্ষঃ শিতিকেশো জটী হরিঃ ।
পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ কৃষ্ণকেশো জটাধরঃ ॥ ৬১
চতুর্দংষ্ট্রোঽষ্টজিহ্বশ্চ মেঘনাদঃ পৃথুশ্রবাঃ ।
বিদ্যুত্তাক্ষো ধনুর্বক্ত্রো জাঠরো মারুতাশনঃ ॥ ৬২
উদারাক্ষো রথাক্ষশ্চ বহ্বনাভো বসুপ্রভঃ ।
সমুদ্রবেগো রাজেন্দ্র শৈলকম্পী তথৈব চ ॥ ৬৩
বৃষো মেষঃ প্রবাহশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ
ধূম্রঃ শ্বেতঃ কলিঙ্গশ্চ সিদ্ধার্থো বরদস্তথা ॥ ৬৪
প্রিয়কশ্চৈব নন্দশ্চ গোনন্দশ্চ প্রতাপবান্
আনন্দশ্চ প্রমোদশ্চ স্বস্তিকো ধ্রুবকস্তথা ॥ ৬৫
ক্ষেমবাহঃ সুবাহশ্চ সিদ্ধপাত্রশ্চ ভারত ।
গোব্রজঃ কনকাপীড়ো মহাপারিষদেশ্বরঃ ॥ ৬৬
গায়নো হসনশ্চৈব বাণঃ ষড়ঙ্গশ্চ বীর্য্যবান্ ।
বৈতালী গতিতালী চ তথা কথক-বাতিকৌ ॥ ৬৭
হংসজঃ পক্ষদিগ্ধাঙ্গঃ সমুদ্রোন্মাদনশ্চ হ
রণোৎকটঃ প্রহাসশ্চ শ্বেতসিদ্ধশ্চ নন্দনঃ ॥ ৬৮
কালকণ্ঠঃ প্রভাসশ্চ তথা কুম্ভাণ্ডকোদরঃ ।
কালকক্ষঃ সিতশ্চৈব ভূতানাং মথনস্তথা ॥ ৬৯
যজ্ঞবাহঃ সুবাহশ্চ দেববাজী চ সোমপঃ ।
মজ্ঞানশ্চ মহাতেজাঃ ক্রথ ক্রাথী চ ভারত ॥ ৭০
তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ।
মধুরঃ সুপ্রসাদশ্চ কিরীটী চ মহাবলঃ ॥ ৭১
বৎসলো মধুবর্ণশ্চ কলশোদর এব চ ।
ধর্মদো মন্মথকরঃ সুচীবক্ত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৭২
শ্বেতবক্ত্রঃ সুবক্ত্রশ্চ চারুবক্ত্রশ্চ পাণ্ডুরঃ ।
দণ্ডবাহুঃ সুবাহুশ্চ রজঃ কোকিলকস্তথা ॥ ৭৩
অচলঃ কনকাক্ষশ্চ বালানামপি যঃ প্রভুঃ ।
সঞ্চারকঃ কোকনদো গৃধ্রপত্রশ্চ জম্বুকঃ ॥ ৭৪
লোহাজবক্ত্রো জবনঃ কুম্ভবক্ত্রশ্চ কুম্ভকঃ ।
স্বর্ণগ্রীবশ্চ কৃষ্ণৌজা হংসবক্ত্রশ্চ চন্দ্রভঃ ॥ ৭৫
পাণিকূর্চশ্চ শম্বুকঃ পঙ্কবক্ত্রশ্চ শিক্ষকঃ ।
চাষবক্ত্রশ্চ জম্বুকঃ শাকবক্ত্রশ্চ কুঞ্জলঃ ॥ ৭৬
যোগযুক্তা মহাত্মানঃ সততং ব্রাহ্মণপ্রিয়াঃ
পৈতামহা মহাত্মানো মহাপারিষদাশ্চ যে ॥ ৭৭
যৌবনস্থাশ্চ বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ জনমেজয় ।
সহস্রশঃ পারিষদাঃ কুমারমবতস্থিরে ॥ ৭৮
বক্ত্রৈর্নানাবিধৈর্ঘোরৈ তু শৃণু তান্ জনমেজয় ।
কূর্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ শশোলূকমুখাস্তথা ॥ ৭৯
খরোষ্ট্রবদনাশ্চান্যে বরাহবদনাস্তথা ।
মার্জারশশবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥ ৮০

স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করালাক্ষ, শিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দংষ্ট্র, অষ্টজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুত্তাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদারাক্ষ, রথাক্ষ, বহ্বনাভ, বসুপ্রভ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষ, প্রবাহ, নন্দ, প্রতাপশালী গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কনকপীড়, মহাপারিষদেশ্বর, গায়ন, হসন, বাণ, পরাক্রমী ষড়ঙ্গ, বিতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, হংসজ, পক্ষদিগ্ধাঙ্গ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডকোদর, কালকক্ষ, সিত, ভূতমথন, যজ্ঞবাহ, সুবাহ, দেববাজী, সোমপ, মজ্ঞান, মহাতেজা, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, পরাক্রমী, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরীট, মহাবল, বৎসল, মধুবর্ণ, কলশোদর, ধর্মদ, মন্মথকর, শক্তিশালী সুচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ কোকিলক, অচল, কনকাক্ষ, বালস্বামী, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহবক্ত্র, অজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চ, শম্বুক, পঙ্কবক্ত্র, শিক্ষক, চাষবক্ত্র, জম্বুক, শাকবক্ত্র এবং কুঞ্জল ॥ ৫৬-৭৬

জনমেজয়! এই সব পার্ষদ যোগযুক্ত, মহাত্মা এবং নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রীতিভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ইহা ব্যতীত পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত যে সকল মহাত্মা মহাপার্ষদ ছিলেন, ইঁহারা এবং অন্য বালক, তরুণ ও বৃদ্ধ সহস্র সহস্র পার্ষদ কুমারের সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৭-৭৮

জনমেজয়! ইঁহাদের সকলের নানাপ্রকার মুখ ছিল। যাঁহার যেরূপ মুখ ছিল, উহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। কিছু পার্ষদের মুখ কচ্ছপ এবং মুরগসকলের ন্যায় ছিল, বহু পার্ষদের মুখ খরগোশ, উলুক, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং বরাহ-সদৃশ ছিল ॥ ৭৯

ভারত! বহুর মুখ বিড়াল ও খরগোশ-তুল্য ছিল।

নকুলোলূকবক্ত্রাশ্চ কাকবক্ত্রাস্তথা পরে
আখুবভ্রুকবক্ত্রাশ্চ ময়ূরবদনাস্তথা ॥ ৮১
মৎস্য-মেষাননাশ্চান্যে অজাবি-মহিষাননাঃ।
ঋক্ষ-শার্দূলবক্ত্রাশ্চ দ্বীপি-সিংহাননাস্তথা ॥ ৮২
ভীমা গজাননাশ্চৈব তথা নক্রমুখাশ্চ যে।
গরুড়াননাঃ কঙ্কমুখা বৃক-কাকমুখাস্তথা ॥ ৮৩
গোখরোষ্ট্রমুখাশ্চান্যে বৃষদংশমুখাস্তথা।
মহাজঠরপাদাস্যাস্তারকাক্ষাশ্চ ভারত ॥ ৮৪
পারাবতমুখাশ্চান্যে তথা বৃষমুখাঃ পরে।
কোকিলাভাননাশ্চান্যে শ্যেনতিত্তিরিকাননাঃ ॥ ৮৫
কৃকলাসমুখাশ্চৈব বিরজোঽম্বরধারিণঃ
ব্যালবক্ত্রাঃ শূলমুখাশ্চণ্ডবক্ত্রাঃ শুভাননাঃ ॥ ৮৬
আশীবিষাশ্চীরধরা গোনাসাবদনাস্তথা
স্থূলোদরাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ স্থূলাঙ্গাশ্চ কৃশোদরাঃ ॥ ৮৭
হ্রস্বগ্রীবা মহাকর্ণা নানাব্যালবিভূষণাঃ।
গজেন্দ্রচর্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ ॥ ৮৮
স্কন্ধেমুখা মহারাজ তথাপ্যুদরতোমুখাঃ।
পৃষ্ঠেমুখা হনুমুখাস্তথা জঙ্ঘামুখা অপি ॥ ৮৯
পার্শ্বাননাশ্চ বহবো নানাদেশমুখাস্তথা।
তথা কীট-পতঙ্গানাং সদৃশাস্যা গণেশ্বরাঃ ॥৯০
নানাব্যালমুখাশ্চান্যে বহুবাহুশিরোধরাঃ।
নানাবৃক্ষভুজাঃ কেচিৎ কটিদীর্ঘাস্তথাপরে ॥৯১
ভুজঙ্গভোগবদনা নানাগুল্মনিবাসিনঃ।
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ নানাকনকবাসসঃ ॥ ৯২
নানাবেষধরাশ্চৈব নানামাল্যানুলেপনাঃ।
নানাবস্ত্রধরাশ্চৈব চর্মবাসস এব চ ॥ ৯৩

কাহাদেরও মুখ অতিশয় বৃহৎ ছিল, কাহাদেরও মুখ নকুল, উলূক, কাক, ইন্দুর, বক্র ও ময়ূর মুখসদৃশ মুখ ছিল ॥ ৮০-৮১

কোন কোন পার্ষদের মুখ মৎস্য, মেষ, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র, বৃক ও সিংহ মুখ-তুল্য ছিল ॥ ৮২

কাহারও মুখ হাতীর ন্যায় ছিল, সেইজন্য অতিশয় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। কিছু পার্ষদের মুখ মকর, গরুড়, কঙ্ক, বৃক ও কাকের মুখের ন্যায় ছিল ॥ ৮৩

ভারত! কিছু পার্ষদ গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বন্যবিড়ালের মুখ ধারণ করিয়াছিল। কাহারও উদর, পদ ও অন্যান্য অঙ্গও বিশাল ছিল। ইঁহাদের চক্ষুস্কল তারাসমূহের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল ॥ ৮৪

কিছু পার্ষদের মুখ পারাবতের মুখের ন্যায়, কিছু পার্ষদের মুখ বাজপাখীর মুখের ন্যায় এবং তিত্তিরি পক্ষীর মুখের ন্যায় মুখ ছিল ॥ ৮৫

কিছু পার্ষদের মুখ কৃকলাসের (গিরগিটীর) মুখের সদৃশ মনে হইতেছিল। কিছু পার্ষদ শ্বেত বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কাহাদেরও মুখ সর্প মুখ-তুল্য ছিল, কাহাদেরও মুখ শূল-সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল। কাহাদেরও মুখ প্রচণ্ড ক্রোধোদ্দীপ্ত ছিল এবং কাহাদেরও মুখ প্রসন্ন ছিল ॥ ৮৬

কেহ কেহ বিষধর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কেহ কেহ চীর (বস্ত্র খণ্ড)—বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও নাসিকা ও মুখ গোরুর ন্যায় মনে হইতেছিল। কাহাদেরও উদর অতিশয় স্থূল ছিল এবং কাহারও উদর কৃশ বলিয়া মনে হইতেছিল। কাহাদের শরীর কৃশ ছিল এবং কাহাদের শরীর স্থূল ছিল ॥ ৮৭

কাহাদেরও গ্রীবা ক্ষুদ্র ছিল, কাহাদেরও আবার কর্ণ অতিশয় বৃহৎ ছিল। ইঁহারা অনেকে নানাপ্রকার সর্পের আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ হস্তী চর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৮

মহারাজ! কাহাদেরও মুখ স্কন্ধের উপরে ছিল, আবার কাহাদেরও মুখ উদরে ছিল। এইরূপ কাহাদেরও পৃষ্ঠে, কাহাদেরও হনুতে (দাড়িতে) এবং কাহাদেরও মুখ জঙ্ঘায় ছিল ॥ ৮৯

বহু পার্ষদ এরূপ ছিলেন, যাঁহাদের মুখ পার্শ্বভাগে ছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মুখধারণকারী পার্ষদও বহু ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গণের অধিপতিদের মুখও কীট এবং পতঙ্গের সদৃশ ছিল ॥৯০

অন্য বহু পার্ষদের মুখ অনেক এবং সর্পাকার ছিল। বহু পার্ষদের বাহু অনেক এবং কণ্ঠও অনেক ছিল। কাঁহাদের বাহু বহু ও নানাপ্রকার বৃক্ষ-তুল্য ছিল। কাঁহাদের বস্তক তাঁহাদের কটিপ্রদেশেই ছিল ॥ ৯১

কাঁহাদের মুখ সর্পাকার ছিল। কাঁহারা নানাবিধ গুল্ম ও লতাসকলের দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ চীর-বস্ত্রে নিজেদের আবৃত করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ স্বর্ণময় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ৯২

তাঁহারা নানাপ্রকার বেশ বিবিধ মাল্য ও চন্দন এবং

উষ্ণীষিণো মুকুটিনঃ সুগ্রীবাশ্চ সুবচসঃ
কিরীটিনঃ পঞ্চশিখাস্তথা কাঞ্চনমূর্দ্ধজাঃ ॥ ৯৪
ত্রিশিখা দ্বিশিখাশ্চৈব তথা সপ্তশিখাঃ পরে।
শিখণ্ডিনো মুকুটিনো মুণ্ডাশ্চ জটিলাস্তথা ॥ ৯৫
চিত্রমালাধরাঃ কেচিৎ কেচিদ্ রোমাননাস্তথা।
বিগ্রহৈকরসা নিত্যমজেয়াঃ সুরসত্তমৈঃ ॥ ৯৬
কৃষ্ণা নির্মাংসবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘপৃষ্ঠাস্তনূদরাঃ।
স্থূলপৃষ্ঠা হ্রস্বপৃষ্ঠাঃ প্রলম্বোদরমেহনাঃ ॥ ৯৭
মহাভুজা হ্রস্বভুজা হ্রস্বগাত্রাশ্চ বামনাঃ।
কুব্জাশ্চ হ্রস্বজঙ্ঘাশ্চ হস্তিকর্ণশিরোধরাঃ ॥ ৯৮
হস্তিনাসাঃ কূর্মনাসা বৃকনাসাস্তথা পরে।
দীর্ঘোচ্ছ্বাসা দীর্ঘজঙ্ঘা বিকরালা হ্রস্বমুখাঃ ॥ ৯৯

বস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার চক্ষের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ৯৩

কাঁহাদের মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ী) ছিল এবং কাঁহাদের মস্তকে মুকুট শোভা পাইতেছিল। কাঁহাদের কণ্ঠ ও অঙ্গকান্তি অতিশয় সুন্দর ছিল। কেহ কেহ কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ মস্তকে পাঁচটি শিখা রাখিয়াছিলেন। অনেকের মস্তকের কেশ স্বর্ণময় ছিল ॥ ৯৪

কেহ দুই, কেহ তিন এবং কেহ সাতটি শিখা রাখিয়া ছিলেন। কেহ কেহ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ এবং কেহ কেহ মস্তকে মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন এবং কেহ কেহ আবার মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৯৫

কেহ কেহ বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন। কাহারও মুখে বহু রোম বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা কেবল যুদ্ধ করিয়া রস অনুভব করিয়া থাকেন। ইঁহারা শ্রেষ্ঠ দেবগণের পক্ষেও অজেয় ছিলেন ॥ ৯৬

কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কাঁহাদের মুখে মাংস ছিল না, কেবল অস্থিই ছিল। কাঁহাদের পৃষ্ঠ অতিশয় বৃহৎ ছিল এবং উদর তনু (ভিতরের দিকে প্রবিষ্ট) ছিল। কাঁহাদের উদর ও মূত্রাশয় উভয়ই বৃহৎ ছিল ॥ ৯৭

কাঁহাদের বাহু বিশাল এবং কাঁহাদের বাহু ক্ষুদ্র ছিল। কাঁহাদের গাত্র ক্ষুদ্র ছিল, কেহ কেহ আবার বামন ছিলেন। কেহ কেহ কুব্জ ছিলেন। কাঁহাদের জঙ্ঘা অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। কাঁহাদের কণ্ঠ ও কর্ণ হস্তীর ন্যায় ছিল ॥ ৯৮

মহাদংষ্ট্রা হ্রস্বদংষ্ট্রাশ্চতুর্দংষ্ট্রাস্তথা পরে।
বারণেন্দ্রনিভাশ্চান্যে ভীমা রাজন্ সহস্রশঃ ॥ ১০০
সুবিভক্তশরীরাশ্চ দীপ্তিমন্তঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
পিঙ্গাক্ষাঃ শঙ্কুকর্ণাশ্চ রক্তনাসাশ্চ ভারত ॥ ১০১
পৃথুদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রাঃ স্থূলোষ্ঠা হরিমূর্দ্ধজাঃ।
নানাপাদোষ্ঠদংষ্ট্রাশ্চ নানাহস্তশিরোধরাঃ ॥ ১০২
নানাচর্মভিরাচ্ছন্না নানাভাষাশ্চ ভারত।
কুশলা দেশভাষাসু জল্পন্তোঽন্যোন্যমীশ্বরাঃ ॥ ১০৩
হৃষ্টাঃ পরিপতন্তি স্ম মহাপারিষদাস্তথা।
দীর্ঘগ্রীবা দীর্ঘনখা দীর্ঘপাদশিরোভুজাঃ ॥ ১০৪
পিঙ্গাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ লম্বকর্ণাশ্চ ভারত।
বৃকোদরনিভাশ্চৈব কেচিদঞ্জনসন্নিভাঃ ॥ ১০৫

কাঁহাদের নাসিকা হস্তিতুল্য ছিল, কাঁহাদের নাসিকা কূর্মতুল্য ছিল এবং কাঁহাদের নাসিকা বৃকের ন্যায় ছিল। কেহ কেহ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেন। কাঁহাদের জঙ্ঘা অতিশয় বৃহৎ ছিল। কাঁহাদের মুখ নীচের দিকে ছিল এবং কেহ কেহ দেখিতে আবার বিকরাল ছিলেন ॥ ৯৯

কাঁহাদের দন্তসকল বৃহৎ, কাঁহাদের দন্তসকল ক্ষুদ্র এবং কাঁহাদের আবার চারিটি করিয়া দন্ত ছিল। রাজন্! অপর সহস্র সহস্র পার্ষদ গজরাজের ন্যায় বিশালদেহ ও ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ১০০

ইঁহাদের দেহের সকল অঙ্গ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছিল। ইঁহারা দীপ্তিমান্ ও বস্ত্রাভরণে বিভূষিত ছিলেন। ভারত! ইঁহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; কর্ণ শঙ্খসদৃশ শুভ্রবর্ণ ছিল এবং নাসিকা রক্তবর্ণের ছিল ॥ ১০১

কাঁহাদের দন্ত অতিশয় বৃহৎ, কাঁহাদের দন্ত স্থূল (মোটা) ছিল। কাঁহাদের ওষ্ঠ স্থূল এবং মস্তকের কেশ নীলবর্ণের ছিল। কাঁহাদের পদ, ওষ্ঠ, হস্ত ও কণ্ঠ নানাপ্রকার এবং অনেক ছিল ॥ ১০২

ভারত! কিছু পার্ষদ নানাবিধ চর্মদ্বারা বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিলেন, ইঁহারা নানাপ্রকার ভাষা বলিতে পারিতেন, দেশের সকল ভাষায় কথাবার্তা বলিতে সমর্থ ছিলেন এবং পরস্পর নানাভাষায় আলাপ করিতেন ॥ ১০৩

এই সব মহাপার্ষদগণ হর্ষে আবিষ্ট হইয়া চারিদিক্ হইতে ধাবিত হইয়া আসিলেন। ইঁহাদের গ্রীবা, মস্তক, হস্ত, পদ ও নখ সবই অতিশয় বৃহৎ ছিল ॥ ১০৪

হে ভারত! ইঁহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কণ্ঠ নীলবর্ণ এবং কর্ণ

শ্বেতাক্ষা লোহিতগ্রীবাঃ পিঙ্গাক্ষাশ্চ তথা পরে
কল্মাষা বহবো রাজংশ্চিত্রবর্ণাশ্চ ভারত ॥ ১০৬
চামরাপীড়কনিভাঃ শ্বেতলোহিতরাজয়ঃ।
নানাবর্ণাঃ সবর্ণাশ্চ ময়ূরসদৃশপ্রভাঃ ॥ ১০৭
পুনঃ প্রহরণান্যেষাং কীর্ত্যমানানি মে শৃণু।
শেষৈঃ কৃতঃ পারিষদৈরায়ুধানাং পরিগ্রহঃ ॥ ১০৮
পাশোদ্যতকরাঃ কেচিদ্ ব্যাদিতাস্যাঃ খরাননাঃ
পৃষ্ঠাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ তথা পরিঘবাহবঃ ॥ ১০৯
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ তথা মুসলপাণয়ঃ।
অসিমুদ্গরহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত ॥ ১১০
গদাভুশুণ্ডিহস্তাশ্চ তথা তোমরপাণয়ঃ
আয়ুধৈর্বিবিধৈর্ঘোরৈর্মহাত্মানো মহাজবাঃ ॥ ১১১
মহাবলা মহাবেগা মহাপারিষদাস্তথা।
অভিষেকং কুমারস্য দৃষ্ট্বা হৃষ্টা রণপ্রিয়াঃ ॥ ১১২
ঘণ্টাজালপিনদ্ধাঙ্গা নন্নতুস্তে মহৌজসঃ
এতে চান্যে চ বহবো মহাপারিষদা নৃপ ॥১১৩
উপতস্থুর্মহাত্মানং কার্ত্তিকেয়ং যশস্বিনম্।
দিব্যাশ্চাপ্যান্তরিক্ষাশ্চ পার্থিবাশ্চানিলোপমাঃ ॥ ১১৪
ব্যাদিষ্টা দৈবতৈঃ শূরাঃ স্কন্দস্যানুচরাভবন্।
তাদৃশানাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
অভিষিক্তং মহাত্মানং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥১১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলরামতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে স্কন্দাভিষেকে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

লম্বা ছিল। কাঁহাদেরও বর্ণ বুকের উদরের ন্যায় ছিল এবং কাঁহারা কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন ॥ ১০৫

কাঁহাদের চক্ষু শ্বেতবর্ণ এবং গ্রীবা লোহিতবর্ণ ছিল ভারত! বহু পার্ষদ বিচিত্রবর্ণের এবং কল্মাষ বর্ণের ছিলেন

বহু পার্ষদের দেহবর্ণ চামর ও পুষ্পমুকুট-সদৃশ ছিল কিছু পার্ষদের দেহে শ্বেত ও রক্তবর্ণের পঙ্‌ক্তি বিরাজমান ছিল। কিছু পার্ষদ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ছিলেন এবং কিছু পার্ষদ আবার পরস্পর সমান বর্ণের ছিলেন। কোন কোন পার্ষদের অঙ্গকান্তি ময়ূরসদৃশ ছিল ॥ ১০৭

এখন অবশিষ্ট অন্য যে সকল পার্ষদ অস্ত্রসমূহ ধারণ করত অবস্থিত ছিলেন, আমি তাঁহাদের নামকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥

কিছু পার্ষদ হস্তে পাশধারণ করিয়াছিলেন, কিছু পার্ষদ মুখ বিস্তার করিয়াছিলেন, কাঁহাদের মুখ গর্দ্দভের ন্যায় ছিল, কাঁহাদের চক্ষু পৃষ্ঠভাগে ছিল এবং বহু পার্ষদের কণ্ঠে নীলবর্ণের চিহ্ন ছিল। বহুসংখ্যক পার্ষদের বাহু পরিঘসদৃশ ছিল ॥ ১০৮-১০৯

হে ভারত! কাঁহাদের হস্তে শতঘ্নী অস্ত্র ছিল, আবার অন্য বহু পার্ষদের হস্তে চক্র ছিল। কেহ কেহ হস্তে মুসল, তরবারি, মুদ্গর ও দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১০

কাঁহাদের হস্তে আবার গদা, ভোমর ও ভুশুণ্ডী শোভা পাইতেছিল। এই সব মহাবেগশালী মহাত্মা পার্ষদগণ নানা প্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১১

ইঁহারা অতিশয় বল ও বেগসম্পন্ন ছিলেন। যুদ্ধপ্রিয় এই সব মহাপার্ষদগণ কুমারের অভিষেক দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ১১২

ইঁহারা নিজ নিজ অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত জালাকার বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! মহাতেজস্বী এই সব পার্ষদগণ তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। এই সব পার্ষদ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহাপার্ষদগণ যশস্বী মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের সেবায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ১১৩।

দেবগণের আজ্ঞা লাভ করত দেবলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং ভূলোকের বায়ুতুল্য বেগশালী সৌম্যসম্পন্ন পার্ষদগণ স্কন্দের অনুচর হইয়াছিলেন ॥ ১১৪।

এইরূপ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পার্ষদগণ অভিষেকের পর মহাত্মা স্কন্দকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা ও সারস্বত উপাখ্যান-প্রসঙ্গে স্কন্দের অভিষেকবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মাতৃণাং পরিচয়দানম্, স্কন্দস্য রণযাত্রী, তেন সসৈন্য-তারকাসুর-মহিষাসুরাদিদৈত্যানাং বিনাশশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণু মাতৃগণান্ রাজন্ কুমারানুচরানিমান্ ।
কীর্ত্যমানান্ ময়া বীর সপত্নগণসূদনান্ ॥ ১

যশস্বিনীনাং মাতৃণাং শৃণু নামানি ভারত ।
যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ কল্যাণীভিশ্চ ভাগশঃ ॥ ২

প্রভাবতী বিশালাক্ষী পালিতা গোস্তনী তথা ।
শ্রীমতী বহুলাচৈব তথৈব বহুপুত্রিকা ॥ ৩

অপ্সু জাতা চ গোপালী বৃহদম্বালিকা তথা ।
জয়াবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী ॥ ৪

বসুদামা চ দামা চ বিশোকা নন্দিনী তথা ।
একচূড়া মহাচূড়া চক্রনেমিশ্চ ভারত ॥ ৫

উত্তেজনী জয়ৎসেনা কমলাক্ষ্যথ শোভনা ।
শত্রুঞ্জয়া তথা চৈব ক্রোধনা শলভী খরী ॥ ৬

মাধবী শুভবক্ত্রা চ তীর্থনেমিশ্চ ভারত ।
গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী রুদ্ররোমামিতাশনা ॥ ৭

মেঘস্বনা ভোগবতী সুভ্রশ্চ কনকাবতী ।
অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারত ॥ ৮

পদ্মাবতী সুনক্ষত্রা কন্দরা বহুযোজনা ।
সন্তানিকা চ কৌরব্য কমলা চ মহাবলা ॥ ৯

সুদামা বহুদামা চ সুপ্রভা চ যশস্বিনী ।
নৃত্যপ্রিয়া চ রাজেন্দ্র শতোলূখলমেখলা ॥ ১০

শতঘণ্টা শতানন্দা ভগনন্দা চ ভাবিনী ।
বপুষ্মতী চন্দ্রসীতা ভদ্রকালী চ ভারত ॥ ১১

ঋক্ষাম্বিকা নিকুটিকা বামা চত্বরবাসিনী ।
সুমঙ্গলা স্বস্তিমতী বুদ্ধিকামা জয়প্রিয়া ॥ ১২

ধনদা সুপ্রসাদা চ ভবদা চ জলেশ্বরী ।
এড়ী ভেড়ী সমেড়ী চ বেতালজননী তথা ॥ ১৩

কণ্ডূতিঃ কলিকা চৈব দেবমিত্রা চ ভারত ।
বসুশ্রীঃ কোটরা চৈব চিত্রসেনা তথাচলা ॥ ১৪

কুক্কুটিকা শঙ্খলিকা তথা শকুনিকা নৃপ ।
কুণ্ডারিকা কৌকুলিকা কুম্ভিকাথ শতোদরী ॥ ১৫

উৎক্রাথিনী জলেলা চ মহাবেগা চ কঙ্কণা ।
মনোজবা কণ্টকিনী প্রঘসা পূতনা তথা ॥ ১৬

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় ।

মাতৃকাগণের পরিচয়, স্কন্দের রণযাত্রা এবং তাঁহার দ্বারা সসৈন্য তারকাসুর, মহিষাসুরাদি দৈত্যগণের বিনাশ ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর রাজন্ ! এখন আমি সেই মাতৃকাগণের নাম বলিতেছি, যাঁহারা শত্রুনাশিনী এবং স্কন্দের অনুগামিনী ছিলেন ॥ ১

হে ভারত ! তুমি সেই যশস্বিনী মাতৃকাগণের নাম শ্রবণ কর, যে সব কল্যাণকারিণী দেবীগণ বিভাগানুসারে তিন লোক ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন ॥ ২

কুরুবংশধর ! ভরতকুলনন্দন ! রাজেন্দ্র ! সেই সব মাতৃকাগণের নাম এইরূপ—প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, দামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থনেমী, গীতাপ্রিয়া, কল্যাণী রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রু, কনকাবতী, অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহুদামা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃতপ্রিয়া, শতোলূখলমেখলা, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রসীতা, ভদ্রকালী ॥ ৩-১১

ঋক্ষাম্বিকা, নিকুটিকা, বামা, চত্বরবাসিনী, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জলেশ্বরী, এড়ী ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডূতিকালিকা দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা কৌকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মনোজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা ॥ ১২-১৬

কেশযষ্ত্রী ত্রুটির্বামা ক্রোশনাথ তড়িৎপ্রভা।
মন্দোদরী চ মুণ্ডী চ কোটরা মেঘবাহিনী ॥ ১৭
সুভগা লম্বনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাশিনী।
ঊর্দ্ধবেণীধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥ ১৮
পৃথুবক্ত্রা মধুলিকা মধুকুম্ভা তথৈব চ।
পক্ষালিকা মৎকুলিকা জরায়ুর্জ্জরাননা ॥ ১৯
খ্যাতা দহদহা চৈব তথা ধমধমা নৃপ।
খহখণ্ডা চ রাজেন্দ্র পূষণা মণিকুট্টিকা ॥ ২০
অমোঘা চৈব কৌরব্য তথা লম্বপয়োধরা।
বেণুবীণাধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥ ২১
শশোলূকমুখী কৃষ্ণা খরজঙ্ঘা মহাজবা।
শিশুমারমুখী শ্বেতা লোহিতাক্ষী বিভীষণা ॥ ২২
জটালিকা কামচরী দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটা।
কালেহিকা বামনিকা মুকুটা চৈব ভারত ॥ ২৩
লোহিতাক্ষী মহাকায়া হরিপিণ্ডা চ ভূমিপ
একত্বচা সুকুসুমা কৃষ্ণকর্ণী চ ভারত। ২৪
ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা
চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা ॥ ২৫
খরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীস্বনমহাস্বনা।
শঙ্খকুম্ভশ্রবাশ্চৈব ভগদা চ মহাবল ॥ ২৬
গণা চ সুগণা চৈব তথাভীত্যথ কামদা।
চতুষ্পথরতা চৈব ভূতিতীর্থান্নগোচরী ॥ ২৭
পশুদা বিত্তদা চৈব সুখদা চ মহাযশাঃ।
পয়োদা গোমহিষদা সুবিশালা চ ভারত ॥ ২৮
প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠা চ রোচমানা সুরোচনা।
নৌকর্ণী মুখকর্ণী চ বিশিরা মণ্ডিনী তথা ॥ ২৯
একচন্দ্রা মেঘকর্ণা মেঘবালা বিরোচনা
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো মাতরো ভরতর্ষভ ॥ ৩০
কার্ত্তিকেয়ানুযায়িন্যো নানারূপাঃ সহস্রশঃ।
দীর্ঘনখ্যো দীর্ঘদন্যো দীর্ঘতুণ্ড্যশ্চ ভারত। ৩১
সবলা মধুরাশ্চৈব যৌবনস্থাঃ সুলঙ্কৃতাঃ।
মহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ কামরূপধরাস্তথা ॥ ৩২
নির্মাংসগাত্র্যঃ শ্বেতাশ্চ তথা কাঞ্চনসন্নিভাঃ।
কৃষ্ণমেঘনিভাশ্চান্যা ধূম্রাশ্চ ভরতর্ষভ। ৩৩
অরুণাভা মহাভোগা দীর্ঘকেশ্যঃ সিতাম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধবেণীধরাশ্চৈব পিঙ্গাক্ষ্যো লম্বমেখলাঃ ॥ ৩৪
লম্বোদর্য্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ।
তাম্রাক্ষাস্তাম্রবর্ণাশ্চ হর্য্যক্ষাশ্চ তথা পরাঃ ॥ ৩৫

কেশযষ্ত্রী, ত্রুটি, বামা, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকাশিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, সুকুসুমা, কৃষ্ণকর্ণী, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণী, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খশ্রবা, কুম্ভশ্রবা, ভগদা, বলাবলা, গণা, সুগণা, অভীতি, কামদা, চতুষ্পথরথা, ভূতিতীর্থা, অন্তগোচরী, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোদা, মহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, মুখকর্ণী, বিশিরা, মণ্ডিনী, একচন্দ্রা, মেঘকর্ণী, মেঘমালা ও বিরোচনা ॥ ১৭-২৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা এবং আরও নানারূপধারিণী বহুসংখ্যক সহস্র সহস্র মাতৃকাগণ কুমার কার্ত্তিকেয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০½

হে ভারত! ইঁহাদের নখ, দন্ত ও মুখ সবই বিশাল। ইঁহারা সবলা, মধুরা (সুন্দরী), যুবতী এবং বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা। ইঁহারা মহিমান্বিতা ও নিজেদের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার রূপ ধারণ করিতে সমর্থা ॥ ৩১-৩২

ইঁহাদের মধ্যে বহু মাতৃকার শরীর মাংসহীন অস্থিনির্ম্মিত ছিল। কিছু মাতৃকা শ্বেতবর্ণা ছিলেন এবং বহু মাতৃকার অঙ্গকান্তি সুবর্ণসদৃশ ছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! কিছু মাতৃকা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা ও কিছু মাতৃকা ধূম্রবর্ণা ছিলেন ॥ ৩৩

মহাভোগসম্পন্না বহু মাতৃকা অরুণবর্ণা ছিলেন। ইঁহাদের কেশ বৃহৎ ও উজ্জ্বল ছিল। ইঁহাদের বেণী ঊর্দ্ধদিকে বদ্ধ ছিল। ইঁহারা পিঙ্গলনয়না এবং লম্বা মেখলায় সুশোভিত ছিলেন ॥ ৩৪

ইঁহাদের মধ্যে বহু মাতৃকার স্তন লম্বা ছিল। বহুর চক্ষু তাম্রবর্ণ ছিল। বহু মাতৃকার অঙ্গকান্তিও তাম্রবর্ণ এবং অপর বহু মাতৃকার চক্ষু হরীতবর্ণ ছিল ॥ ৩৫

বরদাঃ কামচারিণ্যো নিত্যং প্রমুদিতাস্তথা।
যাম্যা রৌদ্রাস্তথা সৌম্যাঃ কৌবের্য্যোঽথ মহাবলাঃ।৩৬
বারুণ্যোঽথ চ মহেন্দ্র্যস্তথাঽঽগ্নেয্যঃ পরন্তপ।
বায়ব্যশ্চাথ কৌমার্য্যো ব্রাহ্ম্যশ্চ ভরতর্ষভ॥ ৩৭
বৈষ্ণব্যশ্চ তথা সৌর্য্যো বারাহশ্চ মহাবলাঃ।
রূপেণাপ্সরসাং তুল্যা মনোহার্য্যো মনোরমাঃ॥ ৩৮
পরপুষ্টোপমা বাক্যে তথর্দ্ধ্যা ধনদোপমাঃ।
শক্রবীর্য্যোপমা যুদ্ধে দীপ্ত্যা বহ্নিসমাস্তথা॥৩৯
শত্রূণাং বিগ্রহে নিত্যং ভয়দাস্তা ভবন্ত্যত।
কামরূপধরাশ্চৈব জবে বায়ুসমাস্তথা॥ ৪০
অচিন্ত্যবলবীর্য্যাশ্চ তথাচিন্ত্যপরাক্রমাঃ।
বৃক্ষচত্বরবাসিন্যশ্চতুষ্পথনিকেতনাঃ॥ ৪১
গুহা-শ্মশানবাসিন্যঃ শৈল-প্রস্রবণালয়াঃ।
নানাভরণধারিণ্যো নানামাল্যাম্বরাস্তথা॥ ৪২

নানাবিচিত্রবেশাশ্চ নানাভাষাস্তথৈব চ।
এতে চান্যে চ বহবো গণাঃ শক্রভয়ঙ্করাঃ॥ ৪৩
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ত্রিদশেন্দ্রস্য সম্মতে
ততঃ শক্র্যস্ত্রমদদদ্ ভগবান্ পাকশাসনঃ॥ ৪৪
গুহায় রাজশার্দূল বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
মহাস্বনাং মহাঘণ্টাং দ্যোতমানাং সিতপ্রভাম্॥ ৪৫
অরুণাদিত্যবর্ণাঞ্চ পতাকাং ভরতর্ষভ।
দদৌ পশুপতিস্তস্মৈ সর্বভূতমহাচমূম্॥ ৪৬
উগ্রাং নানাপ্রহরণাং তপোবীর্য্যবলান্বিতাম্।
অজেয়াং স্বর্গগৈর্যুক্তাং নাম্না সেনাং ধনঞ্জয়াম্॥ ৪৭
রুদ্রতুল্যবলৈর্যুক্তাং যোধনামযুতৈস্ত্রিভিঃ।
ন সা বিজানাতি রণাৎ কদাচিদ্ বিনিবর্তিতুম্॥ ৪৮
বিষ্ণুর্দদৌ বৈজয়ন্তীং মালাং বলবিবর্ধিনীম্।
উমা দদৌ বিরজসৌ বাসসী রবিসপ্রভে॥ ৪৯

ইঁহারা সকলে বরদান করিতে সমর্থা, নিজ ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র বিচরণ করিয়া থাকেন এবং সর্বদা আনন্দিতা থাকেন। শক্র-তাপন ভরতশ্রেষ্ঠ! এই মাতৃকাগণের মধ্যে কিছু মাতৃকা যমের শক্তি এবং কিছু রুদ্রের শক্তি ছিলেন। বহু মাতৃকা সোমের শক্তি ও বহু মাতৃকা কুবেরের শক্তি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই মহাবলশালিনী ছিলেন। এইরূপ কিছু মাতৃকা বরুণের শক্তি, কিছু দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি, কিছু অগ্নির শক্তি, কিছু বায়ু, কুমার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য এবং ভগবান্ বরাহের মহাবলশালিনী শক্তি ছিলেন। ইঁহারা সকলে অপ্সরার ন্যায় মনোহারিণী ও মনোরমা ছিলেন॥ ৩৬-৩৮

ইঁহারা কথা বলিবার সময় স্বরে কোকিল এবং ধনসমৃদ্ধিতে কুবেরের সদৃশ ছিলেন। ইঁহারা যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালিনী ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বিনী ছিলেন॥ ৩৯

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর ইঁহারা সর্বদা শত্রুগণের পক্ষে ভয়-দায়িনী হইয়া থাকেন। ইঁহারা ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে পারেন এবং বায়ুর ন্যায় বেগগামিনী ছিলেন॥ ৪০

ইঁহাদের বল, বীর্য ও পরাক্রম অচিন্তনীয় ছিল। ইঁহারা ইচ্ছানুসারে বৃক্ষ, চত্বর ও চতুষ্পথে বাস করিয়া থাকেন॥ ৪১

গুহা, শ্মশান, পর্বত ও প্রস্রবণ (ঝরণা)-সকলেও ইঁহারা বাস করেন। ইঁহারা নানাপ্রকার আভরণ, পুষ্পহার এবং বস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন॥ ৪২

ইঁহাদের বেশ নানাপ্রকার ও বিচিত্র ছিল। ইঁহারা বহুবিধ ভাষায় কথা বলিতে পারেন। এই সকল এবং আরও অন্যান্য বহু সংখ্যক শত্রুদের ভয়প্রদা মাতৃকাগণ দেবেন্দ্রের সম্মতি অনুসারে মহাত্মা স্কন্দের অনুগমন করিতে লাগিলেন॥ ৪৩½

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভগবান্ পাকশাসন দেবরাজ ইন্দ্র দেবদ্রোহীদিগের বিনাশের জন্য কুমার কার্তিকেয়কে শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিলেন। এইসঙ্গে তিনি তীব্রস্বরে শব্দকারিণী একটি বিশালকায়া ঘণ্টা দান করিলেন। এই ঘণ্টা নিজ উজ্জ্বল প্রভায় চারিদিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে॥ ৪৪-৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ পশুপতি তাঁহাকে অরুণ ও সূর্যতুল্য প্রকাশমান একটি পতাকা এবং সম্পূর্ণ ভূতগণের বিশাল সৈন্যও প্রদান করিলেন॥ ৪৬

এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী ধনঞ্জয়-নামে বিখ্যাত ছিল। ইঁহাদের মধ্যে সকল সৈন্যই নানাপ্রকার অস্ত্র, তপস্যা, বল ও পরাক্রমশালী ছিলেন। রুদ্রসদৃশ বলবান্ ত্রিশ হাজার রুদ্রগণে যুক্ত এই সৈন্য বাহিনী শত্রুদের পক্ষে অজেয় ছিলেন। ইঁহারা কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন না॥ ৪৭-৪৮

ভগবান্ বিষ্ণু কুমারের বলবৃদ্ধি করিবার জন্য বৈজয়ন্তী-মালা দান করিলেন এবং উমাদেবী ইঁহাকে সূর্যতুল্য দেদীপ্যমান দুইটি বস্ত্রপ্রদান করিলেন॥ ৪৯

গঙ্গা কমণ্ডলুং দিব্যমমৃতোদ্ভবমুত্তমম্।
দদৌ প্রীত্যা কুমারায় দণ্ডঞ্চৈব বৃহস্পতিঃ॥ ৫০
গরুড়ো দয়িতং পুত্রং ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্।
অরুণস্তাম্রচূড়ঞ্চ প্রদদৌ চরণায়ুধম্॥ ৫১
নাগং তু বরুণো রাজা বলবীর্য্যসমন্বিতম্।
কৃষ্ণাজিনং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্যায় দদৌ প্রভুঃ॥ ৫২
সমরেষু জয়ঞ্চৈব প্রদদৌ লোকভাবনঃ
সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্য স্কন্দো দেবগণস্য হ॥ ৫৩
শুশুভে জ্বলিতোঽচিষ্মান্ দ্বিতীয় ইব পাবকঃ
ততঃ পরিষদৈশ্চৈব মাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ॥ ৫৪
যযৌ দৈত্যবিনাশায় হ্লাদয়ন্ সুরপুঙ্গবান্
সা সেনা নৈর্ঋতী ভীমা সঘণ্টোচ্ছ্রিতকেতনা॥ ৫৫
সভেরী-শঙ্খ-মুরজা সায়ুধা সপতাকিনী।
শারদী দ্যৌরিবাভাতি জ্যোতিভিরিব শোভিতা॥ ৫৬

ততো দেবনিকায়াস্তে নানাভূতগণাস্তথা।
বাদয়ামাসুরব্যগ্রা ভেরীঃ শঙ্খাংশ্চ পুষ্কলান্॥ ৫৭
পটহান্ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ক্রকচান্ গোবিষাণকান্।
আড়ম্বরান্ গোমুখাংশ্চ ডিণ্ডিমাংশ্চ মহাস্বনান্॥ ৫৮
তুষ্টুবুস্তে কুমারং তু সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ
জগুশ্চ দেব-গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৫৯
ততঃ প্রীতো মহাসেনস্ত্রিদশেভ্যো বরং দদৌ।
রিপূন্ হন্তাস্মি সমরে যে বো বধচিকীর্ষবঃ॥ ৬০
প্রতিগৃহ্য বরং দেবাস্তস্মাদ্ বিবুধসত্তমাৎ।
প্রীতাত্মানো মহাত্মানো মেনিরে নিহতান্ রিপূন্॥ ৬১
সর্বেষাং ভূতসঙ্ঘানাং হর্ষান্নাদঃ সমুত্থিতঃ।
অপূরয়ত লোকাংস্ত্রীন্ বরে দত্তে মহাত্মনা॥ ৬২
স নির্যযৌ মহাসেনো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
বধায় বৃধি দৈত্যানাং রক্ষার্থঞ্চ দিবৌকসাম্॥ ৬৩

গঙ্গাদেবী কুমারকে প্রসন্নতার সহিত সেইরূপ একটি দিব্য ও উত্তম কমণ্ডলু সমর্পণ করিলেন, যাহার মধ্যভাগ হইতে অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে বৃহস্পতি ইঁহাকে একটি দণ্ড প্রদান করিলেন॥ ৫০

গরুড় বিচিত্র পক্ষসমূহে সুশোভিত নিজ প্রিয় পুত্র ময়ূরকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন। অরুণ রক্তবর্ণ শিখাবিশিষ্ট নিজ পুত্র তাম্রচূড় (মুরগ)-কে সমর্পণ করিলেন। এই তাম্রচূড়ের পদদ্বয়ই অস্ত্র ছিল॥ ৫১

রাজা বরুণ বল ও বীর্য্যসম্পন্ন একটি নাগ দান করিলেন এবং লোকস্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণহিতৈষী কুমারকে কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম ও যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন॥ ৫২॥

দেবগণের সেনাপতিত্ব লাভ করত তেজস্বী স্কন্দ নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া অপর অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৩॥

তদনন্তর নিজ পার্ষদ ও মাতৃকাগণের সহিত কুমার কার্ত্তিকেয় দেবেশ্বরবৃন্দকে আনন্দিত করিতে করিতে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন॥ ৫৪॥

নৈর্ঋতগণের (ভূতগণের) এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী ঘণ্টা, ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গসকলের শব্দে পূর্ণ ছিল। উপরে উড্ডীয়মান পতাকাসমূহে ইহারা সুশোভিত ছিল। অস্ত্র ও পতাকাশ্রেণীতে সুসজ্জিত এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নক্ষত্রসমূহে সুশোভিত শরৎ-কালের আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৫৫-৫৬

তদনন্তর সেই দেবমণ্ডলী ও নানাপ্রকার ভূতগণ শান্তচিত্ত হইয়া বহুসংখ্যক শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোশৃঙ্গ, আড়ম্বর, গোমুখ ও গুরুগম্ভীর শব্দকারী নাগাড়া বাদ্য করিতে লাগিলেন॥ ৫৭-৫৮

ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ তখন কুমার কার্ত্তিকেয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। দেব-গন্ধর্ব্ববৃন্দ গান এবং অপ্সরাদল নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৫৯

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া কুমার মহাসেন দেবগণকে এই বরদান করিলেন যে, যাহারা আপনাদিগকে বধ করিতে অভিলাষী, সেই সমস্ত শত্রুবর্গকে আমি সংহার করিব। ৬০

এই সুরশ্রেষ্ঠ কুমারের নিকট হইতে এতাদৃশ বর লাভ করত মহাত্মা দেবগণ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং নিজেদের শত্রুদিগকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন॥ ৬১

মহাত্মা কুমার বরদান করিলে পর সমস্ত ভূতবর্গ যে হর্ষনাদ করিলেন, উহা তিন লোকে পরিপূরিত হইয়া উঠিল॥ ৬২

তাহার পর বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া মহাসেন কার্ত্তিকেয় যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ এবং দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য নির্গত হইলেন॥ ৬৩

ব্যবসায়ো জয়ো ধর্মঃ সিদ্ধির্লক্ষ্মীর্ধৃতি স্মৃতিঃ।
মহাসেনস্য সৈন্যানামগ্রে জগ্মুর্নরাধিপ ॥ ৬৪
স তয়া ভীময়া দেবঃ শূলমুদ্গরহস্তয়া।
জ্বলিতাতাম্রধারিণ্যা চিত্রাভরণবর্ম্ময়া ॥ ৬৫
গদা-মুসল-নারাচ-শক্তি-তোমর-হস্তয়া।
দৃপ্তসিংহনিনাদিন্যা বিনদ্য প্রযযৌ গুহঃ ॥ ৬৬
তং দৃষ্ট্বা সর্বদৈত্যেয়া রাক্ষসা দানবাস্তথা।
ব্যদ্রবন্ত দিশঃ সর্বা ভয়োদ্বিগ্না সমন্ততঃ ॥ ৬৭
অভ্যদ্রবন্ত দেবাস্তান্ বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
দৃষ্ট্বা চ স ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্কন্দস্তেজোবলান্বিতঃ ॥ ৬৮
শক্ত্যস্ত্রং ভগবান্ ভীমং পুনঃ পুনরবাকিরৎ।
আদধচ্চাত্মনস্তেজো হবির্বেদ্ধ ইবানলঃ ॥ ৬৯
অভ্যস্যমানে শক্ত্যস্ত্রে স্কন্দেনামিততেজসা।
উল্কাজ্বালা মহারাজ পপাত বসুধাতলে ॥ ৭০
সংহ্রাদয়ন্তশ্চ তথা নির্ঘাতাশ্চাপতন্ ক্ষিতৌ।
যথান্তকালসময়ে সুঘোরাঃ স্যুস্তথা নৃপ ॥ ৭১
ক্ষিপ্তা হ্যেকা যদা শক্তিঃ সুঘোরানলসূনুনা।
ততঃ কোট্যো বিনিষ্পেতুঃ শক্তীনাং ভরতর্ষভ ॥ ৭২
ততঃ প্রীতো মহাসেনো জঘান ভগবান্ প্রভুঃ।
দৈত্যেন্দ্রং তারকং নাম মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৭৩
বৃতং দৈত্যাযুতৈর্বীরৈর্বলিভির্দশভির্নৃপ।
মহিষং চাষ্টভিঃ পদ্মৈর্বৃতং সংখ্যে নিজঘ্নিবান্ ॥ ৭৪
ত্রিপাদং চাযুতশতৈর্জঘান দশভির্বৃতম্।
দুন্দোদরং নিখর্বৈশ্চ বৃতং দশভিরীশ্বরঃ ॥ ৭৫
জঘানানুচরৈঃ সার্ধং বিবিধায়ুধপাণিভিঃ।
তথা কুর্বন্ত বিপুলং নাদং বধ্যৎসু শত্রুষু ॥ ৭৬
কুমারানুচরা রাজন্ পূরয়ন্তো দিশো দশ
ননৃতুশ্চ ববল্গুশ্চ জহসুশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥ ৭৭
শক্ত্যস্ত্রস্যতু রাজেন্দ্র ততোঽচির্ভিঃ সমন্ততঃ
ত্রৈলোক্যং ত্রাসিতং সর্বং জ্বলমাণাভিরেব চ ॥ ৭৮

নরাধিপ! সেই সময় ব্যবসায় (দৃঢ়নিশ্চয়), বিজয়, ধর্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি- ইহারা সকলে মহাসেনের সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ৬৩

এই সৈন্যবাহিনী অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। ইহারা হস্তে শূল, মুদ্গর, প্রজ্বলিত কাষ্ঠ, গদা, মুসল, নারাচ, শক্তি ও তোমর ধারণ করিয়াছিলেন। সমস্ত সৈন্যই বিচিত্র আভরণ ও কবচসমূহে সুসজ্জিত ছিলেন এবং দর্পিত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন। এই সৈন্যদের সহিত কুমার কার্ত্তিকেয় সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন। ৬৪-৬৬

ইঁহাকে দেখিয়া সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৬৭

দেবতাগণ নিজ নিজ হস্তে অস্ত্র ধারণ করত ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া তেজস্বী ও বলশালী ভগবান্ স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং শক্তি নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র বারংবার প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তিনি এই অস্ত্রে ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৬৮-৬৯

মহারাজ! অমিততেজস্বী স্কন্দ কর্তৃক শক্তি অস্ত্রের বারংবার প্রয়োগ হইলে পর পৃথিবীতে প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ পতিত হইতে লাগিল। ৭০

হে নৃপ! যেরূপ প্রলয়কালের সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বজ্র প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দের সহিত ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, সেই সময় এইরূপ ভীষণ গর্জনের সহিত বজ্রপাত হইতে থাকিল। ৭১

ভরতশ্রেষ্ঠ! অগ্নিনন্দন স্কন্দ যখন একবার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, তখন তাহা হইতে এক কোটি শক্তি নিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ৭২

ইহার দ্বারা প্রভাবশালী ভগবান্ মহাসেন প্রীত হইয়া এক লক্ষ বলবান্ বীর দৈত্যে পরিবৃত মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ তারকাসুরকে বধ করিলেন ॥ ৭৩;

সেই সঙ্গে যুদ্ধস্থলে অষ্টপদ্মসংখ্যক দৈত্যে পরিবৃত মহিষাসুরকে, দশ লক্ষ অসুরে সুরক্ষিত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর্ব দৈত্যগণে আবৃত দুন্দোদরকে নানাপ্রকার অস্ত্রধারী অনুচরগণের সহিত বিনাশ করিলেন। ৭৪-৭৫;

রাজন্! যখন শত্রুরা নিহত হইতে লাগিল, সেই সময় কুমারের অনুচরগণ দশদিক্‌কে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রচণ্ডস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। কেবল ইহাই নহে, ইঁহারা তখন আনন্দিত হইয়া নৃত্য, লম্ফ-ঝম্ফ ও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেও থাকিলেন। ৭৬-৭৭

রাজেন্দ্র! সেই শক্তিনামক অস্ত্রকে চারিদিকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া তাহার শিখাসমূহে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল। ৭৮

দগ্ধাঃ সহস্রশো দৈত্যা নাদৈঃ স্কন্দস্য চাপরে।
পতাকয়াবধূতাশ্চ হতাঃ কেচিৎ সুরদ্বিষঃ ॥ ৭৯
কেচিদ্ ঘণ্টারবত্রস্তা নিমুহুর্বসুধাতলে
কেচিৎ প্রহরণৈশ্ছিন্না বিনিষ্পেতুর্গতায়ুষঃ ॥ ৮০
এবং সুরদ্বিষোঽনেকান্ বলবানাততায়িনঃ।
জঘান সমরে বীরঃ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ ॥ ৮১
বাণো নামাথ দৈতেয়ো বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ।
ক্রৌঞ্চং পর্ব্বতমাশ্রিত্য দেবসঙ্ঘানবাধত ॥ ৮২
তমভ্যয়ান্মহাসেনঃ সুরশত্রুমুদারধীঃ।
স কার্ত্তিকেয়স্য ভয়াৎ ক্রৌঞ্চং শরণমীয়িবান্ ॥ ৮৩
ততঃ ক্রৌঞ্চং মহামন্যুঃ ক্রৌঞ্চনাদনিনাদিতম্।
শক্ত্যা বিভেদ ভগবান্ কার্ত্তিকেয়োঽগ্নিদত্তয়া ॥ ৮৪
স শালস্কন্ধশবলং ত্রস্তবানরবারণম্।
প্রোড্ডীনোদ্‌ভ্রান্তবিহগং বিনিষ্পতিতপন্নগম্ ॥ ৮৫
গোলাঙ্গূলর্ক্ষসঙ্ঘৈশ্চ দ্রবদ্ভিরনুনাদিতম্।
কুরঙ্গমবিনির্ঘোষনিনাদিতবনান্তরম্ ॥ ৮৬
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শরভৈঃ সিংহৈশ্চ সহসা দ্রুতৈঃ।
শোচ্যামপি দশাং প্রাপ্তো ররাজেব স পর্ব্বতঃ ॥ ৮৭
বিদ্যাধরাঃ সমুৎপেতুস্তস্য শৃঙ্গনিবাসিনঃ।
কিন্নরাশ্চ সমুদ্বিগ্নাঃ শক্তিপাতরবোদ্ধতাঃ ॥ ৮৮
ততো দৈত্যা বিনিষ্পেতুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রদীপ্তান্ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠাদ্ বিচিত্রাভরণস্রজঃ ॥ ৮৯
তান্ নিজঘ্নুরতিক্রম্য কুমারানুচরা মৃধে।
স চৈব ভগবান্ ক্রুদ্ধো দৈত্যেন্দ্রস্য সুতং তদা ॥ ৯০
সহানুজং জঘানাশু বৃত্রং দেবপতির্যথা।
বিভেদ ক্রৌঞ্চং শক্ত্যা চ পাবকিঃ পরবীরহা ॥ ৯১
বহুধা চৈকধা চৈব কৃত্বাঽঽত্মানং মহাবলঃ।
শক্তিঃ ক্ষিপ্তা রণে তস্য পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৯২

সহস্র সহস্র দৈত্য এই শক্তির অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইল। বহু দৈত্য স্কন্দের সিংহনাদেই ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং কিছু দেবদ্রোহী দৈত্য তাঁহার পতাকায় কম্পিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিল ॥ ৭৯

কিছু দৈত্য তাঁহার ঘণ্টানাদে সন্ত্রস্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল এবং বহু দৈত্য তাঁহার অস্ত্রসকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রাণহীন অবস্থায় ধরাশায়ী হইল ॥ ৮০

এইরূপে মহাবল শক্তিশালী বীর কার্ত্তিকেয় সমরাঙ্গণে বহু আততায়ী দেবদ্রোহীদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ৮১

রাজা বলির মহাবল পুত্র বাণাসুর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করত দেবমণ্ডলীকে কষ্টদান করিতে লাগিলেন ॥ ৮২

উদারবুদ্ধি মহাসেন সেই দৈত্যের উপরও আক্রমণ করিলেন। তখন তিনি কার্ত্তিকেয়ের ভয়ে ভীত হইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৮৩

ইহাতে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অগ্নিপ্রদত্ত শক্তির দ্বারা ক্রৌঞ্চ-পক্ষিগণের কোলাহলে পূর্ণ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৮৪

ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত শালবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সকলে সুশোভিত ছিল। সেখানকার বানর ও হাতীরা সন্ত্রস্ত হইয়া যাইল, পক্ষীরা ব্যস্ত হইয়া উড়িতে লাগিল, সর্পগণ নির্গত হইতেছিল, গোলাঙ্গূলজাতীয় (কৃষ্ণ) বানরগণ ও (ভল্লুক)-সকল পলায়ন করিল এবং ইহাদের চীৎকারে সেই পর্ব্বত নিনাদিত হইয়া উঠিল। হরিণগণের আর্ত্তনাদে সেই পর্ব্বতের বনপ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, হইতে নির্গত হইয়া সহসা পলায়নপর সিংহ ও শরভসকলের জন্য এই পর্ব্বত অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেও উহা যেন সুশোভিত বলিয়াই মনে হইতেছিল। ৮৫-৮৭

এই পর্ব্বতের শিখরে বাসকারী বিদ্যাধর এবং কিন্নরগণ শক্তির আঘাতজনিত শব্দে উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে উড়িতে লাগিলেন ॥ ৮৮

তাহার পর এই প্রজ্বলিত শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত হইতে বিচিত্র আভরণ ও মালাধারী শত শত এবং সহস্র সহস্র দৈত্য বহির্গত হইল ॥ ৮৯

কুমারের অনুগামী পার্ষদগণ যুদ্ধে আক্রমণ করত এই সব দৈত্যদিগকে সংহার করিলেন। এই সময় ভগবান্ কার্ত্তিকেয় রুষিত হইয়া বৃত্রাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যরাজ বলির সেই পুত্র বাণাসুরকে অনুজ ভ্রাতার সহিত সত্বর বিনাশ করিলেন ॥ ৯০

শত্রুবীরসংহারকারী মহাবল অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয় নিজেকে নিজেই এক ও বহুরূপে বিভক্ত করিয়া শক্তি অস্ত্রের দ্বারা ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯১

রণাঙ্গনে বারংবার নিক্ষিপ্ত এই শক্তি শত্রুদিগকে সংহার করত পুনরায় তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল। অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয়ের এইরূপই প্রভাব কিংবা ইহা হইতেও অধিক

এবং প্রভাবো ভগবাংস্ততো ভূয়শ্চ পাবকিঃ।
শৌর্য্যাদিগুণযোগেন তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ৯৩
ক্রৌঞ্চস্তেন বিনির্ভিন্নো দৈত্যাশ্চ শতশো হতাঃ।
ততঃ স ভগবান্ দেবো নিহত্য বিবুধদ্বিষঃ ॥ ৯৪
সভাজ্যমানো বিবুধৈঃ পরং হর্ষমবাপ হ।
ততো দুন্দুভয়ো রাজন্ নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভারত ॥ ৯৫
মুমুচুর্দেবযোধাশ্চ পুণ্যবর্ষমনুত্তমম্।
যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৯৬
দিব্যগন্ধমুপাদায় ববৌ পুণ্যশ্চ মারুতঃ।
গন্ধর্বাস্তুষ্টুবুশ্চৈনং যজ্ঞাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৯৭
কেচিদেনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসুতং প্রভুম্।
সনৎকুমারং সর্বেষাং ব্রহ্মযোনিং তমগ্রজম্ ॥ ৯৮
কেচিন্মহেশ্বরসুতং কেচিৎ পুত্রং বিভাবসোঃ
উমায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ গঙ্গায়াশ্চ বদন্ত্যুত ॥ ৯৯
একধা চ দ্বিধা চৈব চতুর্ধা চ মহাবলম্।
যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০০
এতৎ তে কথিতং রাজন্ কার্ত্তিকেয়াভিষেচনম্।
শৃণু চৈব সরস্বত্যাস্তীর্থবর্য্যস্য পুণ্যতাম্ ॥ ১০১
বভূব তীর্থপ্রবরং হতেষু সুরশত্রুষু।
কুমারেণ মহারাজ ত্রিবিষ্টপমিবাপরম্ ॥ ১০২
ঐশ্বর্য্যাণি চ তত্রস্থো দদাবীশঃ পৃথক্ পৃথক্।
দদৌ নৈর্ঋতমুখ্যেভ্যস্ত্রৈলোক্যং পাবকাত্মজঃ ॥ ১০৩
এবং স ভগবাংস্তস্মিংস্তীর্থে দৈত্যকুলান্তকঃ।
অভিষিক্তো মহারাজ দেবসেনাপতিঃ সুরৈঃ ॥ ১০৪
তৈজসং নাম তৎ তীর্থং যত্র পূর্বমপাং পতিঃ।
অভিষিক্তঃ সুরগণৈর্বরুণো ভরতর্ষভ ॥ ১০৫
অস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা স্কন্দঃ চাভ্যর্চ্য লাঙ্গলী।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রুক্মং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ১০৬
উষিত্বা রজনীং তত্র মাধবঃ পরবীরহা।
পূজ্য তীর্থবরং তচ্চ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ লাঙ্গলী ॥ ১০৭

তাঁহার প্রভাব আছে তিনি শৌর্য্য অপেক্ষা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ তেজ, যশ ও শ্রীসম্পন্ন ছিলেন তিনি ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করত শত শত দৈত্যদিগকে নিহত করিলেন ॥

তদনন্তর ভগবান্ স্কন্দদেব শত্রুদিগকে সংহার করত দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৯৪ ॥

হে ভারত! হে রাজন্! তাহার পর দুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল, শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল, শত শত ও সহস্র সহস্র দেবযোধগণ যোগীশ্বর স্কন্দদেবের উপর উত্তম পুষ্পসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫-৯৬

দিব্য পুষ্পসমূহের গন্ধ বহন করত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যজ্ঞপরায়ণ মহর্ষিগণ ইঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭

কেহ কেহ তাঁহার বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছিলেন যে, ইনি ব্রহ্মার পুত্র, সকলের অগ্রজ এবং ব্রহ্মযোনি (তপোবল হইতে উৎপন্ন) সনৎকুমার ॥ ৯৮

কেহ তাঁহাকে মহাদেবের, কেহ অগ্নির, কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কৃত্তিকাগণের এবং কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৯

এই মহাবল যোগেশ্বর স্কন্দদেবকে সকলে এক, দুই, চার শত শত ও সহস্র সহস্ররূপে দর্শন করেন ॥ ১০০

রাজন্! এই আমি তোমাকে কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকপ্রসঙ্গ বর্ণনা করিলাম এখন তুমি সরস্বতীর সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থের পাবনতার কথা শ্রবণ কর ॥

মহারাজ! কুমার কার্ত্তিকেয়কর্ত্তৃক দেবশত্রুগণ নিহত হইলে পর এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় সুখদায়ক হইয়া উঠিলেন ॥ ১০১

এই স্থানে অবস্থান করত প্রভু স্কন্দ পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেন। অগ্নিপুত্র স্কন্দ নৈর্ঋত প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য অধিকারী-দিগকে (দিক্‌পালগণকে) ত্রিভুবন সমর্পণ করিলেন ॥ ১০৩

মহারাজ! এইরূপ দৈত্যকুলবিনাশক দেবসেনাপতি ভগবান্ স্কন্দকে সেই তীর্থে দেবতাগণ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১০৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তৈজসনামক তীর্থেই পূর্বে জলাধিপতি বরুণদেবের অভিষেক দেবগণই করিয়াছিলেন ॥ ১০৫

এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে হলধর বলরাম স্নান করত স্কন্দদেবের পূজা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ, বস্ত্র ও আভরণসকল দান করিলেন ॥ ১০৬

শত্রুবীরসংহারকারী মধুবংশজাত হলধর বলরাম এস্থানে রাত্রিযাপন করত এই শ্রেষ্ঠ তীর্থের পূজা এবং তাঁহার জলে স্নান করিয়া হৃষ্ট হইলেন। এই যদুশ্রেষ্ঠ বলরামের মন তখন অতিশয় প্রসন্ন হইল ॥ ১০৭ ॥

হৃষ্টঃ প্রীতমনাশ্চৈব হ্যভবন্মাধবোত্তমঃ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যথাভিষিক্তো ভগবান্ স্কন্দো দেবৈঃ সমাগতৈঃ ॥১০৮
(সেনানীশ্চ কৃতো রাজন্ বাল এব মহাবলঃ)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে তারকবধে
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

রাজন্! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। সমাগত দেবগণ কিভাবে ভগবান্ স্কন্দের অভিষেক করিয়াছিলেন এবং কিরূপে বাল্যাবস্থাতেই এই মহাবল কুমার সেনাপতি হইয়াছিলেন, এসমস্তই তোমাকে বলিয়া শুনাইলাম। ১০৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যান ও তারকাসুরবধবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বরুণস্যাভিষেকঃ, অগ্নিতীর্থ-ব্রহ্মযোনি-কুবেরতীর্থানামুৎপত্তিবর্ণনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ শ্রুতবানস্মি তত্ত্বতঃ
অভিষেকং কুমারস্য বিস্তরেণ যথাবিধি ॥ ১
যচ্ছ্রুত্বা পূতমাত্মানং বিজানামি তপোধন।
প্রহৃষ্টানি চ রোমাণি প্রসন্নঞ্চ মনো মম ॥ ২
অভিষেকং কুমারস্য দৈত্যানাঞ্চ বধং তথা।
শ্রুত্বা মে পরমা প্রীতির্ভূয়ঃ কৌতূহলং হি মে ৩
অপাং পতিঃ কথং ত্বস্মিন্নভিষিক্তঃ পুরা সুরৈঃ
তন্মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ কুশলো হ্যসি সত্তম ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্নিদং চিত্রং পূর্বকল্পে যথাতথম্।
আদৌ কৃতযুগে রাজন্ বর্তমানে যথাবিধি ॥ ৫
বরুণং দেবতাঃ সর্বা ময়েত্যেবমথাব্রুবন্
যথাস্মান্ সুররাট্ শক্রো ভয়েভ্যঃ পাতি সর্বদা ॥৬
তথা ত্বমপি সর্বাসাং সরিতাং বৈ পতির্ভব।
বাসশ্চ তে সদা দেব সাগরে মকরালয়ে। ৭
সমুদ্রোঽয়ং তব বশে ভবিষ্যতি নদীপতিঃ।
সোমেন সার্ধঞ্চ তব হানি-বৃদ্ধী ভবিষ্যতঃ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বরুণের অভিষেক এবং অগ্নিতীর্থ, ব্রহ্মযোনি ও কুবের তীর্থের উৎপত্তিবর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রাহ্মন্! আজ আমি আপনার মুখ হইতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিধি পূর্বক অভিষেকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে ও সবিস্তরে শ্রবণ করিলাম। ১

তপোধন! ইহা শুনিয়া আমি নিজেকে পূত বলিয়া মনে করিতেছি। হর্ষে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে এবং আমার মন প্রসন্ন হইয়া গিয়াছে। ২

কুমারের অভিষেক এবং তাঁহার দ্বারা দৈত্যগণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করত আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে এবং পুনরায় আমার মনে এই বিষয় শুনিবার জন্য কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩

সাধুত্তম! মহাপ্রাজ্ঞ! এই তীর্থে দেবগণ পূর্বে জলাধিপতি বরুণের অভিষেক কিরূপে করিয়াছিলেন এ সমস্তই আপনি আমাকে বলুন কারণ, আপনি বলা করিতে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ এই বিচিত্র প্রসঙ্গ যথাযথ ভাবে শ্রবণ কর। পুরাতন কথা, যখন আদি কৃতযুগ (সত্যযুগ) চলিতেছে, তখন সমস্ত দেবতাগণ বরুণের নিকট গমন করত এই কথা বলিলেন ॥ ৫॥

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদা ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও সমস্ত নদীসকলের অধিপতি হউন (এবং আমাদের রক্ষা করুন) ॥ ৬॥

দেব! মকরালয় সমুদ্রে আপনার সদা নিবাসস্থান হইবে এবং এই নদীপতি সমুদ্র সদা আপনার বশীভূত থাকিবে। চন্দ্রের সহিত আপনারও হানি এবং বৃদ্ধি হইবে ॥ ৭-৮

এবমস্ত্বিতি তান্ দেবান্ বরুণো বাক্যমব্রবীৎ।
সমাগম্য ততঃ সর্বে বরুণং সাগরালয়ম্ ॥ ৯
অপাং পতিং প্রচক্রুহি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
অভিষিচ্য ততো দেবা বরুণং যাদসাং পতিম্ ॥
জগ্মুঃ স্বান্যেব স্থানানি পূজয়িত্বা জলেশ্বরম্।
অভিষিক্তস্ততো দেবৈর্বরুণোঽপি মহাযশাঃ ॥ ১১
সরিতঃ সাগরাংশ্চৈব নদ্যশ্চাপি সরাংসি চ।
পালয়ামাস বিধিনা যথা দেবান্ শতক্রতুঃ ॥ ১২
ততস্তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য দত্ত্বা চ বিবিধং বসু।
অগ্নিতীর্থং মহাপ্রাজ্ঞো জগামাথ প্রলম্বহা ॥ ১৩
নষ্টো ন দৃশ্যতে যত্র শমীগর্ভে হুতাশনঃ।
লোকালোকবিনাশো চ প্রদুর্ভূতে তদানঘ ॥ ১৪
উপতস্থুঃ সুরা যত্র সর্বলোকপিতামহম্।
অগ্নিঃ প্রণষ্টো ভগবান্ কারণঞ্চ ন বিদ্মহে ॥ ১৫
সর্বভূতক্ষয়ো মা ভূৎ সম্পাদয় বিভোঽনলম্।

তখন বরুণ সেই দেবগণকে বলিলেন,—"এবমস্তু—"তাহাই হউক। এই ভাবে তাঁহার অনুমতি লাভ করত সকল দেবতা একত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্রবাসী বরুণকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে জলের অধিপতি করিয়া দিলেন

জলজন্তুদিগের প্রভু জলেশ্বর বরুণের অভিষেক ও পূজা করত সমস্ত দেবতাগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মহাযশস্বী বরুণ দেবগণের রক্ষক ইন্দ্রের ন্যায় নদী, সাগর, নদ ও সরোবরসকলকে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ১২

প্রলম্বাসুরহন্তা মহাজ্ঞানী বলরাম সেই তীর্থে স্নান করত এবং নানাবিধ ধনদান করত অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৩

নিষ্পাপ রাজন্! শমীর গর্ভে প্রচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় যখন অগ্নিদেবের দর্শন পাওয়া যাইল না এবং সম্পূর্ণ জগতের প্রকাশ অথবা দৃষ্টিশক্তির বিনাশকাল উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত দেবতাগণ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো! ভগবান্ অগ্নিদেব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ কি, তাহা আমরা জানি না। যাহাতে সম্পূর্ণ প্রাণিগণের বিনাশ না হয়, সেই হেতু আপনি অগ্নিদেবকে প্রকাশ করিয়া দিন ॥ ১৪-১৫ ॥

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! লোকভাবন ভগবান্ অগ্নি

জনমেজয় উবাচ
কিমর্থং ভগবানগ্নিঃ প্রণষ্টো লোকভাবনঃ ॥ ১৬
বিজ্ঞাতশ্চ কথং দেবৈস্তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভৃগোঃ শাপাদ্ ভৃশং ভীতো জাতবেদাঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৭
শমীগর্ভমথাসাদ্য ননাশ ভগবাংস্ততঃ।
প্রণষ্টে তু তদা বহ্নৌ দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ ॥ ১৮
অন্বৈষন্ত তদা নষ্টং জ্বলনং ভৃশদুঃখিতাঃ।
ততোঽগ্নিতীর্থমাসাদ্য শমীগর্ভস্থমেব হি ॥ ১৯
দদৃশুর্জ্বলনং তত্র বসমানং যথাবিধি।
দেবাঃ সর্বে নরব্যাঘ্র বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ২০
জ্বলনং তং সমাসাদ্য প্রীতাভূবন্ সবাসবাঃ।
পুনর্যথাগতং জগ্মুঃ সর্বভক্ষশ্চ সোঽভবৎ ॥ ২১
ভৃগোঃ শাপান্মহাভাগ যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা।
তত্রাপ্যাপ্লুত্য মতিমান্ ব্রহ্মযোনিং জগাম হ ॥ ২২

কেন অদৃশ্য হইয়া যাইলেন এবং দেবগণ কিরূপে উহার সন্ধান পাইলেন? ইহা যথাযথভাবে আমাকে বলুন ॥ ১৬ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! একদিন প্রতাপশালী ভগবান্ অগ্নিদেব মহর্ষি ভৃগুর শাপে অত্যন্ত ভীত হইয়া শমীর মধ্যে গমন করত অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ১৭ ॥

সেই সময় অগ্নিদেব অদৃশ্য হইয়া যাইলে পর ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

তাহার পর অগ্নিতীর্থে গমন করত দেবতাগণ অগ্নিকে শমীর গর্ভে বিধি অনুসারে বাস করিতে দেখিলেন ॥ ১৯ ॥

নরোত্তম! ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা বৃহস্পতিকে অগ্রে করত অগ্নির নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২০ ॥

মহাভাগ! তারপর তাঁহারা যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে ফিরিয়া আসিলেন এবং অগ্নিদেব মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে সর্বভক্ষী হইয়া গিয়াছেন। সেই ব্রহ্মবাদী মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে ॥ ২১ ॥

এই তীর্থে স্নান করত বুদ্ধিমান্ বলরাম ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

সসর্জ ভগবান্ যত্র সর্বলোকপিতামহঃ।
তত্রাপ্লুত্য ততো ব্রহ্মা সহ দেবৈঃ প্রভুঃ পুরা ॥ ২৩
সসর্জ তীর্থানি তথা দেবতানাং যথাবিধি।
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসূনি বিবিধানি চ ॥ ২৪
কৌবেরং প্রাপযৌ তীর্থং তত্র তপ্ত্বা মহত্তপঃ।
ধনাধিপত্যং সম্প্রাপ্তো রাজন্নৈলবিলঃ প্রভুঃ ॥ ২৫
তত্রস্থমেব তং রাজন্ ধনানি নিধয়স্তথা।
উপতস্থুর্নরশ্রেষ্ঠ তং তীর্থং লাঙ্গলী বলঃ ॥ ২৬
গত্বা স্নাত্বা চ বিধিবদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
দদৃশে তত্র তং স্থানং কৌবেরে কাননোত্তমে ॥ ২৭
পুরা যত্র তপস্তপ্তং বিপুলং সুমহাত্মনা
যক্ষরাজ্ঞা কুবেরেণ বরা লব্ধাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ২৮
ধনাধিপত্যং সখ্যঞ্চ রুদ্রেণামিততেজসা।
সুরত্বং লোকপালত্বং পুত্রত্বং নলকূবরম্ ॥ ২৯
যত্র লেভে মহাবাহো ধনাধিপতিরঞ্জসা।
অভিষিক্তশ্চ তত্রৈব সমাগম্য মরুদ্গণৈঃ ॥ ৩০
বাহনং চাস্য তদ্ দত্তং হংসযুক্তং মনোজবম্।
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং নৈর্ঋতৈশ্বর্য্যমেব চ ॥ ৩১
তত্রাপ্লুত্য বলো রাজন্ দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুষ্কলান্।
জগাম ত্বরিতো রামস্তীর্থং শ্বেতাতুলেপনঃ ॥ ৩২
নিষেবিতং সর্বসত্ত্বৈর্নানা বরপাচনম্।
নানর্তুকবনোপেতং সদা পুষ্পফলং শুভম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

পুরাকালে দেবগণের সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা এস্থানে স্নান করত বিধিপূর্বক দেবতাদের তীর্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ২৩।

রাজন্! এই তীর্থে স্নান ও নানাপ্রকার ধনদান করিয়া বলরাম কুবের-তীর্থে গমন করিলেন, যে স্থানে উগ্র তপস্যা করিয়া ভগবান্ কুবের ধনাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৪-২৫

হে রাজন্! এখানে তাঁহার নিকট ধন ও নিধিসকল উপস্থিত হইয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ! হলধারী বলরাম এই তীর্থে গমন করত স্নানের পর ব্রাহ্মণগণকে বিধি অনুসারে ধনদান করিলেন। ২৬।

তাহার পর তিনি সেখানকার এক উত্তম বনে কুবেরের সেই স্থান দর্শন করিলেন, যেখানে পুরাকালে মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন এবং বহু বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৭-২৮

মহাবাহো! ধনপতি কুবের এ স্থানে অমিততেজস্বী রুদ্রের সহিত মিত্রতা, ধনের প্রভুত্ব, দেবত্ব, লোকপালত্ব এবং নলকূবর নামক পুত্র অনায়াসেই লাভ করিয়াছিলেন। ২৯।

এখানে আসিয়াই দেবগণ তাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য হংসগণযোজিত ও মনের ন্যায় বেগগামী বাহন যুক্ত দিব্য পুষ্পক বিমান প্রদান করিয়াছিলেন এই সঙ্গে দেবতারা তাঁহাকে যক্ষগণের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন। ৩০-৩১

রাজন্! এই তীর্থে স্নান ও প্রচুর ধনাদি দান করত শ্বেত চন্দনধারী বলরাম অতি সত্বর বরদপাচন নামক শুভ তীর্থে গমন করিলেন। যে তীর্থ সর্ব প্রকার জীবজন্তুগণে সেবিত, নানাবিধ ঋতুসমূহের শোভায় সুশোভিত বনস্থলীযুক্ত এবং নিরন্তর পুষ্প ও ফলসকলে পরিপূর্ণ ছিল। ৩২-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[বদরপাচনতীর্থমহিমপ্রসঙ্গে শ্রুতাবত্যা অরুন্ধত্যাশ্চ তপস্যাবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তীর্থবরং রামো যযৌ বদরপাচনম্ ।
তপস্বিসিদ্ধচরিতং যত্র কন্যা ধৃতব্রতা ॥ ১
ভরদ্বাজস্য দুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।
শ্রুতাবতী নাম বিভো কুমারী ব্রহ্মচারিণী ॥ ২
তপশ্চচার সাত্যুগ্রং নিয়মৈর্বহুভির্বৃতা ।
ভর্তা মে দেবরাজঃ স্যাদিতি নিশ্চিত্য ভামিনী ॥ ৩
সমাস্তস্যা ব্যতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ কুরুকুলোদ্বহ ।
চরন্ত্যা নিয়মাংস্তাংস্তান্ স্ত্রীভিস্তীব্রান্ সুদুশ্চরান্ ॥ ৪
তস্যাস্তু তেন বৃত্তেন তপসা চ বিশাম্পতে ।
ভক্ত্যা চ ভগবান্ প্রীতঃ পরয়া পাকশাসনঃ ॥ ৫
আজগামাশ্রমং তস্যাস্ত্রিদশাধিপতিঃ প্রভুঃ
আস্থায় রূপং বিপ্রর্ষের্বাশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ । ৬

সা তং দৃষ্ট্বোগ্রতপসং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্ ।
আচারৈর্মুনিভির্দৃষ্টৈঃ পূজয়ামাস ভারত ॥ ৭
উবাচ নিয়মজ্ঞা চ কল্যাণী সা প্রিয়ংবদা ।
ভগবান্ মুনিশার্দূল কিমাজ্ঞাপয়সি প্রভো ॥ ৮
সর্বমদ্য যথাশক্তি তব দাস্যামি সুব্রত ।
শক্রভক্ত্যা চ তে পাণিং ন দাস্যামি কথঞ্চন ॥ ৯
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব তপসা চ তপোধন ।
শক্রস্তোষয়িতব্যো বৈ ময়া ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১০
ইত্যুক্তো ভগবান্ দেবঃ স্ময়ন্নিব নিরীক্ষ্য তাম্ ।
উবাচ নিয়মং জ্ঞাত্বা সান্ত্বয়ন্নিব ভারত ১১
উগ্রং তপশ্চরসি বৈ বিদিতা মেঽসি সুব্রতে ।
যদর্থময়মারম্ভস্তব কল্যাণি হৃদ্গতঃ ॥ ১২

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[বদরপাচনতীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে শ্রুতাবতী ও অরুন্ধতীর তপস্যা বর্ণন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ কুবের তীর্থ হইতে বলরাম বরদপাচন নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থে গমন করিলেন। এ স্থানে তপস্বী ও সিদ্ধ পুরুষগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। এ স্থানেই পূর্ব্বে উত্তম ব্রতচারিণী ভরদ্বাজের কন্যা, যাহার রূপ ও সৌন্দর্য্যের কোনও তুলনা হয় নাই, সেই কুমারী শ্রুতাবতী বাস করিতেন। ১-২

এই ভামিনী বহু নিয়ম ধারণ করত সেখানে অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি নিজের সেই তপস্যার এই উদ্দেশ্য নিশ্চিত করিয়াছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতি হউন। ৩

কুরুকুলবর্দ্ধন! স্ত্রীগণের পক্ষে যে সমস্ত পালন করা অত্যন্ত দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য, সেই সমস্ত কঠোর নিয়ম পালন করিতে করিতে শ্রুতাবতীর সে স্থানে বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। ৪

প্রজানাথ! তাঁহার এই আচরণ, তপস্যা ও পরা ভক্তিতে ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ৫

এই শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। ৬

হে ভারত! তিনি তপস্বী মুনিগণশ্রেষ্ঠ ও উগ্র তপস্যা পরায়ণ বশিষ্ঠকে দর্শন করিয়া মুনিজনোচিত আচারসমূহের দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। ৭

তারপর নিয়মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং মধুর ও প্রিয়ভাষিণী কল্যাণময়ী শ্রুতাবতী তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রভো! আমাকে কি আজ্ঞা করিতেছেন? সুব্রত! আজ আমি যথাশক্তি আপনাকে সব কিছু প্রদান করিব, কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ আমার হস্ত আপনাকে ধারণ করিতে দিব না। ৮-৯

তপোধন! নিজ ব্রত, নিয়ম ও তপস্যা সকলের দ্বারা আমি ত্রিভুবন-সম্রাট্ ভগবান্ ইন্দ্রকেই সন্তুষ্ট করিব। ১০

হে ভারত! শ্রুতাবতী এই কথা বলিলে পর ভগবান্ ইন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার নিয়ম জানিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১১

সুব্রতে! আমি জানি, তুমি অতিশয় উগ্র তপস্যা করিতেছ। কল্যাণি! সুমুখি! যে উদ্দেশ্যে তুমি এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছ এবং তোমার হৃদয়ে যে সঙ্কল্প রহিয়াছে, তৎসমস্তই তোমার যথাযথভাবে সফল হইবে। ১২।

তচ্চ সর্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি বরাননে।
তপসা লভ্যতে সর্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি ॥ ১৩
যথা স্থানানি দিব্যানি বিবুধানাং শুভাননে।
তপসা তানি প্রাপ্যাণি তপোমূলং মহৎ সুখম্ ॥ ১৪
ইতি কৃত্বা তপো ঘোরং দেহং সংত্যজ্য মানবাঃ।
দেবত্বং যান্তি কল্যাণি শৃণুষৈকং বচো মম। ১৫
পঞ্চ চৈতানি সুভগে বদরাণি শুভব্রতে।
পচেত্যুক্ত্বা তু ভগবান্ জগাম বলসূদনঃ ॥ ১৬
আমন্ত্র্য তাং তু কল্যাণীং ততো জপ্যং জজাপ সঃ।
অবিদূরে ততস্তস্মাদাশ্রমাৎ তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৭
ইন্দ্রতীর্থেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মানদ।
তস্যা জিজ্ঞাসনার্থং স ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ১৮
বদরাণামপচনং চকার বিবুধাধিপঃ।
ততঃ প্রতপ্তা সা রাজন্ বাগ্‌যতা বিগতক্লমা ॥ ১৯
তৎপরা শুচিসংবীতা পাবকে সমাধিশ্রয়ৎ।

শুভাননে! তপস্যার দ্বারা সব কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমার মনোরথ যথার্থরূপে সিদ্ধ হইবে। দেবতাগণের যে দিব্যস্থান আছে, তাহা তপস্যার দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। মহাসুখপ্রাপ্তির মূল কারণ হইল তপস্যা। ১৩-১৪

কল্যাণি! এই উদ্দেশ্যে তপস্যা করিয়া মনুষ্যগণ নিজ নিজ দেহত্যাগ করত দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে। তুমি এখন আমার একটি কথা শ্রবণ কর। ১৫

সুভগে! শুভব্রতে! এই পাঁচটি বদর ফল আছে। তুমি ইহাদিগকে পাক কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ইন্দ্র কল্যাণী শ্রুতাবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই আশ্রম হইতে অল্পদূরে অবস্থিত এক উত্তম তীর্থে গমন করিলেন এবং সেখানে স্নান করত জপ করিতে লাগিলেন। ১৬-১৭

মানদ! এই তীর্থ তিন লোকে 'ইন্দ্রতীর্থ' বলিয়া বিখ্যাত। দেবরাজ ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র এই কন্যার মনোভাব পরীক্ষা করিবার জন্য সেই বদরসকল সিদ্ধ হইতে দিলেন না। ১৮।

রাজন্! অনন্তর শৌচাচারসম্পন্না সেই শ্রুতপর্ণিনী তাপসী পরিশ্রান্তা না হইয়া যৌনভাবে সেই ফলসকল অগ্নিতে চাপাইয়া দিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! তারপর সেই মহাব্রতা কুমারী শ্রুতাবতী অতিশয় তৎপরতার সহিত সেই ফলসকল পাক করিতে লাগিলেন। ১৯-২০

পুরুষপ্রবর! এই ফলসকল পাক করিতে করিতে তাঁহার

অপচদ্ রাজশার্দূল বদরাণি মহাব্রতা ॥ ২০
তস্যাঃ পচন্ত্যাঃ সুমহান্ কালোঽগাৎ পুরুষর্ষভ।
ন চ স্ম তান্যপচ্যন্ত দিনঞ্চ ক্ষয়মভ্যগাৎ ॥ ২১
হুতাশনেন দগ্ধশ্চ যস্তস্যাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ঃ।
অকাষ্ঠমগ্নিং সা দৃষ্ট্বা স্বশরীরমথাদহৎ ॥ ২২
পাদৌ প্রক্ষিপ্য সা পূর্বং পাবকে চারুদর্শনা।
দগ্ধৌ দগ্ধৌ পুনঃ পাদাবুপাবর্তয়তানঘ ॥ ২৩
চরণৌ দহ্যমানৌ চ নাচিন্তয়দনিন্দিতা।
কুর্বাণা দুষ্করং কর্ম মহর্ষিপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ২৪
ন বৈমনস্যং তস্যাস্তু মুখভেদোঽথবাভবৎ।
শরীরমগ্নিনাঽদীপ্তং জলমধ্যে যথা স্থিতা ॥ ২৫
তচ্চাস্যা বচনং নিত্যমবর্তদ্ধৃদি ভারত।
সর্বথা বদরাণ্যেব পক্তব্যানীতি কন্যকা ॥ ২৬
সা তন্মনসি কৃত্বৈব মহর্ষের্বচনং শুভা।
অপচদ্ বদরাণ্যেব ন চাপশ্যত্ত ভারত ॥ ২৭

বহু সময় অতিবাহিত হইল, কিন্তু উহাদের পাক করিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যেই সেই দিন সমাপ্ত হইয়া যাইল। ২১

তিনি যে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইল। তখন অগ্নিকে কাষ্ঠহীন হইতে দেখিয়া তিনি নিজের দেহকেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২২

নিষ্পাপ রাজন্! দেখিতে মনোহরা সেই কন্যা প্রথমে নিজের দুই পদ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই পদ দুইটি যখন দগ্ধ হইয়া যাইল, তখন তিনি পর পর নিজেকেই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। ২৩

সেই সাধ্বী শ্রুতাবতী নিজের পদ দুইটি জ্বলিয়া যাইলেও কোনরূপ চিন্তাই করিলেন না। তিনি মহর্ষির প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই দুষ্কর কার্য করিতে লাগিলেন। ২৪

তিনি অল্পও বিমনা হইলেন না। মুখের ভাবও তাঁহার বিকৃত হইল না। তিনি নিজের দেহকে জ্বালাইয়া এরূপ প্রসন্ন হইলেন যে, যেন তিনি জলের মধ্যে রহিয়াছেন। ২৫

ভারত! সেই কন্যার মনের নিরন্তর এই কথাই চিন্তা হইতে লাগিল যে, এই ফলসকল এইভাবেই পাক করিতে হয়। ২৬

হে ভরতবংশধর! মহর্ষি বশিষ্ঠের কথা মনে রাখিয়া এই শুভলক্ষণা কন্যা শ্রুতাবতী সেই ফলসকল পাক করিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি উহা পাক (সিদ্ধ) করিতে সমর্থ হইলেন না। ২৭

তস্যাস্তু চরণৌ বহ্নিদদাহ ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ন চ তস্যা মনোদুঃখং স্বল্পমপ্যভবৎ তদা ॥ ২৮
অথ তৎ কর্ম দৃষ্ট্বাস্যাঃ প্রীতস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
ততঃ সন্দর্শয়ামাস কন্যায়ৈ রূপমাত্মনঃ ॥ ২৯
উবাচ চ সুরশ্রেষ্ঠস্তাং কন্যাং সুদৃঢ়ব্রতাম্ ।
প্রীতোঽস্মি তে শুভে ভক্ত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ৩০
তস্মাদ্ যোঽভিমতঃ কামঃ স তে সম্পৎস্যতে শুভে ।
দেহং ত্যক্ত্বা মহাভাগে ত্রিদিবে ময়ি বৎস্যসি ॥ ৩১
ইদঞ্চ তে তীর্থবরং স্থিরং লোকে ভবিষ্যতি ।
সর্বপাপাপহং শুভ্রে নাম্না বদরপাচনম্ ॥ ৩২
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মর্ষিভিরভিষ্টুতম্ ।
অস্মিন্ খলু মহাভাগে শুভে তীর্থবরেঽনঘে ॥ ৩৩
ত্যক্ত্বা সপ্তর্ষয়ো জগ্মুর্হিমবন্তমরুন্ধতীম্ ।
ততস্তে বৈ মহাভাগা গত্বা তত্র সুসংশিতাঃ ॥ ৩৪
বৃত্ত্যর্থং ফলমূলানি সমাহর্তুং যযুঃ কিল ।

তেষাং বৃত্ত্যর্থিনাং তত্র বসতাং হিমবদ্বনে ॥ ৩৫
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা তদা দ্বাদশবার্ষিকী ।
তে কৃত্বা চাশ্রমং তত্র ন্যবসন্ত তপস্বিনঃ ॥ ৩৬
অরুন্ধত্যপি কল্যাণী তপোনিত্যাভবৎ তদা ।
অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা তীব্রং নিয়মমাস্থিতাম্ ॥৩৭
অথাগমৎ ত্রিনয়নঃ সুপ্রীতো বরদস্তদা ।
ব্রাহ্মং রূপং ততঃ কৃত্বা মহাদেবো মহাযশাঃ ॥৩৮
তামভ্যেত্যাব্রবীদ্ দেবো ভিক্ষামিচ্ছাম্যহং শুভে ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তং ব্রাহ্মণং চারুদর্শনা ॥ ৩৯
ক্ষীণোঽয়ং সকথো বিপ্র বদরাণীহ ভক্ষয় ।
ততোঽব্রবীন্মহাদেবঃ পচস্বৈতানি সুব্রতে ॥ ৪০
ইত্যুক্তা সাপচৎ তানি ব্রাহ্মণপ্রিয়কাম্যয়া ।
অধিশ্রিত্য সমিদ্ধেঽগ্নৌ বদরাণি যশস্বিনী ॥ ৪১
দিব্যা মনোরমাঃ পুণ্যাঃ কথাঃ শুশ্রাব সা তদা ।
অতীতা সা তনাবৃষ্টির্ঘোরা দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৪২

ভগবান্ অগ্নি স্বয়ংই তাঁহার দুই পদ দগ্ধ করিয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার মনে তখন অল্পও দুঃখ হইল না ॥ ২৮

তাঁহার এই কর্ম দেখিয়া ত্রিভুবনের অধিপতি ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তারপর তিনি কন্যা শ্রুতাবতীকে নিজের যথার্থরূপ দর্শন করাইলেন ॥ ২৯

ইহার পর সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দৃঢ়তার সহিত উত্তমব্রতপালনকারিণী সেই কন্যাকে বলিলেন—শুভে! আমি তোমার তপস্যা, নিয়মপালন ও ভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কল্যাণি! অতএব তোমার যে অভীষ্ট মনোরথ, উহা পূর্ণ হইবে। মহাভাগে! তুমি তোমার এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে আমার নিকটে বাস করিবে ॥ ৩০-৩১

সুভ্রু! তোমার এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ জগতে স্থির থাকিবে এবং 'বদরপাচন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সমস্ত পাপসকল নাশ করিবে ॥৩২

এই তীর্থ তিন লোকেই প্রসিদ্ধ হইবে। বহু ব্রহ্মর্ষিগণও ইহাতে স্নান করিবে। নিষ্পাপে মহাভাগে! এক সময় সপ্তর্ষিগণ এই মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠ তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্বতে গিয়াছিলেন ॥ ৩৩।

সেখানে উপস্থিত হইয়া কঠোর ব্রতপালনকারী এই মহাভাগ মহর্ষিগণ জীবননির্বাহের জন্য ফল-মূল আনিতে বনে গমন করিলেন ॥ ৩৪।

জীবিকার ইচ্ছায় তাঁহারা যখন হিমালয়ের বনে বাস করিতেছিলেন, তখন বার বর্ষকাল এই দেশে বৃষ্টি হয় নাই ॥ ৩৫।

সেই তপস্বী মুনিগণ সেখানে আশ্রম নির্মাণ করত বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় কল্যাণী অরুন্ধতীও প্রতিদিন তপস্যায় নিরতা ছিলেন ॥ ৩৬।

কঠোর নিয়মের আশ্রয় লইয়া অরুন্ধতীকে তপস্যা করিতে দেখিয়া ত্রিলোচন বরদায়ক ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৩৭।

তারপর মহাদেবী মহাদেব ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন—শুভে! আমি ভিক্ষা চাহিতেছি ॥ ৩৮।

তখন পরমা সুন্দরী অরুন্ধতী সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—বিপ্রবর! অন্ন যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন এস্থানে এই বদর ফলসকল আছে, ইহা ভক্ষণ করুন ॥ ৩৯।

তখন মহাদেব বলিলেন,—সুব্রতে! তুমি এই বদরসকল পাক করিয়া দাও। তিনি এইরূপ আদেশ দান করিলে পর যশস্বিনী অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই বদর ফলসকল প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপিত করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১

সেই সময় তিনি পরমপবিত্র ও মনোহর দিব্য কথাসকল শুনিতে পাইলেন। তিনি অনায়াসে বদর ফলসকল পাক

অনশ্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ শৃণ্বন্ত্যাশ্চ কথাঃ শুভাঃ।
দিনোপমঃ স তস্যাথ কালোঽতীতঃ সুদারুণঃ ॥ ৪৩
ততস্তু মুনয়ঃ প্রাপ্তাঃ ফলান্যাদায় পর্বতাৎ।
ততঃ স ভগবান্ প্রীতঃ প্রোবাচারুন্ধতীং ততঃ ॥ ৪৪
উপসর্পস্ব ধর্মজ্ঞে যথাপূর্বমিমানৃষীন্।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্মজ্ঞে তপসা নিয়মেন চ ॥৪৫
ততঃ সন্দর্শয়ামাস স্বরূপং ভগবান্ হরঃ।
ততোঽব্রবীৎ তদা তেভ্যস্তস্যাশ্চ চরিতং মহৎ ॥ ৪৬
ভবদ্ভিহিমবৎপৃষ্ঠে যৎ তপঃ সমুপার্জিতম্।
অস্যাশ্চ যৎ তপো বিপ্রা ন সমং তন্মতং মম ॥ ৪৭
অনয়া হি তপস্বিন্যা তপস্তপ্তং সুদুশ্চরম্।
অনশ্নন্ত্যা পচন্ত্যা চ সমা দ্বাদশ পারিতাঃ ॥ ৪৮
ততঃ প্রবাচ ভগবাংস্তামেবারুন্ধতীং পুনঃ।
বরং বৃণীষ্ব কল্যাণি যৎ তেঽভিলষিতং হৃদি ॥ ৪৯

সাব্রবীৎ পৃথুতাম্রাক্ষী দেবং সপ্তর্ষিসংসদি।
ভগবান্ যদি মে প্রীতস্তীর্থং স্যাদিদমদ্ভুতম্ ॥ ৫০
সিদ্ধদেবর্ষিদয়িতং নাম্না বদরপাচনম্।
তথাস্মিন্ দেবদেবেশ ত্রিরাত্রমুষিতঃ শুচিঃ ॥ ৫১
প্রাপ্নুয়াদুপবাসেন ফলং দ্বাদশবার্ষিকম্।
এবমস্ত্বিতি তাং দেবঃ প্রত্যুবাচ তপস্বিনীম্ ॥ ৫২
সপ্তর্ষিভিঃ স্তুতো দেবস্ততো লোকং যযৌ তদা।
ঋষয়ো বিস্ময়ং জগ্মুস্তাং দৃষ্ট্বা চাপ্যরুন্ধতীম্ ॥ ৫৩
অশ্রান্তাং চাবিবর্ণাঞ্চ ক্ষুৎপিপাসাসমাযুতাম্।
এবং সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্তা অরুন্ধত্যা বিশুদ্ধয়া ॥৫৪
যথা ত্বয়া মহাভাগে মদর্থং সংশিতব্রতে।
বিশেষো হি ত্বয়া ভদ্রে ব্রতে হ্যস্মিন্ সমর্পিতঃ ॥ ৫৫
তথা চেদং দদাম্যদ্য নিয়মেন সুতোষিতঃ।
বিশেষং তব কল্যাণি প্রদাস্যামি বরং বরে ॥ ৫৬

করিতে করিতে মঙ্গলময়ী কথাসমূহ শুনিতে থাকিলেন। ইহার মধ্যেই সেই বার বৎসরের ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি শেষ হইয়া যাইল। সেই অত্যন্ত দারুণ সময় তাঁহার একদিনের ন্যায় অতিক্রান্ত হইল ॥ ৪২-৪৩

তদনন্তর সপ্তর্ষিগণ হিমালয় পর্বত হইতে ফলসকল লইয়া সেস্থানে আসিলেন। সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া অরুন্ধতীকে বলিলেন,—ধর্মজ্ঞে! এখন তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই ঋষিগণের নিকট গমন কর। ধর্মজ্ঞে দেবি! আমি তোমার তপস্যা ও নিয়মে অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ৪৪-৪৫

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর নিজের স্বরূপ তাঁহাকে দর্শন করাইলেন এবং সেই সপ্তর্ষিগণকে অরুন্ধতীর মহৎ চরিত্রের কথা বলিলেন ॥ ৪৬

তিনি বলিলেন,—বিপ্রগণ! আপনারা হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া যে তপস্যা করিয়াছেন এবং অরুন্ধতী এস্থানে থাকিয়া যে তপস্যা করিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই—ইহাই আমার অভিমত (অরুন্ধতীর তপস্যাই শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪৭

এই তপস্বিনী অরুন্ধতী অনাহারে বদর ফলসকল পাক করিতে করিতে বার বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। এইভাবে সে দুষ্কর তপস্যা উপার্জন করিয়াছে ॥ ৪৮

ইহার পর ভগবান্ শঙ্কর পুনরায় অরুন্ধতীকে বলিলেন,—কল্যাণি! তোমার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তদনুসারে কোন বর প্রার্থনা কর ॥ ৪৯

তখন বিশাল ও অরুণ নেত্রযুক্তা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণের সভায় মহাদেবকে বলিলেন—ভগবন্! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান 'বদরপাচন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের প্রিয় এবং অদ্ভুত এক তীর্থে পরিণত হউক ॥ ৫০-৫১

দেবেশ্বর! এই তীর্থে তিন রাত্রি পবিত্রভাবে বাস করত বার বৎসর পর্য্যন্ত উপবাসের ফললাভ করিতে পারিবে ॥ ৫১½

তখন মহাদেব সেই তপস্বিনী অরুন্ধতীকে বলিলেন—'এবমস্তু' ইহাই হউক। তারপর সপ্তর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিলেন। অনন্তর মহাদেব স্বলোকে গমন করিলেন ॥ ৫২½

অরুন্ধতী ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্তা হইলে পরও তিনি শ্রান্ত হন্ নাই এবং তাঁহার অঙ্গকান্তিও নষ্ট হয় নাই। ইহাকে দেখিয়া ঋষিগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৫৩½

কঠোর ব্রতপালিনী মহাভাগে! এইরূপে বিশুদ্ধচিত্তা অরুন্ধতীদেবী এস্থানে পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, যেরূপ তুমি আমার জন্য তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। ভদ্রে! তুমি এই ব্রতে বিশেষভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছ ॥ ৫৪-৫৫

সতী কল্যাণি! আমি তোমার নিয়মে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই বিশেষ বর প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬

অরুন্ধত্যা বরস্তস্যা যো দত্তো বৈ মহাত্মনা।
তস্য চাহং প্রভাবেণ তব কল্যাণি তেজসা ॥ ৫৭
প্রবক্ষ্যামি পরং ভূয়ো বরমন্যং যথাবিধি।
যস্ত্বেকং রজনীং তীর্থে বৎস্যতে সুসমাহিতঃ ॥ ৫৮
স স্নাত্বা প্রাপ্স্যতে লোকান্ দেহন্যাসাৎ সুদুর্লভান্
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবঃ সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৯
শ্রুতাবতীং ততঃ পুণ্যাং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ।
গতে বজ্রধরে রাজংস্তত্র বর্ষং পপাত হ ॥ ৬০
পুষ্পাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ দিব্যানাং পুণ্যগন্ধিনাম্।
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুস্তত্র মহাস্বনাঃ ॥ ৬১
মারুতশ্চ ববৌ পুণ্যঃ পুণ্যগন্ধো বিশাম্পতে।
উৎসৃজ্য তু শুভা দেহং জগামাস্য চ ভার্য্যতাম্ ॥৬২
তপসোগ্রেণ তং লব্ধ্বা তেন রেমে সহাচ্যুত।

জনমেজয় উবাচ।

কা তস্যা ভগবান্ মাতা ক সংবৃদ্ধা চ শোভনা।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিপ্র পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভরদ্বাজস্য বিপ্রর্ষেঃ স্কন্নং রেতো মহাত্মনঃ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বাপ্সরসমায়ান্তীং ঘৃতাচীং পৃথুলোচনাম্।
স তু জগ্রাহ তদ্রেতঃ করেণ জপতাং বরঃ ॥ ৬৫
তদাপতৎ পর্ণপুটে তত্র সা সমভবৎ সুতা।
তস্যাস্তু জাতকর্মাদি কৃত্বা সর্বং তপোধনঃ ॥ ৬৬
নাম চাস্যাঃ স কৃতবান্ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
শ্রুতাবতীতি ধর্মাত্মা দেবর্ষিগণসংসদি।
স্বে চ তামাশ্রমে ন্যস্য জগাম হিমবদ্বরম্ ॥ ৬৭
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য মহানুভাবো
বসূনি দত্ত্বা চ মহাদ্বিজেভ্যঃ।
জগাম তীর্থং সুসমাহিতাত্মা
শক্রস্য বৃষ্ণিপ্রবরস্তদানীম্ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে বদরপাচনতীর্থকথনে
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

কল্যাণি! মহাত্মা ভগবান্ শঙ্কর অরুন্ধতীদেবীকে যে বর-প্রদান করিয়াছিলেন, তোমার তেজ ও প্রভাবে আমি তাহা হইতেও অতি উত্তম বরপ্রদান করিতেছি। ৫৭।

যে এই তীর্থে একাগ্রচিত্তে একরাত্রি বাস করিবে, সে এই তীর্থে স্নান করত দেহত্যাগের পর অন্যের পক্ষে অতিশয় দুর্লভ পুণ্যলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। ৫৮।

পুণ্যবতী শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া সহস্রলোচন প্রতাপশালী ভগবান্ ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ৫৯।

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! বজ্রধারী ইন্দ্র চলিয়া যাইলে পর সেখানে পবিত্র সুগন্ধযুক্ত দিব্য পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে থাকিল এবং তীব্র শব্দকারী দেবদুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল। ৬০-৬১

প্রজানাথ! পাবন সুগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল। শুভলক্ষণা শ্রুতাবতী নিজ দেহত্যাগ করত ইন্দ্রের ভার্য্যা হইলেন। অচ্যুত! তিনি স্বীয় উগ্র তপস্যায় ইন্দ্রকে পতিরূপে লাভ পূর্বক তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ৬২

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! সুন্দরী শ্রুতাবতীর মাতা কে ছিলেন এবং তিনি কোথায় পালিত হইয়াছিলেন? ইহা আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিপ্রবর! ইহা শুনিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে। ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! একদিন বিশাললোচনা ঘৃতাচী অপ্সরা কোন স্থান হইতে আসিতেছিল, উহাকে দেখিয়া মহাত্মা মহর্ষি ভরদ্বাজের বীর্য্য স্খলিত হয়। ৬৪

জপকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি ভরদ্বাজ সেই বীর্য্যকে নিজের হস্তে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ এক পত্রের দ্রোণীতে (ভোঙ্গায়) পতিত হইল। সে স্থানেই এই কন্যা জন্মলাভ করেন। ৬৫।

তপোধন ধর্মাত্মা মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার জাতকর্মাদি সমস্ত সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করত দেবর্ষিগণের সভায় উঁহার নাম রাখিলেন 'শ্রুতাবতী'। তারপর সেই কন্যাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ের বনে চলিয়া যাইলেন। ৬৬-৬৭

বৃষ্ণিবংশপ্রধান মহানুভব বলরাম সেই তীর্থেও স্নান ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করত সেই সময় একাগ্রচিত্ত হইয়া সে স্থান হইতে 'ইন্দ্রতীর্থে' গমন করিলেন। ৬৮

শ্রীবন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা ও সারস্বত-উপাখ্যান প্রসঙ্গে বদরপাচনতীর্থকথনবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ইন্দ্রতীর্থ রামতীর্থ যমুনাতীর্থাদিত্যতীর্থানাঞ্চ মহিমকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইন্দ্রতীর্থং ততো গত্বা যদূনাং প্রবরো বলঃ ।
বিপ্রেভ্যো ধনরত্নানি দদৌ স্নাত্বা যথাবিধি ॥ ১
তত্র হ্যমররাজোঽসাবীজে ক্রতুশতেন চ ।
বৃহস্পতেশ্চ দেবেশঃ প্রদদৌ বিপুলং ধনম্ ॥ ২
নিরর্গলান্ সজারুখ্যান্ সর্বান্ বিবিধদক্ষিণান্ ।
আজহার ক্রতুংস্তত্র যথোক্তান্ বেদপারগৈঃ ॥ ৩
তান্ ক্রতূন্ ভরতশ্রেষ্ঠ শতকৃত্বো মহাদ্যুতিঃ ।
পূরয়ামাস বিধিবৎ ততঃ খ্যাতঃ শতক্রতুঃ ॥ ৪
তস্য নাম্না চ তৎ তীর্থং শিবং পুণ্যং সনাতনম্
ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥ ৫
উপস্পৃশ্য চ তত্রাপি বিধিবন্মুসলায়ুধঃ ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা চ সদাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥ ৬
শুভং তীর্থবরং তস্মাদ্ রামতীর্থং জগামহ ।
যত্র রামো মহাভাগো ভার্গবঃ সুমহাতপাঃ ॥ ৭
অসকৃৎ পৃথিবীং জিত্বা হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্ ।
উপাধ্যায়ং পুরস্কৃত্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ॥ ৮
অযজদ্ রাজপেয়েন সোঽশ্বমেধশতেন চ ।
প্রদদৌ দক্ষিণাং চৈব পৃথিবীং বৈ সসাগরাম্ ॥ ৯
দত্ত্বা চ দানং বিবিধং নানারত্নসমন্বিতম্ ।
সগো-হস্তিক দাসীকং সাজাবি গতবান্ বনম্ ॥ ১০
পুণ্যে তীর্থবরে তত্র দেব-ব্রহ্মর্ষিসেবিতে ।
মুনীংশ্চৈবাভিবাদ্যাথ যমুনা তীর্থমাগমৎ ॥ ১১
যত্রানয়ামাস তদা রাজসূয়ং মহীপতে ।
পুত্রোঽদিতের্মহাভাগো বরুণো বৈ সিতপ্রভঃ ॥ ১২
তত্র নির্জিত্য সংগ্রামে মানুষান্ দেবতাস্তথা ।
বরং ক্রতুং সমাজহ্রে বরুণঃ পরবীরহা ॥ ১৩
তস্মিন্ ক্রতুবরে বৃত্তে সংগ্রামঃ সমজায়ত ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য ভয়াবহঃ ॥ ১৪

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ইন্দ্রতীর্থ, রামতীর্থ, যমুনাতীর্থ এবং আদিত্যতীর্থের মহিমা কথন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! সেস্থান হইতে ইন্দ্রতীর্থে গমন করত স্নান করিয়া যদুকুলতিলক বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্বক ধন ও রত্নসকল দান করিলেন ॥ ১

এই তীর্থে দেবেশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র শত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন এবং বৃহস্পতিকে প্রচুর ধনদান করিলেন ॥ ২

নানাবিধ দক্ষিণাযুক্ত ও পুষ্ট এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ ইন্দ্র বেদসমূহে পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সহিত কোনরূপ বাধা বিঘ্ন না পাইয়াই পূর্ণ করিয়া লইলেন ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাতেজস্বী ইন্দ্র সেই সকল যজ্ঞ শতবার করিয়া বিধিপূর্বক পূর্ণ করিলেন ; এই কারণে ইন্দ্র 'শতক্রতু' নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৪

তাঁহারই নাম অনুসারে এই সর্বপাপহারী, কল্যাণকারী এবং সনাতন পুণ্যতীর্থ 'ইন্দ্রতীর্থ' নামে প্রখ্যাত হইল ॥ ৫

মুসলধারী বলরাম এই তীর্থেও বিধিপূর্বক স্নান এবং উত্তম ভোজন ও বস্ত্র সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করত সেস্থান হইতে শুভ তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে গমন করিলেন ॥ ৬-৭

যেখানে মহাতপস্বী ভৃগুবংশজাত মহাভাগ পরশুরাম বারংবার ক্ষত্রিয়নরপতিগণকে সংহার করত এই পৃথিবীকে জয় করিবার পর মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপকে আচার্যরূপে অগ্রে রাখিয়া রাজসূয় এবং একশত অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিলেন ও দক্ষিণা-রূপে সমুদ্রসহ এই সম্পূর্ণা পৃথিবীকে দান করিলেন ॥ ৮-৯

নানাপ্রকার রত্ন, গো, হস্তী, দাস, দাসী ও ছাগল-ভেড়াসহ অনেক প্রকার বস্তু দান করত বনে চলিয়া যাইলেন ॥ ১০

পৃথ্বীনাথ ! দেবতা ও ব্রাহ্মণগণসেবিত সেই উত্তম পুণ্যময় তীর্থে মুনিবৃন্দকে প্রণাম করত বলরাম যমুনাতীর্থে আসিলেন, যেখানে অদিতির মহাভাগ পুত্র গৌরকান্তি বরুণদেব রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১১-১২

শত্রুবীর সংহারকারী বরুণদেব সংগ্রামে মনুষ্য ও দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন ॥ ১৩

রাজন্ ! এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর দেবতা এবং দানবগণের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহা তিন লোকের পক্ষেই ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ১৪

রাজসূয়ে ক্রতুশ্রেষ্ঠে নিবৃত্তে জনমেজয়।
জায়তে সুমহাঘোরঃ সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ান্ প্রতি ॥ ১৫
তত্রাপি লাঙ্গলী দেব ঋষীনভ্যর্চ্য পূজয়া।
ইতরেভ্যোঽপ্যদাদ্ দানমথিভ্যঃ কামদো বিভুঃ ॥ ১৬
বনমালী ততো হৃষ্টঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
তস্মাদাদিত্যতীর্থঞ্চ জগাম কমলেক্ষণঃ ॥ ১৭
যত্রেষ্টা ভগবান্ জ্যোতির্ভাস্করো রাজসত্তম।
জ্যোতিষামাধিপত্যঞ্চ প্রভাবং চাভ্যপদ্যত ॥ ১৮
তস্যা নদ্যাস্তু তীরে বৈ সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সমরুতো গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ হ ॥ ১৯
দ্বৈপায়নঃ শুকশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ মধুসূদনঃ।
যক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব পিশাচাশ্চ বিশাম্পতে ॥ ২০
এতে চান্যে চ বহবো যোগসিদ্ধাঃ সহস্রশঃ।
তস্মিংস্তীর্থে সরস্বত্যাঃ শিবে পুণ্যে পরন্তপ ॥ ২১
তত্র হত্বা পুরা বিষ্ণুরসুরৌ মধু-কৈটভৌ।
আপ্লুত্য ভরতশ্রেষ্ঠ তীর্থপ্রবর উত্তমে ॥ ২২
দ্বৈপায়নশ্চ ধর্মাত্মা তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত।
সম্প্রাপ্য পরমং যোগং সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতঃ ॥ ২৩
অসিতো দেবলশ্চৈব তস্মিন্নেব মহাতপাঃ।
পরমং যোগমাস্থায় ঋষির্যোগমবাপ্তবান্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

জনমেজয়! ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ হইলে পর সেই দেশের ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। ১৫

সকলেরই ইচ্ছা পূরণকারী ভগবান্ হলধর এই তীর্থেও স্নান এবং ঋষিদিগকে পূজা করত অন্য যাচকগণকেও ধনদান করিলেন। ১৬

তদনন্তর মহর্ষিগণের মুখ হইতে নিজের স্তুতি শ্রবণ করত প্রসন্ন হইয়া বনমালাধারী কমলনয়ন বলরাম সেখান হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন। ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেখানে যজ্ঞ করত জ্যোতিশ্ময় ভগবান্ ভাস্কর জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদির আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮

প্রজানাথ! এই নদীর তীরে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাবৃন্দ, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল, দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, শুকদেব, মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ—ইঁহারা এবং আরও অন্যান্য বহু সংখ্যক পুরুষ সহস্র সহস্র সংখ্যায় যোগসিদ্ধ হইয়া যাইলেন। ১৯-২০½

শত্রুতাপন ভরতশ্রেষ্ঠ! সরস্বতীর সেই সর্বোত্তম কল্যাণকারী পুণ্যতীর্থে প্রথমে মধু ও কৈটভনামক দুই অসুরকে বধ করত ভগবান্ বিষ্ণু স্নান করিয়াছিলেন। ভারত! এইরূপে ধর্মাত্মা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবও এই তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি পরম যোগ লাভ করত উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১-২৩

মহাতপস্বী অসিত দেবল ঋষি এই তীর্থে পরম যোগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[আদিত্যতীর্থস্য মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেঽসিতদেবলস্য জৈগীষব্যমুনেশ্চ চরিত্রকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্নেব তু ধর্মাত্মা বসতি স্ম তপোধনঃ।
গার্হস্থ্যং ধর্মমাস্থায় হুসিতো দেবলঃ পুরা ॥ ১
ধর্মনিত্যঃ শুচির্দান্তো ন্যস্তদণ্ডো মহাতপাঃ।
কর্মণা মনসা বাচা সমঃ সর্বেষু জন্তুষু ॥ ২
অক্রোধনো মহারাজ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যবৃত্তির্যমবৎ সমদর্শনঃ ॥ ৩
কাঞ্চনে লোষ্টভাবে চ সমদর্শী মহাতপাঃ।
দেবানপূজয়ন্নিত্যমতিথীংশ্চ দ্বিজৈঃ সহ ॥ ৪
ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং সদা ধর্মপরায়ণঃ।
ততোঽভ্যেত্য মহাভাগ যোগমাস্থায় ভিক্ষুকঃ ॥ ৫
জৈগীষব্যো মুনির্ধীমাংস্তস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ।
দেবলস্যাশ্রমে রাজন্ ন্যবসৎ স মহাদ্যুতিঃ ॥ ৬
যোগনিত্যো মহারাজ সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাতপাঃ।
তং তত্র বসমানং তু জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥ ৭
দেবলো দর্শয়ন্নেব নৈবাযুঞ্জত ধর্মতঃ।
এবং তয়োর্মহারাজ দীর্ঘকালো ব্যতিক্রমৎ ॥ ৮
জৈগীষব্যং মুনিবরং ন দদর্শাথ দেবলঃ।
আহারকালে মতিমান্ পরিব্রাড্ জনমেজয় ॥ ৯
উপাতিষ্ঠত ধর্মজ্ঞো ভৈক্ষকালে স দেবলম্।
স দৃষ্ট্বা ভিক্ষুরূপেণ প্রাপ্তং তত্র মহামুনিম্ ॥ ১০
গৌরবং পরমং চক্রে প্রীতিঞ্চ বিপুলাং তথা।
দেবলস্তু যথাশক্তি পূজয়ামাস ভারত ॥ ১১
স্মৃতিদৃষ্টেন বিধিনা সমা বহ্বীঃ সমাহিতঃ।
কদাচিৎ তস্য নৃপতে দেবলস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[আদিত্যতীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে অসিত দেবল ও জৈগীষব্য-মুনির চরিত্র কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বহু পূর্ব্বেকার কথা, এই তীর্থে তপোধন ধর্ম্মাত্মা অসিতদেবলমুনি গৃহস্থ-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত বাস করিতেছিলেন ॥ ১

তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও মহাতপস্বী ছিলেন। তিনি কাহাকেও দণ্ডদান করিতেন না এবং মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত জীবের প্রতি সমান ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন ॥ ২

মহারাজ! ইঁহার মধ্যে ক্রোধ ছিল না। তিনি নিজের নিন্দা ও স্তুতিকে সমভাবে দেখিতেন। প্রিয় ও অপ্রিয়প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সমান থাকিত। তিনি যমের ন্যায় সকলের প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখিতেন ॥ ৩

স্বর্ণ ও মৃত্তিকাখণ্ড উভয় পদার্থকেই মহাতপস্বী দেবল সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং প্রতিদিন দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সহিত অতিথিদের পূজা এবং আদর-সৎকার করিতেন ॥ ৪

এই মুনি সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যপালনে তৎপর থাকিতেন। তিনি সব সময়েই ধর্ম্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া থাকিতেন। মহাভাগ! একদিন বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী জৈগীষব্য মুনি যোগ অবলম্বন করিয়া সেই তীর্থে আসিলেন এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া সেস্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫½

রাজন্! মহারাজ! এই মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী জৈগীষব্য সদা যোগ অবলম্বন করত অবস্থান পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দেবলের আশ্রমেই তখন বাস করিতে থাকিলেন ॥ ৬½

যদিও মহামুনি জৈগীষব্য সেই আশ্রমেই থাকিতেন, তথাপি দেবলমুনি তাঁহাকে দেখাইয়াই যেন ধর্ম্মানুসারে কোন যোগসাধনা করিতেন না। এইরূপে সেস্থানে অবস্থান করিতে করিতে উভয়েরই বহুকাল অতিবাহিত হইল ॥ ৭-৮

জনমেজয়! তদনন্তর কিছু কাল এরূপ হইতে লাগিল যে, দেবল মুনিবর জৈগীষব্যকে অন্য কোন সময়েই দেখিতে পাইতেন না। ধর্ম্মজ্ঞ বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী জৈগীষব্য কেবল ভোজন বা ভিক্ষা গ্রহণ করিবার সময়েই দেবলের নিকট আসিতেন ॥ ৯½

ভারত! সন্ন্যাসীর রূপে উপস্থিত মহামুনি জৈগীষব্যকে দেখিয়া দেবল তাঁহার প্রতি অতিশয় সম্মান ও প্রেম প্রদর্শন করিতে করিতে যথাশক্তি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহু বর্ষ তাঁহার অতিক্রান্ত হইল ॥ ১০-১১½

নৃপতে! একদিন মহাতেজস্বী জৈগীষব্য মুনিকে দর্শন করিয়া মহাত্মা দেবলের মনে অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল ॥ ১২½

চিন্তা সুমহতী জাতা মুনিং দৃষ্ট্বা মহাত্মনি ॥
সমাপ্তে সমতিক্রান্তা বহবঃ পুণ্যতো মম ॥ ১৩
ন চায়মলসো ভিক্ষুরভাষত কিঞ্চন ।
এবং বিগণয়ন্নেব স জগাম মহোদধিম্ ॥ ১৪
অন্তরিক্ষচরঃ শ্রীমান্ কলসং গৃহ্য দেবলঃ ।
গচ্ছন্নেব স ধর্মাত্মা সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ॥ ১৫
জৈগীষব্যং ততোঽপশ্যদ্ গতং প্রাগেব ভারত ।
ততঃ সবিস্ময়শ্চিন্তাং জগামামিতপ্রভঃ ॥ ১৬
কথং ভিক্ষুরয়ং প্রাপ্তঃ সমুদ্রে স্নাত এব চ ।
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মহর্ষিরমিতস্তদা ॥ ১৭
স্নাত্বা সমুদ্রে বিধিবচ্ছুচির্জপ্যং জজাপ সঃ ।
কৃতজপ্যাহ্নিকঃ শ্রীমানাশ্রমঞ্চ জগাম হ ॥ ১৮
কলসং জলপূর্ণং বৈ গৃহীত্বা জনমেজয় ।
ততঃ স প্রবিবেশৈব স্বমাশ্রমপদং মুনিঃ ॥ ১৯
আসীনমাশ্রমে তত্র জৈগীষব্যমপশ্যত ।

ন ব্যাহরতি চৈবৈনং জৈগীষব্যঃ কথঞ্চন ॥ ২০
কাষ্ঠভূতোঽথাশ্রমপদে বসতি স্ম মহাতপাঃ ।
তং দৃষ্ট্বা চাপ্লুতং তোয়ে সাগরে সাগরোপমম্ ॥ ২১
প্রবিষ্টমাশ্রমং চাপি পূর্বমেব দদর্শ সঃ ।
অসিতো দেবলো রাজংশ্চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র তদা স মুনিসত্তমঃ ॥ ২৩
ময়া দৃষ্টঃ সমুদ্রে চ আশ্রমে চ কথং ত্বয়ম্ ।
এবং বিগণয়ন্নেব স মুনির্মন্ত্রপারগঃ ॥ ২৪
উৎপপাতাশ্রমাৎ তস্মাদন্তরিক্ষং বিশাম্পতে ।
জিজ্ঞাসার্থং তদা ভিক্ষোর্জৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥ ২৫
সোঽন্তরিক্ষচরান্ সিদ্ধান্ সমপশ্যৎ সমাহিতান্ ।
জৈগীষব্যঞ্চ তৈঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানমপশ্যত ॥ ২৬
ততোঽসিতঃ সুসংরব্ধো ব্যবসায়ী দৃঢ়ব্রতঃ ।
অপশ্যদ্ বৈ দিবং যান্তং জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥ ২৭

তিনি চিন্তা করিলেন,—ইঁহার পূজা করিতে করিতে আমার বহু অতিবাহিত হইল, কিন্তু এই অলস ভিক্ষু আজ পর্য্যন্ত একটি কথাও বলিলেন না ॥ ১৩½

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমান্ দেবলমুনি হস্তে কলস লইয়া আকাশমার্গে সমুদ্রের তীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪½

ভারত! নদীপতি সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াই ধর্মাত্মা দেবল দেখিতে পাইলেন যে, সেস্থানে পূর্ব্বেই জৈগীষব্য মুনি আসিয়াছেন ॥ ১৫½

তখন অমিততেজস্বী মহর্ষি অসিত-দেবল চিন্তার সহিত আশ্চর্য্যান্বিতও হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—এই ভিক্ষু পূর্ব্বেই কিভাবে আসিলেন? ইনি ত' সমুদ্রে স্নান-কার্য্যও পূর্ণ করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭

জনমেজয়! তারপর তিনি সমুদ্রে বিধিপূর্ব্বক স্নান করত পবিত্র হইয়া জপযোগ্য মন্ত্রজপ করিলেন। জপাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া শ্রীমান্ দেবল জলপূর্ণ কলস লইয়া নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১৮½

আশ্রমে প্রবেশ করত দেবলমুনি সেখানে উপবিষ্ট জৈগীষব্য-মুনিকে দর্শন করিলেন, কিন্তু জৈগীষব্য সেই সময় তাঁহার সহিত কোনরূপ ব্যাক্যালাপ করিলেন না। এই মহাতপস্বী মুনি আশ্রমে কাষ্ঠমৌন গ্রহণ করত বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০½

রাজন্! সমুদ্রসদৃশ অত্যন্ত প্রভাবশালী মুনি জৈগীষব্যকে সমুদ্রের জলে স্নান করিবার পর তাঁহার পূর্ব্বেই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ অসিত দেবল পুনরায় চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ২১-২২

রাজেন্দ্র! জৈগীষব্যের তপস্যার এই যোগজনিত প্রভাব দেখিয়া এই মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি ইঁহাকে সমুদ্রে তটে দেখিলাম, সুতরাং তিনি কিভাবে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন? ২৩½

প্রজানাথ! এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রসমূহে পারদর্শী এই বিদ্বান্ মুনি দেবল সেই আশ্রম হইতে আকাশের দিকে উড়িয়া চলিলেন। সেই সময় ভিক্ষু জৈগীষব্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি এইরূপ করিলেন ॥ ২৪-২৫

উপরে উঠিয়া তিনি অন্তরিক্ষে বিচরণকারী বহুসংখ্যক একাগ্রচিত্ত সিদ্ধকে দর্শন করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি সিদ্ধগণের দ্বারা পূজিত জৈগীষব্যমুনিকেও দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬

তদনন্তর দৃঢ়তাপূর্ব্বক ব্রতপালনকারী দৃঢ়নিশ্চয় অসিত-দেবল মুনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তারপর তিনি জৈগীষব্যকে স্বর্গ-লোকের দিকে যাইতে দেখিলেন ॥ ২৭

তস্মাৎ তু পিতৃলোকং তং ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত।
পিতৃলোকাচ্চ তং যান্তং যাম্যং লোকমপশ্যত ৮
তস্মাদপি সমুৎপত্য সোমলোকমভিপ্লুতম্।
ব্রজন্তমন্বপশ্যৎ স জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥ ২৯
লোকান্ সমুৎপতন্তং তু শুভানেকান্তযাজিনাম্।
ততোঽগ্নিহোত্রিণাং লোকাংস্ততশ্চাপ্যুৎপপাত হ ॥৩০
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি তপোধনাঃ।
তেভ্য স দদৃশে ধীমাঁল্লোকেভ্যঃ পশুযাজিনাম্ ॥ ৩১
ব্রজন্তং লোকমমলমপশ্যদ্ দেবপূজিতম্।
চাতুর্মাস্যৈর্বহুবিধৈর্যজন্তে যে তপোধনাঃ ॥ ৩২
তেষাং স্থানং ততো যাতং তথাগ্নিষ্টোমযাজিনাম্।
অগ্নিষ্টুতেন চ তথা যে যজন্তি তপোধনাঃ ॥ ৩৩
তৎ স্থানমনুসম্প্রাপ্তমন্বপশ্যত দেবলঃ।
বাজপেয়ং ক্রতুবরং তথা বহুসুবর্ণকম্ ॥ ৩৪
আহরন্তি মহাপ্রাজ্ঞাস্তেষাং লোকেঽপশ্যত।

স্বর্গলোক হইতে তাঁহাকে পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে তাঁহাকে যমলোকে যাইতে দেখিলেন। ২৮

সেস্থানে হইতেও উপরে উঠিয়া মহামুনি জৈগীষব্যকে জলময় চন্দ্রলোকে যাইতে দর্শন করিলেন। ২৯

তারপর একান্তভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী পুরুষগণের উত্তম-লোকের দিকে উড়িয়া যাইতে দেখিলেন। সেস্থান হইতে অগ্নিক্ষেত্র লোকে গমন করিলেন। ৩০

সেই লোক হইতেও উপরে উঠিয়া সেই বুদ্ধিমান্ মুনি দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞকারী তপোধনদিগের লোকে গমন করিলেন। সেস্থানে হইতে তাঁহাকে পশুযাগকারী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিতে দেখিলেন। ৩১

যে সমস্ত মানুষ চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের নির্মল লোকের দিকে যাইতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন। তিনি সেখানে দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইলেন ॥ ৩২

সেস্থান হইতে অগ্নিষ্টোমযাজী এবং অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞের দ্বারা যাহারা যজন করেন, সেই তপোধনগণের লোকে যাইতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন। ৩৩।

যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ বহু সুবর্ণময় দক্ষিণাযুক্ত ক্রতুশ্রেষ্ঠ বাজপেয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের লোকেও গমন করিতে জৈগীষব্যকে তিনি দেখিলেন ॥ ৩৪।

যজন্তে রাজসূয়েন পুণ্ডরীকেন চৈব যে ॥ ৩৫
তেষাং লোকেঽপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
অশ্বমেধং ক্রতুবরং নরমেধং তথৈব চ ॥ ৩৬
আহরন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তেষাং লোকেঽপশ্যত।
সর্বমেধঞ্চ দুষ্প্রাপং তথা সৌত্রামণিঞ্চ যে ॥ ৩৭
তেষাং লোকেঽপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
দ্বাদশাহৈশ্চ সত্রৈশ্চ যজন্তে বিবিধৈর্নৃপ ॥ ৩৮
তেষাং লোকেঽপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
মৈত্রাবরুণয়োর্লোকানাদিত্যানাং তথৈব চ ॥ ৩৯
সলোকতামনুপ্রাপ্তমপশ্যত ততোঽসিতঃ।
রুদ্রাণাঞ্চ বসূনাঞ্চ স্থানং যচ্চ বৃহস্পতেঃ ॥ ৪০
তানি সর্বাণ্যতীতানি সমপশ্যৎ ততোঽসিতঃ।
আরুহ্য চ গবাং লোকং প্রয়াতে ব্রহ্মসত্রিণাম্ ॥ ৪১
লোকানপশ্যদ্ গচ্ছন্তং জৈগীষব্যং ততোঽসিতঃ।
ত্রীঁল্লোকানপরান্ বিপ্রমুৎপতন্তং স্বতেজসা ॥ ৪২

যাঁহারা রাজসূয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের দ্বারা যজন করেন, তাঁহাদেরও লোকে গমন করিতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৫।

যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ক্রতুশ্রেষ্ঠ উত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ ও নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকেও গমন করিতে দেখিলেন ॥ ৩৬।

যাঁহারা দুর্লভ সর্বমেধ ও সৌত্রামণি যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের লোকেও জৈগীষব্যকে গমন করিতে দেখিলেন ॥ ৩৭।

হে নৃপ! যাঁহারা নানাপ্রকার দ্বাদশাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদেরও লোকে জৈগীষব্যকে গমন করিতে দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৮।

তাহার পর অসিত-দেবল মিত্র, বরুণ এবং আদিত্যগণের লোকেও উপস্থিত হইয়া জৈগীষব্যকে দেখিলেন ॥ ৩৯।

তদনন্তর রুদ্র, বসু ও বৃহস্পতির যেস্থান, সেই সব স্থান অতিক্রম করত উপরে উত্থিত জৈগীষব্যকে অসিত-দেবল দর্শন করিলেন ॥ ৪০।

ইহার পর অসিত-দেবল গো-লোকে যাইয়া জৈগীষব্যকে ব্রহ্মসত্রকারীদিগের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥ ৪১।

তাহারপর দেবল দেখিলেন—বিপ্রবর জৈগীষব্যমুনি নিজ তেজে উপরি উপরি তিন লোক অতিক্রম করত পতিব্রতাগণের লোকের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ৪২।

পতিব্রতানাং লোকাংশ্চ ব্রজন্তুং সোঽন্বপশ্যত
ততো মুনিবরং ভূয়ো জৈগীষব্যমথাসিতঃ ॥ ৪৩
নাবপশ্যত লোকস্থমস্তহিতমরিন্দম।
সোঽচিন্তয়ন্মহাভাগো জৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥ ৪৪
প্রভাবং সুব্রতত্বঞ্চ সিদ্ধিং যোগস্য চাতুলাম্।
অসিতোঽপৃচ্ছত তদা সিদ্ধাঁল্লোকেষু সত্তমান্ ॥ ৪৫
প্রযতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ধীরস্তাং ব্রহ্মসত্রিণঃ।
জৈগীষব্যং ন পশ্যামি তং শংসধ্বং মহৌজসম্ ॥ ৪৬
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।

সিদ্ধা উচুঃ।

শৃণু দেবল ভূতার্থং শংসতাং নো দৃঢ়ব্রত ॥ ৪৭
জৈগীষব্যঃ স বৈ লোকং শাশ্বতং ব্রহ্মণো গতঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স শ্রুত্বা বচনং তেষাং সিদ্ধানাং ব্রহ্মসত্রিণাম্ ॥ ৪৮
অসিতো দেবলস্তূর্ণমুৎপপাত পপাত চ।
ততঃ সিদ্ধাস্তু উচুর্হি দেবলং পুনরেব হ ॥ ৪৯
ন দেবলগতিস্তত্র তব গন্তুং তপোধন।
ব্রহ্মণঃ সদনে বিপ্র জৈগীষব্যো যদাপ্তবান্ ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা সিদ্ধানাং দেবলঃ পুনঃ।
আনুপূর্ব্যেণ লোকাংস্তান্ সর্বানবততার হ ॥ ৫১
স্বমাশ্রমপদং পুণ্যমাজগাম পতত্রিবৎ।
প্রবিশন্নেব চাপশ্যজ্জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥ ৫২
ততো বুদ্ধ্যা ব্যগণয়দ্ দেবলো ধর্মযুক্তয়া।
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ॥ ৫৩
ততোঽব্রবীন্মহাত্মানং জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
বিনয়াবনতো রাজন্নুপসর্প্য মহামুনিম্ ॥ ৫৪
মোক্ষধর্মং সমাস্থাতুমিচ্ছেয়ং ভগবন্নহম্।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা উপদেশং চকার সঃ ৫৫ ॥ ৫৫
বিধিঞ্চ যোগস্য পরং কার্যাকার্যস্য শাশ্বতঃ।
সংন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ততো দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ॥ ৫৬

শত্রুদমন ভূপাল! ইহার পর অসিত-দেবল মুনিবর জৈগীষব্যকে পুনরায় কোন লোকে অবস্থান করিতে দেখিলেন না। তিনি অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ৩৮½

তাহার পর মহাভাগ দেবল জৈগীষব্যের প্রভাব, উত্তম ব্রত এবং অনুপম যোগসিদ্ধির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৪½

অনন্তর ধৈর্য্যবান্ অসিত সেই লোকে অবস্থিত ব্রহ্মযাজী সিদ্ধ ও সাধু পুরুষগণকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাত্মাগণ! আমি মহাতেজস্বী জৈগীষব্য-মুনিকে এখন দেখিতে পাইতেছিনা। আপনারা তাঁহার সন্ধান বলুন। আমি তাঁহার বিষয়ে এই কথা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। তাঁহার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৫-৪৬½

সিদ্ধগণে বলিলেন,—দৃঢ়তাসহকারে উত্তম ব্রতপালনকারী দেবল! তুমি শ্রবণ কর, আমরা জৈগীষব্যের সেই কথা তোমাকে বলিতেছি, যাহা সংঘটিত হইয়াছে। জৈগীষব্যমুনি সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। ৪৭½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই ব্রহ্মযাজী সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবলমুনি অতিসত্বর উপরের দিকে উড়িয়া যাইলেন, কিন্তু নিম্নে পতিত হইলেন। তখন সেই সিদ্ধগণ পুনরায় দেবলকে বলিলেন। ৪৮-৪৯

তপোধন দেবল! বিপ্রবর! যেস্থানে জৈগীষব্য গিয়াছেন, সেই ব্রহ্মলোকে যাইবার শক্তি তোমার নাই। ৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবলমুনি পুনরায় ক্রমশঃ সেই সব লোক হইতে পুনরায় নিম্নে নামিয়া আসিলেন। ৫১

পক্ষীর ন্যায় উড়িতে উড়িতে তিনি নিজ পুণ্যময় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি সেখানে জৈগীষব্যমুনিকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। ৫২

তখন দেবল জৈগীষব্যমুনির এই যোগজনিত প্রভাব দর্শন করিয়া ধর্মযুক্ত বুদ্ধিতে তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫৩

রাজন্! ইহার পর মহামুনি মহাত্মা জৈগীষব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবল বিনীতভাবে বলিলেন। ৫৪

ভগবন্! আমি মোক্ষধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতপস্বী জৈগীষব্য-মুনি তাহাকে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক জানিয়া জ্ঞানের উপদেশ করিলেন। তারপর যোগের উত্তমবিধি বর্ণনা করিয়া শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ করিলেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য (দীক্ষা ও সংস্কারাদি) সম্পন্ন করিলেন। ৫৫-৫৬½

সর্বাংশ্চাস্য ক্রিয়াশ্চক্রে বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
সংন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ভূতানি পিতৃভিঃ সহ ॥ ৫৭
ততো দৃষ্ট্বা প্ররুরুদুঃ কোঽস্মান্ সংবিভজিষ্যতি।
দেবলস্তু বচঃ শ্রুত্বা ভূতানাং করুণং তথা ॥ ৫৮
দিশো দশ ব্যাহরতাং মোক্ষং ত্যক্তুং মনোদধে।
ততস্তু ফলমূলানি পবিত্রাণি চ ভারত ॥ ৫৯
পুষ্পাণ্যোষধয়শ্চৈব রোরূয়ন্তি সহস্রশঃ।
পুনর্নো দেবলঃ ক্ষুদ্রো নূনং হেৎস্যতি দুর্মতিঃ ॥ ৬০
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দত্ত্বা নাববুধ্যতে।
ততো ভূয়ো ব্যগণয়ৎ স্ববুদ্ধ্যা মুনিসত্তমঃ ॥ ৬১
মোক্ষে গার্হস্থ্যধর্মে বা কিং নু শ্রেয়স্করং ভবেৎ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবলো রাজসত্তম ॥ ৬২
ত্যক্ত্বা গার্হস্থ্যধর্মং স মোক্ষধর্মমরোচয়ৎ
এবমাদীনি সংচিন্ত্য দেবলো নিশ্চয়াৎ ততঃ ॥ ৬৩
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং পরং যোগঞ্চ ভারত।
ততো দেবাঃ সমাগম্য বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৬৪

তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের মতি দেখিয়া পিতৃগণসহ সমস্ত প্রাণীরা এই কথা বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন যে, এখন আমাদের কোন ব্যক্তি বিভাগ করিয়া অন্নদান করিবে? ৫৭½

দশ দিকে বিলাপ করিতে করিতে সেই প্রাণিগণের করুণাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবল মোক্ষধর্ম (সন্ন্যাস গ্রহণ) ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন ॥ ৫৮½

ভারত! ইহা দেখিয়া ফল-মূল, পবিত্র (কুশ), পুষ্প ও ওষধিসকল—এই সব সহস্র সহস্র পদার্থ এই বলিয়া বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, এই দুর্মতি ক্ষুদ্র দেবল নিশ্চয়ই আমাদের উচ্ছেদ করিবে। যে সমস্ত ভূতগণকে অভয়দান করিয়া উহা এখন স্মরণ করিতেছে না ॥ ৫৯-৬০½

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল পুনরায় নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে লাগিলেন, মোক্ষ ও গার্হস্থ্যধর্ম এই উভয়ের মধ্যে আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয়স্কর হইবে ॥ ৬১½

নৃপশ্রেষ্ঠ! দেবল মনে মনেই এই বিষয়ের উপর নিশ্চিন্ত করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করত নিজের পক্ষে মোক্ষ-ধর্মকেই উপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন ॥ ৬২½

জৈগীষব্যে তপশ্চাস্য প্রশংসন্তি তপস্বিনঃ।
অথাব্রবীদৃষিবরো দেবান্ বৈ নারদস্তদা ॥ ৬৫
জৈগীষব্যে তপো নাস্তি বিস্মাপয়তি যোঽসিতম্।
তমেবংবাদিনং বীরং প্রত্যূচুস্তে দিবৌকসঃ ॥ ৬৬
নৈবমিত্যেব শংসন্তো জৈগীষব্যং মহামুনিম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ তুল্যমস্তি প্রভাবতঃ ॥ ৬৭
তেজসস্তপসশ্চাস্য যোগস্য চ মহাত্মনঃ।
এবং প্রভাবো ধর্মাত্মা জৈগীষব্যস্তথাসিতঃ ॥
তয়োরিদং স্থানবরং তীর্থঞ্চৈব মহাত্মনোঃ ॥ ৬৮
তত্রাপ্যাপস্পৃশ্য ততো মহাত্মা
দত্ত্বা চ বিত্তং হলভৃদ্ দ্বিজেভ্যঃ।
অবাপ্য ধর্মং পরমার্থকর্মা
জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্ ॥ ৬৯

ভারত! এই সব বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেবল যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেই নিশ্চয় করিলেন, ইহাতে তিনি পরমসিদ্ধি ও উত্তম যোগলাভ করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ৬৩½

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল দেবতা ও তপস্বীরা সেখানে আসিয়া জৈগীষব্য-মুনির তপস্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪½

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ দেবগণকে বলিলেন,—জৈগীষব্যের মধ্যে কোন তপস্যা নাই কারণ, জৈগীষব্য অসিত মুনিকে নিজের প্রভাব দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছে ॥ ৬৫½

জ্ঞানী নারদমুনি এই কথা বলিলে পর দেবতাগণ মহামুনি জৈগীষব্যের প্রশংসা করিতে করিতে এই উত্তরদান করিলেন,—আপনার এই কথা বলা উচিত নহে প্রভাব, তেজ, তপস্যা ও যোগদৃষ্টিতে এই মহাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নন্ ॥ ৬৬-৬৭½

ধর্মাত্মা জৈগীষব্য ও অসিতমুনির এইরূপই প্রভাব ছিল। দুই মহাত্মার সেই শ্রেষ্ঠ স্থানই তীর্থ ॥ ৬৮

পারমার্থিক কর্মকারী মহাত্মা হলধর বলরাম এস্থানেও স্নান করত ব্রাহ্মণগণকে ধনদানপূর্বক ধর্মের ফললাভ করিয়া সোমের সর্বোৎকৃষ্ট ও উত্তম তীর্থে গমন করিলেন ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সারস্বততীর্থমহিমপ্রসঙ্গে দধীচ-ঋষেঃ সারস্বতমুনেশ্চ চরিত্রকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যত্রেজিবানুড়ুপতী রাজসূয়েন ভারত।
তস্মিংস্তীর্থে মহানাসীৎ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥ ১

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো দত্ত্বা দানানি চাত্মবান্।
সারস্বতস্য ধর্মাত্মা মুনেস্তীর্থং জগাম হ ॥ ২

তত্র দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্।
বেদানধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥ ৩

জনমেজয় উবাচ।

কথং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্।
ঋষীনধ্যাপয়ামাস পুরা সরস্বতো মুনিঃ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসীৎ পূর্বং মহারাজ মুনির্ধীমান্ মহাতপাঃ।
দধীচ ইতি বিখ্যাতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫

তস্যাতিতপসঃ শক্রো বিভেতি সততং বিভো।
ন স লোভয়িতুং শক্যঃ ফলৈর্বহুবিধৈরপি ॥ ৬

প্রলোভনার্থং তস্যাথ প্রাহিণোৎ পাকশাসনঃ।
দিব্যামপ্সরসং পুণ্যাং দর্শনীয়ামলম্বুষাম্ ॥ ৭

তস্য তর্পয়তো দেবান্ সরস্বত্যাং মহাত্মনঃ।
সমীপতো মহারাজ সোপাতিষ্ঠত ভাবিনী ॥ ৮

তাং দিব্যরূপাং দৃষ্ট্বা তস্যার্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
রেতঃ স্কন্নং সরস্বত্যাং তৎ সা জগ্রাহ নিম্নগা ॥ ৯

কুক্ষৌ চাপ্যদধাদ্ধৃষ্টা তদ্ রেতঃ পুরুষর্ষভ।
সা দধার চ তং গর্ভং পুত্রহেতোর্মহানদী ॥ ১০

সুষুবে চাপি সময়ে পুত্রং সা সরিতাং বরা।
জগাম পুত্রমাদায় তমৃষিং প্রতি চ প্রভো ॥ ১১

ঋষিসংসদি তং দৃষ্ট্বা সা নদী মুনিসত্তমম্।
ততঃ প্রোবাচ রাজেন্দ্র দদতী পুত্রমস্য তম্ ॥ ১২

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সারস্বত তীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে দধীচি-ঋষি ও সারস্বত-মুনির চরিত্র কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! যেস্থানে নক্ষত্রমণ্ডলীর অধিপতি চন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাই সোম-তীর্থ। এই তীর্থে তারকাময় মহাসংগ্রাম হইয়াছিল। ১

ধর্মাত্মা এবং মনস্বী বলরাম এই তীর্থেও স্নান ও ধনাদি দান করত সারস্বত-মুনির তীর্থে গমন করিলেন। ২

পুরাকালে যখন বার বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তখন সারস্বত-মুনি সেই স্থানে উত্তম ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন॥ ৩

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! পুরাকালে সারস্বত-মুনি বার বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টির সময় উত্তম ব্রাহ্মণগণকে কিভাবে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন? ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! পুরাকালে এক বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও মহাতপস্বী মুনি ছিলেন। ইঁহার নাম হইল দধীচি। ৫

প্রভো! তাঁহার উগ্র তপস্যায় ইন্দ্র সদা ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি নানাপ্রকার ফলের প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না। ৬

তখন ইন্দ্র তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এক পবিত্র দর্শনীয় এবং দিব্য অপ্সরা প্রেরণ করিলেন। এই অপ্সরার নাম অলম্বুষা। ৭

মহারাজ! একদিন যখন মহাত্মা দধীচি সরস্বতী নদীতে দেবগণের তর্পণ করিতেছিলেন, তখন এই যাননীয়া অপ্সরা তাঁহার নিকট যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮

এই দিব্যরূপধারিণী অপ্সরাকে দেখিয়া সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষির বীর্য্য সরস্বতী নদীর জলে পতিত হইল। এই বীর্য্যকে সরস্বতী-নদী স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া লইলেন॥ ৯

পুরুষপ্রবর! সেই মহানদী হৃষ্টা হইয়া পুত্রলাভের জন্য নিজেরই উদরে সেই বীর্য্য ধারণ করিলেন। এইভাবে তিনি গর্ভবতী হইলেন। ১০

প্রভো! সময় আসিলে পর নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী একটি পুত্রের জন্ম দিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া তিনি ঋষির নিকটে গমন করিলেন॥ ১১

রাজেন্দ্র! ঋষিগণের সভায় উপবিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সেই পুত্র সমর্পণ করিতে করিতে সরস্বতী-নদী এই কথা বলিলেন। ১২

ব্রহ্মর্ষে তব পুত্রোঽয়ং ত্বত্তক্ত্যা ধারিতো ময়া।
দৃষ্ট্বা তেঽপ্সরসং রেতো যৎ স্কন্নং প্রাগলম্বুষাম্ ॥ ১৩
তৎ কুক্ষিণা বৈ ব্রহ্মর্ষে ত্বত্তক্ত্যা ধৃতবত্যহম্।
ন বিনাশমিদং গচ্ছেৎ ত্বত্তেজ ইতি নিশ্চয়াৎ ॥ ১৪
প্রতিগৃহ্ণীষ পুত্রং স্বং ময়া দত্তমনিন্দিতম্।
ইত্যুক্তঃ প্রতিজগ্রাহ প্রীতিং চাবাপ পুষ্কলাম্ ॥ ১৫
স্বসুতং চাপ্যজিঘ্রৎ তং মুদ্ধি প্রেম্না দ্বিজোত্তমঃ
পরিষ্বজ্য চিরং কালং তদা ভরতসত্তম ॥ ১৬
সরস্বত্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রীয়মাণো মহামুনিঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরো গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১৭
তৃপ্তিং যাস্যন্তি সুভগে তর্প্যমাণাস্তবাম্ভসা।
ইত্যুক্ত্বা স তু তুষ্টাব বচোভির্বৈ মহানদীম্ ॥ ১৮
প্রীতঃ পরমহৃষ্টাত্মা যথাবচ্ছৃণু পার্থিব
প্রস্রুতাসি মহাভাগে সরসো ব্রহ্মণঃ পুরা।
জানন্তি ত্বাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
মম প্রিয়করী চাপি সততং প্রিয়দর্শনে ॥ ২০
তস্মাৎ সারস্বতঃ পুত্রো মহাংস্তে বরবর্ণিনি।
তবৈব নাম্না প্রথিতঃ পুত্রস্তে লোকভাবনঃ ॥ ২১
সারস্বত ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহাতপাঃ।
এষ দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজর্ষভান্ ॥ ২২
সারস্বতো মহাভাগে বেদানধ্যাপয়িষ্যতি।
পুণ্যাভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যস্ত্বং সদা পুণ্যতমা শুভে ॥ ২৩
ভবিষ্যসি মহাভাগে মৎপ্রসাদাৎ সরস্বতি।
এবং সা সংস্তুতানেন বরং লব্ধা মহানদী ॥ ২৪
পুত্রমাদায় মুদিতা জগাম ভরতর্ষভ।
এতস্মিন্নেব কালে তু বিরোধে দেব-দানবৈঃ ॥ ২৫
শক্রঃ প্রহরণার্থেষী লোকাংস্ত্রীন্ বিচচার হ।
ন চোপলেভে ভগবাংস্তদা প্রহরণং তদা ॥ ২৬
যদ্বৈতেষাং ভবেদ্ যোগ্যং বধায় বিবুধদ্বিষাম্।
ততোঽব্রবীৎ সুরান্ শক্রো ন মে শক্যা মহাসুরাঃ ॥ ২৭

ব্রহ্মর্ষে! এই আপনার পুত্র। আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমি ইহাকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। ব্রহ্মর্ষে! পূর্বে অলম্বুষা নামক অপ্সরাকে দেখিয়া আপনার যে বীর্য স্খলিত হইয়াছিল, সেই বীর্যকে আমি আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। কারণ, আমার মনে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছিল যে, আপনার এই তেজ নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। অতএব আমার দেওয়া এই আপনার অনিন্দনীয় পুত্রকে গ্রহণ করুন ॥ ১৩-১৪½

তিনি এই কথা বলিলে পর মুনি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। হে ভরতবংশপ্রধান জনমেজয়! সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষীচি প্রেমের সহিত নিজের পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলেন। তারপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া মহামুনি ঋষীচি সরস্বতীকে এই বরদান করিলেন,—সুভগে! তোমার জলে তর্পণ করিলে পর বিশ্বেদেব, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দ সকলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন ॥ ১৫-১৭½

রাজন্! এই কথা বলিয়া অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে মুনি প্রেমসহকারে উত্তম বাণীর দ্বারা সরস্বতীদেবীর স্তব করিলেন। সেই স্তবকে তুমি যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥ ১৮½

মহাভাগে! তুমি পুরাকালে ব্রহ্মার সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ। নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতি! কঠোরব্রতপালন-কারী মুনিগণ তোমার মহিমা জানেন। প্রিয়দর্শনে! তুমি সর্বদা আমারও প্রিয় কার্য করিয়া থাক। বরবর্ণিনি! তোমার এই লোকভাবন মহান্ পুত্র তোমারই নামে "সারস্বত" এই নামে অভিহিত হইবে ॥ ১৯-২১½

এই বালক সারস্বতনামে বিখ্যাত মহাতপস্বী হইবে। মহাভাগে! এ জগতে বারবার কাল অনাবৃষ্টি হইবে, তখন এই সারস্বতই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইবে ॥ ২২½

শুভে! মহাসৌভাগ্যশালিনি সরস্বতি! তুমি আমার প্রসাদে অন্য পবিত্র নদীসকল অপেক্ষা সর্বদা অধিক পবিত্র হইয়া থাকিবে ॥ ২৩½

ভারতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে ঋষীচিমুনি কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া বরলাভ করত সেই মহানদী পুত্রকে গ্রহণ করত চলিয়া যাইলেন ॥ ২৪½

এই সময় দেবতা ও দানবগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে পর ইন্দ্র অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য তিন লোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫½

কিন্তু ভগবান্ ইন্দ্র সেই সময় এমন কোন অস্ত্র পাইলেন না, যাহা দেবদ্রোহী দানবদের বধের উপযোগী হইবে ॥ ২৬½

তদনন্তর ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন,—ঋষীচিমুনির অস্থি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা দেবদ্রোহী মহাসুরগণকে বধ করা যাইবে না ॥ ২৭½

ঋতেঽস্থিভিদধীচস্য নিঃসৃতং তেজ ঐশ্বরম্ ।
তস্মাদ্ গত্বা ঋষিশ্রেষ্ঠো যাচ্যতাং সুরসত্তমাঃ ॥ ২৮
দধীচাস্থীনি দেহীতি তৈর্বাধিষ্যামহে রিপূন্ ।
স চ তৈর্যাচিতোঽস্থীনি যত্নাদৃষিবরস্তদা ॥ ২৯
প্রাণত্যাগং কুরুশ্রেষ্ঠ চকারৈবাবিচারয়ন্ ।
স লোকানক্ষয়ান্ প্রাপ্তো দেবপ্রিয়করস্তদা ॥ ৩০
তস্যাস্থিভিরথো শক্রঃ সম্প্রহৃষ্টমনাস্তদা ।
কারয়ামাস দিব্যানি নানাপ্রহরণানি চ ॥ ৩১
গদা-বজ্রাণি চক্রাণি গুরূন্ দণ্ডাংশ্চ পুষ্কলান্ ।
স হি ভীব্রেণ তপসা সম্ভৃতঃ পরমর্ষিণা ॥ ৩২
প্রজাপতিসুতেনাথ ভৃগুণা লোকভাবনঃ ।
অতিকায়ঃ স তেজস্বী লোকসারো বিনির্মিতঃ ॥ ৩৩
জজ্ঞে শৈলগুরুঃ প্রাংশুর্মহিম্না প্রথিতঃ প্রভুঃ ।
নিত্যমুদ্বিজতে চাস্য তেজসঃ পাকশাসনঃ ॥ ৩৪
তেন বজ্রেণ ভগবান্ মন্ত্রযুক্তেন ভারত ।
ভৃশং ক্রোধবিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোভবেন চ ॥ ৩৫
দৈত্য-দানববীরাণাং জঘান নবতীর্নব ।
অথ কালে ব্যতিক্রান্তে মহত্যতিভয়ঙ্করে ॥ ৩৬
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা রাজন্ দ্বাদশবার্ষিকী ।
তস্যাং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৭
বৃত্ত্যর্থং প্রাদ্রবন্ রাজন্ ক্ষুধার্তাঃ সর্বতোদিশম্ ।
দিগ্‌ভ্যস্তান্ প্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা মুনিঃ সারস্বতস্তদা ॥ ৩৮
গমনায় মতিং চক্রে তং প্রোবাচ সরস্বতী ।
ন গন্তব্যমিতঃ পুত্র তবাহারমহং সদা ॥ ৩৯
দাস্যামি মৎস্যপ্রবরানুষ্যতামিহ ভারত ।
ইত্যুক্তস্তর্পয়ামাস স পিতৃন্ দেবতাস্তথা ॥ ৪০
আহারমকরোন্নিত্যং প্রাণান্ বেদাংশ্চ ধারয়ন্ ।
অথ তস্যামনাবৃষ্ট্যামতীতায়াং মহর্ষয়ঃ ॥৪১
অন্যোন্যং পরিপপ্রচ্ছুঃ পুনঃ স্বাধ্যায়কারণাৎ ।
তেষাং ক্ষুধাপরীতানাং নষ্টা বেদাভিধাবতাম্ ॥ ৪২

সুরশ্রেষ্ঠগণ ! অতএব তোমরা সকলে যাইয়া দধীচিমুনির নিকট এই প্রার্থনা কর যে, দধীচ ! আপনার অস্থিসকল আমাদের প্রদান করুন। আমরা তাহার দ্বারা আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিব ॥ ২৮;

কুরুশ্রেষ্ঠ ! দেবতাগণ যত্নসহকারে অস্থিসকল প্রার্থনা করিলে পর মুনিবর দধীচি কোন বিচার না করিয়াই নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় দেবতাগণের প্রিয় কার্য্য করিয়া তিনি অক্ষয় লোকে গমন করিলেন ॥ ২৯-৩০

তখন ইন্দ্র প্রসন্নচিত্ত হইয়া দধীচির অস্থিসকল হইতে গদা, বজ্র, চক্র ও বহুসংখ্যক ভারী দণ্ডাদি নানাপ্রকার দিব্য অস্ত্রসকল নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৩১;

ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগুমুনি তীব্র তপস্যাপূর্ণ, লোকমঙ্গলকারী, বিশালদেহ ও তেজস্বী দধীচিমুনিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এরূপ মনে হইতেছিল—সম্পূর্ণ জগতের সারতত্ত্বের দ্বারা দধীচি-মুনিকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছিল ॥ ৩২-৩৩

এই দধীচিমুনি পর্ব্বতের ন্যায় ভারী ও উচ্চ ছিলেন। নিজের মহত্ত্বের জন্য এই প্রভাবশালী মুনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। পাকনায়ক অসুরহন্তা ইন্দ্র ইঁহার তেজে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন ॥ ৩৪

হে ভারত ! ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন সেই বজ্রকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রোধের সহিত নিক্ষেপ করত ভগবান্ ইন্দ্র আটশত দশজন দৈত্য-দানব বীরকে বধ করিলেন ॥ ৩৫;

রাজন্ ! তদনন্তর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে পর জগতে বার বৎসর কালব্যাপী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল ॥ ৩৬;

হে রাজন্ ! বার বৎসর কালব্যাপী সেই অনাবৃষ্টিতে সকল মহর্ষিই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকার জন্য নানাদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৭;

নানাদিকে মহর্ষিগণকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সারস্বত-মুনিও সেখান হইতে অন্যত্র গমনের জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন। তখন সরস্বতীদেবী তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৮;

হে ভারত ! সরস্বতী দেবী এই কথা বলিলেন—পুত্র ! তোমার এস্থান হইতে যাওয়া উচিত হইবে না। আমি সর্ব্বদা তোমাকে ভোজন করিবার জন্য উত্তমোত্তম বহু মৎস্য প্রদান করিব ; অতএব তুমি এস্থানেই থাক ॥ ৩৯;

সরস্বতী এই কথা বলিলে পর সারস্বতমুনি সে-স্থানেই থাকিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন নিজের প্রাণ ও বেদসকল রক্ষা করিতে করিতে সরস্বতীপ্রদত্ত ভোজ্য ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০;

যখন বার বৎসরের অনাবৃষ্টি প্রায় অতিবাহিত হইয়া যাইল,

সর্বেষামেবং রাজেন্দ্র ন কশ্চিৎ প্রতিভানবান্ ।
অথ কশ্চিদৃষিস্তেষাং সারস্বতমুপেয়িবান্ ॥ ৪৩
কুর্বাণং সংশিতাত্মানং স্বাধ্যায়মৃষিসত্তমম্ ।
স গত্বাঽঽচষ্ট তেভ্যশ্চ সারস্বতমতিপ্রভম্ ॥ ৪৪
স্বাধ্যায়মমরপ্রখ্যং কুর্বাণং বিজনে বনে ।
ততঃ সর্বে সমাজগ্মুস্তত্র রাজন্ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৫
সারস্বতং মুনিশ্রেষ্ঠমিদমূচুঃ সমাগতাঃ ।
অস্মানধ্যাপয়স্বেতি তানুবাচ ততো মুনিঃ ॥ ৪৬
শিষ্যত্বমুপগচ্ছধ্বং বিধিবদ্ধি মমেত্যুত ।
তত্রাব্রুবন্ মুনিগণা বালস্ত্বমসি পুত্রক ॥ ৪৭
স তানাহ ন মে ধর্মো নশ্যেদিতি পুনর্মুনীন্ ।
যো হ্যধর্মেণ বৈ ব্রূয়াদ্ গৃহ্ণীয়াদ্ যোঽপ্যধর্মতঃ ॥ ৪৮
হীয়েতাং তাবুভৌ ক্ষিপ্রং স্যাতাং বা বৈরিণাবুভৌ ।
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ ॥ ৪৯
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মুনয়স্তে বিধানতঃ ॥ ৫০
তস্মাদ্ বেদানধীয়ানাঃ পুনর্ধর্মং প্রচক্রিরে ।
ষষ্টির্মুনিসহস্রাণি শিষ্যত্বং প্রাপ্তপোদিরে ॥ ৫১
সারস্বতস্য বিপ্রর্ষের্বেদস্বাধ্যায়কারণাৎ ।
মুষ্টিং মুষ্টিং ততঃ সর্বে দর্ভাণাং তে হ্যপাহরন্ ।
তস্যাসনার্থং বিপ্রর্ষের্বালস্যাপি বশে স্থিতাঃ ॥ ৫২
তত্রাপি দত্ত্বা বসু রৌহিণেয়ো
মহাবলঃ কেশব পূর্বজোঽথ ।
জগাম তীর্থং মুদিতঃ ক্রমেণ
খ্যাতং মহদ্ বৃদ্ধকন্যা স্ম যত্র ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

তখন মহর্ষিগণ পুনরায় স্বাধ্যায়ের জন্য পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । ৪১½

রাজেন্দ্র ! সেই সময় ক্ষুধাপীড়িত হইয়া এদিক্ ওদিকে ধাবিত সেই মহর্ষিগণ বেদ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন । কেহই এরূপ প্রতিভাশালী ছিলেন না, যাঁহার বেদ স্মরণে থাকিবে ।৭২½

তদনন্তর ইঁহাদের মধ্যে কোন এক ঋষি প্রতিদিন স্বাধ্যায়কারী শুদ্ধাত্মা মুনিবর সারস্বতের নিকট আসিলেন । ৪৩½

তারপর সেস্থান হইতে যাইয়া তিনি সব মহর্ষিগণকে বলিলেন যে, দেবতাদের ন্যায় অত্যন্ত কান্তিমান্ এক সারস্বত মুনি আছেন, যিনি নির্জন বনে থাকিয়া সর্বদা স্বাধ্যায় করেন ॥ ৪৪½

রাজন্ ! ইহা শুনিয়া সেই সব মহর্ষিগণ সেখানে আসিলেন এবং আসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ সারস্বতকে এইকথা বলিলেন—মুনে ! আপনি আমাদের সকলকে বেদঅধ্যয়ন করান । তখন সারস্বত-মুনি তাঁহাদের বলিলেন—আপনারা বিধি অনুসারে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন । ৪৫-৪৬½

তখন সেখানে সেই মুনিগণ বলিলেন,—পুত্র ! তুমি ত' এখনও বালক । (সুতরাং আমরা তোমার শিষ্য হইব কিরূপে ?) তখন সারস্বতমুনি পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমার ধর্ম যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য আমি আপনাদিগকে শিষ্য করিতে অভিলাষী হইয়াছি ; কারণ, যে ব্যক্তি অধর্মপূর্বক বেদসমূহের অধ্যাপনা করেন ও অধর্মপূর্বক উহা যে ব্যক্তি গ্রহণ করেন, ইঁহারা উভয়েই অতিসত্বর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হন অথবা উভয়ে উভয়ের শত্রু হইয়া যান । ৪৭-৪৮½

না বয়সে অধিক হইলে, না কেশ পক্ব হইলে, না ধনের দ্বারা এবং না বহু বন্ধু বান্ধব থাকিলেই কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে । কিন্তু ঋষিগণ আমাদের জন্য এই ধর্মই নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে, যিনি বেদের অধ্যাপনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ । ৪৯½

সারস্বতের এই কথা শ্রবণ করত সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট হইতে বিধিঅনুসারে বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ৫০½

ষাট্ হাজার মুনি স্বাধ্যায়ের জন্য ব্রহ্মর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৫১½

এই ব্রহ্মর্ষি সারস্বত যদিও বালক ছিলেন, তথাপি সেই সব বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার আজ্ঞার অধীন থাকিয়া তাঁহার আসনের জন্য এক একমুষ্টি কুশ লইয়া আসিতেন । ৫২

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবল রোহিণীনন্দন বলরাম সেস্থানেও স্নান এবং ধনাদি দান করত প্রসন্নতাসহকারে ক্রমশঃ সকল তীর্থে বিচরণ করিতে করিতে সেই বিখ্যাত মহাতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে বৃদ্ধা কুমারীকন্যা বাস করিতেন ।৫৩

শ্রীব্রহ্মর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃদ্ধকন্যায়াশ্চরিত্রম্, শৃঙ্গবতা সহ তস্যা বিবাহঃ, স্বর্গগমনম্, তীর্থমাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কথং কুমারী ভগবংস্তপোযুক্তা ধৃতব্রতা পুরা।
কিমর্থঞ্চ তপস্তেপে কো বাস্যা নিয়মোঽভবৎ ॥ ১
সুদুষ্করমিদং ব্রহ্মংস্ত্বত্তঃ শ্রুতমনুত্তমম্।
আখ্যাহি তত্ত্বমখিলং যথা তপসি সা স্থিতা ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঋষিরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কুণিগর্গো মহাযশাঃ।
স তপ্ত্বা বিপুলং রাজংস্তপো বৈ তপতাং বরঃ ॥ ৩
মনসাথ সুতাং সুভ্রূং সমুৎপাদিতবান্ বিভুঃ।
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতঃ কুণিগর্গো মহাযশাঃ ॥ ৪
জগাম ত্রিদিবং রাজন্ সন্ত্যজ্যেহ কলেবরম্।
সুভ্রূঃ সা হ্যথ কল্যাণী পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ॥ ৫
মহতা তপসোগ্রেণ কৃত্বাঽঽশ্রমমনিন্দিতা।
উপবাসৈঃ পূজয়ন্তী পিতৄন্ দেবাংশ্চ সা পুরা ॥৬
তস্যাস্তু তপসোগ্রেণ মহান্ কালোঽত্যগান্নৃপ।
সা পিত্রা দীয়মানাপি তত্র নৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ৭
আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্তারং নাধ্যগচ্ছত।
ততঃ সা তপসোগ্রেণ পীড়য়িত্বাঽঽত্মনস্তনুম্ ॥ ৮
পিতৃদেবার্চনরতা বভূব বিজনে বনে।
সাঽঽত্মানং মন্যমানাপি কৃতকৃত্যং শ্রমান্বিতা ॥ ৯
বার্দ্ধকেন চ রাজেন্দ্র তপসা চৈব কর্শিতা।
সা নাশকদ্ যদা গন্তুং পদাৎ পদমপি স্বয়ম্ ॥ ১০
চকার গমনে বুদ্ধিং পরলোকায় বৈ তদা।
মোক্তুকামাং তু তাং দৃষ্ট্বা শরীরং নারদোঽব্রবীৎ ॥১১
অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কৃতো লোকাস্তবানঘে।
এবং তু শ্রুতমস্মাভির্দেবলোকে মহাব্রতে ॥ ১২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, শৃঙ্গবানের সহিত তাঁহার বিবাহ ও স্বর্গ গমন এবং ঐ তীর্থের মহিমা কথন

জনমেজয় বলিলেন—ভগবন্! পুরাকালে এই কুমারী কন্যা কেন তপস্যায় প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন? তিনি কিজন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কিরূপ নিয়ম ছিল? ১

ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখ হইতে এই অত্যুগ্র উত্তম এবং পরম দুষ্কর তপস্যার কথা শুনিয়াছি। আপনি সকল বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলুন. এই কন্যা কেন তপস্যায় নিরতা হইয়াছিলেন?২

বৈশম্পায়ন বলিলেন.—রাজন্! প্রাচীনকালে এক মহাশক্তিশালী ও মহাযশস্বী কুণিগর্গনামক ঋষি ছিলেন। তপস্যাকারী ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মহর্ষি অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়া নিজ মনে মনে এক সুন্দরী কন্যা উৎপাদন করিলেন। ৩,

হে রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া মহাযশস্বী মুনি কুণিগর্গ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং কিছুকাল পরে নিজ দেহত্যাগ করত স্বর্গ গমন করিলেন। ৪;

তদনন্তর কমলতুল্য সুন্দর নেত্রযুক্তা সেই কল্যাণময়ী সতী সাধ্বী সুন্দরী কন্যা পুরাকালে নিজের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করত কঠোর তপস্যা এবং উপবাসের সহিত দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করিতে করিতে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ৫-৬

রাজন্! উগ্র তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার বহু সময় অতিবাহিত হইল। পিতা কুণিগর্গ জীবিতকালেই তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই অনিন্দ্য সুন্দরী তখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন্ নাই। তিনি নিজের যোগ্য কোন পতি দেখিতে পান নাই। ৭;

তখন তিনি উগ্র তপস্যার দ্বারা নিজের দেহকে পীড়িত করিয়া নির্জন বনে পিতৃগণ ও দেববৃন্দের পূজায় নিরতা রহিলেন। ৮;

রাজেন্দ্র! পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও তিনি নিজেকে নিজেই কৃতার্থা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্য ও তপস্যা ইঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া দিল।৯;

যখন তিনি স্বয়ংই একপদ চলিতে অসমর্থা হইলেন; তখন তিনি পরলোকে গমন করিতে মতিস্থির করিলেন। ১০;

তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বলিলেন—মহাব্রতে! নিষ্পাপে! তোমার ত' এখনও বিবাহসংস্কার হয় নাই, তুমি এখনও কন্যা; সুতরাং তুমি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে কিরূপে? তোমার সম্বন্ধে এরূপ কথা আমি দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ; কিন্তু পুণ্যলোকের উপর অধিকার তোমার হয় নাই ১১-১২;

তপঃ পরমকং প্রাপ্তং ন তু লোকাস্ত্বয়া জিতাঃ।
তন্নারদবচঃ শ্রুত্বা সাত্রবীদৃষিসংসদি ॥ ১৩
তপসোঽর্দ্ধং প্রযচ্ছামি পাণিগ্রাহস্য সত্তম।
ইত্যুক্তে চাস্য জগ্রাহ পাণিং গালবসম্ভবঃ ॥ ১৪
ঋষিঃ প্রাক্ শৃঙ্গবান্নাম সময়ং চেমমব্রবীৎ
সময়েন তবাদ্যাহং পাণিং স্প্রক্ষ্যামি শোভনে ॥ ১৫
যদ্যেকরাত্রং বস্তব্যং ত্বয়া সহ ময়েতি হ।
তথেতি সা প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ পাণিং দদৌ তদা ॥ ১৬
যথাদৃষ্টেন বিধিনা হুত্বা চাগ্নিং বিধানতঃ।
চক্রে চ পাণিগ্রহণং তস্যোদ্বাহঞ্চ গালবিঃ ॥ ১৭
সা রাত্রাবভবদ্ রাজংস্তরুণী বরবর্ণিনী।
দিব্যাভরণবস্ত্রা চ দিব্যগন্ধানুলেপনা ॥ ১৮
তাং দৃষ্ট্বা গালবিঃ প্রীতো দীপয়ন্তীমিব শ্রিয়া।
উবাস চ ক্ষপামেকাং প্রভাতে সাত্রবীচ্চ তম্ ॥ ১৯

নারদের এই কথা শ্রবণ করত তিনি ঋষিগণের সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে সাধুত্তম! আপনাদের মধ্যে যে কেহ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে আমার তপস্যার অগ্রভাগ প্রদান করিব ॥ ১৩½

তিনি এই কথা বলিবার পর সর্ব্বপ্রথমে গালবের পুত্র শৃঙ্গবান্ ঋষি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকটে আসিয়া এই শর্ত্ত করিলেন যে, শোভনে! আজ আমি এক শর্ত্ত অনুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব। বিবাহের পর তোমাকে আমার সহিত একরাত্রি বাস করিতে হইতে। যদি ইহাতে স্বীকৃত থাক, তবে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি ॥ ১৪-১৫½

তখন 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া স্বীকার করত তিনি মুনির হস্তে নিজ হস্ত অর্পণ করিলেন। তারপর গালবপুত্র শৃঙ্গবান্ শাস্ত্রোক্ত বিধিঅনুসারে অগ্নিতে হোম করত তাঁহার পাণিগ্রহণ ও বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন ॥ ১৬ ১৭

রাজন্! রাত্রিতে তিনি দিব্য বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা ও দিব্য গন্ধযুক্ত অঙ্গরাগে অলঙ্কৃতা পরমসুন্দরী তরুণী হইয়া যাইলেন ॥১৮

নিজ কান্তিতে সর্ব্বদিকে তাঁহাকে দেদীপ্যমানা হইতে দেখিয়া গালবপুত্র শৃঙ্গবান্ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস করিলেন। প্রভাত হইলে পর তিনি মুনিকে বলিলেন ॥১৯

যস্ত্বয়া সময়ো বিপ্র কৃতো মে তপতাং বর।
তেনোষিতাস্মি ভদ্রং তে স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম ॥ ২০
সা নির্গতাব্রবীদ্ ভূয়ো যোঽস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ।
বসতে রজনীমেকাং তর্পয়িত্বা দিবৌকসঃ ॥ ২১
চত্বারিংশত্তমষ্টৌ চ যো বাষ্টৌ সমাচরেৎ।
যো ব্রহ্মচর্য্যং বর্ষাণি ফলং তস্য লভেত সঃ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা ততঃ সাধ্বী দেহং ত্যক্ত্বা দিবং গতা।
ঋষিরপ্যভবদ্ দীনস্তস্যা রূপং বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৩
সময়েন তপোঽর্দ্ধঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ প্রতিগৃহীতবান্।
সাধয়িত্বা তবাত্মানং তস্যাঃ স গতিমন্বিয়াৎ ॥ ২৪
দুঃখিতো ভরতশ্রেষ্ঠ তস্যা রূপবলাৎ কৃতঃ।
এতত্তে বৃদ্ধকন্যায়া ব্যাখ্যাতং চরিতং মহৎ ॥ ২৫
তথৈব ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ স্বর্গস্য চ গতিঃ শুভা।
তত্রস্থশ্চাপি শুশ্রাব হতং শল্যং বলায়ুধঃ ॥ ২৬

তপস্বী মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে! আপনি যে শর্ত্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি এক রাত্রি আপনার নিকট বাস করিলাম। আপনার মঙ্গল হউক এবং কল্যাণ হউক। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি যাইতেছি ॥ ২০

এই কথা বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে পুনরায় বলিলেন—যে ব্যক্তি চিত্তকে একাগ্র করিয়া এই তীর্থে স্নান ও দেবগণকে তর্পণ করত এক রাত্রি বাস করিবে, সেই ব্যক্তি আটান্ন (৫৮) বর্ষ পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফললাভে সমর্থ হইবে ॥ ২১-২২

এই কথা বলিয়া সাধ্বী তপস্বিনী দেহত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিলেন এবং মুনি শৃঙ্গবান্ তাঁহার দিব্য রূপের কথা চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ২৩

তিনি শর্ত্ত অনুসারে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধভাগ অতিকষ্টে স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর মুনি শৃঙ্গবান্ও নিজের দেহ ত্যাগ করত তাঁহারই পথে গমন করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি তাঁহার রূপের বলে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৪½

এই আমি তোমাকে বৃদ্ধা কন্যার মহৎ চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং স্বর্গলোক প্রাপ্তিরূপ সদ্গতির কথা বলিলাম ॥ ২৫½

এ স্থানেই থাকিয়া শরুতাপন বলরাম শল্যের নিধনের সংবাদ শুনিলেন। এ স্থানেও মধুবংশজাত বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বহু

তত্রাপি দত্ত্বা দানানি দ্বিজাতিভ্যঃ পরন্তপঃ।
শুশ্রাব শল্যঃ সংগ্রামে নিহতং পাণ্ডবৈস্তদা ॥ ২৭
সমন্তপঞ্চকদ্বারাৎ ততো নিষ্ক্রম্য মাধবঃ।
পপ্রচ্ছর্ষিগণান্ রামঃ কুরুক্ষেত্রস্য যৎ ফলম্ ॥ ২৮
তে পৃষ্টা যদুসিংহেন কুরুক্ষেত্রফলং বিভো।

প্রকার ধনদান করিলেন। তারপর সমন্তপঞ্চকদ্বার হইতে নির্গত হইয়া ঋষিদিগকে কুরুক্ষেত্র সেবনের ফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬-২৮

সমাচখ্যুর্মহাত্মানস্তস্মৈ সর্বং যথাতথম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

প্রভো! যদুবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বলরামকর্তৃক কুরুক্ষেত্রের ফলের কথা জিজ্ঞাসিত হইলে পর সেস্থানে অবস্থানকারী মহাত্মাগণ তাঁহাকে সব কিছুই যথাযথভাবে বলিলেন ॥ ২৯

শ্রীবরদর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ঋষিভিঃ কুরুক্ষেত্রস্য সীম্নো মহিম্নশ্চ বর্ণনম্।]

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে
সনাতনঃ রাম সমন্তপঞ্চকম্
সমীজিরে সত্র পুরা দিবৌকসো
বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ ॥
পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা
বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা
ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে ॥ ২

রাম উবাচ।

কিমর্থং কুরুণা কৃষ্টং ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনা।
এতদিচ্ছামহং শ্রোতুং কথ্যমানং তপোধনাঃ ॥ ৩

ঋষয় ঊচুঃ

পুরা কিল কুরুং রাম কর্ষন্তং সততোত্থিতম্।
অভ্যেত্য শক্রস্ত্রিদিবাৎ পর্য্যপৃচ্ছত কারণম্ ॥ ৪

ইন্দ্র উবাচ।

কিমিদং বর্ততে রাজন্ প্রযত্নেন পরেণ চ।
রাজর্ষে কিমভিপ্রেতং ধেনেয়ং কৃষ্যতে ক্ষিতিঃ ॥৫

কুরুরুবাচ।

ইহ যে পরমাঃ ক্ষেত্রে মরিষ্যন্তি শতক্রতো।
তে গমিষ্যন্তি সুকৃতাঁল্লোকান্ পাপবিবর্জিতান্ ॥ ৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ঋষিগণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের সীমা এবং মহিমা বর্ণন।]

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বলরাম! সমন্তপঞ্চকক্ষেত্র সনাতন তীর্থ। ইহাকে প্রজাপতি উত্তরবেদি বলিয়া থাকেন। এস্থানে পুরাকালে মহাবরদাতাকারী দেবতাগণ একটি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১

পূর্বে অমিততেজস্বী বুদ্ধিমান্ রাজর্ষিপ্রবর মহাত্মা কুরু এই ক্ষেত্রে বহু বর্ষকাল পর্য্যন্ত কর্ষণ করিয়াছিলেন। এই কারণে এজগতে ইহার নাম 'কুরুক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২

বলরাম বলিলেন,—তপোধনগণ মহাত্মা কুরু কি কারণে এই ক্ষেত্রে কর্ষণ করিয়াছিলেন? আমি আপনাদের মুখ হইতে এই কথা শুনিতে বাসনা করি ॥ ৩

ঋষিগণ বলিলেন,—বলরাম! আমরা শুনিয়াছি যে, সর্বদা প্রত্যেক শুভ কার্যের জন্য উদ্যত কুরু যখন এই ক্ষেত্রকে কর্ষণের জন্য নিযুক্ত হইতেন, সেই সময় ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! এই মহৎ প্রচেষ্টার দ্বারা কি হইবে? রাজর্ষে! আপনি কি বাসনা করেন, যাহার জন্য এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন? ৫

কুরু বলিলেন,—শতক্রতো! যে মানুষ এই ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করিবে, সে পুণ্যাত্মাগণের পাপরহিত লোকে গমন করিবে ॥ ৬

অবহস্য ততঃ শক্রো জগাম ত্রিদিবং পুনঃ।
রাজর্ষিরপ্যনির্বিণ্ণঃ কর্ষত্যেব বসুন্ধরাম্ ॥ ৭
আগম্যাগম্য চৈবৈনং ভূয়োভূয়োঽবহস্য চ।
শতক্রতুরনির্বিণ্ণং পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ ॥ ৮
যদা তু তপসোগ্রেণ চকর্ষ বসুধাং নৃপঃ।
ততঃ শক্রোঽব্রবীদ্ দেবান্ রাজর্ষের্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৯
এতচ্ছ্রুত্বাব্রুবন্ দেবাঃ সহস্রাক্ষমিদং বচঃ।
বরেণ চ্ছন্দ্যতাং শক্র রাজর্ষির্যদি শক্যতে ॥ ১০
যদি ত্বত্র প্রমীতা বৈ স্বর্গং গচ্ছন্তি মানবাঃ।
অস্মাননিষ্ট্বা ক্রতুভির্ভাগো নো ন ভবিষ্যতি ॥ ১১
আগম্য চ ততঃ শক্রস্তদা রাজর্ষিমব্রবীৎ।
অলং খেদেন ভবতঃ ক্রিয়তাং বচনং মম ॥ ১২
মানবা যে নিরাহারা দেহং ত্যক্ষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।
যুধি বা নিহতাঃ সম্যগপি তির্যগ্‌গতা নৃপ ॥ ১৩
তে স্বর্গভাজো রাজেন্দ্র ভবিষ্যন্তি মহামতে।
তথাস্ত্বিতি ততো রাজা কুরুঃ শক্রমুবাচ হ ॥ ১৪
ততস্তদভ্যনুজ্ঞাপ্য ব্রহ্মর্ষেনাস্তরাত্মনা।
জগাম ত্রিদিবং ভূয়ঃ ক্ষিপ্রং বলনিসূদনঃ ॥ ১৫
এবমেতদ্ যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্টং রাজর্ষিণা পুরা।
শক্রেণ চাভ্যনুজ্ঞাতং ব্রহ্মণাপ্যেষ্ট তথৈব তৎ ॥ ১৬
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ভূমেঃ স্থানং ভবিষ্যতি।
ইহ তপ্যন্তি যে কেচিত্তপঃ পরমকং নরাঃ ॥ ১৭
দেহত্যাগেন তে সর্বে বাসাস্যন্তি ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্।
যে পুনঃ পুণ্যভাজো বৈ দানং দাস্যন্তি মানবাঃ ॥ ১৮
তেষাং সহস্রগুণিতং ভবিষ্যত্যাচিরেণ বৈ।
যে চেহ নিত্যাং মনুজা নিবৎস্যন্তি শুভৈষিণঃ ॥ ১৯
যজ্ঞস্য বিষয়ঃ কৃৎস্নো ন ভক্ষাস্তি কদাচন।
ভক্ষান্তি যে চ ক্রতুভিমন্তস্তিমনুজেশ্বরাঃ ॥ ২০

তখন ইন্দ্র তাঁহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। রাজর্ষি কুরু ইহাতে উদাসীন না হইয়া সেখানকার ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

শতক্রতু ইন্দ্র নিজ কার্য হইতে বিরত না হইয়া কার্যরত কুরুর নিকট বারংবার আসিতেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেকবারই উপহাস করত স্বর্গলোকে গমন করিতেন ॥৮

যখন রাজা কুরু কঠোর তপস্যাপূর্বক ভূমিকে কর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন ইন্দ্র দেবগণকে রাজর্ষি কুরুর এই চেষ্টার কথা বলিলেন ॥ ৯

এই কথা শুনিয়া দেবগণ সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে ইন্দ্র! যদি সম্ভব হয়, তবে রাজর্ষি কুরুকে বর দান করিয়া নিজের আনুকূল্য করুন ॥ ১০

যদি এস্থানে মৃত মানুষ যজ্ঞসকলের দ্বারা আমাদের পূজা না করিয়াই স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে, তবে আমাদের যজ্ঞভাগ ত নষ্ট হইয়াই যাইল ॥ ১১

তখন ইন্দ্র সেস্থানে আসিয়া রাজর্ষি কুরুকে বলিলেন—হে নৃপ! আপনি বৃথা কেন কষ্ট করিতেছেন? আমার এক কথা আপনি স্বীকার করুন। মহামতে! রাজেন্দ্র! যে মানুষ ও পশুপক্ষী এস্থানে নিরাহার করত দেহত্যাগ করিবে অথবা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারা স্বর্গভাগী হইবে ॥ ১২-১৩½

তখন রাজা কুরু ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবরাজ! তাহাই হউক। তদনন্তর কুরুর নিকট হইতে গমনানুমতি লইয়া বলাসুরসূদন ইন্দ্র শীঘ্রই প্রসন্নচিত্তে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ১৪-১৫

যদুশ্রেষ্ঠ! এইরূপে প্রাচীনকালে রাজর্ষি কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ইহাকে বরদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন ॥ ১৬

কুরুক্ষেত্রের কোন স্থানই ইহা হইতে অধিক পুণ্যদায়ক নহে। যে সকল মানুষ এস্থানে থাকিয়া উগ্র তপস্যা করিবেন, তাঁহারা দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন ॥ ১৭

যে পুণ্যাত্মা মানুষ এখানে দান করিবেন, তাঁহার সেই দান শীঘ্রই সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে ॥ ১৮½

যে সকল মানুষ শুভ কামনা করিয়া এখানে নিত্য বাস করিবেন, তাঁহাদিগকে কখনও যমরাজ্য দেখিতে হইবে না ॥ ১৯

যে সমস্ত নরপতি এস্থানে মহাযজ্ঞসকল অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা এই পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করিবেন ॥ ২০½

হে বলানুজ! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র কুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে যে গাথা গান করিয়াছিলেন, উহা আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২১

তেষাং ত্রিবিষ্টপে বাসো যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি।
অপি চাত্র স্বয়ং শক্রো জগৌ গাথাং সুরাধিপঃ ॥ ২১
কুরুক্ষেত্রনিবদ্ধাং বৈ তাং শৃণুষ্ব হলায়ুধ।
পাংসবোঽপি কুরুক্ষেত্রাদ্ বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২২
সুরর্ষভা ব্রাহ্মণসত্তমাশ্চ
তথা নৃগাদ্যা নরদেবমুখ্যাঃ।
ইষ্ট্বা মহার্হৈঃ ক্রতুভির্নৃসিংহাঃ
সম্ত্যজ্য দেহান্ সুগতিং প্রপন্নাঃ ॥ ২৩
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং
রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং
প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে ॥ ২৪

শিবং মহাপুণ্যমিদং দিবৌকসাং
সুসম্মতং সর্বগুণৈঃ সমন্বিতম্।
অতশ্চ সর্বে নিহতা নৃপা রণে
যান্ত্যস্মিং পুণ্যাং গতিমক্ষয়াং সদা ॥ ২৫
ইত্যুবাচ স্বয়ং শক্রঃ সহ ব্রহ্মাদিভিস্তদা।
তচ্চানুমোদিতং সর্বং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরৈঃ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে কুরুক্ষেত্রকথনে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

কুরুক্ষেত্র হইতে বায়ু দ্বারা উড্ডীয়মান ধূলিসকলও যদি উপরে পতিত হয়, তবে ইহাতে পাপী মনুষ্যগণ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১

শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ! এস্থানে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও নৃগাদি মুখ্য মুখ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতিগণ মহাযজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়া দেহ-ত্যাগের পর উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন

তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ (পরশুরামকৃত) ও মচক্রুক—এই সকলের মধ্যবর্তিত ভূভাগ হইল কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চক ইহাকেই প্রজাপতির উত্তরবেদি বলা হয় ॥ ২৪

এই ক্ষেত্র মহাপুণ্যপ্রদ, কল্যাণকারী, দেবতাগণের প্রিয় এবং সর্বগুণসম্পন্ন তীর্থ। অতএব এস্থানে রণভূমিতে নিহত সমস্ত নরপতিগণ সদা পুণ্যময়ী অক্ষয় গতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫

ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সহিত সাক্ষাৎ ইন্দ্র এই সকল কথা বলিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব ইহার সমুদয় বিষয় অনুমোদন করিয়াছিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলদেবের তীর্থযাত্রা এবং সারস্বত-উপাখ্যান প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্রের মহিমাকথনবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্লক্ষ-প্রস্রবণাদিতীর্থানাং সরস্বত্যাশ্চ মহিমকথনম্, নারদসকাশাৎ কৌরবাণাং বিনাশস্য ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োঃ গদাযুদ্ধস্য চ সন্দেশং শ্রুত্বা তদ্ দ্রষ্টুং বলরামস্য তত্র গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কুরুক্ষেত্রং ততো দৃষ্ট্বা দত্ত্বা দায়াংশ্চ সাত্বতঃ।
আশ্রমং সুমহদ্ দিব্যমগমজ্জনমেজয় ॥ ১
মধূকাম্রবণোপেতং প্লক্ষ-ন্যগ্রোধসঙ্কুলম্।
চিরবিল্বযুতং পুণ্যং পনসার্জুনসঙ্কুলম্ ॥ ২
তং দৃষ্ট্বা যাদবশ্রেষ্ঠঃ প্রবরং পুণ্যলক্ষণম্।
পপ্রচ্ছ তানৃষীন্ সর্বান্ কস্যাশ্রমবরস্থলম্ ॥ ৩
তে তু সর্বে মহাত্মানমূচুঃ রাজন্ হলায়ুধম্।
শৃণু বিস্তরশো রাম যস্যায়ং পূর্বমাশ্রমঃ ॥ ৪
অত্র বিষ্ণুঃ পুরা দেবস্তপ্তবাংস্তপ উত্তমম্।
অত্রাস্য বিধিবদ্ যজ্ঞাঃ সর্বে বৃত্তাঃ সনাতনাঃ ॥ ৫
অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ॥ ৬

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[প্লক্ষপ্রস্রবণাদি তীর্থ ও সরস্বতীর মাহাত্ম্যকথন, নারদের নিকট হইতে কৌরবদের বিনাশ ও ভীমসেন-দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করত উহা দেখিবার জন্য বলরামের সেস্থানে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সাত্বতবংশীয় বলরাম কুরুক্ষেত্রকে দর্শন করিয়া সেস্থানে বহু ধনদান করত সেখান হইতে এক মহৎ ও দিব্য আশ্রমে গমন করিলেন। ১

মধুয়া ও আম্র-বন সেই আশ্রমের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। পাকুড় ও বট বৃক্ষ সেস্থানে নিজের ছায়া বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বহুকাল হইতে বিল্ব, কাঁঠাল ও অর্জুন বৃক্ষের দ্বারা সেইআশ্রম পূর্ণ ছিল। পুণ্যদায়ক লক্ষণসমূহে যুক্ত সেই পুণ্যময় শ্রেষ্ঠ আশ্রমকে দর্শন করত যাদবশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই সকল ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই আশ্রম কাহার? ২-৩

তখন সেই সব ঋষি মহাত্মা হলধরকে বলিলেন,—বলরাম! পূর্ব্বে এই আশ্রম কাহার অধিকারে ছিল, তাহা সবিস্তারে শ্রবণ করুন ॥ ৪

পুরাকালে এস্থানে ভগবান্ বিষ্ণু উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন। এস্থানেই তাঁহার সকল সনাতন যজ্ঞ বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ৫

বভূব শ্রীমতী রাজন্ শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ॥ ৭
সা তু তপ্ত্বা তপো ঘোরং দুশ্চরং স্ত্রীজনেন হ।
গতা স্বর্গং মহাভাগা দেব-ব্রাহ্মণপূজিতা ॥ ৮
শ্রুত্বা ঋষীণাং বচনমাশ্রমং তং জগাম হ।
ঋষীংস্তানভিবাদ্যাথ পার্শ্বে হিমবতোঽচ্যুতঃ ॥ ৯
সন্ধ্যাকার্য্যাণি সর্বাণি নিবর্ত্যারুরুহেঽচলম্।
নাতিদূরং ততো গত্বা নগ তালধ্বজো বলী ॥
পুণ্যং তীর্থবরং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
প্রভাবঞ্চ সরস্বত্যাঃ প্লক্ষপ্রস্রবণং বলঃ ॥
সম্প্রাপ্তঃ কারপবনং প্রবরং তীর্থমুত্তমম্।
হলায়ুধস্তত্র চাপি দত্ত্বা দানং মহাবলঃ ॥ ১২

এস্থানে কুমারী বয়স হইতে ব্রহ্মচর্য্যপালনকারিণী এক সিদ্ধা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। ইনি তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ছিলেন। ইনি যোগযুক্তা হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৬

রাজন্! নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালিনী ও ব্রহ্মচর্য্যপালনকারিণী এই তেজস্বিনী সাধ্বী মহাত্মা শাণ্ডিল্যের কন্যা ছিলেন ॥ ৭

স্ত্রীগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত দুষ্কর ছিল, এরূপ দুষ্কর তপস্যা করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সম্মানিতা হইয়া এই মহা-সৌভাগ্যশালিনী দেবী স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৮

ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করত নিজ মাহাত্ম্য হইতে অবিচ্যুত বলরাম সেই আশ্রমে যাইলেন। সেস্থানে হিমালয়ের পার্শ্বভাগে সেই ঋষিদিগকে প্রণাম করত সন্ধ্যা-বন্দনাদি সব কার্য্য করিবার পর তিনি হিমালয়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১১

যাঁহার ধ্বজে তালবৃক্ষের চিহ্ন সুশোভিত ছিল, সেই বলরাম এই পর্ব্বতের উপর কিছুদূর যাইলে পর তাঁহার দৃষ্টি এক পুণ্যময় উত্তম তীর্থের উপর পতিত হইল। ইহাই সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান প্লক্ষপ্রস্রবণনামক তীর্থ। ইহা দর্শন করিয়া বলরাম অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১০-১১

তারপর তিনি কারপবননামক উত্তম তীর্থে গমন করিলেন। মহাবল হলধর সেস্থানে নির্ম্মল, পবিত্র ও অত্যন্ত শীতল পুণ্যদায়ক জলে স্নান করত ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিলেন এবং দেবতা

আপ্লুতঃ সলিলে পুণ্যে সুশীতে বিমলে শুচৌ।
সন্তর্পয়ামাস পিতৃন্ দেবাংশ্চ রণদুর্মদঃ ॥ ১৩
তত্রোষ্ট্রেকাং তু রজনীং যতিভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুণ্যং জগামাশ্রমমচ্যুতঃ॥ ১৪
ইন্দ্রোঽগ্নির্ভগশ্চৈব যত্র প্রাক্ প্রীতিমাপ্নুবন্।
তং দেশং কারপবনাদ্ যমুনায়াং জগাম হ ॥১৫
স্নাত্বা তত্র চ ধর্মাত্মা পরাং প্রীতিমবাপ্য চ।
ঋষিভিশ্চৈব সিদ্ধৈশ্চ সহিতো বৈ মহাবলঃ॥ ১৬
উপবিষ্টঃ কথাঃ শুভ্রাঃ শুশ্রাব যদুপুঙ্গবঃ।
তথা তু তিষ্ঠতাং তেষাং নারদো ভগবানৃষিঃ॥ ১৭
আজগামাথ তং দেশং যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ।
জটামণ্ডলসংবীতঃ স্বর্ণচীরো মহাতপাঃ॥ ১৮
হেমদণ্ডধরো রাজন্ কমণ্ডলুধরস্তথা।
কচ্ছপীং সুখসন্ধাং তাং গৃহ্য বীণাং মনোরমাম্ ॥ ১৯
নৃত্যে গীতে চ কুশলো দেব-ব্রাহ্মণপূজিতঃ।
প্রকর্তা কলহানাঞ্চ নিত্যঞ্চ কলহপ্রিয়ঃ॥ ১০

তং দেশমগমদ্ যত্র শ্রীমান্ রামো ব্যবস্থিতঃ
প্রত্যুত্থায় চ তং সম্যক্ পূজয়িত্বা যতব্রতম্ ॥ ২১
দেবর্ষিং পর্য্যপৃচ্ছৎ স যথা বৃত্তং কুরূন্ প্রতি।
ততোঽস্যাকথয়দ্ রাজন্ নারদঃ সর্বধর্মবিৎ ॥ ২২
সর্বমেতদ্ যথাবৃত্তমতীব করুসংক্ষয়ম্।
ততোঽব্রবীদ্ রৌহিণেয়ো নারদং দীনয়া গিরা ॥ ২৩
কিমবস্থং তু তৎ ক্ষেত্রং যে তু তত্রাভবন্ নৃপাঃ।
শ্রুতমেতন্ময়া পূর্বং সর্বমেব তপোধন ॥ ২৪
বিস্তরশ্রবণে জাতং কৌতূহলমতীব মে।

নারদ উবাচ।

পূর্বমেব হতো ভীষ্মো দ্রোণঃ সিন্ধুপতিস্তথা ॥ ২৫
হতো বৈকর্তনঃ কর্ণঃ পুত্রাশ্চাস্য মহারথাঃ।
ভূরিশ্রবা রৌহিণেয় মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ॥২৬
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র তত্র মহাবলাঃ।
প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জয়ার্থং কৌরবস্য বৈ ॥২৭

ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। তাহার পর রণদুর্মদ বলরাম যতি এবং ব্রাহ্মণবৃন্দের সহিত একরাত্রি সে স্থানে বাস করত মিত্রা বরুণের পবিত্র আশ্রমে যাইলেন ॥ ১২-১৫

যেস্থানে পুরাকালে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা (সূর্য্য) অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, সেইস্থান যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল। কারপবন হইতে সেই তীর্থে গমন করত মহাবল ধর্ম্মাত্মা বলরাম স্নান করত অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর এই যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম ঋষি ও সিদ্ধগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া উত্তম কথাসকল শুনিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৬॥

এইভাবে তাঁহারা সকলে সেস্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবর্ষি ভগবান্ নারদও তাঁহাদের নিকট সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে বলরাম বিরাজমান আছেন ॥ ১৭॥

রাজন্! মহাতপস্বী নারদ জটামণ্ডলমণ্ডিত হইয়া স্বর্ণময় বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি কমণ্ডলু, স্বর্ণদণ্ড এবং সুখদায়ক শব্দকারী কচ্ছপীনামক মনোরমা বীণা হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

ইনি নৃত্য-গীতে কুশল, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সম্মানিত, কলহ উৎপাদনকারী এবং সদা কলহপ্রিয় ছিলেন ॥ ২০

তিনি সেই স্থানে আসিলেন, যেস্থানে তেজস্বী বলরাম উপবিষ্ট ছিলেন। তখন বলরাম উত্থিত হইয়া নিয়ম ও ব্রতপালনকারী দেবর্ষিকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া তাঁহাকে কৌরবগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২১॥

রাজন্! তখন সর্ব্বধর্ম্মবিৎ নারদ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বলিলেন যে, কুরুকুলের ভয়ঙ্কর সংহার হইয়া গিয়াছে ॥ ২২ ॥

ইহাতে রৌহিণীনন্দন বলরাম দীনস্বরে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তপোধন! যে সব রাজারা সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সব ক্ষত্রিয়দের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, ইহা ত' আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। এই সময় কিছু বিশেষ ও বিস্তৃত সংবাদ জানিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩-২৪॥

নারদ বলিলেন,—রৌহিণীনন্দন! ভীষ্ম পূর্ব্বেই নিহতপ্রায় হইয়া শরশয্যায় শায়িত আছে। তারপর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, দ্রোণাচার্য্য, সূর্য্যনন্দন কর্ণ এবং তাঁহার মহারথী পুত্রগণও নিহত হইয়াছে। ভূরিশ্রবা ও পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্যও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৫-২৬

ইহারা এবং যুদ্ধে অনিবৃত্ত অন্যান্য মহাবল রাজা এবং রাজ-

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ।
অহতাংস্তু মহাবাহো শৃণু মে তত্র মাধব ॥ ২৮
ধার্তরাষ্ট্রবলে শেষাস্ত্রয়ঃ সমিতিমর্দনাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৯
তেঽপি বৈ বিদ্রুতা রাম দিশো দশ ভয়াৎ তদা।
দুর্য্যোধনে হতে শল্যে বিদ্রুতেষু কৃপাদিষু ॥ ৩০
হ্রদং দ্বৈপায়নং নাম বিবেশ ভৃশদুঃখিতঃ।
শয়ানং ধার্তরাষ্ট্রং তু সলিলে স্তম্ভিতে তদা ॥ ৩১
পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণেন বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দয়ন্।
স তুদ্যমানো বলবান্ বাগ্‌ভী রাম সমন্ততঃ ॥ ৩২
উত্থিতঃ স হ্রদাদ্ বীরঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
স চাপ্যুপগতো যোদ্ধুং ভীমেন সহ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৩
ভবিষ্যতি তয়োরদ্য যুদ্ধং রাম সুদারুণম্।
যদি কৌতূহলং তেঽস্তি ব্রজ মাধব মা চিরম্।
পশ্য যুদ্ধং মহাঘোরং শিষ্যয়োর্যদি মন্যসে ॥ ৩৪

কুমারগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের জয়লাভের জন্য নিজ নিজ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ॥ ২৭½

মধুবংশভূষণ মহাবাহু বলরাম! যাহারা এই যুদ্ধে নিহত হয় নাই, তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও পরাক্রমশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা—শত্রুনিধনকারী এই তিন বীর জীবিত আছে ॥ ২৮-২৯

বলরাম! কিন্তু যখন শল্য নিহত হইল, তখন ইহারা তিনজনও ভীত হইয়া দশদিকে ধাবিত হইয়া পলায়ন করিল। শল্য নিহত হইলে ও কৃপাচার্য্যাদি পলায়ন করিলে পর দুর্য্যোধন অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িল এবং পলায়ন করত দ্বৈপায়ন সরোবরে যাইয়া আত্মগোপন করিল ॥ ৩০½

যখন দুর্য্যোধন জলকে স্তম্ভিত করিয়া তাহার মধ্যে শয়ন করিয়াছিল, তখন পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নানারূপ কঠোর বাক্যে তাহাকে পীড়াদান করিতে লাগিল ॥ ৩১½

বলরাম! যখন সর্ব্বতোভাবে তাহাকে কঠোর বাক্যে ব্যথিত করা হইতেছিল, তখন সেই বলবান্ বীর হ্রদে বিশাল গদাধারণ করত সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আসিল ॥ ৩২½

সেই সময় দুর্য্যোধন ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইল। রাম! আজ তাহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর গদা যুদ্ধ হইবে। মাধব! যদি তোমার মনে সেই

বৈশম্পায়ন উবাচ

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তানভ্যর্চ্য দ্বিজর্ষভান্।
সর্বান্ বিসর্জয়ামাস যে তেনাভ্যাগতাঃ সহ ॥ ৩৫
গম্যতাং দ্বারকাং চেতি সোঽশ্বশাদনুযায়িনঃ।
সোঽবতীর্য্যাচলশ্রেষ্ঠাৎ প্লক্ষপ্রস্রবণাচ্ছুভাৎ ॥ ৩৬
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বা তীর্থফলং মহৎ।
বিপ্রাণাং সন্নিধৌ শ্লোকমগায়দিদমচ্যুতঃ ॥ ৩৭
সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ
সরস্বতীবাসসমাঃ কুতো গুণাঃ।
সরস্বতীং প্রাপ্য দিবং গতা জনাঃ
সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্ ॥ ৩৮
সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা
সরস্বতী লোকশুভাবহা সদা।
সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুদুষ্কৃতং
সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ ॥ ৩৯

যুদ্ধ দর্শন করিবার বাসনা তবে শীঘ্র গমন কর। যদি ইহা ভাল বলিয়া মনে কর, তবে এই দুই শিষ্যের গদাযুদ্ধ দর্শন কর ॥ ৩৩-৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ নারদের কথা শ্রবণ করত বলরাম নিজের সঙ্গে আগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন এবং সেবকদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, তোমরা দ্বারকায় গমন কর ॥ ৩৫½

তারপর তিনি প্রস্রবণ নামক শুভ পর্ব্বতশিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং তীর্থসেবনের মহাফলের কথা শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত অচ্যুত বলরাম ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই শ্লোক গান করিলেন ॥ ৩৬-৩৭

সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিলে পর যে সুখ ও আনন্দ লাভ হয়, তাহা অন্যত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? সরস্বতীর তীরে বাস করিলে যে গুণলাভ হয়, তাহা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সরস্বতীর সেবনে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া মনুষ্য সদা সরস্বতী নদীর স্মরণ করিতে থাকেন ॥ ৩৮

সরস্বতী সমস্ত নদী হইতে পবিত্র। সরস্বতী সদা সমস্ত জগতের কল্যাণ করিয়া থাকেন। সরস্বতীকে পাইয়া মানুষ ইহলোক ও পরলোকে কখনও পাপের জন্য শোক করে না ॥ ৩৯

ততো মুহুর্মুহুঃ প্রীত্যা প্রেক্ষমাণঃ সরস্বতীম্
হয়ৈর্যুক্তং রথং শুভ্রমাতিষ্ঠত পরন্তপঃ ॥ ৪০
স শীঘ্রগামিনা তেন রথেন যদুপুঙ্গবঃ।
দিদৃক্ষুরভিসম্প্রাপ্তঃ শিষ্যযুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বাণ বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

তদনন্তর শত্রুতাপন বলরাম বারংবার প্রেমসহকারে সরস্বতী নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অবগণে যোজিত এক উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৪০

সেই শীঘ্রগামী রথের দ্বারা তৎকালে উপস্থাপিত হইয়া দুই শিষ্য দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের যুদ্ধ দেখিবার জন্য যুদ্ধপ্রধান বলরাম তাঁহাদের নিকট আসিলেন ॥ ৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বলরামপরামর্শেন সর্ব্বেষাং কুরুক্ষেত্রে গমনম্, তত্র ভীমদুর্য্যোধনয়োর্গদাযুদ্ধপ্রস্তুতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তদদ্ভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং জনমেজয়
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

রামং সংনিহিতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধ উপস্থিতে।
মম পুত্রঃ কথং ভীমং প্রত্যযুধ্যত সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ

রামসান্নিধ্যমাসাদ্য পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
যুদ্ধকামো মহাবাহুঃ সমহৃষ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা লাঙ্গলিনং রাজা প্রত্যুত্থায় চ ভারত।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ সমভ্যর্চ্য যথাবিধি ॥ ৪
আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্।
ততো যুধিষ্ঠিরং রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৫
কুরুক্ষেত্রং পরং পুণ্যং পাবনং স্বর্গ্যমেব চ
দৈবতৈর্ঋষিভির্জুষ্টং ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৭
তত্র বৈ যোৎস্যমানা যে দেহং ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং স্বর্গে ধ্রুবো বাসঃ শক্রেণ সহ মারিষ ॥ ৮
তস্মাৎ সমন্তপঞ্চকমিতো যাম দ্রুতং নৃপ।
প্রথিতোত্তরবেদী সা দেবলোকে প্রজাপতেঃ ॥৯

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বলরামের পরামর্শে সকলের কুরুক্ষেত্রে গমন এবং সেস্থানে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধের প্রস্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইভাবে সেই তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, যাহার বিষয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর বলরামকে নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিলেন? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বলরামকে নিকটে পাইয়া আপনার যুদ্ধাভিলাষী মহাবাহু শক্তিশালী পুত্র দুর্য্যোধন অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥ ৩

হে ভারত! হলধরকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির উঠিয়া দাড়াইলেন এবং অতিশয় প্রেমভরে বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করত বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন ও তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪-৬

তখন বলরাম যুধিষ্ঠিরকে মধুরবাণীতে বীরবর যোদ্ধাদের হিতের জন্য এই ধর্ম্মপূর্ণ কথা বলিলেন ॥ ৫।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি মাহাত্ম্য-কথা বর্ণনাকারী ঋষিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরমপাবন পুণ্যময় তীর্থ। এই তীর্থ স্বর্গপ্রদায়ক। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা উহার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৬-৭

মাননীয় নরেশ! যে মানব সেইস্থানে যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের দেহ ত্যাগ করিবে, তাহার নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সহিত বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হইবে ॥ ৮

হে নৃপ! অতএব আমরা সকলে এস্থান হইতে সমন্তপঞ্চক তীর্থে গমন করিব। এই ভূমি দেবলোকে প্রজাপতির উত্তরবেদি নাম প্রসিদ্ধ আছে। ত্রিলোকের এই পরম পুণ্যতম সনাতন

তস্মিন্ মহাপুণ্যতমে ত্রৈলোক্যস্য সনাতনে।
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য ধ্রুবং স্বর্গে ভবিষ্যতি ॥ ১০
তথেত্যুক্ত্বা মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
সমন্তপঞ্চকং বীরঃ প্রায়াদভিমুখঃ প্রভুঃ ॥ ১১
ততো দুর্যোধনো রাজা প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
পদ্ভ্যামমর্ষী দ্যুতিমানগচ্ছৎ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ১২
তথাঽঽয়ান্তং গদাহস্তং বর্মণা চাপি দংশিতম্।
অন্তরিক্ষচরা দেবাঃ সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥ ১৩
বাতিকাশ্চারণা যে তু দৃষ্ট্বা তে হর্ষমাগতাঃ।
স পাণ্ডবৈঃ পরিবৃতঃ কুরুরাজস্তবাব্রজৎ ॥ ১৪
মত্তস্যেব গজেন্দ্রস্য গতিমাস্থায় সোঽব্রজৎ।
ততঃ শঙ্খনিনাদেন ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ॥ ১৫
সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং দিশঃ সর্বাঃ প্রপূরিতাঃ।
ততস্তে তু কুরুক্ষেত্রং প্রাপ্তা নরবরোত্তমাঃ ॥ ১৬
প্রতীচ্যাভিমুখং দেশং যথোদ্দিষ্টং সুতেন তে।
দক্ষিণেন সরস্বত্যাঃ স্বয়নং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৭
তস্মিন্ দেশে স্বনিরিণে তে তু যুদ্ধমরোচয়ন্।
ততো ভীমো মহাকোটিং গদাং গৃহ্যাথ বর্মভৃৎ ॥ ১৮
বিভ্রদ্রূপং মহারাজ সদৃশং হি গরুত্মতঃ।
অববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ সংখ্যে কাঞ্চনবর্মভৃৎ ॥ ১৯
ররাজ রাজন্ পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাডিব।
বর্মভ্যাং সংযতৌ বীরৌ ভীম-দুর্যোধনাবুভৌ ॥ ২০
সংযুগে চ প্রকাশেতে সংরব্ধাবিব কুঞ্জরৌ।
রণমণ্ডলমধ্যস্থৌ ভ্রাতরৌ তৌ নরর্ষভৌ ॥ ২১
অশোভেতাং মহারাজ চন্দ্র-সূর্যাবিবোদিতৌ।
তাবন্যোন্যং নিরীক্ষেতাং ক্রুদ্ধাবিব মহাদ্বিপৌ ॥ ২২
দহন্তৌ লোচনৈ রাজন্ পরস্পরবধৈষিণৌ।
সম্প্রহৃষ্টমনা রাজন্ গদামাদায় কৌরবঃ ॥ ১৩

তীর্থে যুদ্ধ করত মৃত্যুপ্রাপ্ত মানুষ নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে গমন করিবে ॥ ৯-১০

মহারাজ! তখন 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া বীর রাজা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চকতীর্থ অভিমুখে গমন করিলেন। সেই সময় অমর্ষপূর্ণ তেজস্বী রাজা দুর্যোধন হস্তে বিশাল গদাধারণ করত পাণ্ডবগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১২

হস্তে গদা লইয়া কবচ ধারণ করত দুর্যোধনকে সেইভাবে আসিতে দেখিয়া আকাশে বিচরণকারী দেবতাগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥ ১৩

বাতিক ও চারণগণও তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবদিগের দ্বারা পরিবৃত আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্যোধন মদমত্ত গজরাজের গতির আশ্রয় গ্রহণ করত যাইতে লাগিলেন ॥ ১৪

সেই সময় শঙ্খসকলের ধ্বনি, রণভেরীসমূহের গম্ভীর শব্দ এবং বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল ॥ ১৫

তদনন্তর সেই সব শ্রেষ্ঠ নরবীরগণ আপনার পুত্র দুর্যোধনের সহিত পশ্চিমমুখে গমন করিয়া পূর্বোক্ত কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই উত্তম তীর্থ সরস্বতীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত এবং সদ্‌গতিপ্রদানকারী। এস্থানে কোথাও উষর ভূমি ছিল না। সেই স্থানে আসিয়া তাহারা সকলে যুদ্ধ করিবার জন্য স্থির করিলেন ॥ ১৬-১৭

তারপর ভীমসেন কবচ পরিধান করত বৃহৎ কোটিযুক্ত গদা হস্তে লইয়া যেন গরুড়ের রূপ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৮

তাহার পর দুর্যোধনও মস্তকে শিরস্ত্রাণ ও দেহে স্বর্ণময় বর্ম ধারণ করত ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন সুবর্ণময় গিরিরাজ মেরুর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ১৯

কবচ বন্ধন করত দুই বীর ভীমসেন ও দুর্যোধন যুদ্ধভূমিতে কুপিত হইয়া দুইটি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ২০

মহারাজ! রণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত এই দুই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা উদিত চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২১

রাজন্! ক্রুদ্ধ দুইটি গজরাজের ন্যায় পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই দুই বীর পরস্পরকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন, যেন নেত্র দ্বারাই উভয়ে উভয়কে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ২২

হে রাজন্! তদনন্তর শক্তিশালী কুরুবংশী রাজা দুর্যোধন প্রসন্নচিত্ত হইয়া হস্তে গদাধারণ পূর্বক ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত ওষ্ঠের দুই প্রান্তভাগ চাটিতে চাটিতে ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে

সৃক্কিণী সংলিহন্ রাজন্ ক্রোধরক্তেক্ষণঃ শ্বসন্।
ততো দুর্য্যোধনো রাজন্ গদামাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ২৪
ভীমসেনমভিপ্রেক্ষ্য গর্জো গর্জমিবাহ্বয়ৎ।
অদ্রিসারময়ীং ভীমস্তস্যৈবাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ২৫
আহ্বয়ামাস নৃপতিং সিংহঃ সিংহো যথা বনে।
তাবুদ্যতগদাপাণী দুর্যোধন-বৃকোদরৌ ॥ ২৬
সংযুগে চ প্রকাশেতাং গিরী সশিখরাবিব।
তাবুভৌ সমতিক্রুদ্ধাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥ ২৭
উভৌ শিষ্যৌ গদাযুদ্ধে রৌহিণেয়স্য ধীমতঃ।
উভৌ সদৃশকর্মাণৌ যম-বাসবয়োরিব ॥ ২৮
তথা সদৃশকর্মাণৌ বরুণস্য মহাবলৌ।
বাসুদেবস্য রামস্য তথা বৈশ্রবণস্য চ ॥ ২৯
সদৃশৌ তৌ মহারাজ মধু-কৈটভয়োরিব।
উভৌ সদৃশকর্মাণৌ তথা সুন্দোপসুন্দয়োঃ ॥ ৩০
রাম-রাবণয়োশ্চৈব বালি-সুগ্রীবয়োস্তথা।
তথৈব কালস্য সমৌ মৃত্যোশ্চৈব পরন্তপৌ ॥ ৩১
অন্যোন্যমভিধাবন্তৌ মত্তাবিব মহাদ্বিপৌ।
বাসিতাসঙ্গমে দৃপ্তৌ শরদীব মদোৎকটৌ ॥ ৩২
উভৌ ক্রোধবিষং দীপ্তং বমন্তাবুরগাবিব।
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ ॥ ৩৩
উভৌ ভরতশার্দূলৌ বিক্রমেণ সমন্বিতৌ।
সিংহাবিব দুরাধর্ষৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ ॥ ৩৪
নখদংষ্ট্রায়ুধৌ বীরৌ ব্যাঘ্রাবিব দুরুৎসহৌ।
প্রজাসংহরণে ক্রুদ্ধৌ সমুদ্রাবিব দুস্তরৌ ॥ ৩৫
লোহিতাঙ্গাবিব ক্রুদ্ধৌ প্রতপন্তৌ মহারথৌ।
পূর্ব-পশ্চিমজৌ মেঘৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ ॥ ৩৬
গর্জমানৌ সুবিষমং ক্ষরন্তৌ প্রাবৃষীব হি।
রশ্মিযুক্তৌ মহাত্মানৌ দীপ্তিমন্তৌ মহাবলৌ ॥ ৩৭
দদৃশাতে কুরুশ্রেষ্ঠৌ কাল-সূর্য্যাবিবোদিতৌ।
ব্যাঘ্রাবিব সুসংরব্ধৌ গর্জন্তাবিব তোয়দৌ ॥ ৩৮

করিতে ভীমসেনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সেইভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন, যেরূপ কোন হাতী অন্য এক হাতীকে আহ্বান করিয়া থাকে। ২৩-২৬।

সেইরূপ পরাক্রমশালী ভীমসেনও লৌহময় গদাধারণ করত রাজা দুর্যোধনকে সেইভাবে আহ্বান করিতে থাকিলেন, যেরূপ কোন সিংহ অপর এক সিংহকে আহ্বান করিয়া থাকে। ২৫।

দুর্যোধন ও ভীমসেন উভয়েরই গদা উত্তোলিত ছিল। সেই সময় রণাঙ্গনে ইঁহারা উভয়ে শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ২৬।

উভয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। উভয়ে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশকারী এবং উভয়েই গদা যুদ্ধে বুদ্ধিমান্ রোহিণী-নন্দন বলরামের শিষ্য ছিলেন। ২৭।

মহারাজ! শত্রুতাপন এই দুই মহাবল বীর যমরাজ, ইন্দ্র, বরুণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, কুবের, মধু, কৈটভ, সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালী ও সুগ্রীবের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশকারী ছিলেন। তখন ইঁহারা উভয়ে কাল ও মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্করূপে প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ২৮-৩১

যেরূপ শরৎকালে যূথনেতৃত্ব হস্তিনীর সহিত সমাগমের জন্য দুইটি মদমত্ত হস্তী পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজ নিজ বলের গর্ব্বকারী এই দুই বীর পরস্পরকে আঘাত করিবার জন্য পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। শত্রু-দমনকারী এই দুই যোদ্ধা দুইটি সর্পের ন্যায় প্রজ্বলিত ক্রোধরূপী বিষ উদ্গিরণ করিতে করিতে পরস্পরকে রোষসহকারে দেখিতে লাগিলেন। ৩২-৩৩

ভরতবংশের এই দুই পরাক্রমশালী সিংহ বিক্রমশালী বনজাত দুইটি সিংহের ন্যায় দুর্জয় ছিলেন এবং উভয়েই গদা-যুদ্ধে বিশেষজ্ঞও ছিলেন। ৩৪

নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রধারী দুইটি ব্যাঘ্রের ন্যায় এই দুই বীরের বেগ শত্রুদের পক্ষে অসহ্য ছিল। প্রলয়কালে বিক্ষুব্ধ দুইটি সমুদ্রের ন্যায় পরস্পরকে তাপদান করিতে লাগিলেন। ৩৫।

যেরূপ বর্ষাকালে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে স্থিত দুই খণ্ড বৃষ্টি-প্রদ মেঘ ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুদমনকারী এই দুই বীর পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৩৬।

মহাত্মা, মহাবল ও কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন এবং ভীমসেন প্রখর কিরণযুক্ত, প্রলয়কালে উদিত দীপ্তিশালী দুইটি সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন। ৩৭।

রোষাবিষ্ট দুইটি ব্যাঘ্র, গর্জন রত দুই খণ্ড মেঘ এবং সিংহনাদকারী দুইটি সিংহের ন্যায় এই দুই মহাবাহু বীর হর্ষোৎফুল্ল ছিলেন। ৩৮।

জহ্নষাতে মহাবাহু সিংহ কেসরিণাবিব
গজাবিব সুসংরব্ধৌ অলিতাবিব পাবকৌ ॥ ৩৯
দদৃশাতে মহাত্মানৌ সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ।
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠৌ নিরীক্ষন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৪০
তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ গদাহস্তৌ নরোত্তমৌ।
উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ পরমসম্মতৌ ॥ ৪১
সদৃশাবিব হেষন্তৌ বৃহন্তাবিব কুঞ্জরৌ।
বৃষভাবিব গর্জন্তৌ দুর্যোধন-বৃকোদরৌ ॥ ৪২
দৈত্যাবিব বলোন্মত্তৌ রেজতুস্তৌ নরোত্তমৌ।
ততো দুর্যোধনো রাজন্নিদমাহ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪৩
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ চৈব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা।
রামেণামিতবীর্যেণ বাক্যং শৌটীর্য্যসম্মতম্ ॥ ৪৪
কেকয়ৈঃ সৃঞ্জয়ৈর্গুপ্তঃ পাঞ্চালৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
ইদং ব্যবসিতং যুদ্ধং মম ভীমস্য চোভয়োঃ ॥ ৪৫
উপোপবিষ্টাঃ পশ্যধ্বং সহিতৈর্নৃপপুঙ্গবৈঃ।

শ্রুত্বা দুর্যোধনবচঃ প্রত্যপদ্যন্ত তত্তথা ॥ ৪৬
ততঃ সমুপবিষ্টং তৎ সুমহদ্রাজমণ্ডলম্।
বিরাজমানং দদৃশে দিবীবাদিত্যমণ্ডলম্ ॥ ৪৭
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান কেশবপূর্বজঃ।
উপবিষ্টো মহারাজ পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৮
শুশুভে রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ।
নক্ষত্রৈরিব সম্পূর্ণো বৃতো নিশি নিশাকরঃ ॥ ৪৯
তৌ তথা তু মহারাজ গদাহস্তৌ সুদুঃসহৌ।
অন্যোন্যং বাগ্ভিরুগ্রাভিস্তক্ষমাণৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ৫০
অপ্রিয়াণি ততোঽন্যোন্যমুক্ত্বা তৌ কুরুসত্তমৌ :
ঊনীক্ষন্তৌ স্থিতৌ তত্র বৃত্র শক্রৌ যথাঽঽহবে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি যুদ্ধারম্ভে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৫৫

এই দুই মহাত্মা যোদ্ধা পরস্পর কুপিত হইয়া দুইটি হস্তী, প্রজ্বলিত দুইখণ্ড অগ্নি এবং শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৩৯;

ইঁহাদের উভয়ের ওষ্ঠ তখন প্রস্ফুরিত হইতেছিল। এই দুই নরশ্রেষ্ঠ পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হস্তে গদা ধারণ করত পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবার উপক্রম করিলেন। ৪০;

উভয়েই অভিনয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ ছিলেন। উভয়েই সম্মানিত বীর ছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুর্যোধন ও ভীমসেন ভেরী-ধ্বনিকারী দুইটি উত্তম অশ্ব, গর্জনকারী দুইটি গজরাজ এবং নিনাদকারী দুইটি বৃষের ন্যায় ও বলোন্মত্ত দুইটি দৈত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪১-৪২;

রাজন্! তদনন্তর দুর্যোধন অমিতপরাক্রমী বলরাম, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, মহামনস্বী পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ এবং নিজের ভ্রাতাদের সহিত ধর্মাত্মধ্যান অভিমানী যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য বলিলেন। ৪৩-৪৪;

বীরগণ! আমার ও ভীমসেনের এই যে যুদ্ধ নিশ্চিত হইয়াছে, ইহা আপনারা সকলে শ্রেষ্ঠ নরপতিসকলের সহিত নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া দর্শন করুন ৪৫;

দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত সমস্তলোক উহা স্বীকার করিয়া লইলেন তারপর সেই বিশাল রাজমণ্ডল সর্ব্বদিকে উপবেশন করিলেন। নরপতিগণের এই মণ্ডল আকাশে সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ইঁহাদের সকলের মধ্যভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেজস্বী মহাবাহু বলরাম বিরাজমান রহিলেন মহারাজ! সর্ব্বদিকে সম্মানিত, নীলাম্বরধারী, গৌরকান্তি বলরাম রাজগণের মধ্যে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ রাত্রিতে নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন। ৪৬-৪৯

মহারাজ! হস্তে গদা ধারণ করত এই দুই দুঃসহ বীর পরস্পরকে নিজ নিজ কঠোর বাক্যের দ্বারা পীড়িত করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫০

পরস্পর কটু বচন প্রয়োগ করত এই দুই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠতম বীর সেস্থানে যুদ্ধস্থলে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে থাকিলেন ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্য্যোধনমুদ্দিশ্য দুর্নিমিত্তানাং প্রকাশঃ, ভীমসেনস্যোৎসাহঃ, ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্বাগ্‌যুদ্ধাৎ পরং গদাযুদ্ধারম্ভশ্চ)

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো বাগ্‌যুদ্ধমভবৎ তুমুলং জনমেঞ্জয়।
যত্র দুঃখার্দিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১

ধিগস্তু খলু মানুষ্যং যস্য নিষ্ঠেয়মীদৃশী।
একাদশচমূর্ভর্ত্তা যত্র পুত্রো মমানঘ ॥ ২

আজ্ঞাপ্য সর্বান্ নৃপতীন্ ভুক্ত্বা চেমাং বসুন্ধরাম্।
গদামাদায় বেগেন পদাতিঃ প্রস্থিতো রণে ॥ ৩

ভূত্বা হি জগতো নাথো হ্যনাথ ইব মে সুতঃ।
গদামুদ্যম্য যো যাতি কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৪

অহো দুঃখং মহৎ প্রাপ্তং পুত্রেণ মম সঞ্জয়
এবমুক্ত্বা স দুঃখার্তো বিররাম জনাধিপঃ ৫

সঞ্জয় উবাচ

স মেঘনিনদো হর্ষান্নিনদন্নিব গোবৃষঃ
আজুহাব তদা পার্থং যুদ্ধায় যুধি বীর্য্যবান্ ॥৬

ভীমমাহ্বয়মানে তু কুরুরাজে মহাত্মনি।
প্রাদুরাসন্ সুঘোরাণি রূপাণি বিবিধান্যুত ॥ ৭

ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ।
বভূবুশ্চ দিশঃ সর্বাস্তিমিরেণ সমাবৃতাঃ ॥ ৮

মহাস্বনাঃ সনির্ঘাতাস্তুমুলা লোমহর্ষণাঃ।
পেতুস্তথোল্কাঃ শতশঃ স্ফোটয়ন্ত্যো নভস্তলাৎ ॥ ৯

রাহুশ্চাগ্রসদাদিত্যমপর্বণি বিশাম্পতে।
চকম্পে চ মহাকম্পং পৃথিবী সবনদ্রুমা ॥ ১০

রুক্ষাশ্চ বাতাঃ প্রববুর্নীচৈঃ শর্করকর্ষিণঃ।
গিরীণাং শিখরাণ্যেব ন্যপতন্ত মহীতলে ॥ ১১

মৃগা বহুবিধাকারাঃ সম্পতন্তি দিশো দশ।
দীপ্তাঃ শিবাশ্চাপানন্ ঘোররূপা সুদারুণাঃ ॥ ১২

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধনের পক্ষে দুর্নিমিত্তসকলের প্রকাশ ভীমসেনের উৎসাহ এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধের পর গদাযুদ্ধ আরম্ভ

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের মধ্যে ভয়ঙ্কর বাগ্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন। ১

নিষ্পাপ সঞ্জয়! যাহার পরিণাম এরূপ দুঃখপ্রদ, সেই মানবজন্মকে ধিক্! আমার পুত্র একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিল। সে সকল রাজাকেই আদেশ দান করিত এবং এই সমগ্রা পৃথিবীকে সে একাকী উপভোগ করিয়াছে কিন্তু অন্তে তাহার অবস্থা এরূপ হইল যে, হস্তে গদা লইয়া তাহাকে সবেগে পদব্রজেই যুদ্ধ যাইতে হইল। ২-৩

আমার যে পুত্র সমস্ত জগতের নাথ ছিল, সে আজ অনাথের ন্যায় হাতে গদাধারণ করত পদব্রজেই যুদ্ধস্থলে গমন করিতেছে। ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কিইই বা বলিতে পারি?৪

সঞ্জয়! হায়, আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে অতিশয় দুঃখভোগ করিতে হইল এই কথা বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখপীড়িত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় রণাঙ্গনে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে পরাক্রমশালী দুর্য্যোধন হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দকারী বৃষের ন্যায় সিংহনাদ করিতে করিতে কুন্তীপুত্র ভীমসেনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন। ৬

মহাত্মা কুরুরাজ দুর্য্যোধন যখন ভীমসেনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতে থাকিল। ৭

বিদ্যুতের ঘর্ঘর শব্দের সহিত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, সর্ব্বদিক্ ধূলিসমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া উঠিল, আকাশ হইতে তীব্র শব্দ এবং বজ্রের প্রচণ্ড শব্দের সহিত রোমাঞ্চকর শত শত উল্কা ভূতলকে বিদীর্ণ করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিল প্রজানাথ! অমাবস্যা ব্যতীতই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন এবং বন ও বৃক্ষসকলসহ সমগ্রা ধরণী অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিলেন। ৮-১০

অধোভাগে ধূলি ও কাঁকর বর্ষণ করিতে করিতে রুক্ষ বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বতসমূহের শিখরসকল খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। ১১

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মৃগগণ দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিল অত্যন্ত ভয়ঙ্করী ও ঘোরাকৃতি শিবাগণ মুখ হইতে

নির্ঘাতাশ্চ মহাঘোরা বভূবুর্লোমহর্ষণাঃ
দীপ্তায়াং দিশি রাজেন্দ্র মৃগাশ্চাশুভবেদিনঃ ॥ ১৩
উদপানগতাশ্চাপো ব্যবর্ধন্ত সমন্ততঃ।
অশরীরা মহানাদাঃ শ্রূয়ন্তে স্ম তদা নৃপ ॥ ১৪
এবমাদীনি দৃষ্ট্বাপ নিমিত্তানি বৃকোদরঃ
উবাচ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫
নৈষ শক্যো রণে জেতুং মন্দাত্মা মাং সুযোধনঃ।
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিগূঢ়ং হৃদয়ে চিরম্ ॥ ১৬
সুযোধনে কৌরবেন্দ্রে খাণ্ডবেঽগ্নিমিবার্জ্জুনঃ
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব হৃচ্ছয়ম্ ॥ ১৭
নিহত্য গদয়া পাপমিমং কুরুকুলাধমম্
অদ্য কীর্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যামাহং ভুবি ॥ ১৮
হত্বেমং পাপকর্মাণং গদয়া রণমূর্দ্ধনি
অদ্যাস্য শতধা দেহং ভিনদ্মি গদয়ানয়া ॥ ১৯

অগ্নি উদ্গিরণ করিতে করিতে নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক শব্দ করিতেছিল।

রাজেন্দ্র! অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী শব্দ উত্থিত হইতেছিল। দিগ্‌সকল যেন তখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মৃগগণ কোন এক ভাবী অমঙ্গলসূচনা করিতে করিতে শব্দ করিতেছিল। ১৩

হে নৃপ! কূপেরও জল সেই সময় সর্ব্বদিকে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং কোন দেহধারী না থাকিলেও উচ্চৈঃস্বরে চারিদিক হইতে শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ১৪

এইরূপ বহুসংখ্যক দুর্নিমিত্তসকল দেখিয়া ভীমসেন নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ১৫

ভ্রাতঃ! এই মন্দমতি দুর্যোধন রণাঙ্গনে আমাকে কোনরূপেই পরাজিত করিতে পারিবে না। আজ আমি নিজ হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচ্ছন্ন ক্রোধকে কৌরবরাজ দুর্যোধনের উপর সেইভাবে নিক্ষেপ করিব, যেরূপ অর্জুন খাণ্ডব বনে অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। পাণ্ডুনন্দন! আজ আপনার হৃদয়ের কণ্টক আমি অপসারিত করিব। ১৬-১৭

আমি স্বীয় গদার দ্বারা এই কুরুকুলাধম পাপী দুর্যোধনকে বিনাশ করিয়া আজ আপনাকে কীর্ত্তিময়ী মালা পরাইব। ১৮

যুদ্ধের সম্মুখভাগে গদার আঘাতে এই পাপী দুর্যোধনকে বধ করত আজ ইহার শরীরকে শত শত ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিব। ১৯

নায়ং প্রবেষ্টা নগরং পুনর্বারণসাহ্বয়ম্
সর্পোৎসর্গস্য শয়নে বিষদানস্য ভোজনে ॥ ২০
প্রমাণকোট্যাং পাতস্য দাহস্য জতুবেশ্মনি।
সভায়ামবহাসস্য সর্ব্বস্বহরণস্য চ ॥ ২১
বর্ষমজ্ঞাতবাসস্য বনবাসস্য চানঘ ॥
অদ্যান্তমেষাং দুঃখানাং গন্তাহং ভরতর্ষভ ॥ ২২
একাহ্না বিনিহত্যেমং ভবিষ্যাম্যাত্মনোঽনৃণঃ।
অদ্যায়ুর্ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেরকৃতাত্মনঃ ॥ ২৩
সমাপ্তং ভরতশ্রেষ্ঠ মাতাপিত্রোশ্চ দর্শনম্।
অদ্য সৌখ্যং তু রাজেন্দ্র কুরুরাজস্য দুর্মতেঃ ॥ ২৪
সমাপ্তঞ্চ মহারাজ নারীণাং দর্শনং পুনঃ।
অদ্যায়ং কুরুরাজস্য শান্তনোঃ কুলপাংশনঃ ॥ ২৫
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ ত্যক্ত্বা শেষ্যতি ভূতলে
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্ ॥ ২৬

এখন আর সে কখনও হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে না। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পাপী যে আমার শয্যার উপর সর্প নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভোজনে বিষ দিয়াছিল প্রমাণকোটির জলে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, জৌতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পূর্ণসভায় আমাকে উপহাস করিয়াছিল সর্ব্বস্ব আমাদের অপহরণ করিয়াছিল এবং বার বৎসরকাল বনবাস ও এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য করিয়াছিল, ইহার দ্বারা প্রাপ্ত এই সব দুঃখের আজ অবসান করিব। ২০-২২

আজ একদিনেই ইহাকে বধ করিয়া আমি নিজের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ দুর্মতি ও অজিতেন্দ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের আয়ু সমাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার মাতা ও পিতাকে দর্শন করিবার সময়ও আজ সে পাইবে না। ২৩,

রাজেন্দ্র! মহারাজ! আজ দুর্মতি কুরুরাজ দুর্যোধনের সমস্ত সুখ শেষ হইয়া যাইবে। এখন ইহার পক্ষে পুনরায় নিজের স্ত্রীগণকে দর্শন করা এবং তাহাদের সহিত মিলিত হওয়া অসম্ভব। ২৪।

কুরুরাজ শান্তনুর কুলকলঙ্ক এই দুর্যোধন আজ নিজের প্রাণ, রাজলক্ষ্মী এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিবে। ২৫।

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের এই পুত্রকে নিহত হইতে শুনিয়া নিজের সেইসব অশুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিবে, যে সমস্ত কর্ম্ম তিনি শকুনির পরামর্শ অনুসারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২৬।

স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম যত্তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্ ।
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূল গদামাদায় বীর্যবান্ ॥২৭
অভ্যতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্ ।
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ॥ ২৮
ভীমসেনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো দুর্যোধনমুবাচ হ ।
রাজংশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য তথা ত্বমপি চাত্মনঃ ॥ ২৯
স্মর তদ্ দুষ্কৃতং কর্ম যদ্ বৃত্তং বারণাবতে ।
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা ॥ ৩০
দ্যূতেন বঞ্চিতো রাজা যৎ ত্বয়া সৌবলেন চ ।
বনে দুঃখঞ্চ যৎ প্রাপ্তমস্মাভিস্ত্বৎকৃতং মহৎ ॥ ৩১
বিরাটনগরে চৈব যোন্যন্তরগতৈরিব ।
তৎ সর্বং পাতয়ান্যদ্য দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি দুর্মতে ॥ ৩২
ত্বৎকৃতেঽসৌ হতঃ শেতে শরতল্পে প্রতাপবান্ ।
গাঙ্গেয়ো রথিনাং শ্রেষ্ঠো নিহতো যাজ্ঞসেনিনা ॥ ৩৩

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ তথা শল্যঃ প্রতাপবান্ ।
বৈরাগ্নেরাদিকর্তাসৌ শকুনিঃ সৌবলো হতঃ ॥৩৪
প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ ।
ভ্রাতরস্তে হতাঃ সর্বে শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥ ৩৫
এতে চান্যে চ বহবো নিহতাস্ত্বৎকৃতে নৃপাঃ ।
ত্বামদ্য নিহনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৬
ইত্যেবমুচ্চৈ রাজেন্দ্র ভাষমাণং বৃকোদরম্ ;
উবাচ গতভী রাজন্ পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ ॥৩৭
কিং কথনেন বহুনা যুধ্যস্ব ত্বং বৃকোদর ।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং কুলাধম ॥ ৩৮
ন হি দুর্যোধনঃ ক্ষুদ্র কেনচিৎ ত্বদ্বিধেন বৈ ।
শক্যস্ত্রাসয়িতুং বাচা যথান্যঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৯
চিরকালেপ্সিতং দিষ্ট্যা হৃদয়স্থমিদং মম ।
ত্বয়া সহ গদাযুদ্ধং ত্রিদশৈরুপপাদিতম্ ॥ ৪০

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া পরাক্রমশালী ভীমসেন হস্তে গদা ধারণ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যেরূপ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্যোধনকে আহ্বান করিলেন ॥ ২৭,

শিখরযুক্ত কৈলাস পর্বতের ন্যায় গদা উপরে উত্তোলিত করিয়া দুর্যোধনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া ভীমসেন পুনরায় কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৮;

দুর্যোধন! বারণাবত নগরে যাহা কিছু হইয়াছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এবং নিজের সেই সব কুকর্মের কথা এখন তুমি স্মরণ কর ॥ ২৯।

তুমি জনপূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে অপমানিতা করিয়া তাহাকে যে ক্লেশদান করিয়াছ, সুবলপুত্র শকুনির দ্বারা পাশাখেলায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে প্রবঞ্চনা করিয়াছ, তোমার জন্যই আমরা সকলে বনমধ্যে যে মহাকষ্টসকল ভোগ করিয়াছি এবং বিরাটনগরে অপর যোনিপ্রাপ্ত প্রাণীর ন্যায় যে একবৎসর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, এই সব কষ্টভোগের জন্য আমার মনে যে ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছে, উহা আজ সমস্তই তোমার উপর নিক্ষেপ করিব। দুর্মতে! সৌভাগ্যবশতই আজ তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ ॥ ৩০-৩২

তোমারই জন্য রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী বীর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম দ্রুপদসুতার শিখণ্ডীর দ্বারা নিহত হইয়াছেন এবং এই শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে যাঁহার চেষ্টা সর্বাগ্রে ছিল, সেই সুবলপুত্র শকুনিও বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩৪

দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপী প্রাতিকামী বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা পরাক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই তোমার ভ্রাতৃবৃন্দও মৃত্যুবরণ করিয়াছে ॥ ৩৫

ইহারা এবং আর বহুসংখ্যক নরপতি তোমারই জন্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আজ তোমাকে গদার আঘাতে বিনাশ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৬

রাজন্! এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যভাষী ভীমসেনকে আপনার সত্যপরাক্রমী পুত্র দুর্যোধন নির্ভয়ে বলিলেন ॥ ৩৭

বৃকোদর! বহু বড় বড় কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? তুমি আমার সহিত সংগ্রাম কর। কুলাধম! আজ আমি তোমার যুদ্ধলিপ্সা পূরণ করিব ॥ ৩৮

অরে নীচ! তোমার ন্যায় কোন মানুষই অন্য প্রাকৃত মানুষের তুল্য দুর্যোধনকে বাক্যের দ্বারা ভীত করিতে পারিবে না ॥ ৩৯

সৌভাগ্যের কথা, আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার সহিত গদা যুদ্ধ করিবার যে অভিলাষ রহিয়াছে, উহা দেবতাগণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪০

কিং বাচা বহুনোক্তেন কথিতেন চ দুর্মতে।
বাণী সম্পদ্যতামেষা কর্মণা মা চিরং কৃথাঃ ॥ ৪১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্।
রাজানঃ সোমকাশ্চৈব যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ৪২
ততঃ সম্পূজিতঃ সর্বৈঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
ভূয়ো ধীরাং মতিঞ্চক্রে যুদ্ধায় কুরুনন্দনঃ ॥ ৪৩
উন্মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দৈর্নরাধিপাঃ।
ভূয়ঃ সংহর্ষয়াঞ্চক্রুর্দুর্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ৪৪

তং মহাত্মা মহাত্মানং গদামুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ধার্তরাষ্ট্রং বৃকোদরঃ ॥ ৪৫
বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হ্রেষন্তি চাসকৃৎ।
শস্ত্রাণি চাপ্যদীপ্যন্ত পাণ্ডবানাং ভয়ৈষিণাম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি গদাযুদ্ধারম্ভে
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

দুর্মতে! বাক্যের দ্বারা নিজের মহত্ত্বভাবে প্রশংসা করিয়া কি লাভ হইবে? তুমি যাহা করিতে পারিবে, তাহা কার্যে পরিণত করিয়া দেখাও ॥ ৪১

দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেস্থানে সমবেত সমস্ত রাজা ও সোমকগণ তাঁহার অতিশয় সমাদর করিলেন ॥ ৪২

তদনন্তর সকলের দ্বারা সম্মানিত হইয়া কুরুনন্দন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য ধীর বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল ॥ ৪৩

ইহার পর যেরূপ মানুষ তালি দিয়া মদমত্ত হস্তীকে কুপিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজারা তালি দিয়া অমর্ষশীল দুর্যোধনকে পুনরায় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৪৪

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া আপনার মহামনস্বী পুত্র দুর্যোধনের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৫

সেই সময় হাতীরা বারংবার চীৎকার এবং অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল। এই সঙ্গে জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের অস্ত্রসকলও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে গদাযুদ্ধ-আরম্ভবিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেন-দুর্যোধনয়োঃ-গদাযুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্যোধনো দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তথাগতম্।
প্রত্যুদ্যযাবদীনাত্মা বেগেন মহতা নদন্ ॥ ১
সমাপেততুরন্যোন্যং শৃঙ্গিণৌ বৃষভাবিব।
মহানির্ঘাতঘোষশ্চ প্রহারাণামজায়ত ॥ ২

অভবচ্চ তয়োর্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
জিগীষতোরথান্যোন্যমিন্দ্র-প্রহ্লাদয়োরিব ॥ ৩
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গৌ গদাহস্তৌ মনস্বিনৌ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও দুর্যোধনের গদা যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর উদারহৃদয় দুর্যোধন ভীমসেনকে সেইভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া স্বয়ংও গর্জন করিতে করিতে তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ১

ইহারা উভয়ে বড় বড় শৃঙ্গযুক্ত দুইটি বৃষের ন্যায় পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ইঁহাদের গদাপ্রহারের শব্দ বজ্রপতনের সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২

পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩

তাঁহাদের সর্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিল। হস্তে গদা ধারণ করত এই দুই মহাত্মা মহামনস্বী বীর বিকসিত দুইটি অশোক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৪

তথা তস্মিন্ মহাযুদ্ধে বর্তমানে সুদারুণে।
খদ্যোতসঙ্ঘৈরিব যঃ দর্শনীয়ঃ বারোচত ॥ ৫
তথা তস্মিন্ বর্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভৃশম্
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥ ৬
তৌ মুহূর্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপৌ।
সম্প্রহারয়তাং চিত্রে সম্প্রগৃহ্য গদে শুভে ॥ ৭
তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাবীর্য্যৌ সমাশ্বস্তৌ নরর্ষভৌ
বলিনৌ বারণৌ যদ্বদ্ বা সিতার্থে মদোৎকটৌ ॥ ৮
সমানবীর্য্যৌ সম্প্রেক্ষ্য প্রগৃহীতগদাবুভৌ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেব-গন্ধর্ব-মানবাঃ ॥ ৯
প্রগৃহীতগদৌ দৃষ্ট্বা দুর্যোধন বৃকোদরৌ।
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে সমপদ্যত ॥ ১০
সমাগম্য ততো তূষ্ণীং ভ্রাতরৌ বলিনাং বরৌ
অন্যোন্যস্যান্তরপ্রেপ্সূ প্রচক্রাতেঽহিতং প্রতি ॥ ১১

যমদণ্ডোপমাং গুর্বীমিন্দ্রাশনিমিবোদ্যতাম্।
দদৃশুঃ প্রেক্ষকা রাজন্ রৌদ্রাং বিশসনাং গদাম্ ॥ ১২
আবিদ্ধ্যতো গদাং তস্য ভীমসেনস্য সংযুগে।
শব্দঃ সুতুমুলো ঘোরো মুহূর্তং সমপদ্যত ॥ ১৩
আবিদ্ধ্যন্তমরিং প্রেক্ষ্য ধার্তরাষ্ট্রোঽথ পাণ্ডবম্।
গদামতুলবেগাং তাং বিস্মিতঃ সম্বভূব হ ॥ ১৪
চরংশ্চ বিবিধান্ মার্গান্ নণ্ডলানি চ ভারত।
অশোভত তদা বীরো ভূয় এব বৃকোদরঃ ॥ ১৫
তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যরক্ষণে।
মার্জারাবিব ভক্ষার্থে ততক্ষাতে মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৬
অচরদ্ ভীমসেনস্তু মার্গান্ বহুবিধাংস্তথা ॥
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গত-প্রত্যাগতানি চ ॥ ১৭
অস্ত্রযন্ত্রাণি চিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ।
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জনং পরিধাবনম্ ॥ ১৮

সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর গদার আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল বাহির হইতে লাগিল ইহারা আকাশে জোনাকী পোকাসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল এবং সে স্থানের আকাশমণ্ডলের দর্শনীয় শোভা হইতে লাগিল ॥ ৫

এইভাবে প্রচলিত সেই অত্যন্ত তুমুল যুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে এই দুই শত্রুদমন বীর অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬

তারপর ইঁহারা উভয়ে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর শত্রুতাপন এই দুই যোদ্ধা পুনরায় বিচিত্র ও সুন্দর গদা হস্তে ধারণ করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৭

সমান বলশালী এই দুই মহাপরাক্রমী নরশ্রেষ্ঠ বীর বিশ্রাম করত পুনরায় হস্তে গদাধারণ করিয়া মৈথুনাভিলাষিণী হস্তিনীর জন্য সঙ্ঘবদ্ধরত দুইটি বলবান্ ও মদোন্মত্ত গজরাজের ন্যায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন ॥ ৮-৯

দুর্যোধন ও ভীমসেনকে পুনরায় গদা উত্তোলিত করিতে দেখিয়া ইঁহাদের মধ্যে কোন একজনের জয়লাভবিষয়ে সকল প্রাণীর হৃদয়ে সংশয় উৎপন্ন হইল ॥ ১০

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই ভ্রাতার মধ্যে যখন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ইঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রহার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে নানারূপ যুদ্ধপদ্ধতি দেখাইতে থাকিলেন ॥

রাজন্ সেই সময় যুদ্ধস্থলে যখন ভীমসেন নিজের গদা ঘুরাইতে লাগিলেন, তখন দর্শকগণ দেখিলেন—তাঁহার গদা যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় এই গদা উপরে উত্থিত ছিল এবং শত্রুকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে সমর্থ ছিল গদা ঘুরাইবার সময় মুহূর্তকাল ধরিয়া তাঁহার দিক হইতে ঘোরতর ও ভয়ানক শব্দ হইতেছিল ॥ ১২

আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজের শত্রু পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে সেই অতুলনীয় বেগশালিনী গদাকে ঘুরাইতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন ॥ ১৪

হে ভারত ! বীর ভীমসেন নানাবিধ যুদ্ধপদ্ধতি ও মণ্ডলসকল প্রদর্শন করিতে করিতে পুনরায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

ইঁহারা উভয়ে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল হইয়া ভোজনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধরত দুইটি বিড়ালের ন্যায় পরস্পরকে বারংবার আঘাত-প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেই সময় ভীমসেন নানাপ্রকার যুদ্ধরীতি ও বিচিত্র মণ্ডল দেখাইতেছিলেন তিনি কখনও শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং কখনও শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন ॥ ১৭

বিচিত্র অস্ত্র-যন্ত্র ও নানাবিধ স্থানসকল প্রদর্শন করিতে করিতে এই দুই বীর শত্রুর প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে করিতে

অভিত্রবণমাক্ষেপমবস্থানং সবিগ্রহম্
পরিবর্তন-সংবর্তমবপ্লুতমুপপ্লুতম্ ॥ ১৯
উপস্থিতমপস্থিতং গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
এবং তৌ বিচরন্তৌ তু পরস্পরমবিধ্যতাম্ ॥ ২০
বঞ্চয়ানৌ পুনশ্চৈব চেরতুঃ কুরুসত্তমৌ।
বিক্রীড়ন্তৌ সুবলিনৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥ ২১
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ।
গদাভ্যাং সহসান্যোন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ ॥ ২২
পরস্পরং সমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা।
অশোভেতাং মহারাজ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ ॥ ২৩
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং পরন্তপ
পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥ ২৪
গদাহস্তৌ ততস্তৌ তু মণ্ডলাবস্থিতৌ বলী।
দক্ষিণং মণ্ডলং রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রোঽভ্যবর্তত ॥ ২৫
সব্যং তু মণ্ডলং তত্র ভীমসেনোঽভ্যবর্তত।
তথা তু চরতস্তস্য ভীমস্য রণমূর্ধনি ॥ ২৬
দুর্যোধনো মহারাজ পার্শ্বদেশেঽভ্যতাড়য়ৎ।
আহতস্তু ততো ভীমঃ পুত্রেণ তব ভারত ॥ ২৭
আবিধ্যত গদাং গুর্বীং প্রহারং তমচিন্তয়ন্।
ইন্দ্রাশনিসমাং ঘোরাং যমদণ্ডমিবোদ্যতাম্ ॥ ২৮
দদৃশুস্তে মহারাজ ভীমসেনস্য তাং গদাম্।
আবিধ্যন্তং গদাং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তবাত্মজঃ ॥ ২৯
সমুদ্যম্য গদাং ঘোরাং প্রত্যাবিধ্যৎ পরন্তপঃ।
গদামারুতবেগেন তব পুত্রস্য ভারত ॥ ৩০
শব্দ আসীৎ সুতুমুলস্তেজশ্চ সমজায়ত।
স চরন্ বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভাগশঃ ॥ ৩১

শত্রুর প্রহারকে ব্যর্থ করিতে করিতে এবং দক্ষিণ বামে দৌড়াইতে লাগিলেন। ১৮

ইঁহারা তখন বেগে কোন সময়ে পরস্পরের সম্মুখে যাইতে লাগিলেন, কখনও বিরোধীকে ভূপাতিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কখনও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কখনও পতিত শত্রু উত্থিত হইলে পর পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, কখনও শত্রুকে প্রহার করিবার জন্য ঘুরিতে লাগিলেন, কখনও শত্রুর প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য অবনত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কখনও লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছিলেন, কখনও নিকটে আসিয়া গদাপ্রহার করিতে লাগিলেন এবং কখনও ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে শত্রুকে আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন সেই কারণে নানারূপ পদ্ধতি প্রদর্শনপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন। ১৯-২০

কুরুকুলের এই দুই বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ বীর শত্রুকে বঞ্চনা করিতে করিতে বারংবার যুদ্ধের খেলা দেখাইতে থাকিয়া বিবিধ মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২১

সমরাঙ্গণে চারিদিকে যুদ্ধক্রীড়া দর্শন করাইতে করাইতে এই দুই শত্রুদমন বীর সহসা নিজ নিজ গদা দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২২

মহারাজ! যেরূপ দুইটি হস্তী নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত রক্তাপ্লুত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর যোদ্ধাও পরস্পরকে আঘাত করত রক্তে আর্দ্র হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ২৩

শত্রুতাপন নরেশ এইরূপ দিনের সমাপ্তির সময় এই দুই বীরের মধ্যে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ক্রূরতাপূর্ণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিল। ২৪

রাজন্! উভয়েই হস্তে গদাধারণ করত মণ্ডলাকারে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ইঁহাদের মধ্যে বলবান্ দুর্যোধন দক্ষিণমণ্ডলে এবং ভীমসেন বাম-মণ্ডলে অবস্থিত ছিলেন। ২৫;

মহারাজ! যুদ্ধের সম্মুখভাগে রণমণ্ডলে বিচরণকারী ভীমসেনের পূর্বেই দুর্যোধন গদাপ্রহার করিলেন। ২৬;

হে ভারত! আপনার পুত্রের দ্বারা আহত ভীমসেন সেই প্রহারকে কোনরূপ গণ্য না করিয়াই নিজের ভারী গদা ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। ২৭;

রাজেন্দ্র! দর্শকগণ ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর গদাকে ইন্দ্রের বজ্র ও যমরাজের দণ্ডের ন্যায় উদ্যত হইতে দেখিলেন। ২৮;

শত্রুতাপন আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীমসেনকে গদা ঘুরাইতে দেখিয়া নিজের ভয়ঙ্কর গদা উত্তোলিত করিয়া তাঁহার গদার উপর আঘাত করিলেন। ২৯;

ভারত! আপনার পুত্র দুর্যোধনের বায়ুতুল্য গদার বেগে সেই গদাকে আঘাত করিলে পর প্রচণ্ডভাবে এক শব্দ উত্থিত হইল এবং উভয় গদা হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ৩০;

নানাপ্রকার যুদ্ধমার্গ ও বিভিন্নমণ্ডলসমূহে বিচরণকারী দুর্যোধনের সেইসময় ভীমসেন হইতে অধিক তেজ হইতে লাগিল ৩১;

সমশোভত তেজস্বী ভূয়ো ভীমাং সুযোধনঃ
আবিধ্য সর্ববেগেন ভীমেন মহতীং গদা ॥ ৩১
সধূমাং সাচিষং চাগ্রাং মুমোচোগ্রমহাস্বনা।
আধূতাং ভীমসেনেন গদাং দৃষ্ট্বা সুযোধনঃ ॥ ৩২
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীমাবিধ্যন্ বহ্বশোভত।
গদামারুতবেগং হি দৃষ্ট্বা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
ভয়ং বিবেশ পাণ্ডূংস্তু সর্বানেব সসোমকান্
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ ॥ ৩৫
গদাভ্যাং সহসান্যোন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ।
তৌ পরস্পরমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা ॥ ৩৬
অশোভেতাং মহারাজ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ।
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্ ॥ ৩৭
পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্র-বাসবয়োরিব
দৃষ্ট্বা ব্যবস্থিতং ভীমং তব পুত্রো মহাবলঃ ॥ ৩৮

চরংশ্চিত্রতরান্ মার্গান্ কৌন্তেয়মভিদুদ্রুবে।
তস্য ভীমো মহাবেগাং জাম্বূনদপরিষ্কৃতাম্ ॥ ৩৯
অতিক্রুদ্ধস্য ক্রুদ্ধস্তু তাড়য়ামাস তাং গদাম্।
সবিস্ফুলিঙ্গো নির্হ্রাদস্তয়োস্তাভিঘাতজঃ ॥ ৪০
প্রাদুরাসীন্মহারাজ সৃষ্টয়োর্বজ্রয়োরিব।
বেগবত্যা তয়া তত্র ভীমসেনপ্রমুক্তয়া ॥ ৪১
নিপতন্ত্যা মহারাজ পৃথিবী সমকম্পত।
তাং ন্যষ্যত কৌরব্যো গদাং প্রতিহতাং রণে ॥ ৪২
মত্তো দ্বিপ ইব ক্রুদ্ধঃ প্রতিকুঞ্জরদর্শনাৎ।
স সব্যং মণ্ডলং রাজা উদ্ভ্রাম্য কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৩
আজঘ্নে মূর্ধ্নি কৌন্তেয়ং গদয়া ভীমবেগয়া।
তয়া ত্বভিহতো ভীমঃ পুত্রেণ তব পাণ্ডবঃ ॥ ৪৪
নাকম্পত মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
আশ্চর্য্যং চাপি তৎ রাজন্ সর্বসৈন্যান্যপূজয়ন্ ॥ ৪৫

ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বেগে ঘূর্ণিত সেই বিশাল গদা সেই সময় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ধূম ও অগ্নি সহ অগ্নিপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩১½

ভীমসেনের দ্বারা ঘূর্ণিত সেই গদাকে দেখিয়া দুর্যোধনও স্বীয় লৌহময়ী ভারবহা গদাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩½

সেই মহাত্মা বীরের বায়ুতুল্য গদার বেগকে দেখিয়া সোমক-গণের সহিত পাণ্ডবদের মনে ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৩৪½

সমরাঙ্গণে সর্বদিকে যুদ্ধ ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে এই দুই বীর সহসা নিজ নিজ গদা দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

মহারাজ! যেরূপ দুইটি হস্তী নিজ নিজ দন্তসকলের দ্বারা প্রহার করত রক্তে আপ্লুত হইয়া যায়, সেইরূপ এই দুই বীর পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে রক্তে আপ্লুত হইয়া অদ্ভুত শোভা পাইতে থাকিলেন ॥ ৩৬½

এইরূপে দিনের সমাপ্তির সময় এই দুই বীরের মধ্যে প্রকাশ্য-ভাবেই বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ক্রূরতাপূর্ণ এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৭½

তদনন্তর বিচিত্র মার্গসমূহে বিচরণকারী আপনার মহাবল পুত্র দুর্যোধন কুন্তীনন্দন ভীমসেনকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া তাঁহার উপর সহসা আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ যমের আরও কুপিত হইয়া দুর্যোধনের সুবর্ণমণ্ডিতা মহাবেগবতী গদার উপর নিজের গদার আঘাত করিলেন ॥ ৩৯½

মহারাজ! এই গদার আঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল বাহির হইতে লাগিল। সেই সময় এরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন দুই দিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত দুইটি বজ্র পরস্পরকে আঘাত করিতেছে ॥ ৪০½

রাজেন্দ্র! ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্তা বেগবতী গদা পতিতা হইলে পৃথিবী কম্পিতা হইলেন ॥ ৪১½

যেরূপ ক্রুদ্ধ মদমত্ত হস্তী নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য গজরাজকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ রণাঙ্গনে নিজের গদাকে প্রতিহত হইতে দেখিয়া কুরুবংশজাত দুর্যোধন সহ্য করিতে পারিলেন না ॥

তাহার পর রাজা দুর্যোধন নিজের মনে দৃঢ়নিশ্চয় করত বামমণ্ডলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজের ভয়ঙ্করী বেগবতী গদার দ্বারা কুন্তীনন্দন ভীমসেনের মস্তকে প্রহার করিলেন ॥৪২½-৪৩½

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্যোধনের আঘাতে পীড়িত হইয়াও পাণ্ডুসুত ভীমসেন বিচলিত হইলেন না। ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই মনে হইতে লাগিল ॥ ৪৪½

রাজন্! গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও ভীমসেন একপদও এদিক্ ওদিক্ হইলেন না। ইহা তখন অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল। সকল সৈন্যেরাই তখন ইহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ॥ ৪৫½

যদ্ গদাভিহতো ভীমো নাকম্পত পদাৎ পদম্ ।
ততো গুরুতরাং দীপ্তাং গদাং হেমপরিষ্কৃতাম্ ॥ ৪৬
দুর্যোধনায় ব্যসৃজদ্ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
তং প্রহারমসম্ভ্রান্তো লাঘবেন মহাবলঃ ॥ ৪৭
মোঘং দুর্যোধনশ্চক্রে তত্রাভূদ্ বিস্ময়ো মহান্ ।
সা তু মোঘা গদা রাজন্ পতন্তী ভীমচোদিতা ॥ ৪৮
চালয়ামাস পৃথিবীং মহানির্ঘাতনিঃস্বনা ।
আস্থায় কৌশিকান্ মার্গানুৎপতন্ স পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
গদানিপাতং প্রজ্ঞায় ভীমসেনঞ্চ বঞ্চিতম্ ।
বঞ্চয়িত্বা গদা ভীমং গদয়া কুরুসত্তমঃ ॥ ৫০
তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে মহাবলঃ ।
গদয়া নিহতো ভীমো মুহ্যমানো মহারণে ॥ ৫১
নাভ্যমন্যত কর্তব্যং পুত্রেণাভ্যাহতস্তব
তস্মিংস্তথা বর্তমানে রাজন্ সোমক-পাণ্ডবাঃ ॥ ৫২
ভূশোপহতসঙ্কল্পা ন হৃষ্টমনসোঽভবন্ ।

স তু তেন প্রহারেণ মাতঙ্গ ইব রোষিতঃ ॥৫৩
হস্তিবন্ধক্তিসঙ্কাশমভিদুদ্রাব তে সুতম্ ।
ততস্তু তরসা ভীমো গদয়া তনয়ং তব ॥ ৫৪
অভিদুদ্রাব বেগেন সিংহো বনগজং যথা ।
উপসৃত্য তু রাজানং গদামোক্ষবিশারদঃ ॥ ৫৫
আবিধ্যত্ গদাং রাজন্ সমুদ্দিশ্য সুতং তব ।
অতাড়য়দ্ ভীমসেনঃ পার্শ্বে দুর্যোধনং তদা ॥৫৬
স বিহ্বলঃ প্রহারেণ জানুভ্যামগমন্মহীম্ ।
তস্মিন্ কুরুকুলশ্রেষ্ঠে জানুভ্যামবনীং গতে ॥ ৫৭
উদতিষ্ঠৎ ততো নাদঃ সৃঞ্জয়ানাং জগৎপতে ।
তেষাং তু নিনদং শ্রুত্বা সৃঞ্জয়ানাং নরর্ষভঃ ॥ ৫৮
অমর্ষাদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ পুত্রস্তে সমকম্পত ।
উত্থায় তু মহাবাহুর্মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥ ৫৯
দিধক্ষন্নিব নেত্রাভ্যাং ভীমসেনমবৈক্ষত ।
ততঃ স ভরতশ্রেষ্ঠো গদাপাণিরভিদ্রবন্ ॥ ৬০

তদনন্তর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমসেন দুর্যোধনের উপর নিজের সুবর্ণমণ্ডিতা, তেজস্বিনী ও অতিশয় ভয়াবহা গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬½

কিন্তু মহাবল দুর্যোধন ইহাতে অল্পও বিচলিত হইলেন না। তিনি নৈপুণ্যবশতঃ উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭½

রাজন্! ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা যখন ব্যর্থ হইয়া পতিত হইতে লাগিল, সেই সময় গদা বজ্রপতনের শব্দের ন্যায় শব্দ করত পৃথিবীকে চালিত করিল ॥ ৪৮½

যখন রাজা দুর্যোধন দেখিলেন যে, ভীমসেনের গদা নিষ্ফল পতিত হইয়াছে এবং তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন ক্রুদ্ধ মহাবল কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন কৌশিক মার্গ অবলম্বন করত বারবার লাফাইয়া উঠিয়া ভীমসেনকে বঞ্চনা পূর্বক তাঁহার বক্ষে গদা প্রহার করিলেন ॥ ৪৯-৫০

সেই মহাসমরে গদার প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেন যেন মূর্চ্ছিত হইয়া যাইলেন এবং ক্ষণকাল তাঁহার কোন কর্তব্যজ্ঞানও ছিল না ॥ ৫১½

রাজন্! যখন ভীমসেনের এরূপ অবস্থা হইয়া যাইল, সেই সময় সোমক ও পাণ্ডবগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের জয়লাভের আশা নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৫২½

সেই প্রহারে ভীমসেন মদমত্ত হস্তীর ন্যায় কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং যেরূপ এক গজরাজ অপর গজরাজের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনি আপনার পুত্রের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৩½

যেরূপ সিংহ বন্য হস্তীর উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ ভীমসেন গদা লইয়া তীব্রবেগে আপনার পুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৪½

রাজন্! গদার প্রহার করিতে কুশল ভীমসেন আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া গদা ঘুরাইলেন এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার পার্শ্বে আঘাত করিলেন ॥ ৫৫-৫৬

রাজন্! সেই প্রহারে ব্যাকুল হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন জানুদ্বয় ভূমিতে স্পর্শ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর দুর্যোধনকে জানুস্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৃঞ্জয়গণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র পুরুষপ্রবর মহাবাহু দুর্যোধন অমর্ষবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং উত্থিত হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দুই চক্ষুর দ্বারা ভীমসেনকে সেইভাবে দেখিতে থাকিলেন, যেন তিনি ভীমসেনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥৫৮-৫৯½

ভরতবংশের সেই শ্রেষ্ঠ বীর হস্তে গদাধারণ করত যুদ্ধস্থলে

প্রমথিন্যস্রিব শিরো ভীমসেনস্য সংযুগে।
স মহাত্মা মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৬১
অতাড়য়চ্ছিরোদেশে ন চচালাচলোপমঃ।
স ভূয়ঃ শুশুভে পার্থস্তাড়িতো গদয়া রণে।
উদ্ভিন্নরুধিরো রাজন্ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৬২
ততো গদাং বীরহণীময়োময়ীং
প্রগৃহ্য বজ্রাশনিতুল্যনিঃস্বনাম্।
অতাড়য়চ্ছত্রুমমিত্রকর্ষণো
বলেন বিক্রম্য ধনঞ্জয়াগ্রজঃ ॥ ৬৩
স ভীমসেনাভিহতস্তবাত্মজঃ
পপাত সঙ্কম্পিতদেহবন্ধনঃ।
সুপুষ্পিতো মারুতবেগতাড়িতো
বনে যথা শাল ইবাবঘূর্ণিতঃ ॥ ৬৪
ততো প্রণেদুর্জহৃষুশ্চ পাণ্ডবাঃ
সমীক্ষ্য পুত্রং পতিতং ক্ষিতৌ তব।
ততঃ সুতস্তে প্রতিলভ্য চেতনাঃ
সমুৎপপাত দ্বিরদো যথা হ্রদাৎ ॥ ৬৫

স পার্থিবো নিত্যমমর্ষিতস্তদা
মহারথঃ শিক্ষিতবৎ পরিভ্রমন্।
অতাড়য়ৎ পাণ্ডবমগ্রতঃ স্থিতং
স বিহ্বলাঙ্গো জগতীমুপাস্পৃশৎ ॥ ৬৬
স সিংহনাদং বিননাদ কৌরবো
নিপাত্য ভূমৌ বৃধি ভীমমোজসা।
বিভেদ চৈবাশনিতুল্যমোজসা
গদানিপাতেন শরীররক্ষণম্ ॥ ৬৭
ততোঽন্তরিক্ষে নিনদো মহানভূদ্
দিবৌকসামপ্সরসাঞ্চ নেদুষাম্।
পপাত চোচ্চৈরমরপ্রবেরিতঃ
বিচিত্রপুষ্পোৎকরবর্ষমুত্তমম্ ॥ ৬৮
ততঃ পরানাবিশদুত্তমং ভয়ং
সমীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং নরোত্তমম্।
অহীয়মানঞ্চ বলেন কৌরবং
নিশাম্য ভেদং সুদৃঢ়স্য বর্মণঃ ॥ ৬৯

ভীমসেনের মস্তক বিধ্বস্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬০ ॥

নিকটে উপস্থিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাত্মা দুর্যোধন মহাবলশ্বী ভীমসেনের ললাটে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন; কিন্তু ভীমসেন পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি অল্পও বিচলিত হইলেন না ॥ ৬১ ॥

রাজন্! রণাঙ্গনে সেই গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনের মস্তক হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ইহাতে তিনি মদধারাবাহী গজরাজের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তদনন্তর অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুসূদন ভীমসেন বলপূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করত বজ্র ও অশনির তুল্য প্রচণ্ড শব্দকারিণী, বীর-বিনাশিনী লৌহময়ী গদা হস্তে লইয়া উহার দ্বারা নিজের শত্রুর উপর প্রহার করিলেন ॥ ৬৩

ভীমসেনের সেই প্রহারে আহত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনের দেহবন্ধনসকল কম্পিত হইয়া উঠিল এবং বায়ুবেগে প্রতাড়িত হইয়া আনত ও পুষ্পযুক্ত শালবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৬৪

আপনার পুত্র দুর্যোধনকে ভূতলে পতিত দেখিয়া পাণ্ডবগণ হৃষ্ট হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যেই আপনার পুত্র দুর্যোধন সংজ্ঞালাভ করিয়া সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হস্তীর ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৬৫

সতত অমর্ষপূর্ণ মহারথী রাজা দুর্যোধন একজন সুশিক্ষিত যোদ্ধার ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে সম্মুখে অবস্থিত ভীমসেনকে পুনরায় গদা প্রহার করিলেন। এই গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল এবং তিনি ভূমি স্পর্শ করিলেন ॥ ৬৬

ভীমসেনকে যুদ্ধস্থলে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া কুরুরাজ দুর্যোধন সিংহধ্বনির ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিক্ষিপ্ত গদার আঘাতে ভীমসেনের বজ্রতুল্য কবচকে ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৬৭

সেই সময় আকাশে হর্ষধ্বনিকারী দেবতা এবং অপ্সরাগণের মধ্যে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। এই সময় দেবগণ কর্তৃক উপরিভাগ হইতে বিচিত্র পুষ্পসমূহ উত্তমরূপে বর্ষিত হইতে থাকিল ॥ ৬৮

রাজন্! তদনন্তর তপন শত্রুরা ইহা দেখিলেন যে, ভীমসেনের সুদৃঢ় কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ধরাশায়ী

ততো মুহূর্তাদুপলভ্য চেতনাঃ
প্রমৃজ্য বক্ত্রং রুধিরাক্তমাত্মনঃ
ধৃতিং সমালম্ব্য বিবৃত্য লোচনে
বলেন সংস্তভ্য বৃকোদরঃ স্থিতঃ ॥ ৭০

(ততো যমৌ যমসদৃশৌ পরাক্রমে
সপার্ষতঃ শিনিতনয়শ্চ বীর্যবান্ ।
সমাহ্বয়ন্নহমিত্যভিত্বরং-
স্তবাত্মজং সমভিযযুর্জয়ৈষিণঃ ॥

নিগৃহ্য তান্ পুনরপি পাণ্ডবো বলী
তবাত্মজং স্বয়মভিগম্য কালবৎ ।
চচার চ ব্যপগতখেদবেপথুঃ
সুরেশ্বরো নমুচিমিবোত্তমং রণে ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি গদাযুদ্ধে
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

হইয়াছেন এবং কুরুরাজ দুর্যোধনের শক্তি ক্ষীণ হয় নাই, তখন শত্রুদের মনে অতিশয় ভীতির সঞ্চার হইল ॥ ৬৯

তাহার পর মুহূর্তকাল পরে ভীমসেন রক্তে আপ্লুত নিজের মুখ মার্জিত করিয়া উত্থিত হইলেন এবং বলপূর্বক ধৈর্য অবলম্বন করত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে দেখিতে পুনরায় যুদ্ধের জন্য ধাবমান হইলেন ॥ ৭০

(সেই সময় যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পরাক্রমশালী শিনিপৌত্র সাত্যকি—ইঁহারা সকলে জয়াভিলাষী 'আমি যুদ্ধ করিব, আমি যুদ্ধ করিব' এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় ত্বরা করিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ও তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন

কিন্তু বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিয়া স্বয়ংই আপনার পুত্র দুর্যোধনের উপর কালের ন্যায় আক্রমণ করিলেন এবং খেদ ও কম্পরহিত হইয়া তিনি রণাঙ্গনে সেইভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ দৈত্য নমুচির উপর আক্রমণ করত যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন ।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে গদাযুদ্ধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োরালাপঃ, অর্জুনস্য সঙ্কেতানুসারেণ দুর্যোধনস্যোরূ ভঙ্ক্ত্বা ভীমসেনেন তস্য ভূপাতনম্, ভীষণোৎপাতানাং প্রাদুর্ভাবশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

সমুদীর্ণং ততো দৃষ্ট্বা সংগ্রামং কুরুমুখ্যয়োঃ
অথাব্রবীদর্জুনস্তু বাসুদেবং যশস্বিনম্ ॥ ১
অনয়োর্বীরয়োর্যুদ্ধে কো জ্যায়ান্ ভবতো মতঃ ।
কস্য বা কো গুণো ভূয়ানেতদ্ বদ জনার্দন ॥ ২

বাসুদেব উবাচ

উপদেশোঽনয়োস্তুল্যো ভীমস্তু বলবত্তরঃ ।
কৃতী যত্নপরস্ত্বেষ ধার্তরাষ্ট্রো বৃকোদরাৎ ॥ ৩
ভীমসেনস্তু ধর্মেণ যুধ্যমানো ন জেষ্যতি ।
অন্যায়েন তু যুধ্যন্ বৈ হন্যাদেব সুযোধনম্ ॥ ৪

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বার্তালাপ এবং অর্জুনের সঙ্কেত অনুসারে দুর্যোধনের উরু বিদীর্ণ করিয়া ভীমসেন কর্তৃক তাঁহার ভূপাতন ও ভীষণ উৎপাতসকলের প্রাদুর্ভাব ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কুরুকুলের সেই দুই প্রধান বীরদ্বয়ের সেই সংগ্রাম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া অর্জুন যশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

জনার্দন! আপনার মতে এই দুই বীরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কিংবা কাহার মধ্যে কোন গুণ অধিক? ইহা আমাকে বলুন ॥ ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! এই দুই জনের শিক্ষা ত' সমান বলিয়াই আমার মনে হইতেছে; কিন্তু ভীমসেন বলে অধিক এবং এই দুর্যোধন তাহা অপেক্ষা অভ্যাস ও প্রযত্নে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩

যদি ভীমসেন ধর্মপূর্বক যুদ্ধ করিতে থাকে, তবে কখনও

মায়য়া নির্জিতা দৈবৈরসুরা ইতি নঃ শ্রুতম্ ।
বিরোচনস্তু শক্রেণ মায়য়া নির্জিতঃ স বৈ ॥ ৫
মায়য়া চাক্ষিপৎ তেজো বৃত্রস্য বলসূদনঃ ।
তস্মান্মায়াময়ং ভীম আস্থিতস্তু পরাক্রমম্ ॥ ৬
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ ভীমেন দ্যূতকালে ধনঞ্জয় ।
ঊরূ ভেৎস্যামি তে সংখ্যে গদয়েতি সুযোধনম্ ॥ ৭
সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাং তাং চাপি পালয়দ্বরিকর্ষণঃ ।
মায়াবিনং তু রাজানং মায়য়ৈব নিকৃন্তত্তু ॥ ৮
যদ্যেষ বলমাস্থায় ন্যায়েন প্রহরিষ্যতি ।
বিষমস্থস্ততো রাজা ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
পুনরেব তু বক্ষ্যামি পাণ্ডবেয় নিবোধ মে ।
ধর্মরাজাপরাধেন ভয়ং নঃ পুনরাগতম্ ॥ ১০
কৃত্বা হি সুমহৎ কর্ম হত্বা ভীষ্মমুখান্ কুরূন্ ।
জয়ঃ প্রাপ্তো যশঃ প্রাপ্তং বৈরঞ্চ প্রতিযাতিতম্ ॥ ১১
তদেবং বিজয়ঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ সংশয়িতঃ কৃতঃ ।
অবুদ্ধিরেষা মহতী ধর্মরাজস্য পাণ্ডব ॥ ১২
যদেকবিজয়ে যুদ্ধং পণিতং ঘোরমীদৃশম্ ।
সুযোধনঃ কৃতী বীর একায়নগতস্তথা ॥ ১৩
অপি চোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ ।
শ্লোকস্তত্ত্বার্থসহিতস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৪
পুনরাবর্তমানানাং ভগ্নানাং জীবিতৈষিণাম্ ।
ভেতব্যমরিশেষাণামেকায়নগতা হিতে ॥ ১৫
সাহসোৎপতিতানাঞ্চ নিরাশানাঞ্চ জীবিতে ।
ন শক্যমগ্রতঃ স্থাতুং শক্রেণাপি ধনঞ্জয় ॥ ১৬
সুযোধনমিমং ভগ্নং হতসৈন্যং হ্রদং গতম্ ।
পরাজিতং বনপ্রেপ্সুং নিরাশং রাজ্যলম্ভনে ॥ ১৭

জয়লাভ করিতে পারিবে না এবং অন্যায় পূর্বক যুদ্ধ করিলে পর সে নিশ্চয়ই দুর্যোধনকে বধ করিতে সমর্থ হইবে । ৪

আমরা শুনিয়াছি, পুরাকালে দেবগণ মায়ার দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রও মায়ার দ্বারাই বিরোচনকে পরাজিত করিয়াছিলেন । ৫

বলাসুরহন্তা ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বৃত্রাসুরের তেজ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য ভীমসেন এস্থলে মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন করুক । ৬

ধনঞ্জয় ! পাশাখেলার সময় ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে দুর্যোধনকে এই কথা বলিয়াছিল যে, আমি যুদ্ধে গদার আঘাতে তোমার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিব । ৭

অতএব শত্রুসূদন ভীমসেন নিজের সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুক এবং মায়াবী রাজা দুর্যোধনকে মায়ার দ্বারাই বিনাশ করুক । ৮

যদি ভীমসেন বলের আশ্রয় গ্রহণ করত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকে, তবে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিষম পরিস্থিতিতে পতিত হইবেন । ৯

পাণ্ডুনন্দন ! আমি পুনরায় এই কথা বলিতেছি, তুমি উহা একান্তচিত্তে শ্রবণ কর । ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অপরাধে আমাদের পুনরায় ভয় উপস্থিত হইয়াছে । ১০

কঠোর প্রযত্ন করিয়া ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরব-যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করত বিজয় ও শ্রেষ্ঠ যশ লাভ করা হইয়াছে এবং শত্রুতার পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে । এইভাবে যে জয়লাভ হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় তিনি সংশয়ে পাতিত করিয়াছেন । ১১

পাণ্ডুনন্দন ! একেরই জয় পরাজয়ে সকলের জয় পরাজয়রূপ সন্ত করিয়া ইনি এই যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধরূপ পাশাখেলার পণ রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা ধর্মরাজের অতিশয় নির্বুদ্ধির কার্য হইয়াছে ।১২

দুর্যোধন যুদ্ধসম্বন্ধে সুশিক্ষিত, বীর এবং মরিয়া হইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে । এ বিষয়ে শুক্রাচার্যকথিত একটি প্রাচীন শ্লোক শুনা যায় ; নীতিশাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থে পরিপূর্ণ সেই শ্লোক আমি শুনাইতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ কর । ১৩-১৪

হতাবশিষ্ট শত্রুগণ যদি যুদ্ধে প্রাণরক্ষার ইচ্ছায় পলায়ন করে এবং পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসে, তবে তাহাদের নিকট হইতে ভীতির সম্ভাবনা আছে, কারণ, তাহারা তখন একটি সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হয় । (সেই সময় তাহারা মৃত্যু হইতেও ভীত হয় না বলিয়া যুদ্ধকেই বরণ করিয়া থাকে) ।১৫

ধনঞ্জয় ! যাহারা জীবনের আশা পরিত্যাগ করত সাহস পূর্বক যুদ্ধের জন্য লম্ফ-ঝম্ফ করে, তাহাদের নিকটে ইন্দ্রও অবস্থান করিতে পারেন না । ১৬

এই দুর্যোধনের সৈন্যরা নিহত হইয়াছে । সে পরাজিত হইয়াছে এবং রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া বন গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, সেইজন্য সে পলায়ন করত হ্রদমধ্যে আত্ম-গোপন করিয়াছিল, এরূপ হতাশ শত্রুকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমরাঙ্গণে পুনরায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া থাকে ? ১৭

কো বেষ সংযুগে প্রাজ্ঞঃ পুনর্দ্বন্দ্বে সমাহ্বয়েৎ ।
অপি নো নির্জিতং রাজ্যং ন হরেত সুযোধনঃ ॥ ১৮
যত্রয়োদশবর্ষাণি গদয়া কৃতনিশ্রমঃ ।
চরত্যূর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ চ ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥ ১৯
এনং চেন্ন মহাবাহুরন্যায়েন হনিষ্যতি ।
এষ বঃ কৌরবো রাজা ধার্তরাষ্ট্রো ভবিষ্যতি ॥ ২০
ধনঞ্জয়স্তু শ্রুত্বৈতৎ কেশবস্য মহাত্মনঃ ।
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ ॥ ২১
গৃহ্য সংজ্ঞাং ততো ভীমো গদয়া ব্যচরদ্ রণে ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ ॥ ২২
দক্ষিণং মণ্ডলং সব্যং গোমূত্রকমথাপি চ ।
ব্যচরৎ পাণ্ডবো রাজন্নরিং সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৩
তথৈব তব পুত্রোঽপি গদামার্গবিশারদঃ ।
ব্যচরল্লঘু চিত্রঞ্চ ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥ ২৪

আধুন্বন্তৌ গদে ঘোরে চন্দনাগরুরুষিতে ।
বৈরস্যান্তং পরীপ্সন্তৌ রণে ক্রুদ্ধাবিবান্তকৌ ॥ ২৫
অন্যোন্যং তৌ জিঘাংসন্তৌ প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ ।
যুযুধাতে গরুত্মন্তৌ যথা নাগামিষৈষিণৌ ॥ ২৬
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরতোর্নৃপ-ভীময়োঃ ।
গদাসম্পাতজাস্তত্র প্রজজ্ঞুঃ পাবকার্চিষঃ ॥ ২৭
সমং প্রহরতোস্তত্র শূরয়োর্বলিনোর্মৃধে ।
স্ফুরন্নিবাম্বুনা রাজন্ দ্বয়োরিব সমুদ্রয়োঃ ॥ ২৮
তয়োঃ প্রহরতোস্তুল্যং মত্তকুঞ্জরয়োরিব ।
গদানির্ঘাতসংহ্রাদঃ প্রহারাণামজায়ত ॥ ২৯
তস্মিংস্তদা সম্প্রহারে দারুণে সঙ্কুলে ভৃশম্ ।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥ ৩০
তৌ মুহূর্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপ ।
অভ্যহারয়তাং ক্রুদ্ধৌ প্রগৃহ্য মহতী গদে ॥ ৩১

কখনও এরূপ যেন না হয় যে, আমাদের ভয় করা রাজ্য পুনরায় দুর্যোধন কাড়িয়া লইতে পারে সে তের বৎসরকাল নিরন্তর গদার দ্বারা যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ও শ্রম করিয়াছে। দেখ, সে ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য এদিক্ ওদিক্ ও উপরের দিকে বিচরণ করিতেছে ॥ ১৮-১৯

যদি মহাবাহু ভীমসেন অন্যায় পূর্ব্বক ইহাকে বধ না করে, তবে এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনই তোমাদের এবং সমস্ত কৌরব-কুলের রাজা হইবে ॥ ২০

মহাত্মা ভগবান্ কেশবের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ভীমসেনকে দেখিতে দেখিতে নিজের বাম জঙ্ঘাকে হস্তের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ইহাতে সঙ্কেত লাভ করত ভীমসেন রণাঙ্গনে গদা দ্বারা যমক ও অন্যান্য নানা প্রকারের বিচিত্র মণ্ডল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজের শত্রু দুর্যোধনকে মোহিত করিতে করিতে দক্ষিণ, বাম ও গোমূত্রক-মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ২৩

এইরূপ গদাযুদ্ধ-প্রণালীতে বিশেষজ্ঞ আপনার পুত্র দুর্যোধনও ভীমসেনকে বধ করিবার বাসনায় অতিদ্রুত বিচিত্র পদ্ধতিসমূহ দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শত্রুতার অবসানকল্পে এই দুই বীর রণাঙ্গণে চন্দন ও অগুরু-চর্চ্চিত ভয়ঙ্কর গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুপিত কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ২৫

যেরূপ দুইটি গরুড়পক্ষী কোন মাংসের জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই দুই পুরুষপ্রবর বীর ভীমসেন ও দুর্যোধন পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ২৬

বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে করিতে রাজা দুর্যোধন ও ভীমসেনের গদার আঘাতে সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ২৭

রাজন্! যেরূপ বায়ুর দ্বারা বিক্ষুব্ধ দুইটি সমুদ্র পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে অথবা মদমত্ত দুইটি হস্তী পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে সমানরূপে প্রহারকারী এই দুই বলবান্ বীর পরস্পরকে আঘাত করিলে পর সেই গদার আঘাত হইতে বজ্রাঘাতসদৃশ শব্দ উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥ ২৮-২৯

সেই সময় সেই অত্যন্ত তুমুল যুদ্ধে শত্রুদমনকারী এই দুই বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩০

শত্রুতাপন কৃপাল! তখন উভয়ে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বিশাল গদা হস্তে ধারণ করত ক্রোধের সহিত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্
গদানিপাতৈ রাজেন্দ্র তক্ষতোর্বৈ পরস্পরম্ ॥ ৩২
সমরে প্রদ্রুতৌ তৌ তু বৃষভাক্ষৌ তরস্বিনৌ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ পঙ্কস্থৌ মহিষাবিব ॥ ৩৩
জর্জরীকৃতসর্বাঙ্গৌ রুধিরেণাভিসংপ্লুতৌ।
দদৃশাতে হিমবতি পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৩৪
দুর্য্যোধনস্তু পার্থেন বিবরে সম্প্রদর্শিতে।
ঈষদ্ধাম্যমাণস্তু সহসা প্রসসার হ ॥ ৩৫
তমভ্যাসগতং প্রাজ্ঞো রণে প্রেক্ষ্য বৃকোদরঃ।
অবাক্ষিপদ্ গদাং তস্মিন্ বেগেন মহতা বলী ॥ ৩৬
আক্ষিপন্তং তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তব বিশাম্পতে।
অবাসর্পৎ ততঃ স্থানাৎ সা মোঘা ন্যপতদ্ ভুবি ॥৩৭
মোক্ষয়িত্বা প্রহারং তং সুতস্তব সুসম্ভ্রমাৎ।
ভীমসেনঞ্চ গদয়া প্রাহরৎ কুরুসত্তম ॥ ৩৮

রাজেন্দ্র! গদার আঘাতে পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে করিতে এই দুই বীরের মধ্যে তখন নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৩২

বৃষতুল্য বিশাললোচন এই দুই বেগশালী বীর সমরাঙ্গণে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতে থাকিয়া পরে অবস্থিত দুইটি মহিষের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

ইঁহাদের উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ গদার প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল এবং উভয়েই রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা হিমালয়ের উপরে বিকসিত দুইটি পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৩৪

যখন অর্জুন ছিদ্রের দিকে সঙ্কেত করিলেন, তখন দুর্য্যোধন ঈষৎ নিমীলিত চক্ষে উহা দর্শন করত ভীমসেনের সহসা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

রণাঙ্গনে তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ এবং বলবান্ ভীমসেন তাঁহার উপর তীব্রবেগে গদাঘাত করিলেন ॥ ৩৬

প্রজানাথ! তাঁহাকে গদাঘাত করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র সহসা সেস্থান হইতে সরিয়া যাইলেন এবং সেই গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৭

কুরুশ্রেষ্ঠ সেই প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদার দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৩৮

তাঁহার গদাঘাতে অমিততেজস্বী ভীমসেনের শরীর হইতে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে প্রহারের

তস্য বিস্যন্দমানেন রুধিরেণামিতৌজসঃ।
প্রহারগুরুপাতাচ্চ মূর্চ্ছেব সমজায়ত ॥ ৩৯
দুর্য্যোধনো ন তং বেদ পীড়িতং পাণ্ডবং রণে।
ধারয়ামাস ভীমোঽপি শরীরমতিপীড়িতম্ ॥ ৪০
অমন্যত স্থিতং স্নেনং প্রহরিষ্যন্তমাহবে।
অতো ন প্রাহরৎ তস্মৈ পুনরেব তবাত্মজঃ ॥ ৪১
ততো মুহূর্তমাশ্বস্য দুর্য্যোধনমুপস্থিতম্।
বেগেনাভ্যপতদ্ রাজন্ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪২
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য সংরম্ভমমিতৌজসম্।
মোঘমস্য প্রহারং তং চিকীর্ষুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৩
অবস্থানে মতিং কৃত্বা পুত্রস্তব মহামনাঃ।
ইয়েষোৎপতিতুং রাজন্নরিঘ্নং বৃকোদরম্ ॥ ৪৪
অবুধ্যদ্ ভীমসেনস্তু রাজ্ঞস্তস্য চিকীর্ষিতম্।
অথাস্য সমভিদ্রুত্য সমুৎক্রুশ্য চ সিংহবৎ ॥ ৪৫

গুরুতর আঘাতে তাঁহার যেন মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৯

সেই সময় দুর্য্যোধন ইহা জানিতে পারিলেন না যে, রণাঙ্গনে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন অধিক পীড়িত হইয়াছেন যদিও তাঁহার শরীরে অত্যন্ত বেদনা হইতেছিল, তথাপি ভীমসেন ধৈর্য্যসহকারে উহা সহ্য করিয়া লইলেন ॥ ৪০

দুর্য্যোধন তখন মনে করিতেছিলেন যে, রণাঙ্গনে ভীমসেন অতঃপর আমাকে প্রহার করিবে, সেইজন্য নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আর তখন ভীমসেনকে প্রহার করিলেন না ॥

রাজন্! তদনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া প্রতাপশালী ভীমসেন নিকটে উপস্থিত দুর্য্যোধনের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪১-৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! অমিততেজস্বী ভীমসেনকে রোষসহকারে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার সেই প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৪৩

রাজন্! ভীমসেনকে ছলনা করিবার জন্য আপনার মহামনা পুত্র দুর্য্যোধন প্রথমে সেস্থলে অবস্থান করিতে স্থির করিয়া পরে লম্ফপ্রদান করত দূরে সরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন ॥ ৪৪

কিন্তু ভীমসেন ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্য্যোধন কি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব যণ্ডলাকাররীতিতে ছলনা ও উপরের দিকে উল্লম্ফন করিতে ইচ্ছুক দুর্য্যোধনের উপর

স্পৃত্যা বঞ্চয়তো রাজন্ পুনরেবোৎপতিষ্যতঃ
উরুভ্যাং প্রাহিণোদ্ রাজন্ গদাং বেগেন পাণ্ডবঃ ॥৪৬
সা বজ্রনিষ্পেষসমা প্রহিতা ভীমকর্মণা।
উরূ দুর্যোধনস্যাথ বভঞ্জ প্রিয়দর্শনৌ ॥৪৭
স পপাত নরব্যাঘ্রো বসুধামনুনাদয়ন্।
ভগ্নোরুর্ভীমসেনেন পুত্রস্তব মহীপতে ॥ ৪৮
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ।
চচাল পৃথিবী চাপি সবৃক্ষক্ষুপপর্বতা ॥ ৪৯
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে পতৌ সর্বমহীক্ষিতাম্।
মহাস্বনা পুনর্দীপ্তা সনির্ঘাতা ভয়ঙ্করী ॥ ৫০
পপাত চোল্কা মহতী পতিতে পৃথিবীপতৌ।
তথা শোণিতবর্ষঞ্চ পাংশুবর্ষঞ্চ ভারত ॥ ৫১
ববর্ষ মঘবাংস্তত্র তব পুত্রে নিপাতিতে
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পিশাচানাং তথৈব চ ॥ ৫২
অন্তরিক্ষে মহানাদঃ শ্রূয়তে ভরতর্ষভ।

আক্রমণ করত ভীমসেন সিংহসদৃশ গর্জন করিলেন এবং তাঁহার জঙ্ঘার উপর সবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা বজ্রপাতের ন্যায় পতিত হইল এবং দুর্যোধনের দেখিতে সুন্দর উরুকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥ ৪৭

মহীপতে! এইভাবে ভীমসেন যখন তাঁহার উরু ভাঙ্গিয়া দিলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে পতিত হইলেন ॥ ৪৮

তারপর সমস্ত ভূপতিগণের অধিপতি বীর রাজা দুর্যোধন ধরাশায়ী হইলে পর সেস্থানে বিদ্যুৎস্ফুরণের সহিত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, ধূলি বর্ষিত হইতে থাকিল এবং বৃক্ষ, বন ও পর্বতসকলের সহিত সমগ্রা ধরণী কম্পিতা হইতে থাকিলেন ॥ ৪৯;

পৃথিবীপতি দুর্যোধন পতিত হইলে পর আকাশ হইতে পুনরায় প্রচণ্ড শব্দ ও বিদ্যুতের ঘর্ঘর শব্দের সহিত প্রজ্বলিত, ভয়ঙ্কর ও বিশাল উল্কা ভূমিতে পতিত হইল ॥ ৫০;

হে ভারত! আপনার পুত্র ধরাশায়ী হইলে পর ইন্দ্র সেস্থানে রক্ত ও ধূলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১;

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আকাশে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৫২;

তেন শব্দেন ঘোরেণ মৃগাণামথ পক্ষিণাম্ ॥৫৩
জজ্ঞে ঘোরতরঃ শব্দো বহূনাং সর্বতোদিশম্।
যে তত্র বাজিনঃ শেষা গজাশ্চ মনুজৈঃ সহ ॥ ৫৪
মুমুচুস্তে মহানাদং তব পুত্রে নিপাতিতে।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানামভবচ্চ স্বনো মহান্ ॥ ৫৫
অন্তর্ভূমিগতশ্চৈব তব পুত্রে নিপাতিতে।
বহুপাদৈর্বহুভুজৈঃ কবন্ধৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ॥ ৫৬
নৃত্যদ্ভির্ভয়দৈর্ব্যাপ্তা দিশস্তত্রাভবন্ নৃপ।
ধ্বজবন্তোঽস্ত্রবন্তশ্চ শস্ত্রবন্তস্তথৈব চ ॥ ৫৭
প্রাকম্পন্ত ততো রাজংস্তব পুত্রে নিপাতিতে।
হ্রদাঃ কূপাশ্চ রুধিরমুদ্বেমুর্নৃপসত্তম ॥ ৫৮
নদ্যশ্চ সুমহাবেগাঃ প্রতিস্রোতোবহাভবন্।
পুংল্লিঙ্গা ইব নার্য্যস্তু স্ত্রীলিঙ্গাঃ পুরুষাভবন্ ॥৫৯
দুর্যোধনে তলা রাজন্ পতিতে তনয়ে তব।
দৃষ্ট্বা তানদ্ভুতোৎপাতান্ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৬০

এই ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত বহুসংখ্যক পশু ও পক্ষিগণের ভয়ানক শব্দও চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইতে থাকিল ॥ ৫৩,

সেখানে যে সমস্ত অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই আপনার পুত্র দুর্যোধন ভূপাতিত হইলে পর মহা-কোলাহল করিতে লাগিল ॥ ৫৪;

রাজন্! যখন আপনার পুত্র দুর্যোধন ভূপাতিত হইলেন, সেই সময় এই ভূতলে ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গসকলের গম্ভীর শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৫৫;

হে নৃপ! সেস্থানে সর্বদিক্ হইতে নৃত্য করিতে করিতে বহু পদ ও হস্তবিশিষ্ট ঘোরতর এবং ভয়ঙ্কর কবন্ধসকল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫৬;

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধন ধরাশায়ী হইলে পর সেস্থলে অস্ত্র ও শস্ত্রধারী বীর যোদ্ধারা কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৫৭;

নৃপশ্রেষ্ঠ! হ্রদ ও কূপসকল রক্ত উদ্গিরণ করিতে লাগিল এবং অতিশয় বেগবতী নদীসমূহ বিপরীত দিকে (নিজেদের উৎপত্তি স্থানের দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল ॥৫৮;)

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধন ভূতলে পতিত হইলে পর স্ত্রীগণের মধ্যে পুরুষত্ব ও পুরুষসকলের মধ্যে স্ত্রীত্বসূচক লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল ॥ ৫৯;

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই অদ্ভুত উৎপাতসকল দেখিয়া পাণ্ডবগণের

আবিগ্নমনসঃ সর্বে বভূবুর্ভরতর্ষভ।
যযুর্দেবা যথাকামং গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥ ৬১

কথয়ন্তোঽদ্ভুতং যুদ্ধং সুতয়োস্তব ভারত।
তথৈব সিদ্ধা রাজেন্দ্র তথা বাতিকচারণাঃ।
নরসিংহৌ প্রশংসন্তৌ বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি দুর্য্যোধনবধেঽষ্ট-
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

সহিত সমস্ত পাঞ্চালেরা মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ৬০।

ভারত! তদনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ আপনার দুই পুত্র ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের সেই গদাযুদ্ধের আলোচনা করিতে করিতে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাইলেন। ৬১।

রাজেন্দ্র! এইরূপ সিদ্ধ, বাতিক (বায়ুচারী) ও চারণগণ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিতে করিতে যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে গমন করিলেন। ৬২

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে দুর্য্যোধন-বধবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনেন দুর্যোধনস্য তিরস্কারঃ, ভীমং প্রবোধ্য যুধিষ্ঠিরেণাস্থায়াং তস্য নিবর্ত্তনম্, দুর্য্যোধনং সমাশ্বাসয়তো যুধিষ্ঠিরস্য খেদপ্রকাশশ্চ]

তং পাতিতং ততো দৃষ্ট্বা মহাশালমিবোদ্গতম্।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে দদৃশুস্তত্র পাণ্ডবাঃ ॥ ১

উন্মত্তমিব মাতঙ্গঃ সিংহেন বিনিপাতিতম্।
দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ সর্বে তে চাপি সোমকাঃ ॥ ২

ততো দুর্য্যোধনং হত্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্
পাতিতং কৌরবেন্দ্রং তমুপগম্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩

গৌর্গৌরিতি পুরা মন্দ দ্রৌপদীমেকবাসসম্।
যৎ সভায়াং হসন্নস্মাংস্তদা বদসি দুর্মতে। ৪

তস্যাবহাসস্য ফলমদ্য ত্বং সমবাপ্নুহি।
এবমুক্ত্বা স বামেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ ॥ ৫

শিরশ্চ রাজসিংহস্য পাদেন সমলোড়য়ৎ।
তথৈব ক্রোধসংরক্তো ভীমঃ পরবলার্দনঃ ॥ ৬

পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং যৎ তচ্ছৃণু নরাধিপ।
যেঽস্মান্ পুরোপনৃত্যন্ত মূঢা গৌরিতি গৌরিতি ॥ ৭

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের তিরস্কার, ভীমসেনকে বুঝাইয়া যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক তাঁহাকে অস্তায় হইতে নিবৃত্তিকরণ এবং দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ দুর্য্যোধনকে উচ্চ ও বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং নিকটে যাইয়া দেখিতে লাগিলেন। ১

সমস্ত সোমকগণও সিংহের দ্বারা পাতিত মদমত্ত গজরাজের ন্যায় যখন দুর্য্যোধনকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলেন, তখন হর্ষবশতঃ তাঁহাদেরও রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। ২

এইভাবে দুর্য্যোধনকে হতপ্রায় করিয়া দিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন সেই পাতিত কৌরবরাজের নিকট গমন করত বলিলেন ॥ ৩

রে দুর্মতি মূর্খ! তুমি আমাকে পূর্ব্বে 'গোরু গোরু' বলিয়া এবং এক বস্ত্রধারিণী রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া আমাদিগকে যে উপহাস করিয়াছিলে ও আমাদের সকলকে যে কটু বচন শুনাইয়াছিলে, সেই উপহাসের ফল আজ তুমি গ্রহণ কর। ৪।

এই কথা বলিয়া ভীমসেন নিজ বামপদের দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের ললাটের উপরিভাগ স্পর্শ করিলেন এবং এই পাদের দ্বারা তাঁহার মস্তকটিকে আলোড়ন করিতে লাগিলেন। ৫।

হে নরাধিপ! এইভাবে শত্রুসৈন্যদের সংহারকারী ভীমসেন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত পুনরায় যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ৬।

যে সকল মূর্খ প্রথমে আমাদিগকে 'গোরু গোরু' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, আজ তাহাদিগকে 'গোরু গোরু' বলিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করত আমরা আনন্দে নৃত্য করিতেছি। ৭।

তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
নাস্মাকং নিকৃতির্বহ্নির্নাক্ষদ্যূতং ন বঞ্চনা।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য প্রবাধামো বয়ং রিপূন্ ॥ ৮

সোঽবাপ্য বৈরস্য পরস্য পারং
বৃকোদরঃ প্রাহ শনৈঃ প্রহস্য।
যুধিষ্ঠিরং কেশব-সৃঞ্জয়াংশ্চ
ধনঞ্জয়ং মাদ্রবতীসুতৌ চ ॥ ৯

রজস্বলাং দ্রৌপদীমানয়ন্ যে
যে চাপ্যকুর্বন্ত সদস্যবস্ত্রাম্।
তান্ পশ্যধ্বং পাণ্ডবৈর্বার্তরাষ্ট্রান্
রণে হতাংস্তপসা যাজসেন্যাঃ ॥ ১০

যে নঃ পুরা ষণ্ডতিলানবোচন্
ক্রূরা রাজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
তে নো হতাঃ সগণাঃ সানুবন্ধাঃ
কামং স্বর্গং নরকং বা পতামঃ ॥ ১১

পুনশ্চ রাজ্ঞঃ পতিতস্য ভূমৌ
স তাং গদাং স্কন্ধগতাং প্রগৃহ্য।
বামেন পাদেন শিরঃ প্রমৃদ্য
দুর্য্যোধনং কৃতিকঃ ন্যবোচৎ ॥ ১২

হৃষ্টেন রাজন্ কুরুসত্তমস্য
ক্ষুদ্রাত্মনা ভীমসেনেন পাদম্।
দৃষ্ট্বা কৃতং মূর্ধনি নাভ্যনন্দন্
ধর্মাত্মানঃ সোমকানাং প্রবর্হাঃ ॥ ১৩

তব পুত্রং তথা হত্বা কথমানং বৃকোদরম্।
নৃত্যমানঞ্চ বহুশো ধর্মরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১৪
গতোঽসি বৈরস্যানৃণ্যং প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
শুভেনাথাশুভেনৈব কর্মণা বিরমাধুনা ॥ ১৫
মা শিরোঽস্য পদা মার্দীর্মা ধর্মস্তেঽতিগো ভবেৎ।
রাজা জ্ঞাতির্হতশ্চায়ং নৈতন্ন্যায্যং তবানঘ ॥ ১৬
একাদশচমূনাথং কুরূণামধিপং তথা
মা স্পাক্ষীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥ ১৭

ছল-কপটতা করা, গৃহে অগ্নিসংযোগ করা, পাশাখেলা অথবা প্রতারণা করা আমাদের কার্য্য নহে। আমরা ত' নিজেদের বাহুবলেরই আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুদিগকে সন্তাপিত করি। ৮

এইভাবে গুরুতর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভীমসেন ধীরে ধীরে হাস্য করিতে করিতে যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, সৃঞ্জয়গণ, অর্জুন ও মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকে বলিলেন। ৯

যাহারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া ছিল এবং যাহারা তাহাকে জনপূর্ণ সভামধ্যে নগ্ন করিবার অপচেষ্টা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে দ্রৌপদীর তপস্যায় পাণ্ডবেরা রণাঙ্গনে বধ করিয়াছে—ইহা সকলেই দর্শন কর। ১০

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে ক্রূর পুত্রগণ আমাদিগকে অঙ্কুর উদ্গম করিতে অসমর্থ নপুংসক-তিল বলিয়াছিল, তাহারা সকলে সেবক ও সম্বন্ধীদিগের সহিত আমাদের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ইহার পর আমরা স্বর্গেই যাই কিংবা নরকেই পতিত হই—তাহার কোন চিন্তা নাই। ১১

এই কথা বলিয়া ভীমসেন ভূতলে পতিত রাজা দুর্য্যোধনের স্কন্ধে স্থিত গদা কাড়িয়া লইলেন এবং বামপদের দ্বারা তাঁহার মস্তক মর্দ্দিত করিয়া তাঁহাকে ক্রূর ও কপটী বলিলেন। ১২

রাজন্! ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভীমসেন হৃষ্ট হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকের উপরে পদ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া সোমকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহারা ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না এবং উহা অনুমোদনও করিলেন না। ১৩

আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে নিহতপ্রায় করিয়া দিয়া আস্ফালনসূচক ও আত্মশ্লাঘাসূচক বহু বাক্যভাষী এবং নৃত্যপরায়ণ ভীমসেনকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন। ১৪

ভীম! তুমি শত্রুতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ। তুমি শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মের দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এখন তুমি এই কার্য্য হইতে বিরত হও। ১৫

তুমি পদের দ্বারা ইহার মস্তক মর্দ্দিত করিও না। তোমার দ্বারা ধর্ম্মলঙ্ঘন হওয়া উচিত নয়। নিষ্পাপ! দুর্য্যোধন রাজা এবং আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু, এখন তোমার ইহার সহিত এরূপ আচরণ করা ন্যায়োচিত হইবে না। ১৬

ভীম! একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি এবং নিজের জ্ঞাতি বান্ধব কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে পদের দ্বারা আঘাত করিও না। ১৭

হতবন্ধুর্হতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো যুধে ।
সর্বাকারেণ শোচ্যোঽয়ং নাবহাস্যোঽয়মীশ্বরঃ ॥ ১৮
বিধ্বস্তোঽয়ং হতামাত্যো হতভ্রাতা হতপ্রজঃ ।
উৎসন্নপিণ্ডো ভ্রাতা চ নৈতন্ন্যায্যং কৃতং ত্বয়া ॥ ১৯
ধার্মিকো ভীমসেনোঽসাবিত্যাহুস্ত্বাং পুরা জনাঃ ।
স কস্মাদ্ ভীমসেন ত্বং রাজানমধিতিষ্ঠসি ॥২০
ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনং তু সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ।
উপস্পৃশ্যাব্রবীদ্ দীনো দুর্যোধনমরিন্দমম্ ॥২১
তাত মন্যুর্ন তে কার্য্যো নাত্মা শোচ্যস্ত্বয়া তথা ।
নূনং পূর্বকৃতং কর্ম সুঘোরমনুভূয়তে ॥ ২২
ধাত্রোপদিষ্টং বিষমং নূনং ফলমসংকৃতম্ ।
যদ্ বয়ং ত্বাং জিঘাংসামস্ত্বং চাস্মান্ কুরুসত্তম ॥ ২৩
আত্মনো দুপরাধেন মহদ্ ব্যসনমীদৃশম্ ।
প্রাপ্তবানসি যল্লোভাত্মদাদ্ বাল্যাচ্চ ভারত ॥ ২৪

ইহার ভ্রাতা ও মন্ত্রিগণ নিহত হইয়াছে, সৈন্যরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং নিজেও যুদ্ধে নিহতপ্রায় হইয়াছে এরূপ অবস্থায় রাজা দুর্যোধন সর্ব্বদা শোকযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, উপহাসের যোগ্য নহে। ১৮

এই দুর্যোধন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার মন্ত্রী, ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। ইহাকে পিণ্ডদান করিবারও আর কেহ নাই। ইহা ব্যতীত এই দুর্যোধন আমাদের ভ্রাতা। তুমি ইহার সহিত ন্যায়োচিত ব্যবহার কর নাই। ১৯

তোমার বিষয়ে পূর্ব্বে সকল মানুষই বলিত যে এই ভীমসেন অতিশয় ধার্ম্মিক। ভীমসেন! সেই তুমি আজ রাজা দুর্যোধনকে কেন পদের দ্বারা আঘাত করিতেছ? ২০

ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির দীনভাবে শত্রুদমন দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন এবং অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন। ২১

ভ্রাত দুর্যোধন! তোমার খেদ বা ক্রোধ করা উচিত নয় এবং এই সঙ্গে তোমার নিজের জন্যও শোক করা উচিত নয়। সমস্ত লোক নিশ্চয়ই নিজের পূর্ব্বকৃত ভয়ঙ্কর কর্ম্মসকলের পরিণাম ভোগ করিয়া থাকে। ২২

কুরুশ্রেষ্ঠ! এই যে আমরা তোমাকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা অবশ্যই বিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত আমাদের অশুভ কর্ম্মসকলের বিষম ফল। ২৩

ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথ পিতৄংস্তথা ।
পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা চান্যাংস্ততোঽসি নিধনং গতঃ ॥২৫
তবাপরাধাদস্মাভির্ভ্রাতরস্তে নিপাতিতাঃ ।
নিহতা জ্ঞাতয়শ্চাপি দিষ্টং মন্যে দুরত্যয়ম্ ॥ ২৬
আত্মা ন শোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবানঘ ।
বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্বাবস্থাসু কৌরব ॥২৭
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামস্ত্বৈহীনা বন্ধুভিঃ প্রিয়ৈঃ ।
ভ্রাতৄণাঞ্চৈব পুত্রাণাং তথা বৈ শোকবিহ্বলাঃ ॥ ২৮
কথং দ্রক্ষ্যামি বিধবা বধূঃ শোকপরিপ্লুতাঃ ।
ত্বমেকঃ সুস্থিতো রাজন্ স্বর্গে তে নিলয়ো ধ্রুবঃ ॥২৯
বয়ং নরকসংজ্ঞং বৈ দুঃখং প্রাপ্স্যাম দারুণম্ ।
সুষাশ্চ প্রসুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ ।
গর্হয়িষ্যন্তি নো নূনং বিধবাঃ শোককর্শিতাঃ ॥ ৩০

হে ভারত! তুমি লোভ মদ ও অবিবেকবশতঃ নিজেরই অপরাধে এই গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইয়াছ। ২৪

তুমি নিজ মিত্র, ভ্রাতা, পিতৃতুল্য পুরুষ, পুত্র ও পৌত্রগণকে বধ করাইয়া পরে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছ। ২৫

তোমারই অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতৃবৃন্দকে ভূপাতিত করিয়াছি এবং জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়াছি। আমি ইহাকে দৈবেরই দুর্লঙ্ঘ্য বিধান বলিয়া মনে করি। ২৬

হে নিষ্পাপ! তোমার নিজের জন্য শোক করা উচিত নহে, তোমার প্রশংসনীয় মৃত্যু হইতেছে। কুরুরাজ! এখন ত' সর্ব্বপ্রকারে আমরাই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি; কারণ, প্রিয় বন্ধু-বান্ধবগণ হীন হইয়া আমাদের দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে॥ ২৭½

হায়, আমি ভ্রাতা ও পুত্রগণের সেই শোকবিহ্বলা এবং দুঃখ-নিমগ্না বিধবা বধূগণকে কিভাবে দর্শন করিব? ২৮½

রাজন্! তুমিই একাকী সুখী। নিশ্চয়ই স্বর্গে তুমি স্থান লাভ করিবে এবং এস্থানে আমাকে নরকতুল্য নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে॥ ২৯½

ধৃতরাষ্ট্রের সেই শোকাতুরা ও ব্যাকুলা বিধবা পুত্রবধূগণ এবং পৌত্রবধূরা নিশ্চয়ই আমাদের নিন্দা করিবে॥৩০

সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্তো নিশশ্বাস স পার্থিবঃ।
বিললাপ চিরঞ্চাপি ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখপীড়িত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বহুকাল ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া ধর্মপুত্র রাজা

শ্রীব্রহ্মর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে যুধিষ্ঠিরের বিলাপবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ক্রুদ্ধ-বলরামায় ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবোধদানম্, যুধিষ্ঠিরেণ সহ শ্রীকৃষ্ণ-ভীমসেনয়োঃ সংলাপশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
অধর্মেণ হতং দৃষ্ট্বা রাজানং মাধবোত্তমঃ
কিমব্রবীৎ তদা সূত বলদেবো মহাবলঃ ॥ ১
গদাযুদ্ধবিশেষজ্ঞো গদাযুদ্ধবিশারদঃ
কৃতবান্ রৌহিণেয়ো যৎ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।
শিরস্যভিহতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন তে সুতম্।
রামঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠশ্চুক্রোধ বলবদ্ বলী ৩
ততো মধ্যে নরেন্দ্রাণামূর্ধ্ববাহুর্হলায়ুধঃ
কুর্বন্নার্তস্বরং ঘোরং ধিগ্ ধিগ্ ভীমেত্যুবাচ হ ॥ ৪

অহো ধিগ্ যদধো নাভেঃ প্রহৃতং ধর্মবিগ্রহে।
নৈতদ্ দৃষ্টং গদাযুদ্ধে কৃতবান্ যদ্ বৃকোদরঃ ॥ ৫
অধো নাভ্যা ন হন্তব্যমিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
অয়ং ত্বশাস্ত্রবিন্মূঢ়ঃ স্বচ্ছন্দাৎ সম্প্রবর্ততে ॥ ৬
তস্য তৎ তদ্ ব্রুবাণস্য রোষঃ সমভবন্মহান্।
ততো রাজানমালোক্য রোষসংরক্তলোচনঃ ॥ ৭
বলদেবো মহারাজ ততো বচনমব্রবীৎ।
ন চৈষ পতিতঃ কৃষ্ণ কেবলং মৎসমোঽসমঃ ॥ ৮
আশ্রিতস্য তু দৌর্বল্যাদাশ্রয়ঃ পরিভর্ৎস্যতে।
ততো লাঙ্গলমুদ্যম্য ভীমমভ্যদ্রবদ্ বলী ॥ ৯

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ক্রুদ্ধ বলরামকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধদান এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমসেনের আলোচনা।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত সঞ্জয়! সেই সময় রাজা দুর্যোধনকে অধর্ম পূর্বক হতপ্রায় করিয়া ভূপাতিত হইতে দেখিয়া মহাবল যদুবংশপ্রধান বলরাম কি বলিলেন? ১

সঞ্জয়! গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ও গদাযুদ্ধে নিপুণ রোহিনীনন্দন বলরাম যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তই তুমি আমাকে বল ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেনকে আপনার পুত্র দুর্যোধনের মস্তকে পদের দ্বারা আঘাত করিতে দেখিয়া যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলশালী বলরাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩

তাহার পর নরপতিগণের মধ্যে নিজ দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া হলধর বলরাম ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন,—ভীমসেন! তোমায় ধিক্! ধিক্!! ৪

অহো! এই ধর্মযুদ্ধে নাভির নিম্নে এই যে প্রহার হইয়াছে এবং যাহা ভীমসেন স্বয়ং করিয়াছে, ইহা গদাযুদ্ধে কখনও দেখা যায় নাই ॥ ৫

নাভির নিম্নে আঘাত করা উচিত নয়। ইহাই গদাযুদ্ধ বিষয়ে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য মূর্খ ভীমসেন এস্থলে স্বেচ্ছাচার করিয়াছে ॥ ৬

এই সব কথা বলিতে বলিতে বলরামের ক্রোধ অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। তাহার পর রাজা দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৭

মহারাজ! অতঃপর বলরাম বলিলেন,—কৃষ্ণ! রাজা দুর্যোধন আমার ন্যায় বলবান্ ছিল। গদাযুদ্ধে তাহার সমান কেহই ছিল না। এস্থলে অন্যায় করিয়া ভীমসেন কেবল দুর্যোধনকেই ভূপাতিত করেই নাই (পরন্তু আমারও অপমান করিয়াছে), শরণাগতের দুর্বলতার জন্য শরণদাতাকেও ভৎর্সনা করা হয় ॥ ৮

এই কথা বলিয়া মহাবল বলরাম নিজের হল উত্তোলিত

তস্যোর্ধ্ববাহোঃ সদৃশং রূপমাসীন্মহাত্মনঃ।
বহুধাতুবিচিত্রস্য শ্বেতস্যেব মহাগিরেঃ ॥ ১০

(ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ভীমঃ সার্জুনৈরস্ত্রকোবিদৈঃ।
ন বিব্যথে মহারাজ দৃষ্ট্বা হলধরং বলী ॥)

তমুৎপতন্তং জগ্রাহ কেশবো বিনয়ান্বিতঃ।
বাহুভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যাং প্রযত্নাদ্ বলবদ্ বলী ॥ ১১

সিতাসিতৌ যদুবরৌ শুশুভাতেঽধিকং তদা।
(সঙ্গতাবিব রাজেন্দ্র কৈলাসাঞ্জনপর্বতৌ ॥)

নভোগতৌ যথা রাজংশ্চন্দ্রঃ সূর্য্যো দিনক্ষয়ে ॥ ১২

উবাচ চৈনং সংরম্ভং শময়ন্নিব কেশবঃ।
আত্মবৃদ্ধিমিত্রবৃদ্ধিমিত্রমিত্রোদয়স্তথা ॥ ১৩

বিপরীতং দ্বিষদ্বৃত্তং ষড়্বিধা বৃদ্ধিরাত্মনঃ।
আত্মন্যপি চ মিত্রে চ বিপরীতঃ যদা ভবেৎ ॥১৪

তদা বিদ্যাত্মনোগ্লানিমাশু শান্তিকরো ভবেৎ
অস্মাকং সহজং মিত্রং পাণ্ডবাঃ শুদ্ধপৌরুষাঃ ॥ ১৫
স্বকাঃ পিতৃষসুঃ পুত্রাস্তে পরৈর্নিকৃতা ভৃশম্।
প্রতিজ্ঞাপালনং ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেহ বেদ্ম্যহম্ ॥ ১৬
সুযোধনস্য গদয়া ভঙ্ক্ষ্যাম্যূরূ মহাহবে
ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ভীমেন হি সভাতলে ॥ ১৭
মৈত্রেয়েণাভিশপ্তশ্চ পূর্বমেব মহর্ষিণা।
ঊরূ তে ভেৎস্যতে ভীমো গদয়েতি পরন্তপ ॥ ১৮
অতো দোষং ন পশ্যামি মা ক্রুধ্যস্ব প্রলম্বহন্।
যৌনঃ স্বৈঃ সুখহার্দৈশ্চ সম্বন্ধঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥১৯
তেষাং বৃদ্ধ্যা হি বৃদ্ধির্নো মা ক্রুধঃ পুরুষর্ষভ।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা সৌরভৃৎ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥২০
ধর্মঃ সুচরিতঃ সদ্ভিঃ স চ ত্বাভ্যাং নিষচ্ছতি
অর্থশ্চাত্যর্থলুব্ধস্য কামশ্চাতিপ্রসঙ্গিনঃ ॥ ২১

করিয়া ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। সেই সময় নিজের দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিলে পর মহাত্মা বলরামের রূপ অনেক ধাতুসমূহে বিচিত্র শোভাপ্রাপ্ত বিশাল শ্বেত পর্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৯-১০

(মহারাজ! হলধর বলরামকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জুন সহ অস্ত্রবিৎ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বলবান্ ভীমসেন অল্পও ব্যথিত হইলেন না।)

সেই সময় বিনয়শীল বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ আক্রমণকারী বলরামকে নিজের ভুজ (মোটা) ও গোলাকার দুই বাহুর দ্বারা অতিশয় যত্ন সহকারে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

রাজেন্দ্র! এই শ্যামবর্ণ ও গৌরবর্ণ যদুকুলতিলক দুই ভ্রাতা পরস্পর মিলিত হইয়া কৈলাসপর্বত এবং কজ্জল পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজন্! সন্ধ্যাকালে আকাশে যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য উদিত হইলে যে শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ শোভা রণাঙ্গনে এই দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ রোষাবিষ্ট বলরামকে যেন সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! নিজের উন্নতি ছয় প্রকারে হইয়া থাকে—নিজের বৃদ্ধি, মিত্রের বৃদ্ধি এবং মিত্রের মিত্রবৃদ্ধি। এইরূপ শত্রুপক্ষের ইহার বিপরীত স্থিতি হইবে—শত্রুর হানি, শত্রুর মিত্রহানি এবং শত্রুর মিত্রের মিত্রহানি ॥ ১৩;

নিজের এবং নিজের মিত্রের যদি এরূপ বিপরীত অবস্থা হয়, তবে মনে মনে গ্লানি অনুভব করা উচিত ও মিত্রগণের সেই হানির নিবারণের জন্য শীঘ্র যত্নবান্ হওয়া উচিত ১৪;

শুদ্ধ পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণকারী পাণ্ডবগণ আমাদের সহজ মিত্র। পিতৃষসার (পিসিমার) পুত্র বলিয়া তাঁহারা আমাদের নিকট আত্মীয়। শত্রুরা ইহাদের সহিত অতিশয় ছল-কপটতা করিয়াছে ॥ ১৫;

আমি মনে করি, এই জগতে নিজের প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে সভামধ্যে ভীমসেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি মহাযুদ্ধে নিজের গদার দ্বারা দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব ॥ ১৬-১৭

শত্রুতাপন! মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে পূর্ব্বে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, ভীমসেন নিজের গদার দ্বারা তোমার উরুদ্বয় ভঙ্গ করিবে ॥ ১৮

প্রলম্বহন্তা বলরাম! অতএব আমি এ বিষয়ে ভীমসেনের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না; সেই কারণে আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। পাণ্ডবদের সহিত আমাদের যৌন সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং আমরা আবার পরস্পর সুখকর সৌহার্দ্দ সূত্রেও আবদ্ধ আছি। পুরুষপ্রবর! এই পাণ্ডবদের বৃদ্ধিতে আমাদেরও বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না ॥ ১৯;

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হলধর বলরাম বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! সৎপুরুষগণ ধর্ম্মকে উত্তমরূপে আচরণ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এস্থলে অর্থ ও ধর্ম্ম—উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়া যাইল ॥ ২০;

অত্যন্ত লোভী ব্যক্তির অর্থ এবং অতিশয় আসক্ত ব্যক্তির

ধর্মার্থৌ ধর্মকামৌ চ কামার্থৌ চাপ্যপীড়য়ন্ ।
ধর্মার্থকামান্ যোঽভ্যেতি সোঽত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২২
তদিদং ব্যাকুলং সর্বং কৃতং ধর্মস্য পীড়নাৎ ।
ভীমসেনেন গোবিন্দ কামং ত্বং তু যথাঽঽত্থ মাম্ ॥২৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

অরোষণো হি ধর্মাত্মা সততং ধর্মবৎসলঃ ।
ভবান্ প্রখ্যায়তে লোকে তস্মাৎ সংশাম্য মা ক্রুধঃ ॥২৪
প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ ।
আনৃণ্যং বা তু বৈরস্য প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ২৫
(গতঃ পুরুষশার্দূলো হত্বা নৈকৃতিকং রণে ।
অধর্মো বিদ্যতে নাত্র যদ্ ভীমো হতবান্ রিপুম্ ॥
যুধ্যন্তং সমরে বীরং কুরুবৃষ্ণিযশস্করম্ ।
অনেন কর্ণঃ সংদিষ্টঃ পৃষ্ঠতো ধনুরাচ্ছিনৎ ॥
ততঃ সংছিন্নধন্বানং বিরথং পৌরুষে স্থিতম্ ।
ব্যায়ুধীকৃত্য হতবান্ সৌভদ্রমপলাশিনম্ ॥
ভ্রূণপ্রভৃতিলুব্ধশ্চ পাপশ্চৈব দুরাত্মবান্ ।
নিহতো ভীমসেনেন দুর্বুদ্ধিঃ কুলপাংসনঃ ॥
প্রতিজ্ঞাং ভীমসেনস্য ত্রয়োদশসমাজিতাম্ ।
কিমর্থং নাভিজানাতি যুধ্যমানোঽপি বিভ্রুতম্ ॥
ঊর্ধ্বমুৎক্রম্য বেগেন জিঘাংসন্তং বৃকোদরঃ ।
বভঞ্জ গদয়া চোরূ ন স্থানে ন চ মণ্ডলে ॥)

সঞ্জয় উবাচ ।

ধর্মচ্ছলমপি শ্রুত্বা কেশবাৎ স বিশাম্পতে ।
নৈব প্রীতমনা রামো বচনং প্রাহ সংসদি ॥ ২৬
হত্বাধর্মেণ রাজানং ধর্মাত্মানং সুযোধনম্
জিহ্মযোধীতি লোকেঽস্মিন খ্যাতিং যাস্যতি পাণ্ডবঃ ॥২৭
দুর্যোধনোঽপি ধর্মাত্মা গতিং যাস্যতি শাশ্বতীম্
ঋজুযোধী হতে রাজা ধার্তরাষ্ট্রো নরাধিপঃ ॥ ১৮

কাম—এই উভয়ই ধর্মহানিকর হইয়া থাকে। যে মানুষ কামের দ্বারা ধর্ম ও অর্থ, অর্থের দ্বারা ধর্ম ও কাম এবং ধর্মের দ্বারা অর্থ ও কামের হানি না করিয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনের সেবা করিয়া থাকে, সেই মানুষই অতিশয় সুখভাগী হয় ॥ ২১-২২

গোবিন্দ! ভীমসেন (অর্থের লোভে) ধর্মের হানি করিয়া এ সমস্তকেই বিকৃত করিয়া দিয়াছে। তুমি আমাকে যেভাবে এই কার্য্যকে ধর্মসঙ্গত বলিয়া বর্ণনা করিলে, উহা তোমার মানসিক কল্পনা ॥ ২৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনি জগতে ক্রোধহীন, ধর্মাত্মা ও নিরন্তর ধর্মের উপর অনুগ্রহকারী সৎপুরুষরূপে বিখ্যাত আছেন, অতএব আপনি শান্ত হউন, ক্রোধ করিবেন না ॥ ২৪

আপনি জানুন যে, কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করুন। আজ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন শত্রুতা ও প্রতিজ্ঞার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫

(পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন রণাঙ্গনে কপটী দুর্যোধনকে বধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে যে নিজ শত্রুকে বধ করিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন অধর্ম হয় নাই।

এই দুর্যোধনই কর্ণকে আজ্ঞা দিয়াছিল, যাহার জন্য কুরু ও বৃষ্ণি উভয়কুলের যশোবর্দ্ধক, যুদ্ধপরায়ণ, বীর অভিমন্যুর ধনু সমরাঙ্গণে কর্ণ পশ্চাদ্ভাগ দিয়া আসিয়া ছেদন করিয়া দিয়াছিল।

এইভাবে ধনু ছিন্ন হওয়ায় ও রথহীন হইয়া পড়িলেও পুরুষার্থে তৎপর, রণাঙ্গন হইতে অপলায়িত সেই সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে ইহারা অস্ত্রহীন করিয়া হত্যা করিয়াছে।

এই দুরাত্মা, দুর্মতি ও পাপী দুর্যোধন ভ্রূণ হইতেই লোভী এবং কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিল তাহাকে আজ ভীমসেন বধ করিয়াছে

ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা তের বৎসর কাল ধরিয়া চলিতেছে এবং উহা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে যুদ্ধ করিবার সময় দুর্যোধন উহা স্মরণ রাখে নাই কেন?

এই দুর্যোধন সবেগে উপরে উল্লম্ফন করিয়া ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। সেই অবস্থায় ভীমসেন নিজ গদার দ্বারা তাহার দুই উরু বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। সেই সময় সে কোন স্থানেও ছিল না এবং কোন মণ্ডলাকারেও বিচরণ করিতে ছিল না।)

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই ছলরূপ ধর্মের বিবেচনা শ্রবণ করত বলরামের মনে সন্তোষ হইল না। তিনি সেই পূর্ণ সভাতে বলিলেন ॥ ২৬

ধর্মাত্মা রাজা দুর্যোধনকে অধর্মপূর্বক বধ করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন এ জগতে কপটপূর্ণ যুদ্ধকারী যোদ্ধারূপে বিখ্যাত হইবে ॥ ২৭

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ধর্মাত্মা রাজা দুর্যোধন সরলতার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, এই অবস্থায় সে নিহত হইয়াছে, অতএব সে সনাতন সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮

যুদ্ধদীক্ষাং প্রবিশ্যাজৌ রণযজ্ঞং বিতত্য চ।
হুত্বাঽঽত্মানমমিত্রাগ্নৌ প্রাপ চাবভৃথং যশঃ ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্
শ্বেতাভ্রশিখরাকারঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥ ৩০
পাঞ্চালাশ্চ সবার্ষ্ণেয়াঃ পাণ্ডবাশ্চ বিশাম্পতে।
রামে দ্বারাবতীং যাতে নাতিপ্রমনসোঽভবন্ ॥ ৩১
ততো যুধিষ্ঠিরং দীনং চিন্তাপরমধোমুখম্।
শোকোপহতসঙ্কল্পং বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩২

বাসুদেব উবাচ।

ধর্মরাজ কিমর্থং ত্বমধর্মমনুমন্যসে।
হতবন্ধোর্দেবতস্য পতিতস্য বিচেতসঃ ॥ ৩৩
দুর্যোধনস্য ভীমেন মৃদ্যমানং শিরঃ পদা।
উপপ্রেক্ষসি কস্মাৎ ত্বং ধর্মজ্ঞঃ সন্নরাধিপ ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির উবাচ

ন মমৈতৎ প্রিয়ং কৃষ্ণ যদ্ রাজানং বৃকোদরঃ।
পদা মূর্ধ্নাস্পৃশৎ ক্রোধান্ন চ হৃদ্যে কুলক্ষয়ে ॥ ৩৫
নিকৃত্যা নিকৃতা নিত্যং ধৃতরাষ্ট্রসুতৈর্বয়ম্।
বহূনি পরুষাণ্যুক্ত্বা বনং প্রস্থাপিতাঃ স্ম হ ॥ ৩৬
ভীমসেনস্য তদ্ দুঃখমভীব হৃদি বর্ততে।
ইতি সংচিন্ত্য বার্ষ্ণেয় ময়ৈতৎ সমুপেক্ষিতম্ ॥ ৩৭
তস্মাদ্ধত্বাকৃতপ্রজ্ঞং লুব্ধং কামবশানুগম্।
লভতাং পাণ্ডবঃ কামং ধর্মেঽধর্মে চ বা কৃতে ॥ ৩৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তে ধর্মরাজেন বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্।
কামমস্ত্বেতদিতি বৈ কৃচ্ছ্রাদ্ যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ৩৯
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন ভীমপ্রিয়হিতৈষিণা।
অন্বমোদত তৎ সর্বং যদ্ ভীমেন কৃতং যুধি ॥ ৪০
(অর্জুনোঽপি মহাবাহুরপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
নোবাচ বচনং কিঞ্চিদ্ ভ্রাতরং সাধ্বসাধু বা।) ॥

যুদ্ধরূপ দীক্ষা গ্রহণ করত রণাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া রণযজ্ঞ বিস্তার পূর্বক শত্রুরূপী প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি দান করিয়া দুর্যোধন যুদ্ধরূপী অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নানের শুভ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৯

এই কথা বলিয়া শুভ্র মেঘের অগ্রভাগের ন্যায় গৌরকান্তিতে সুশোভিত প্রতাপশালী রৌহিণিনন্দন বলরাম রথে আরোহণ করত দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩০

প্রজানাথ! বলরাম এইভাবে দ্বারকায় গমন করিলে পর পাঞ্চাল, বৃষ্ণিবংশজাত ও পাণ্ডববীরগণ উদাস হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাদের মনে অধিক উৎসাহ আর রহিল না ॥ ৩১

সেই সময় যুধিষ্ঠির অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। তিনি নিম্নে মুখ করিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। শোকে তাঁহার মনোরথ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ॥ ৩২

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধর্মরাজ! আপনি নীরবে থাকিয়া অধর্মকে অনুমোদন করিতেছেন কেন? হে নরাধিপ! দুর্যোধনের ভ্রাতা ও সহায়কগণ নিহত হইয়াছে। সে এখন ভূতলে পতিত হইয়া অচেতনপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভীমসেন ইহার মস্তক পদের দ্বারা মর্দিত করিতেছে। আপনি ধর্মজ্ঞ হইয়া নিকট হইতে এই সব কিভাবে দেখিয়া যাইতেছেন? ৩৩-৩৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া যে রাজা দুর্যোধনের মস্তক পদের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে, ইহা আমার ভাল লাগে নাই এবং নিজ কুলের ক্ষয়েও আমার আনন্দ হয় নাই ॥ ৩৫

কিন্তু কি করিব? ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ছল কপটতা করিয়া সর্বদা আমাদের প্রতারণা করিয়াছে এবং বহু কটুবাক্য বলিয়া আমাদের বনে পাঠাইয়াছে ॥ ৩৬

বৃষ্ণিবংশভূষণ! ভীমসেনের হৃদয়ে এই সবের জন্য অতিশয় দুঃখ ছিল। ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাহার কার্য্যকে উপেক্ষা করিয়াছি ॥ ৩৭

সেইজন্য আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, কামে বশীভূত হইয়া লোভী ও অজিতাত্মা দুর্যোধনকে বিনাশ করিয়া ধর্ম এবং অধর্ম করত পাণ্ডবগণ নিজেদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লউক ॥ ৩৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর যদুকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কষ্ট সহকারে বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হউক ॥ ৩৯

ভীমসেনের প্রিয় ও হিতকামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীমসেন কর্তৃক যুদ্ধস্থলে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সব অনুমোদন করিলেন ॥ ৪০

(মহাবাহু অর্জুনও অপ্রসন্ন-চিত্তে নিজের ভ্রাতা ভীমসেনের প্রতি ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না।)

ভীমসেনোঽপি হত্বাঽঽজৌ তব পুত্রমমর্ষণঃ।
অভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিত্বা সম্প্রহৃষ্টঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪১
প্রোবাচ সুমহাতেজা ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
হর্ষাদুৎফুল্লনয়নো জিতকাশী বিশাম্পতে ॥ ৪২
তবাদ্য পৃথিবী সর্বা ক্ষেমা নিহতকণ্টকা।
তাং প্রশাধি মহারাজ স্বধর্মমনুপালয় ॥ ৪৩
যস্য কর্তাস্য বৈরস্য নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রিয়ঃ।
সোঽয়ং বিনিহতঃ শেতে পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥ ৪৪
দুঃশাসনপ্রভৃতয়ঃ সর্বে তে চোগ্রবাদিনঃ।
রাধেয়ঃ শকুনিশ্চৈব হতাশ্চ তব শত্রবঃ ॥ ৪৫

সেয়ং রত্নসমাকীর্ণা মহী সবন-পর্বতা।
উপাবৃত্তা মহারাজ ত্বামদ্য নিহতদ্বিষম্ ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গতো বৈরস্য নিধনং হতো রাজা সুযোধনঃ।
কৃষ্ণস্য মতমাস্থায় বিজিতেয়ং বসুন্ধরা ॥ ৪৭
দিষ্ট্যা গতত্বমানৃণ্যং মাতুঃ কোপস্য চোভয়োঃ।
দিষ্ট্যা জয়তি দুর্ধর্ষ দিষ্ট্যা শত্রুনিপাতিতঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবসান্ত্বনে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

অমর্ষশীল ভীমসেন যুদ্ধস্থলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বধ করত অতিশয় প্রসন্ন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৪১

প্রজানাথ! সেই সময় মহাতেজস্বী ভীমসেন বিজয়-শ্রীতে প্রকাশিত হইতেছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৪২

মহারাজ! আজ এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আপনার হইয়া যাইল, ইহার কণ্টকস্বরূপ দুর্য্যোধনাদিকে নিহত করা হইয়াছে, অতএব এই ধরণী এখন মঙ্গলময়ী হইয়া গিয়াছে। আপনি ইহার শাসন ও নিজ ধর্ম্ম পালন করুন ॥ ৪৩

হে ভূপতে! যাহার ছল ও কপটতাই প্রিয় ছিল এবং যে কপটতা করিয়াই শত্রুতা করিয়াছিল, সেই এই দুর্য্যোধন আজ নিহতপ্রায় হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে ॥ ৪৪

ভয়ঙ্কর কটুবাক্যভাষী দুঃশাসনাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি আপনার সকল শত্রুই নিহত হইয়াছে ॥ ৪৫

মহারাজ! আপনার শত্রুরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ এই রত্নপূর্ণা এবং বন ও পর্ব্বত সকল সহ সমগ্র পৃথিবী আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভীমসেন সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুমি সকল শত্রুতার অবসান করিয়া দিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মত অবলম্বন করত আমরা সম্পূর্ণা পৃথিবীকে জয় করিয়াছি ॥ ৪৭

সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুমি মাতা এবং ক্রোধ—এই উভয় ঋণ হইতেই মুক্ত হইয়া গিয়াছ দুর্দ্ধর্ষ বীর! ভাগ্যবশতঃ তুমি জয়ী হইয়াছ ও তুমি নিজ শত্রু দুর্য্যোধকে বিনাশ করত নিপাতিত করিয়াছ ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডবসৈন্যানাং ভীমসেনস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণেন দুর্য্যোধনস্য তিরস্কারঃ, দুর্য্যোধনস্য প্রত্যুত্তরম্, শ্রীকৃষ্ণেন পাণ্ডবানাং সমাধানং শঙ্খধ্বনিশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।
পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।
সিংহেনেব মহারাজ মত্তং বনগজং গথা ॥ ২
প্রহৃষ্টমনসস্তত্র কৃষ্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ ।
পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব নিহতে কুরুনন্দনে ॥ ৩
আবিধ্যন্নুত্তরীয়াণি সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে ।
নৈতান্ হর্ষসমাবিষ্টানিয়ং সেহে বসুন্ধরা ॥ ৪
ধনূংষ্যন্যে ব্যাক্ষিপন্ত জ্যাশ্চাপ্যন্যে তথাক্ষিপন্ ।
দধ্মুরন্যে মহাশঙ্খানন্যে ভূর্যশ্চ দুন্দুভীন্ ॥ ৫
চিক্রীড়ুশ্চ তথৈবান্যে জহৃষুশ্চ তবাহিতাঃ ।

অব্রুবংশ্চাসকৃদ্ বীরা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥ ৬
দুষ্করং ভবতা কর্ম রণেঽস্ত সুমহৎ কৃতম্ ।
কৌরবেন্দ্রং রণে হত্বা গদয়াতিকৃতশ্রমম্ ॥ ৭
ইন্দ্রেণেব হি বৃত্রস্য বধং পরমসংযুগে ।
ত্বয়া কৃতমনাধৃষ্যং শত্রোর্বধমিমং জনাঃ ॥ ৮
চরন্তং বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ সর্বশঃ ।
দুর্য্যোধনমিমং শূরং কোঽন্যোহন্যাদ্ বৃকোদরাৎ ॥ ৯
বৈরস্য চ গতঃ পারং ত্বমিহান্যৈঃ সুদুর্গমম্ ।
অশক্যমেতদনোন সম্পাদয়িতুমীদৃশম্ ॥ ১০
কুঞ্জরেণেব মত্তেন বীর সংগ্রামমূর্ধনি ।
দুর্য্যোধনশিরো দিষ্ট্যা পাদেন মৃদিতং ত্বয়া ॥ ১১
সিংহেন মহিষস্যেব কৃত্বা সঙ্গরমুত্তমম্
দুঃশাসনস্য রুধিরং দিষ্ট্যা পীতং ত্বয়ানঘ ॥ ১২

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

[পাণ্ডব সৈন্যগণের দ্বারা ভীমসেনের স্তুতি, দুর্য্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার, দুর্য্যোধনের উত্তর দান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পাণ্ডবগণের সমাধান এবং শঙ্খধ্বনি]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! রণাঙ্গনে ভীমসেন কর্তৃক দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কি করিল ? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! যেরূপ কোন মদমত্ত বনজাত হস্তী সিংহের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের দ্বারা রণাঙ্গনে নিহত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২

কুরুনন্দন দুর্য্যোধন নিহত হইলে পর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিজ নিজ উত্তরীয় দুলাইতে দুলাইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন অত্যন্ত হৃষ্ট পাণ্ডব বীরগণের ভার এই পৃথিবী সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৩-৪

কেহ কেহ ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, অপরে অনেকে ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিছু যোদ্ধা বড় বড় বহু শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং বহু সৈন্য দুন্দুভি ধ্বনি করিতে থাকিলেন ॥ ৫

আপনার বহু শত্রু নানাবিধ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন এবং হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন বহু বীর ভীমসেনের নিকটে যাইয়া এই কথা বলিতে থাকিলেন ॥ ৬

কৌরবরাজ দুর্য্যোধন গদা-যুদ্ধে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিল। আজ রণাঙ্গনে তাহাকে বধ করত আপনি মহৎ ও দুষ্কর পরাক্রম করিয়া দেখাইলেন ॥ ৭

যেরূপ মহাসমরে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও শত্রু দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছেন—ইহাই সমস্ত লোকে জানে ॥ ৮

নানাপ্রকার পদ্ধতি ও বহুবিধ মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে করিতে গদা যুদ্ধনিরত বীরবর দুর্য্যোধনকে ভীমসেন ব্যতীত অপর কোন্ বীর বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে ? ৯

আপনি শত্রুতার পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্যের পক্ষে গমন করা অতিশয় কঠিন ছিল। অপর যে কোন্ যোদ্ধার পক্ষেই এরূপ পরাক্রম দর্শন করা অসম্ভব ছিল ॥ ১০

বীর ! মদমত্ত গজরাজের ন্যায় আপনি যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে দুর্য্যোধনের মস্তক পদের দ্বারা মর্দিত করিয়াছেন—ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা ॥ ১১

হে অনঘ ! যেরূপ সিংহ মহিষের রক্ত পান করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি এই মহাযুদ্ধে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছেন, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় ॥ ১২

যে বিপ্রকুর্বন্ রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ।
মূর্ধ্নি তেষাং কৃতঃ পাদো দিষ্ট্যা তে স্বেন কর্মণা ॥ ১৩
অমিত্রাণামধিষ্ঠানাদ্ বধাদ্ দুর্যোধনস্য চ ।
ভীম দিষ্ট্যা পৃথিব্যাং তে প্রথিতঃ সুমহদ্ যশঃ ॥ ১৪
এবং নূনং হতে বৃত্রে শক্রং নন্দন্তি বন্দিনঃ ।
তথা ত্বাং নিহতামিত্রং বয়ং নন্দাম ভারত ॥ ১৫
দুর্যোধনবধে যানি রোমাণি হৃষিতানি নঃ ।
অদ্যাপি ন বিকৃষ্যন্তে তানি তদ্ বিদ্ধি ভারত ॥ ১৬
ইত্যব্রুবন্ ভীমসেনং বাতিকান্তত্র সঙ্গতাঃ ।
তান্ হৃষ্টান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১৭
ব্রুবতোঽসদৃশং তত্র প্রোবাচ মধুসূদনঃ ।
ন ন্যায্যং নিহতং শক্রং ভূয়ো হন্তুং নরাধিপঃ ॥ ১৮
অসকৃদ্ বাগ্ভিরুগ্রাভির্নিহতো হ্যেন মন্দধীঃ
তদৈবৈষ হতঃ পাপো যদৈব নিরপত্রপঃ ॥ ১৯

যাহারা ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের অপরাধ করিয়াছিল, তাহাদের সকলের মস্তকের উপর আপনি নিজ বাহুপ্রভাবে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছেন, ইহাও সৌভাগ্যেরই কথা। ১৩

ভীম! শত্রুদের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করায় এবং দুর্যোধনকে বধ করায় ভাগ্যবশতঃ আপনার মহাযশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ১৪

ভারত! বৃত্রাসুর নিহত হওয়ায় বন্দীরা যেভাবে ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়াছিল, নিশ্চয়ই আমরাও সেইরূপ আমাদের শত্রুসংহারকারী আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। ১৫

হে ভরতবংশধর! দুর্যোধনের বধের সময় আমাদের যে রোমাঞ্চ হইয়াছিল, উহা এখনও বিলীন হইয়া যায় নাই; আপনি স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ করুন। ১৬

প্রশংসাকারী বীরগণ সেখানে একত্রিত হইয়া ভীমসেনকে পূর্বোক্ত বাক্য বলিতেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব যোদ্ধারা অযোগ্য কথা বলিতেছেন, তখন তিনি সেখানে তাঁহাদের সকলকে বলিলেন। ১৭½

হে নরপতিগণ! মৃত শত্রুকে পুনরায় বধ করা উচিত নহে। তোমরা এই মন্দমতি দুর্যোধনকে বারংবার কঠোর বাক্যের দ্বারা আঘাত করিতেছ। ১৮½

এই নির্লজ্জ পাপী ত' সেই সময়েই নিহত হইয়াছিল, যখন সে লোভাকৃষ্ট হইয়া পাপী ব্যক্তিগণকে নিজের সহায়ক করত সুহৃদ্‌বর্গের শাসন অতিক্রম করিতেছিল। ১৯।

লুব্ধঃ পাপসহায়শ্চ সুহৃদাং শাসনাতিগঃ ।
বহুশো বিদুর-দ্রোণ-কৃপ-গাঙ্গেয়-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥২০
পাণ্ডুভ্যঃ প্রার্থ্যমানোঽপি পিত্র্যমংশং ন দত্তবান্ ।
নৈষ যোগ্যোঽস্তু মিত্রং বা শত্রুর্বা পুরুষাধমঃ ॥ ২১
কিমনেনাতিভূগ্নেন বাগ্ভিঃ কাষ্ঠসমর্ধণা ।
রথেষ্বারোহত ক্ষিপ্রং গচ্ছামো বসুধাধিপাঃ ॥ ২২
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং পাপাত্মা সামাত্য-জ্ঞাতি-বান্ধবঃ ।
ইতি শ্রুত্বা ত্বধিক্ষেপং কৃষ্ণাদ্ দুর্যোধনো নৃপঃ ॥ ২৩
অমর্ষবশমাপন্ন উদতিষ্ঠদ্ বিশাম্পতে
স্ফিগ্দেশেনোপবিষ্টঃ স দোর্ভ্যাং বিষ্টভ্য মেদিনীম্ ॥২৪
দৃষ্টিং ভ্রুসঙ্কটাৎ কৃত্বা বাসুদেবে ন্যপাতয়ৎ ।
অর্ধোন্নতশরীরস্য রুষমাসীন্নৃপস্য তু ॥ ২৫
ক্রুদ্ধস্যাশীবিষস্যেব চ্ছিন্নপুচ্ছস্য ভারত ।
প্রাণান্তকরিণীং ঘোরাং বেদনামপ্যচিন্তয়ন্ ॥ ২৬

বিদুর, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং সঞ্জয়গণ বারংবার প্রার্থনা করিলেও এই দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃকভাগ প্রদান করে নাই। ২০-২১

এই নরাধম এখন কোন কিছুরই যোগ্য নহে, এখন সে কাহারও শত্রুও নহে এবং কাহারও মিত্রও নহে। নৃপগণ! এই দুর্যোধন শুষ্ক কাষ্ঠের তুল্য কঠিন। ইহাকে কটুবাক্যের দ্বারা অধিক আনত করিয়া কি লাভ হইবে? এখন শীঘ্র নিজ নিজ রথের উপর উপবেশন কর। আমরা এখনই শিবির অভিমুখে গমন করিব। সৌভাগ্যবশতঃ এই পাপাত্মা নিজ মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও ভ্রাতা-বান্ধবগণের সহিত নিহত হইয়াছে। ২১-২২½

প্রজানাথ! শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই নিন্দাসূচক বাক্য শ্রবণ করত রাজা দুর্যোধন অমর্ষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং দুই হস্তে ভূতলকে ধারণ করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগের সাহায্যে উপবেশন করিলেন। ২৩-২৪

তাহার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার অর্ধদেহ যেন উত্থিত ছিল। এই সময় রাজা দুর্যোধনের রূপ ক্রুদ্ধ বিষধর সেইরূপ সর্পের ন্যায় মনে হইতেছিল, যে সর্প পুচ্ছছিন্ন হওয়ায় নিজের অর্ধদেহ উপরে উত্থিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। ২৫½

যদিও তখন তাঁহার প্রাণান্তকর ভয়ানক বেদনা হইতেছিল, তথাপি উহা চিন্তা না করিয়া দুর্যোধন নিজের কঠোর বাক্য-

দুর্যোধনো বাসুদেবং বাগ্ভিরগ্রাভিরার্পয়ৎ।
কংসদাসস্য লাঘাদ্ন তে লজ্জাস্তানেন বৈ ॥ ১৭
অধর্মেণ গদাযুদ্ধে বদদ্ভং বিনিপাতিতঃ।
উরূ ভিন্নৌতি ভীমস্য স্মৃতিং মিথ্যা প্রযচ্ছতা ॥ ১৮
কিং ন বিজ্ঞাতমেতন্মে যদর্জুনমবোচথাঃ।
ঘাতয়িত্বা মহীপালানৃজুযুদ্ধান্ সহস্রশঃ ॥ ২৯
জিহ্মৈরুপায়ৈর্বহুভির্ন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা।
অহন্যহনি শূরাণাং কুর্বাণঃ কদনং মহৎ ॥ ৩০
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ঘাতিতস্তে পিতামহঃ।
অশ্বত্থাম্নঃ সনামানং হত্বা নাগং সুদুর্মতে ॥ ৩১
আচার্য্যো ন্যাসিতঃ শস্ত্রং কিং তন্ন বিদিতং ময়া।
স চানেন নৃশংসেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩২
পাত্যমানস্ত্বয়া দৃষ্টো ন চৈনং ত্বমবারয়ঃ
বধার্থং পাণ্ডুপুত্রস্য যাচিতাঃ শক্তিমেব চ ॥ ৩৩

ঘটোৎকচে ব্যসৃজতঃ কস্তুতঃ পাপকৃত্তমঃ
ছিন্নহস্তঃ প্রায়গতস্তথা ভূরিশ্রবা বলী ॥ ৩৪
ত্বয়াভিসৃষ্টেন হতঃ শৈনেয়েন মহাত্মনা।
কুর্বাণশ্চোত্তমং কর্ম কর্ণঃ পার্থাজিগীষয়া ॥ ৩৫
ব্যসনেনাশ্বসেনস্য পন্নগেন্দ্রস্য বৈ পুনঃ।
পুনশ্চ পতিতে চক্রে ব্যসনার্তঃ পরাজিতঃ ॥ ৩৬
পাতিতঃ সমরে কর্ণশ্চক্রব্যগ্রোঽগ্রণীর্নৃণাম্।
যদি মাং চাপি কর্ণঞ্চ ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ সংযুগে ॥৩৭
ঋজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্যাদ্ বিজয়ো ধ্রুবম্
ত্বয়া পুনরনার্য্যেণ জিহ্মমার্গেণ পার্থিবাঃ ॥ ৩৮

বাসুদেব উবাচ।

স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো বয়ং চান্যে চ ঘাতিতাঃ।
হতস্ত্বমসি গান্ধারে সভ্রাতৃ-সুত-বান্ধবঃ ॥ ৩৯

সমূহের দ্বারা বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬॥

অরে কংসদাসের পুত্র! আমি যে গদাযুদ্ধে অধর্মপূর্বক নিহতপ্রায় হইয়া ভূপাতিত হইয়াছি, এই কুকৃত্যের জন্য কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? ২৭॥

ভীমসেনকে আমার ভঙ্গ্যা বিলীন করিয়া দিবার জন্য যে মিথ্যা স্মরণ করাইতে করাইতে তুমি অর্জুনকে যাহা কিছু বলিয়াছিলে, তাহা কি আমি জানিতে পারি নাই ॥ ২৮॥

সরলভাবে সহিত ধর্মানুকূল যুদ্ধরত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে বহুসংখ্যক কুটিল উপায়ের দ্বারা বিনাশ করাইয়া তোমার লজ্জা হইতেছে না এবং এই নীচ কর্মের জন্য তোমার ঘৃণাও হইতেছে ॥ ২৯॥

যিনি প্রতিদিন বীরবর যোদ্ধাগণের প্রচণ্ড কংসসাধন করিতেছিলেন, সেই পিতামহ ভীষ্মকে তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া বিনাশ করাইয়াছিলে ॥ ৩০॥

অতিশয় দুর্মতি কৃষ্ণ! অশ্বত্থামার নামের সদৃশ এক হস্তীকে নিহত করাইয়া তোমরা দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্রত্যাগ করাইয়াছিলে, ইহা কি আমি জানিতে পারি নাই? ৩১॥

এই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্যকে সেই অবস্থায় ভূপাতিত করিয়াছিল; যাহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ, কিন্তু তুমি উহাকে নিষেধ কর নাই ॥ ৩২॥

পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বধ করিবার জন্য প্রার্থিত ইন্দ্রের শক্তিকে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়াছ তোমা অপেক্ষা অধিক মহাপাপী আর কে আছে? ৩৩॥

বলবান্ ভূরিশ্রবার হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল এবং সে আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করত উপবিষ্ট ছিল এই অবস্থায় তোমারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহাত্মা সাত্যকি তাঁহাকে বধ করিল ॥ ৩৪॥

মনুষ্যগণের মধ্যে অগ্রগণ্য কর্ণ অর্জুনকে জয় করিবার ইচ্ছায় উত্তম পরাক্রম করিয়া যাইতেছিল সেই সময় নাগরাজ অশ্বসেন যে কর্ণের বাণের সহিত অর্জুনকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছিল, তুমি স্বীয় প্রযত্নে উহাকে বধ করিয়াছ। তারপর যখন কর্ণের রথের চক্র ভূবিবরে পতিত হইল এবং উহাকে তুলিবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত কর্ণ চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় তাহাকে সঙ্কটাপন্ন ও পরাজিত জানিয়া তোমরা ভূপাতিত করিয়াছ ॥ ৩৫-৩৬॥

যদি আমার সহিত এবং কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত সরলভাবে তোমরা যুদ্ধ করিতে, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের পক্ষে জয়লাভ হইত না ॥ ৩৭॥

তোমার ন্যায় একজন অনার্য্য ব্যক্তি কুটিল-পথের আশ্রয় গ্রহণ করত স্বধর্ম পালনে আসক্ত আমাদের এবং অন্যান্য রাজাদের বিনাশ করাইয়াছে ॥ ৩৮॥

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! তুমি পাপপথে বিচরণ করিতেছিলে; সেইজন্য তুমি ভ্রাতা,

সগণঃ সমুহশ্চৈব পাপং মার্গমনুষ্ঠিতঃ
তবৈব দুষ্কৃতৈর্বীরো ভীষ্ম-দ্রোণৌ নিপাতিতৌ ॥ ৪০
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব শীলানুবর্তকঃ।
যাচ্যমানং ময়া মূঢ় পিত্র্যমংশং ন দিৎসসি ॥ ৪১
পাণ্ডবেভ্যঃ স্বরাজ্যঞ্চ লোভাচ্ছকুনিনিশ্চয়াৎ।
বিষং তে ভীমসেনায় দত্তং সর্বে চ পাণ্ডবাঃ ॥ ৪২
প্রদীপিতা জতুগৃহে মাত্রা সহ সুদুর্মতে।
সভায়াং যাজ্ঞসেনী চ কৃষ্টা দ্যূতে রজস্বলা ॥ ৪৩
তদৈব তাবদ্ দুষ্টাত্মন্ বধ্যস্ত্বং নিরপত্রপ।
অনক্ষজ্ঞঞ্চ ধর্মজ্ঞং সৌবলেনাক্ষবেদিনা ॥ ৪৪
নিকৃত্যা যৎ পরাজৈষীস্তস্মাদসি হতো রণে
জয়দ্রথেন পাপেন যৎ কৃষ্ণা ক্লেশিতা বনে ॥ ৪৫
যাতেষু মৃগয়াং চৈব তৃণবিন্দোরথাশ্রমম্।
অভিমন্যুঞ্চ যদ্ বাল একো বহুভিরাহবে ॥ ৪৬

ত্বদ্দোষৈর্নিহতঃ পাপ তস্মাদসি হতো রণে।
(কুর্বাণং কর্মসমরে পাণ্ডবানর্থকাঙ্ক্ষিণম্।
যচ্ছিখণ্ড্যবধীদ্ ভীষ্মং মিত্রার্থেন ব্যতিক্রমঃ ॥
স্বধর্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা আচার্য্যস্ত্বৎপ্রিয়েপ্সয়া।
পার্ষতেন হতঃ সংখ্যে বর্তমানোঽসতাং পথি ॥
প্রতিজ্ঞামাত্মনঃ সত্যাং চিকীর্ষন্ সমরে রিপুম্।
হতবান্ সাত্বতো বিদ্বান্ সৌমদত্তিং মহারথম্ ॥
অর্জুনঃ সমরে রাজন্ যুধ্যমানঃ কদাচন।
নিন্দিতং পুরুষব্যাঘ্রঃ করোতি ন কথঞ্চন ॥
লব্ধ্বাপি বহুশশ্ছিদ্রং বীরবৃত্তমনুস্মরন্।
ন জঘান রণে কর্ণং মৈবং বোচঃ সুদুর্মতে ॥
দেবানাং মতমাজ্ঞায় তেষাং প্রিয়হিতেপ্সয়া।
নার্জুনস্য মহানাগঃ ময়া ব্যংসিতমস্ত্রজম্ ॥
ত্বঞ্চ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দ্রৌণিস্তথা কৃপঃ।
বিরাটনগরে তস্য আনৃশংস্যাচ্চ জীবিতাঃ ॥

পুত্র, বান্ধব সেবক ও সুহৃদ্‌গণের সহিত নিহত হইয়াছ বীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য তোমার দুষ্কর্মের দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। কর্ণও তোমারই স্বভাবের অনুসরণ করিতেছিল সেই কারণে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। ৩৯-৪০॥

অরে মূর্খ! তুমি শকুনির পরামর্শ গ্রহণ করত আমি প্রার্থনা করিলেও পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি, তাহাদের নিজ রাজ্য লোভবশতঃ প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলে না। ৪১॥

সুদুর্মতে! তুমি যখন ভীমসেনকে বিষদান করিয়াছিলে, সমস্ত পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলে এবং নির্লজ্জ! দুষ্টাত্মন্! পাশাখেলার সময় পূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যখন তোমরা সকলে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলে, তখনই তুমি বধযোগ্য হইয়াছিলে ॥৪২-৪৩॥

তুমি পাশাখেলায় অভিজ্ঞ সুবলপুত্র শকুনির দ্বারা পাশাখেলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে ছলনা করিয়া পরাজিত করিয়াছিলে, সেই পাপে তুমি রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছ ॥৪৪॥

যখন পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিবার জন্য তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়াছিল, সেই সময় পাপী জয়দ্রথ বনের মধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ দিয়াছিল; পাপাত্মন্! তোমারই অপরাধে বহুসংখ্যক যোদ্ধা যে একাকী বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল, এই সব কারণেই আজ তুমিও রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছ। ৪৫-৪৬॥

(ভীষ্ম পাণ্ডবগণের অনর্থ কামনা করিয়া রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় নিজের মিত্রগণের হিত করিবার ইচ্ছায় শিখণ্ডী যে তাহাকে বধ করিয়াছিল, ইহাতে তাহার কোন দোষ বা অপরাধ হয় নাই

আচার্য্য দ্রোণ তোমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় নিজের ধর্মকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া অসৎপথে গমন করিতেছিলেন অতএব যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করিয়াছে।

বিদ্বান্ সাত্বতবংশীয় সাত্যকি নিজের সত্য-প্রতিজ্ঞাকে পালন করিবার বাসনায় সমরাঙ্গনে স্বীয় শত্রু মহারথী ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াছিল।

রাজন্! সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কখনও কোনরূপ কোন কিছু নিন্দিত কর্ম করে নাই।

দুর্মতে! অর্জুন বীরোচিত সদাচার বিচার করত বহুসংখ্যক ছিদ্র, প্রহার করিবার সুযোগ) পাইয়াও যুদ্ধে কর্ণকে বধ করে নাই, অতএব তুমি তাহার বিষয়ে এই সব কথা বলিও না

দেবগণের অভিমত জানিয়া তাঁহাদের প্রিয় ও হিত করিবার বাসনায় আমি অর্জুনের উপর মহানাগাস্ত্র প্রহার হইতে দিই নাই। আমি উহাকে বিফল করিয়া দিয়াছি।

তুমি, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য বিরাট নগরে অর্জুনের দয়ালুতার জন্যই জীবিত ছিলে।

স্মর পার্থস্য বিক্রান্তং গন্ধর্বেষু কৃতং তদা
অধর্মঃ কোঽত্র গান্ধারে পাণ্ডবৈর্যৎ কৃতং ত্বয়ি ॥
স্ববাহুবলমাস্থায় স্বধর্মেণ পরন্তপাঃ
জিতবন্তো রণে বীরা পাপোঽসি নিধনং গতঃ ॥
যান্যকার্য্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে ॥ ৪৭
বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্বং হি তদনুষ্ঠিতম্ ।
বৃহস্পতেরুশনসো নোপদেশঃ শ্রুতস্ত্বয়া ॥ ৪৮
বৃদ্ধা নোপাসিতাশ্চৈব হিতং বাক্যং ন তে শ্রুতম্ ।
লোভেনাতিবলেন ত্বং তৃষ্ণয়া চ বশীকৃতঃ ॥ ৪৯

দুর্যোধন উবাচ ।

কৃতবানস্মি কার্য্যাণি বিপাকস্তস্য ভুজ্যতাম্ ।
অধীতং বিধিবদ্ দত্তং ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা ॥ ৫০
মূর্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং কো নু স্বস্ততরো ময়া
যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্মমনুপশ্যতাম্ ॥ ৫১
তদিদং নিধনং প্রাপ্তঃ কো নু স্বস্ততরো ময়া ।
দেবার্হা মানুষা ভোগা প্রাপ্তা অসুলভা নৃপৈঃ ॥ ৫২
ঐশ্বর্য্যং চোত্তমং প্রাপ্তঃ কো নু স্বস্ততরো ময়া
সসুহৃৎ সানুগশ্চৈব স্বর্গং গন্তাহমচ্যুত ॥ ৫৩
যূয়ং নিহতসঙ্কল্পাঃ শোচন্তে বর্তয়িষ্যথ ।
(ন মে বিষাদো ভীমেন পাদেন শির আহতম্ ।
কাকা বা কঙ্ক-গৃধ্রা বা নিধাস্যন্তি পদং ক্ষণাৎ ॥)

সঞ্জয় উবাচ ।

অস্য বাক্যস্য নিধনে কুরুরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৫৪
অপতৎ সুমহদ্ বর্ষং পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ।
অবাদয়ন্ত গন্ধর্বা বাদিত্রং সুমনোহরম্ ॥ ৫৫
জগুশ্চাপ্সরসো রাজ্ঞো যশঃসম্বদ্ধমেব চ ।
সিদ্ধাশ্চ মুমুচুর্বাচঃ সাধু সাধ্বিতি পার্থিব ॥ ৫৬
ববৌ চ সুরভির্বায়ুঃ পুণ্যগন্ধো মৃদুঃ সুখঃ ।
ব্যরাজংশ্চ দিশঃ সর্বা নভো বৈদূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ৫৭

স্মরণ কর—অর্জুনের সেই পরাক্রম যাহা তোমাদের জন্য সৌদন গন্ধর্বদের উপর অর্জুন প্রয়োগ করিয়াছিল। গান্ধারী-নন্দন! পাণ্ডবেরা এস্থানে তোমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, উহাতে কি অধর্ম আছে?

শত্রুতাপন বীর পাণ্ডবগণ নিজেদের বাহুবলের আশ্রয় করত ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে জয়লাভ করিয়াছে। তুমি পাপী, সেই কারণে নিহত হইয়াছ।)

তুমি যে সব কার্যকে আমার পক্ষে অনুচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ, সে সমস্ত তোমার গুরুতর অপরাধের জন্যই করিতে হইয়াছে। ৪৭½

তুমি বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের নীতিসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ কর নাই, বৃদ্ধ পুরুষগণের (অভিজ্ঞ অথচ বয়সে প্রবীণ) সেবা কর নাই এবং তাঁহাদের হিতকর বাক্যও শ্রবণ কর নাই। ৪৮½

তুমি অত্যন্ত প্রবল লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া অকার্য্য-সকল করিয়াছ; অতএব তাহার পরিণাম তুমি নিজেই ভোগ করিলে। ৪৯½

দুর্যোধন বলিলেন,—আমি বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, দান করিয়াছি, সমুদ্র সহ পৃথিবীকে শাসন করিয়াছি এবং শত্রুদের মস্তকের উপর (পা রাখিয়া) অবস্থান করিয়াছি। আমার ন্যায় উত্তম অন্ত (পরিণাম) কাহার হইয়াছে? ৫০½

স্বধর্মের প্রতি অবলোকনকারী ক্ষত্রবন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট, আমি সেইরূপ মৃত্যুই লাভ করিয়াছি, অতএব আমা অপেক্ষা উত্তম অন্ত আর কাহার হইয়াছে? ৫১;

যাহা অপর রাজগণের পক্ষে দুর্লভ, সেই দেববৃন্দের পক্ষে সুলভ মানবভোগ আমার লাভ হইয়াছে। আমি উত্তম ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্ত আর কাহার হইয়াছে? ৫২½

অচ্যুত! আমি সুহৃদ্ ও অনুগামিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিব এবং তোমরা সকলে ভগ্নমনোরথ হইয়া শোচনীয় জীবন যাপন করিতে থাকিবে। ৫৩;

(ভীমসেন নিজ পদের দ্বারা যে আমার মস্তকে আঘাত করিয়াছে, ইহাতে আমার কোন খেদ নাই; কারণ, এখন আর ক্ষণকালের মধ্যেই ত' কাক, কঙ্ক অথবা শকুনিরা ইহার উপরে নিজেদের পদ রাখিবে।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ দুর্যোধনের এই কথা বলা শেষ হইয়া যাইলে, তাঁহার উপর পবিত্র সুগন্ধ-যুক্ত পুষ্পসমূহ প্রবলভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল ॥৫৪½

গন্ধর্বগণ অত্যন্ত মনোহর বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং অপ্সরাদল রাজা দুর্যোধনের যশসম্বন্ধী গীত গান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫½

রাজন্! সেই সময় সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন,—উত্তম, উত্তম। তারপর পবিত্র গন্ধযুক্ত, মনোহর, মৃদুল এবং সুখ-

অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্ট্বা বাসুদেবপুরোগমাঃ
দুর্য্যোধনস্য পূজাং তু দৃষ্ট্বা ব্রীড়ামুপাগমন্ ॥ ৫৮
হতাংশ্চাধর্মতঃ শ্রুত্বা শোকার্তাঃ শুশুচুহি তে।
ভীষ্মং দ্রোণং তথা কর্ণং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ৫৯
তাংস্তু চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দীনচেতসঃ।
প্রোবাচেদং বচঃ কৃষ্ণো মেঘদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥ ৬০
নৈষ শক্যোঽতিশস্ত্রাস্ত্রস্তে চ সর্বে মহারথাঃ।
ঋজুযুদ্ধেন বিক্রান্তা হন্তুং যুষ্মাভিরাহবে ॥ ৬১
নৈষ শক্যঃ কদাচিৎ তু হন্তুং ধর্মেণ পার্থিবঃ।
তে বা ভীষ্মমুখাঃ সর্বে মহেষ্বাসা মহারথাঃ ॥ ৬২
ময়ানেকৈরুপায়ৈস্তু মায়াযোগেন চাসকৃৎ।
হতাস্তে সর্ব এবাজৌ ভবতাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৬৩
যদি নৈবংবিধং জাতু কুর্য্যাং জিহ্মমহং রণে
কুতো বো বিজয়ো ভূয়ঃ কুতো রাজ্যং কুতো ধনম্ ॥৬৪

দাহক বায়ু বহিতে লাগিল। সমস্ত দিক্ প্রকাশিত হইয়া উঠিল এবং আকাশ বৈদূর্য্যমণিতুল্য নীলাভ হইয়া যাইল। ৫৬ ৫৭

শ্রীকৃষ্ণাদি সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এই অদ্ভুত কথা ও দুর্য্যোধনের পূজা দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। ৫৮

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবা অধর্ম্মপূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন শুনিয়া সকলেই শোকে ব্যাকুল হইয়া খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৫৯

পাণ্ডবগণকে দীনচিত্ত এবং চিন্তামগ্ন দেখিয়া মেঘ ও দুন্দুভি সদৃশ গম্ভীর স্বরে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন। ৬০

এই দুর্য্যোধন অতিশয় দ্রুত অস্ত্র চালাইতে সমর্থ ছিল, অতএব ইহাকে কেহই পরাজিত করিতে পারিত না এবং এই ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহারথী বীরগণও অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। ইঁহাদিগকে ধর্ম্মানুকূল সরলতাপূর্ব্বক যুদ্ধের দ্বারা তোমরা পরাজিত করিতে পারিতে না। ৬১

এই রাজা দুর্য্যোধন অথবা এই ভীষ্মাদি সকল মহারথী মহাধনুর্দ্ধরগণকে কখনও ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বারা বিনাশ করিতে পারিতে না। ৬২

তোমাদের হিতকামী আমি বারংবার মায়া প্রয়োগ করত নানাবিধ উপায়ে যুদ্ধস্থলে ইঁহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছি। ৬৩

যদি কদাচিৎ যুদ্ধে আমি এইরূপ কপটপূর্ণ কার্য্য না করিতাম, তবে তোমাদের জয়লাভ কিরূপে সম্ভব হইত, রাজ্য

তে হি সর্বে মহাস্ত্রানশ্চত্বারোঽতিরথা ভুবি।
ন শক্যো ধর্মতো হন্তুং লোকপালৈরপি স্বয়ম্ ॥৬৫
তথৈবায়ং গদাপাণির্ধার্ত্তরাষ্ট্রো গতক্লমঃ।
ন শক্যো ধর্মতো হন্তুং কালেনাপীহ দণ্ডিনা ॥ ৬৬
ন চ বো হৃদি কর্ত্তব্যঃ সদয়ং ঘাতিতো রিপুঃ।
মিথ্যাবধ্যাস্তথাপ্যায়ৈরহবঃ শত্রবোঽধিকাঃ ॥ ৬৭
পূর্বৈরনুগতো মার্গো দেবৈরসুরঘাতিভিঃ।
সদ্ভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্বৈরনুগম্যতে ॥ ৬৮
কৃতকৃত্যাশ্চ সায়াহ্নে নিবাসং রোচয়ামহে।
সাশ্ব-নাগ-রথাঃ সর্বে বিশ্রমামো নরাধিপাঃ ॥ ৬৯
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা তদানীং পাণ্ডবৈঃ সহ।
পাঞ্চালা ভৃশসংহৃষ্টা বিনেদুঃ সিংহসঙ্ঘবৎ ॥৭০
ততঃ প্রাধ্মাপয়ন্ শঙ্খান্ পাঞ্চজন্যঞ্চ মাধবঃ।
হৃষ্টা দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা নিহতং পুরুষর্ষভ ॥৭১

কিরূপে প্রাপ্ত হইতে এবং ধনই বা কিভাবে লাভ হইত ?৬৪

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা এই চার মহাত্মা এই জগতে অতিরথ বীর বলিয়া বিখ্যাত। লোকপালগণও ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া ইঁহাদের সকলকে বিনাশ করিতে পারিতেন না। ৬৫

এই গদাধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনও যুদ্ধের দ্বারা পরিশ্রান্ত হইত না। ইহাকে দণ্ডধারী কালও ধর্ম্মানুকূল যুদ্ধের দ্বারা বধ করিতে সমর্থ নন। ৬৬

এইভাবে তোমরা যে এই শত্রুগণকে বিনাশ করিয়াছ, ইহার জন্য তোমরা মনে মনে কোন কিছু চিন্তা করিবে না। অধিক শক্তিশালী বহুসংখ্যক শত্রু নানাবিধ উপায় ও কূটনীতি প্রয়োগ করিয়া বধ করিবার যোগ্য। ৬৭

অসুরহন্তা পূর্ব্ববর্তী দেবগণও এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথে গমন করিয়া থাকেন, উহাই সকল লোকে অনুসরণ করিয়া থাকে। ৬৮

এখন আমাদের কার্য্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব সন্ধ্যাকালে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইতেছে। রাজগণ! আমরা সকলে অশ্ব, হস্তী ও রথ সহ বিশ্রাম করিব। ৬৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করত সেই সময় পাণ্ডবগণসহ পাঞ্চালেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সিংহদলের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। ৭০

পুরুষপ্রবর! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য সমস্ত লোক দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ শঙ্খ বাদ্য

(দেবদত্তং প্রহৃষ্টাত্মা শঙ্খপ্রবরমর্জুনঃ
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথা জৈত্রং সাত্যকিনন্দিবর্ধনম্।
তেষাং নাদেন মহতা শঙ্খানাং ভরতর্ষভ ॥
আপূপূরে নভঃ সর্বং পৃথিবী চ চচাল হ ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
পাণ্ডুসৈন্যেঽবাদ্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥
অস্তুবন্ পাণ্ডবানন্যে গীভিশ্চ স্তুতিমঙ্গলৈঃ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি কৃষ্ণপাণ্ডব-দুর্য্যোধনসংবাদে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন। ৭১

(প্রসন্নচিত্ত অর্জুন দেবদত্তনামক শ্রেষ্ঠ শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় এবং ভয়ঙ্কর কার্য্যকারী ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন

নকুল ও সহদেব ক্রমশঃ সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খবাদ্য করিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন জৈত্র এবং সাত্যকি নন্দিবর্দ্ধন নামক শঙ্খের ধ্বনি করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই মহাশঙ্খসকলের শব্দে সম্পূর্ণ আকাশ বিস্তৃত হইল এবং ধরণী কম্পিত হইতে লাগিল।

তাহার পর পাণ্ডবসৈন্যরা শঙ্খ, পণব, আনক ও গোমুখাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। ইহাদের সকলের সম্মিলিত শব্দ অতিশয় ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই সময় অন্য সব বহুসংখ্যক মানুষ স্তুতি ও মঙ্গলময় বাক্যের দ্বারা পাণ্ডবগণের স্তব করিতে লাগিলেন।)

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবশিবিরে পাণ্ডবানাং গমনম্, অর্জুনরথভস্মীভূতস্য বর্ণনম্, পাণ্ডবৈর্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরে প্রেষণঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে প্রযযুঃ সর্বে নিবাসায় মহৌজসঃ।
শঙ্খান্ প্রধ্মাপয়ন্তো বৈ হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ ॥
পাণ্ডবান্ গচ্ছতশ্চাপি শিবিরং নো বিশাম্পতে।
মহেষ্বাসোঽন্বগাৎ পশ্চাদ্ যুযুৎসুঃ সাত্যকিস্তথা ॥ ২
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
সর্বে চান্যে মহেষ্বাসাঃ প্রযযুঃ শিবিরাণ্যুত ॥ ৩

ততস্তে প্রাবিশন্ পার্থা হতদ্বিট্কং হতেশ্বরম্।
দুর্য্যোধনস্য শিবিরং রঙ্গবদ্ বিস্তৃতে জনে ॥ ৪
গতোৎসবং পুরমিব হৃতনাগমিব হ্রদম্।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠং বৃদ্ধামাত্যৈরধিষ্ঠিতম্ ॥ ৫
তত্রৈতান্ পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ দুর্য্যোধনপুরঃসরাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা রাজন্ কাষায়মলিনাম্বরাঃ ॥ ৬

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[কৌরবশিবিরে পাণ্ডবগণের গমন, অর্জুনের রথদগ্ধ বর্ণন এবং পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,— রাজন্! তদনন্তর পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট নরপতিগণ নিজ নিজ শঙ্খ বাদ্য করিতে করিতে শিবিরে বিশ্রাম করিবার জন্য প্রসন্নতাপূর্ব্বক গমন করিলেন। ১

প্রজানাথ! আমাদের শিবিরের দিকে গমনকারী পাণ্ডবগণের পশ্চাতে পশ্চাতে মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর সকল পুত্রগণ এবং অন্য সব ধনুর্দ্ধর যোদ্ধারাও সেই শিবিরে গমন করিলেন। ২-৩

তাহার পর কুন্তীপুত্রগণ প্রথমে দুর্য্যোধনের শিবিরে গমন করিলেন। যেরূপ দর্শকগণ চলিয়া যাইলে পর পূর্ণ রঙ্গমণ্ড শোভাহীন হইয়া যায়, সেইরূপ শোভাহীন এবং যাহার প্রভু নিহত হইয়াছে, সেই শিবির, উৎসবহীন নগর এবং নাগশূন্য সরোবরের ন্যায় শ্রীহীন মনে হইতেছিল। সেখানে অবস্থিত লোকসকলের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী ও নপুংসক ছিল এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীরা অধিষ্ঠাতারূপে অবস্থান করত সেই শিবিরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছিল।৪-৫

রাজন্! তখন মলিন কাষায়বসন পরিহিত দুর্য্যোধনের সম্মুখবর্ত্তী বহু লোক কৃতাঞ্জলি হইয়া আসিয়া পাণ্ডবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৬

শিবিরং সমনুপ্রাপ্য কুরুরাজস্য পাণ্ডবাঃ
অবতেরুর্মহারাজ রথেভ্যো রথসত্তমাঃ ॥ ৭
ততো গাণ্ডীবধন্বানমভ্যভাষত কেশবঃ।
স্মিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যমতীব ভরতর্ষভ ॥ ৮
অবরোপয় গাণ্ডীবমক্ষয়ৌ চ মহেষুধী।
অথাহমবরোক্ষ্যামি পশ্চাদ্ ভরতসত্তম ॥ ৯
স্বয়ং চৈবাবরোহ ত্বমেতচ্ছ্রেয়স্তবানঘ।
তচ্চাকরোৎ তথা বীরঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১০
অথ পশ্চাৎ ততঃ কৃষ্ণো রশ্মীনুৎসৃজ্য বাজিনাম্।
অবারোহত মেধাবী রথাদ্ গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ১১
অথাবতীর্ণে ভূতানামীশ্বরে সুমহাত্মনি।
কপিরস্তর্দধে দিব্যো ধ্বজো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ১২
স দগ্ধো দ্রোণ-কর্ণাভ্যাং দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহারথঃ।
অথাদীপ্তোঽগ্নিনা হ্যাশু প্রজজ্বাল মহীপতে ॥ ১৩
সোপাসঙ্গঃ সরশ্মিশ্চ সাশ্বঃ সযুগবন্ধুরঃ।
ভস্মীভূতোঽপতদ্ ভূমৌ রথো গাণ্ডীবধন্বনঃ। ১৪
তং তথা ভস্মভূতং তু দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতাঃ প্রভো।
অভবন্ বিস্মিতা রাজন্নর্জুনশ্চেদমব্রবীৎ ১৫
কৃতাঞ্জলিঃ সপ্রণয়ঃ প্রণিপত্যাভিবাদ্য হ।
গোবিন্দ কস্মাদ্ ভগবন্ রথো দগ্ধোঽয়মগ্নিনা ॥ ১৬
কিমেতন্মহদাশ্চর্য্যমভবদ্ যদুনন্দন।
তন্মে ব্রূহি মহাবাহো শ্রোতব্যং যদি মন্যসে ॥ ১৭

বাসুদেব উবাচ।

অস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্দগ্ধঃ পূর্বমেবায়মর্জুন
মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে ন বিশীর্ণঃ পরন্তপ ॥ ১৮
ইদানীং তু বিশীর্ণোঽয়ং দগ্ধো ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা।
ময়া বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ত্বয়াশু কৃতকর্মণি ॥ ১৯
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু ভগবান্ কেশবোঽরিহা।
পরিষ্বজ্য চ রাজানং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥ ২০

মহারাজ! কুরুরাজ দুর্যোধনের শিবিরে উপস্থিত হইয়া রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা নিজ নিজ রথ হইতে নামিলেন ॥ ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সদা অর্জুনের প্রিয় ও হিতে তৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে বলিলেন,—ভরতবংশনন্দন! তুমি গাণ্ডীব ধনু এবং এই দুইটি বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণীর নামাইয়া রাখ এবং তারপর স্বয়ং এই রথ হইতে অবতরণ কর। ইহার পর আমি নামিয়া যাইব। অনঘ! এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৮-৯½

বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তাহাই করিলেন। তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণের রজ্জু পরিত্যাগ করত গাণ্ডীবধারী অর্জুনের রথ হইতে স্বয়ংও নামিয়া আসিলেন ॥ ১০-১১

সমস্ত প্রাণিগণের ঈশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নামিয়া আসিলেই গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ধ্বজস্বরূপ দিব্য বানর সেই রথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ১২

পৃথ্বীনাথ! ইহার পর অর্জুনের যাহা পূর্বেই দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহে দগ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, সেই বিশাল রথ অতিদ্রুত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ১৩

গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সেই রথ উপাসঙ্গ, অবরজ্জু, তূণ, বন্ধুর-কাষ্ঠ এবং অশ্বসকলের সহিত ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ১৪

প্রভো! নরেশ্বর! সেই রথকে ভস্মীভূত হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ বিস্মিত হইলেন এবং অর্জুনও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে বারংবার প্রণাম করত সপ্রেমে বলিলেন,—গোবিন্দ! এই রথ কেন অকস্মাৎ অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া যাইল? ভগবন্! যদুনন্দন! কিহেতু এই অতিশয় আশ্চর্য্যকর ঘটনা সংঘটিত হইল? মহাবাহো! ইহা যদি আপনি শুনিবার যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে এই রহস্য বর্ণন করুন ॥ ১৪-১৭

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—শত্রুতাপন অর্জুন! এই রথ পূর্ব্বেই নানাপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমি রথে অবস্থান করায় এই রথ সেই সময় ভস্ম হইয়া পতিত হয় নাই ॥ ১৮

কুন্তীনন্দন! আজ যখন তুমি নিজ অভীষ্ট কার্য্য পূর্ণ করিয়াছ, তখন আমি ইহাকে ত্যাগ করিলাম, সেইজন্য পূর্ব্বেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দগ্ধ এই রথ বর্ত্তমানে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১৯

ইহার পর শত্রুসংহারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সেস্থানে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত বলিলেন ॥ ২০

দিষ্ট্যা জয়সি কৌন্তেয় দিষ্ট্যা তে শত্রবো জিতাঃ।
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ২১
ত্বং চাপি কুশলী রাজন্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ
মুক্তা বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামাদ্রিহতদ্বিষঃ ॥ ২২
ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্য্যাণি ভারত।
উপাযাতমুপপ্লব্যং সহ গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২৩
আনীয় মধুপর্কং মাং যৎ পুরা ত্বমবোচথাঃ।
এষ ভ্রাতা সখা চৈব তব কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৪
রক্ষিতব্যো মহাবাহো সর্বাস্বাপৎস্থিতি প্রভো।
তব চৈব ক্রবাণস্য তথেত্যেবাহমক্রবম্ ॥ ২৫
স সব্যসাচী গুপ্তস্তে বিজয়ী চ জনেশ্বর
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র শূর সত্যপরাক্রমঃ ২৬
মুক্তো বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামাল্লোমহর্ষণাৎ।
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।
হৃষ্টরোমা মহারাজ প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনম্।
প্রমুক্তং দ্রোণ কর্ণাভ্যাং ব্রহ্মাস্ত্রমরিমর্দ্দন ॥ ২৮
কস্ত্বদন্যঃ সহেৎ সাক্ষাদপি বজ্রী পুরন্দরঃ।
ভবতস্তু প্রসাদেন সংশপ্তকগণা জিতাঃ ॥ ২৯
মহারণগতঃ পার্থো যচ্চ নাশীৎ পরাঙ্মুখঃ।
তথৈব চ মহাবাহো পর্য্যায়ৈর্বহুভির্মৃধা ॥৩০
কর্ম্মণামনুসন্তানং তেজসশ্চ গতীঃ শুভাঃ।
উপপ্লব্যে মহর্ষির্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৩১
যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
ইত্যেবমুক্তে তে বীরাঃ শিবিরং তব ভারত ॥ ৩২
প্রবিশ্য প্রত্যপদ্যন্ত কোশরত্নধিসঞ্চয়ান্
রজতং জাতরূপঞ্চ মণীনথ চ মৌক্তিকান্ ॥ ৩৩
ভূষণান্যথ মুখ্যানি কম্বলান্যজিনানি চ।
দাসী দাসসমস্যোঘং রাজ্যোপকরণানি চ ॥৩৪

কুন্তীনন্দন! সৌভাগ্যবশতঃ আপনার জয়লাভ হইয়াছে এবং সমস্ত শত্রু পরাজিত হইয়াছে। রাজন্! গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, আপনি এবং মাদ্রীপুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল সহদেব—সকলেই কুশলে আছেন। যেখানে বীরগণের বিনাশ এবং আপনার সকল শত্রুর পরাজয় হইয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে আপনারা জীবিত রহিয়াছেন, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা। ২১-২২

হে ভারত! এখন যাহা সময়ানুসারে সর্ব্বাগ্রে করণীয় হইবে, উহা শীঘ্র অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সহিত যখন আমি উপপ্লব নগরে আসিয়াছিলাম, সেই সময় আমাকে মধুপর্ক অর্পিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণ! এই অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা এবং সখা। প্রভো! মহাবাহো! ইহাকে তুমি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। ২৩-২৪;

আপনি যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন আমি "তথাস্তু" 'তাহাই হউক' বলিয়া সেই আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। জনেশ্বর! রাজেন্দ্র! আপনার এই শৌর্য্যশালী বীর, সত্যপরাক্রমী ভ্রাতা সব্যসাচী অর্জ্জুন আমার দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া জয়ী হইয়াছে এবং বীরগণের বিনাশকর এই রোমাঞ্চকারী সংগ্রাম হইতে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত জীবিত রহিয়াছে ॥ ২৫-২৬

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ! এই কথা বলিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শত্রুমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ! দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে? সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও উহার আঘাত সহ্য করিতে পারেন না। ২৮;

আপনারই করুণায় সংশপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে এবং কুন্তীকুমার অর্জ্জুন যে সেই মহাসমরে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই, উহাও আপনার অনুগ্রহেরই ফল। ২৯;

মহাবাহো! আপনার দ্বারা বহুবার আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে এবং আমরা তেজের শুভ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩০;

উপপ্লব্য নগরে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে বলিয়াছিলেন, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই 'জয়' বিদ্যমান থাকে ॥ ৩১;

ভারত! যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর পাণ্ডব-বীরগণ আপনার শিবিরে প্রবেশ করত কোশ, রত্ন ও ভাণ্ডারগৃহ অধিকার করিয়া লইলেন। ৩২;

রজত, স্বর্ণ, মণি, মুক্তাফল, উত্তম উত্তম আভরণ, কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অসংখ্য দাস-দাসী এবং রাজ্যের বহু দ্রব্য তাঁহারা গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৩-৩৪

তে প্রাপ্য ধনমক্ষয্যং স্বকীয়ং ভরতর্ষভ।
উদক্রোশন্মহাভাগা নরেন্দ্র বিজিতারয়ঃ ॥ ৩৫
তে তু বীরাঃ সমাশ্বস্য বাহনান্যবমুচ্য চ।
অতিষ্ঠন্ত মুহূর্তং সর্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা ॥ ৩৬
অথাব্রবীন্মহারাজ বাসুদেবো মহাযশাঃ।
অস্মাভির্মঙ্গলার্থায় বস্তব্যং শিবিরাদ্ বহিঃ ॥ ৩৭
তথেত্যুক্ত্বা হি তে সর্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা।
বাসুদেবেন সহিতা মঙ্গলার্থং বহির্যযুঃ ॥ ৩৮
তে সমাসাদ্য সরিতং পুণ্যামোঘবতীং নৃপ।
ন্যবসন্নথ তাং রাত্রিং পাণ্ডবা হতশত্রবঃ ॥ ৩৯
যুধিষ্ঠিরস্ততো রাজা প্রাপ্তকালমচিন্তয়ৎ।
তত্র তে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব ॥ ৪০
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম।
হেতুকারণযুক্তৈশ্চ বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! নরেশ্বর! আপনার ধনের অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়া শত্রুবিজয়ী মহাভাগ পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

এই সব বীরগণ নিজ নিজ বাহনদিগকে মুক্ত করিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি সেখানে একত্রে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৩৬

মহারাজ! তদনন্তর মহাযশস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আজ রাত্রিতে আমাদের নিজেদের মঙ্গললাভের জন্য শিবিরের বাহিরেই অবস্থান করিতে হইবে ॥ ৩৭

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের মঙ্গললাভের জন্য শিবির হইতে বাহিরে গমন করিলেন ॥ ৩৮

নরেশ্বর! যাহাদের শত্রু নিহত হইয়াছে, সেই পাণ্ডবগণ সেই রাত্রিতে পুণ্যসলিলা ওঘবতী নদীর তীরে যাইয়া নিবাস করিলেন ॥ ৩৯

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেখানে সময়োচিত কর্তব্য চিন্তা করিলেন এবং বলিলেন,—শত্রুদমন মাধব! ক্রোধে প্রজ্বলিত গান্ধারীদেবীকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য আপনার একবার

ক্ষিপ্রমেব মহাভাগ গান্ধারীং প্রশমিষ্যসি।
পিতামহশ্চ ভগবান্ ব্যাসস্তত্র ভবিষ্যতি ॥ ৪২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সম্প্রেষয়ামাসুর্দারুকং নাগসাহ্বয়ম্।
স চ প্রায়াজ্জবেনাশু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৩
দারুকং রথমারোপ্য যেন রাজাম্বিকাসুতঃ।
তমূচুঃ সম্প্রযান্তন্তং শৈব্য-সুগ্রীববাহনম্ ॥ ৪৪
প্রত্যাশ্বাসয় গান্ধারীং হতপুত্রাং যশস্বিনীম্।
স প্রায়াৎ পাণ্ডবৈরুক্তস্তৎ পুরঃ সাত্বতাং বরঃ ॥
আসসাদ ততঃ ক্ষিপ্রং গান্ধারীং নিহতাত্মজাম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বাসুদেবপ্রেষণে
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

হস্তিনাপুরে যাওয়া উচিত বলিয়া আমার মনে হইতেছে ॥ ৪০

মহাভাগ! আপনি যুক্তি ও কারণসমূহের দ্বারা সময়োচিত বাক্য বলিয়া গান্ধারীদেবীকে অতি সত্বর শান্ত করিতে পারিবেন আমাদের পিতামহ ভগবান বেদব্যাসও এখন হয় ত' সেখানেই থাকিবেন ॥ ৪১-৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণ যদুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপশালী বাসুদেব দারুককে সারথিরূপে রথের উপর বসাইয়া স্বয়ংও উপবেশন করিলেন এবং যেখানে অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য তীব্রবেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩॥

শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বগণ যাঁহার বাহক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যাইবার সময় পাণ্ডবগণ পুনরায় এই কথা বলিলেন, প্রভো! যশস্বিনী গান্ধারীদেবীর পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, অতএব আপনি সেই দুঃখিনী মাতাকে ধৈর্য্য প্রদান করুন ॥৪৪॥

পাণ্ডবগণ এই কথা বলিলে পর সাত্বতবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, সেই গান্ধারীদেবীর নিকট অতিসত্বর উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বাসুদেবকে হস্তিনাপুরে প্রেরণবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরপ্রেরণয়া ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরে গমনম্, ধৃতরাষ্ট্রং গান্ধারীঞ্চাশ্বাস্য পুনস্তস্য পাণ্ডবানাং সমীপে প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং দ্বিজশার্দূল ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
গান্ধার্য্যাঃ প্রেষয়ামাস বাসুদেবং পরন্তপম্ ॥১
যদা পূর্বং গতঃ কৃষ্ণঃ শমার্থং কৌরবান্ প্রতি।
ন চ তৎ লব্ধবান্ কামং ততো যুদ্ধমভূদিদম্ ॥২
নিহতেষু তু যোধেষু হতে দুর্য্যোধনে তদা।
পৃথিব্যাং পাণ্ডবেয়স্য নিঃসপত্নে কৃতে যুধি ॥ ৩
বিক্রুতে শিবিরে শূন্যে প্রাপ্তে যশসি চোত্তমে।
কিং নু তৎ কারণং ব্রহ্মন্ যেন কৃষ্ণো গতঃ পুনঃ ॥ ৪
ন চৈতৎ কারণং ব্রহ্মন্নল্পং বিপ্রতিভাতি মে।
যত্রাগমদমেয়াত্মা স্বয়মেব জনার্দনঃ ॥ ৫
তত্ত্বতো বৈ সমাচক্ষ্ব সর্বমঙ্গর্ষিসত্তম।
যচ্চাত্র কারণং ব্রহ্মন্ কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ত্বদ্বৃক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যস্মাং পৃচ্ছসি পার্থিব।
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৭
হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।
ব্যুৎক্রম্য সময়ং রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥ ৮
অন্যায়েন হতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধেন ভারত।
যুধিষ্ঠিরঃ মহারাজ মহদ্ ভয়মথাবিশৎ ॥ ৯
চিন্তয়ানো মহাভাগাং গান্ধারীং তপসান্বিতাম্।
ঘোরেণ তপসা যুক্তাং ত্রৈলোক্যমপি সা দহেৎ ॥ ১০
তস্য চিন্তয়মানস্য বুদ্ধিঃ সমভবৎ তদা।
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ পূর্বং প্রশমনং ভবেৎ ॥১১
সা হি পুত্রবধং শ্রুত্বা কৃতমস্মাভিরীদৃশম্।
মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসাদ্ঃ করিষ্যতি ॥ ১২
কথং দুঃখমিদং তীব্রং গান্ধারী সা সহিষ্যতি।
শ্রুত্বা বিনিহতং পুত্রং ছলেনাজিহ্মযোধিনম্ ॥ ১৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রেরণায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বাসদান করত পুনরায় তাঁহার পাণ্ডবদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুতাপন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারীদেবীর নিকট কেন পাঠাইলেন? ১

যখন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি স্থাপন করাইবার জন্য কৌরবদের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ হয় নাই, যাহার ফলে এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২

ব্রহ্মন্! যখন যুদ্ধে সমস্ত যোদ্ধারা বিনষ্ট হইলেন, ভূমণ্ডলে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যখন শত্রুগণের সর্ব্বদা অভাব হইল, কৌরব-পক্ষের সকল লোক যখন শিবিরসমূহ শূন্য করিয়া পলাইয়া যাইল, তখন আবার কোন্ কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করিলেন? ৩-৪

বিপ্রবর! ইহার কোন অল্প কারণও আমার প্রতিভাত হইতেছে না, যাহার জন্য অপ্রমেয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দনকেই আবার হস্তিনাপুরে যাইতে হইল? ৫

যজুর্ব্বেদীয় বিদ্বান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মন্! এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে যে সকল কারণ আছে তৎ সমস্তই আপনি যথাযথরূপে বলুন। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতকুলভূষণ নরেশ! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা যথার্থই। তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা আমি তোমাকে যথাযথ ভাবে বলিব। ৭

রাজন্! ভরতবংশীয় মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাবল দুর্য্যোধনকে ভীমসেন যুদ্ধে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বিনাশ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন অন্যায় পূর্ব্বক গদাযুদ্ধের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। এই সব বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করত যুধিষ্ঠিরের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। ৮-৯

তিনি উগ্র তপস্যাযুক্তা মহাভাগা তপস্বিনী গান্ধারীদেবীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি এই চিন্তা করিতে থাকিলেন যে, গান্ধারীদেবী ক্রুদ্ধা হইলে ত্রিভুবনকেই প্রজ্বলিত করিয়া ভস্ম করিতে পারেন। ১০

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, প্রথমে ক্রোধে প্রজ্বলিতা গান্ধারী-দেবীকে শান্ত করা উচিত। ১১

আমাদের দ্বারা তাঁহার পুত্রদিগকে এইভাবে বিনষ্ট হইতে শুনিয়া তিনি ক্রোধ করত নিজ সঙ্কল্পজনিত অগ্নিতে আমাদের ভস্মীভূত করিয়া দিবেন। ১২

তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন সরলতার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল; কিন্তু ছলনা পূর্ব্বক আমাদের দ্বারা নিহত হইয়াছে। এই কথা

এবং বিচিন্ত্য বহুধা ভয়শোকসমন্বিতঃ
বাসুদেবমিদং বাক্যং ধর্মরাজোঽভ্যভাষত ॥ ১৪
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
অপ্রাপ্যং মনসাপীদং প্রাপ্তমস্মাভিরচ্যুত ॥ ১৫
প্রত্যক্ষং মে মহাবাহো সংগ্রামে লোমহর্ষণে ।
বিমর্দঃ সুমহান্ প্রাপ্তস্ত্বয়া যাদবনন্দন ॥ ১৬
ত্বয়া দেবাসুরে যুদ্ধে বধার্থমমরদ্বিষাম্ ।
যথা সাহ্যং পুরা দত্তং হতাশ্চ বিবুধদ্বিষঃ ॥ ১৭
সাহ্যং তথা মহাবাহো দত্তমস্মাকমচ্যুত ।
সারথ্যেন চ বার্ষ্ণেয় ভবতা হি ধৃতা বয়ম্ ॥ ১৮
যদি ন ত্বং ভবেনাথঃ ফাল্গুনস্য মহারণে ।
কথং শক্যো রণে জেতুং ভবেদেষ বলার্ণবঃ ॥ ১৯
গদাপ্রহারা বিপুলাঃ পরিঘৈশ্চাপি তাড়নম্ ।
শক্তিভিভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥ ২০
অস্মৎকৃতে ত্বয়া কৃষ্ণ বাচঃ সুপরুষাঃ শ্রুতাঃ ।
শস্ত্রাণাঞ্চ নিপাতা বৈ বজ্রস্পর্শোপমা রণে ॥ ২১
তে চ তে সফলা জাতা হতে দুর্যোধনেঽচ্যুত ।
তৎ সর্বং ন যথা নশ্যেৎ পুনঃ কৃষ্ণ তথা কুরু ॥২২
সন্দেহদোলাং প্রাপ্তং নশ্চেতঃ কৃষ্ণ জয়ে সতি ।
গান্ধার্য্যা হি মহাবাহো ক্রোধং বুধ্যস্ব মাধব ॥২৩
সা হি নিত্যং মহাভাগা তপসোগ্রেণ কর্শিতা ।
পুত্র-পৌত্রবধং শ্রুত্বা ধ্রুবং নঃ সম্প্রধক্ষ্যতি ॥ ২৪
তস্যাঃ প্রসাদনং বীর প্রাপ্তকালং মতং মম ।
কশ্চ তাং ক্রোধতাম্রাক্ষীং পুত্রব্যসনকর্শিতাম্ ॥ ২৫
বীক্ষিতুং পুরুষঃ শক্তস্ত্বমৃতে পুরুষোত্তম ।
তত্র মে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব ॥ ২৬

শ্রবণ করত গান্ধারীদেবী তাদৃশ তীব্র দুঃখ কিভাবে সহ্য করিবেন ? ১৩

এইভাবে বহু কিছু চিন্তা করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভয় ও শোকান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১৪

গোবিন্দ ! অচ্যুত ! যাহা মনের দ্বারাও লাভ করা অসম্ভব ছিল, সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য আমরা আপনার করুণায় প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৫

যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ! এই রোমাঞ্চকর সংগ্রামে যে প্রভূত বিনাশ সাধন হইয়াছে, তৎ সমস্তই আপনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন ॥ ১৬

পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় যেরূপ আপনি দেবদ্রোহী দৈত্যগণের জন্য দেবতাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সমস্ত দেবশত্রু বিনষ্ট হইয়াছিল, মহাবাহু অচ্যুত ! সেইরূপ এই যুদ্ধেও আপনি আমাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দান করিয়াছেন। বৃষ্ণিনন্দন ! আপনি সারথি কার্য্য করিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছেন ॥ ১৭-১৮

যদি আপনি এই মহাসমরে অর্জুনের প্রভু এবং সারথি না হইতেন, তবে কৌরব সৈন্যরূপ সমুদ্রকে জয়লাভ করা কিরূপে সম্ভব হইত ?১৯

হে কৃষ্ণ ! আপনি আমাদের জন্য বহু সদা আঘাত সহ্য করিয়াছেন, পরিঘের প্রহার লাভ করিয়াছেন, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশুর আঘাতও সহ্য করিয়াছেন এবং বহু কঠোর বাক্যও শুনিয়াছেন আপনার উপর রণাঙ্গনে এতাদৃশ অস্ত্রসকল আঘাত করা হইয়াছিল তাহাদের স্পর্শ বজ্রতুল্য ছিল ॥ ২০-২১

হে অচ্যুত ! দুর্যোধন নিহত হওয়ায় সেই সমস্ত আঘাত সফল হইয়াছে। হে কৃষ্ণ ! এখন পুনরায় এরূপ কার্য্য করুন, যাহাতে আমাদের কৃত কার্য্যসকল নষ্ট হইয়া না যায় ॥ ২২

কৃষ্ণ ! আজই জয় লাভ হইলেও আমার মন সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হইতেছে মহাবাহু মাধব ! আপনি গান্ধারীদেবীর ক্রোধের বিষয় চিন্তা করুন ॥ ২৩

মহাভাগা গান্ধারী দেবী প্রতিদিন উগ্র তপস্যা করিয়া নিজের দেহকে দুর্ব্বল করিতেছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধের কথা শ্রবণ করত নিশ্চয়ই আমাদের দগ্ধ করিয়া দিবেন ॥ ২৪

বীর ! এখন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার কার্য্যই আমার সময়োচিত বলিয়া মনে হইতেছে। পুরুষোত্তম ! আপনি ব্যতীত অপর কোন্ পুরুষ আছেন, যিনি পুত্রগণের শোকে দুর্ব্বল হইয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত উপবিষ্টা গান্ধারীদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইবেন ? ২৫½

শত্রুদমনকারী মাধব ! এই সময় ক্রোধে প্রজ্বলিতা গান্ধারীদেবীকে শান্ত করিবার জন্য আপনার সেস্থানে গমন করাকে আমি সময়োচিত বলিয়া মনে করি ॥ ২৬½

গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম
ত্বং হি কর্তা বিকর্তা চ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ ॥ ২৭
হেতু-কারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ।
ক্ষিপ্রমেব মহাবাহো গান্ধারীং শমিয়িষ্যসি ॥ ২৮
পিতামহশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র ভবিষ্যতি।
সর্বথা তে মহাবাহো গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধনাশনম্ ॥ ২৯
কর্তব্যং সাত্বতাং শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবানাং হিতার্থিনা।
ধর্মরাজস্য বচনং শ্রুত্বা যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ৩০
আমন্ত্র্য দারুকং প্রাহ রথঃ সজ্জো বিধীয়তাম্।
কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণোঽথ দারুকঃ ॥ ৩১
স্যন্দনং রথং সজ্জং কেশবায় মহাত্মনে।
তং রথং যাদবশ্রেষ্ঠঃ সমারুহ্য পরন্তপঃ ॥ ৩২
জগাম হাস্তিনপুরং ত্বরিতঃ কেশবো বিভুঃ।
ততঃ প্রায়ান্মহারাজ মাধবো ভগবান্ রথী ॥ ৩৩
নাগসাহ্বয়মাসাদ্য প্রবিবেশ চ বীর্য্যবান্।

প্রবিশ্য নগরং বীরো রথঘোষেণ নাদয়ন্ ॥ ৩৪
বিদিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সোঽবতীর্য্য রথোত্তমাৎ।
অভ্যগচ্ছদদীনাত্মা ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্ ॥ ৩৫
পূর্বং চাভিগতং তত্র সোঽপশ্যদৃষিসত্তমম্।
পাদৌ প্রপীড্য কৃষ্ণস্য রাজ্ঞশ্চাপি জনার্দনঃ ॥ ৩৬
অভ্যবাদয়দব্যগ্রো গান্ধারীং চাপি কেশবঃ।
ততস্তু যাদবশ্রেষ্ঠো ধৃতরাষ্ট্রমধোক্ষজঃ ॥ ৩৭
পাণিমালম্ব্য রাজেন্দ্র সুস্বরং প্ররুরোদ হ
স মুহূর্তাদিবোৎসৃজ্য বাষ্পং শোকসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৮
প্রক্ষাল্য বারিণা নেত্রে হ্যাচম্য চ যথাবিধি।
উবাচ প্রস্তুতং বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রমরিন্দমঃ ॥ ৩৯
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বৃদ্ধস্য তব ভারত।
কালস্য চ যথাবৃত্তং তৎ তে সুবিদিতং প্রভো ॥ ৪০
যাতিতং পাণ্ডবৈঃ সর্বৈস্তব চিত্তানুরোধিভিঃ।
কথং কুলক্ষয়ো ন স্যাত্তথা ক্ষত্রস্য ভারত ॥ ৪১

মহাবাহো! আপনি সমস্ত লোকের স্রষ্টা ও সংহারক। আপনি সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান আপনি যুক্তি ও কারণসমূহে সংযুক্ত সময়োচিত বাক্যসকলের দ্বারা গান্ধারীদেবীকে সত্বর শান্ত করিতে সমর্থ হইবেন

আমাদের পিতামহ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ ব্যাসদেবও সেস্থানেই থাকিবেন। মহাবাহো! সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ! আপনি পাণ্ডবগণের হিতৈষী। সর্বপ্রকারে আপনার গান্ধারীদেবীর ক্রোধকে শান্ত করা উচিত। ২২½

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করত যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ দারুককে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—রথ প্রস্তুত কর ॥ ৩০½

কেশবের এই আদেশ শ্রবণ পূর্বক দারুক সত্বর রথকে সুসজ্জিত করিলেন এবং উহা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন। ৩১½

শত্রুতাপন যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্বরা সহকারে সেই রথে আরোহণ করত হস্তিনাপুরের দিকে গমন করিলেন। ৩২½

মহারাজ! পরাক্রমশালী ভগবান্ যাদব সেই রথে উপবেশন করত হস্তিনাপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন। ৩৩½

নগরে প্রবিষ্ট হইয়া বীর শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথের গম্ভীর শব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার আগমন বার্তা পূর্বেই জানান হইয়াছিল। উদারহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৩৪-৩৫

সেখানে তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে পূর্ব হইতেই উপস্থিত দর্শন করিলেন। ব্যাসদেব এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র উভয়ের চরণদ্বয় হস্তের দ্বারা উত্তমরূপে স্পর্শ করত জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ ধীরভাবে গান্ধারীদেবীকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬½

রাজেন্দ্র! তদনন্তর যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত নিজ হস্তে ধারণ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৭½

মুহূর্তকাল শোকে অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে শুদ্ধ জলে নেত্র ধৌত করত বিধিপূর্বক আচমন করিয়া শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত বাক্য বলিলেন,—ভারত! আপনি বৃদ্ধ পুরুষ, অতএব কালের দ্বারা যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। প্রভো! আপনি সব কিছুই উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছেন ॥ ৩৮-৪০

ভারত! সমস্ত পাণ্ডবগণ সর্বদা আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা বহুভাবে এই প্রচেষ্টা করিয়াছিল যে, যাহাতে কোনরূপেই আমাদের কুলের বিনাশ এবং ক্ষত্রিয়গণের ধ্বংস না হয় ॥ ৪১

ভ্রাতৃভিঃ সময়ঃ কৃত্বা ক্ষান্তবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ।
দ্যূতচ্ছলজিতৈঃ শুদ্ধৈর্বনবাসো হ্যুপাগতঃ ॥ ৪২
অজ্ঞাতবাসচর্য্যা চ নানাবেশসমাবৃতৈঃ।
অন্যে চ বহবঃ ক্লেশাৎ ত্বশক্তৈরিব সর্বদা ॥ ৪৩
ময়া চ স্বয়মাগম্য যুদ্ধকাল উপস্থিতে।
সর্বলোকস্য সান্নিধ্যে গ্রামাংস্ত্বং পঞ্চ যাচিতঃ ॥ ৪৪
ত্বয়া কালোপসৃষ্টেন লোভতো নাপবর্জিতাঃ।
তবাপরাধান্নৃপতে সর্বং ক্ষত্রং ক্ষয়ং গতম্ ॥ ৪৫
ভীষ্মেণ সোমদত্তেন বাহ্লীকেন কৃপেণ চ।
দ্রোণেন চ সপুত্রেণ বিদুরেণ চ ধীমতা ॥ ৪৬
যাচিতস্ত্বং শমং নিত্যং ন চ তৎ কৃতবানসি।
কালোপহতচিত্তা হি সর্বে মুহ্যন্তি ভারত ॥ ৪৭
যথা মূঢ়ো ভবান্ পূর্বমস্মিন্নর্থে সমুদ্যতে।
কিমন্যৎ কালযোগাদ্ধি দিষ্টমেব পরায়ণম্ ॥ ৪৮

ধর্মবৎসল যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সতত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডবেরা শুদ্ধ ভাবে আপনার নিকট আসিয়াছিল, তথাপি তাহাদিগকে কপটতার সহিত পাশাখেলায় পরাজিত করিয়া বনবাসে পাঠান হইয়াছিল ॥ ৪২

তাহারা নানাবিধ বেশভূষায় নিজেদের গোপন করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিয়াছে ॥ ৪৩

যখন যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় আমিও স্বয়ং আসিয়া শান্তি স্থাপিত করিবার জন্য সকল লোকের সম্মুখে আপনার নিকট কেবল পাঁচ ভ্রাতার জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম ॥ ৪৪

কিন্তু কাল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বীয় লোভবশতঃ আপনি সেই পাঁচটি গ্রামও দিতে ইচ্ছুক হইলেন না। নরেশ্বর! আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ হইয়াছে ॥ ৪৫

ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং বুদ্ধিমান্ বিদুরও সদা আপনার নিকট শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি উহা স্বীকার করেন নাই ॥ ৪৬½

ভারত! যাহার চিত্ত কালের প্রভাবে দূষিত হইয়া যায়, তাহারা সকলে মোহিত হইয়া পড়ে। যেরূপ আপনার বুদ্ধি পূর্বে যুদ্ধের উদ্যোগকালীন মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে কালযোগ ব্যতীত আর কি বলিব? ভাগ্যই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ॥ ৪৭-৪৮

মা চ দোষান্ মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবেষু নিবেশয়।
অল্পোঽপ্যতিক্রমো নাস্তি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৯
ধর্মতো ন্যায়তশ্চৈব স্নেহতশ্চ পরন্তপ।
এতৎ সর্বং তু বিজ্ঞায় হ্যাত্মদোষকৃতং ফলম্ ॥ ৫০
অসূয়াং পাণ্ডুপুত্রেষু ন ভবান্ কর্তুমর্হতি।
কুলং বংশশ্চ পিণ্ডাশ্চ যচ্চ পুত্রশতং ফলম্ ॥ ৫১
গান্ধার্য্যাস্তব বৈ নাথ পাণ্ডবেষু প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বঞ্চৈব কুরুশার্দূল গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ৫২
মা শুচো নরশার্দূল পাণ্ডবান্ প্রতি কিল্বিষম্।
এতৎ সর্বমুধ্যায় আত্মনশ্চ ব্যতিক্রমম্ ॥ ৫৩
শিবেন পাণ্ডবান্ পাহি নমস্তে ভরতর্ষভ।
জানাসি চ মহাবাহো ধর্মরাজস্য যা ত্বয়ি ॥ ৫৪
ভক্তির্ভরতশার্দূল স্নেহশ্চাপি স্বভাবতঃ
এতচ্চ কদনং কৃত্বা শত্রূণামপকারিণাম্ ॥ ৫৫

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পাণ্ডবদের উপর দোষারোপ করিবেন না। পরন্তপ! ধর্ম, ন্যায় ও স্নেহের দৃষ্টিতে মহাত্মা পাণ্ডবগণের ইহাতে অল্পও দোষ নাই ॥ ৪৯½

এই সব নিজেরই দোষজাত ফল, ইহা জানিয়া আপনার পাণ্ডবদের প্রতি দোষদৃষ্টি রাখা উচিত নয় ॥ ৫০½

এখন ত আপনার কুল ও বংশ পাণ্ডবদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। নাথ! আপনার এবং গান্ধারীদেবীর পিণ্ড ও পুত্র হইতে প্রাপ্ত সমুদয় কাম্যফল পাণ্ডবদের দ্বারা লাভ করিবেন। তাহাদের উপরেই সব কিছু অবলম্বিত রহিয়াছে ॥ ৫১½

কুরুপ্রবর! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি এবং যশস্বিনী গান্ধারী কখনও পাণ্ডবদের দুঃখদানের বিষয় চিন্তা করেন নাই ॥ ৫২½

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সব কথা এবং নিজের অপরাধ সকলের বিষয় চিন্তা করত আপনি পাণ্ডবদের প্রতি কল্যাণ ভাবনা রাখিয়া তাহাদের রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৫৩½

মহাবাহো ভরতবংশপ্রধান! আপনি জানেন যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে আপনার প্রতি কিরূপ ভক্তি এবং কিরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে ॥ ৫৪½

নিজের অপরাধী শত্রুদিগের এই বিনাশ সাধন করিয়া তিনি দিবারাত্রি শোকের অগ্নিতে জ্বলিতেছেন, কখনও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৫৫½

দহ্যতে স দিবা রাত্রৌ ন চ শর্ম্মাধিগচ্ছতি।
ত্বাকৈব নরশার্দূল গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥ ৫৬

স শোচন্ নরশার্দূলঃ শান্তিং নৈবাধিগচ্ছতি।
হ্রিয়া চ পরয়াঽঽবিষ্টো ভবন্তং নাধিগচ্ছতি ॥ ৫৭

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং বুদ্ধিব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্।
এবমুক্ত্বা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রং যদূত্তমঃ ॥ ৫৮

উবাচ পরমং বাক্যং গান্ধারীং শোককর্শিতাম্।
সৌবলেয়ি নিবোধ ত্বং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৫৯

ত্বৎসমা নাস্তি লোকেঽস্মিন্নচ সীমন্তিনী শুভে।
জানাসি চ যথা রাজ্ঞি সভায়াং মম সন্নিধৌ ॥ ৬০

ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যমুভয়োঃ পক্ষয়োর্হিতম্।
উক্তবত্যসি কল্যাণি ন চ তে তনয়ৈঃ কৃতম্ ॥ ৬১

দুর্য্যোধনস্ত্বয়া চোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ।
শৃণু মূঢ় বচো মহ্যং যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৬২

তদিদং সমনুপ্রাপ্তং তব বাক্যং নৃপাত্মজে।
এবং বিদিত্বা কল্যাণি মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৬৩

পাণ্ডবানাং বিনাশায় মা তে বুদ্ধিঃ কদাচন।
শক্তা চাসি মহাভাগে পৃথিবীং সচরাচরাম্ ॥ ৬৪

চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন নির্দহ্তুং তপসো বলাৎ।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা গান্ধারী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি কেশব।
আধিভির্দহ্যমানায়া মতিঃ সঙ্কলিতা মম ॥ ৬৬

সা মে ব্যবস্থিতা শ্রুত্বা তব বাক্যং জনার্দন।
রাজ্ঞস্ত্বন্ধস্য বৃদ্ধস্য হতপুত্রস্য কেশব ॥ ৬৭

ত্বং গতিঃ সহিতৈর্বীরৈঃ পাণ্ডবৈদ্বিপদাং বর।
এতাবদুক্ত্বা বচনং মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা ॥ ৬৮

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী প্ররুরোদ হ।
তত এনাং মহাবাহুঃ কেশবঃ শোককর্শিতাম্ ॥ ৬৯

নরশ্রেষ্ঠ! আপনার এবং যশস্বিনী গান্ধারীদেবীর ভুল্য নিরন্তর শোক করিতে করিতে নরোত্তম যুধিষ্ঠির শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। ৫৬।

আপনি পুত্রশোকে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত আপনার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ শোকে ব্যাকুল। এরূপ অবস্থায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হওয়ায় আপনার সম্মুখে আসিতেছেন না। ৫৭।

মহারাজ! যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোকে দুর্ব্বল গান্ধারীদেবীকে এই উত্তম বাক্য বলিলেন ॥৫৮।

সুবলনন্দিনি! আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, উহা আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। শুভে! আপনার ন্যায় তপোবলসম্পন্না স্ত্রী অপর আর একজনও নাই ॥ ৫৯।

রাজ্ঞি! আপনার স্মরণ আছে, সেই দিন সভামধ্যে আমার সম্মুখেই আপনি উভয় পক্ষের হিতকারী ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণি! সেই সময় আপনার পুত্রগণ উহা গ্রাহ্য করে নাই ॥৬০-৬১।

আপনি জয়াভিলাষী দুর্য্যোধনকে সম্বোধিত করিয়া এই অতিশয় কঠোর বাক্য বলিয়াছিলেন যে, অরে মূঢ়! আমার বাক্য শ্রবণ কর, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয় হইয়া থাকে ॥ ৬২

কল্যাণময়ী রাজকুমারি! আপনার সেই বাক্য আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই কথা জানিয়া আপনি মনে শোক করিবেন না ॥ ৬৩

পাণ্ডবগণের বিনাশের কথা তোমার মনে আনা উচিত হইবে না। মহাভাগে! আপনি নিজ তপস্যাবলে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা চরাচর প্রাণিগণ সহ সমুদয় পৃথিবীকে ভস্ম করিতে পারেন ॥৬৪।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গান্ধারী বলিলেন,—মহাবাহু কেশব! তুমি যে কথা বলিলে, তাহা যথার্থ ই। এখন আমার মনে অতিশয় ব্যথা রহিয়াছে এবং এই ব্যথাবহ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় আমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে; (অতএব পাণ্ডবদের অনিষ্টের কথা আমি চিন্তা করিতেছিলাম;) জনার্দ্দন! কিন্তু এই সময় তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে—ক্রোধের আবেশ নষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৫-৬৬।

মনুষ্যগণশ্রেষ্ঠ কেশব! এই রাজা অন্ধ ও বৃদ্ধ এবং ইহার সকল পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। এখন পাণ্ডবগণের সহিত তুমিই ইহার আশ্রয়দাতা ॥ ৬৭।

এই কথা বলিয়া পুত্রশোকে সন্তপ্তা গান্ধারীদেবী নিজ মুখ বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬৮।

তখন মহাবাহু ভগবান্ কেশব শোকে দুর্ব্বল গান্ধারীদেবীকে বহু কিছু কারণ বর্ণনা করিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে আশ্বাস দান করিলেন ॥ ৬৯।

হেতুকারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়ং প্রভুঃ।
সমাশ্বাস্য চ গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ মাধবঃ॥ ৭০
দ্রৌণিসঙ্কল্পিতং ভাবমববুধ্যত কেশবঃ।
ততস্ত্বরিত উত্থায় পাদৌ মূর্দ্ধ্না প্রণম্য চ॥ ৭১
দ্বৈপায়নস্য রাজেন্দ্র ততঃ কৌরবমব্রবীৎ।
আপৃচ্ছে ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ॥ ৭২
দ্রৌণেঃ পাপোঽদ্যভিপ্রায়স্তেনাস্মি সহসোত্থিতঃ।
পাণ্ডবানাং বধে রাত্রৌ বুদ্ধিস্তেন প্রদর্শিতা॥ ৭৩
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং গান্ধার্য্যা সহিতোঽব্রবীৎ
ধৃতরাষ্ট্রো মহাবাহুঃ কেশবং কেশিসূদনম্॥ ৭৪
শীঘ্রং গচ্ছ মহাবাহো পাণ্ডবান্ পরিপালয়।
ভূয়স্ত্বয়া সমেষ্যামি ক্ষিপ্রমেব জনার্দ্দন॥ ৭৫
প্রায়াৎ ততস্তু ত্বরিতো দারুকেণ সহাচ্যুতঃ।
বাসুদেবে গতে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্॥ ৭৬
আশ্বাসয়দমেয়াত্মা ব্যাসো লোকনমস্কৃতঃ।
বাসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা কৃতকৃত্যো জগাম হ॥ ৭৭
শিবিরং হাস্তিনপুরাদ্ দিদৃক্ষুঃ পাণ্ডবান্ নৃপ।
আগম্য শিবিরং রাত্রৌ সোঽভ্যগচ্ছত পাণ্ডবান্।
তচ্চ তেভ্যঃ সমাখ্যায় সহিতৈঃ সমাহিতঃ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রগান্ধারীসমাশ্বাসনে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৩

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে শান্ত্বনা দান করত মাধব শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার মনে যে ভীষণ সঙ্কল্প উত্থিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেন। ৭০½

রাজেন্দ্র! তদনন্তর তিনি সহসা উত্থিত হইলেন এবং ব্যাসদেবের চরণে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করত কুরুবংশধর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! এখন আমি যাইবার জন্য আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি বর্ত্তমানে আপনার মনকে শোকময় করিবেন না। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মনে পাপপূর্ণ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছে। এইজন্য আমি সহসা উত্থিত হইলাম। সে রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় পাণ্ডবদিগকে বধ করিবার চিন্তা করিয়াছে। ৭১-৭৩

এই কথা শ্রবণ করিয়া গান্ধারীসহ মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র কেশিহন্তা কেশবকে বলিলেন,—মহাবাহু জনার্দ্দন! আপনি শীঘ্র গমন করুন এবং পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করুন। আমি পুনরায় শীঘ্রই আপনার সহিত মিলিত হইব। ৭৪-৭৫

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুকের সহিত সত্বর সেস্থান হইতে গমন করিলেন। রাজন্ শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর অপ্রমেয়স্বরূপ বিশ্ববন্দিত ভগবান্ ব্যাসদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দান করিলেন। ৭৬½

হে নৃপ! এদিকে ধর্ম্মাত্মা বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কৃতকৃত্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। ৭৭½

শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রিতে তিনি পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইলেন এবং উহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া রাত্রিতে তাঁহাদের সহিত সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবীকে আশ্বাসদান-বিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়সম্মুখে দুর্য্যোধনস্য বিলাপঃ, বর্ত্তাবহৈঃ স্বসুহৃৎসমীপে সন্দেশপ্রেষণঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অধিষ্ঠিতঃ পদা মূর্ধ্নি ভগ্নসক্থো মহীং গতঃ।
শৌটীর্য্যমানী পুত্রো মে কিমভাষত সঞ্জয় ॥ ১
অত্যর্থং কোপনো রাজা জ্ঞাতিবৈরশ্চ পাণ্ডুষু।
ব্যসনং পরমং প্রাপ্তঃ কিমাহ পরমাহবে ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তং নরাধিপ।
রাজ্ঞা যদুক্তং ভগ্নেন তস্মিন্ ব্যসন আগতে ॥ ৩
ভগ্নসক্থো নৃপো রাজন্ পাংশুনা সোঽবগুণ্ঠিতঃ।
যময়ন্ মূর্দ্ধজাংস্তত্র বীক্ষ্য চৈব দিশো দশ ॥ ৪
কেশান্ নিয়ম্য যত্নেন নিঃশ্বসন্নুরগো যথা।
সংরম্ভাশ্রুপরীতাভ্যাং নেত্রাভ্যামভিবীক্ষ্য মাম্ ॥ ৫
বাহূ ধরণ্যাং নিষ্পিষ্য সুদুর্মর্ত্ত ইব দ্বিপঃ।
প্রকীর্ণান্ মূর্দ্ধজান্ ধূন্বন্ দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥ ৬
গর্হয়ন্ পাণ্ডবং জ্যেষ্ঠং নিঃশ্বস্যেদমথাব্রবীৎ।
ভীষ্মে শান্তনবে নাথে কর্ণে শস্ত্রভৃতাং বরে ॥ ৭
গৌতমে শকুনৌ চাপি দ্রোণে চাস্ত্রভৃতাং বরে।
অশ্বত্থাম্নি তথা শল্যে শূরে চ কৃতবর্ম্মণি ॥ ৮
ইমামবস্থাং প্রাপ্তোঽস্মি কালো হি দুরতিক্রমঃ।
একাদশচমূভর্তা সোঽহমেতাং দশাং গতঃ ॥ ৯
কালং প্রাপ্য মহাবাহো ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।
আখ্যাতব্যং মদীয়ানাং যেঽস্মিন্ জীবন্তি সংযুগে ॥ ১০
যথাহং ভীমসেনেন ব্যুৎক্রম্য সময়ং হতঃ।
বহূনি সুনৃশংসানি কৃতানি খলু পাণ্ডবৈঃ ॥ ১১
ভূরিশ্রবসি কর্ণে চ ভীষ্মে দ্রোণে চ শ্রীমতি
ইদঞ্চাকীর্ত্তিকরং কর্ম নৃশংসৈঃ পাণ্ডবৈঃ কৃতম্ ॥ ১২

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[সঞ্জয়ের সম্মুখে দুর্য্যোধনের বিলাপ এবং বার্ত্তাবহগণের দ্বারা নিজের সুহৃদ্দের নিকট সংবাদ প্রেরণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন জঙ্ঘা বিদীর্ণ হওয়ায় আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভূতলে পতিত হইল এবং ভীমসেন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিল, তখন সে কি বলিল? তাহার নিজ বলের উপর অতিশয় অভিমান ছিল রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রোধী ছিল এবং পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা করিত। যখন সে যুদ্ধভূমিতে গুরুতর বিপদে পতিত হইল, তখন সে কি বলিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! সেই গুরুতর বিপদে পতিত হইয়া জঙ্ঘা বিদীর্ণ হওয়ায় রাজা দুর্য্যোধন যা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সব বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিতেছি ॥৩

রাজন্! যখন কৌরব-নরপতি দুর্য্যোধনের জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইল, তখন তিনি ধরাতলে পতিত হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন। তারপর বিকীর্ণ কেশসমূহ সংযত করিয়া (বাঁধিয়া) সেখানে দশদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অতিশয় যত্ন সহকারে নিজ কেশ-গুচ্ছকে বন্ধন করত সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তিনি রোষ ও অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ইহার পর দুই বাহু ভূমিতে ঘর্ষণ করিয়া মদোন্মত্ত গজরাজের ন্যায় নিজ বিকীর্ণ কেশগুচ্ছকে আন্দোলিত করিতে করিতে দন্তে দন্ত পেষণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিতে করিতে তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪-৬;

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ, কৃপাচার্য্য, শকুনি, অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বীরবর শল্য এবং কৃতবর্মা আমার রক্ষক ছিলেন, তথাপি আমি আজ এরূপ দশা প্রাপ্ত হইলাম। কালকে উল্লঙ্ঘন করা নিশ্চয়ই অতিশয় কঠিন ॥ ৭-৮;

মহাবাহো! আমি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলাম; কিন্তু আজ আমি এরূপ দশায় পতিত হইলাম। প্রকৃতপক্ষে কালকে প্রাপ্ত হইয়া কেহই উহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না ॥ ৯;

আমার পক্ষের বীরগণের মধ্যে যাহারা এই যুদ্ধে জীবিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই কথা বলিবে যে, ভীমসেন গদা যুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমাকে বধ করিয়াছে ॥ ১০;

পাণ্ডবেরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্যের প্রতি বহু জঘন্য নৃশংস কার্য্য করিয়াছে ॥ ১১;

ক্রূরকর্ম্মা পাণ্ডবগণ নিজেদের এইরূপ অকীর্তি বিস্তারকারী কার্য্য করিয়াছে যে, তাহারা সাধু পুরুষগণের সভায় পরে অনুতাপ করিতে থাকিবে—ইহাই আমার ধারণা ॥ ১২;

যেন তে সংসু নির্বেদং গমিষ্যন্তি হি মে মতিঃ।
কা প্রীতিঃ সত্ত্ববৃক্তস্য কৃত্বোপধিকৃতং জয়ম্ ॥ ১৩
কো বা সময়ভেত্তারং বুধঃ সম্মন্তুমর্হতি।
অধর্মেণ জয়ং লব্ধ্বা কো নু হ্রীয়েত পণ্ডিতঃ ॥ ১৪
যথা সংহ্রিয়তে পাপঃ পাণ্ডুপুত্রো বৃকোদরঃ।
কিন্নু চিত্রমিতত্তস্য ভগ্নসক্থস্য যন্মম ॥ ১৫
ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন পাদেন মৃদিতং শিরঃ।
প্রতপন্তং শ্রিয়া জুষ্টং বর্তমানঞ্চ বন্ধুষু ॥ ১৬
এবং কুর্য্যান্নরো যো হি স বৈ সঞ্জয় পূজিতঃ।
অভিজ্ঞৌ যুদ্ধধর্মস্য মম মাতা পিতা চ মে ॥ ১৭
তৌ হি সঞ্জয় দুঃখার্তৌ বিজ্ঞাপ্যৌ বচনাদ্ধি মে।
ইষ্টং ভৃত্যা ভৃতাঃ সম্যগ্ ভুঃ প্রশাস্তা সসাগরা ॥ ১৮
মূর্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং জীবতামেব সঞ্জয়।

দত্তা দায়া যথাশক্তি মিত্রাণাঞ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১৯
অমিত্রা বাধিতাঃ সর্বে কো নু স্বস্ততরো ময়া।
মানিতা বান্ধবাঃ সর্বে বশ্যঃ সম্পূজিতো জনঃ ॥ ২০
ত্রিতয়ং সেবিতং সর্বং কো নু স্বস্ততরো ময়া।
আজ্ঞপ্তং নৃপমুখ্যেষু মানঃ প্রাপ্তঃ সুদুর্লভঃ ॥ ২১
আজানেয়ৈস্তথা যাতং কো নু স্বস্ততরো ময়া।
যাতানি পররাষ্ট্রাণি নৃপা ভুক্তাশ্চ দাসবৎ ॥ ২২
প্রিয়েভ্যঃ প্রকৃতং সাধু কো নু স্বস্ততরো ময়া।
অধীতং বিধিবদ্ দত্তং প্রাপ্তমায়ুনিরাময়ম্ ॥ ২৩
স্বধর্মেণ জিতা লোকাঃ কো নু স্বস্ততরো ময়া।
দিষ্ট্যা নাহং জিতঃ সংখ্যে পরান্ প্রেষ্যবদাশ্রিতঃ ॥ ২৪
দিষ্ট্যা মে বিপুলা লক্ষ্মীর্মৃতে তুল্যগতা বিভো।
যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্ ॥ ২৫

ছলের দ্বারা জয়লাভ করিয়া কোন্ সত্ত্বগুণী বা শক্তিশালী পুরুষের প্রসন্নতা লাভ হইবে? অথবা যে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকে, তাহার সম্মান কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ করিবেন? ১৩½

অধর্মের দ্বারা জয় লাভ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লজ্জিত হইবে, যেরূপ পাপী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের হইতেছে? ১৪½

আজ যখন আমার জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া যাইল, এরূপ অবস্থায় কুপিত হইয়া ভীমসেন আমার মস্তকে যে পদাঘাত করিল, ইহা হইতে অধিক আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১৫½

সঞ্জয়! যে নিজ তেজে তেজস্বী, রাজলক্ষ্মী-সেবিত এবং নিজের সহায়ক বন্ধুগণের মধ্যে বিদ্যমান, এরূপ শত্রুর সহিত যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিতে পারে, সেই বীর পুরুষই সম্মানিত হইয়া থাকে ॥১৬½

আমার মাতা ও পিতা যুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাঁহারা-উভয়ে আমার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখে পীড়িত হইয়া উঠিবেন। তুমি আমার কথায় তাঁহাদিগকে আমার এই সংবাদ জানাইবে যে, আমি যজ্ঞ করিয়াছি, যাহারা আমার ভরণ-পোষণ-যোগ্য ছিল, তাহাদের ভরণ-পোষণ করিয়াছি এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকে উত্তমরূপে শাসন করিয়াছি। ১৭-১৮

সঞ্জয়! আমি জীবিত শত্রুদেরই মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি। যথাশক্তি ধনদান ও মিত্রদের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এই সঙ্গে সমস্ত শত্রুদিগকে সর্ব্বদা ক্লেশদান করিয়াছি। জগতে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে যে, যাহার বিনাশ আমার ন্যায় সুন্দরভাবে হইয়াছে? ১৯½

আমি সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণকে সম্মানদান করিয়াছি। বীর বহিষ্কৃত লোকসকলের সংকার করিয়াছি এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সবেরই সেবা করিয়াছি। আমার তুল্য সুন্দর মৃত্যু কাহার হইয়াছে? ২০½

আমি নৃপশ্রেষ্ঠগণকেও আজ্ঞাদান করিয়াছি, অত্যন্ত দুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আজানেয় (আরবদেশজাত) অশ্বগণের উপর আরোহণ করত গমনাগমন করিয়াছি, সুতরাং আমার ন্যায় উত্তম মৃত্যু আর কাহার হইয়াছে? ২১½

শত্রুদের রাষ্ট্রসকলের উপর আক্রমণ করিয়াছি এবং বহু রাজাকে দাসের ন্যায় সেবা করাইয়াছি, যাহারা আমার প্রিয় ছিল, তাহাদের সর্ব্বদা উন্নতিবিধান করিয়াছি, সুতরাং আমার সদৃশ আর কাহার সুন্দর মৃত্যু হইয়াছে? ২২½

বিধি অনুসারে বেদসকল অধ্যয়ন করিয়াছি, নানাপ্রকার বস্তু দান করিয়াছি এবং রোগহীন আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ব্যতীত আমি নিজ ধর্ম্মের দ্বারা পুণ্যলোক জয় করিয়াছি। আমার ন্যায় উত্তম বিনাশ কাহার হইয়াছে? সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমি কখনও যুদ্ধে পরাজিত হই নাই এবং দাসবৎ কখনও শত্রুর শরণ গ্রহণ করি নাই। সঞ্জয়! সৌভাগ্যবলে আমার অধিকারে বিশাল রাজলক্ষ্মী বিদ্যমান ছিল, যাহা আমার মৃত্যুর পর অপরের অধিকারে চলিয়া গিয়াছে ॥ ২৩-২৪½

স্বধর্ম্মপালনকারী ক্ষত্রিয়-বন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট ছিল, সেইরূপ

নিধনং তময়া প্রাপ্তং কো নু স্বস্ততরো ময়া।
দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তো বৈরাৎ প্রাকৃতবজ্জিতঃ॥ ২৬
দিষ্ট্যা ন বিমতিং কাঞ্চিদ্ ভজিত্বা তু পরাজিতঃ।
সুপ্তং বাথ প্রমত্তং বা যথা হন্যাদ্ বিষেণ বা॥ ২৭
এবং ব্যুৎক্রান্তধর্মেণ ব্যুৎক্রম্য সময়ং হত।
অশ্বত্থামা মহাভাগঃ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ॥ ২৮
কৃপঃ শারদ্বতশ্চৈব বক্তব্যা বচনান্ময।
অধর্মেণ প্রবৃত্তানাং পাণ্ডবানামনেকশঃ॥ ২৯
বিশ্বাসং সময়স্থানাং ন যূয়ং গন্তুমর্হথ।
বার্তিকাংশ্চাব্রবীদ্ রাজা পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ॥ ৩০
অধর্মাদ্ ভীমসেনেন নিহতোঽহং যথা রণে।
সোঽহং দ্রোণঃ স্বর্গগতঃ কর্ণ-শল্যাবুভৌ তথা॥ ৩১
বৃষসেনঃ মহাবীর্য্যঃ শকুনিঃ চাপি সৌবলম্।
জলসন্ধঃ মহাবীর্য্যঃ ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্॥ ৩২

নিধনই আমার হইয়াছে। অতএব আমার তুল্য সর্ব্বোত্তম মৃত্যু কাহার হইয়াছে? ২৫॥

আনন্দের কথা এই যে, আমি যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করি নাই। নিম্নশ্রেণীর মানুষের ন্যায় পরাজয়বরণ করিয়া আমি শত্রুতা হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করি নাই এবং কখনও কোনরূপ দুর্বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত পরাজিত হই নাই—ইহাও আমার পক্ষে গৌরবের কথা॥ ২৬॥

যেরূপ কোন নিদ্রিত অথবা উন্মত্ত মনুষ্যকে বধ করা হয় কিংবা বিষপ্রয়োগ করিয়া হত্যা করা হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনকারী পাপী ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমাকে বধ করিয়াছে॥ ২৭॥

মহাভাগ অশ্বত্থামা, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য—ইহাদের সকলকে আমার এই কথা শুনাইয়া দিবে॥ ২৮॥

পাণ্ডবেরা অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবার যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে; অতএব আপনারা কখনও তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না॥ ২৯॥

ইহার পর আপনার সত্যপরাক্রমশালী পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সংবাদবাহক দূতগণকে এই সংবাদ দিলেন যে, ভীমসেন রণাঙ্গনে আমাকে অধর্ম্মপূর্ব্বক বধ করিয়াছে। এখন আমি স্বর্গগত দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, শল্য, মহাপরাক্রমী বৃষসেন, সুবলপুত্র শকুনি, মহাবল জরাসন্ধ, রাজা ভগদত্ত, মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্ত, সিন্ধুরাজ

সোমদত্তং মহেষ্বাসং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথম্
দুঃশাসনপুরোগাংশ্চ ভ্রাতৃনাত্মসমাংস্তথা॥ ৩৩
দৌঃশাসনিঞ্চ বিক্রান্তং লক্ষ্মণং চাত্মজাবুভৌ।
এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ মদীয়াংশ্চ সহস্রশঃ॥ ৩৪
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সার্থহীনো যথাধ্বগঃ।
কথং ভ্রাতৃন্ হতান্ শ্রুত্বা ভর্তারঞ্চ স্বসা মম॥ ৩৫
রোরুয়মাণা দুঃখার্ত্তা দুঃশলা সা ভবিষ্যতি।
স্নুষাভিঃ প্রস্নুষাভিশ্চ বৃদ্ধো রাজা পিতা মম॥ ৩৬
গান্ধারীসহিতশ্চৈব কাং গতিং প্রতিপৎস্যতি।
নূনং লক্ষ্মণমাতাপি হতপুত্রা হতেশ্বরা॥ ৩৭
বিনাশং যাস্যতি ক্ষিপ্রং কল্যাণী পৃথুলোচনা।
যদি জানাতি চার্ব্বাকঃ পরিব্রাড্ বাগ্‌বিশারদঃ॥ ৩৮
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং চাপচিতিং মম।
সমন্তপঞ্চকে পুণ্যে ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতে॥ ৩৯

জয়দ্রথ, নিজেরই তুল্য পরাক্রমশালী দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃবৃন্দ, বিক্রমশালী দুঃশাসন-পুত্র এবং স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ—এই সকল এবং আরও আমার পক্ষের সহস্র সহস্র যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ইঁহাদের সকলের পশ্চাতে আমি গমন করিব। আমার দশা সেইরূপ পথিকের ন্যায় হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গীদের নিকট হইতে বিচ্যুত হইয়াছে॥ ৩০-৩৪॥

হায়! নিজের ভ্রাতৃগণ ও পতি জয়দ্রথকে নিহত হইতে শুনিয়া দুঃখে আতুর হইয়া রোদনপরায়ণা আমার ভগিনী দুঃশলার কি অবস্থা হইবে? ৩৫॥

পুত্রবধূ ও পৌত্র-বধূগণের সহিত আমার বৃদ্ধ পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্র মাতা গান্ধারীদেবী সহ কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন? ৩৬॥

যাহার পতি এবং পুত্র নিহত হইয়াছে, সেই কল্যাণময়ী বিশাললোচনা লক্ষ্মণের জননীও সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অতিক্রান্ত নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৭॥

সন্ন্যাসীর বেশে চারিদিকে বিচরণকারী ভাবজ্ঞানে নিপুণ চার্ব্বাক (আচার্য্য নীলকণ্ঠের মতে চার্ব্বাক একজন মুনি বেশে বিচরণকারী এক নাস্তিক রাক্ষস ছিল।) যদি জানিতে পারে, তবে সেই মহাভাগ নিশ্চয়ই আমার শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে॥ ৩৮॥

ত্রিভুবনে বিখ্যাত পুণ্যময় সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া এখন আমি সনাতন লোকসমূহে গমন করিব॥ ৩৯॥

অহং নিধনমাসাদ্য লোকান্ প্রাপ্স্যামি শাশ্বতান্ ।
ততো জনসহস্রাণি বাষ্পপূর্ণানি মানদ ॥ ৪০
প্রলাপং নৃপতেঃ শ্রুত্বা ব্যদ্রবন্ত দিশো দশ
সসাগর-বনা ঘোরা পৃথিবী সচরাচরা ॥ ৪
চচালাথ সনির্হ্রাদা দিশশ্চৈবাবিলাভবন্ ।
তে দ্রোণপুত্রমাসাদ্য যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪১
ব্যবহারং গদাযুদ্ধে পার্থিবস্য চ পাতনম্ ।

ষষ্ঠাখ্যায় ততঃ সর্বে দ্রৌণপুত্রস্য ভারত ॥
বাতিকা দুঃখসন্তপ্তাঃ শোকোপহতচেতসঃ ।]
ধ্যাত্বা চ সুচিরং কালং ভগ্নপ্রাণা যথাগতম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি দুর্যোধনবিলাপে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

বাঙ্গবর ! রাজা দুর্যোধনের এই বিলাপ শ্রবণ করত সহস্র সহস্র মনুষ্যের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহারা দশ-দিকে পলাইয়া যাইল । ৪০½

সেই সময় সমুদ্র বন ও চরাচর প্রাণি সহ এই পৃথিবী প্রচণ্ড রূপে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিল । সর্বদিকেই বজ্রের গর্জনধ্বনি হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিঙ্মণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল ॥ ৪১½

সেই সংবাদবাহকগণ আসিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে যথাযথভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইয়াছিল । ভারত ! গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ আচরণ করিয়াছিল এবং রাজা দুর্যোধনের যে ভাবে মৃত্যু হইয়াছিল, এই সমস্ত বৃত্তান্তই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বলিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া বহুকাল চিন্তামগ্ন রহিল । তারপর শোকে ব্যাকুল চিত্ত ও ভগ্নপ্রাণ হইয়া যেরূপে আসিয়াছিল, সেই-রূপে তাহারা চলিয়া যাইল ॥ ৪২-৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে দুর্যোধনের বিলাপবর্ণক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

(দুর্যোধনস্য দুরবস্থামবলোক্য অশ্বত্থাম্নো বিষাদঃ, প্রতিজ্ঞা, সৈনাপত্যেঽভিষেকশ্চ)

সঞ্জয় উবাচ

বাতিকানাং সকাশাৎ তু শ্রুত্বা দুর্যোধনং হতম্ ।
হতশিষ্টাস্ততো রাজন্ কৌরবাণাং মহারথাঃ ॥ ১
বিনিভিন্নাঃ শিতৈর্বাণৈর্গদা-তোমর-শক্তিভিঃ ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ২
ত্বরিতা জবনৈরশ্বৈরায়োধনমুপাগমন্ ।
তত্রাপশ্যন্ মহাত্মানং ধার্তরাষ্ট্রং নিপাতিতম্ ॥ ৩

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

[দুর্যোধনের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্বত্থামার বিষাদ, প্রতিজ্ঞা ও সেনাপতিপদে তাঁহার অভিষেক ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! সংবাদবাহকগণের নিকট হইতে দুর্যোধনের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত হতাবশিষ্ট কৌরব-মহারথী অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও সাত্বতবংশজাত কৃতবর্মা —ইহারা তীক্ষ্ণবাণ, গদা, তোমর ও শক্তিসকলের প্রহারে অত্যন্ত আহত থাকিলেও অতিত্বরাসহকারে বেগগামী অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধভূমিতে আসিলেন । ১-২½

প্রভগ্নং বায়ুবেগেন মহাশাখং যথা বনে ।
ভূমৌ বিচেষ্টমানং তং রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥ ৪
মহাগজমিবারণ্যে ব্যাধেন বিনিপাতিতম্ ।
বিবর্তমানং বহুশো রুধিরৌঘপরিপ্লুতম্ ॥ ৫
যদৃচ্ছয়া নিপাতিতং চক্রমাদিত্যগোচরম্ ।
মহাবাতসমুত্থেন সংশুষ্কমিব সাগরম্ ॥ ৬

সেখানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাত্মা দুর্যোধন ভূপাতিত আছেন । ইহাতে তখন তাঁহারা মনে করিলেন, কোন এক বিশাল বৃক্ষ বায়ুর বেগে ভগ্ন হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে । রক্তে আপ্লুত দুর্যোধন ভূতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন । ইহাতে মনে হইতেছিল—বন-মধ্যে কোন ব্যাধ বিশালদেহ এক হাতীকে ভূপাতিত করিয়াছে । তখন দুর্যোধন রক্তের ধারায় আপ্লুত হইয়া বারংবার পরিবর্তিত হইতেছিলেন । ৩-৫

যেরূপ দৈবেচ্ছায় সূর্যের রথচক্র ভগ্ন হইয়া যাইলে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু সমুত্থিত হওয়ায় সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইলে এবং

পূর্ণচন্দ্রমিব ব্যোম্নি তুষারাবৃতমণ্ডলম্ ।
রেণুধ্বস্তং দীর্ঘভুজং মাতঙ্গমিব বিক্রমে ॥ ৭
বৃতং ভৃত্যগণৈর্ঘোরৈঃ ক্রব্যাদৈশ্চ সমন্ততঃ ।
যথা ধনং লিপ্সমানৈর্ভৌনৃপতিসত্তমম্ ॥ ৮
ভ্রুকুটীকৃতবক্ত্রান্তং ক্রোধাদ্বৃত্তচক্ষুষম্ ।
সামর্ষং তং নরব্যাঘ্রং ব্যাঘ্রং নিপতিতং যথা ॥ ৯
তে তং দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসাঃ ভূতলে পতিতং নৃপম্ ।
মোহমভ্যাগমন্ সর্বে কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ১০
অবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ প্রাদ্রবন্ রাজসন্নিধৌ
দুর্য্যোধনঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য সর্বে ভূমাবুপাবিশন্ ॥ ১১
ততো দ্রৌণির্মহারাজ বাষ্পপূর্ণেক্ষণঃ শনৈ ।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠং সর্বলোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ১২
ন নূনং বিদ্যতে সত্যং মানুষে কিঞ্চিদেব হি
যত্র ত্বং পুরুষব্যাঘ্র শেষে পাংশুষু লুণ্ঠিতঃ ॥ ১৩
ভূত্বা হি নৃপতিঃ পূর্বং সমাজ্ঞাপ্য চ মেদিনীম্ ।
কথমেকোঽদ্য রাজেন্দ্র তিষ্ঠসে নির্জনে বনে ॥ ১৪
দুঃশাসনং ন পশ্যামি নাপি কর্ণং মহারথম্ ।
নাপি তান্ সুহৃদঃ সর্বান্ কিমিদং ভরতর্ষভ ॥ ১৫
দুঃখং নূনং কৃতান্তস্য গতিং জ্ঞাতুং কথঞ্চন ।
লোকানাঞ্চ ভবান্ যত্র শেষে পাংশুষু লুণ্ঠিতঃ ॥ ১৬
এষ মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে গচ্ছন্ পরন্তপঃ ।
সভৃণং গ্রসতে পাংশুং পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ১৭
ক্ব তে তদমলং ছত্রং ব্যজনং ক্ব চ পার্থিব ।
সা চ তে মহতী সেনা ক্ব গতা পার্থিবোত্তম ॥ ১৮
দুর্বিজ্ঞেয়া গতির্নূনং কার্য্যাণাং কারণান্তরে ।
যদ্ বৈ লোকগুরুর্ভূত্বা ভবানেতাং দশাং গতঃ ॥ ১৯
অধ্রুবা সর্বমর্ত্যেষু শ্রীরুপালক্ষ্যতে ভৃশম্
ভবতো ব্যসনং দৃষ্ট্বা শত্রুবিস্পর্ধিনো ভৃশম্ ॥ ২০

আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডলমধ্যে কুয়াশায় আবৃত হইয়া থাকিলে যে দৃশ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থা সেই সময় দুর্যোধনের হইয়াছিল। মদমত্ত হস্তীসদৃশ পরাক্রমশালী ও বিশালবাহু এই বীর দুর্যোধন তখন ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিলেন। ৬-৭

যেরূপ ধনাকাঙ্ক্ষী ভূতগণ কোন শ্রেষ্ঠ রাজাকে পরিবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ মাংসভক্ষী ভয়ঙ্কর ভূতগণ চারিদিকে দুর্যোধনকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। ৮

তাঁহার ভ্রূকুটীতে তাঁহার মুখভাগ পূর্ণ ছিল, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু পরিবর্ত্তিত হইতেছিল এবং পতিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই নরশ্রেষ্ঠ বীর দুর্যোধন তখন অমর্ষে পূর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন। ৯

মহাধনুর্দ্ধর রাজা দুর্যোধনকে ভূতলে পতিত থাকিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্যাদি সমস্ত মহারথীগণ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ১০

তাঁহারা নিজ নিজ রথ হইতে নামিয়া রাজার নিকট দৌড়াইয়া আসিলেন এবং দুর্যোধনকে দেখিয়া সকলে তাঁহার পার্শ্বে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। ১১

মহারাজ! সেই সময় অশ্বত্থামার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ- শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সম্পূর্ণ জগতের রাজাধিরাজ ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ১২

পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই মনুষ্যলোকে নিশ্চয়ই কিছুই সত্য নহে, সবই নশ্বর; যেহেতু তোমার ন্যায় একজন রাজা ধূলিতে ধূসরিত হইয়া পতিত রহিয়াছে। ১৩

রাজেন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ জগতের মনুষ্যগণের উপর আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের উপরেই আজ্ঞা প্রদান করিতে। সেই তুমি আজ একাকী এই নির্জন বনে কিরূপে পতিত রহিয়াছ? ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি দুঃশাসনকেও দেখিতেছি না এবং মহারথী কর্ণকে দেখিতেছি না অন্য সব সুহৃদ্বর্গকেও দেখিতেছি না—ইহার কারণ কি? ১৫

নিশ্চয়ই কাল ও লোকসকলের গতি জানা অতিশয় কঠিন; যাহার ফলে তুমি আজ কালের অধীনস্থ হইয়া ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ। ১৬

অহো! মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণের অগ্রে অগ্রে গমনকারী শত্রুতাপন মহারাজ দুর্যোধন তৃণসহ ধূলি গ্রাস করিতেছে। ইহা কালেরই বিপরীত গতি পর্য্যবেক্ষণ কর। ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! মহারাজ! কোথায় আপনার সেই নির্ম্মল ছত্র, কোথায় ব্যজন এবং কোথায় গেল আপনার সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী? ১৮

কোন্ কারণে কোন্ কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা জানা অতিশয়ই কঠিন; কারণ, সম্পূর্ণ জগতের আদরণীয় নরপতি হইয়াও আজ তুমি এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ। ১৯

তুমি ত' নিজের সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর দ্বারা ইন্দ্রের সদৃশ ছিলে। আজ তোমারও উপর এরূপ সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া এই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কোনও মানুষেরই সম্পত্তি সর্ব্বদা স্থির থাকে না। ২০

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা দুঃখিতস্য বিশেষতঃ
উবাচ রাজন্ পুত্রস্তে প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥ ২১
বিমৃজ্য নেত্রে পাণিভ্যাং শোকজং বাষ্পমুৎসৃজন্।
কৃপাদীন্ স তদা বীরান্ সর্বানেব নরাধিপঃ ॥ ২২
ঈদৃশো লোকধর্মোঽয়ং ধাত্রা নির্দিষ্ট উচ্যতে।
বিনাশঃ সর্বভূতানাং কালপর্য্যায়মাগতঃ ॥ ২৩
সোঽয়ং মাং সমনুপ্রাপ্তঃ প্রত্যক্ষং ভবতাং হি যঃ।
পৃথিবীং পালয়িত্বাহমেতাং নিষ্ঠামুপাগতঃ ॥ ২৪
দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তে যুদ্ধে কস্যাঞ্চিদাপদি।
দিষ্ট্যাহং নিহতঃ পাপৈশ্ছলেনৈব বিশেষতঃ ॥ ২৫
উৎসাহশ্চ কৃতো নিত্যং ময়া দিষ্ট্যা যুযুৎসতা
দিষ্ট্যা চাস্মিন্ হতে যুদ্ধে নিহতজ্ঞাতি-বান্ধবাঃ ॥ ২৬
দিষ্ট্যা চ বোঽহং পশ্যামি মুক্তানস্মাজ্জনক্ষয়াৎ
স্বস্তিযুক্তাংশ্চ কল্যাংশ্চ তন্মে প্রিয়মনুত্তমম্ ॥ ২৭

অত্যন্ত দুঃখিত অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করত আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের নেত্রদ্বয় হইতে শোকাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তারপর নিজ দুই হস্তের দ্বারা শোকাশ্রু মুছিয়া কৃপাচার্য্যাদি সমস্ত বীরগণকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন ২১-২২

বীরগণ! এই মর্ত্ত্যলোকের এইরূপই ধর্ম (নিয়ম)। বিধাতাই ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এরূপ বলা হইয়াছে; সেইজন্য কালক্রমে একদিন না একদিন সমস্ত প্রাণিগণের বিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ২৩

সেই এই বিনাশের সময় এখন আমারও উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। একদিন আমি সমগ্র পৃথিবীকে পালন করিয়াছি এবং আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। ২৪

তথাপি এই বিষয়ে আমি অতিশয় আনন্দিত যে, যে কোন বিপদের সময় আমি কখনও পশ্চাদপসরণ করি নাই। বিশেষতঃ পাপীরাই আমাকে ছলনা করিয়া বধ করিয়াছে। ২৫

সৌভাগ্যবশতঃ আমি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সর্ব্বদা উৎসাহ দেখাইয়াছি এবং জ্ঞাতি, বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইবার পর আমি স্বয়ংও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছি; ইহাতে আমার অতিশয় হর্ষ হইতেছে। ২৬

সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমি আপনাদের এই নরসংহার হইতে মুক্ত দেখিতেছি। এই সঙ্গে আপনারা কুশলেই আছেন এবং কিছু করিতে সমর্থ—ইহাও আমার পক্ষে আরও উত্তম ও

মা ভবন্তোঽত্র তপ্যন্তাং সৌহৃদাদ্গিধনেন মে।
যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়াঃ ॥২৮
মন্যমানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ॥ ২৯
স ময়া সমনুপ্রাপ্তো নাস্মি শোচ্যঃ কথঞ্চন।
কৃতং ভবদ্ভিঃ সদৃশমনুরূপমিবাত্মনঃ ॥ ৩০
যতিতং বিজয়ে নিত্যং দৈবং তু দুরতিক্রমম্।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বাষ্পব্যাকুললোচনঃ ॥ ৩১
তূষ্ণীং বভূব রাজেন্দ্র রুজাসৌ বিহ্বলো ভৃশম্।
তথা দৃষ্ট্বা তু রাজানং বাষ্পশোকসমন্বিতম্ ॥ ৩২
দ্রৌণিঃ ক্রোধেন জজ্বাল যথা বহ্নির্জগৎক্ষয়ে।
স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ পাণৌ পাণিং নিপীড্য চ ॥ ৩৩
বাষ্পবিহ্বলয়া বাচা রাজানমিদমব্রবীৎ
পিতা মে নিহতঃ ক্ষুদ্রৈঃ সুনৃশংসেন কর্মণা ॥ ৩৪

প্রসন্নতারই বিষয়। ২৭

আপনাদের আমার উপর স্বাভাবিক স্নেহ আছে, সেইজন্য আমার মৃত্যুতে এস্থলে আপনারা দুঃখ ও সন্তাপ করিবেন না যদি আপনাদের দৃষ্টিতে বেদশাস্ত্র প্রামাণিক হইয়া থাকে, তবে আমি অক্ষয়লোক অধিকার করিয়াছি

আমি অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাবকে মানি এবং কখনও তাহার প্রেরণায় উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই। আমি সেই ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব কোনরূপেই আমি শোকের যোগ্য নহি। ২৯½

আপনারা সকলে নিজ নিজ স্বরূপের অনুরূপ যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা আমাকে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তথাপি দৈবের বিধান উল্লঙ্ঘন করা সকলেরই পক্ষে অতিশয় কঠিন। ৩০½

রাজেন্দ্র! এই কথা বলিতে বলিতে দুর্য্যোধনের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল এবং তিনি বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নীরব হইলেন। ৩১½

রাজা দুর্য্যোধনকে শোকাশ্রু প্রবাহিত করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ৩২½

রোষের আবেশে তিনি হস্তের দ্বারা হস্ত ঘসিতে থাকিলেন এবং অশ্রুগদ্গদ বাক্যে রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ৩৩½

রাজন্! নীচ পাণ্ডবগণ অত্যন্ত ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম্মের দ্বারা

ন তথা তেন তপ্যামি যথা কাঙ্ক্ষংস্ত্বয়াদ্য বৈ।
শৃণু চেদং বচো মহ্যং সত্যেন বদতঃ প্রভো ॥ ৩৪
ইষ্টাপূর্ত্তন দানেন ধর্ম্মেণ সুকৃতেন চ।
অদ্যাহং সর্ব্বপাঞ্চালান্ বাসুদেবস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৬
সর্ব্বোপায়ৈর্হি নেষ্যামি প্রেতরাজনিবেশনম্।
অনুজ্ঞাং তু মহারাজ ভবান্ মে দাতুমর্হতি ॥ ৩৭
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং দ্রোণপুত্রস্য কৌরবঃ।
মনসঃ প্রীতিজননং কৃপং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮
আচার্য্য শীঘ্রং কলসং জলপূর্ণং সমানয়।
স তদ্ বচনমাজ্ঞায় রাজ্ঞো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ৩৯
কলসং পূর্ণমাদায় রাজ্ঞোঽন্তিকমুপাগমৎ।
তমব্রবীন্মহারাজ পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ৪০
মমাজ্ঞয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণপুত্রোঽভিষিচ্যতাম্।
সৈনাপত্যেন ভদ্রং তে মম চোদচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৪১

রাজ্ঞো নিয়োগাদ্ যোদ্ধব্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
বর্ত্ততা ক্ষত্রধর্ম্মেণ হ্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ৪২
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা কৃপঃ শারদ্বতস্তথা।
দ্রৌণিং রাজ্ঞো নিয়োগেন সৈনাপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৪৩
সোঽভিষিক্তো মহারাজ পরিষ্বজ্য নৃপোত্তমম্।
প্রযযৌ সিংহনাদেন দিশঃ সর্ব্বা বিনাদয়ন্ ॥ ৪৪
দুর্য্যোধনোঽপি রাজেন্দ্র শোণিতেন পরিপ্লুতঃ।
তাং নিশাং প্রতিপেদেঽথ সর্ব্বভূতভয়াবহাম্ ॥ ৪৫
অপক্রম্য তু তে তূর্ণং তস্মাদায়োধনান্নৃপ।
শোকসংবিগ্নমনসশ্চিন্তাধ্যানপরাভবন্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি অশ্বত্থামসৈনাপত্যাভিষেকে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

আমার পিতাকে বধ করিয়াছে, কিন্তু আমি সেই কারণেও তাদৃশ সন্তপ্ত হই নাই, যেরূপ আজ তোমার মৃত্যুতে আমার কষ্ট হইতেছে। ৩৪;

প্রভো! আমি সত্যের শপথ লইয়া যাহা বলিতেছি, আমার সেই কথা শ্রবণ কর। আমি নিজ ইষ্ট (যাগ-যজ্ঞ), আপূর্ত্ত (কূপাদি খনন), দান, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য শুভ কর্ম্মসকলের শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে সর্ব্ববিধ উপায়ে যমভবনে প্রেরণ করিব। মহারাজ! ইহার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর। ৩৫-৩৭

মনের প্রীতিজনক অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন কৃপাচার্য্যকে বলিলেন,—আচার্য্য! আপনি অতিসত্বর জলপূর্ণ কলস লইয়া আসুন। ৩৮;

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। ৩৯;

মহারাজ! প্রজানাথ! তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাকে বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার কল্যাণ হউক। যদি আপনি আমার প্রিয় করিতে অভিলাষী হন, তবে আপনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন। ৪০-৪১;

ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ রাজার আজ্ঞায় ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে আচরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করা উচিত—ইহাই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন। ৪২

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। ৪৩

মহারাজ! অভিষেক হইয়া যাইলে পর অশ্বত্থামা নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নিজ সিংহধ্বনিতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ৪৪

রাজেন্দ্র! রক্তে নিমগ্ন দুর্য্যোধনও সমস্ত ভূতগণের মনে ভয় উৎপাদনকারী সেই রাত্রি সে-স্থানেই অতিবাহিত করিলেন। ৪৫

হে নৃপ! শোকে ব্যাকুলচিত্ত সেই তিন মহারথী সেই যুদ্ধ-ভূমি হইতে অতিসত্বর দূরে চলিয়া যাইলেন এবং চিন্তা ও কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে নিমগ্ন হইলেন। ৪৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে অশ্বত্থামার সেনাপতিপদে অভিষেক-বিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

প্রণম্য শ্রীগুরুং নাথং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
তৎকৃপাবলশক্ত্যাঽহং দ্বিজঃ শ্রীরাময়জনঃ।
শল্যপর্ব্বানুবাদং কৃতবান্ বঙ্গভাষয়া ॥

শ্রীমহাভারত

শল্যপর্ব্ব

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সঞ্জয়ের মুখে শল্য ও দুর্য্যোধনের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মূর্চ্ছা এবং সচেতন হইয়া বিদুরকর্ত্তৃক আশ্বাসলাভ।	৫৩৭১
	রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।	৫৩৮৩
	কর্ণ নিহত হইলে পর পাণ্ডবগণের ভয়ে কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন, সম্মুখে অবস্থিত পঁচিশ হাজার পদাতি যোদ্ধাকে ভীমসেনের সংহার এবং দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদিগকে বুঝাইয়া পুনরায় পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধে নিয়োগ।	৫৩৮৮
৪	পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে কৃপাচার্য্যের বুঝাইবার চেষ্টা।	৫৩৯৩
৫	দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক কৃপাচার্য্যকে উত্তরদান করিতে করিতে সন্ধির প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।	৫৩৯৭
৬	দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত অশ্বত্থামার শল্যকে সেনাপতি করিবার প্রস্তাব উত্থাপন, সেনাপতি হইবার জন্য শল্যকে দুর্য্যোধনের অনুরোধ এবং শল্যের উহাতে স্বীকৃতি দান।	৫৪০১
	রাজা শল্যের বীরোচিত ভাষণ এবং শল্যকে বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দান।	৫৪০৩
৮	উভয় পক্ষের সৈন্যদের রণাঙ্গনে উপস্থিতি এবং উভয় পক্ষের জীবিত সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ।	৫৪০৭
৯	উভয় পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং কৌরব সৈন্যদের পলায়ন।	৫৪১০
১০	নকুল কর্ত্তৃক কর্ণের তিন পুত্র সংহার এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ।	৫৪১৪
১১	শল্যের পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্ত্তৃক শল্যের পরাজয়।	৫৪১৯
১২	ভীমসেন ও শল্যের ভয়ানক গদাযুদ্ধ, যুধিষ্ঠির ও শল্যের সংগ্রাম, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক চেকিতান ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক চন্দ্রসেন এবং ক্রমসেন বধ, পুনরায় যুধিষ্ঠির ও শল্যের যুদ্ধ।	৫৪২৪
১৩	মদ্ররাজ শল্যের অদ্ভুত পরাক্রম বর্ণন	৫৪২৯
১৪	অর্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং পাঞ্চাল বীর সুরথের বিনাশ।	৫৪৩৩
১৫	দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, অর্জুন ও অশ্বত্থামা এবং শল্যের সহিত নকুল ও সাত্যকি প্রভৃতির ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।	৫৪৩৬
১৬	পাণ্ডব ও কৌরব-সৈন্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ভীমসেন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শল্যের পরাজয়।	৫৪৪০
	ভীমসেন কর্ত্তৃক রাজা শল্যের অশ্বগণ ও সারথির বিনাশ, যুধিষ্ঠিরের দ্বারা রাজা শল্য এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের সংহার ও কৃতবর্ম্মার পরাভব।	৫৪৫২
১৮	মদ্ররাজ শল্যের অনুচরগণের বিনাশ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।	৫৪৫৪
১৯	পাণ্ডব-সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পাণ্ডবদের প্রশংসা এবং ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা, কৌরব সৈন্যদের পলায়ন, ভীমসেনকর্ত্তৃক একুশ হাজার পদাতি সৈন্য সংহার এবং নিজের সৈন্যদিগকে দুর্য্যোধনের উৎসাহদান	৫৪৫৭
	ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা রাজা শল্যের চক্ষুর্দ্বয় এবং সাত্যকি কর্ত্তৃক রাজা শাল্বের বিনাশ	৫৪৬৩
২১	সাত্যকির দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির সংহার, কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ ও তাঁহার পরাজয় এবং সৈন্যদের পলায়ন	৫৪৬৬
২২	দুর্য্যোধনের পরাক্রম এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।	৫৪৬৯
২৩	কৌরবপক্ষের সাতশত রথীর বিনাশ, উভয়পক্ষের সৈন্যদের মর্য্যাদাহীন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, শকুনির কূট সংগ্রাম এবং তাঁহার পরাজয়।	৫৪৭৩
২৪	শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জুন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের দুরাগ্রহের নিন্দা ও রথী সৈন্যদের সংহার।	৫৪৮০
২৫	অর্জুন ও ভীমসেনকর্ত্তৃক কৌরব-পক্ষের রথ-সৈন্য ও গজ-সৈন্য সংহার, অশ্বত্থামা প্রভৃতির দ্বারা দুর্য্যোধনের অন্বেষণ, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন এবং সাত্যকিকর্ত্তৃক সঞ্জয়ের বন্দী।	৫৪৮৫
২৬	ভীমসেন কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের একাদশপুত্র বধ এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্যবিনাশ।	৫৪৯০

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৭	শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন, অর্জুন কর্তৃক সত্যকর্ম্মা, সত্যেষু এবং পঞ্চত্রিংশজন পুত্র ও সৈন্যসহ সুশর্ম্মার বিনাশ এবং ভীমসেনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সুবর্চ্চসের বধ।	৫৪৯৩
২৮	সহদেব কর্তৃক উলূক ও শকুনির বধ এবং জীবিত সৈন্যদের সহিত দুর্য্যোধনের পলায়ন।	৫৪৯৮
	হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব	
২৯	জীবিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যদের বিনাশ, সঞ্জয়ের মুক্তিলাভ, দুর্য্যোধনের হ্রদে প্রবেশ এবং রাজমহিলাগণের সহিত যুযুৎসুর হস্তিনাপুরে গমন।	৫৫০৩
	গদাপর্ব্ব।	
	অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা কর্তৃক সরোবরের নিকট যাইয়া দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধবিষয়ক আলোচনা, ব্যাধগণের নিকট হইতে দুর্য্যোধনের বৃত্তান্ত জানিয়া যুধিষ্ঠিরের সসৈন্যে হ্রদসমীপে গমন এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতির দূরে পলায়ন	৫৫১২
	পাণ্ডবগণের দ্বৈপায়ন-সরোবরের নিকটে গমন, সেখানে যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা এবং হ্রদে লুক্কায়িত দুর্য্যোধনের সহিত যুধিষ্ঠিরের আলাপ	৫৫১৭
	যুধিষ্ঠিরের বাক্যে হ্রদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কোন এক পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্য্যোধনের উদ্যোগ।	৫৫২৩
৩৩	শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার, ভীমসেনের প্রশংসা এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধ।	৫৫২৮
৩৪	বলরামের আগমন, পাণ্ডবগণ কর্তৃক তাঁহার পূজা এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ আরম্ভ।	৫৫৩৩
৩৫	বলরামের তীর্থযাত্রা এবং প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব বর্ণনা-প্রসঙ্গে চন্দ্রের শাপমোচন কথন।	৫৫৩৫
৩৬	উদপানতীর্থের উৎপত্তি কথন এবং ত্রিতমুনির কূপে পতন, সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও নিজের ভ্রাতৃগণকে শাপদানের বৃত্তান্ত বর্ণন।	৫৫৪২
৩৭	বিশন, সুভূমিক, গন্ধর্ব্ব, গর্গস্রোত, শঙ্খ, দ্বৈতবন এবং নৈমেষেয়াদি তীর্থে গমন করত বলরামের সপ্ত সরস্বতী তীর্থে প্রবেশ।	৫৫৪৬
৩৮	সপ্ত সরস্বতী তীর্থের উৎপত্তি, মহিমা এবং মঙ্কণক-মুনির চরিত্র বর্ণন।	৫৫৫১
৩৯	উশনস ও কপালমোচন তীর্থের মাহাত্ম্য কথন এবং কুব্জাম্রে স্থিত পৃথূদক তীর্থের মহিমা বর্ণন।	৫৫৫৬
৪০	আষ্টিষেণ ও বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি।	৫৫৫৯
৪১	অবাকীর্ণ ও যাযাত তীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে দাল্‌ভ্যের কথা বর্ণন এবং যযাতির গর্ব্ববর্ণন।	৫৫৬২
৪২	বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থের উৎপত্তি, বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও বশিষ্ঠের সহনশীলতা বর্ণন।	৫৫৬৫
৪৩	ঋষিগণের প্রচেষ্টায় সরস্বতীর শাপনিবৃত্তি, জলের শুদ্ধি এবং অকল্পাসঙ্গমে স্নান করিবার পর রাক্ষসগণের ও ইন্দ্রের সঙ্কটমোচন।	৫৫৬৮
৪৪	কুমার কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব এবং তাঁহার অভিষেকের উদ্যোগ।	৫৫৭১
৪৫	স্কন্দের অভিষেক এবং তাঁহার পার্ষদ্‌গণের নাম, রূপাদির বর্ণন।	৫৫৭৬
৪৬	মাতৃকাগণের পরিচয়, স্কন্দের রণযাত্রা এবং তাঁহার দ্বারা সসৈন্য তারকাসুর, মহিষাসুরাদি দৈত্যগণের বিনাশ।	৫৫৮৪
৪৭	বরুণের অভিষেক এবং অগ্নিতীর্থ, ব্রহ্মযোনি ও কুবের তীর্থের উৎপত্তি বর্ণন।	৫৪৯১
৪৮	বদরপাচনতীর্থের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রুতাবতী ও অরুন্ধতীর তপস্যা বর্ণন।	৫৫৯৪
৪৯	ইন্দ্রতীর্থ, রামতীর্থ এবং আদিত্য তীর্থের মহিমা কথন।	৫৫৯৯
৫০	আদিত্যতীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে অসিত, দেবল ও জৈগীষব্যমুনির চরিত্র-কথন।	৫৬০১
৫১	সারস্বততীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে দধীচি ঋষি ও সারস্বত-মুনির চরিত্র কথন।	৫৬০৬
৫২	বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, শৃঙ্গবানের সহিত তাঁহার বিবাহ ও স্বর্গগমন এবং ঐ তীর্থের মহিমা কথন।	৫৬১০
৫৩	ঋষিগণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের সীমা এবং মহিমাবর্ণন।	৫৬১২
৫৪	প্লক্ষ-প্রস্রবণাদি তীর্থ ও সরস্বতীর মহিমা কথন, নারদের নিকট হইতে কৌরবদের বিনাশ ও ভীমসেন-দুর্য্যোধনের গদা-যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করত উহা দেখিবার জন্য বলরামের সেস্থানে গমন।	৫৬১৫
৫৫	বলরামের পরামর্শে সকলের কুরুক্ষেত্রে গমন এবং সেস্থানে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধের প্রস্তুতি।	৫৬১৮
৫৬	দুর্য্যোধনের পক্ষে দুর্নিমিত্তসকলের প্রকাশ, ভীমসেনের উৎসাহ এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধের পর গদাযুদ্ধ আরম্ভ।	৫৬২২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৭	ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ।	৫৬২৫
৫৮	শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বার্ত্তালাপ এবং অর্জুনের সঙ্কেত অনুসারে দুর্য্যোধনের উরু বিদীর্ণ করিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক তাঁহার ভূপাতন ও ভীষণ উৎপাতসকলের প্রাদুর্ভাব।	৫৬৩১
৫৯	দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের তিরস্কার, ভীমসেনকে বুঝাইয়া যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক তাঁহাকে অন্যায় হইতে নিবৃত্তিকরণ এবং যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের খেদ প্রকাশ।	৫৬৩৬
৬০	ক্রুদ্ধ বলরামকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধদান এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমসেনের আলোচনা।	৫৬৩৯
৬১	পাণ্ডব-সৈন্যগণের দ্বারা ভীমসেনের স্তুতি, দুর্য্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার, দুর্য্যোধনের উত্তর-দান, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের সমাধান এবং শঙ্খধ্বনি।	৫৬৪৪
৬২	কৌরব-শিবিরে পাণ্ডবগণের গমন, অর্জুনের রথধ্বজ বর্ণন এবং পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ।	৫৬৫০
৬৩	যুধিষ্ঠিরের প্রেরণায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বাসদান করত পুনরায় তাঁহার পাণ্ডবদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন।	৫৬৫৪
৬৪	সঞ্জয়ের সম্মুখে দুর্য্যোধনের বিলাপ এবং বার্ত্তাবহ-গণের দ্বারা নিজের সুহৃদ্‌দের নিকট সংবাদ প্রেরণ।	৫৬৬০
৬৫	দুর্য্যোধনের অবস্থা দেখিয়া অশ্বত্থামার বিষাদ, প্রতিজ্ঞা ও সেনাপতিপদে তাঁহার অভিষেক।	৫৬৬৩

আর্য্যশাস্ত্র

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রিয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১	প্রকাশন স্থান—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
২।	প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
৩।	মুদ্রাপকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
৪।	প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
৫।	সম্পাদকের নাম—	শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য্য ন্যায়তীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	পো: ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

৬।	স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ—	শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচারসঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়) ৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি, শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—*শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ*

প্রকাশক

২৮।৪।৭৩

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৫।৩৬৬ স্নানযাত্রা

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমায় দেহ ধারণ ক'র্‌তে হয়, লীলাতনুধরে ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের বর্দ্ধন নাশ করি। পরমভক্ত বলি আমার ভাগবতধর্ম্মের অন্যতম জ্ঞাতা। বলির যজ্ঞে গিয়ে ত্রিপাদ-ভূমি দান প্রার্থনা করি, বলি দিতে স্বীকৃত হয়। গুরু শুক্রাচার্য্যের নিষেধ না শুনে বলি আমাকে ত্রিপাদভূমি দান করে, আমি এক পদের দ্বারা পৃথিবী, দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বর্গ, শরীরের দ্বারা আকাশমণ্ডল, বাহুর দ্বারা দিক্‌সকল অধিকার করি। তৃতীয় পদের স্থান দাও ব'ললে, বলি বলে—আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ স্থাপন করুন। আমি বলির মস্তকে তৃতীয় পদ রক্ষা করি। বলি গুরু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও শপ্ত হ'য়েও সত্য ত্যাগ করে নাই, সেজন্য তাকে দেবগণেরও দুর্লভ স্থান দান ক'রেছিলাম। সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হবে এ কথা ব'লে তাকে সুতলে প্রেরণ করি, বলি দেবরাজ ইন্দ্রকে কোন সময় বলে—কালই সকলের উৎপত্তি এবং সংহারের কর্ত্তা, অন্য সমস্ত বস্তু এর কারণ নয়,—এ

১১শ বর্ষ, চৈত্রমাস, ১৩৭৯ । দশমসংখ্যা মদনভঞ্জিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃততদ্ভাষানুবাদসহিতম্ ।

• •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পত্রাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,
ডি. ও. এম., এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৭৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন ফোন নং ৫৪-৫৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

৫ আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

সৌপ্তিকপর্ব

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

[কৃপাচার্য্যঃ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা চেতি ত্রয়াণাং মহারথানাম্ একস্মিন্ বনে বিশ্রামঃ, কাকানামুপরি উলূকস্যাক্রমণং দৃষ্ট্বাশ্বত্থামো হৃদয়ে ক্রূর-ভাবোদয়ঃ, তদর্থং দ্বাভ্যাং স্বসুহৃদ্‌ভ্যাং সহ পরামর্শশ্চ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥)

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে সহিতা বীরাঃ প্রযাতা দক্ষিণামুখাঃ।
উপাস্তমনবেলায়াং শিবিরাভ্যাসমাগতাঃ। ১
বিমুচ্য বাহাংস্ত্বরিতা ভীতা সমভবংস্তদা
গহনং দেশমাসাদ্য প্রচ্ছন্না ন্যবিশন্ত তে॥ ২
সেনানিবেশমভিতো নাতিদূরমবস্থিতাঃ।
নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সমন্তাৎ ক্ষতবিক্ষতাঃ॥ ৩
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য পাণ্ডবানেব চিন্তয়ন্।
শ্রুত্বা চ নিনদং ঘোরং পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্॥ ৪
অনুসারভয়াদ্ ভীতাঃ প্রাঙ্‌মুখাঃ প্রাদ্রবন্ পুনঃ।
তে মুহূর্তাৎ ততো গত্বা শ্রান্তবাহাঃ পিপাসিতাঃ॥৫
নামৃষ্যন্ত মহেষ্বাসাঃ ক্রোধামর্ষবশং গতাঃ।
রাজ্ঞো বধেন সন্তপ্তা মুহূর্তং সমবস্থিতাঃ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অশ্রদ্ধেয়মিদং কর্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয়।
যৎ স নাগায়ুতপ্রাণং পুত্রো মম নিপাতিতঃ॥ ৭

---

১ শ্রীভগবতে বাসুদেবায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা—এই তিন মহারথীর এক বনে বিশ্রাম, কাকগণের উপর উলূকের আক্রমণ দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে ক্রূর ভাবের উদয় এবং তাঁহার অন্য দুই সুহৃদের সহিত পরামর্শ।

(অন্তর্য্যামী নারায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরশ্রেষ্ঠ নরস্বরূপ অর্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) ভগবতী সরস্বতী দেবী এবং তাঁহার লীলা সঙ্কলনকারী মহর্ষি ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্র (মহাভারতাদি) পাঠ করা উচিত।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্য্যোধনের অনুমতি অনুসারে কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার সেনাপতিপদে অভিষেক হইয়া যাইলে পর সেই তিন বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা একত্রে দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তারপর সূর্য্যাস্তের সময় সৈন্য-শিবিরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১

শত্রুরা যাহাতে জানিতে না পারে, সেই কারণে তাঁহারা ভীত ছিলেন, অতএব অতিসত্বর বনের গহন প্রদেশে যাইয়া তাঁহারা অশ্বগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গুপ্ত ভাবে যাইয়া একস্থানে উপবিষ্ট হইলেন॥ ২

যেখানে সৈন্যদের শিবির ছিল, সেই স্থানেরই নিকট অল্প কিছু দূরে এই তিন জন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের দেহ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের আঘাতে আহত হইয়াছিল। ইঁহারা সর্ব্বদিকেই ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিলেন

ইঁহারা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পাণ্ডবদেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন এই সময়ে জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের তুমুল গর্জ্জন শ্রবণ করত তাঁহাদের ভয় হইল যে, পাণ্ডবেরা যাহাতে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে না পারে; অতএব তাঁহারা পুনরায় রথে অশ্বযোজনা করিয়া পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন॥ ৪-৫

মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সেই স্থান হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া ক্রোধ ও অমর্ষের বশীভূত এই তিন মহাধনুর্দ্ধর ঘোড়া পিপাসায় পীড়িত হইলেন। ইঁহাদের অশ্বগণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহাদের নিকট এই অবস্থা তখন অসহ্য হইয়া উঠিল। ইঁহারা রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল পর্য্যন্ত সেস্থানে নীরবে অবস্থান করিলেন॥ ৬-৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধনের যদ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, তথাপি ভীমসেন তাহাকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিল। তাহার দ্বারা সহসা যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না॥ ৭

অবধ্যঃ সর্বভূতানাং বজ্রসংহননো যুবা ।
পাণ্ডবৈঃ সমরে পুত্রো নিহতো মম সঞ্জয় ॥ ৮
ন দিষ্টমভিক্রান্তং শক্যং গাবল্গণে নরৈঃ ।
যৎ সমেত্য রণে পার্থৈঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥ ৯
অদ্রিসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম সঞ্জয় ।
হতং পুত্রশতং শ্রুত্বা যন্ন দীর্ণং সহস্রধা ॥ ১০
কথং হি বৃদ্ধমিথুনং হতপুত্রং ভবিষ্যতি ।
ন গুহ্যং পাণ্ডবেয়স্য বিষয়ে বস্তুমুৎসহে ॥ ১১
কথং রাজ্ঞঃ পিতা ভূত্বা স্বয়ং রাজা চ সঞ্জয় ।
প্রেষ্যভূতঃ প্রবর্তেয়ং পাণ্ডবেয়স্য শাসনাৎ ॥ ১২
আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং সর্বাং স্থিত্বা মূর্ধ্নি চ সঞ্জয় ।
কথমদ্য ভবিষ্যামি প্রেষ্যভূতো দুরন্তকৃৎ ॥ ১৩
কথং ভীমস্য বাক্যানি শ্রোতুং শক্ষ্যামি সঞ্জয় ।
যেন পুত্রশতং পূর্ণমেকেন নিহতং মম ॥ ১৪

কৃতং সত্যং বচস্তস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ ।
অকুর্বতা বচস্তেন মম পুত্রেণ সঞ্জয় ॥ ১৫
অধর্মেণ হতে তাত পুত্রে দুর্যোধনে মম
কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণিঃ কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১৬

সঞ্জয় উবাচ ।

গত্বা তু তাবকা রাজন্ নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।
অপশ্যন্ত বনং ঘোরং নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥ ১৭
তে মুহূর্তং তু বিশ্রম্য লব্ধতোয়ৈর্হয়োত্তমৈঃ ।
সূর্যাস্তমনবেলায়াং সমাসেদুর্মহদ্ বনম্ ॥ ১৮
নানামৃগগণৈর্জুষ্টং নানাপক্ষিগণাবৃতম্ ।
নানাদ্রুমলতাচ্ছন্নং নানাব্যালনিষেবিতম্ ॥ ১৯
নানাতোয়ৈঃ সমাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ।
পদ্মিনীশতসঞ্ছন্নং নীলোৎপলসমাযুতম্ ॥ ২০
প্রবিশ্য তদ্ বনং ঘোরং বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ।
শাখাসহস্রসঞ্ছন্নং ন্যগ্রোধং দদৃশুস্ততঃ ॥ ২১

সঞ্জয়! আমার পুত্র নব যুবক ছিল তাহার শরীরও বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং সেইজন্য সে সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই অবধ্য ছিল, তথাপি পাণ্ডবগণ তাহাকে বধ করিল। ৮

গবল্গণকুমার! কুন্তীর পুত্রগণ যে মিলিত হইয়া রণাঙ্গনে আমার পুত্রদিগকে ধরাশায়ী করিল, ইহাতে মনে হয়—কোনও মানুষই দৈবের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে না। ৯

সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তরের সারতত্ত্ব দিয়া নির্মিত, আমার শত পুত্র নিহত হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়াও উহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না। ১০

হায়, এখন আমরা উভয় বৃদ্ধ পতি-পত্নী আমাদের পুত্রগণ নিহত হওয়ায় কিভাবে জীবিত থাকিব? আমি পাণ্ডুকুমার যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে থাকিতে পারিব না। ১১

সঞ্জয়! আমি রাজার পিতা এবং স্বয়ংই রাজা ছিলাম। এখন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞার অধীনস্থ হইয়া দাসের ন্যায় কিরূপে জীবন যাপন করিব? ১২

সঞ্জয়! প্রথমে সমস্ত ভূমণ্ডলের উপর আজ্ঞা চলিত এবং আমি সকলের মস্তকোপরি ছিলাম; এরূপ হইয়া এখন আমি অপরের দাস হইয়া কিভাবে অবস্থান করিব? আমি স্বয়ংই নিজের জীবনের অন্তিম ভাগকে দুঃখময় করিয়া দিয়াছি। ১৩

অহো! যে একাকীই আমার পূর্ণ একশত পুত্রকে বধ করিয়াছে, সেই ভীমসেনের বাক্য আমি কিভাবে শ্রবণ করিব? ১৪

সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্যোধন আমার কথা না মানিয়া মহাত্মা বিদুর কথিত বাক্যকে সত্য করিয়া দেখাইল। ১৫

তাত সঞ্জয়! এখন এই কথা বল যে, আমার পুত্র দুর্যোধন অধর্ম পূর্বক নিহত হইলে পর কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা কি করিলেন? ১৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পক্ষের সেই তিন বীর সেস্থান হইতে অল্প দূরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহারা নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে পূর্ণ এক ভয়ঙ্কর বন দেখিলেন। ১৭

সে স্থানে অল্পক্ষণ অবস্থান করত তাঁহারা সকলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ অশ্বগণকে জলপান করাইলেন এবং সূর্যাস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সেই বিশাল বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে নানাপ্রকার মৃগ ও বিবিধ পক্ষিসকল বাস করিয়া থাকে।

স্থানে স্থানে বৃক্ষ ও লতাসমূহে এই বন ব্যাপ্ত ছিল এবং অনেক জাতির হিংস্র জন্তুরা ইহার সেবা করিয়া থাকে। ১৮-১৯

ইহার মধ্যে যেখানে সেখানে অনেকপ্রকার জলাশয় ছিল। নানাবিধ পুষ্প এই বনের শোভাবর্ধন করিতেছিল, শত শত রক্ত পদ্ম ও অসংখ্য নীল কমল সেখানকার জলাশয়ের চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। ২০

সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করত সর্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক তাঁহারা দেখিলেন যে, সহস্র সহস্র শাখায় আচ্ছাদিত একটি বট বৃক্ষ রহিয়াছে। ২১

উপেত্য তু তদা রাজন্ ন্যগ্রোধং তে মহারথাঃ।
দদৃশুর্দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠং তং বৈ বনস্পতিম্ ॥ ২২
তেঽবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ বিপ্রমুচ্য চ বাজিনঃ।
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং সন্ধ্যামন্বাসত প্রভো ॥ ২৩
ততোঽস্তং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠমনুপ্রাপ্তে দিবাকরে।
সর্ব্বস্য জগতো ধাত্রী শর্ব্বরী সমপদ্যত ॥ ২৪
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাভিঃ সম্পূর্ণাভিরলঙ্কৃতম্।
নভোঽংশুকমিবাভাতি প্রেক্ষণীয়ং সমন্ততঃ ॥ ২৫
ইচ্ছয়া তে প্রবর্ত্তন্তি যে সত্ত্বা রাত্রিচারিণঃ।
দিবাচরাশ্চ যে সত্ত্বাস্তে নিদ্রাবশমাগতাঃ ॥ ২৬
রাত্রিঞ্চরাণাং সত্ত্বানাং নির্ঘোষোঽভূৎ সুদারুণঃ
ক্রব্যাদাশ্চ প্রমুদিতা ঘোরা প্রাপ্তা চ শর্ব্বরী ॥ ২৭
তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে দুঃখশোকসমন্বিতাঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিরুপোপবিবিশুঃ সমম্ ॥ ২৮

তত্রোপবিষ্টাঃ শোচন্তো ন্যগ্রোধস্য সমীপতঃ।
তমেবার্থমতিক্রান্তং কুরু-পাণ্ডবয়োঃ ক্ষয়ম্ ॥২৯
নিদ্রয়া চ পরীতাঙ্গা নিষেদুর্ধরণীতলে।
শ্রমেণ সুদৃঢ়ং মুক্তা বিক্ষতা বিবিধৈঃ শরৈঃ ॥ ৩০
ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তৌ কৃপ-ভোজৌ মহারথৌ।
সুখোচিতাবদুঃখার্হৌ নিষণ্ণৌ ধরণীতলে ॥ ৩১
তৌ তু সুপ্তৌ মহারাজ শ্রমশোকসমন্বিতৌ।
মহার্হশয়নোপেতৌ ভূমাবেব হ্যনাথবৎ ॥ ৩২
ক্রোধামর্ষবশং প্রাপ্তো দ্রোণপুত্রস্তু ভারত।
ন বৈ স্ম স জগামাপ নিদ্রাং সর্প ইব শ্বসন্ ॥ ৩৩
ন লেভে স তু নিদ্রাং বৈ দহ্যমানো হি মন্যুনা।
বীক্ষাঞ্চক্রে মহাবাহুস্তদ্ বনং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩৪
বীক্ষমাণো বনোদ্দেশে নানাসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্।
অপশ্যত মহাবাহুর্ন্যগ্রোধং বায়সৈর্বৃতম্ ॥ ৩৫

রাজন্! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই মহারথীরা নিকটে যাইয়া এই উত্তম বনস্পতি বট বৃক্ষকে দর্শন করিলেন। ২২

প্রভো! সেখানে রথ হইতে নামিয়া সেই তিন বীর নিজেদের অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যথারীতি স্নানাদি করত সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। ২৩

তদনন্তর সূর্য্যদেব পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অস্তাচলে গমন করিলে পর সম্পূর্ণ জগতের ধাত্রীর ন্যায় রাত্রিদেবী স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিলেন। ২৪

সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারাসকলে অলঙ্কৃত আকাশ জরী-পাড়ের বিচিত্র শাড়ীর ন্যায় সর্ব্বদিকে দর্শনীয় হইয়া উঠিল। ২৫

রাত্রিতে বিচরণকারী প্রাণীরা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে লকালাফি করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা দিবসে বিচরণকারী প্রাণী ছিল, তাহারা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। ২৬

রাত্রিতে বিহরণপরায়ণ জীবগণের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। মাংসভক্ষী প্রাণীরা অতিশয় আনন্দিত হইল এবং সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। ২৭

রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইল। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা একসঙ্গে (পাশাপাশি) উপবিষ্ট হইলেন। ২৮

বটবৃক্ষের নিকটে উপবেশন করত কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের সেই বিনাশের অতিক্রান্ত বিষয়ের জন্য শোক করিতে করিতে সেই তিন বীর নিদ্রায় সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া ধরাতলে শুইয়া পড়িলেন। এই সময় ইহারা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নানাবিধ বাণসমূহে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। ২৯-৩০

তদনন্তর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই দুই মহারথী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইহারা সর্ব্বথা সুখভোগেরই যোগ্য ছিলেন, দুঃখ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য কদাপি ছিলেন না, তথাপি ধরাতলেই শয়ন করিলেন। ৩১

মহারাজ! বহুমূল্য শয্যা ও সুখসামগ্রী সম্পন্ন হইলেও এই দুই বীরকে পরিশ্রম ও শোকে পীড়িত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে পতিত দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ক্রোধ এবং অমর্ষের বশীভূত হইলেন। ভারত! সেই সময় তাঁহার নিদ্রা আসিল না তিনি সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৩২-৩৩

তিনি ক্রোধে জ্বলিতে থাকায় নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না। সেই মহাবাহু বীর দেখিতে ভয়ঙ্কর বনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ৩৪

নানাবিধ জীবজন্তুতে সেবিত বনস্থল নিরীক্ষণ করিয়া মহাবাহু অশ্বত্থামা কাকে পরিপূর্ণ বটবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ৩৫

তত্র কাকসহস্রাণি তাং নিশাং পর্য্যপাময়ন্
সুখং স্বপন্তি কৌরব্য পৃথক্ পৃথগুপাশ্রয়াঃ ॥ ৩৬
সুপ্তেষু তেষু কাকেষু বিশ্রব্ধেষু সমন্ততঃ।
সোঽপশ্যৎ সহসা যান্তমুলূকং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩৭
মহাস্বনং মহাকায়ং হর্য্যক্ষং বজ্রপিঙ্গলম্।
সুদীর্ঘঘোণানখরং সুপর্ণমিব বেগিতম্ ॥ ৩৮
সোঽথ শব্দং মৃদুং কৃত্বা লীয়মান ইবাণ্ডজঃ।
ন্যগ্রোধস্য ততঃ শাখাং প্রার্থয়ামাস ভারত ॥ ৩৯
সন্নিপত্য তু শাখায়াং ন্যগ্রোধস্য বিহঙ্গমঃ।
সুপ্তান্ জঘান সবহূন্ বায়সান্ বায়সান্তকঃ ॥ ৪০
কেষাঞ্চিদচ্ছিনৎ পক্ষান্ শিরাংসি চ চকর্ত হ।
চরণাংশ্চৈব কেষাঞ্চিদ্ বভঞ্জ চরণায়ুধঃ ॥ ৪
ক্ষণেনাহন্ স বলবান্ যেঽস্য দৃষ্টিপথে স্থিতাঃ।
তেষাং শরীরাবয়বৈঃ শরীরৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৪২

ন্যগ্রোধমণ্ডলং সর্বং সঞ্ছন্নং সর্বতোঽভবৎ।
তাংস্তু হত্বা ততঃ কাকান্ কৌশিকো মুদিতোঽভবৎ ॥ ৪৩
প্রতিকৃত্য যথাকামং শত্রূণাং শত্রুসূদনঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা সোঽপি কর্ম কৌশিকেন কৃতং নিশি ॥ ৪৪
তদ্ভাবকৃতসঙ্কল্পো দ্রৌণিরেকোঽন্বচিন্তয়ৎ।
উপদেশঃ কৃতোঽনেন পক্ষিণা মম সংযুগে ॥ ৪৫
শত্রূণাং ক্ষপণে যুক্তঃ প্রাপ্তঃ কালশ্চ মে মতঃ।
নাদ্য শক্যা ময়া হন্তুং পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ ॥ ৪৬
বলবন্তঃ কৃতোৎসাহাঃ প্রাপ্তলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ।
রাজ্ঞঃ সকাশাৎ তেষাং তু প্রতিজ্ঞাতো বধো ময়া ॥ ৪৭
পতঙ্গাগ্নিসমাং বৃত্তিমাস্থায়াস্মদ্বিনাশিনীম্।
ন্যায়তো যুধ্যমানস্য প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
ছদ্মনা চ ভবেৎ সিদ্ধি শত্রূণাঞ্চ ক্ষয়ো মহান্
তত্র সংশয়িতাদর্থাদ্ যোঽর্থো নিঃসংশয়ো ভবেৎ ॥ ৪৯

কুরুনন্দন! সেই বৃক্ষের উপর সহস্র সহস্র কাক রাত্রিতে বাস করিয়া থাকে। তাহারা পৃথক্ পৃথক্ বাসা নির্মাণ করত তাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সুখের সহিত নিদ্রা যাইল। ৩৬

এই সকল কাক নির্ভয় হইয়া হইলে পর অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, সহসা একটি ভয়ানক উলূক (পেচক) আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩৭

ইহার রব ভয়ঙ্কর ছিল, দেহ বিশাল, বর্ণ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল ছিল। ইহার চঞ্চু ও নখর অতিশয় বৃহৎ এবং এই পক্ষী গরুড়ের ন্যায় বেগশালী ছিল। ৩৮

হে ভারত! এই পক্ষী ধীরে ধীরে নিজের রব করিয়া যেন আত্মগোপন করিয়াই বটবৃক্ষের সেই শাখায় আসিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। ৩৯

কাকসকলের পক্ষে কালস্বরূপ সেই পক্ষী বটবৃক্ষের শাখার উপর তীব্র বেগে আক্রমণ করিল এবং নিদ্রিত বহু সংখ্যক কাককে বিনাশ করিল। ৪০

এই পক্ষী নিজের চরণকেই অস্ত্রে পরিণত করিয়া বহু কাকের পক্ষ ছেদন করিল, বহু কাকের শিরশ্ছেদ করিল এবং বহু কাকের পা ভাঙ্গিয়া দিল। ৪১

প্রজানাথ! এই বলবান্ পেচক যে যে কাককে তখন দেখিতে পাইল, তাহাদের সকলকেই ক্ষণকালের মধ্যেই বিনষ্ট করিল। ইহাতে সেই সম্পূর্ণ বটবৃক্ষ কাকসকলের দেহ ও বিভিন্ন অবয়বসকলের দ্বারা সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। ৪২

সেই শত্রুসংহারকারী উলূক এই কাকসকলকে বিনাশ করত নিজের ইচ্ছানুসারে শত্রুগণের উপর পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীতি লাভ করিল। ৪৩

রাত্রিকালে উলূক কর্তৃক অনুষ্ঠিত কপটতাপূর্ণ ক্রূর কর্ম অবলোকন করত স্বয়ংও তাদৃশ কার্য্য করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অশ্বত্থামা একাকীই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ৪৪

এই পক্ষী আমাকে 'যুদ্ধে কি করিতে হইবে' সেই উপদেশ প্রদান করিল। আমি মনে করি, আমার পক্ষেও বর্ত্তমানে এইরূপ কার্য্য করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ৪৫

পাণ্ডবেরা এই সময় জয়লাভে উল্লসিত আছে। তাহারা বলবান্, উৎসাহী এবং প্রহার করিতে কুশল। তাহারা নিজেদের লক্ষ্য সিদ্ধ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আজ আমি নিজ শক্তির দ্বারা উহাদের বধ করিতে সমর্থ হইব না। ৪৬

এদিকে আমি রাজা দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু এই কার্য্য আমার যেরূপ বোধ হইতেছে, যেরূপ পতঙ্গসকলের অগ্নিতে লম্ফ প্রদান করা। আমি যে বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, উহা আমারই বিনাশকর। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি আমি ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করি, তবে আমাকে অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ৪৭-৪৮

যদি আমি ছলনা করিয়া কার্য্য করি, তবে অবশ্যই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে এবং শত্রুগণের সম্যক্ সংহারও হইবে। যে

তং জনা বহু মন্যন্তে যে চ শাস্ত্রবিশারদাঃ ।
যচ্চাপ্যত্র ভবেদ্ বাচ্যং গর্হিতং লোকনিন্দিতম্ ॥ ৫০
কর্তব্যং তন্মনুষ্যেণ ক্ষত্রধর্মেণ বর্ততা ।
নিন্দিতানি চ সর্বাণি কুৎসিতানি পদে পদে ॥ ৫১
সোপধানি কৃতান্যেব পাণ্ডবৈরকৃতাত্মভিঃ ।
অস্মিন্নর্থে পুরা গীতা শ্লোয়ন্তে ধর্মচিন্তকৈঃ ॥ ৫২
শ্লোকা ন্যায়মবেক্ষন্তিস্তত্ত্বার্থাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
পরিশ্রান্তে বিদীর্ণে বা ভুঞ্জানে বাপি শত্রুভিঃ ॥ ৫৩
প্রস্থানে বা প্রবেশে বা প্রহর্তব্যং রিপোর্বলম
নিদ্রার্তমর্ধরাত্রে চ তথা নষ্টপ্রণায়কম ॥ ৫৪
ভিন্নযোধং বলং যচ্চ দ্বিধা যুক্তঞ্চ যদ ভবেৎ
ইত্যেবং নিশ্চয়ং চক্রে সুপ্তানাং নিশি মারণে ৫৫
পাণ্ডূনাং সহ পাঞ্চালৈর্দ্রৌণপুত্রঃ প্রতাপবান্

স ক্রূরাং মতিমাস্থায় বিনিশ্চিত্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫৬
সুপ্তৌ প্রাবোধয়ৎ তৌ তু মাতুলং ভোজমেব চ ।
তৌ প্রবুদ্ধৌ মহাত্মানৌ কৃপ-ভোজৌ মহাবলৌ ॥৫৭
নোত্তরং প্রতিপদ্যেতাং তত্র যুক্তং হ্রিয়া বৃতৌ ।
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পবিহ্বলমব্রবীৎ ॥ ৫৮
হতো দুর্যোধনো রাজা একবীরো মহাবলঃ ।
যস্যার্থে বৈরমস্মাভিরাসক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৫৯
একাকী বহুভিঃ ক্ষুদ্রৈরাহবে শুদ্ধবিক্রমঃ ।
পাতিতো ভীমসেনেন একাদশচমূপতিঃ ॥ ৬০
বৃকোদরেণ ক্ষুদ্রেণ সুনৃশংসমিদং কৃতম্ ।
মূর্ধাভিষিক্তস্য শিরঃ পাদেন পরিমৃদ্নতা ॥ ৬১
বিনর্দন্তি চ পাঞ্চালাঃ ক্ষ্বেলন্তি চ হসন্তি চ ।
ধমন্তি শঙ্খান শতশো দৃষ্ট্বা ঘ্নন্তি চ দুর্মতীন্ ॥৬২

স্থলে সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে স্থলে সন্দিগ্ধ বস্তু অপেক্ষা সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহা সংশয়পূর্ণ নহে সাধারণ মানুষ এবং শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণও তাহারই অধিক সমাদর করিয়া থাকেন ॥ ৪৯;

এ জগতে যে কার্য্য নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইবে, যাহাকে সকল লোকে সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়া থাকে, উহাও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে আচরণকারী মানুষের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ॥ ৫০;

অপবিত্রচিত্ত পাণ্ডবগণও পদে পদে এরূপ বহু কার্য্য করিয়াছে যে সমস্ত কার্য্য সর্ব্বথা নিন্দা ও ঘৃণার যোগ্য। তাহাদের দ্বারা বহু কপটতাপূর্ণ কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৫১;

এই বিষয়ে ন্যায়দৃষ্টিসম্পন্ন ধর্ম্মচিন্তক ও তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ প্রাচীনকালে এরূপ শ্লোক গান করিয়াছেন, যাহা তাত্ত্বিক অর্থের প্রতিপাদক ছিল। সেই শ্লোক এইভাবে শুনা যায় ॥ ৫২;

শত্রুদের সৈন্যরা যদি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, বিদীর্ণ হইয়া যায়, ভোজন করিতে থাকে, কোথাও গমন করিয়া থাকে অথবা কোন বিশেষ স্থানে প্রবেশ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহাদের উপর প্রহার করা উচিত ॥ ৫৩;

যে সৈন্য অর্দ্ধরাত্রিতে নিদ্রায় অচেতন হইয়া যায়, যাহার নেতা নিহত হইয়াছে, যে যোদ্ধা বিভেদ ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং যাহার মধ্যে ছিন্নাগ্রস্ত ভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহার উপরও শত্রুর প্রহার করা উচিত ॥ ৫৪;

এইরূপে বিচার করত প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিতে নিদ্রিত সময় পাঞ্চালগণ সহ পাণ্ডবদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন

ক্রূরতাপূর্ণ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বারংবার এরূপে সিদ্ধান্ত করত অশ্বত্থামা নিদ্রিত নিজ মাতুল কৃপাচার্য্যকে এবং ভোজবংশ জাত কৃতবর্ম্মাকে জাগাইলেন ॥ ৫৬;

জাগরিত মহাত্মা মহাবল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা যখন অশ্বত্থামার সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার উত্তর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৫৭

তখন অশ্বত্থামা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত অশ্রুগদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিলেন,—জগতের অদ্বিতীয় বীর মহাবল রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন, যাহার জন্য আমরা পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতাবদ্ধ হইয়াছিলাম ॥ ৫৮-৫৯

যে একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিল, সেই রাজা দুর্য্যোধন বিশুদ্ধ পরাক্রমের পরিচয় দান করিতে করিতে একাকীই যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু বহুসংখ্যক নীচ পুরুষ মিলিত হইয়া যুদ্ধস্থলে তাহাকে ভীমসেনের দ্বারা ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছে ॥ ৬০

এক মূর্দ্ধাভিষিক্ত সম্রাটের মস্তকে পাদ প্রহার করিতে করিতে নীচ ভীমসেন এই অতিশয় ভয়ানক ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য করিয়াছে ॥ ৬১

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া গর্জ্জন ও সিংহনাদ করিতেছে

বাদিত্রঘোষস্তুমুলো বিমিশ্রঃ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ।
অনিলেনেরিতো ঘোরে দিশঃ পূরয়তীব হ ॥ ৬৩
অশ্বানাং হেষমাণানাং গজনাঙ্কৈব বৃংহতাম্।
সিংহনাদশ্চ শূরাণাং শ্রূয়তে সুমহানয়ম্ ॥ ৬৪
দিশং প্রাচীং সমাশ্রিত্য হৃষ্টানাং গচ্ছতাং ভৃশম্।
রথনেমিস্বনাশ্চৈব শ্রূয়ন্তে লোমহর্ষণাঃ ॥ ৬৫
পাণ্ডবৈর্ধার্তরাষ্ট্রাণাং যদিদং কদনং কৃতম্।
বয়মেব ত্রয়ঃ শিষ্টা অস্মিন্ মহতি বৈশসে ॥ ৬৬
কেচিন্নাগশতপ্রাণাঃ কেচিৎ সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ।
নিহতাঃ পাণ্ডবেয়ৈস্তে মন্যে কালস্য পর্যায়ম্ ॥ ৬৭
এবমেতেন ভাব্যং হি নূনং কার্য্যেণ তত্ত্বতঃ।
যথা হ্যস্মাদৃশী নিষ্ঠা কৃতকার্যোঽপি দুষ্করে ॥ ৬৮
ভবতোঽস্তু যদি প্রজ্ঞা ন মোহাদপনীয়তে।
ব্যাপন্নেঽস্মিন্ মহত্যর্থে যন্নঃ শ্রেয়স্তদুচ্যতাম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

হাস্য উপহাস করিতেছে, শত শত শঙ্খ বাজাইতেছে এবং বহু দুন্দুভিও বাজাইতেছে। ৬২

শঙ্খধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্যের গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর ধ্বনি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে যেন পরিপূর্ণ করিতেছে। ৬৩

হ্রেষাধ্বনিকারী অশ্বগণ ও চীৎকারকারী হস্তীদিগের শব্দের সহিত বীরবর যোদ্ধাদের এই প্রচণ্ড সিংহনাদ শুনা যাইতেছে। ৬৪

আনন্দসহকারে পূর্বদিক অভিমুখে সবেগে গমনকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের রথসমূহের চক্রসকলের এই রোমাঞ্চজনক শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ৬৫

হায়, পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ও সৈন্যদের যে এই বিনাশ-সাধন করিয়াছে, ঐ সর্বাত্মক ধ্বংস হইতে আমরা তিন জনই মাত্র জীবিত রহিয়াছি। ৬৬

কত বীর শত শত হস্তিতুল্য বলশালী ছিল এবং বহু যোদ্ধা অস্ত্র-সঞ্চালনে কুশল ছিল, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছে। আমি ইহাকে কালেরই বিপরীত গতি বলিয়া মনে করি। ৬৭

নিশ্চয় এই কার্যের এরূপই পরিণাম ছিল। যদিও এই যুদ্ধে আমরা অতিশয় দুষ্কর কার্যসকল করিয়াছি, তথাপি এই যুদ্ধের অন্তিম ফল এইরূপেই হইয়াছে। ৬৮

যদি আপনাদের উভয়ের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত না হইয়া থাকে, তবে এই মহাসঙ্কটকালে অনিষ্পন্ন কার্য সুসম্পন্ন করিতে আমাদের পক্ষে কি করা উচিত হইবে উহা বলুন। ৬৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দৈবস্য প্রবলতাং বর্ণয়তঃ কৃপাচার্য্যস্য কর্ত্তব্যবিষয়ে সতাং পরামর্শং গ্রহীতুমশ্বত্থামে প্রেরণাদানম্ ।]

কৃপ উবাচ।

শ্রুতং তে বচনং সর্বং যদ্ যদুক্তং ত্বয়া বিভো।
মমাপি তু বচঃ কিঞ্চিচ্ছৃণুষ্বাদ্য মহাভুজ ॥ ১
আবদ্ধা মানুষাঃ সর্বে নিবদ্ধাঃ কর্মণোর্দ্বয়োঃ
দৈবে পুরুষকারে চ পরং তাভ্যাং ন বিদ্যতে ॥ ২
ন হি দৈবেন সিধ্যন্তি কার্য্যাণ্যেকেন সত্তম।
ন চাপি কর্মণৈকেন দ্বাভ্যাং সিদ্ধস্তু যোগতঃ ॥ ৩
তাভ্যামুভাভ্যাং সর্বার্থা নিবদ্ধা অধমোত্তমাঃ
প্রবৃত্তাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৪
পর্জন্যঃ পর্বতে বর্ষন্ কিন্নু সাধয়তে ফলম্
কৃষ্টে ক্ষেত্রে তথা বর্ষন্ কিন্ন সাধয়তে ফলম্ ॥ ৫
উত্থানং চাপ্যদৈবস্য হ্যনুত্থানঞ্চ দৈবতম
ব্যর্থং ভবতি সর্বত্র পূর্বস্তত্র বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬
সুবৃষ্টে চ যথা দেবে সম্যক্ ক্ষেত্রে চ কর্ষিতে।
বীজং মহাগুণং ভূয়াৎ তথা সিদ্ধিহি মানুষী ॥ ৭
তয়োর্দৈবং বিনিশ্চিত্য স্বয়ং চৈব প্রবর্ততে।
প্রাজ্ঞাঃ পুরুষকারেষু বর্তন্তে দাক্ষ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮
তাভ্যাং সর্বে হি কার্য্যার্থা মনুষ্যাণাং নরর্ষভ।
বিচেষ্টন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাস্তু তথৈব চ ॥ ৯
কৃতঃ পুরুষকারশ্চ সোঽপি দৈবেন সিধ্যতি।
তথাস্য কর্মণঃ কর্তুরভিনির্বর্ততে ফলম্ ॥ ১০
উত্থানঞ্চ মনুষ্যাণাং দক্ষাণাং দৈববর্জিতম্।
অফলং দৃশ্যতে লোকে সম্যগপ্যুপপাদিতম্ ॥ ১১
তত্রালসা মনুষ্যাণাং যে ভবন্ত্যমনস্বিনঃ
উত্থানং তে বিগর্হন্তি প্রাজ্ঞানাং তন্ন রোচতে ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[দৈবের প্রবলতার কথা বলিয়া কৃপাচার্য্য কর্তৃক অশ্বত্থামাকে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সৎপুরুষগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে প্রেরণাদান।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—শক্তিশালী মহাবাহো! তুমি যে যে কথা বলিলে, সে সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি। এখন তুমি আমার কিছু কথা শ্রবণ কর। ১

সকল মানুষই প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ উভয় প্রকার কর্ম্মে বদ্ধ। এই দুইটি ব্যতীত অপর আর কিছুই নাই। ২

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামন্! কেবল দৈব বা প্রারব্ধের দ্বারা অথবা একক পুরুষার্থের দ্বারাও কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। উভয়ের সম্মিলনেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৩

এই উভয়ের দ্বারাতেই উত্তম-অধম সকল কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত আছে। এই সব কার্য্যের মধ্যে কোন কোন কার্য্য প্রবৃত্তি-সম্বন্ধযুক্ত এবং কোন কোন কার্য্য নিবৃত্তি-সম্বন্ধযুক্ত। (চতুর্থ শ্লোকের শেষ পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা নিম্নরূপও হইয়া থাকে, উত্তম ও অধম (ভাল-মন্দ) সমস্ত কার্য্যই দৈব এবং পুরুষকার উভয় থাকিলে সিদ্ধ হয় ও না থাকিলে নিষ্ফল হয়)। ৪

মেঘ পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া কোন্ ফলের সাধন করিয়া থাকে? এই মেঘ যদি বর্ষণ করা ক্ষেত্রে (জমিতে) বর্ষণ করিয়া থাকে, তবে কোন্ ফল না সাধিত হইয়া থাকে? ৫

দৈবরহিত পুরুষের পুরুষার্থ ব্যর্থ হয় এবং পুরুষার্থ-শূন্য দৈবও ব্যর্থ হইয়া যায়। সর্ব্বত্র এই উভয় পক্ষকেই উদ্যুক্ত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষই (দৈবই) স্থির সিদ্ধান্ত ও শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ দৈবের সহায়তা ব্যতীত পুরুষার্থ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না)। ৬

যেরূপ (দৈব) মেঘ প্রচুর জল বর্ষণ করিলে এবং ক্ষেত্র (জমি) ভালভাবে কর্ষণ করিলে পর উহাতে রোপিত বীজ অধিক ফল দান করিয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের সকল কার্য্য-সিদ্ধিও দৈব এবং পুরুষার্থের সহায়তায় লাভ হইয়া থাকে। ৭

এই উভয়ের মধ্যে দৈবই বলবান্ কারণ, সে নিজেই সিদ্ধান্ত করত পুরুষার্থের অপেক্ষা না করিয়াই ফলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তথাপি বিদ্বান্ পুরুষ দক্ষতা অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষার্থেই প্রবৃত্ত হন্। ৮

নরশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক সকল কার্য্যই দৈব এবং পুরুষার্থ এই উভয়েরই সহায়তায় সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। ৯

কৃত পুরুষার্থও দৈবের সহযোগেই সফল হইয়া থাকে এবং দৈবের অনুকূলে কর্ত্তা সেই কর্ম্মের ফল লাভ করে। ১০

চতুর মনুষ্যগণ কর্তৃক উত্তমরূপে সম্পাদিত পুরুষার্থও যদি দৈবের সহযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে এ-জগতে উহাকে নিষ্ফল হইতে দেখা যায়। ১১

মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা অলস এবং নিজেদের মনকে নিয়ন্ত্রিত

প্রায়শো হি কৃতং কর্ম নাফলং দৃশ্যতে ভুবি।
অকৃত্বা চ পুনর্দুঃখং কর্ম পশ্যেন্মহাফলম্ ॥ ১৩
চেষ্টামকুর্বন্নভতে যদি কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া।
যো বা ন লভতে কৃত্বা দুর্দর্শো তাবুভাবপি ॥ ১৪
শক্নোতি জীবিতুং দক্ষো নালসঃ সুখমেধতে।
দৃশ্যন্তে জীবলোকেঽস্মিন্ দক্ষাঃ প্রায়ো হিতৈষিণঃ ॥১৫
যদি দক্ষঃ সমারম্ভাৎ কর্মণো নাশ্নুতে ফলম্।
নাস্য বাচ্যং ভবেৎ কিঞ্চিল্লব্ধব্যং বাধিগচ্ছতি ॥ ১৬
অকৃত্বা কর্ম যো লোকে ফলং বিন্দতি নিষ্ঠিতঃ।
স তু বক্তব্যতাং যাতি দ্বেষ্যো ভবতি ভূয়শঃ ॥ ১৭
এবমেতদনাদৃত্য বর্ততে যস্ততোঽন্যথা।
স করোত্যাত্মনোঽনর্থানেষ বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥ ১৮
হীনং পুরুষকারেণ যদি দৈবেন বা পুনঃ।
কারণাভ্যামথৈতাভ্যামুত্থানমফলং ভবেৎ ॥ ১৯
হীনং পুরুষকারেণ কর্ম ত্বিহ ন সিধ্যতি।
দৈবতেভ্যো নমস্কৃত্য যত্নবর্ধান্ সম্যগীহতে ॥ ২০
দক্ষো দাক্ষিণ্যসম্পন্নো ন স মোঘৈর্বিহন্যতে।
সম্যগীহা পুনরিয়ং যো বৃদ্ধানুপসেবতে ॥ ২১
আপৃচ্ছতি চ যচ্ছ্রেয়ঃ করোতি চ হিতং বচঃ।
উত্থায়োত্থায় হি সদা প্রষ্টব্যা বৃদ্ধসম্মতাঃ ॥ ২২
তে স্ম যোগে পরং মূলং তন্মূলা সিদ্ধিরুচ্যতে।
বৃদ্ধানাং বচনং শ্রুত্বা যোঽভ্যুত্থানং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৩
উত্থানস্য ফলং সম্যক্ তদা স লভতেঽচিরাৎ।
রাগাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াল্লোভাদ্ যোঽর্থানীহতি মানবঃ ॥২৭

করিয়া রাখিতে পারে না, উহারা পুরুষার্থের নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেরূপ কথা ভাল লাগে না ॥ ১২

এ জগতে সম্পাদিত প্রায়শঃ সকল কর্মই কখনও নিষ্ফল হইতে দেখা যায় না কিন্তু কর্ম না করিলে দুঃখ লাভ করিতেই দেখা যায়, অতএব কর্মকেই মহাফলদায়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৩

যদি কেহ পুরুষার্থ না করিয়া দৈবেচ্ছায় কিছু লাভ করিয়া থাকে অথবা পুরুষার্থ করিয়াও কিছুই না পাইয়া থাকে, তবে এরূপ পুরুষকে জগতে অতিশয় দুর্লভ বলিয়াই মনে করিবে ॥ ১৪

পুরুষার্থে নিরত নিপুণ ব্যক্তি সুখে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে, কিন্তু অলস ব্যক্তি কখনও সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জীব-জগতে প্রায়শঃ তৎপরতা সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকেই নিজের হিতসাধন করিতে দেখা যায় ॥ ১৫

যদি কার্য্যদক্ষ মানুষ কার্য্য আরম্ভ করিয়াই উহার ফল না পাইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য উহার কোনরূপ নিন্দা করা উচিত নহে অথবা নিজের প্রাপ্তব্য লক্ষ্য সে লাভ করিয়াই থাকে ॥ ১৬

কিন্তু যে ব্যক্তি এ জগতে কোন কার্য্য না করিয়া কেবল বসিয়া ফল ভোগ করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি প্রায়শঃই নিন্দিত হইয়া থাকে এবং অপরের দ্বেষের পাত্র হয় ॥ ১৭

এইরূপ যে মানুষই এই মত অনাদর করত ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি দৈব ও পুরুষার্থ উভয়ের সহায়তা না মানিয়া কেবল একেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি নিজের অনর্থই করিতে থাকে—ইহাই বুদ্ধিমান্‌গণের নীতি ॥ ১৮

পুরুষার্থহীন দৈব অথবা দৈবহীন পুরুষার্থ—এই দুইটি কারণেই মানুষের উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৯

পুরুষার্থ ব্যতীত এই জগতে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি দৈবকে নমস্কার করিয়া সকল কার্য্য ভালভাবে সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, এই দক্ষ ও উদার ব্যক্তি অসাফল্যে উদ্বিগ্ন হয় না ॥ ২০

যে ব্যক্তি বৃদ্ধগণের সেবা করে, তাঁহাদের নিকট নিজের কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁহাদের কথিত হিতকারক বাক্য পালন করে, এইরূপ সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা সেই ব্যক্তিকে পুনরায় কল্যাণ পথে লইয়া যায় ॥ ২১

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া উঠিয়া বৃদ্ধজনগণের দ্বারা সম্মানিত পুরুষসকলের নিকট নিজের হিতকথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ; কারণ, ইহা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি-সম্বন্ধে মুখ্য হেতু। তাঁহাদের কথিত এই উপায়ই সিদ্ধির মূল কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে ॥ ২২

যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পুরুষগণের বচন শ্রবণ করত তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উত্তম ফল শীঘ্রই লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৩

নিজের মনকে বশীকৃত রাখিতে অসমর্থ এবং অপরকে অবহেলা করিতে উৎসুক যে মানব রাগ, ক্রোধ, ভয় ও লোভ-বশতঃ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেই মানব অতি সত্বর নিজ ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৪

অনীশশ্চাবমানী চ স শীঘ্রং ভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ।
সোঽয়ং দুর্যোধনেনার্থো লুব্ধেনাদীর্ঘদর্শিনা ॥ ২৫
অসমর্থ্য সমারব্ধো মূঢ়ত্বাদবিচিন্তিতঃ।
হিতবুদ্ধীননাদৃত্য সম্মন্ত্র্যাসাধুভিঃ সহ ॥ ২৬
বার্ষ্যমাণোঽকরোদ্ বৈরং পাণ্ডবৈর্গুণবত্তরৈঃ।
পূর্বমপ্যতিদুঃশীলো ন ধৈর্য্যং কর্তুমর্হতি ॥ ২৭
তপত্যর্থে বিপন্নে হি মিত্রাণাং ন কৃতং বচঃ।
অনুবর্তামহে যত্তু তং বয়ং পাপপূরুষম্ ॥ ২৮
অস্মানপ্যনয়স্তস্মাৎ প্রাপ্তোঽয়ং দারুণো মহান্।
অনেন তু মমাত্মাপি বাসনেনোপতাপিতা ॥ ২৯
বুদ্ধিশ্চিন্ত্যতে কিঞ্চিৎ স্বং শ্রেয়ো নাববুধ্যতে।
মুহ্যতা তু মনুষ্যেণ প্রষ্টব্যাঃ সুহৃদো জনাঃ ॥ ৩০
তত্রাস্য বুদ্ধিবিনয়স্তত্র শ্রেয়শ্চ পশ্যতি।
ততোঽস্য মূলং কার্য্যাণাং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বৈ বুধাঃ॥৩১
তেঽত্র পৃষ্টা যথা ব্রূয়ুস্তৎ কর্তব্যং তথা ভবেৎ।
তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীঞ্চ সমেত্য হ ॥ ৩২
উপপৃচ্ছামহে গত্বা বিদুরঞ্চ মহামতিম্।
তে পৃষ্টাস্তু বদেয়ুর্যচ্ছ্রেয়ো নঃ সমনন্তরম্ ॥ ৩৩
তদস্মাভিঃ পুনঃ কার্য্যমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ।
অনারম্ভাৎ তু কার্য্যাণাং নার্থঃ সম্পদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৪
কৃতে পুরুষকারে তু যেষাং কার্য্যং ন সিধ্যতি।
দৈবেনোপহতাস্তে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণি-কৃপসংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ১

দুর্যোধন লোভী ও অদূরদর্শী ছিল। সে মূর্খতাবশতঃ কাহারও নিকট নিজের কার্যের সমর্থন পায় নাই এবং সে নিজেও এ-বিষয়ে ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে নাই। সে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে অনাদর করত দুষ্টদের সহিত পরামর্শ করিয়াছে ও সকলে নিষেধ করিলেও অধিক গুণবান্ পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে। ২৫-২৬½

প্রথমে সে অতিশয় দুষ্টস্বভাব ছিল, সে ত কখনও ধৈর্য্য ধারণ করিত না, সে মিত্রগণের কথা মানিত না সেইজন্য এখন কার্যহানি হওয়ায় অনুতাপ করিতেছে। ২৭½

আমরা যেহেতু সেই পাপী দুর্যোধনের অনুসরণ করিতেছি, সেইহেতু আমাদেরও অতিশয় দারুণ অনর্থ প্রাপ্তি হইয়াছে। ২৮½

এই সঙ্কটে সর্বতোভাবে সন্তপ্ত হওয়ায় আমার বুদ্ধি আজ ভালভাবে চিন্তা করিয়াও নিজের পক্ষে হিতকর কোন কার্য নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। ২৯½

যখন মানুষ মোহের বশীভূত হইয়া হিতাহিত নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন তাহার পক্ষে নিজের সুহৃদ্‌গণের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে তাহার বুদ্ধি ও বিনয় লাভ হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারা সে নিজের হিতসাধনও দেখিতে পায়। ৩০½

জিজ্ঞাসা করিবার পর বিদ্বান্ পুরুষগণ নিজ বুদ্ধিতে তাহার কার্যের মূল কারণ নিশ্চয় করত যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই উহার পালন করা উচিত। ৩১½

অতএব আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী দেবী এবং মহামতি বিদুরের নিকট যাইয়া কর্তব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৩২½

আমরা জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহারা আমাদের পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর কার্যরূপে উপদেশ করিবেন, তাহাই আমাদের করণীয় হইবে। আমার ত ইহাই দৃঢ় সিদ্ধান্ত। ৩৩½

কার্য আরম্ভ না করিলে পর কোথাও কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না; কিন্তু পুরুষার্থ করিলেও যাহার কোন কার্য সিদ্ধ হয় না, তাহা দৈবেরই প্রতিবন্ধক বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয়ে আর অন্য কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ৩৪-৩৫

শ্রীবরদহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যের সংবাদবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[কৃপং কৃতবর্ম্মাণঞ্চোত্তরয়তাশ্বত্থামা স্বস্য ক্রূরতাপূর্ণসিদ্ধান্তজ্ঞাপনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

কৃপস্য বচনং শ্রুত্বা ধর্মার্থসহিতং শুভম্ ।
অশ্বত্থামা মহারাজ দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ১
দহ্যমানস্তু শোকেন প্রদীপ্তেনাগ্নিনা যথা ।
ক্রূরং মনস্ততঃ কৃত্বা তাবুভৌ প্রত্যভাষত ॥ ২
পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্যা যা ভবতি শোভনা ।
তুষ্যন্তি চ পৃথক্ সর্বে প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া ॥ ৩
সর্বো হি মন্যতে লোক আত্মানং বুদ্ধিমত্তরম্ ।
সর্বস্যাত্মা বহুমতঃ সর্বাত্মানং প্রশংসতি ॥ ৪
সর্বস্য হি স্বকা প্রজ্ঞা সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিতা ।
পরবুদ্ধিঞ্চ নিন্দন্তি স্বাং প্রশংসন্তি চাসকৃৎ ॥ ৫
কারণান্তরযোগেন যোগে যেষাং সমাগতিঃ
অন্যোন্যেন চ তুষ্যন্তি বহু মন্যন্তি চাসকৃৎ ॥ ৬

তস্যৈব তু মনুষ্যস্য সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা ।
কালযোগে বিপর্যাসং প্রাপ্যান্যোন্যং বিপদ্যতে ॥ ৭
বিচিত্রত্বাৎ তু চিত্তানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ ।
চিত্তবৈরূপ্যমাসাদ্য সা সা বুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮
যথা হি বৈদ্যঃ কুশলো জ্ঞাত্বা ব্যাধিং যথাবিধি ।
ভৈষজ্যং কুরুতে যোগাৎ প্রশমার্থমিতি প্রভো ॥ ৯
এবং কার্য্যস্য যোগার্থং বুদ্ধিং কুর্বন্তি মানবাঃ ।
প্রজ্ঞয়া হি স্বয়া যুক্তাস্তাঞ্চ নিন্দন্তি মানবাঃ ॥ ১০
অন্যস্যা যৌবনে মর্ত্যো বুদ্ধ্যা ভবতি মোহিতঃ ।
মধ্যেঽন্যয়া জরায়াং তু সোঽন্যাং রোচয়তে মতিম্ ॥
ব্যসনং বা মহাঘোরং সমৃদ্ধিং চাপি তাদৃশীম্ ।
অবাপ্য পুরুষো ভোজ কুরুতে বুদ্ধিবৈকৃতম্ ॥ ১২

তৃতীয় অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে উত্তরদান করিতে করিতে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিজের ক্রূরতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! কৃপাচার্য্যের বাক্য ধর্ম ও অর্থপূর্ণ এবং মঙ্গলকর ছিল । উহা শ্রবণ করত অশ্বত্থামা দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ১

তাঁহার হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । উহাতে তিনি জ্বলিতে লাগিলেন এবং নিজের মনকে কঠোর করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা উভয়কেই বলিলেন ॥ ২

প্রত্যেক মানুষে যে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাই তাহার সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে । নিজ নিজ সেই বুদ্ধিতে সকল মানুষই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্তোষ লাভ করে ॥ ৩

সকল ব্যক্তিই নিজেকে নিজেই অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকে । সকলেরই নিজ নিজ বুদ্ধিকে সর্বাধিক মহত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ৪

সকলেরই দৃষ্টিতে নিজ নিজ বুদ্ধিকে ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় । সকল মানুষই অপরের বুদ্ধির নিন্দা ও নিজ বুদ্ধির প্রশংসা বার বার করিয়া থাকে ॥ ৫

যদি কোন পৃথক্ পৃথক্ কারণের সংযোগে একই সঙ্ঘের মধ্যে যাহাদের বিচার পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সন্তুষ্ট থাকে এবং বারংবার পরস্পরের প্রতি অধিক সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৬

কিন্তু কালের কুটিলচক্রে সেই মানুষেরই সেই সেই বুদ্ধি বিপরীতগামী হইয়া পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া যায় ॥ ৭

সকল প্রাণীর বিশেষতঃ মনুষ্যগণের চিত্ত পরস্পর হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে ; অতএব নানাবিধ ঘটনাসমূহের কারণে চিত্তের যে ব্যাকুলতা হয়, তাহার অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৮

প্রভো ! যেরূপ নিপুণ বৈদ্য বিধি অনুসারে রোগসম্বন্ধে সব কিছু অবগত হইয়া উহার উপশমের জন্য যোগ্যতানুরূপ ঔষধ প্রদান করেন, সেইরূপ মানুষ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিজের জন্য নিজের বিবেক শক্তি অনুসারে বিচার করত কোন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকে ; কিন্তু অপর মানুষেরা উহার নিন্দা করে ॥ ৯-১০

মানুষ যৌবনে একপ্রকার বুদ্ধিতে মোহিত হয়, মধ্যম অবস্থায় অন্য এক বুদ্ধিতে প্রভাবিত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে অপর কোন বুদ্ধি ভাল লাগে ॥ ১১

ভোজবংশজাত কৃতবর্ম্মন্ ! মনুষ্য যখন কোন এক নিদারুণ মহাসঙ্কটে পতিত হয় অথবা তাহার কোন প্রভূত

একস্মিন্নেব পুরুষে সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা।
ভবত্যকৃতধর্মত্বাৎ সা তস্যৈব ন রোচতে ॥ ১৩
নিশ্চিত্য তু যথাপ্রজ্ঞং যাং মতিং সাধু পশ্যতি।
তয়া প্রকুরুতে ভাবং সা তস্যোদ্যোগকারিকা ॥ ১৪
সর্বো হি পুরুষো ভোজ-সাধ্বেতদিতি নিশ্চিতঃ।
কর্তুমারভতে প্রীতো মারণাদিষু কর্মসু ॥ ১৫
সর্বে হি বুদ্ধিমাজ্ঞায় প্রজ্ঞাং বাপি স্বকাং নরাঃ।
চেষ্টন্তে বিবিধাঃ চেষ্টাঃ হিতমিত্যেব জানতে ॥ ১৬
উপজাতা ব্যসনজা যেয়মদ্য মতির্মম।
যুবয়োস্তাং প্রবক্ষ্যামি মম শোকবিনাশিনীম্ ॥ ১৭
প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা কর্ম তাসু বিধায় চ।
বর্ণে বর্ণে সমাধত্তে হ্যেকৈকং গুণভাগ্ গুণম্ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণে বেদমগ্র্যং তু ক্ষত্রিয়ে তেজ উত্তমম্।
বৈশ্যে চ বণিজাং সাধুতাং শূদ্রে চ সর্ববর্ণানুকূলতাম্ ॥ ১৯
অদান্তো ব্রাহ্মণোঽসাধুর্নিস্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োঽধমঃ।
অদক্ষো নিন্দ্যতে বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ প্রতিকূলবান্ ॥ ২০
সোঽস্মি জাতঃ কুলে শ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণানাং সুপূজিতে।
মন্দভাগ্যতয়াত্মেতং ক্ষত্রধর্মমনুষ্ঠিতঃ ॥ ২১
ক্ষত্রধর্মং বিদিত্বাহং যদি ব্রাহ্মণমাশ্রিতঃ।
প্রকুর্ষ্যাং সুমহৎ কর্ম ন মে তৎ সাধুসম্মতম্ ॥ ২২
ধারয়ংশ্চ ধনুর্দিব্যং দিব্যান্যস্ত্রাণি চাহবে।
পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা কিং নু বক্ষ্যামি সংসদি ॥ ২৩
সোঽহমদ্য যথাকামং ক্ষত্রধর্মমুপাস্য তম্।
গন্তাস্মি পদবীং রাজ্ঞঃ পিতুশ্চাপি মহাত্মনঃ ॥ ২৪
অদ্য স্বপ্স্যন্তি পাঞ্চালা বিশ্বস্তা জিতকাশিনঃ।
বিমুক্তযুগ্যকবচা হর্ষেণ চ সমন্বিতাঃ ॥ ২৫

ঐশ্বর্য লাভ হয়, তখন সেই সঙ্কট ও সমৃদ্ধি লাভ করত উহার বুদ্ধিতে ক্রমশঃ শোক এবং হর্ষরূপ বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২

এই বিকারবশতঃ একই পুরুষের মধ্যে সেই সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বুদ্ধি (বিচারধারা) উদ্ভূত হয়, কিন্তু সময়ের অনুরূপ না হইলে পর তাহার সেই নিজ বুদ্ধিই তাহার অরুচিকর হইয়া যায় ॥ ১৩

মানুষ নিজ বিবেক অনুসারে কোন নিশ্চয়ের উপর উপস্থিত হইয়া যে বুদ্ধিকে উত্তম বলিয়া মনে করে, তাহারই দ্বারা কার্য-সিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে। এই বুদ্ধিই তাহার উদ্যোগের সাফল্য আনিয়া দেয় ॥ ১৪

কৃতবর্মন্! সকল মানুষই 'এই কার্য উত্তম' ইহা নিশ্চয় করত প্রীতি সহকারে কার্য আরম্ভ করিয়া থাকে এবং হিংসাদি কর্মেও প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৫

সকল মানুষ নিজ বুদ্ধি অথবা বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করত নানাবিধ চেষ্টা করে এবং উহাই নিজের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করে ॥ ১৬

আজ সঙ্কটে পতিত হওয়ায় আমার অন্তরে যে বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, উহা আমি আপনাদের উভয়কে বলিতেছি। উহাই আমার শোকের বিনাশকারী ॥ ১৭

গুণবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণকে সৃষ্টি করত তাহাদের জন্য কর্মের বিধান করিলেন এবং প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে এক এক গুণের স্থাপনা করিলেন ॥ ১৮

তিনি ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্বোত্তম বেদ, ক্ষত্রিয়ে উত্তম তেজ (প্রতাপ), বৈশ্যে বাণিজ্যদক্ষতা এবং শূদ্রে সর্ববর্ণের অনুকূলে চলিবার বৃত্তি স্থাপিত করিলেন।

মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধর্তব্য নহে। তেজোহীন ক্ষত্রিয় অধম বলিয়া পরিচিত। যে বাণিজ্যে নিপুণ নহে, এরূপ বৈশ্যের নিন্দা সকলেই করিয়া থাকে এবং অন্য বর্ণসকলের প্রতিকূল আচরণকারী শূদ্রও নিন্দনীয় ॥ ২০

আমি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরম সম্মানিত বংশে উৎপন্ন হইয়াছি, তথাপি দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ক্ষত্রিয়ধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২১

যদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম জানিয়াও আমি ব্রাহ্মণত্বের আশ্রয় গ্রহণ করত অন্য কোন প্রকার কর্ম করিতে উদ্যোগী হই, তথাপি সৎ-পুরুষগণের সমাজে আমার সেই কার্য অনুমোদিত হইবে না ॥ ২২

আমি দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ করি, তথাপি যুদ্ধে নিজের পিতাকে অন্যায়ভাবে নিহত হইতে দেখিয়া যদি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ না করি, তবে বীরগণের সভায় কি বলিব? ২৩

অতএব আজ আমি নিজ রুচি অনুসারে সেই ক্ষত্রিয়ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের মহাত্মা পিতা ও রাজা দুর্যোধনের পথের অনুসরণ করিব ॥ ২৪

আজ জয়লাভে উল্লসিত পাঞ্চালগণ কবচ মুক্ত করিয়া এবং যুগ হইতে অশ্বগণকে মোচন করিয়া বিশ্বাস সহকারে নিদ্রা যাইতেছে। তাহারা শ্রান্ত ও অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৫½

জয়ং মত্বাঽঽত্মনশ্চৈব শ্রান্তা ব্যায়ামকর্শিতাঃ
তেষাং নিশি প্রসুপ্তানাং সুপ্তানাং শিবিরে স্বকে ॥ ২৬
অবস্কন্দং করিষ্যামি শিবিরস্যাস্য দুষ্করম্ ।
তানবস্কন্দ্য শিবিরে প্রেতভূতবিচেতসঃ ॥ ২৭
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য মঘবানিব দানবান্ ।
অদ্য তান্ সহিতান্ সর্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমান্ ॥ ২৮
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য রুক্ষং দীপ্ত ইবানলঃ ।
নিহত্য চৈব পাঞ্চালান্ শান্তিং লব্ধাস্মি সত্তম ॥২৯
পঞ্চালেষু ভবিষ্যামি সূদয়ন্নদ্য সংযুগে ।
পিনাকপাণিঃ সংক্রুদ্ধঃ স্বয়ং রুদ্রঃ পশুদ্বিব ॥ ৩০
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালান্ নিহত্য চ নিকৃত্য চ ।
অর্দয়িষ্যামি সংহৃষ্টো রণে পাণ্ডুসুতাংস্তথা ॥ ৩১
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালৈঃ কৃত্বা ভূমিং শরীরিণীম্ ।
প্রদ্যুতৈকৈকশস্তেষু ভবিষ্যামানৃণঃ পিতুঃ ॥ ৩২
দুর্যোধনস্য কর্ণস্য ভীষ্ম-সৈন্ধবয়োরপি ।
গময়িষ্যামি পাঞ্চালান্ পদবীমদ্য দুর্গমাম্ ॥৩৩
অদ্য পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বৈ নিশি ।
নচিরাৎ প্রমথিষ্যামি পশোরিব শিরো বলাৎ ॥ ৩৪
অদ্য পাঞ্চাল-পাণ্ডূনাং শয়িতানাস্মজান্ নিশি ।
খড়্গেন নিশিতেনাজৌ প্রমথিষ্যামি গৌতম ॥ ৩৫
অদ্য পাঞ্চালসেনাং তাং নিহত্য নিশি সৌপ্তিকে ।
কৃতকৃত্যঃ সুখী চৈব ভবিষ্যামি মহামতে ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা নিজেদের জয়লাভ হইয়াছে জানিয়া রাত্রিতে সুস্থির চিত্তে নিদ্রিত পাঞ্চালগণের নিজ নিজ শিবিরে প্রবেশপূর্বক আমি তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব। সমস্ত শিবিরকে এরূপভাবে ধ্বংস করিয়া দিব, যাহা অপরের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর ॥ ২৬½

যেরূপ ইন্দ্র দানবগণের উপর আক্রমণ করেন, সেইরূপ আমিও শিবিরে মৃতের ন্যায় অচৈতন্য হইয়া নিদ্রিত পাঞ্চালগণের বক্ষে আরোহণ পূর্বক তাহাদের পরাক্রম সহকারে বিনাশ করিব ॥ ২৭½

সজ্জনশ্রেষ্ঠ! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক বনকে এবং তৃণ-রাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি আজ একত্রে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাঞ্চালগণের উপর আক্রমণ করত সংহার করিব। ইহাদের সংহার করিলে পর আমার শান্তি লাভ হইবে ॥ ২৮-২৯

যেরূপ প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ সাক্ষাৎ পিনাকধারী রুদ্র সমস্ত পশুগণকে (জীবগণকে) আক্রমণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ যুদ্ধে পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের পক্ষে কালস্বরূপ হইব ॥ ৩০

আজ আমি রণাঙ্গনে সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করত উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে পাণ্ডব দিগকেও পীড়িত করিব ॥ ৩১

আজ সমস্ত পাঞ্চালগণের দেহসকলের দ্বারা রণভূমিকে দেহধারিণী করিয়া এক এক পাঞ্চালের প্রতি প্রচণ্ড প্রহার করত আমি নিজের পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব ॥ ৩২

আজ পাঞ্চালদিগকে দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম এবং জয়দ্রথের দুর্গম মার্গের দিকে প্রেরণ করিব ॥ ৩৩

আজ রাত্রিতে আমি অতি সত্বর পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তক পশুর মস্তকের ন্যায় বলপূর্বক মথিত করিয়া দিব ॥ ৩৪

গৌতম! আজ রাত্রিতে যুদ্ধে নিদ্রিত পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-গণের পুত্রদিগকেও আমি স্বীয় তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দিব ॥ ৩৫

মহামতে! আজ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় সেই পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে বধ করত আমি কৃতকৃত্য ও সুখী হইব ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[৭ঃ প্রভাতে যুদ্ধায় কৃপাচার্য্যস্য পরামর্শদানম্, রাত্রৌ নিদ্রিতানাং পাণ্ডব-যোদ্ধৃণাং বধায়াশ্বত্থাম্ন আগ্রহপ্রকাশশ্চ]

কৃপ উবাচ।

দিষ্ট্যা তে প্রতিকর্ত্তব্যে মতির্জাতেয়মচ্যুত।
ন ত্বাং বারয়িতুং শক্তো বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥ ১
অনুযাস্যাবহে ত্বাং তু প্রভাতে সহিতাবুভৌ
অদ্য রাত্রৌ বিশ্রমস্ব বিমুক্তকবচধ্বজঃ ॥ ২
অহং ত্বামনুযাস্যামি কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
পরানভিমুখং যান্তং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥ ৩
আবাভ্যাং সহিতঃ শত্রূন্ শ্বো নিহন্তা সমাগমে।
বিক্রম্য রথিনাং শ্রেষ্ঠ পাঞ্চালান্ সপদানুগান্ ॥৪
শক্তস্ত্বমসি বিক্রম্য বিশ্রমস্ব নিশামিমাম্।
চিরং তে জাগ্রতস্তাত স্বপ তাবন্নিশামিমাম্ ॥ ৫
বিশ্রান্তশ্চ বিনিদ্রশ্চ স্বস্থচিত্তশ্চ মানদ।
সমেত্য সমরে শত্রূন্ বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৬
ন হি ত্বাং রথিনাং শ্রেষ্ঠং প্রগৃহীতবরায়ুধম্।
জেতুমুৎসহতে শশ্বদপি দেবেষু বাসবঃ ॥ ৭
কৃপেণ সহিতং যান্তং গুপ্তঞ্চ কৃতবর্ম্মণা।
কো দ্রৌণিঃ যুধি সংরব্ধঃ যোধয়েদপি দেবরাট্ ॥ ৮
তে বয়ং নিশি বিশ্রান্তা বিনিদ্রা বিগতজ্বরাঃ।
প্রভাতায়াং রজন্যাং বৈ নিহনিষ্যাম শাত্রবান্ ॥ ৯
তব হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি মম চৈব ন সংশয়ঃ।
সাত্বতোঽপি মহেষ্বাসো নিত্যং যুদ্ধেষু কোবিদঃ ॥ ১০
তে বয়ং সহিতাস্তাত সর্ব্বান্ শত্রূন্ সমাগতান্।
প্রসহ্য সমরে হত্বা প্রীতিং প্রাপ্স্যাম পুষ্কলাম্ ॥ ১১

চতুর্থ অধ্যায়।

[আগামী কাল প্রাতঃকালে যুদ্ধ করিবার জন্য কৃপাচার্য্যের পরামর্শদান এবং রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময়েই পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে অশ্বত্থামার আগ্রহ প্রকাশ।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—তাত! তুমি নিজ সত্য হইতে কখনও চ্যুত হও নাই। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তোমার মনে এখন প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা জাগিয়াছে। তোমাকে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না। ১

আজ রাত্রিতে কবচ ও ধ্বজ মুক্ত করিয়া বিশ্রাম কর। কাল প্রাতঃকালে আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়া তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব। ২

যখন তুমি শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইবে, সেই সময় আমি এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা উভয়েই কবচ ধারণ করত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। ৩

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আগামী কালের প্রভাতে সংগ্রামে আমাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া তুমি নিজের শত্রু পাঞ্চালগণ ও তাহাদের সেবকদিগকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবে। ৪

তাত! তুমি পরাক্রম দেখাইয়া শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ, অতএব এই রাত্রিতে বিশ্রাম কর তুমি বহুক্ষণ যাবৎ জাগিয়া আছ, সুতরাং এই রাত্রিতে নিদ্রিত হও। ৫

মানদ! শ্রান্তি দূর করিয়া ও নিদ্রা যাইয়া তুমি স্বস্থচিত্তে সমরাঙ্গণে গমন করত শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

তুমি রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হস্তে উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া আছ। তোমাকে দেবগণের রাজা ইন্দ্রও কখনও ভয় করিবার সাহস করিবেন না। ৭

যখন কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া কৃপাচার্য্য আমার সহিত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কৃপিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইবে, সেই সময় কোন বীর এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। ৮

অতএব আমরা সকলে রাত্রিতে বিশ্রাম করত নিদ্রাহীন ও উদ্বেগরহিত হইয়া প্রাতঃকালেই নিজের শত্রুদের বিনাশ সাধন করিব। ৯

ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, তোমার এবং আমার নিকটেও দিব্যাস্ত্রসকল রহিয়াছে এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও যুদ্ধ-বিষয়ে সর্ব্বদা অতিশয় অভিজ্ঞ ॥ ১০

তাত! আমরা সকলে একসঙ্গে থাকিয়া সমরাঙ্গণে সম্মুখে আগত সমস্ত শত্রুদিগকে সবলে বধ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিব ॥ ১১

বিশ্রমস্ব ত্বমব্যগ্রঃ স্বপ চেমাং নিশাং সুখম্ ।
অহঞ্চ কৃতবর্মা চ ত্বাং প্রযান্তং নরোত্তমম্ ॥ ১২
অনুযাস্যাব সহিতৌ ধন্বিনৌ পরতাপনৌ ।
রথিনং ত্বরয়া যান্তং রথমাস্থায় দংশিতৌ ॥ ১৩
স গত্বা শিবিরং তেষাং নাম বিশ্রাব্য চাহবে ।
ততঃ কর্তাসি শত্রূণাং যুধ্যতাং কদনং মহৎ ॥ ১৪
কৃত্বা চ কদনং তেষাং প্রভাতে বিমলেঽহনি ।
বিহরস্ব যথা শক্রঃ সূদয়িত্বা মহাসুরান্ ॥ ১৫
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং পাঞ্চালানাং বরূথিনীম্ ।
দৈত্যসেনামিব ক্রুদ্ধঃ সর্বদানবসূদনঃ ॥ ১৬
ময়া ত্বাং সহিতং সংখ্যে গুপ্তঞ্চ কৃতবর্মণা ।
ন সহেত বিভুঃ সাক্ষাদ্ বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥ ১৭
ন চাহং সমরে তাত কৃতবর্মা ন চৈব হি ।
অনির্জিত্য রণে পাণ্ডূন্ ন চ যাস্যামি কহিচিৎ ॥ ১৮
হত্বা চ সমরে ক্রুদ্ধান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুভিঃ সহ ।
নিবর্তিষ্যামহে সর্বে হতা বা স্বর্গগা বয়ম্ ॥ ১৯
সর্বোপায়ৈঃ সহায়াস্তে প্রভাতে বরমাহবে ।
সত্যমেতন্মহাবাহো প্রব্রবীমি তবানঘ ॥
এবমুক্তস্ততো দ্রৌণির্মাতুলেন হিতং বচঃ ।
অব্রবীন্মাতুলং রাজন্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২১
আতুরস্য কুতো নিদ্রা নরস্যামর্ষিতস্য চ ।
অর্থাংশ্চিন্তয়তশ্চাপি কাময়ানস্য বা পুনঃ ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং পশ্য মেঽদ্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২
যস্য ভাগশ্চতুর্থো মে স্বপ্নমহ্নায় নাশয়েৎ ।
কিং নাম দুঃখং লোকেঽস্মিন্ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ২৩

তুমি ব্যগ্রতা পরিহার করিয়া বিশ্রাম কর এবং এই রাত্রিতে সুখের সহিত নিদ্রা যাও। কাল সকালে যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিবার সময় তোমার দ্বার নরশ্রেষ্ঠ বীরের অনুগমনকারী আমি ও কৃতবর্মা ধনুর্ধারণ পূর্বক একত্রে গমন করিব। অতিশয় ত্বরাসহকারে অগ্রে অগ্রে গমনকারী রথী বীর অশ্বত্থামার সহিত আমরা উভয়েই কবচধারণ করত রথে আরোহণ পূর্বক যাত্রা করিব ॥ ১২-১৩

সেই অবস্থায় শত্রুদের শিবিরে গমন করত যুদ্ধের জন্য নিজের নাম ঘোষণাপূর্বক সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধরত সেই শত্রুদিগের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করিব ॥ ১৪

যেরূপ ইন্দ্র মহাসুরগণকে বিনাশ করত সুখে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও কাল প্রাতঃকালে নির্মল দিন আসিলে পর সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে ॥ ১৫

যেরূপ সমস্ত দানবগণের বিনাশক ইন্দ্র কুপিত হইলে পর দৈত্যদের সৈন্যবাহিনীকে জয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও রণাঙ্গনে পাঞ্চালদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১৬

যুদ্ধস্থলে যখন তুমি আমার সহিত অবস্থান করিবে এবং কৃতবর্মা তোমাকে রক্ষা করিতে থাকিবে, তখন হস্তে বজ্রধারণকারী সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না ॥ ১৭

তাত ! সমরাঙ্গণে আমি ও কৃতবর্মা পাণ্ডবদিগকে পরাজিত না করিয়া কখনও পশ্চাদপসরণ করিব না ॥ ১৮

সমরাঙ্গণে কুপিত পাঞ্চালগণকে পাণ্ডবদের সহিত বিনাশ করত আমরা সকলে পশ্চাদপসরণ করিব অথবা স্বয়ংই নিহত হইয়া স্বর্গলোকের পথে গমন করিব ॥

নিষ্পাপ মহাবাহু বীর ! কাল প্রাতঃকালে আমরা সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করত যুদ্ধে তোমার সহায়ক হইব। আমি এই সত্য কথা তোমাকে বলিলাম ॥ ২০

রাজন্ ! মাতুল কৃপাচার্যের এইরূপ হিতকারক বাক্য বলা শেষ হইলে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২১

মাতুল ! যে মানুষ শোকে অভিভূত, অমর্ষে পরিপূর্ণ, নানাপ্রকার কার্যসকলের চিন্তায় আবিষ্ট অথবা কোন বিশেষ কামনায় আসক্ত, তাহার নিদ্রা কিরূপে আসিবে ? দেখুন, এই চারিটি বস্তুই একসঙ্গে আমার উপর আসিয়া পতিত হইয়াছে ॥ ২২

এই চারিটির চারভাগের একভাগ যে ক্রোধ, উহাই আমার নিদ্রা তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। নিজের পিতার মৃত্যুর ঘটনা বারংবার স্মরণ করত এ-জগতে এরূপ কোন দুঃখ নাই যাহা আমার অনুভব হইতেছে না। এই দুঃখের অগ্নি দিবারাত্র আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকিয়াও এখনও শান্ত হইতেছে না ॥ ২৩½

হৃদয়ং নির্দহন্মেঽদ্য রাত্র্যহানি ন শাম্যতি।
যথা চ নিহতঃ পাপৈঃ পিতা মম বিশেষতঃ ॥ ২৪
প্রত্যক্ষমপি তে সর্বং তন্মে মর্মাণি কৃন্ততি।
কথং হি মাদৃশো লোকে মুহূর্তমপি জীবতি ॥ ২৫
দ্রোণো হতেতি যদ্ বাচঃ পাঞ্চালানাং শৃণোম্যহম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নমহত্বা তু নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ২৬
স মে পিতুর্বধাদ্-বধ্যঃ পাঞ্চালা যে চ সঙ্গতাঃ।
বিলাপো ভগ্নসক্থস্য যস্তু রাজ্ঞো ময়া শ্রুতঃ ॥২৭
স পুনর্হৃদয়ং কস্য ক্রূরস্যাপি ন নির্দহেৎ।
কস্য হ্যকরুণস্যাপি নেত্রাভ্যামশ্রু নাব্রজেৎ ॥ ২৮
নৃপতের্ভগ্নসক্থস্য শ্রুত্বা তাদৃগ্ বচঃ পুনঃ।
যশ্চায়ং মিত্রপক্ষো মে ময়ি জীবতি নির্জিতঃ ॥ ২৯
শোকং মে বর্ধয়তোষ বারিবেগ ইবার্ণবম্।
একাগ্রমনসো মেঽদ্য কুতো নিদ্রা কুতঃ সুখম্ ॥ ৩০
বাসুদেবার্জুনাভ্যাঞ্চ তানহং পরিরক্ষিতান্।
অবিষহ্যতমান্ মন্যে মহেন্দ্রেণাপি সত্তম ॥ ৩১
ন চাপি শক্তঃ সংযন্তুং কোপমেতং সমুত্থিতম্।
তং ন পশ্যামি লোকেঽস্মিন্ যো মাং কোপান্নিবর্তয়েৎ॥৩২
তথৈব নিশ্চিতা বুদ্ধিরেষা সাধু মতা মম।
বার্তিকৈঃ কথ্যমানস্তু মিত্রাণাং মে পরাভবঃ ॥ ৩৩
পাণ্ডবানাঞ্চ বিজয়ো হৃদয়ং দহতীব মে।
অহং তু কদনং কৃত্বা শত্রূণামদ্য সৌপ্তিকে।
ততো বিশ্রমিতা চৈব স্বপ্তা চ বিগতজ্বরঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমনুশাসনে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

এই সব পাপীরা বিশেষতঃ আমার পিতাকে যেভাবে বিনাশ করিয়াছিল, তৎসমস্তই আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। সেই সব ঘটনা আমার মর্মস্থানসমূহ ছেদন করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় একজন বীর মুহূর্তকালই বা কিভাবে জীবিত থাকিতে পারে? ২৪-২৫

'দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা নিহত হইয়াছেন' এই কথা যখন আমি পাঞ্চালগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিলাম, তখন হইতেই আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করিয়া জীবিত থাকিতে পারিতেছি না। ২৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতাকে বধ করায় আমার বধ্য হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গী যে সব পাঞ্চাল রহিয়াছে, তাহাদিগকেও আমি ইহার সঙ্গী বলিয়া বধ করিব। অন্যদিকে, যাঁহার জঙ্ঘা বিদীর্ণ করা হইয়াছে, সেই রাজা দুর্যোধনের যে বিলাপ আমি নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাও কোন্ ক্রূর মানুষের হৃদয়ও শোকদগ্ধ না করিবে? ২৭।

ভগ্নজানু রাজা দুর্যোধনের এরূপ বাক্য পুনরায় শ্রবণ করত কোন্ নিষ্ঠুরেরও নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু পতিত না হইবে? ২৮।

আমি জীবিত থাকিতেই আমার যে এই মিত্রপক্ষের পরাভব হইল, উহা আমার শোককে সেইভাবে বর্ধিত করিতেছে, যেরূপ জলের বেগ সমুদ্রকে বর্ধিত করিয়া থাকে। আজ আমার মন একই বিষয়ে নিবিষ্ট আছে, সুতরাং আমার নিদ্রাই বা কিরূপে হইবে এবং কিরূপে সুখলাভ হইবে।

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতুল! পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিবে, ততক্ষণ আমি উহাদিগকে দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও অত্যন্ত অসহ্য এবং অজেয় বলিয়া মনে করি। ৩১

বর্তমানে আমার যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে আমি স্বয়ংও নিবৃত্ত হইতে পারিব না। এ জগতে আমি এরূপ কোন মানুষকে দেখিতে পাই না, যিনি আমাকে ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করাইবেন। ৩২

এইভাবে আমি যে এখন নিজ বুদ্ধিতে শত্রুদিগকে সংহার করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি, ইহাই আমার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। যখন সংবাদবাহী দূতগণ আমার মিত্রপক্ষের পরাজয় এবং পাণ্ডবদের বিজয়বার্তা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই আমার হৃদয় যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ৩৩।

আমি ত' আজ নিদ্রিত অবস্থায় শত্রুদিগকে সংহার করত নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিব এবং নিদ্রিত হইব। ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[কৃপাচার্য্যাশ্বত্থাম্নোঃ কথোপকথনম্, কৃপাচার্য্যঃ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা চেতি ত্রয়াণাং পাণ্ডবশিবিরমভি প্রস্থানঞ্চ ।]

কৃপ উবাচ ।

শুশ্রূষুরপি দুর্মেধাঃ পুরুষোঽনিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
নালং বেদয়িতুং কৃৎস্নো ধর্মার্থাবিতি মে মতিঃ ॥ ১

তথৈব তাবন্মেধাবী বিনয়ং যো ন শিক্ষতে ।
ন চ কিঞ্চন জানাতি সোঽপি ধর্মার্থনিশ্চয়ম্ ॥ ২

চিরং স্থপি জড়ঃ শূরঃ পণ্ডিতঃ পর্য্যুপাস্য হি ।
ন স ধর্মান্ বিজানাতি দর্বী সূপরসানিব ॥ ৩

মুহূর্তমপি তং প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতং পর্য্যুপাস্য হি ।
ক্ষিপ্রং ধর্মান্ বিজানাতি জিহ্বা সূপরসানিব ॥ ৪

শুশ্রূষুস্ত্বেব মেধাবী পুরুষো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানীয়াদাগমান্ সর্বান্ গ্রাহ্যঞ্চ ন বিরোধয়েৎ ॥ ৫

অনেয়স্ত্ববমানী যো দুরাত্মা পাপপূরুষঃ ।
দিষ্টমুৎসৃজ্য কল্যাণং করোতি বহুপাপকম্ ॥ ৬

নাথবন্তং তু সুহৃদঃ প্রতিষেধন্তি পাতকাৎ ।
নিবর্ত্ততে তু লক্ষ্মীবান্ নালক্ষ্মীবান্ নিবর্ত্ততে ॥ ৭

যথা হ্যচ্চাবচৈর্বাক্যৈঃ ক্ষিপ্তচিত্তো নিয়ম্যতে ।
তথৈব সুহৃদা শক্যো ন শক্যস্ত্ববসীদতি ॥ ৮

তথৈব সুহৃদং প্রাজ্ঞং কুর্বাণং কর্ম পাপকম্ ।
প্রাজ্ঞাঃ সম্প্রতিষেধন্তি যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ৯

স কল্যাণে মনঃ কৃত্বা নিয়ম্যাত্মানমাত্মনা ।
কুরু মে বচনং তাত যেন পশ্চান্ন তপ্যসে ॥ ১০

ন বধঃ পুজ্যতে লোকে সুপ্তানামিহ ধর্মতঃ ।
তথৈবাপাস্তশস্ত্রাণাং বিমুক্তরথ-বাজিনাম্ ॥ ১১

পঞ্চম অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার কথোপকথন এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিনজনের পাণ্ডব-শিবির অভিমুখে প্রস্থান ।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—অশ্বত্থামন্ ! আমার পরামর্শ হইল এরূপ যে, যে মানুষের বুদ্ধি দুর্ভাবনামুক্ত এবং যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-বর্গকে বশীভূত রাখিতে পারে না, সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থনীতি-সম্পৃক্ত বাক্য শুনিবার ইচ্ছা করিলেও তাহার পূর্ণরূপে বুঝিবার সামর্থ্য থাকে না ॥ ১

এইরূপ মেধাবী হইয়া যে মানুষ বিনয়-শিক্ষা করে নাই, সেই ব্যক্তিও ধর্ম্ম এবং অর্থের নির্ণয়কে অল্পও বুঝিতে পারিবে না ॥ ২

যাহার বুদ্ধিতে জড়তা রহিয়াছে, সেই বীরবর যোদ্ধা দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্বান্ পুরুষের সেবায় নিরত থাকিলেও সেইরূপে ধর্ম্মের রহস্য জানিতে পারে না, যেরূপ হাতা বা খুন্তী ডালে ডুবিয়া থাকিলেও ডালের রস আস্বাদ করিতে পারে না ॥ ৩

যেরূপ জিহ্বা ডালের স্বাদ জানে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ পুরুষ যদি মুহূর্তকালও বিবেকবান্ ব্যক্তির সেবায় নিরত থাকেন, তবে তিনি অতিসত্বর ধর্ম্মের রহস্য জানিতে সমর্থ হন ॥ ৪

নিজের ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ মেধাবী পুরুষ যদি বিদ্বান্‌গণের সেবায় নিরত থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মের তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সমস্ত শাস্ত্র বুঝিতে সমর্থ হন এবং গ্রহণযোগ্য বিষয়ে কোনরূপ বিরোধিতা করেন না ॥ ৫

কিন্তু যাহাকে সৎপথে আনা যাইবে না, যে অপরকে অবহেলা করে এবং যাহার অন্তঃকরণ দূষিত, সেই পাপাত্মা পুরুষ উপস্থিত কল্যাণকর পথ পরিত্যাগ করিয়া বহু পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ৬

যে ব্যক্তি সহায়কসমন্বিত, তাহাকে তাহার হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্—যাহার ভাগ্যে কেবল সুখভোগই রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিও নিষেধ করিলে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাগ্যহীন, সে সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে (নিষেধ করিলেও) নিবৃত্ত হয় না ॥ ৭

যেরূপ মানুষ বিক্ষিপ্তচিত্ত পাগলকে নানা প্রকার ভাল-মন্দ কথা দ্বারা বুঝাইয়া বা ভীত করাইয়া আয়ত্তে আনিয়া থাকে, সেইরূপ সুহৃদ্‌গণও নিজ স্বজনকে বুঝাইয়া বা ভীত করিয়া বশে রাখিবার চেষ্টা করে। যে বশে আসে, সে সুখলাভ করে এবং যে কোনরূপেই বশে আসে না, সে-ই দুঃখভাগী হয় ॥ ৮

এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত নিজ বুদ্ধিমান্ সুহৃদ্ ব্যক্তিকেও যথাশক্তি বারংবার নিষেধ করিয়া থাকে ॥ ৯

তাত ! তুমিও স্বয়ংই নিজ মনকে বশীভূত করিয়া তাহাকে কল্যাণকর পথে নিবিষ্ট করত আমার কথা পালন কর, যাহাতে তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে না হয় ॥ ১০

যাহারা নিদ্রিত, অস্ত্রসকল রাখিয়া দিয়াছে, রথ ও অশ্ব-গণকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, 'আমি তোমার' এই কথা বলিয়া যাহারা শরণাগত হইয়াছে, যাহাদের কেশ মুক্ত হইয়াছে এবং

যে চ ত্রায়ন্তবাস্মীতি যে চ স্যুঃ শরণাগতাঃ
বিমুক্তমূর্দ্ধজা যে চ যে চাপি হতবাহনাঃ ॥ ১২
অদ্য স্বপ্স্যন্তি পাঞ্চালা বিমুক্তকবচা বিভো।
বিশ্বস্তা রজনীং সর্বে প্রেতা ইব বিচেতসঃ ॥ ১৩
যস্তেষাং তদবস্থানাং দ্রুহ্যেত পুরুষোঽনৃজুঃ।
ব্যক্তং স নরকে মজ্জেদগাধে বিপুলেঽপ্লবে ॥ ১৪
সর্বাস্ত্রবিদ্ধ্যাং লোকে শ্রেষ্ঠত্বমসি বিশ্রুতঃ
ন চ তে জাতু লোকেঽস্মিন্ সুসূক্ষ্মমপি কিল্বিষম্ ॥ ১৫
ত্বং পুনঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ শ্বোভূত উদিতে রবৌ।
প্রকাশে সর্বভূতানাং বিজেতা যুধি শাত্রবান্ ॥ ১৬
অসম্ভাবিতরূপং হি ত্বয়ি কর্ম বিগর্হিতম্
শুক্লে রক্তমিব ন্যস্তং ভবেদিতি মতির্মম ॥ ১৭

অশ্বত্থামোবাচ।

এবমেব যথাঽঽত্থ ত্বং মাতুলেহ ন সংশয়ঃ।
তৈস্তু পূর্বময়ং সেতুঃ শতধা বিদলীকৃতঃ ॥ ১৮
প্রত্যক্ষং ভূমিপালানাং ভবতাঞ্চাপি সন্নিধৌ।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ১৯
কর্ণশ্চ পতিতে চক্রে রথস্য রথিনাং বরঃ।
উত্তমে ব্যসনে মগ্নো হতে গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২০
তথা শান্তনবো ভীষ্মো ন্যস্তশস্ত্রো নিরায়ুধঃ।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য হতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২১
ভূরিশ্রবা মহেষ্বাসস্তথা প্রায়গতো রণে।
ক্রোশতাং ভূমিপালানাং বৃষ্ণিবীরেন পাতিতঃ ॥ ২২
দুর্য্যোধনশ্চ ভীমেন সমেত্য গদয়া রণে।
পশ্যতাং ভূমিপালানামধর্মেণ নিপাতিতঃ ॥ ২৩
একাকী বহুভিস্তত্র পরিবার্য্য মহারথৈঃ।
অধর্মেণ নরব্যাঘ্রো ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ২৪
বিলাপো ভগ্নসক্থস্য যো মে রাজ্ঞঃ পরিশ্রুতঃ।
বার্ত্তিকানাং কথয়তাং স মে মর্মাণি কৃন্তুতি ॥ ২৫

যাহাদের বাহন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ-জগতে সেরূপ ব্যক্তিদিগকে বধ করাকে ধর্ম্মের দৃষ্টিতে কেহই সমাদর করে না ॥ ১১-১২

প্রভো! আজ রাত্রিতে সমস্ত পাঞ্চালগণ কবচ উন্মুক্ত করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে মৃতের ন্যায় অচেতন হইয়া শয়ন করিয়া আছে। এরূপ অবস্থায় যে ক্রূর মানুষ তাহাদিগকে দ্রোহ করিবে, সে নিশ্চয়ই নৌকারহিত অগাধ এবং বিশাল নরক-সাগরে নিমগ্ন হইবে ॥ ১৩-১৪

জগতে সমস্ত অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তোমার সর্ব্বত্র খ্যাতি রহিয়াছে। ইহলোকে এখন পর্য্যন্ত তোমার অল্প হইতেও অতি অল্প কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৫

আগামী কাল সূর্য্যোদয় হইলে পর তুমি সূর্য্যতুল্য প্রকাশিত হইয়া সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পুনরায় শত্রুদিগকে জয়লাভ করিবে ॥ ১৬

যেরূপ শুভ্র বস্ত্রে রক্ত বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ তোমার মধ্যে নিন্দিত কর্ম্ম হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই; এরূপই আমার বিশ্বাস ॥ ১৭

অশ্বত্থামা বলিলেন,—মাতুল! আপনি যে কথা বলিলেন, উহাই নিঃসন্দেহে যথার্থ; কিন্তু পাণ্ডবেরাই প্রথমে ধর্ম্মসীমাকে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে ॥ ১৮

ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত রাজাদের সম্মুখে এবং আপনাদের সকলেরই নিকটে আমার সেই পিতাকে ভূপাতিত করিয়াছে, যিনি অস্ত্র-সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণকেও গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেইরূপ এক অসহায় অবস্থায় বধ করিয়াছে, যখন তাহার রথের চক্রসকল ভূমিতে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই কারণে কর্ণ অতিশয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল ॥ ২০

এইরূপ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যখন অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করত অস্ত্রহীন হইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ এক অবস্থায় শিখণ্ডীকে অগ্রে করত গাণ্ডীবধারী অর্জুন তাঁহাকে বধ করে ॥ ২১

মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবা ত' রণাঙ্গনে অনশন ব্রত ধারণ করত উপবিষ্ট ছিলেন। সেই অবস্থায় সমস্ত ভূমিপতিগণ চীৎকার করিয়া নিষেধ করিলেও সাত্যকি তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া দেয় ॥ ২২

ভীমসেনও সমস্ত রাজাদের সম্মুখেই গদাযুদ্ধ করিবার সময় দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মসহকারে ভূতলে পাতিত করিয়াছে ॥ ২৩

নরশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন একাকী ছিলেন এবং বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, এরূপ অবস্থায় ভীমসেন তাঁহাকে ধরাশায়ী করে ॥ ২৪

ভগ্নজানু রাজা দুর্য্যোধনের যে বিলাপ আমি স্ব-কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি এবং বার্ত্তাবহ দূতগণের মুখে যে সব বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিয়াছি, সে সমস্তই আমার মর্ম্মস্থানসকল বিদীর্ণ করিতেছে ॥ ২৫

এবং চাধার্মিকাঃ পাপাঃ পাঞ্চালা ভিন্নসেতবঃ।
তানেবং ভিন্নমর্য্যাদান্ কিং ভবান্ ন নিগর্হতি ॥ ২৬
পিতৃহন্তৃন্নহং হত্বা পাঞ্চালান্ নিশি সৌপ্তিকে।
কামং কীটঃ পতঙ্গো বা জন্ম প্রাপ্য ভবামি বৈ ॥ ২৭
ত্বরে চাহমনেনাদ্য যদিদং মে চিকীর্ষিতম্।
তস্য মে ত্বরমাণস্য কুতো নিদ্রা কুতঃ সুখম্ ॥ ২৮
ন স জ্ঞাতঃ পুমাঁল্লোকে কশ্চিন্ন স ভবিষ্যতি।
যো মে ব্যাবর্তয়েদেতাং বধে তেষাং কৃতাং মতিম্ ॥ ২৯

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
একান্তে যোজয়িত্বাশ্বান্ প্রায়াদভিমুখঃ পরান্ ॥ ৩০
তমব্রূতাং মহাত্মানৌ ভোজ-শারদ্বতাবুভৌ।
কিমর্থং স্যন্দনো যুক্তঃ কিং কার্য্যং চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩১
একসার্থপ্রয়াতৌ স্ব স্তব্য়া সহ নরর্ষভ।
সমদুঃখ-সুখৌ চাপি নাবাং শঙ্কিতুমর্হসি ॥ ৩২
অশ্বত্থামা তু সংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্।
তাভ্যাং তথ্যং তথাঽঽচখ্যৌ যদস্যাত্মচিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৩
হত্বা শতসহস্রাণি যোধানাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ৩৪
তং তথৈব হনিষ্যামি ন্যস্তধর্মাণমদ্য বৈ।
পুত্রং পাঞ্চালরাজস্য পাপং পাপেন কর্মণা ॥ ৩৫
কথঞ্চ নিহতঃ পাপঃ পাঞ্চাল্যঃ পশুবন্ময়া।
শস্ত্রেণ বিজিতাঁল্লোকান্ নাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥ ৩৬
ক্ষিপ্রং সন্নহ্যতাং বর্চো রথবর্য্যৌ পরন্তপৌ ॥ ৩৭
মামাস্থায় প্রতীক্ষেতাং রথবর্য্যৌ পরন্তপৌ ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় প্রায়াদভিমুখঃ পরান্।
তমন্বগাৎ কৃপো রাজন্ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৩৮

এইভাবে তাহারা সকলেই (পাণ্ডবেরা) পাপী ও অধার্মিক। পাঞ্চালগণও ধর্মসীমা অতিক্রম করিয়াছে এইরূপ মর্য্যাদাভঙ্গকারী সেই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আপনি নিন্দা করিতেছেন না কেন? ২৬

পিতৃহত্যাকারী পাঞ্চালগণকে রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকিবার সময় আমি বধ করত যদি পর জন্মে কীট বা পতঙ্গ জন্ম লাভ করিতে হয়, তবে উহাও আমি স্বীকার করিয়া লইব। ২৭

এই সময় আমি যাহা কিছু করিতে ইচ্ছুক, উহা পূর্ণ করিতে অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। এইরূপ উদ্‌গ্রীব থাকায় আমার নিদ্রাই বা কোথায় এবং সুখই বা কোথায়? ২৮

এ জগতে এরূপ কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করে নাই এবং জন্মগ্রহণ করিবেও না, যে ব্যক্তি পাঞ্চালগণকে বধ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় আমার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবে। ২৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা একান্তে অশ্বগণকে রথে যোজিত করিয়া শত্রুদের দিকে গমন করিলেন। ৩০

সেই সময় ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য এই দুই মহাত্মা বীর তাঁহাকে বলিলেন—তুমি কিজন্য রথ যোজিত করিলে? তুমি এখন কোন্ কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়াছ? ৩১

নরশ্রেষ্ঠ! আমরাও দুই জনে একসঙ্গে তোমার সহায়তার জন্য গমন করিতেছি তোমার সুখ-দুঃখে আমাদেরও সমানভাগ জানিবে, আমাদের উপর তোমার সন্দেহ করা উচিত নয়। ৩২

সেই সময় অশ্বত্থামা পিতার বধের কথা স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে যাহা কিছু করিবার সঙ্কল্প ছিল, তিনি সেই সময় এই দুই জনকে যথাযথভাবে সব কিছু বলিলেন। ৩৩

তিনি বলিলেন,—আমার পিতা ভীরু বাণসমূহের দ্বারা লক্ষ যোদ্ধাদিগকে বধ করত যখন অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করে। ৩৪

অতএব ধর্মপরিত্যাগী সেই পাপী পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকেও আমি সেইরূপ পাপকর্ম্মের দ্বারা বধ করিব। ৩৫

আমার ইহা মনে হয় যে, আমার দ্বারা পশুর ন্যায় নিহত হইয়া পাপী পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কোন রূপেই অস্ত্রের দ্বারা নিহত ব্যক্তির পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে না। ৩৬

আপনারা উভয়ে রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর শত্রুসন্তাপক। অতএব আপনারা অতি সত্বর কবচ বন্ধন করত খড়্গ ও ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রথে উপবেশন করুন এবং আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন। ৩৭

রাজন্! এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামা রথে আরোহণ করত শত্রুদের অভিমুখে গমন করিলেন। কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মাও তাঁহার পথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ৩৮

তে প্রযাতা ব্যরোচন্ত পরানভিমুখাস্ত্রয়ঃ।
হূয়মানা যথা যজ্ঞে সমিদ্ধা হব্যবাহনাঃ ॥ ৩৯
যযুশ্চ শিবিরং তেষাং সম্প্রসুপ্তজনং বিভো।
দ্বারদেশং তু সম্প্রাপ্য দ্রৌণিস্তস্থৌ মহারথঃ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিগমনে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

শত্রুদের অভিমুখে গমন করিবার সময় এই তিন তেজস্বী বীর যজ্ঞে আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ॥ ৩৯

প্রভো! এই তিন বীর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সেই নিদ্রিত ছিলেন। শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মহারথী অশ্বত্থামা দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৪০

সেই শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, যেখানে তাঁহারা সকলে

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামার গমনবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[শিবিরদ্বারে স্থিতং কঞ্চনাদ্ভুতং পুরুষং দৃষ্ট্বা তস্যোপরি অশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রপ্রহারঃ, অস্ত্রাণামভাবে চিন্তিতেনাশ্বত্থাম্না ভগবতঃ শিবস্য শরণগ্রহণঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দ্বারদেশে ততো দ্রৌণিমবস্থিতমবেক্ষ্য তৌ।
অকুর্বাতাং ভোজ-কৃপৌ কিং সঞ্জয় বদস্ব মে ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

কৃতবর্মাণমামন্ত্র্য কৃপঞ্চ স মহারথঃ
দ্রৌণির্মন্যুপরীতাত্মা শিবিরদ্বারমাগমৎ ॥ ২
তত্র ভূতং মহাকায়ং চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্।
সোঽপশ্যদ্ দ্বারমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩
বসানং চর্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরবিস্রবম্।
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৪
বাহুভিঃ স্বায়তৈঃ পীনৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।
বদ্ধাঙ্গদমহাসর্পং জ্বালামালাকুলাননম্ ॥ ৫
দংষ্ট্রাকরালবদনং ব্যাদিতাস্যং ভয়ানকম্।
নয়নানাং সহস্রৈশ্চ বিচিত্রৈরভিভূষিতম্ ॥ ৬
নৈব তস্য বপুঃ শক্যং প্রবক্তুং বেশ এব চ।
সর্বথা তু তদালক্ষ্য স্ফুটেয়ুরপি পর্বতাঃ ॥ ৭
তস্যাস্যান্নাসিকাভ্যাঞ্চ শ্রবণাভ্যাঞ্চ সর্বশঃ।
তেভ্যশ্চাক্ষিসহস্রেভ্যঃ প্রাদুরাসন্ মহাচিষঃ ॥ ৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[শিবিরের দ্বারে স্থিত কোন এক অদ্ভুত পুরুষকে দেখিয়া তাঁহার উপর অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রহার এবং অস্ত্রসকলের অভাবে চিন্তিত হইয়া অশ্বত্থামার ভগবান্ শিবের শরণ গ্রহণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অশ্বত্থামাকে শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য কি করিলেন? উহা আমাকে বল। ১

সঞ্জয় বলিলেন;—রাজন্! কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে আশ্রিত করিয়া মহারথী অশ্বত্থামা ক্রোধপূর্ণ চিত্তে শিবিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২

সেখানে তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এক বিশালকায় অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিলেন। ইনি শিবিরের দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং ইঁহাকে দেখিলেই সকলেরই রোমাঞ্চ হয়

এই মহাপুরুষ এরূপ এক ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন, যাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইতেছিল। ইনি কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম উত্তরীয়রূপে (চাদররূপে) ও সর্পকে যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার বিশাল ও স্থূল (মোটা) বাহুসকলে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধৃত হইয়া প্রহারের জন্য উদ্যত ছিল। ইঁহার বাহুসকলে অঙ্গদরূপে বিশালদেহ সর্পগণ বদ্ধ ছিল এবং ইঁহার বদন অগ্নি-শিখাতে যেন পরিব্যাপ্ত ছিল। ইনি তখন মুখ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দন্তপংক্তিতে তাঁহার বদন মহাভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। এই ভয়ানক পুরুষ সহস্র সহস্র বিচিত্র নেত্রসমূহে বিভূষিত ছিল। ৩-৬

ইঁহার শরীর ও বেশের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইঁহাকে দেখিলেই পর্ব্বতসকলও সর্ব্বতোভাবে বিদীর্ণ হইয়া যায়। ৭

ইঁহার মুখ হইতে, নাসিকাদ্বয় হইতে, কর্ণযুগল হইতে

তথা তেজোমরীচিভ্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরাঃ।
প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৯
তদত্যদ্ভুতমালোক্য ভূতং লোকভয়ঙ্করম্।
দ্রৌণিরব্যথিতো দিব্যৈরস্ত্রবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১০
দ্রৌণিমুক্তাঞ্জরাংস্তাংস্তু তদ্ ভূতং মহদগ্রসৎ।
উদধেরিব বার্ষোঘান্ পাবকো বড়বামুখঃ ॥ ১১
অগ্রসৎ তাংস্তথাভূতং দ্রৌণিনা প্রহিতান্ শরান্।
অশ্বত্থামা তু সম্প্রেক্ষ্য শরৌঘাংস্তান্ নিরর্থকান্ ॥ ১২
রথশক্তিং মুমোচাসৌ দীপ্তামগ্নিশিখামিব।
সা তমাহত্য দীপ্তাগ্রা রথশক্তিরদীর্য্যত ॥ ১৩
যুগান্তে সূর্য্যমাহত্য মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা।
অথ হেমৎসরুং দিব্যং খড়্গমাকাশবর্চসম্ ॥ ১৪
কোশাৎ সমুদ্ববর্হাশু বিলাদ্ দীপ্তমিবোরগম্।
ততঃ খড়্গবরং ধীমান্ ভূতায় প্রাহিণোৎ তদা ॥ ১৫
স তদাসাদ্য ভূতং বৈ বিলং নকুলবদ্ যযৌ।
ততঃ স কুপিতো দ্রৌণিরিন্দ্রকেতুনিভাং গদাম্ ॥ ১৬
জ্বলন্তীং প্রাহিণোৎ তস্মৈ ভূতং তামপি চাগ্রসৎ।
ততঃ সর্বায়ুধাভাবে বীক্ষমাণস্ততস্ততঃ ॥ ১৭
অপশ্যৎ কৃত্তমাকাশমনাকাশং জনার্দনৈঃ।
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রো নিরায়ুধঃ ॥ ১৮
অব্রবীদতিসন্তপ্তঃ কৃপবাক্যমনুস্মরন্।
ব্রুবতামপ্রিয়ং পথ্যং সুহৃদাং ন শৃণোতি যঃ ॥ ১৯
স শোচত্যাপদং প্রাপ্য যথাহমতিবর্ত্য তৌ।
শাস্ত্রদৃষ্টানবিদ্বান্ যঃ সমতীত্য জিঘাংসতি ॥ ২০
স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্মাৎ কুপথে প্রতিহন্যতে।
গোব্রাহ্মণনৃপস্ত্রীষু সখ্যুর্মাতুর্গুরোস্তথা ॥ ২১

এবং সহস্র সহস্র চক্ষু হইতে সর্ব্বদিক্ দিয়া বিশালাকার অগ্নিশিখাসমূহ নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল ॥ ৮

ইঁহার তেজের কিরণাবলি হইতে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী শত শত এবং সহস্র সহস্র বিষ্ণু আবির্ভূত হইতেছিলেন ॥৯

সম্পূর্ণ জগৎকে ভয়ভীতকারী সেই অদ্ভুত প্রাণীকে দর্শন করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ভীত হইলেন না, উপরন্তু তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

কিন্তু যেরূপ বড়বানল সমুদ্রের জলরাশিকে পান করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাভূত অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণসমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

অশ্বত্থামা যে সকল বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই সব বাণকেই এই মহাভূত গ্রাস করিয়া লইলেন। নিজের বাণসকলকে ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতুল্য রথশক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২॥

এই শক্তির অগ্রভাগ তেজে প্রকাশিত হইতেছিল। এই রথশক্তি সেই মহাপুরুষকে আঘাত করত সেইভাবে বিদীর্ণ হইয়া যাইল, যেরূপ প্রলয়কালে আকাশ হইতে পতিত বিশাল উল্কা সূর্য্যকে আঘাত করিয়া নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩॥

তখন অশ্বত্থামা স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত ও আকাশসদৃশ নির্ম্মল কান্তিবিশিষ্ট নিজ দিব্য তরবারি অতিদ্রুত কোষ হইতে বাহির করিলেন। ইহাতে মনে হইল—যেন এক প্রজ্বলিত সর্পকে তিনি গর্ত্ত হইতে বাহির করিলেন ॥ ১৪॥

তারপর বৃদ্ধিমান্ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বোত্তম তরবারি তৎক্ষণাৎ সেই মহাভূতের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু এই অস্ত্রও তাঁহার দেহে লাগিয়া সেইভাবে বিলীন হইয়া যাইল, যেরূপ কোন নকুল গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৫॥

তাহার পর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা তাঁহার উপর ইন্দ্রধ্বজতুল্য প্রকাশিত স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ইহাও সেই ভূতের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইল ॥ ১৬॥

এইভাবে যখন তাঁহার সমস্ত অস্ত্রসম্ভার শেষ হইয়া যাইল, তখন তিনি এদিক্ ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে অসংখ্য বিষ্ণুতে পরিপূর্ণ হইয়া নিরবকাশ দেখিলেন ॥ ১৭॥

অস্ত্রহীন অশ্বত্থামা এই অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া কৃপাচার্য্যের বচন বারংবার স্মরণ করত অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥

যে ব্যক্তি অপ্রিয় কিন্তু হিতকর বাক্যভাষী নিজের সুহৃদ্গণের উপদেশ গ্রহণ করে না, সেই ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া সেইভাবে শোক করিতে থাকে, যেরূপ আমি নিজ এই দুই সুহৃদের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া কষ্ট পাইতেছি ॥ ১৯॥

যে মূর্খ পুরুষ শাস্ত্রদর্শী পুরুষগণের আজ্ঞা অতিক্রম করত অপরকে হিংসা করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত ও কুপথে পতিত হইয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হয় ॥ ২০॥

গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, স্ত্রী, মিত্র, মাতা, গুরু, দুর্বল, জড়,

হীন-প্রাণ-জড়ান্ধেষু সুপ্ত-ভীতোত্থিতেষু চ।
মত্তোন্মত্ত-প্রমত্তেষু ন শস্ত্রাণি চ পাতয়েৎ ॥২২
ইত্যেবং গুরুভিঃ পূর্বমুপদিষ্টং নৃণাং সদা।
সোঽহমুৎক্রম্য পন্থানং শাস্ত্রদিষ্টং সনাতনম্ ॥ ২৩
অমার্গেণৈবমারভ্য ঘোরামাপদমাগতঃ।
তাং চাপদং ঘোরতরাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৪
যদুদ্যম্য মহৎ কৃত্যং ভয়াদপি নিবর্ততে।
অশক্তশ্চৈব তৎকর্তুং কর্ম শক্তিবলাদিহ ॥ ২৫
ন হি দৈবাদ্ গরীয়ো বৈ মানুষং কর্ম কথ্যতে
মানুষ্যং কুর্বতঃ কর্ম যদি দৈবান্ন সিধ্যতি ॥ ২৬
স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্মাদ্ বিপদং প্রতিপদ্যতে।
প্রতিজ্ঞানং হ্যবিজ্ঞানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৭
যদারভ্য ক্রিয়াং কাঞ্চিদ্ ভয়াদিহ নিবর্ততে।
তদিদং দুষ্প্রণীতেন ভয়ং মাং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮
ন হি দ্রোণসুতঃ সংখ্যে নিবর্তেত কথঞ্চন।
ইদঞ্চ সুমহদ্ ভূতং দৈবদণ্ডমিবোদ্যতম্ ॥ ২৯
ন চৈতদভিজানামি চিন্তয়ন্নপি সর্বথা।
ধ্রুবং যেয়মধর্মে মে প্রবৃত্তা কলুষা মতিঃ ॥ ৩০
অস্যাঃ ফলমিদং ঘোরং প্রতিঘাতায় কল্পতে।
তদিদং দৈববিহিতং মম সংখ্যে নিবর্তনম্ ॥ ৩১
নান্যত্র দৈবাদুদ্যন্তমিহ শক্যং কথঞ্চন।
সোঽহমদ্য মহাদেবং প্রপদ্যে শরণং বিভুম্ ॥ ৩২
দৈবদণ্ডমিমং ঘোরং স হি মে নাশয়িষ্যতি।
কপর্দিনং দেবদেবমুমাপতিমনাময়ম্ ॥ ৩৩
কপালমালিনং রুদ্রং ভগনেত্রহরং হরম্।
স হি দেবোঽত্যগাদ্ দেবাংস্তপসা বিক্রমেণ চ।
তস্মাচ্ছরণমভ্যেমি গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিচিন্তায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মত্ত, উন্মত্ত ও অসাবধান ব্যক্তিবর্গের উপর কোন মানুষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না ॥ ২১-২২

গুরুজনগণ এইরূপ উপদেশ পূর্ব্ব হইতেই সকলের প্রতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমি এই শাস্ত্রোক্ত সনাতন পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিপথে পরিচালিত হইয়া এইরূপ অনুচিত কার্য্য আরম্ভ করত গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াছি। ২৩।

মনীষী পুরুষগণ তাঁহাকে ভয়ঙ্কর বিপদ বলিয়া বর্ণনা করেন, যখন কি কোন মানুষ কোন এক মহৎ কার্য্য আরম্ভ করত ভীত হইয়া উহা হইতে পশ্চাদপসরণ করে এবং শক্তিবলে যখন কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে ॥ ২৪-২৫

মানবকর্ম্ম (পুরুষার্থ) দৈব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে বলিয়া বলা হইয়াছে। পুরুষার্থ করিবার সময় যদি দৈববশতঃ সিদ্ধিলাভ না হয়, তবে মানুষ ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপদে পতিত হয়। ২৬।

যদি মানুষ কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সেখানে ভয়বশতঃ উহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে জ্ঞানী পুরুষ সেই প্রতিজ্ঞাকে অজ্ঞানকৃত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ২৭।

এই সময় নিজেরই দুষ্কর্ম্মবশতঃ আমার উপর এই ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র কোনরূপেই আমার যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করা উচিত হইবে না; কিন্তু আমি এখন কি করি? এই মহাভূত আমার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য দৈবদণ্ড-সদৃশ উদ্যত রহিয়াছেন ২৮-২৯

আমি সর্ব্বতোভাবে বিচার বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না, ইনি কোন্ পুরুষ? আমার বুদ্ধি যে আজ নিশ্চয়রূপে পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহারই বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য এই মহাভয়ঙ্কর পরিণাম আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আজ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া দৈবের বিধানেই সম্ভব হইয়াছে। ৩০-৩১

দৈবের অনুকূলতা ব্যতীত অপর কোন উপায়ই নাই, যাহা দ্বারা এইরূপ পুনরায় যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগ আরম্ভ করিতে পারি; সেইজন্য আজ আমি সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ মহাদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি। তিনিই আজ আমার সম্মুখে আগত এই ভয়ানক দৈবদণ্ডকে নাশ করিবেন। ৩২।

ভগবান্ শঙ্কর তপস্যা ও পরাক্রমে সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব আমি সেই রোগ-শোকহীন, জটাজুটধারী, দেবতাগণের দেবতা, ভগবতী উমাদেবীর প্রাণবল্লভ, কপাল-(নরমুণ্ড-) মালাধারী, ভগনেত্রবিনাশক, পাপহারী, ত্রিশূলধারী এবং পর্ব্বতের উপর শয়নকারী রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম। ৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার চিন্তাবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থামা শিবস্য স্তুতিঃ, তৎসমীপে অগ্নিবেদ্যা ভূতানাঞ্চাবির্ভাবঃ, আত্মসমর্পণকারিণোঽশ্বত্থামঃ শিবতঃ খড়্গপ্রাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবং সঞ্চিন্তয়িত্বা তু দ্রোণপুত্রো বিশাম্পতে।
অবতীর্য্য রথোপস্থাদ্ দেবেশং প্রণতঃ স্থিতঃ ॥১

দ্রোণিরুবাচ।

উগ্রং স্থাণুং শিবং রুদ্রং শর্ব্বমীশানমীশ্বরম্।
গিরিশং বরদং দেবং ভবভাবনমীশ্বরম্ ॥ ২
শিতিকণ্ঠমজং শুক্রং দক্ষক্রতুহরং হরম্।
বিশ্বরূপং বিরূপাক্ষং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥ ৩
শ্মশানবাসিনং দৃপ্তং মহাগণপতিং বিভুম্।
খট্বাঙ্গধারিণং রুদ্রং জটিলং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ৪
মনসা সুবিশুদ্ধেন দুষ্করেণাল্পচেতসা।
সোঽহমাত্মোপহারেণ যক্ষ্যে ত্রিপুরঘাতিনম্ ॥ ৫
স্তুতং স্তুত্যং স্তূয়মানমমোঘং কৃত্তিবাসসম্।
বিলোহিতং নীলকণ্ঠমসহ্যং দুর্নিবারণম্ ॥ ৬
শুক্রং ব্রহ্মসৃজং ব্রহ্মং ব্রহ্মচারিণমেব চ।
ব্রতবন্তং তপোনিষ্ঠমনন্তং তপতাং গতিম্ ॥ ৭
বহুরূপং গণাধ্যক্ষং ত্র্যক্ষং পারিষদপ্রিয়ম্।
ধনাধ্যক্ষেক্ষিতমুখং গৌরীহৃদয়বল্লভম্ ॥ ৮
কুমারপিতরং পিঙ্গং গোবৃষোত্তমবাহনম্।
তনুবাসসমত্যুগ্রমুমাভূষণতৎপরম্ ॥ ৯
পরং পরেভ্যঃ পরমং পরং যস্মান্ন বিদ্যতে।
ইষ্বস্ত্রোত্তমভর্ত্তারং দিগন্তং দেশরক্ষিণম্ ॥ ১০
হিরণ্যকবচং দেবং চন্দ্রমৌলিবিভূষণম্।
প্রপদ্যে শরণং দেবং পরমেণ সমাধিনা ॥ ১১
ইমাং চেদাপদং ঘোরাং তরাম্যদ্য সুদুষ্করাম্।
সর্ব্বভূতোপহারেণ যক্ষ্যেঽহং শুচিনা শুচিম্ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শিবের স্তুতি, তাঁহার সম্মুখে এক অগ্নিবেদী ও ভূতগণের আবির্ভাব এবং আত্মসমর্পণকারী অশ্বত্থামার শিবের নিকট হইতে খড়্গ প্রাপ্তি।

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! এইরূপ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া দেবেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। (এবং তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিলেন)॥ ১

অশ্বত্থামা বলিলেন,—প্রভো! আপনি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, ঈশান, ঈশ্বর ও গিরিশাদি নামসমূহে প্রসিদ্ধ বরদায়ক দেবতা এবং সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টিকারী পরমেশ্বর। আপনার কণ্ঠে নীল চিহ্ন আছে। আপনি অজন্মা এবং শুদ্ধাত্মা। আপনি দক্ষের যজ্ঞ বিনাশকারী ও সর্ব্বসংহারক। আপনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপধারী ও উমাদেবীর প্রাণনাথ। আপনি শ্মশানে বাস করেন, নিজের শক্তির উপর আপনার গর্ব্ব আছে, আপনি স্বীয় মহান্‌গণের অধিপতি, সর্ব্বব্যাপী ও খট্বাঙ্গধারী। আপনি ভক্তগণের দুঃখনাশী রুদ্র এবং মস্তকে জটাধারণকারী ব্রহ্মচারী। আপনি ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। আমি বিশুদ্ধ হৃদয়ে নিজেকে নিজে বলিরূপে (উপহাররূপে) প্রদান করত মন্দমতি মানবগণের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর আপনার যজন করিব। ১-৫

অতীতে সকলেই আপনার স্তব করিয়াছে, ভবিষ্যতে সকলে আপনারই স্তুতি করিবে এবং বর্ত্তমান কালেও আপনার স্তুতিই সকলে করিয়া থাকে। আপনার কোন সঙ্কল্প বা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। আপনি ব্যাঘ্র চর্ম্মময় বস্ত্র ধারণ করেন, আপনার বর্ণ লোহিত ও কণ্ঠ নীল। আপনার বেগ সহ্য করা অসম্ভব এবং আপনাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য। আপনি শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম। আপনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি ব্রহ্মচারী, ব্রতধারী ও তপোনিষ্ঠ এবং আপনার কেহ অন্ত পায় না। আপনি তাপসগণের আশ্রয়, বহুরূপধারী এবং গণপতি। আপনার তিনটি নেত্র আছে। স্বীয় পারিষদগণের আপনি অতিশয় প্রিয় এবং ধনাধিপতি কুবের সর্ব্বদা আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি গৌরাঙ্গিনী গিরিরাজতনয়ার হৃদয়বল্লভ। কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মদাতা পিতা আপনিই। আপনার বর্ণ পিঙ্গল ও বৃষভ আপনার শ্রেষ্ঠ বাহন। আপনি অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্রধারী ও অত্যন্ত উগ্র। আপনি উমাদেবীকে বিভূষিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন। আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পরাৎপর। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। আপনি উত্তম ধনুর্ধারণকারী, দিগন্তব্যাপী এবং সকল দেহের রক্ষক। আপনার শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণময় কবচ শোভা পাইতেছে। আপনার স্বরূপ দিব্য ও আপনি চন্দ্রময় মুকুটে বিভূষিত

ইতি তস্য ব্যবসিতং জ্ঞাত্বা যোগাৎ সুকর্মণঃ।
পুরস্তাৎ কাঞ্চনী বেদী প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ১৩
তস্যাং বেদ্যাং তদা রাজংশ্চিত্রভানুরজায়ত।
স দিশো বিদিশঃ খঞ্চ জ্বালাভিরিব পূরয়ন্ ॥ ১৪
দীপ্তাস্যনয়নাশ্চাত্র নৈকপাদশিরোভুজাঃ।
রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্যতকরাস্তথা ॥ ১৫
দ্বীপশৈলপ্রতীকাশাঃ প্রাদুরাসন্ মহাগণাঃ।
শ্ব-বরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ হয়-গোমায়ু-গোমুখাঃ ॥ ১৬
ঋক্ষ-মার্জারবদনা ব্যাঘ্র-দ্বীপিমুখাস্তথা।
কাকবক্ত্রাঃ প্লবমুখাঃ শুকবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৭
মহাজগরবক্ত্রাশ্চ হংসবক্ত্রাঃ সিতপ্রভাঃ।
দার্বাঘাটমুখাশ্চাপি চাষবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥ ১৮
কূর্ম-নক্রমুখাশ্চৈব শিশুমারমুখাস্তথা।
মহামকরবক্ত্রাশ্চ তিমিবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৯
হরিবক্ত্রাঃ ক্রৌঞ্চমুখাঃ কপোতেভমুখাস্তথা।
পারাবতমুখাশ্চৈব মদ্গুবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ২০
পানিকর্ণাঃ সহস্রাক্ষাস্তথৈব চ মহোদরাঃ।
নির্মাংসাঃ কাকবক্ত্রাশ্চ শ্যেনবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥ ২১
তথৈবাশিরসো রাজন্নুষ্ণবক্ত্রাশ্চ ভারত।
প্রদীপ্তনেত্রজিহ্বাশ্চ জ্বালাবর্ণাস্তথৈব চ ॥ ২২
জ্বালাকেশাশ্চ রাজেন্দ্র জলদ্রোমচতুর্ভুজাঃ।
মেষবক্ত্রাস্তথৈবান্যে তথা ছাগমুখা নৃপ ॥ ২৩
শঙ্খাভাঃ শঙ্খবক্ত্রাশ্চ শঙ্খবর্ণাস্তথৈব চ।
শঙ্খমালাপরিকরাঃ শঙ্খধ্বনিসমস্বনাঃ ॥ ২৪
জটাধরাঃ পঞ্চশিখাস্তথা মুণ্ডাঃ কুশোদরাঃ।
চতুর্দংষ্ট্রাশ্চতুর্জিহ্বাঃ শঙ্কুকর্ণাঃ কিরীটিনঃ ॥ ২৫

আমি নিজের চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে একাগ্র করত পরমেশ্বর আপনার শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৬-১১

যদি আমি আজ এই অত্যন্ত দুষ্কর ও ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই, তবে আমি সর্ব্বভূতময় পবিত্র উপহার সমর্পণ করত পরমপাবন পরমেশ্বর আপনার পূজা করিব ॥

এইরূপ অশ্বত্থামার দৃঢ়নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার শুভকর্ম্মের যোগে সেই মহামনস্বী বীরের অগ্রে একটি সুবর্ণময়ী বেদী প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১৩

রাজন্! সেই বেদীর উপর তৎক্ষণাৎ অগ্নিদেব প্রকটিত হইলেন। তিনি তখন স্বীয় শিখাসমূহে সমস্ত দিক ও বিদিঙ্‌মণ্ডলকে এবং আকাশকে যেন পরিপূর্ণ করিতেছিলেন ॥ ১৪

তারপর সেখানে মহাগণসকল (শিবের পার্ষদগণ) প্রকটিত হইলেন। ইঁহারা দ্বীপবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এবং ইঁহাদের মুখ ও নাসিকা দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই সকল গণের (পার্ষদের) পদ, মস্তক ও বাহু বহু ছিল। ইঁহারা নিজ নিজ বাহুতে বাহুতে রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন এবং হস্ত উপরে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ১৫½

ইঁহাদের রূপ কুক্কুর, শূকর ও উটের ন্যায় ছিল এবং মুখ অশ্ব, গর্দ্দভ ও গরুর ন্যায় ছিল। অনেকের বদন আবার ভালুক ও বিড়ালের তুল্য ছিল। কেহ কেহ সাধারণ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, কেহ কেহ আবার চিতাবাঘের ন্যায় মুখযুক্ত। বহুগণের মুখ কাক, বানর, শুক, বিশাল বিশাল অজগর সর্প এবং হংসের ন্যায় ছিল। ভারত! বহুর অঙ্গকান্তি হংসের সদৃশ শুভ্র বর্ণ এবং

বহু গণের মুখ আবার কাঠঠোকরা পাখীর ন্যায় ও অনেকের মুখ নীলকণ্ঠ পক্ষীর ন্যায় ছিল ॥ ১৬-১৮

এইরূপ বহুগণের মুখ কচ্ছপ, কুমীর, শিশুমার, বড় বড় মকর, তিমি মৎস্য, ভেক, ক্রৌঞ্চ (কুরর), কপোত (পায়রা), হস্তী এবং মদ্গু নামক জলপক্ষীর ন্যায় ছিল ॥ ১৯-২০

কাঁহাদের হস্তে কর্ণ, কাঁহাদের হাজার হাজার নেত্র আছে, কাঁহাদের উদর অতিশয় বৃহৎ এবং কাঁহাদের শরীর মাংসহীন কেবল অস্থিমাত্রসার ছিল। হে ভারত! ইঁহাদের মধ্যে অনেকের মুখ কাক ও অনেকের মুখ শ্যেন পক্ষীর (বাজপাখীর) ন্যায় ছিল। রাজন্! ইঁহাদের মধ্যে অনেকের আবার মস্তকই ছিল না। ভারত! অনেকের মুখ ভল্লুকের মুখতুল্য ছিল। ইঁহাদের সকলের নেত্র ও জিহ্বা তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং অঙ্গকান্তি অগ্নিশিখা-সদৃশ মনে হইতেছিল ॥ ২১-২২

হে রাজেন্দ্র! ইঁহাদের কেশসকলও অগ্নিশিখাতুল্য ছিল এবং প্রতিটি লোম জ্বলিতেছিল। ইঁহাদের সকলেরই চারিটি করিয়া হস্ত ছিল। হে নৃপ! বহু গণেরই মুখ মেষ ও ছাগমুখসদৃশ ছিল ॥ ২৩

বহুর মুখ, বর্ণ ও কান্তি শঙ্খতুল্য ছিল। ইঁহারা শঙ্খের মালায় অলঙ্কৃত ও ইঁহাদের মুখ হইতে শঙ্খধ্বনিতুল্য শব্দ নির্গত হইতেছিল ॥ ২৪

কেহ কেহ জটা ধারণ করিয়াছিলেন, কেহ পাঁচটি শিখা রাখিয়াছিলেন এবং কেহ মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন। অনেকের উদর অতিশয় কৃশ ছিল, কাঁহাদের চারিটি দন্ত ছিল, কাঁহাদের

মৌলীধরাশ্চ রাজেন্দ্র তথা কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
উষ্ণীষিণো মুকুটিনশ্চারুবক্ত্রাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ২৬
পদ্মোৎপলাপীড়ধরাস্তথা মুকুটধারিণঃ।
মাহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৭
শতঘ্নীবজ্রহস্তাশ্চ তথা মুসলপাণয়ঃ।
ভুশুণ্ডীপাশহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত॥ ২৮
পৃষ্ঠেষু বদ্ধেষুধয়শ্চিত্রবাণোৎকটাস্তথা।
সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ সঘণ্টাঃ সপরশ্বধাঃ॥ ২৯
মহাপাশোদ্যতকরাস্তথা লগুড়পাণয়ঃ।
স্থূণাহস্তাঃ খড়্গহস্তাঃ সর্পোচ্ছ্রিতকিরীটিনঃ॥ ৩০
মহাসর্পাঙ্গদধরাশ্চিত্রাভরণধারিণঃ।
রজোধ্বস্তাঃ পক্ষদিগ্ধাঃ সর্বে শুক্লাম্বরস্রজঃ॥ ৩১
নীলাঙ্গাঃ পিঙ্গলাঙ্গাশ্চ মুণ্ডবক্ত্রাস্তথৈব চ।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গাংশ্চ ঝর্ঝরানকগোমুখান্॥ ৩২
অবাদয়ন্ পারিষদাঃ প্রহৃষ্টাঃ কনকপ্রভাঃ।
গায়মানাস্তথৈবান্যে নৃত্যমানাস্তথা পরে ৩৩
লম্বয়ন্তঃ প্লবন্তশ্চ বল্গন্তশ্চ মহারথাঃ।
ধাবন্তো জবনা মুণ্ডাঃ পবনোদ্ধূতমূর্দ্ধজাঃ॥ ৩৪
মত্তা ইব মহানাগা বিনদন্তো মুহুর্মুহুঃ।
সুভীমা ঘোররূপাশ্চ শূল-পট্টিশপাণয়ঃ॥ ৩৫
নানাবিরাগবসনাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ।
রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্যতকরাস্তথা॥ ৩৬
হন্তারো দ্বিষতাং শূরাঃ প্রসহ্যাসহ্যবিক্রমাঃ।
পাতারোঽসৃগ্বসৌঘানাং মাংসাস্রকৃতভোজনাঃ॥ ৩৭

চারিটি জিহ্বা ছিল, কাঁহাদের কর্ণ শঙ্কুর (খুঁটির) ন্যায় ছিল এবং অনেক পার্ষদ নিজ নিজ মস্তকে কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন॥ ২৫

হে রাজেন্দ্র! কেহ কেহ মঞ্জুমেখলা ধারণ করিয়াছিলেন, অনেকের মস্তকের কেশসকল কুঞ্চিত ছিল, বহু পার্ষদ মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ী) বন্ধন করিয়াছিলেন এবং অনেকে আবার মস্তকে মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন বহু পার্ষদের মুখ অতিশয় মনোহর ছিল ও বহু পার্ষদ সুন্দর আভরণে বিভূষিত ছিলেন॥ ২৬

কেহ কেহ নিজ নিজ মস্তকে পদ্মের ও কুমুদের কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। অনেকে বিশুদ্ধ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। এই ভূতগণ শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় উপস্থিত এবং সকলেই অদ্ভুত মাহাত্ম্যসম্পন্ন ছিলেন॥ ২৭

ভারত! ইঁহাদের হস্তে শতঘ্নী, বজ্র, মুসল, ভুশুণ্ডী, পাশ ও দণ্ড শোভা পাইতেছিল॥ ২৮

ইঁহাদের পৃষ্ঠে তূণীর বদ্ধ ছিল, ইঁহারা বিচিত্র বাণ ধারণ করিয়া অতিশয় উন্মত্তের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ইঁহাদের নিকট ধ্বজ, পতাকা, ঘণ্টা ও পরশু ছিল॥ ২৯

ইঁহারা নিজ নিজ হস্তে বড় বড় পাশ অস্ত্র উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অনেকের হস্তে দণ্ড ছিল, অনেকের হস্তে স্তম্ভ এবং অনেকের হস্তে খড়্গ শোভা পাইতেছিল। বহু পার্ষদের মস্তকে সর্পের উন্নত কিরীট সুশোভিত ছিল॥ ৩০

বহু পার্ষদ বাহুতে অঙ্গদের স্থলে বড় বড় সর্প ধারণ করিয়াছিলেন। অনেকে বিচিত্র আভরণসকলে বিভূষিত ছিলেন, অনেকের শরীর ধূলিধূসরিত ছিল। বহু পার্ষদ নিজ অঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ইঁহারা সকলে শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেতপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছিলেন॥ ৩১

অনেকের অঙ্গ নীল ও পিঙ্গল বর্ণের ছিল। অনেকে নিজ মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেকে স্বর্ণের প্রভার ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। এই সব পার্ষদগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝ, ঢোল ও গোমুখ বাদ্য বাজাইতে ছিলেন। অনেকে গান করিতেছিলেন এবং অপর বহু পার্ষদ নৃত্য করিতেছিলেন॥ ৩২-৩৩

এই মহারথী ভূতগণ উল্লম্ফন, লম্ফপ্রদান ও উৎক্রমণ করিতে করিতে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বহু পার্ষদের মস্তকে কেশসকল বায়ুর তাড়নায় উপরের দিকে উড়িতেছিল॥৩৪

ইঁহারা মত্ত গজরাজগণের ন্যায় বারংবার গর্জন করিতে ছিলেন। ইঁহাদের হস্তে শূল ও পট্টিশ ধৃত ছিল। ইঁহারা ভয়ঙ্করূপধারী এবং দেখিতে ভয়ানক ছিলেন॥ ৩৫

ইঁহাদের বস্ত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত ছিল। ইঁহারা বিচিত্র মাল্য ও চন্দনে ভূষিত ছিলেন এবং রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের হস্ত উপরে উত্তোলিত ছিল॥ ৩৬

এই সব বীরবর পার্ষদগণ সহসা শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন। ইঁহাদের পরাক্রম ছিল অসহ্য। ইঁহারা রক্ত ও বসা পান করিতে এবং অস্থি ও মাংস ভক্ষণ করিতে ছিলেন॥ ৩৭

চূড়ালাঃ কর্ণিকারাশ্চ প্রহৃষ্টাঃ পিঠরোদরাঃ।
অতিহ্রস্বাতিদীর্ঘাশ্চ প্রলম্বাশ্চাতিভৈরবাঃ ॥ ৩৮
বিকটাঃ কাললম্বোষ্ঠা বৃহচ্ছেফাণ্ডপিণ্ডিকাঃ।
মহার্হনানামুকুটা মুণ্ডাশ্চ জটিলাঃ পরে ॥ ৩৯
সার্কেন্দুগ্রহনক্ষত্রাং দ্যাং কুর্য্যুস্তে মহীতলে।
উৎসহেরংশ্চ যে হন্তুং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥ ৪০
যে চ বীতভয়া নিত্যং হরস্য ভ্রুকুটীসহাঃ।
কামকারকরা নিত্যং ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরেশ্বরাঃ ॥ ৪১
নিত্যানন্দপ্রমুদিতা বাগীশা বীতমৎসরাঃ
প্রাপ্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যে ন সাম্যন্তি বৈ ময়ম্ ॥ ৪১
যেষাং বিস্ময়তে নিত্যং ভগবান্ কর্মভির্হরঃ
মনোবাক্কর্মভির্যুক্তৈর্নিত্যমারাধিতশ্চ যৈঃ ॥ ৪৩

বহু পার্ষদের মস্তকে শিখা ছিল। অনেকে কর্ণিকার পুষ্প ধারণ করিয়াছিলেন। বহু পার্ষদ অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন। অনেকের উদর পিঠরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কেহ অতিশয় লম্বা এবং কেহ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিলেন ॥ ৩৮

অনেকের আকার অতিশয় বিকট ছিল, অনেকের কাল কাল ও লম্বা ওষ্ঠ ছিল, কাঁহাদের লিঙ্গ অতিশয় বৃহৎ ছিল এবং কাঁহাদের অণ্ডকোস অতিশয় বৃহৎ ছিল। কাঁহাদের মস্তকে নানাপ্রকার বহুমূল্য মুকুট শোভা পাইতেছিল, কাঁহাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল এবং বহুপার্ষদ আবার জটাধারী ছিলেন ॥ ৩৯

ইঁহারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের সহিত সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ ছিলেন এবং চারিপ্রকার সমুদয় প্রাণিগণকে সংহার করিতে পারিতেন ॥ ৪০

ইঁহারা সর্ব্বদা নির্ভয় হইয়া ভগবান্ শঙ্করের ভ্রূভঙ্গকে সহ্য করিতে সমর্থ ছিলেন প্রতিদিন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে এবং ত্রিভুবনের ঈশ্বরগণকেও শাসন করিতে সক্ষম ছিলেন ॥ ৪১

এই পার্ষদগণ নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্যের উপর ইঁহাদের অধিকার ছিল। ইঁহাদের মনে কাহার প্রতি কোনরূপ ঈর্ষা ও দ্বেষ ছিল না। ইঁহারা অণিমা-মহিমা প্রভৃতি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও কখনও অভিমান করিতেন না ॥ ৪২

সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করও প্রতিদিন ইঁহাদের কর্ম্মসকল দেখিয়া বিস্মিত হইতেন ইঁহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়াসকলের দ্বারা সাবধান হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন ॥ ৪৩

মনোবাক্কর্মভির্ভক্তান্ পাতি পুত্রানিবৌরসান্।
পিবন্তোঽসৃগ্বসাশ্চান্যে ক্রুদ্ধা ব্রহ্মদ্বিষাং সদা ॥ ৪৪
চতুর্বিধাত্মকং সোমং যে পিবন্তি চ সর্ব্বদা।
শ্রুতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা চ দমেন চ ॥ ৪৫
যে সমারাধ্য শূলাঙ্কং ভবসাযুজ্যমাগতাঃ।
যৈরাত্মভূতৈর্ভগবান্ পার্ষত্যা চ মহেশ্বরঃ ॥ ৪৬
মহাভূতগণৈর্ভুঙ্‌ক্তে ভূত-ভব্য-ভবৎপ্রভুঃ।
নানাবাদিত্রহসিতক্ষ্বেড়িতোৎকৃষ্টগর্জ্জিতৈঃ ॥ ৪৭
সম্প্রাসয়ন্তস্তে বিশ্বমশ্বত্থামানমভাষুঃ।
সংস্তুবন্তো মহাদেবং ভাঃ কুর্বাণঃ সুবর্চসঃ ॥ ৪৮
বিবর্ধয়িষবো দ্রৌণেমহিমানং মহাত্মনঃ।
জিজ্ঞাসমানাস্তত্তেজঃ সৌপ্তিকঞ্চ দিদৃক্ষবঃ ॥ ৪৯

মন, বাক্য ও কর্ম্মসমূহের দ্বারা নিজের প্রতি ভক্তিমান্ এই সব ভক্তগণকে ভগবান্ শঙ্কর ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। বহু পার্ষদ রক্ত ও বসা পান করেন ইঁহারা ব্রহ্মদ্রোহিগণের উপর সর্ব্বদা ক্রোধ প্রকাশ করেন ॥ ৪৪

অন্য, সোমলতার অমৃত ও চন্দ্রমণ্ডল—এই চারি প্রকার সোম এই পার্ষদগণ সর্ব্বদা পান করেন ইঁহারা বেদসমূহের স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্যপালন, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা ত্রিশূলচিহ্নিত ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করত তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৫;

এই মহাভূতগণ ভগবান্ শঙ্করের আত্মস্বরূপ, ইঁহাদের ও পার্ব্বতীদেবীর সহিত ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অধিপতি মহেশ্বর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬;

ভগবান্ শঙ্করের এই সব পার্ষদগণ নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি করিতেছিলেন। ইঁহারা হাস্য, সিংহনাদ, চীৎকার ও গর্জ্জন প্রভৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে ভীত করিতে করিতে অশ্বত্থামার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭;

ভূতগণের এই দল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও তেজস্বী ছিলেন এবং নিজেদের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। অশ্বত্থামার মধ্যে কিরূপ তেজ আছে, উহা তাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং নিদ্রিত থাকিবার সময় যে ভয়ঙ্কর সংহার হইবে, উহাও ইঁহারা দেখিতে অভিলাষী ছিলেন। সেই সঙ্গে ইঁহারা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার মহিমা বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা মহাদেবের স্তুতি করিতে করিতে চারিদিক্

ভীমোগ্রপরিঘালাতশূলপট্টিশপাণয়ঃ।
ঘোররূপাঃ সমাজগ্মুর্ভূতসঙ্ঘাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫০
জনয়েয়ুর্ভয়ং যে স্ম ত্রৈলোক্যস্যাপি দর্শনাৎ।
তান্ প্রেক্ষমাণোঽপি ব্যথাং ন চকার মহাবলঃ ॥ ৫১
অথ দ্রৌণির্ধনুষ্পাণির্বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানমুপহারমুপাহরৎ ॥ ৫২
ধনূংষি সমিধস্তত্র পবিত্রাণি শিতাঃ শরাঃ।
হবিরাত্মবতশ্চাত্মা তস্মিন্ ভারত কর্ম্মণি ॥ ৫৩
ততঃ সৌমেন মন্ত্রেণ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
উপহারং মহামন্যুরথাত্মানমুপাহরৎ ॥ ৫৪
তং রুদ্রং রৌদ্রকর্ম্মাণং রৌদ্রৈঃ কর্ম্মভিরচ্যুতম্
অভিষ্টুত্য মহাত্মানমিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫
দ্রৌণিরুবাচ।
ইমমাত্মানমগ্ন্যাহং জ্ঞাতমাঙ্গিরসে কুলে।
স্বয়ৌ জুহোমি ভগবন্ প্রতিগৃহ্ণীষ মাং বলিম্ ॥ ৫৬
ভবদ্ভক্ত্যা মহাদেব পরমেণ সমাধিনা।
অস্যামাপদি বিশ্বাত্মন্ পাকুমি তবাগ্রতঃ ॥ ৫৭
ত্বয়ি সর্বাণি ভূতানি সর্বভূতেষু চাসি বৈ।
গুণানাং হি প্রধানানামেকত্বং ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥ ৫৮
সর্বভূতাশ্রয় বিভো হবির্ভূতমবস্থিতম্।
প্রতিগৃহাণ মাং দেব যদ্যশক্যাঃ পরে ময়া ॥ ৫৯
ইত্যুক্ত্বা দ্রৌণিরাস্থায় তাং বেদীং দীপ্তপাবকাম্।
সম্ত্যজ্যাত্মানমারুহ্য কৃষ্ণবর্ত্ম্ন্যুপাবিশৎ ॥ ৬০
তমূর্দ্ধ্ববাহুং নিশ্চেষ্টং দৃষ্ট্বা হবিরুপস্থিতম্।
অব্রবীদ্ ভগবান্ সাক্ষান্মহাদেবো হসন্নিব ॥ ৬১
সত্যশৌচার্জ্জবত্যাগৈস্তপসা নিয়মেন চ।
ক্ষান্ত্যা ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ বচসা তথা ॥ ৬২
যথাবদহমারাদ্ধঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
তস্মাদিষ্টতমঃ কৃষ্ণাদন্যো মম ন বিদ্যতে ॥ ৬৩

দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের হস্তে তখন ভয়ঙ্কর পরিঘ, প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড, ত্রিশূল ও পট্টিশ ধৃত ছিল ॥ ৪৮-৫০

ভগবান্ ভূতনাথের এই গণ দর্শনদানমাত্রেই ত্রিভুবনের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকেন। তথাপি মহাবল অশ্বত্থামা ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অল্পও ব্যথিত হইলেন না ॥ ৫১

তদনন্তর হস্তে ধনু ধারণ ও গোধাচর্ম্ম-নির্ম্মিত অঙ্গুলী ধারণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা স্বয়ংই নিজেকে নিজেই ভগবান্ শঙ্করের চরণে সমর্পণ করিলেন ॥ ৫২

ভারত! এই আত্মসমর্পণরূপ যজ্ঞকর্ম্মে আত্মবলসম্পন্ন অশ্বত্থামার ধনুই ছিল সমিধ, তীক্ষ্ণবাণসকল ছিল কুশ এবং দেহই হবিস্তরূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৫৩

তারপর মহাক্রোধী প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সোমদেবতা সম্বন্ধী মন্ত্রের দ্বারা (আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে—এই মন্ত্রের দ্বারা) নিজের দেহকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন ॥ ৫৪

ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী এবং নিজ মহিমা হইতে অবিচ্যুত মহাত্মা রুদ্রদেবের রৌদ্রকর্ম্মসকলের দ্বারা স্তুতি করত অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হইয়া এই প্রকার বলিলেন ॥ ৫৫

অশ্বত্থামা বলিলেন,—ভগবন্! আজ আমি আঙ্গিরসকুলে উৎপন্ন এই নিজের দেহকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতিদান করিতেছি। আপনি আমাকে হবিস্তরূপে গ্রহণ করুন ॥ ৫৬

বিশ্বাত্মন্! মহাদেব! এই বিপদের সময় আপনার প্রতি ভক্তিভাবে নিজের চিত্তকে একাগ্র করত আপনার সমক্ষে এই উপহার সমর্পণ করিতেছি (আপনি ইহা গ্রহণ করুন) ॥ ৫৭

প্রভো! আপনার মধ্যে সমস্ত ভূতগণ অবস্থিত আছে এবং আপনি সমস্ত ভূতমধ্যে বিরাজমান আছেন। আপনার মধ্যেই মুখ্য মুখ্য গুণসকলের একত্ব হইয়া থাকে ॥ ৫৮

বিভো! আপনি সকল ভূতগণের আশ্রয়। দেব! যদি শত্রুগণ আমার দ্বারা পরাভূত না হয়, তবে আপনি হবিস্তরূপে সম্মুখে অবস্থিত অশ্বত্থামা আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৫৯

এই কথা বলিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা প্রকাশিত সেই বেদীতে আরোহণ করিলেন এবং প্রাণের দ্বারা পরিত্যাগ করত অগ্নিমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬০

হবিস্তরূপে দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ইঁহাকে থাকিতে দেখিয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৬১

অনায়াসে মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, ত্যাগ, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, ভক্তি, ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা আমার যথাযথভাবে আরাধনা করিয়াছেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কেহই আমার পরম প্রিয় নহে ॥ ৬২-৬৩

কুর্বতা তাত সম্মানং ত্বাঞ্চ জিজ্ঞাসতা ময়া
পাঞ্চালাঃ সহসা গুপ্তা মায়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥ ৬৪
কৃতস্তস্যৈব সম্মানঃ পাঞ্চালান্ রক্ষতা ময়া।
অভিভূতাস্তু কালেন নৈষামদ্যাস্তি জীবিতম্ ॥ ৬৫
এবমুক্ত্বা মহাত্মানং ভগবানাত্মনস্তনুম্।
আবিবেশ দদৌ চাস্মৈ বিমলং খড়্গমুত্তমম্ ॥ ৬৬

তাত! তাঁহাকে সম্মান এবং তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি পাঞ্চালদিগকে সহসা রক্ষা করিয়াছি ও বারংবার মায়া প্রয়োগ করিয়াছি। ৬৪

পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিয়া আমি শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করিয়াছি, কিন্তু তাহারা এখন কালের দ্বারা পরাভূত হইয়াছে, বস্তুমানে তাহাদের আর জীবন অবশিষ্ট নাই। ৬৫

মহাত্মা অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর নিজ স্বরূপভূত তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে একটি নির্মল ও উত্তম খড়্গ প্রদান করিলেন। ৬৬

অথাবিষ্টো ভগবতা ভূয়ো জজ্বাল তেজসা।
বেগবাংশ্চাভবদ্ যুদ্ধে দেবসৃষ্টেন তেজসা ॥ ৬৭
তমদৃশ্যানি ভূতানি রক্ষাংসি চ সমাদ্রবন্।
অভিতঃ শক্রশিবিরং যান্তং সাক্ষাদিবেশ্বরম্ ॥ ৬৮

ভগবান্ শঙ্কর আবিষ্ট হইলে পর অশ্বত্থামা পুনরায় অত্যন্ত তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। সেই দেবপ্রদত্ত তেজে তেজস্বী হইয়া অশ্বত্থামা যুদ্ধে আরও বেগশালী হইলেন। ৬৭

সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় শত্রুশিবিরের দিকে গমনকারী অশ্বত্থামার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক অদৃশ্য ভূত ও রাক্ষসগণও ধাবিত হইল। ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিকৃতশিবার্চনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

শ্রীব্রহ্মর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামাকর্তৃক শিবের পূজাবিধানক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[অশ্বত্থাম্না রাত্রৌ নিদ্রিতানাং পাঞ্চালাদীনাং বীরাণাং সংহারঃ, তোরণদ্বারেণ নির্গতা পলায়মানানাং যোধানাং কৃতবর্ম্মণা কৃপাচার্য্যেণ চ বিনাশশ্চ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রযাতে শিবিরং দ্রৌণপুত্রে মহারথে।
কচ্চিৎ কৃপশ্চ ভোজশ্চ ভয়ার্তৌ ন ব্যবর্ততাম্ ॥ ১
কচ্চিন্ন বারিতৌ ক্ষুদ্রৈ রক্ষিভির্নোপলক্ষিতৌ।
অসম্ভ্রমিতি মন্বানৌ ন নিবৃত্তৌ মহারথৌ ॥ ২
কচ্চিদ্ধত্বাথ্য শিবিরং হত্বা সোমক-পাণ্ডবান্

(কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা কচ্চিৎ সঞ্জয় সা নিশি।)
দুর্য্যোধনস্য পরবীঃ গতৌ পরমিকা রণে ॥ ৩
পঞ্চালৈর্নিহতৌ বীরৌ কচ্চিন্নাস্বপতাং ক্ষিতৌ।
কচ্চিৎ তাভ্যাং কৃতং কর্ম তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ

তস্মিন্ প্রযাতে শিবিরং দ্রৌণপুত্রে মহাত্মনি।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ শিবিরদ্বারযতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫

অষ্টম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামাকর্তৃক রাত্রিতে নিদ্রিত পাঞ্চালাদি সমস্ত বীরগণকে সংহার এবং তোরণদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাদিগকে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের দ্বারা বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন মহারথী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেইভাবে পাণ্ডবশিবির অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভগ্নপীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই ত'? ১

কোন নীচ দ্বাররক্ষক ইঁহাদের উভয়কে নিবারণ করে নাই ত'? কেহ ত' তাঁহাদের দর্শন করে নাই? এরূপ হয় নাই ত' যে, এই দুই মহারথী বীর সেই কার্য্যকে অসহ্য মনে করত ফিরিয়া যাইলেন? (সঞ্জয়! অশ্বত্থামা সেই শিবিরকে মথিত করিয়া সোমক ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ পূর্ব্বক রাত্রিতে নিজের প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছে ত?') ২-৩

এই দুই বীর পাঞ্চালগণের দ্বারা নিহত হইয়া চিরকালের জন্য ধরাশায়ী হন নাই ত? রণাঙ্গনে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত দুর্য্যোধনেরই উত্তম পথে গমন করেন নাই ত'? এই দুই জনে কি সেই স্থানে কোন কিছু পরাক্রম করিয়াছিলেন? সঞ্জয়! এই সব বিষয় আমাকে বল। ৩-৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন শিবিরের মধ্যে যাইতে লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও এই শিবিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫

অশ্বত্থামা তু তৌ দৃষ্ট্বা যত্নবন্তৌ মহারথৌ।
প্রহৃষ্টঃ শনকৈ রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬
যত্তৌ ভবন্তৌ পর্য্যাপ্তৌ সর্বক্ষত্রস্য নাশনে।
কিং পুনর্যোধশেষস্য প্রসুপ্তস্য বিশেষতঃ ॥ ৭
অহং প্রবেক্ষ্যে শিবিরং চরিষ্যামি চ কালবৎ।
যথা ন কশ্চিদপি বা জীবন্ মুচ্যেত মানবঃ ॥ ৮
তথা ভবদ্ভ্যাং কার্য্যং স্যাদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশদ্ দ্রৌণিঃ পার্থানাং শিবিরং মহৎ ॥ ৯
অদ্বারেণাভ্যবস্কন্দ্য বিহায় ভয়মাত্মনঃ।
স প্রবিশ্য মহাবাহুরুদ্দেশজ্ঞশ্চ তস্য হ ॥ ১০
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য নিলয়ং শনকৈরভ্যুপাগমৎ।
তে তু কৃত্বা মহৎ কর্ম শ্রান্তাশ্চ বলবদ্ রণে ॥ ১১
প্রসুপ্তাশ্চৈব বিশ্বস্তাঃ স্বসৈন্যপরিবারিতাঃ।

অথ প্রবিশ্য তদ্ বেশ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভারত ॥ ১২
পাঞ্চাল্যং শয়নে দ্রৌণিরপশ্যৎ সুপ্তমন্তিকাৎ।
ক্ষৌমাবদাতে মহতি স্পর্য্যাস্তরণসংবৃতে ॥ ১৩
মাল্যপ্রবরসংযুক্তে ধূপৈশ্চূর্ণৈশ্চ বাসিতে।
তং শয়ানং মহাত্মানং বিশ্রব্ধমকুতোভয়ম্ ॥ ১৪
প্রাবোধয়ত পাদেন শয়নস্থঃ মহীপতে।
সম্বুধ্য চরণস্পর্শাদুত্থায় রণদুর্মদঃ ॥ ১৫
অভ্যজানাদমেয়াত্মা দ্রোণপুত্রং মহারথম্।
তমুৎপতন্তং শয়নাদশ্বত্থামা মহাবলঃ ॥ ১৬
কেশেষ্বালভ্য পাণিভ্যাং নিষ্পিপেষ মহীতলে।
সবলং তেন নিষ্পিষ্টঃ সাধ্বসেন চ ভারত ॥ ১৭
নিদ্রয়া চৈব পাঞ্চাল্যো নাশকচ্চেষ্টিতুং তদা।
তমাক্রম্য পদা রাজন্ কণ্ঠে চোরসি চোভয়োঃ ॥ ১৮

রাজন্! এই দুই মহারথী বীরকে নিজের সাহায্য করিতে যত্নবান্ দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের দুই জনকে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন। ৬

যদি আপনারা দুই জনে সাবধান থাকিয়া চেষ্টা করেন, তবে সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়দিগকেও বিনাশ করিতে যথেষ্ট হইবে। সে স্থলে এই অবশিষ্ট সৈন্য বিশেষতঃ যাহারা নিদ্রিত, তাহাদের বিনাশ করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৭

আমি ত' এই শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব এবং সেখানে কালের ন্যায় বিচরণ করিব। আপনারা উভয়ে এই কার্য্য করুন যেন কোন মানুষ আপনাদের নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করিতে না পারে—আমার ইহাই সিদ্ধান্ত। ৮।

এই কথা বলিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের বিশাল শিবিরের দ্বার দিয়া না যাইয়া অন্যদিকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি নিজের ভয় পরিত্যাগ করিয়া দিলেন। ৯।

এই মহাবাহু বীর শিবিরের প্রত্যেক স্থানের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন, অতএব ধীরে ধীরে ধৃষ্টদ্যুম্নের আবাসে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। ১০।

সে স্থানে এই পাঞ্চাল বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিজ সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ১১।

হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই আবাসে প্রবেশ করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, পাঞ্চালরাজপুত্র পার্শ্বেই বহুমূল্য রেশমী আস্তরণে (চাদরে) আবৃত এক বিশাল শয্যায় শয়িত আছেন। এই শয্যা শ্রেষ্ঠ মাল্যসমূহে সুসজ্জিত ও ধূপ-চন্দন চূর্ণে সুবাসিত ছিল। ১২-১৩।

হে মহীপতে! অশ্বত্থামা নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় হইয়া শয্যায় শয়ান মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পদের দ্বারা আঘাত করিয়া জাগাইলেন। ১৪।

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন রণদুর্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার পদস্পর্শেই জাগিয়া উঠিলেন এবং তিনি মহারথী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে চিনিতে পারিলেন। ১৫।

তারপর তিনি যখন শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, সেই সময়েই মহাবল অশ্বত্থামা দুই হাতে তাঁহার কেশসকল ধারণ করিয়া ভূতলে টানিয়া ফেলিলেন এবং সেস্থলে পেষণ করিতে (রগড়াইতে) লাগিলেন। ১৬।

ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয় ও নিদ্রাতে অভিভূত ছিলেন। সেই অবস্থায় যখন অশ্বত্থামা তাঁহাকে সবলে ভূতলে পাতিত করত পেষণ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি (আত্মরক্ষার) কোন চেষ্টাই করিতে পারিলেন না। ১৭।

রাজন্! তিনি পদের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষ ও কণ্ঠ উভয়ই চাপিয়া ধরিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পশুর ন্যায় মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন চীৎকার ও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। ১৮।

নদন্তং বিক্রমন্তঞ্চ পশুমারমমারয়ৎ।
তুদন্নবৈস্তু স দ্রৌণিং নাতিব্যক্তমুদাহরৎ ॥ ১৯
আচার্য্যপুত্র শস্ত্রেণ জহি মাং মা চিরং কৃথাঃ।
ত্বৎকৃতে সুকৃতাঁল্লোকান্ গচ্ছেয়ং দ্বিপদাং বর ॥ ২০
এবমুক্ত্বা তু বচনং বিররাম পরন্তপঃ।
সুতঃ পাঞ্চালরাজস্য আক্রান্তো বলিনা ভৃশম্ ॥ ২১
তস্যাব্যক্তাং তু তাং বাচং সংশ্রুত্য দ্রৌণিরব্রবীৎ।
আচার্য্যঘাতিনাং লোকা ন সন্তি কুলপাংশন ॥ ২২
তস্মাচ্ছস্ত্রেণ নিধনং ন ত্বমর্হসি দুর্মতে।
এবং ব্রুবাণস্তং বীরং সিংহো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ২৩
মর্ম্মস্বভ্যবধীৎ ক্রুদ্ধঃ পাদাষ্টীলৈঃ সুদারুণৈঃ।
তস্য বীরস্য শব্দেন মার্য্যমাণস্য বেশ্মনি ॥ ২৪
অবুধ্যন্ত মহারাজ স্ত্রিয়ো যে চাস্য রক্ষিণঃ।
তে দৃষ্ট্বা ধর্ষয়ন্তং তমতিমানুষবিক্রমম্ ॥ ২৫

এই সময় তিনি স্বীয় নখসকলের দ্বারা দ্রোণপুত্রকে পীড়িত করিতে করিতে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন —মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্যপুত্র! এখন আর বিলম্ব করিও না আমাকে কোন অস্ত্রের আঘাতে বিনাশ কর, যাহার দ্বারা আমি তোমার জন্য পুণ্যলোকে গমন করিতে পারি ॥ ১৯-২০

এই কথা বলিয়া বলবান্ শত্রু কর্তৃক প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া শত্রুতাপন পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন নীরব হইলেন। ২১

তাঁহার সেই অস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বলিলেন,—রে কুলকলঙ্ক! নিজের আচার্যকে হত্যাকারী মানুষের কোন পুণ্যলোক লাভ হয় না, অতএব দুর্মতে! তুমি অস্ত্রের দ্বারা বধের যোগ্য নও ॥ ২২½

সেই বীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধী অশ্বত্থামা মদমত্ত হস্তীর উপর আঘাতকারী সিংহের ন্যায় নিজের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পাদাষ্টীলের (পায়ের গোড়ালির) দ্বারা তাঁহার মর্ম্মস্থানসমূহে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৩½

মহারাজ! এই সময় মৃতপ্রায় বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের আর্তনাদে সেই শিবিরের স্ত্রীগণ ও সমস্ত রক্ষকবৃন্দ জাগিয়া উঠিলেন ॥ ২৪½

তাঁহারা এই অলৌকিক পরাক্রমশালী পুরুষকে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর প্রহার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সকলে ভূত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন; সেই কারণে ভীত হইয়া তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৫½

ভূতমেবাধ্যবস্যন্তো ন স্ম প্রব্যাহরন্ ভয়াৎ।
তং তু তেনাভ্যুপায়েন গময়িত্বা যমক্ষয়ম্ ॥ ২৬
অধ্যতিষ্ঠত তেজস্বী রথং প্রাপ্য সুদর্শনম্।
স তস্য ভবনাদ্ রাজন্ নিষ্ক্রম্যানাদয়ন্ দিশঃ ॥ ২৭
রথেন শিবিরং প্রায়াজ্জিঘাংসুর্দ্বিষতো বলী।
অপক্রান্তে ততস্তস্মিন্ দ্রোণপুত্রে মহারথে ॥ ২৮
সহিতৈ রক্ষিভিঃ সর্বৈঃ প্রাণেষ্বুদ্বেষিভস্তদা।
রাজানং নিহতং দৃষ্ট্বা ভৃশং শোকপরায়ণাঃ ॥ ২৯
ব্যাক্রোশন্ ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভারত।
তাসাং তু তেন শব্দেন সমাপে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রঞ্চ সমনহ্যন্ত কিমেতদিতি চাব্রুবন্।
স্ত্রিয়স্তু রাজন্ বিত্রস্তা ভারদ্বাজং নিরীক্ষ্য তাঃ ॥ ৩১
অব্রুবন্ দীনকণ্ঠেন ক্ষিপ্রমাদ্রবতেতি বৈ।
রাক্ষসো বা মনুষ্যো বা নৈনং জানীমহে বয়ম্ ॥ ৩২

রাজন্! এই উপায়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে যমলোকে প্রেরণ করত তেজস্বী অশ্বত্থামা তাঁহার নিবাসগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং দেখিতে অতিশয় সুন্দর নিজ রথের নিকট গমন করত তাহাতে আরোহণ করিলেন তাহার পর এই বলবান্ বীর অশ্বত্থামা অস্ত্র সব শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় গর্জনে সমস্ত দিক্‌কে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে রথের দ্বারা প্রত্যেক শিবিরের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬-২৭½

মহারথী দ্রোণপুত্র সেখান হইতে চলিয়া যাইলে পর সমবেত হইয়া সমস্ত রক্ষকবৃন্দের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ২৮½

হে ভারত! রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের মধ্যে সকল ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত শোকে মগ্ন হইয়া আর্তস্বরে বিলাপ করিতে থাকিলেন। ২৯½

স্ত্রীগণের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করত নিকটস্থ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ অতি সত্বর কবচ বন্ধন করিয়া প্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন,—আরে, কি হইল? ৩০½

রাজন্! সেই স্ত্রীগণ অশ্বত্থামাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা দীন কণ্ঠে বলিলেন—তোমরা সত্বর ধাবিত হও। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, এ কোন রাক্ষস বা মানুষ। দেখ, এই পাঞ্চালরাজকে হত্যা করিয়া সে ঐ রথে আরোহণ করিয়াছে ॥ ৩১-৩২½

হত্বা পাঞ্চালরাজন্যং রথমারুহ্য তিষ্ঠতি
ততস্তে যোধমুখ্যাশ্চ সহসা পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩৩
স তানাপততঃ সর্বান্ রুদ্রাস্ত্রেণ ব্যপোথয়ৎ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ হত্বা স তাংশ্চৈবাস্য পদানুগান্ ॥ ৩৪
অপশ্যচ্ছয়নে সুপ্তমুত্তমৌজসমন্তিকে।
তমপ্যাক্রম্য পাদেন কণ্ঠে চোরসি তেজসা ॥ ৩৫
তথৈব মারয়ামাস বিনর্দন্তমরিন্দমম্।
যুধামন্যুশ্চ সম্প্রাপ্তো মত্বা তং রক্ষসা হতম্ ॥ ৩৬
গদামুদ্যম্য বেগেন হৃদি দ্রৌণিমতাড়য়ৎ।
তমভিদ্রুত্য জগ্রাহ ক্ষিতৌ চৈনমপাতয়ৎ ॥ ৩৭
বিস্ফুরন্তঞ্চ পশুবৎ তথৈবৈনমমারয়ৎ
তথা স বারো হত্বা তং ততোঽন্যান্ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৮

সংসুপ্তানেব রাজেন্দ্র তত্র তত্র মহারথান্।
স্ফুরতো বেপমানাংশ্চ শমিতেব পশূন্ মখে ॥ ৩৯
ততো নিস্ত্রিংশমাদায় জঘানান্যান্ পৃথক্ পৃথক্।
ভাগশো বিচরন্ মার্গানসিযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৪০
তথৈব গুল্মে সম্প্রেক্ষ্য শয়ানান্ মধ্যগৌল্মিকান্।
শ্রান্তান্ ব্যস্তায়ুধান্ সর্বান্ ক্ষণেনৈব ব্যপোথয়ৎ ॥ ৪১
যোধানশ্বান্ দ্বিপাংশ্চৈব প্রাচ্ছিনৎ স বরাসিনা।
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গঃ কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ৪২
বিস্ফুরদ্ভিশ্চ তৈর্দ্রৌণিনিস্ত্রিংশস্যোদ্যমেন চ।
আক্ষেপণেন চৈবাসেস্ত্রিধা রক্তোক্ষিতোঽভবৎ ॥ ৪৩
তস্য লোহিতরক্তস্য দীপ্তখড়্গস্য যুধ্যতঃ।
অমানুষ ইবাকারো বভৌ পরমভীষণঃ ॥ ৪৪

তখন সেই সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার সহসা উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু অশ্বত্থামা নিকটে আসিতেই তাঁহাদের সকলকেই রুদ্রাস্ত্রে সংহার করিলেন ॥ ৩৪½

এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার সেবকগণকে বিনাশ করত অশ্বত্থামা নিকটেই শয়নাগারে পালঙ্কের উপর নিদ্রিত উত্তমৌজাকে দর্শন করিলেন ॥ ৩৫½

তারপর শত্রুদমন উত্তমৌজাকেও কণ্ঠ এবং বক্ষে পদের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকেও সেইভাবেই পশুর মত মারিয়া ফেলিলেন। তখন সেই উত্তমৌজাও ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

উত্তমৌজা রাক্ষসের দ্বারা নিহত হইয়াছে মনে করিয়া যুধামন্যুও সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তীব্র বেগে গদা উত্তোলিত করিয়া অশ্বত্থামার বক্ষে প্রহার করিলেন ॥ ৩৬½

অশ্বত্থামা অভিদ্রুত তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ভূতলে পাতিত করিলেন। তারপর তিনি অশ্বত্থামার নিকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা ইঁহাকেও পশুর তুল্য মারিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭½

রাজেন্দ্র ! এইভাবে যুধামন্যুকে বধ করত বীর অশ্বত্থামা অন্য মহারথীদিগকেও সেখানে শয়ন করিয়া থাকিবার সময়েই আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা সকলে তখন ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু যেরূপ হিংসাপ্রধান যজ্ঞে বধের জন্য নিযুক্ত পুরুষ পশুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও (অশ্বত্থামাও) তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ৩৮-৩৯

তদনন্তর অসিযুদ্ধ করিতে নিপুণ অশ্বত্থামা হস্তে খড়্গ লইয়া প্রত্যেক ভাগে বিভিন্ন মার্গে বিচরণ করিতে করিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্য বীরগণকেও বধ করিলেন ॥ ৪০

এইরূপ শিবিরের মধ্যভাগের রক্ষক সৈন্যগণ শুইয়া ছিলেন। এই সময় তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের অস্ত্রসকল ব্যস্তভাবে পতিত ছিল। ইঁহাদের সকলকে এই অবস্থায় দেখিয়া অশ্বত্থামা ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ৪১

তিনি নিজ শ্রেষ্ঠ তরবারির দ্বারা যোদ্ধা, অশ্ব ও হস্তিগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়াছিল. তিনি যেন কালপ্রেরিত যমরাজের ন্যায় এই সময় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৪২

নিহত সৈন্যদের হস্ত ও পদ সকল ছট্‌ফট্ করিতে থাকায়, তাঁহাদিগকে বধ করিতে তরবারি উত্তোলিত করায় এবং ইহার দ্বারা সর্ব্বদিকে প্রহার করিতে থাকায়—এই তিন কারণেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৩

তিনি রক্তে লোহিতবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধরত এই বীরের তরবারি চমকিত হইতেছিল। সেই সময় ইঁহার আকার মানবেতর প্রাণীর ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৪

যে ত্বজাগ্রস্তু কৌরব্য তেঽপি শব্দেন মোহিতাঃ
নিরীক্ষ্যমাণা অন্যোন্যং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা প্রবিব্যথুঃ ॥ ৪৫
তদ্ রূপং তস্য তে দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াঃ শক্রকর্ষিণঃ।
রাক্ষসং মন্যমানাস্তং নয়নানি ন্যমীলয়ন্ ॥ ৪৬
স ঘোররূপো ব্যচরৎ কালবচ্ছিবিরে ততঃ।
অপশ্যদ্ দ্রৌপদীপুত্রানবশিষ্টাংশ্চ সোমকান্ ॥ ৪৭
তেন শব্দেন বিত্রস্তা ধনুর্হস্তা মহারথাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং হতং শ্রুত্বা দ্রৌপদেয়া বিশাম্পতে ॥ ৪৮
অবাকিরন্ শরব্রাতৈর্ভারদ্বাজমভীতবৎ
ততস্তেন নিনাদেন সম্প্রবুদ্ধাঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৪৯
শিখণ্ডিমুখৈঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াঃ সমাদয়ন্
ভারদ্বাজঃ স তান্ দৃষ্ট্বা শরবর্ষাণি বর্ষতঃ ॥ ৫০
ননাদ বলবন্নাদং ক্ষিপন্ সুপ্তান্ মহারথান্।
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৫১

কুরুনন্দন! যাহারা জাগরিত হইতেছিলেন, তাঁহারাও সেই কোলাহলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে দেখিয়া দেখিয়াই অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ৪৫

এই সব শত্রুনাশন ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার সেই রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাক্ষস মনে করত চক্ষু মুদিত করিতে লাগিলেন। ৪৬

এই ভয়ানক রূপধারী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সমস্ত শিবিরে কালের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলেন। তিনি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অবশিষ্ট সোমকগণকে দেখিতে পাইলেন। ৪৭

প্রজানাথ! ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত হইতে শুনিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথী পুত্র সেই শব্দে ভীত হইয়া হস্তে ধনু ধারণ করত অগ্রসর হইলেন। ৪৮

তারপর নির্ভর হইয়া তাঁহারা অশ্বত্থামার উপর বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তদনন্তর এই কোলাহলে বীর প্রভদ্রকগণ জাগিয়া উঠিলেন। শিখণ্ডীও ইঁহাদেরই সহিত ছিলেন। ইঁহারা সকলে দ্রোণপুত্রকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৯।

এই সব মহারথীদিগকে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা ইঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ৫০½

তারপর পিতার বধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি অতিশয় কুপিত হইলেন এবং রথের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া শত

অবরুহ্য রথোপস্থাৎ ত্বরমাণোঽভিদুদ্রুবে
সহস্রচন্দ্রবিমলং গৃহীত্বা চর্ম সংযুগে ॥ ৫২
খড়্গঞ্চ বিমলং দিব্যং জাতরূপ-পরিষ্কৃতম্।
দ্রৌপদেয়ানভিদ্রুত্য খড়্গেন ব্যধমদ্ বলী ॥ ৫৩
ততঃ স নরশার্দূলঃ প্রতিবিন্ধ্যং মহাহবে।
কুক্ষিদেশেঽবধীদ্ রাজন্ স হতো ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ৫৪
প্রাসেন বিদ্ধ্বা দ্রৌণিস্তু সুতসোমং প্রতাপবান্
পুনশ্চাসিং সমুদ্যম্য দ্রৌণপুত্রমুপাদ্রবৎ ॥ ৫৫
সুতসোমস্য সাসিং তং বাহুং ছিত্ত্বা নরর্ষভ।
পুনরপ্যাহনৎ পার্শ্বে স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ ৫৬
নাকুলিস্তু শতানীকো রথচক্রেণ বীর্যবান্।
দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য বেগেন দ্রৌপদেয়মতাড়য়ৎ। ৫৭
অতাড়য়চ্ছতানীকঃ মুক্তচক্রঃ ত্বিষংস্তু সঃ
স বিহ্বলো ঘোরে ভূমৌ হাহতস্যাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ৫৮

চন্দ্রাকার চিহ্ন সুশোভিত ও পরম নির্মল এবং সুবর্ণভূষিত দিব্য নির্মল খড়্গ ধারণ করত অশ্বত্থামা সহসা বেগে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ৫২

এই বলবান বীর দ্রৌপদীর পুত্রগণের উপর আক্রমণ করত খড়্গের দ্বারা তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন রাজন্! এই সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা মহাসমরে পরাক্রান্ত বিন্ধ্যের কুক্ষিদেশে উদরে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বিনাশ করিলেন। তিনি নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৫৪

তাহার পর প্রতাপশালী সুতসোম প্রথমে দ্রোণপুত্রকে প্রাসের দ্বারা বিদ্ধ করত পুনরায় তরবারি উত্তোলিত করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। ৫৫

নরশ্রেষ্ঠ! তখন অশ্বত্থামা তরবারি সহ সুতসোমের বাহু ছেদন করত পুনরায় তাঁহার পার্শ্বভাগে তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন। ইহাতে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া ফাটিল এবং তিনি ধরাশায়ী হইলেন। ৫৬

ইহার পর নকুলের পরাক্রমশালী পুত্র শতানীক নিজ দুই বাহু দ্বারা রথচক্র উত্তোলিত করত তাহার দ্বারা তীব্রবেগে অশ্বত্থামার বক্ষে প্রহার করিলেন। ৫৭

শতানীক যখন চক্র নিক্ষেপ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামাও তাঁহার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ইহাতে ব্যাকুল হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় অশ্বত্থামা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। ৫৮

শ্রুতকর্ম্মা তু পরিঘং গৃহীত্বা সমতাড়য়ৎ
অভিদ্রুত্য যযৌ দ্রৌণিং সব্যে সফলকে ভৃশম্ ॥ ৫৯
স তু তং শ্রুতকর্ম্মাণমাস্যে জঘ্নে বরাসিনা।
স হতো ন্যপতদ্ ভূমৌ বিমূঢ়ো বিকৃতাননঃ ॥ ৬০
তেন শব্দেন বীরস্তু শ্রুতকীর্ত্তির্মহারথঃ।
অশ্বত্থামানমাসাদ্য শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৬১
তস্যাপি শরবর্ষাণি চর্ম্মণা প্রতিবার্য্য সঃ।
সকুণ্ডলং শিরঃ কায়াদ্ ভ্রাজমানমুপাহরৎ ॥ ৬২
ততো ভীম্ম নিহন্তা তং সহ সর্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ।
অহনৎ সর্বতো বীরং নানাপ্রহরণৈর্বলী ॥ ৬৩
শিলীমুখেন চান্যেন ভ্রুবোর্মধ্যে সমার্পয়ৎ।
স তু ক্রোধসমাবিষ্টো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৬৪
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য দ্বিধা চিচ্ছেদ সোঽসিনা।
শিখণ্ডিনং ততো হত্বা ক্রোধাবিষ্টঃ পরন্তপঃ ॥ ৬৫

তারপর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ গ্রহণ করত অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি অশ্বত্থামার চালযুক্ত বাম বাহুতে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৫৯

তখন অশ্বত্থামা শ্রেষ্ঠ তরবারির দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার মুখের উপরে আঘাত করিলেন। সেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য শ্রুতকর্ম্মা ভূতলে পতিত হইলেন এই সময় তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬০

এই কোলাহল শ্রবণ করত বীর শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার নিকটে গিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

ইঁহার বাণবর্ষণ ঢালের দ্বারা নিবারণ করত অশ্বত্থামা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তককে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন ॥ ৬২

তদনন্তর সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত বলবান্ ভীমহন্তা শিখণ্ডী নানাপ্রকার অস্ত্রসকলের দ্বারা অশ্বত্থামার উপর চারিদিকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং অন্য একটি বাণের দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার ভ্রুদ্বয়ের মধ্যভাগে আঘাত করিলেন ॥ ৬৩½

তখন মহাবল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ক্রোধে অতিশয় আবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর নিকট গমন করত তাঁহাকে নিজের তরবারির দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৪½

ক্রোধাবিষ্ট শত্রুতাপন অশ্বত্থামা এইভাবে শিখণ্ডীকে বিনাশ করত সমস্ত প্রভদ্রকগণের উপর তীব্রবেগে ধাবিত হইলেন। এই সঙ্গে রাজা বিরাটের যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তিনি

প্রভদ্রকগণান্ সর্বানভিদুদ্রাব বেগবান্।
যচ্চ শিষ্টং বিরাটস্য বলং তু ভৃশমাদ্রবৎ ॥ ৬৬
দ্রুপদস্য চ পুত্রাণাং পৌত্রাণাং সুহৃদামপি।
চকার কদনং ঘোরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা মহাবলঃ ॥ ৬৭
অন্যানন্যাংশ্চ পুরুষানভিসৃত্যাভিসৃত্য চ।
ন্যকৃন্তদসিনা দ্রৌণিরসিমার্গবিশারদঃ ॥ ৬৮
কালীং রক্তাস্যনয়নাং রক্তমাল্যানুলেপনাম্।
রক্তাম্বরধরামেকাং পাশহস্তাং কুটুম্বিনীম্ ॥ ৬৯
দদৃশুঃ কালরাত্রিং তে গায়মানামবস্থিতাম্।
নরাশ্ব-কুঞ্জরান্ পাশৈর্বদ্ধ্বা ঘোরৈঃ প্রতস্থুষীম্ ॥ ৭০
বহন্তীং বিবিধান্ প্রেতান্ পাশবদ্ধান্ বিমূর্দ্ধজান্।
তথৈব চ সদা রাজন্ ন্যস্তশস্ত্রান্ মহারথান্ ॥ ৭১
স্বপ্নে সুপ্তান্নয়ন্তীং তাং রাত্রিমধ্যাসু মানিষ।
দদৃশুর্যোধমুখ্যাস্তে ঘ্নন্তং দ্রৌণিঞ্চ সর্বদা ॥ ৭২

তাঁহাদের দিকেও প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৫-৬৬

সেই মহাবল বীর অশ্বত্থামা দ্রুপদের পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদ্‌গণকে অন্বেষণ করিয়া করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ-সাধন করিলেন ॥ ৬৭

তরবারি চালনায় নিপুণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অন্যান্য পুরুষ-দিগেরও নিকটে যাইয়া তরবারির দ্বারা তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৬৮

সেই সময় পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা মূর্ত্তিমতী কালরাত্রিকে দর্শন করিলেন, যাঁহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ, মুখ ও নেত্র রক্তবর্ণের ছিল। ইনি রক্তপুষ্পের মালা পরিধান এবং রক্তচন্দন লেপন করিয়া-ছিলেন। ইনি রক্তবর্ণের শাড়ী পরিধান করিয়াছিলেন, একাকিনী ছিলেন এবং হস্তে পাশধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গীগণও এই সময় ইঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইনি গান করিতে করিতে অবস্থিত ছিলেন এবং ভয়ঙ্কর পাশ অস্ত্রের দ্বারা মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগকে বন্ধন করত লইয়া যাইতেছিলেন ॥ ৬৯-৭০

মাননীয় রাজন্! মুখ্য মুখ্য অন্যান্য যোদ্ধারাও অন্য বহু রাত্রিমধ্যে স্বপ্নে সেই কালরাত্রিকে দর্শন করিলেন। তিনি সর্ব্বদা নানাপ্রকার কেশহীন প্রেতগণকে নিজের পাশের দ্বারা বন্ধন করত লইয়া যাইতে লাগিলেন, এইরূপ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রিত মহারথী বীরগণকেও লইয়া যাইতে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারাও সংহারকারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকেও সেই সময় স্বপ্নে দর্শন করিতেছিলেন ॥ ৭১-৭২

যতঃ প্রভৃতি সংগ্রামঃ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
ততঃ প্রভৃতি তাং কন্যামপশ্যন্ দ্রৌণিমেব চ ॥ ৭৩
তাংস্তু দৈবহতান্ পূর্বং পশ্চাদ্ দ্রৌণির্ব্যপাতয়ৎ।
ত্রাসয়ন্ সর্বভূতানি বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৭৪
তদনুস্মৃত্য তে বীরা দর্শনং পূর্বকালিকম্।
ইদং তদিত্যমন্যন্ত দৈবেনোপনিপীড়িতাঃ ॥ ৭৫
ততস্তেন নিনাদেন প্রত্যবুধ্যন্ত ধন্বিনঃ।
শিবিরে পাণ্ডবেয়ানাং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৬
সোঽচ্ছিনৎ কস্যচিৎ পাদৌ জঘনঞ্চৈব কস্যচিৎ।
কাংশ্চিদ্ বিভেদ পার্শ্বেষু কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ৭৭
অত্যুগ্রপ্রতিপিষ্টৈশ্চ নদদ্ভিশ্চ ভৃশোঽকটৈঃ
গজাশ্বমথিতৈশ্চান্যৈর্মহী কীর্ণাভবৎ প্রভো ॥ ৭৮
ক্রোশতাং কিমিদং কোঽয়ং কঃ শব্দঃ কিং নু কিং কৃতম্।
এবং তেষাং তথা দ্রৌণিরস্যকঃ সমপদ্যত ॥ ৭৯
অপেতশস্ত্রসন্নাহান্ সন্নদ্ধান পাণ্ডুসৃঞ্জয়ান্।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় দ্রৌণিঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৮০
ততস্তচ্ছব্দবিত্রস্তা উৎপতন্তো ভয়াতুরাঃ।
নিদ্রান্ধা নষ্টসংজ্ঞাশ্চ তত্র তত্র নিলিলিরে ॥ ৮১
উরুস্তম্ভগৃহীতাশ্চ কশ্মলাভিহতৌজসঃ।
বিনদন্তো ভৃশং ত্রস্তাঃ সমাসীদন্ পরস্পরম্ ॥ ৮২
ততো রথং পুনর্দ্রৌণিরাস্থিতো ভীমনিঃস্বনম্।
ধনুষ্পাণিঃ শরৈরন্যান্ প্রৈষয়দ্ বৈ যমক্ষয়ম্ ॥ ৮৩
পুনরুৎপততশ্চাপি দূরাদপি নরোত্তমান্।
শূরান্ সম্পততশ্চান্যান্ কালরাত্র্যা ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮৪
তথৈব স্যন্দনাগ্রেণ প্রমথন্ স বিধাবতি।
শরবর্ষৈশ্চ বিবিধৈরবষচ্ছাত্রবাংস্ততঃ ॥ ৮৫

যখন হইতে কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যদের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, তখন হইতেই এই সব যোদ্ধারা কন্যারূপিনী কালরাত্রিকে এবং কালরূপধারী অশ্বত্থামাকে দর্শন করিতেছিলেন। পূর্ব হইতেই দৈব কর্তৃক নিহত এই সব বীরবৃন্দকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পরে বিনাশ করিলেন এই অশ্বত্থামা ভয়ানক স্বরে গর্জন করিতে করিতে সমস্ত প্রাণীদিগকে ভীত করিতেছিলেন ৭৩-৭৪

এই দৈবপীড়িত বীরগণ পূর্বে দৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করত এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, এই সেই স্বপ্ন আজ এইরূপে সত্যে পরিণত হইল ॥ ৭৫

তদনন্তর অশ্বত্থামার সেই সিংহনাদে পাণ্ডবগণের শিবিরে শত শত ও সহস্র সহস্র ধনুর্ধর বীর জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৭৬

সেই সময় কালপ্রেরিত যমরাজের ন্যায় তিনি কাহার পাদদ্বয় কাটিয়া দিলেন, কাহারও কোমর ছেদন করিলেন এবং কাহারও পার্শ্বভাগে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৭

ইঁহারা সকলেই তখন গুরুতররূপে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা অত্যন্ত উৎকট স্বরে চীৎকার করিতেছিলেন। এইভাবে মুক্ত অশ্ব ও হস্তিগণ অন্য বহু সংখ্যক যোদ্ধাকে পিষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রভো! এই সব যোদ্ধাদের মৃতদেহে ধরণী, তখন পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৭৮

আহত বীরগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—ইহা কি হইতেছে। এ কোন্ ব্যক্তি? এই কেন কোলাহল হইতেছে? এই ব্যক্তি কি করিয়াছে? এইভাবে চীৎকারকারী বীরগণের পক্ষে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কালস্বরূপ হইয়া উঠিলেন ॥ ৭৯

পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাগণের মধ্যে যাঁহারা অস্ত্রসকল রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং যাঁহারা পুনরায় কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, ইঁহাদের সকলকে যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রহার করিতে নিপুণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮০

যাঁহারা নিদ্রাবশতঃ অন্ধ ও প্রায় অচৈতন্য হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ইঁহার শব্দে ভীত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া যেখানে সেখানে আত্মগোপন করিলেন ॥ ৮১

ইঁহাদের কক্ষা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মোহবশতঃ ইঁহাদের বল ও উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইল। ইঁহারা ভীত হইয়া ভীরস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮২

ইহার পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পুনরায় ভয়ানক শব্দকারী নিজ রথের উপর আরোহণ করত হস্তে ধনুর্ধারণ পূর্বক বাণসমূহের দ্বারা অপর যোদ্ধাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩

অশ্বত্থামা পুনরায় উত্থিত ও নিজের উপর আক্রমণকারী অপরাপর নরশ্রেষ্ঠ বীরবর যোদ্ধাদিগকে এবং অন্য বীরগণকেও বিনাশ করত কালরাত্রিকে নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪

তিনি স্বীয় রথাগ্রভাগের দ্বারা শত্রুদিগকে মথিত করিতে

পুনশ্চ সুবিচিত্রেণ শতচন্দ্রেণ চর্মণা ।
তেন চাকাশবর্ণেন তথাচরত সোঽসিনা ॥ ৮৬
তথা চ শিবিরং তেষাং দ্রৌণিরাহবদুর্মদঃ ।
ব্যক্ষোভয়ত রাজেন্দ্র মহাহ্রদমিব দ্বিপঃ ॥ ৮৭
উৎপেতুস্তেন শব্দেন যোধা রাজন্ বিচেতসঃ ।
নিদ্রার্তাশ্চ ভয়ার্তাশ্চ বাধাবন্ত ততস্ততঃ ॥ ৮৮
বিস্বরং চুক্রুশুশ্চানো বহ্বববদ্ধং তথা বদন্ ।
ন চ স্ম প্রত্যপদ্যন্ত শস্ত্রাণি বসনানি চ ॥ ৮৯
বিমুক্তকেশাশ্চাপ্যনো নাভ্যজানন্ পরস্পরম্ ।
উৎপতন্তোঽপতন্ ভ্রাম্যাঃ কেচিৎ তত্রাভ্রমংস্তদা ॥ ৯০
পুরীষমসৃজন্ কেচিৎ কেচিন্মূত্রং প্রসুস্রুবুঃ
বন্ধনানি চ রাজেন্দ্র সংচ্ছিদ্য তুরগা দ্বিপাঃ ॥ ৯১
সমং পর্যাপতংশ্চানো কুর্বন্তো মহদাকুলম্

করিতে সকলদিকে ধাবিত হইতেছিলেন এবং নানাপ্রকার বাক্য সকল বলিয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ৮৫

পুনরায় তিনি শত চন্দ্রাকার চিহ্নে যুক্ত ঢাল এবং আকাশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট প্রকাণ্ড তরবারি গ্রহণ করত সকলদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন

রাজেন্দ্র ! রণদুর্মদ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা শত্রুদলের শিবির সকলকে সেইভাবে বিমর্দন করিয়া দিলেন, যেরূপ কোন গজরাজ বিশাল এক সরোবরকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে ॥ ৮৭

রাজন্ ! এই হানাহানির কোলাহলে নিদ্রায় অচেতন হইয়া পতিত যোদ্ধারা উঠিয়া পড়িলেন এবং ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮

বহু যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলেন এবং বহু প্রকার অসংলগ্ন বাক্য বলিতে লাগিলেন। ইঁহারা তখন নিজেদের অস্ত্র এবং বস্ত্রসকল অন্বেষণ করিয়া পাইতেছিলেন না ॥ ৮৯

অন্য বহু যোদ্ধা কেশ মুক্ত করত ধাবিত হইতেছিলেন। এই অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিতে ছিলেন না। কেহ লম্ফপ্রদান করিতে করিতে পলাইতেছিলেন ও পরিশ্রান্ত হইয়া পতিত হইতেছিলেন এবং কেহ কেহ সেস্থানেই ঘুরিতে লাগিলেন ॥ ৯০

বহু যোদ্ধা মলত্যাগ করিতেছিলেন এবং বহু যোদ্ধা প্রস্রাব করিয়া ফেলিলেন। রাজেন্দ্র ! অন্য বহু সংখ্যক অশ্ব ও হস্তী বন্ধন ছিন্ন করত এক সঙ্গেই সকলদিকে দৌড়াইতে এবং সকল লোককে অতিশয় ব্যাকুল করিতে লাগিল ॥ ৯১

তত্র কেচিন্নরা ভীতা বালীয়ন্ত মহীতলে ॥ ৯২
তথৈব তান্ নিপতিতানপিংষন্ গজবাজিনঃ ।
তস্মিংস্তথা বর্তমানে রক্ষাংসি পুরুষর্ষভ ॥ ৯৩
হৃষ্টানি বানদন্নুচ্চৈর্মুদা ভরতসত্তম ।
স শব্দঃ পুরিতো রাজন্ তুতসঙ্ঘৈর্মুদান্বিতৈঃ ॥ ৯৪
অপূরয়দ্ দিশঃ সর্বা দিবং চাভিমহান্ স্বনঃ ।
তেষামার্তবরং শ্রুত্বা বিত্রস্তা গজবাজিনঃ ॥ ৯৫
মুক্তাঃ পর্যাপতন্ রাজন্ মৃদ্নন্তঃ শিবিরে জনম্ ।
তৈস্তত্র পরিধাবদ্ভিশ্চরণোদ্ধীরিতং রজঃ ॥ ৯৬
অকরোচ্ছিবিরে তেষাং রজন্যাং দ্বিগুণং তমঃ ।
তস্মিংস্তমসি সঞ্জাতে প্রমুচাঃ সর্বতো জনাঃ ॥ ৯৭
নাজানন্ পিতরঃ পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ ভ্রাতর এব চ ।
গজা গজানতিক্রম্য নির্মনুষ্যা হয়া হয়ান্ ॥ ৯৮

বহু মানুষ ভীত হইয়া ভূতলে লুকাইয়া পড়িলেন। ইহাদিগকে এই অবস্থায় পলায়মান অশ্ব এবং হস্তীরা নিজেদের পায়ের চাপে পেষণ করিয়া দিল ॥ ৯২

পুরুষপ্রবর ! ভরতশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ যখন এই হানাহানি চলিতেছিল, সেই সময় রাক্ষসগণ হৃষ্ট উৎফুল্ল হইয়া ভীষণস্বরে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৯৩

রাজন্ ! আনন্দময় ভূতসঙ্ঘ দ্বারা কৃত সেই প্রচণ্ড কোলাহলে সমস্ত দিক্‌মণ্ডল এবং আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৯৪

রাজন্ ! ভিন্নস্বাদ যোদ্ধাগণের আর্তনাদ শ্রবণ করত হস্তী ও অশ্বগণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহারা বন্ধন-মুক্ত হইয়া শিবিরে অবস্থিত মনুষ্যদিগকে পেষণ করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল ॥ ৯৫

এই সব ধাবমান অশ্ব ও হস্তিগণ নিজেদের পায়ের চাপে যে ধূলিজাল উড়াইতে থাকিল, উহা পাণ্ডবদের শিবিরে রাত্রির অন্ধকারকে দ্বিগুণ করিয়া দিল ॥ ৯৬

এই ঘোর অন্ধকার বিস্তৃত হইলে পর সেখানে স্থিত সমস্ত মানুষ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই সময় পিতারা পুত্রদিগকে এবং ভ্রাতারা ভ্রাতৃবৃন্দকে চিনিতে পারিতেছিলেন না ॥ ৯৭

ভারত ! হাতীরা হাতীদের উপর এবং আরোহি-হীন অশ্বসকল অশ্বদের উপর আক্রমণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ইহারা পরস্পরের অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া পরস্পরকে মৃত্তিকায় পোথিত করিয়া দিল ॥ ৯৮

অতাড়য়ন্ত পরাঃ শস্ত্রৈস্তথাস্মদন্ত ভারত
তে ভগ্নাঃ প্রপতন্তস্ত নিঘ্নন্তশ্চ পরস্পরম্
সুপাতয়ংস্তথা চান্যান্ পাতয়িত্বা তদাপিপন্
বিচেতসঃ সনিদ্রাশ্চ তমসা চাবৃতা নরাঃ ॥
জগ্মুঃ স্বানেব তত্রাথ কালেনেব প্রচোদিতাঃ
ত্যক্ত্বা দ্বারাণি চ দ্বাঃস্থাস্তথা গুল্মানি গৌল্মিকাঃ ॥
প্রাদ্রবন্ত যথাশক্তি কাল্পিতা বিচেতসঃ ।
বিপ্রণষ্টাশ্চ তেঽন্যোন্যং নাজানন্ত তথা বিভো ॥
ক্রোশন্তস্তাত পুত্রেতি দৈবোপহতচেতসঃ ।
পলায়তাং দিশস্তেষাং স্বানপ্যাহূয়ন্ত বান্ধবান্ ॥ ১০৩
গোত্রনামভিরন্যোন্যমাক্রন্দন্ত ততো জনাঃ
হাহাকারঞ্চ কুর্বাণাঃ পৃথিব্যাং পেরিরে পরে ১০৪
তান্ বুদ্ধ্বা রণমত্তোঽসৌ দ্রোণপুত্রো ব্যপোথয়ৎ ।
তত্রাপরে বধ্যমানা মুহুর্মুহুরচেতসঃ ॥ ১০৫

শিবিরান্নিষ্পতন্তি স্ম ক্ষত্রিয়া ভয়পীড়িতাঃ ।
তাংস্তু নিষ্পতিতান্ দৃষ্ট্বা শিবরাজ্ঞ্যবিতিষ্ঠিণঃ ॥ ১০৬
কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজঘ্নতুঃ ।
বিস্রস্তযন্ত্রকবচান্ মুক্তকেশান্ কৃতাঞ্জলীন্ ॥ ১০৭
বেপমানান্ ক্ষিতৌ ভীতান্ নৈব কাংশ্চিদমুঞ্চতাম্ ।
নামুচ্যত ভয়ো কশ্চিন্নিষ্ক্রান্তঃ শিবিরাদ্ বহিঃ ॥ ১০৮
কৃপশ্চৈব মহারাজ হার্দিক্যশ্চৈব দুর্মতিঃ ।
ভূয়শ্চৈব চিকীর্ষন্তৌ দ্রোণপুত্রস্য তৌ প্রিয়ম্ ॥ ১০৯
ত্রিষু দেশেষু দদহুঃ শিবিরস্য হুতাশনম্ ।
ততঃ প্রকাশে শিবিরে খড়্গেন পিতুনন্দনঃ ॥ ১১০
অশ্বত্থামা মহারাজ ব্যচরৎ কৃতহস্তবৎ ।
কাংশ্চিদাপততো বীরানপরাংশ্চৈব ধাবতঃ ॥ ১১১
ব্যযোজয়ত খড়্গেন প্রাণেষ্বিজ্ঞবরোত্তমঃ ।
কাংশ্চিদ্ যোধান্ সখড়্গেন মধ্যে সংছিদ্য বীর্যবান্ ॥ ১১২

পরস্পর আঘাত করিতে করিতে হস্তী ও অশ্বগণ নিজেরাও অত্যন্ত আহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং অন্য সকলকেও পতিত করিয়া তাহাদের পেষণ করিয়া ফেলিল।

বহু মানুষ নিদ্রায় অচেতন হইয়াছিলেন এবং ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহারা সহসা উত্থিত হইয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মীয়স্বজনদিগকেই বধ করিতে লাগিলেন। ১০৩

দ্বারপালগণ দ্বারসমূহ এবং শিবির রক্ষাকারী সৈন্যরা শিবির সকল পরিত্যাগ করত যথাশক্তি পলায়ন করিতে লাগিলেন ইঁহারা সকলেই তখন চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং নিজেরাও তখন বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, তাঁহাদের কোন্ দিকে পলায়ন করিতে হইবে। ১০৪

প্রভো! এই সব পলায়মান সৈন্যরা পরস্পরকে তখন চিনিতে পারিতেছিলেন না। দৈববশতঃ ইঁহাদের বুদ্ধিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা 'হে তাত! হা পুত্র!' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ স্বজনগণকে আহ্বান করিতেছিলেন। ১০৫

নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণকেও পরিত্যাগ করত নানাদিকে পলায়নরত যোদ্ধাগণের নাম ও গোত্র চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বহু মানুষ এই সময় হাহাকার করিতে করিতে ধরাশায়ী হইলেন। ১০৩-১০৪

যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ইহাদের সকলকে জানিয়া শুনিয়াই বিনাশ করত শোণিত করিয়া দিলেন। বারংবার তাঁহার প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অপর বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ভয়পীড়িত অবস্থায় শিবির হইতে বাহিরে নির্গত হইতে লাগিলেন। ১০৫

প্রাণ রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষায় ভীত হইয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রমণকারী এই সব ক্ষত্রিয়দিগকে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য দ্বার মধ্যেই বিনাশ করিয়া দিলেন। ১

ইঁহাদের বস্ত্র ও কবচ মুক্ত হইয়া গিয়াছিল ইঁহাদের কেশ উন্মুক্ত ছিল ইঁহারা কৃতাঞ্জলি ও ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়ে ইঁহাদের কাহাকেও জীবিত পরিত্যাগ করিলেন না। ১০৬-১০৮

মহারাজ! কৃপাচার্য ও দুর্মতি কৃতবর্মা—এই উভয়েই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অধিক প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন অতএব ইঁহারা সেই সব শিবিরের তিন দিকে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। ১০৯

মহারাজ! ইহাতে সমস্ত শিবির আলোকিত হইয়া উঠিল এবং এই অবস্থায় পিতার আনন্দবর্ধনকারী অশ্বত্থামা হস্তে খড়্গ ধারণ করত একজন সিদ্ধহস্ত যোদ্ধার ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১১০

এই সময় কিছু ক্ষত্রিয় বীর তাঁহার উপর আক্রমণ করিতেছিলেন এবং অপর ক্ষত্রিয়গণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এই বিবিধ যোদ্ধাগণকেই তরবারির আঘাতে প্রাণহীন করিয়া দিলেন।

অতিশয় ক্রুদ্ধ শক্তিশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কিছু যোদ্ধাকে

অপাতয়দ্ দ্রোণপুত্রঃ সংরব্ধস্তলকাণ্ডবৎ
নিনদদ্‌ভির্ভৃশায়স্তৈর্নরাশ্বদ্বিরদোত্তমৈঃ ॥ ১১৩
পতিতৈরভবৎ কীর্ণা মেদিনী ভরতর্ষভ।
মানুষাণাং সহস্রেষু হতেষু পতিতেষু চ ॥ ১১৪
উদতিষ্ঠন্ করন্ধানি বহূন্যুত্থায় চাপতন্।
সাযুধান্ সাঙ্গদান্ বাহূন্ বিচকর্ত শিরাংসি চ ॥ ১১৫
হস্তিহস্তোপমানূরূন্ হস্তান্ পাদাংশ্চ ভারত।
পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্ পার্শ্বচ্ছিন্নান্ শিরশ্ছিন্নাংস্তথা পরান্ ॥ ১১৬
স মহাত্মাকরোদ্ দ্রৌণিঃ কাংশ্চিচ্চাপি পরাঙ্‌মুখান্।
মধ্যদেশে নরানন্যাংশ্চিচ্ছেদান্যাংশ্চ কর্ণতঃ ॥ ১১৭
অংসদেশে নিহত্যান্যান্ কায়ে প্রাবেশয়চ্ছিরঃ।
এবং বিচরতস্তস্য নিঘ্নতঃ সুবহূন্ নরান্ ॥ ১১৮
তমসা রজনী ঘোরা বভৌ দারুণদর্শনা।

কিঞ্চিৎপ্রাণৈশ্চ পুরুষৈর্হতৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১১৯
বহুনা চ গজাঙ্গেন ভূরভূদ্ ভীমদর্শনা
যক্ষরক্ষঃসমাকীর্ণে রথাশ্বদ্বিপদারুণে ॥ ১২০
ক্রুদ্ধেন দ্রোণপুত্রেণ সংছন্নাঃ প্রাপতন্ ভুবি।
ভ্রাতৃনন্যে পিতৃনন্যে পুত্রানন্যে বিচুক্রুশুঃ ॥ ১২১
কেচিদূচুর্ন তৎ ক্রুদ্ধৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতং রণে।
যৎ কৃতং নঃ প্রসুপ্তানাং রক্ষোভিঃ ক্রূরকর্মভিঃ ॥ ১২২
অসাম্প্রধ্যাদ্ধি পার্থানামিদং নঃ কদনং কৃতম্।
ন চাসুরৈর্ন গন্ধর্বৈর্ন চ যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥ ১২৩
শক্যো বিজেতুং কৌন্তেয়ো গোপ্তা যস্য জনার্দনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্ দান্তঃ সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১২৪
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা নাস্তশস্ত্রং কৃতাঞ্জলিম্।
ধাবন্তং মুক্তকেশং বা হন্তি পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১২৫

তিলকাণ্ডের ন্যায় মধ্যভাগেই তরবারির দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ১১২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! অন্যান্য মানুষ অবস্থায় ভূতলে পতিত হইয়া আর্তনাদকারী মনুষ্য, অশ্ব ও বিশালদেহ হস্তিগণের দ্বারা সেখানকার ভূমি আবৃত হইয়া যাইল

সহস্র সহস্র মানুষ নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ইহাদের মধ্যে বহু কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) উত্থিত হইতেছিল এবং পুনরায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ১১৪½

ভারত! অশ্বত্থামা অস্ত্র ও অঙ্গদসহ বহু মানুষের হস্ত এবং মস্তক ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। হস্তি শুণ্ডসদৃশ দৃশ্যমান জঙ্ঘা, হস্ত ও পদসমূহও তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১১৫½

মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কাহাদের পৃষ্ঠভাগ ছেদন করিলেন, কাহাদের পার্শ্বভাগ উড়াইয়া দিলেন, কাহাদের শিরশ্ছেদ করিলেন এবং কাহাদিগকে তিনি বিতাড়িত করিলেন ॥ ১১৬½

অশ্বত্থামা এই সময় বহুসংখ্যক মানুষের কটিভাগই ছেদন করিয়া দিলেন এবং বহু মানুষকে কর্ণহীন করিয়া দিলেন। অন্যান্য যোদ্ধাদের স্কন্ধদেশে আঘাত করত তাঁহাদের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১৭½

এইভাবে বহু মানুষকে সংহার করিতে করিতে তিনি শিবিরের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রাত্রি অন্ধকারবশতঃ আরও ঘোরতর এবং ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ১১৮½

মৃত ও অর্দ্ধমৃত সহস্র সহস্র মানুষ এবং বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বে আচ্ছাদিত সেই ভূমি দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ১১৯½

যক্ষ ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ এবং রথ, অশ্ব ও হস্তীতে দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রণক্ষেত্রে কুপিত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্তৃক বহু ক্ষত্রিয় নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিলেন ॥ ১২০½

কিছু মানুষ ভ্রাতৃগণকে, কিছু পিতৃদিগকে এবং অপর কিছু মানুষ পুত্রসকলকে আহ্বান করিতেছিলেন। কিছু মানুষ বলিতে লাগিলেন—ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও আমাদের রণাঙ্গনে যেরূপ দুর্গতি করেন নাই, যেরূপ আজ এই ক্রূরকর্মা রাক্ষস আমাদের নিদ্রিত অবস্থায় দুর্গতি করিল ॥ ১২১-১২২

আজ কুন্তীদেবীর পুত্রগণ আমাদের নিকট নাই, সেইজন্য আমাদের এই সংহার হইতেছে। কুন্তীনন্দন অর্জুনকে ত' অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসগণ কেহই জয় করিতে সমর্থ হন্ না; কারণ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার রক্ষক। ইনি ব্রাহ্মণ-ভক্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত ভূতগণের প্রতি দয়াবান্ ॥ ১২৩-১২৪

কুন্তীনন্দন অর্জুন নিদ্রিত, অসাবধান, অস্ত্রহীন, কৃতাঞ্জলি, পলায়নপর অথবা মুক্তকেশে দীনতা প্রকাশকারী মনুষ্যকে কখনও বধ করেন না ॥ ১২৫

তদিদং নঃ কৃতং ঘোরং রক্ষোভিঃ ক্রূরকর্মভিঃ।
ইতি লালপ্যমানাঃ স্ম শেরতে বহবো জনাঃ ॥ ১২৬
স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণামপরেষাঞ্চ কূজতাম্।
ততো মুহূর্তাৎ প্রাশাম্যৎ স শব্দস্তুমুলো মহান্ ॥ ১২৭
শোণিতব্যতিষিক্তায়াং বসুধায়াঞ্চ ভূমিপ।
তদ্রজস্তুমুলং ঘোরং ক্ষণেনাস্তরধীয়ত ॥ ১২৮
স চেষ্টমানানুদ্বিগ্নান্ নিরুৎসাহান্ সহস্রশঃ।
ন্যপাতয়দ্রথান্ ক্রুদ্ধঃ পশূন্ পশুপতির্যথা ॥ ১২৯
অন্যোন্যং সম্পরিষ্বজ্য শয়ানান্ দ্রবতোঽপরান্।
সংলীনান্ যুধ্যমানাংশ্চ সর্বান্ দ্রৌণিরপোথয়ৎ ॥১৩০
দহ্যমানা হুতাশেন বধ্যমানাশ্চ তেন তে।
পরস্পরং তদা যোধা অনয়ন্ যমসাদনম্ ॥ ১৩১
তস্যা রজন্যাস্তুর্যেন পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
গময়ামাস রাজেন্দ্র দ্রৌণির্যমনিবেশনম্ ॥ ১৩২
নিশাচরাণাং সত্ত্বানাং রাত্রিঃ সা হর্ষবর্ধিনী।
আসীন্নরগজাশ্বানাং রৌদ্রী ক্ষয়করী ভৃশম্ ॥ ১৩৩
তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষাংসি পিশাচাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
খাদন্তো নরমাংসানি পিবন্তঃ শোণিতানি চ ॥ ১৩৪
করালাঃ পিঙ্গলাশ্চৈব শৈলদন্তা রজস্বলাঃ।
জটিলা দীর্ঘশঙ্খাশ্চ পঞ্চপাদা মহোদরাঃ ॥ ১৩৫
পশ্চাদঙ্গুলয়ো রূক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনাঃ।
ঘণ্টাজালাবসক্তাশ্চ নীলকণ্ঠা বিভীষণাঃ ॥ ১৩৬
সপুত্রদারাঃ সক্রূরাঃ সুদুর্দর্শাঃ সুনির্ঘৃণাঃ।
বিবিধানি চ রূপাণি তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষসাম্ ॥ ১৩৭
পীত্বা চ শোণিতং হৃষ্টাঃ প্রানৃত্যন্ গণশোঽপরে।
ইদং পরমিদং মেধ্যমিদং স্বাদিতি চাব্রুবন্ ॥ ১৩৮

আজ ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণের দ্বারা আমাদের এই ভয়ঙ্কর দুর্দশা হইয়াছে। এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে বহু মানুষ রণাঙ্গনে শয়ন করিল ॥ ১২৬

তদনন্তর মুহূর্তকাল ধরিয়া আর্তনাদ ও বিলাপকারী মনুষ্যগণের সেই ভয়ঙ্কর কোলাহল শান্ত হইয়া যাইল।

রাজন্! রক্তে অভিষিক্ত ধরাতলে পতিত সেই ভয়ানক ধূলি ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যাইল ॥ ১২৮

যেরূপ প্রলয়কালের সময় ক্রুদ্ধ পশুপতি রুদ্র সমস্ত পশুদিগকে (প্রাণিগণকে) সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুপিত অশ্বত্থামা এইরূপ সহস্র সহস্র মানুষকে বিনাশ করিলেন, যাঁহারা কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতে তৎপর ছিলেন এবং যাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ায় উৎসাহহীন হইয়াছিলেন ॥ ১২৯

কিছু মানুষ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিল, অপর কিছু মানুষ পলায়ন করিতেছিল, অন্য কিছু যোদ্ধা আত্মগোপন করিয়া রহিলেন এবং অপর শ্রেণীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এই সকল যোদ্ধাকেই দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেস্থলে বিনাশ করিলেন ॥ ১৩০

একদিকে লোকসকল অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং অপর দিকে অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হইতেছিল, এরূপ অবস্থায় এই সব যোদ্ধারা স্বয়ংই পরস্পরকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩১

রাজেন্দ্র সেই রাত্রির মন্দভাগ সময়ের মধ্যে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের সেই বিশাল সৈন্যকে যমভবনে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৩২

এই ভয়ানক রাত্রি নিশাচর প্রাণিদিগের হর্ষবর্ধন করিতেছিল এবং মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের পক্ষে অত্যন্ত বিনাশকারী হইয়াছিল ॥ ১৩৩

সেখানে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট বহুসংখ্যক রাক্ষস এবং পিশাচ মনুষ্যগণের মাংস ও রক্ত পান করিতেছিল ॥ ১৩৪

ইহারা অতিশয় করাল এবং পিঙ্গল বর্ণের ছিল। ইহাদের দন্তসকল পর্বততুল্য ছিল। ইহারা সর্বাঙ্গে ধূলি লেপন করিয়াছিল এবং মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছিল। ইহাদের মস্তকের অস্থি বৃহৎ ছিল। ইহাদের পাঁচটি করিয়া পদ এবং উদর অত্যন্ত বৃহৎ ছিল ॥ ১৩৫

ইহাদের অঙ্গুলিসকল পশ্চাদ্ভাগে ছিল। ইহারা কর্কশ, কুরূপ ও ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ইহারা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার মালা পরিধান করিয়াছিল। ইহাদের কণ্ঠ নীল ছিল। ইহারা অতিশয় ভয়ানক দেখাইতে ছিল। ইহাদের স্ত্রী ও পুত্রগণও সঙ্গে ছিল। ইহারা অত্যন্ত ক্রূর ও নির্দয় ছিল। ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন ছিল। এইভাবে সেখানে রাক্ষসগণের নানাপ্রকার রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ১৩৬-১৩৭।

কাহারা রক্ত পান করত হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অপরে দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ইহারা পরস্পর আলাপ করিতেছিল—ইহা উত্তম, ইহা পবিত্র এবং ইহা বহু স্বাদিষ্ট ॥ ১৩৮

মেদোমজ্জাস্থিরক্তানাং বসানাঞ্চ ভুজাশিতাঃ।
পরমাংসানি খাদন্তঃ ক্রব্যাদা মাংসজীবনঃ ॥ ১৩৯
বসাশ্চৈবাপরে পীত্বা পর্য্যধাবন্ বিকুক্ষকাঃ।
নানাবক্ত্রাস্তথা রৌদ্রাঃ ক্রব্যাদাঃ পিশিতাশনাঃ ॥ ১৪০
অযুতানি চ তত্রাসন্ প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
রক্ষসাং ঘোররূপাণাং মহতাং ক্রূরকর্ম্মণাম্ ॥ ১৪১
মুদিতানাং বিতৃপ্তানাং তস্মিন্ মহতি বৈশসে।
সমেতানি বহূন্যাসন্ ভূতানি চ জনাধিপ ॥ ১৪২
প্রত্যূষকালে শিবিরাৎ প্রতিগন্তুমিয়েষ সঃ।
নৃশোণিতাবসিক্তস্য দ্রৌণেরাসীদসিঃ করঃ ॥ ১৪৩
পাণিনা সহ সংশ্লিষ্ট একীভূত ইব প্রভো।
দুর্গমাং পদবীং গত্বা বিররাজ জনক্ষয়ে। ১৪৪
যুগান্তে সর্বভূতানি ভস্ম কৃত্বেব পাবকঃ

যথাপ্রতিজ্ঞং তৎ কর্ম্ম কৃত্বা দ্রৌণায়নিঃ প্রভো ॥১৪৫
দুর্গমাং পদবীং গচ্ছন্ পিতুরাসীদ্ গতজ্বরঃ।
যথৈব সংসুপ্তজনে শিবিরে প্রাবিশন্নিশি ॥ ১৪৬
তথৈব হত্বা নিঃশব্দে নিশ্চক্রাম নরর্ষভঃ।
নিষ্ক্রম্য শিবিরাৎ তস্মাৎ তাভ্যাং স গম্য বীর্য্যবান্ ১৪৭
আচখ্যৌ কর্ম্ম তৎ সর্বং হৃষ্টঃ সংহর্ষয়ন্ বিভো।
তাবথাচখ্যতুস্তস্মৈ প্রিয়ং প্রিয়করৌ তদা ॥ ১৪৮
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব বিনিকৃত্তান্ সহস্রশঃ।
প্রীত্যা চৌচ্চৈরদক্রোশংস্তথৈবাস্ফোটয়ংস্তলান ॥১৪৯
এবংবিধা হি সা রাত্রিঃ সোমকানাং জনক্ষয়ে।
প্রসুপ্তানাং প্রমত্তানামাসীৎ সুভৃশদারুণা ॥ ৫০
অসংশয়ং হি কালস্য পর্য্যায়ো দুরতিক্রমঃ।
তাদৃশা নিহতা যত্র কৃত্বাশ্মাকং জনক্ষয়ম্ ॥ ১৫১

মেদ, মজ্জা, অস্থি, রক্ত ও চর্বীসকলের বিশেষ আহারকারী মাংসজীবী রাক্ষস এবং [illegible] অপরের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল ॥ ১৩৯

অন্য কৃক্ষিহীন রাক্ষসগণ চর্বীসকল পান করত চারিদিকে ধাবিত হইতেছিল। অপর কাচা মাংসভোজী সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণের অনেক মুখ ছিল

এ স্থানে এতাদৃশ প্রভূত জনসংহারে তৃপ্ত ও আনন্দিত ক্রূরকর্ম্মা ঘোররূপধারী বিশালদেহ রাক্ষসগণের কয়েকটি দল ছিল। এই দলের মধ্যে কোন কোন দলে দশ হাজার, কোন দলে এক লক্ষ এবং কোন দলে এক অর্ব্বুদ (দশ লক্ষ) রাক্ষস ছিল। হে রাজন্! এখানে আরও বহুসংখ্যক মাংসভক্ষী প্রাণী একত্রে সমবেত হইয়াছিল ॥ ১৪১-১৪২

প্রাতঃকালের সূচনা পাইয়াই অশ্বত্থামা শিবির হইতে বাহির হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভো! সেই সময় নররক্তে সিক্ত অশ্বত্থামার হস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহার মুষ্টি তরবারির মধ্যে যেন একীভূত হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৪৩।

যেরূপ প্রলয়কালে অগ্নি সমস্ত প্রাণিগণকে ভস্ম করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই নরসংহার হইয়া যাইলে পর নিজের দুর্গম লক্ষ্য পথে উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামা অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৪৪॥

হে প্রভো! নিজ পিতার দুর্গম পথে গমন করিতে করিতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শোক ও চিন্তাশূন্য হইয়া যাইলেন ॥

যেরূপ রাত্রিকালে সকলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে শান্ত শিবিরমধ্যে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই নরশ্রেষ্ঠ বীর অশ্বত্থামা সকলকে বিনাশ করিয়া কোলাহলশূন্য শিবির হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৪৬॥

প্রভো! সেই শিবির হইতে নির্গমন করত শক্তিশালী অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে সমস্ত স্বীয় কর্ম্ম বর্ণনা করিলেন ॥ ১৪৭॥

অশ্বত্থামার প্রিয়কারী এই দুই বীর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাও সেই সময় তাঁহাকে প্রিয় সংবাদ জানাইতে জানাইতে বলিলেন যে, আমরাও উভয়ে সহস্র সহস্র পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছি ॥ ১৪৮॥

তাহার পর ইঁহারা তিনজনে প্রীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন ও তালদান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই রাত্রি এই জনসংহার সময়ে অসাবধান হইয়া নিদ্রিত সোমকগণের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৪৯-১৫০

রাজন্! ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, কালের গতি উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন। যেখানে আমাদের পক্ষের যোদ্ধাদিগকে সংহার করা হইয়াছিল, সেই স্থানেই এই সব বীরগণেরও বিনাশ করা হইল ॥ ১৫১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

প্রাগেব সুমহৎ কর্ম দ্রৌণিরেতন্মহারথঃ।
নাকরোদীদৃশং কস্মান্মৎপুত্রবিজয়ে ধৃতঃ॥ ১৫২
অথ কস্মাদ্ধতে ক্ষুদ্রং কর্মেদং কৃতবানসৌ।
দ্রৌণপুত্রো মহাত্মা স তন্মে শংসিতুমর্হসি॥১৫৩

সঞ্জয় উবাচ

তেষাং নূনং ভয়াত্রাসৌ কৃতবান্ কুরুনন্দন।
অসান্নিধ্যাদ্ধি পার্থানাং কেশবস্য চ ধীমতঃ॥ ১৫৪
সাত্যকেশ্চাপি কর্মেদং দ্রোণপুত্রেণ সাধিতম্।
কো হি তেষাং সমক্ষং তান্ হন্যাদপি মরুৎপতিঃ॥১৫৫
এতদীদৃশকং বৃত্তং রাজন্ সুপ্তজনে বিভো।
ততো জনক্ষয়ং কৃত্বা পাণ্ডবানাং মহাত্যয়ম্॥ ১৫৬
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেব চান্যোন্যং সমেত্যোচুর্মহারথাঃ।
পর্য্যষজ্জত ততো দ্রৌণিস্তাভ্যাং সম্প্রতিনন্দিতঃ॥১৫৭
ইদং হর্ষাৎ তু সুমহদাদদে বাক্যমুত্তমম্।
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ॥ ১৫৮
সোমকা মৎস্যশেষাশ্চ সর্বে বিনিহতা ময়া।
ইদানীং কৃতকৃত্যাঃ স্ম যাম তত্রৈব মা চিরম্।
যদি জীবতি নো রাজা তস্মৈ শংসমহে বয়ম্॥ ১৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে পাঞ্চালাদিবধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অশ্বত্থামা ত' আমার পুত্রের জয়লাভের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছিলেন এই মহারথী বীর প্রথমেই কেন এরূপ পরাক্রম করেন নাই? ১৫২

যখন দুর্যোধন নিহত হইল, তখন সেই মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এরূপ নীচ কর্ম কেন করিলেন? এ সমস্তই তুমি আমাকে বল॥ ১৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি হইতে সর্ব্বদা ভীত হইতেন সেই কারণে তিনি প্রথমে এই কার্য্য করেন নাই। এই সময় কুন্তীদেবীর পুত্রগণ, বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি দূরে সরিয়া যাইলে অশ্বত্থামা নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন॥ ১৫৪

সেই পাণ্ডবাদির সম্মুখে কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন? সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও এই অবস্থায় কিছুই করিতে পারিতেন না। প্রভো! রাজন্! সেই রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে পর এরূপ এক ঘটনা ঘটিয়া যাইল॥ ১৫৫

সেই সময় পাণ্ডবগণের পক্ষে প্রভূত বিপদ্সিকর জনসংহার করত সেই তিন মহারথী যখন পরস্পর মিলিত হইলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—অতিশয় সৌভাগ্যবশতই এই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৫৬

তদনন্তর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই দুইজনের অভিনন্দন গ্রহণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অতিশয় হর্ষের সহিত এই মহত্পূর্ণ উত্তম বাক্য বলিলেন॥ ১৫৭

সমস্ত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, সোমকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং মৎস্যদেশের অবশিষ্ট সৈন্যরা—এ সমস্তই আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে॥ ১৫৮

এই সময় আমরা কৃতকৃত্য হইয়া যাইলাম এখন আমাদের শীঘ্র সে স্থানে যাইতে হইবে, যদি আমাদের রাজা দুর্যোধন জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে আমাদের এই সংবাদ শুনাইতে হইবে॥ ১৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে পাঞ্চালাদির বধবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দুর্য্যোধনস্যাবস্থাং দৃষ্ট্বা কৃপাচার্য্যাশ্বত্থাম্নোর্বিলাপঃ, তেষাং সমীপতঃ পাঞ্চালানাং বধবৃত্তান্তং শ্রুত্বা প্রীতস্য দুর্য্যোধনস্য প্রাণত্যাগশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তে হত্বা সর্বপাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সর্বশঃ ।
আগচ্ছন্ সহিতাস্তত্র যত্র দুর্য্যোধনো হতঃ ॥১
গত্বা চৈনমপশ্যন্ত কিঞ্চিৎপ্রাণং জনাধিপম্ ।
ততো রথেভ্যঃ প্রস্কন্দ্য পরিবব্রুস্তবাত্মজম্ ॥ ২
তং ভগ্নসক্থং রাজেন্দ্র কৃচ্ছ্রপ্রাণমচেতসম্ ।
বমন্তং রুধিরং বক্ত্রাদপশ্যন্ বসুধাতলে ॥ ৩
বৃতং সমন্তাদ্ বহুভিঃ শ্বাপদৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ।
শালাবৃকগণৈশ্চৈব ভক্ষয়িষ্যদ্ভিরন্তিকাৎ ॥ ৪
নিবারয়ন্তঃ কৃচ্ছ্রাত্তান্ শ্বাপদাংশ্চ চিখাদিষূন
বিচেষ্টমানং মহ্যাঞ্চ সুভৃশং গাঢ়বেদনম্ ॥ ৫
তং শয়ানং তথা দৃষ্ট্বা ভূমৌ সুরুধিরোক্ষিতম্ ।
হতশিষ্টাস্ত্রয়ো বীরাঃ শোকার্তাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৬
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ।
তৈস্ত্রিভিঃ শোণিতাদিগ্ধৈর্নিঃশসদ্ভির্মহারথৈঃ ॥ ৭
তত্তত্তে স বৃতো রাজা দেবী ত্রিভিরিবাগ্নিভিঃ ।
তে তং শয়ানং সম্প্রেক্ষ্য রাজানমতথোচিতম্ ॥ ৮
অবিষহ্যেন দুঃখেন ততস্তে কুরুসত্তমাঃ ।
ততস্তু রুধিরং হস্তৈর্মুখান্নির্মৃজ্য তস্য হি ।
রণে রাজ্ঞঃ শয়ানস্য কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্ ॥৯

কৃপ উবাচ ।

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি যদয়ং রুধিরোক্ষিতঃ ।
একাদশচমূভর্তা শেতে দুর্য্যোধনো হতঃ ॥ ১০

নবম অধ্যায় ।

[দুর্য্যোধনের দশা দেখিয়া কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার বিলাপ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পাঞ্চালগণের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রীত দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! সেই তিন মহারথী সমস্ত পাঞ্চাল এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রকে বধ করত একসঙ্গে সে স্থানে আসিলেন, যে স্থানে রাজা নিহতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত আছেন । ১

সে স্থানে যাইয়া তাঁহারা রাজা দুর্য্যোধনকে দর্শন করিলেন, তখনও তাঁহার কিছু কিছু শ্বাস চলিতেছিল । তারপর তাঁহারা রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত ভূতলে নামিয়া আসিলেন এবং আপনার পুত্রের নিকট গমন করত তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবেশন করিলেন । ২

রাজেন্দ্র ! তাঁহারা দেখিলেন যে, রাজা দুর্য্যোধনের জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে । তাঁহার চেতনা প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং নিজ মুখ দিয়া তিনি ভূতলে রক্তবমন করিতেছেন । ইঁহার নিকট গমন করিবার জন্য দেখিতে ভয়ঙ্কর বহুসংখ্যক হিংস্র প্রাণী ও কুকুর চারিদিকে পরিবেষ্টিত করত কিছু দূরে অবস্থান করিতেছে । দুর্য্যোধন তখন নিজেকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক সেই সব হিংস্র প্রাণী হইতে কোনরূপ অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছেন । এই সময় তাঁহার অতিশয় পীড়া হইতেছিল, যাহার জন্য তিনি ভূতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন ॥৩-৫

দুর্য্যোধনকে এইভাবে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া হতাবশিষ্ট সেই তিন বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা শোকে ব্যাকুল হইয়া তিনদিকে ঘিরিয়া উপবিষ্ট হইলেন । ৬

এই তিন মহারথী বীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন । ইঁহাদের দ্বারা পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই তিন অগ্নিতে পরিবেষ্টিত বেদীর ন্যায় সুশোভিত হইতেছিলেন । ৭

রাজা দুর্য্যোধনকে সেইভাবে অযোগ্য অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া এই তিন মহারথী বীর অসহ্য দুঃখে পীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । ৮

তাহার পর রণাঙ্গনে শয়ান রাজা দুর্য্যোধনের মুখ হইতে নিঃসৃত রক্তকে হস্তের দ্বারা মার্জনপূর্বক এই তিন বীর দীন বাক্যে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন । ৯

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—হায় ! বিধাতার পক্ষে কোন কিছুই করা কঠিন নয় । যিনি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, এই সেই রাজা দুর্য্যোধন এস্থানে নিহতপ্রায় হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পতিত আছেন । ১০

পশ্য চামীকরাভস্য চামীকরবিভূষিতাম্।
গদাং গদাপ্রিয়স্যেমাং সমীপে পতিতাং ভুবি ॥ ১১
ইয়মেনং গদা শূরং ন জহাতি রণে রণে।
স্বর্গায়াপি ব্রজন্তং হি ন জহাতি যশস্বিনম্ ॥ ১২
পশ্যৈমাং সহ বীরেণ জাম্বূনদবিভূষিতাম্।
শয়ানাং শয়নে হর্ম্যে ভার্য্যাং প্রীতিমতীমিব ॥ ১৩
যোঽয়ং মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতঃ পরন্তপঃ।
স হতো গ্রসতে পাংশূন্ পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ১৪
যেনাজৌ নিহতা ভূমাবশেরত পুরা দ্বিষঃ।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কুরুরাজঃ পরৈরয়ম্ ॥ ১৫
ভয়ান্নমন্তি রাজানো যস্য স্ম শতসঙ্ঘশঃ।
স বীরশয়নে শেতে ক্রব্যাদ্ভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬
উপাসত দ্বিজাঃ পূর্বমর্থহেতোর্যমীশ্বরম্।
উপাসতে চ তং হৃদ্য ক্রব্যাদা মাংসহেতবঃ ॥ ১৭

দেখ, সুবর্ণতুল্য কান্তিমান্ গদাপ্রেমী এই রাজা দুর্য্যোধনের নিকটে সুবর্ণভূষিত সেই গদাও ভূতলে পতিত রহিয়াছে। ১১

এই গদা বীরবর ভূপালকে কখনও ত্যাগ করে নাই এবং আজ স্বর্গলোকে গমন করিবার সময়েও এই গদা বলবান্ নরপতিকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই ॥ ১২

দেখ, এই সুবর্ণভূষিত গদা এই বীর ভূপালের সহিত রণশয্যায় শয়ন করিয়া আছে, যেরূপ অন্তঃপুরে প্রীতিমতী পত্নী ইঁহার সহিত শয়ন করিয়া থাকিতেন। ১৩

এই যে শত্রুসন্তাপী নরেশ সমস্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনিই আজ নিহত ও ধরাতলে পতিত হইয়া ধূলি গ্রাস করিতেছেন। অহো! কালের বিপরীত পরিবর্ত্তন দেখ। ১৪

পূর্ব্বে যাঁহার দ্বারা নিহত শত্রুগণ যুদ্ধে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকে, সেই এই কুরুরাজ আজ শত্রুদের দ্বারা স্বয়ং নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। ১৫

যাঁহার অগ্রে অগ্রে শত শত রাজা ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতেন, তিনিই আজ হিংস্র জন্তুগণে পরিবৃত হইয়া বীর শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ১৬

পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণ ধনের প্রাপ্তির জন্য যে নরপতির নিকট বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার নিকটে আজ মাংসের জন্য মাংসাহারী জন্তুরা বসিয়া আছে। ১৭

সঞ্জয় উবাচ।
তং শয়ানং কুরুশ্রেষ্ঠং ততো ভরতসত্তম।
অশ্বত্থামা সমালোক্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ১৮
আহুয়াং রাজশার্দূল মুখ্যাং সর্বধনুষ্মতাম্।
ধনাধ্যক্ষোপমং যুদ্ধে শিষ্যং সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ ১৯
কথং বিবরমন্বাক্ষীদ্ ভীমসেনস্তবানঘ।
বলিনং কৃতিনং নিত্যং স চ পাপাত্মবান্ নৃপ ॥ ২০
কালো নূনং মহারাজ লোকেঽস্মিন্ বলবত্তরঃ।
পশ্যামো নিহতং ত্বাঞ্চ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ২১
কথং ত্বাং সর্বধর্মজ্ঞং ক্ষুদ্রঃ পাপো বৃকোদরঃ।
নিকৃত্যা হতবান্ মন্দো নূনং কালো দুরত্যয়ঃ ॥ ২২
ধর্মযুদ্ধে হ্যধর্মেণ সমাহূয়োজ্ঝিতা মৃধে।
গদয়া ভীমসেনেন নিভৃগ্নে সকৃপিনা তব ॥ ২৩
অধর্মেণ হতস্যাজৌ মূর্দ্ধমানং পদা শিরঃ।
য উপেক্ষিতবান্ ক্ষুদ্রঃ ধিক্ কৃষ্ণং ধিগ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৪

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর কুরুকুলভূষণ দুর্য্যোধনকে রণশয্যায় পতিত থাকিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা এইভাবে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন

নিষ্পাপ রাজসিংহ! আপনাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আপনি গদাযুদ্ধে ধনপতি কুবেরের সদৃশ এবং আপনি সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ বলরামের শিষ্য ছিলেন, তথাপি ভীমসেন কিভাবে আপনার উপর প্রহার করিবার সুযোগ পাইল? নৃপ! আপনি ত' সদা বলবান্ ও গদাযুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং সেই পাপাত্মা ভীমসেন আপনাকে কিরূপে প্রহার করিল। ১৯-২০

মহারাজ! নিশ্চয়ই এ সংসারে কালই সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলবান্, তথাপি যুদ্ধস্থলে আমরা আপনাকে ভীমসেন কর্তৃক নিহত অবলোকন করিতেছি। ২১

আপনি সর্ব্বধর্ম্ম সম্বন্ধেই অভিজ্ঞ, তথাপি মূর্খ, নীচ ও পাপী ভীমসেন আপনাকে কিভাবে প্রতারণা করিয়া বিনাশ করিল? অবশ্য কালকে উল্লঙ্ঘন করা সর্ব্বথা কঠিন। ২২

ভীমসেন আপনাকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া রণাঙ্গনে অধর্ম্ম পূর্ব্বক সবলে গদা দ্বারা আপনার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। ২৩

এক ত' আপনি রণাঙ্গনে অধর্ম্মপূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন, তাহার উপর ভীমসেন আপনার মস্তকে পাদপ্রহার করিয়াছে

যুদ্ধেষ্বপরিদৃষ্যন্তি যোধা নূনং বৃকোদরম্ ।
যাবৎ স্থাস্যান্তি ভূতানি নিকৃত্যা হ্যসি পাতিতঃ ॥২৫

নমু রামোঽব্রবীদ্ রাজংস্ত্বাং সদা যদুনন্দনঃ ।
দুর্যোধনসমো নাস্তি গদয়া ইতি বীর্য্যবান্ ॥ ২৬

শ্লাঘতে ত্বাং হি বার্ষ্ণেয়ো রাজসংসৎসু ভারত ।
স শিষ্যো মম কৌরব্যো গদাযুদ্ধে ইতি প্রভো ॥ ২৭

যাং গতিং ক্ষত্রিয়স্যাহুঃ প্রশস্তাং পরমর্ষয়ঃ ।
হতস্যাভিমুখস্যাজৌ প্রাপ্তস্ত্বমসি তাং গতিম্ ॥ ২৮

দুর্যোধন ন শোচামি ত্বামহং পুরুষর্ষভ ।
হতপুত্রৌ তু শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তে ॥ ২৯

ভিক্ষুকৌ বিচরিষ্যেতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্
ধিগস্তু কৃষ্ণং বার্ষ্ণেয়মর্জুনঞ্চাপি দুর্মতিম্ ॥ ৩০

ধর্মজ্ঞমানিনৌ যৌ ত্বাং বধ্যমানমুপেক্ষতাম্ ।
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে কিং বক্ষ্যন্তি নরাধিপ ॥ ৩১

কথং দুর্যোধনোঽস্মাভির্হত ইত্যনপত্রপাঃ ।
ধন্যস্ত্বমসি গান্ধারে যস্ত্বমায়োধনে হতঃ ॥ ৩২

প্রায়শোঽভিমুখঃ শত্রূন্ ধর্মেণ পুরুষর্ষভ ।
হতপুত্রা হি গান্ধারী নিহতজ্ঞাতিবান্ধবা ॥ ৩৩

প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ দুর্ধর্ষঃ কাং গতিং প্রতিপৎস্যতে ।
ধিগস্তু কৃতবর্মাণং মাং কৃপঞ্চ মহারথম্ ॥ ৩৪

যে বয়ং ন গতাঃ স্বর্গং ত্বাং পুরস্কৃত্য পার্থিবম্ ।
দাতারং সর্বকামানাং রক্ষিতারং প্রজাহিতম্ ॥ ৩৫

যদ্ বয়ং নানুগচ্ছাম ত্বাং ধিগস্মান্ নরাধমান্ ।
কৃপস্য তব বীর্য্যেণ মম চৈব পিতুশ্চ মে ॥ ৩৬

সভৃত্যানাং নরব্যাঘ্র রত্নবন্তি গৃহাণি চ ।
তব প্রসাদাদস্মাভিঃ সমিত্রৈঃ সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৩৭

ইহাতেও যাহারা সেই নীচ ভীমসেনকে উপেক্ষা করত কোন দণ্ডদান করেন নাই, সেই যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণকে ধিক্ । ২৪

আপনি প্রতারিত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছেন, অতএব যে পর্য্যন্ত এ জগতে প্রাণিগণের স্থিতি থাকিবে, ততকাল সকল যুদ্ধেই যোদ্ধারা ভীমসেনের নিন্দা করিবেন । ২৫

রাজন্ ! পরাক্রমশালী যদুনন্দন বলরাম আপনার সম্বন্ধে সর্ব্বদা এই কথাই বলিতেন যে, গদাযুদ্ধ শিক্ষাবিষয়ে দুর্যোধনের তুল্য অপর কেহই নাই । ২৬

প্রভো ! ভারত ! এই বৃষ্ণিকুলভূষণ বলরাম রাজগণের সভায় সদা আপনার প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, কুরুরাজ দুর্যোধন গদাযুদ্ধে আমার শিষ্য । ২৭

মহর্ষিগণ যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে উত্তম গতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনি সেই গতি লাভ করিয়াছেন । ২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন ! আমি আপনার জন্য শোক করিতেছি না । আমার ও' মাতা গান্ধারী ও আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোক হইতেছে ; যাঁহাদের সকল পুত্রই নিহত হইয়াছেন । ২৯

এখন তাঁহারা শোকমগ্ন ও ভিক্ষুক হইয়া এই ভূতলে ভিক্ষা করিয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন । সেই বৃষ্ণিবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্মতি অর্জুনকেও ধিক্, যাহারা নিজেদের ধর্মজ্ঞ মনে করিয়াও আপনার এই অন্যায় পূর্ব্বক বধকে উপেক্ষা করিয়াছে । ৩০

হে নরাধিপ ! সেই সমস্ত পাণ্ডবেরাও কি নির্লজ্জ হইয়া সকলের সম্মুখে বলিতে পারিবে যে, আমরা দুর্যোধনকে কিভাবে বিনাশ করিয়াছি ? ৩১ ;

পুরুষপ্রবর গান্ধারীনন্দন ! আপনি ধন্য কারণ, যুদ্ধে প্রায় ধর্ম্মপূর্ব্বক শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া আপনি নিহত হইয়াছেন । ৩২ ;

যাঁহার সকল পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই মাতা গান্ধারী দেবী এবং প্রজ্ঞাচক্ষু দুর্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র এখন কি দশাপ্রাপ্ত হইবেন ? ৩৩ ;

আমাকে, কৃতবর্ম্মাকে ও মহারথী কৃতবর্ম্মাকেও ধিক্ ; কারণ, আপনার ন্যায় মহারাজকে অগ্রে করত আমরা স্বর্গলোকে গমন করিতে পারিলাম না । ৩৪ ;

আপনি আমাদের সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছিত বস্তু দান করিতেন এবং প্রজাদের হিতরক্ষা করিতেন । তথাপি আমরা যে আপনার অনুসরণ করিলাম না, সেইজন্য আমাদের ন্যায় নরাধমগণকে ধিক্ । ৩৫ ;

নরশ্রেষ্ঠ ! আপনারই বল-পরাক্রমে সেবকগণের সহিত কৃপাচার্য্যের, আমার এবং পিতৃদেবের রত্নসমূহে পূর্ণ সুন্দর ভবন লাভ হইয়াছিল । ৩৬ ;

আপনার প্রসাদে মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমরা প্রচুর দক্ষিণাসমূহে সুসম্পন্ন বহু মুখ্য মুখ্য যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছি । ৩৭ ;

অবাপ্তাঃ ক্রতবো মুখ্যা বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ
কৃতশ্চাপীদৃশং পাপাঃ প্রবর্তিষ্যামহে বয়ম্ ॥ ৩৮
যাদৃশেন পুরস্কৃত্য ত্বং গতঃ সর্বপার্থিবান্
বয়মেব ত্রয়ো রাজন্ গচ্ছন্তং পরমাং গতিম্ ॥ ৩৯
যদ্ বৈ ত্বাং নানুগচ্ছামস্তেন ধক্ষ্যামহে বয়ম্ ।
তৎ স্বর্গহীনা হীনার্থাঃ স্মরন্তঃ সুকৃতস্য তে ॥ ৪০
কিং নাম তদ্ ভবেৎ কর্ম যেন ত্বাং ন ব্রজাম বৈ
দুঃখং নূনং কুরুশ্রেষ্ঠ চরিষ্যাম মহীমিমাম্ ॥ ৪১
হীনানাং নত্বয়া রাজন্ কুতঃ শান্তিঃ কুতঃ সুখম্ ।
গত্বৈব তু মহারাজ সমেত্য চ মহারথান্ ॥ ৪১
যথাজ্যেষ্ঠং যথাশ্রেষ্ঠং পূজয়েরেচনান্মম
আচার্যং পূজয়িত্বা চ কেতুঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ ৪৩
হতং ময়াদ্য শংসেথা ধৃষ্টদ্যুম্নং নরাধিপ ।
পরিষ্বজেথা রাজানং বাহ্লিকং সুমহারথম্ ॥ ৪৪

মহারাজ ! আপনি যেভাবে সমস্ত রাজাদিগকে অগ্রে করিয়া স্বর্গ অভিমুখে গমন করিতেছেন, পাপী আমরা সেইভাবে কোথা হইতে এই গতি লাভ করিব ? ৩৮;

রাজন্ ! পরম গতি লাভ করিবার জন্য গমনকারী আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে আমরা তিনজনে যে যাইতে পারিলাম না, ইহার জন্য আমরা স্বর্গ ও অর্থ এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া আপনার সুকৃতসমূহ স্মরণ করিতে করিতে দিবারাত্র শোকাগ্নিতে জ্বলিতে থাকিব ॥ ৩৯-৪০

কুরুশ্রেষ্ঠ ! জানি না ইহা কোন কর্ম, যাহার দ্বারা অবশ হইয়া আমরা আপনার সহিত যাইতে পারিলাম না। নিশ্চয়ই এই ভূতলে আমাদের নিরন্তর দুঃখভোগই করিতে হইবে ॥ ৪১

মহারাজ ! আপনাকে পরিত্যাগ করিলে পর আমাদের শান্তি ও সুখ কিভাবে লাভ হইবে ? রাজন্ ! স্বর্গে গমন করত সকল মহারথী যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইলে পর আপনি আমার বাক্যানুসারে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ক্রমে তাঁহাদের সকলকে সম্মান করিবেন ॥ ৪২

হে নরাধিপ ! তারপর সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের ধ্বজস্বরূপ আচার্যদেবের (পিতা দ্রোণাচার্যের) পূজা করত তাঁহাকে বলিবেন যে, আজ অশ্বত্থামা কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্ন নিহত হইয়াছে ॥ ৪৩

মহাবীর রাজা বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সোমদত্ত এবং ভূরিশ্রবাকেও আপনি আমার পক্ষে আলিঙ্গন করিবেন ॥ ৪৪;

সৈন্ধবং সোমদত্তঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ
তথা পূর্বগতানন্যান স্বর্গে পার্থিবসত্তমান্ ॥ ৪৫
অস্মদ্বাক্যাৎ পরিষ্বজ্য সম্পৃচ্ছেস্বমনাময়ম্ ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং ভগ্নসক্থমচেতনম্ ।
অশ্বত্থামা সমুদ্বীক্ষ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৭
দুর্যোধন জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোত্রসুখং শৃণু ।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো বয়ম্ ॥ ৪৮
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ ।
অহঞ্চ কৃতবর্মা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥ ৪৯
দ্রৌপদেয়া হতাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজাঃ
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে মৎস্যশেষঞ্চ ভারত ॥ ৫০
কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুত্রা হি পাণ্ডবাঃ
সৌপ্তিকে শিবিরং তেষাং হতং সনরবাহনম্ ॥ ৫১

অন্যান্য যে সমস্ত নৃপশ্রেষ্ঠ পূর্বেই স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার কথানুসারে আলিঙ্গন করত তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ৪৫-৪৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ যাঁহার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, সেই অচৈতন্য রাজা দুর্যোধনকে এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামা পুনরায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ইহা বলিলেন ॥ ৪৭

রাজা দুর্যোধন ! যদি আপনি জীবিত থাকেন, তবে এই কর্ণসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন পাণ্ডবপক্ষের সাত (পঞ্চ পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং আমাদের পক্ষে তিন (কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা) জনই জীবিত আছেন ॥ ৪৮

পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ ভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি জীবিত আছেন ; আর আমাদের পক্ষে আমি, কৃতবর্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য এই তিন জন অবশিষ্ট আছি ॥ ৪৯

হে ভরতবংশধর দুর্যোধন ! দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সকল পুত্রই নিহত হইয়াছে। সমস্ত পাঞ্চালগণকে আমি সংহার করিয়াছি এবং মৎস্যদেশের অবশিষ্ট সৈন্যরাও বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৫০

রাজন্ ! আপনি দেখুন, শত্রুকৃত কর্মের কিরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং পাণ্ডবদেরও সমস্ত পুত্রদিগকে বধ করা হইয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় মনুষ্য ও বাহনগণের সহিত তাঁহাদের সমস্ত শিবিরকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে ॥ ৫১

ময়া চ পাপকর্মাণৌ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহীপতে
প্রবিশ্য শিবিরং রাত্রৌ পশুমারেণ মারিতঃ ॥ ৫১
দুর্য্যোধনস্তু তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াম্ ।
প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩
ন মেঽকরোৎ তদ্ গাঙ্গেয়ো ন কর্ণো ন চ তে পিতা ।
যৎ ত্বয়া কৃপ-ভোজাভ্যাং সহিতেনাদ্য মে কৃতম্ ॥৫৪
স চ সেনাপতিঃ ক্ষুদ্রো হতঃ সার্ধং শিখণ্ডিনা
তেন মন্যে মঘবতা সমমাত্মানমদ্য বৈ ॥ ৫৫
স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ ।
ইত্যেবমুক্ত্বা তূষ্ণীং স কুরুরাজো মহামনাঃ ॥ ৫৬
প্রাণানুপাসৃজদ্ বীরঃ সুহৃদাং দুঃখমুৎসৃজন্ ।
অপাক্রামদ্ দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্ষিতিমাবিশৎ ॥ ৫৭
এবং তে নিধনং যাতঃ পুত্রো দুর্য্যোধনো নৃপ ।
অগ্রে যাত্বা রণে শূরঃ পশ্চাদ্ বিনিহতঃ পরৈঃ ॥ ৫৮

তথৈব তে পরিষ্বক্তাঃ পরিষ্বজ্য চ তে নৃপম্
পুনঃ পুনঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্বকানারুরুহু রথান্ ॥ ৫৯
ইত্যেবং দ্রোণপুত্রস্য নিশম্য করুণাং গিরম্ ।
প্রত্যূষকালে শোকার্তঃ প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥ ৬০
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ।
ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৬১
তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্তস্য মমানঘ ।
ঋষিদত্তং প্রণষ্টং তদ্ দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ ॥ ৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ পুত্রস্য নিধনং তদা ।
নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দুর্য্যোধনপ্রাণত্যাগে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

তুপাল ! আমি স্বয়ং রাত্রির সময় শিবিরে প্রবেশ করত পাপাচারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বধ করিয়াছি । ৫২

মনের প্রিয়কর এই বাক্য শ্রবণ করত দুর্য্যোধনের পুনরায় চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং তিনি এইরূপ বলিলেন । ৫৩

মিত্রবর ! আজ আচার্য্য কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত তুমি যে কার্য্য করিয়া দেখাইয়াছ, তাহা না গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, না কর্ণ এবং না তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্যও করিয়া দেখাইতে পারে নাই । ৫৪

শিখণ্ডী সহ এই নীচ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আজ আমি নিশ্চয়ই নিজেকে ইন্দ্রতুল্য বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৫৫

তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক । এখন স্বর্গেই আমাদের পুনর্মিলন হইবে । এই কথা বলিয়া মহাত্মা বীর কুরুরাজ দুর্য্যোধন নীরব হইয়া যাইলেন এবং নিজ সুহৃদ্‌গণের জন্য দুঃখ পরিহার করত নিজের প্রাণ ত্যাগ করিলেন । তিনি স্বয়ংই পুণ্যধাম স্বর্গলোকে গমন করিলেন, কিন্তু তাহার পার্থিব দেহ এই ভূতলে পড়িয়া রহিল ॥ ৫৬-৫৭

হে নৃপ ! এইভাবে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন । এই সমরাঙ্গণে সর্ব্ব প্রথমে বীরবর দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাতে তিনি শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইলেন ॥ ৫৮

মরিবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন সেই তিন বীরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই তিনজনও রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করত বিদায় গ্রহণ করিলেন । তারপর তাঁহারা বারংবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিজ নিজ রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৫৯

এইরূপ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মুখ হইতে এই করুণাজনক সংবাদ শ্রবণ করত আমি শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং প্রাতঃকালে নগরের দিকে ধাবিত হইলাম ॥ ৬০

রাজন্ ! এইরূপ আপনার কুমন্ত্রণা অনুসারে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের এই ঘোর এবং ভয়ঙ্কর বিনাশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৬১

নিষ্পাপ নরেশ ! আপনার পুত্র স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলে পর আমি শোকে আতুর হইয়া পড়িলাম এবং মহর্ষি ব্যাসদেব-প্রদত্ত আমার এই দিব্য দৃষ্টিও এখন নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন, – রাজন্ ! এইরূপ নিজের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সারথিমুখতঃ পুত্রাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ বধ-বৃত্তান্তং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্য বিলাপঃ, দ্রৌপদীমানয়িতুং নকুলস্য প্রেষণম্, সুহৃদ্‌ভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য শিবিরে গমনম্, মৃত-পুত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য শোকশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সারথিঃ।
শশংস ধর্মরাজায় সৌপ্তিকে কদনং কৃতম্ ॥ ১

সূত উবাচ।

দ্রৌপদেয়া হতা রাজন্ দ্রুপদস্যাত্মজৈঃ সহ।
প্রমত্তা নিশি বিশ্বস্তাঃ স্বপন্তঃ শিবিরে স্বকে ॥ ২
কৃতবর্মণা নৃশংসেন গৌতমেন কৃপেণ চ।
অশ্বত্থাম্না চ পাপেন হতং বঃ শিবিরং নিশি ॥ ৩
এতৈর্নর-গজাশ্বানাং প্রাস-শক্তি-পরশ্বধৈঃ।
সহস্রাণি নিকৃন্তদ্‌ভিনিঃশেষং তে বলং কৃতম্ ॥ ৪
ছিদ্যমানস্য মহতো বনস্যেব পরশ্বধৈঃ।
শুশ্রুবে সুমহান্ শব্দো বলস্য তব ভারত ॥ ৫
অহমেকোঽবশিষ্টস্তু তস্মাৎ সৈন্যান্মহামতে
মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ ধর্মাত্মন্ বাগ্রাচ্চ কৃতবর্মণঃ ॥ ৬
তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমশিবং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ
পপাত মহ্যাং দুর্ধর্ষঃ পুত্রশোকসমন্বিতঃ ॥ ৭
পতন্তং তমতিক্রম্য পরিজগ্রাহ সাত্যকিঃ।
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৮
লব্ধচেতাস্তু কৌন্তেয়ঃ শোকবিহ্বলয়া গিরা
জিত্বা শত্রূন্ জিতঃ পশ্চাৎ পর্যাদেবয়দার্তবৎ ॥ ৯
দুর্বিদা গতিরর্থানামপি যে দিব্যচক্ষুষঃ।
জীয়মানা জয়ন্ত্যন্যে জয়মানা বয়ং জিতাঃ ॥ ১০
হত্বা ভ্রাতৄন্ বয়স্যাংশ্চ পিতৄন্ পুত্রান্ সুহৃদ্‌গণান্।
বন্ধূনমাত্যান্ পৌত্রাংশ্চ জিত্বা সর্বান্ জিতা বয়ম্ ॥ ১১
অনর্থো হ্যর্থসঙ্কাশস্তথানর্থোঽর্থদর্শনঃ
জয়োঽয়মজয়াকারো ভূয়স্তস্মাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১২

(ঐষীক-পর্ব্ব)

দশম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মুখ হইতে পুত্রগণ ও পাঞ্চালদের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য নকুলকে প্রেরণ, সুহৃদ্‌বৃন্দের সহিত শিবিরে গমন এবং মৃত পুত্রাদিকে দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের শোক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় যে প্রভূত জনসংহার হইয়াছে, তাহার সংবাদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিল। ১

সূত বলিল, রাজন্! দ্রুপদের পুত্রগণের সহিত দ্রৌপদী-দেবীর সকল পুত্র নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা রাত্রিতে নিজ শিবিরে নিশ্চিন্ত ও অসাবধান হইয়া নিদ্রিত ছিলেন। ২

নৃশংস কৃতবর্ম্মা, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য এবং পাপীঅশ্বত্থামা রাত্রিকালে আপনাদের শিবির নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ৩

এই তিন জনে প্রাস, শক্তি ও পরশুসকলের দ্বারা সহস্র সহস্র মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগিকে ছিন্ন ভিন্ন করত আপনার সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিয়াছে॥ ৪

ভারত! যেরূপ পরশুসকলের দ্বারা বিশাল বনকে ছেদন করা হইলে প্রচণ্ড শব্দ হইয়া থাকে সেইরূপ তাহাদের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ শুনা গিয়াছিল॥৫

মহামতে! ধর্ম্মাত্মন্ সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে একাকী আমিই কোনরূপে জীবিত থাকিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। কৃতবর্ম্মা অপরসকলকে বধ করিতে ব্যগ্র ছিল, সেই কারণে আমি সেই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়াছি

এই অমঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করত দুর্ধর্ষ রাজা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন॥ ৭

পতিত হইবার সময় সাত্যকি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন, অর্জুন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেবও তাঁহাকে ধরিলেন॥ ৮

অনন্তর চৈতন্য আসিলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির শোকাকুল বাক্যে আর্ত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হায়, আমি শত্রুকে প্রথমে জয় করিয়া পরে আমি শত্রুর দ্বারা পরাজিত হইলাম॥ ৯

যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহাদের পক্ষেও পদার্থসকলে গতি বুঝা অত্যন্ত দুষ্কর। হায়, অন্য লোকেরা জিত হইয়া জয়লাভ করে; আর আমরা জয়লাভ করিয়া পরে পরাজিত হইলাম॥ ১০

আমরা ভ্রাতা, সমবয়স্ক মিত্র, পিতৃতুল্য পুরুষ ও পুত্রবৃন্দ এবং সুহৃদ্‌গণ, বন্ধু, মন্ত্রী ও পৌত্রদিগকে হত্যা করত সেই সকলকে জয় করিয়াছিলাম কিন্তু এখন আমরাই শত্রু দ্বারা পরাজিত হইলাম। ১১

কখনও কখনও অনর্থও অর্থসদৃশ হইয়া যায় এবং অর্থরূপে

যজ্জিত্বা তপাতে পশ্চাদাপন্ন ইব দুর্মতিঃ।
কথং মন্যেত বিজয়ং ততো জিততরং পরৈঃ ॥ ১৩
যেষামর্থায় পাপং স্যাদ্ বিজয়স্য সুহৃদ্বধৈঃ।
নির্জিতৈরপ্রমত্তৈর্হি বিজিতা জিতকাশিনঃ ॥ ১৪
কর্ণি-নালীকদংষ্ট্রস্য খড়্গজিহ্বস্য সংযুগে
চাপব্যাত্তস্য রৌদ্রস্য জ্যাতলস্বননাদিনঃ ॥ ১৫
ক্রুদ্ধস্য নরসিংহস্য সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।
যে ব্যমুঞ্চন্ত কর্ণস্য প্রমাদাৎ ত ইমে হতাঃ ॥ ১৬
রথহ্রদং শরবর্ষৌঘিমন্তং
রত্নাচিতং বাহন-বাজিযুক্তম্।
শক্ত্যৃষ্টিমীনধ্বজনাগনক্রং
শরাসনাবর্তমহেষুফেনম্ ॥ ১৭
সংগ্রামচন্দ্রোদয়বেগবেলং
দ্রোণার্ণবং জ্যাতলনেমিঘোষম্।
যে তেরুরুচ্চাবচশস্ত্রনৌভি-
স্তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥ ১৮
ন হি প্রমাদাৎ পরমস্তি কশ্চিদ্
বধো নারাণামিহ জীবলোকে।
প্রমত্তমর্থা হি নরং সমন্তাৎ
ত্যজন্ত্যনর্থাশ্চ সমাবিশন্তি ॥ ১৯
ধ্বজোত্তমাগ্রোচ্ছ্রিতধূমকেতুং
শরার্চিষং কোপমহাসমীরম্।
মহাধনুর্জ্যাতলনেমিঘোষং
তনুত্রনানাবিধশস্ত্রহোমম্ ॥ ২০
মহাচমূকক্ষদবাভিপন্নং
মহাহবে ভীষ্মময়াগ্নিদাহম্
যে সেহুরাত্তায়ুধতীক্ষ্ণবেগং
তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ২১

পরিদৃশ্যমান বস্তুও অন্যরূপে পরিলক্ষিত হইয়া যায়। সেইরূপ আমাদের এই জয়লাভও পরাজয়রূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই কারণে আমাদের জয়ও পরাজয়ে পরিণত হইয়াছে।

দুর্বুদ্ধি মানুষ যদি জয়লাভের পর স্বপক্ষ ব্যক্তির ন্যায় অনুতাপ করিতে থাকে, তবে তাহার সেই জয়লাভকে 'জয়' বলিয়া কিরূপে মনে করিবে? কারণ, সেই অবস্থায় তাহাকে শত্রুদের দ্বারা পূর্বতঃ পরাজিতই হইয়াছে।

জয়লাভের জন্য যাহাদের সুহৃদ্গণবধরূপ পাপ করিতে হইয়াছে, তাহারা জয়লাভে উল্লসিত থাকিলেও শেষে পরাজিত হইয়া সতত সাবধানে অবস্থিত শত্রুদের দ্বারা তাহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। ১৪

ক্রুদ্ধ কর্ণ মনুষ্যগণমধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। কর্ণি ও নালীক নামক বাণসকল তাঁহার দন্ত এবং যুদ্ধে উপরে উত্তোলিত তরবারি তাঁহার জিহ্বা ছিল। ধনু আকর্ষণ করাই ছিল তাঁহার মুখের বিস্তার। গুণের টঙ্কার ধ্বনি তাঁহার পক্ষে গর্জনসদৃশ ছিল। যুদ্ধে অপলায়িত সেই ভয়ঙ্কর পুরুষসিংহ হইতে যাহারা মুক্তি পাইয়াছিল, সেই সব আমার বন্ধু-বান্ধবগণ নিজেদের অসাবধানতার জন্য নিহত হইয়াছে। ১৫-১৬

দ্রোণাচার্য্য মহাসাগরসদৃশ ছিলেন, রথই ছিল সেই মহাসাগরে জলকুণ্ড, বাণসকলের সমূহ ছিল তরঙ্গমালাসদৃশ, রত্নময় আভরণসমূহ দ্রোণরূপী সমুদ্রের রত্ন ছিল, রথের বাহন অশ্বসকল সমুদ্রের অধিগণের ন্যায় মনে হইতেছিল, শক্তি ও ঋষ্টি মৎস্যতুল্য ছিল, ধ্বজ, নাগ ও মকর, ধনু জলের আবর্ত, বড় বড় বাণসকল ফেন, বৃদ্ধই চন্দ্রোদয় হইয়া সেই সমুদ্রের বেগকে চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেছিল, গুণ ও রথচক্রসমূহের ধ্বনি সেই মহাসাগরের গর্জন ছিল; এইরূপ দ্রোণরূপী সাগরকে যাহারা ছোট নানাপ্রকার অস্ত্ররূপ নৌকা দ্বারা পার হইয়া গিয়াছিল, সেই এই সব রাজকুমারগণ অসাবধানতাবশতঃ নিহত হইল। ১৭-১৮

প্রমাদ (অনবধানতা) হইতে অধিক এ সংসারে মনুষ্যগণের পক্ষে আর কোন মৃত্যু নাই। প্রমাদী মানুষকে সমুদয় অর্থই সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া যায় এবং অনর্থ না জানাইয়াই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৯

মহাসমরে ভীষ্মরূপী অগ্নি যখন পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রজ্বলিত করিতেছিলেন, তখন উচ্চ ধ্বজরূপ শিখরের উপর উত্তীয়মান পতাকাবলিই ধূমের ন্যায় মনে হইতেছিল। বাণবর্ষণই অগ্নির শিখা, ক্রোধ প্রচণ্ড বায়ুরূপ ধারণ করত সেই অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিতেছিল, বিশাল ধনুর গুণ, হস্তত্তল এবং রথচক্রসকলের শব্দই সেই অগ্নিদাহ হইতে চট্ চট্ ধ্বনি, কবচ ও নানাপ্রকার অস্ত্রসকল সেই অগ্নির আহুতি ছিল, বিশাল সৈন্যরূপ শুষ্ক বনে দাবানলতুল্য সেই অগ্নি জ্বলিতেছিল, হস্তে ধৃত অস্ত্রসকলই সেই অগ্নির বেগ ছিল, এরূপ অগ্নিদাহ কাহাকে যাহারা সহ্য করিয়াছে, এই সেই রাজপুত্রগণ প্রমাদবশতঃ নিহত হইয়াছে। ২০-২১

ন হি প্রমত্তেন নরেণ শক্যাঃ
বিদ্যা তপঃ শ্রীবিপুলং যশো বা ।
পশ্যাপ্রমাদেন নিহত্য শত্রূন্
সর্বান্ মহেন্দ্রঃ সুখমেধমানম্ ॥ ২২

ইন্দ্রোপমান্ পার্থিবপুত্রপৌত্রান্
পশ্যাবিশেষেণ হতান্ প্রমাদাৎ
তার্ত্বা সমুদ্রং বণিজঃ সমৃদ্ধা
মগ্নাঃ কুনদ্যামিব হেলমানাঃ ॥ ২৩

অমর্ষিতৈর্যৈ নিহতাঃ শয়ানা
নিঃসংশয়ং তে ত্রিদিবং প্রপন্নাঃ ।
কৃষ্ণাং তু শোচামি কথং নু সাধ্বী
শোকার্ণবে সাদ্য বিনঙ্ক্ষ্যতীতি ॥ ২৪

ভ্রাতৄংশ্চ পুত্রাংশ্চ হতান্ নিশম্য
পাঞ্চালরাজং পিতরঞ্চ বৃদ্ধম্
ধ্রুবং বিসংজ্ঞা পতিতা পৃথিব্যাং
সা শোচ্যতে শোককৃশাঙ্গযষ্টিঃ ॥ ২৫

তচ্ছোকজং দুঃখমপারয়ন্তী
কথং ভবিষ্যত্যচিতা সুখানাম্ ।
পুত্রক্ষয়ভ্রাতৃবধপ্রণুন্না
প্রদহ্যমানেন হুতাশনেন ॥ ২৬

ইত্যেবমার্তঃ পরিদেবয়ন্ স
রাজা কুরূণাং নকুলং বভাষে ।
গচ্ছানয়ৈনামিহ মন্দভাগ্যাং
সমাতৃপক্ষামিতি রাজপুত্রীম্ ॥ ২৭

মাদ্রীসুতস্তং পরিগৃহ্য বাক্য-
ধর্মেণ ধর্মপ্রতিমস্য রাজ্ঞঃ
যযৌ রথেনালয়মাশু দেব্যাঃ
পাঞ্চালরাজস্য চ যত্র দারাঃ ॥ ২৮

প্রস্থাপ্য মাদ্রীসুতমাজমীঢ়ঃ
শোকার্দিতৈঃ সহিতঃ সুহৃদ্ভিঃ ।
রোরূয়মাণঃ প্রযযৌ সুতানা
মায়োধনং হতগণানুকীর্ণম্ ॥ ২৯

প্রমাদী (অসাবধান) মানুষ কখনও বিদ্যা, তপ, বৈভব অথবা মহৎ যশ লাভ করিতে পারে না' দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র প্রমাদ পরিত্যাগ করায় নিজের সকল শত্রুকে সংহার করত সুখপূর্বক উন্নতি করিতেছেন ॥ ২২

দেখ, প্রমাদবশতই এই ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী রাজাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে যেরূপ সামান্যভাবে বিনাশ করা হইয়াছে, যেরূপ সমৃদ্ধিশালী বণিকগণ সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া প্রমাদবশতঃ অবহেলা করিতে থাকায় ক্ষুদ্র নদীতে নিমগ্ন হইয়া যায় ॥ ২৩

শত্রুরা অমর্ষের বশীভূত হইয়া যাহাদিগকে রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় বিনাশ করিয়াছে, তাহারা ত' নিঃসন্দেহে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়াছে। আমার ত' সেই সতী সাধ্বী কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) জন্য চিন্তা হইতেছে। হায়, সে আজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া নষ্ট হইবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ॥ ২৪

একে ত' পূর্ব্ব হইতেই শোকের জন্য কৃশ হইয়া তাহার দেহ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর যখন এই নিজের ভ্রাতা ও পুত্রগণ এবং বৃদ্ধ পিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মৃত্যুর সংবাদ শুনিবে, তখন সে আরও শুকাইয়া যাইবে ও অবশ্যই অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইবে ॥ ২৫

যে সর্ব্বদা সুখভোগের যোগ্যা, সে এই শোকজনিত দুঃখকে সহ্য করিতে না পারিয়া জানি না কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হইবে? পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশে ব্যথিত হইয়া তাহার হৃদয়ে যে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, ইহাতে তাহার অতিশয় শোচনীয় অবস্থা আসিবে ॥ ২৬

এইভাবে আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! তুমি যাও, মন্দভাগিনী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে তাহার মাতৃপক্ষের স্ত্রীগণের সহিত এস্থানে লইয়া এস ॥ ২৭

মাদ্রীনন্দন নকুল ধর্ম্মাচরণের দ্বারা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের তুল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত অতিসত্বর মহারাণী দ্রৌপদীর সেই ভবনের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন, যেখানে পাঞ্চালরাজেরও স্ত্রীগণ অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৮

মাদ্রীপুত্র নকুলকে সে স্থানে প্রেরণ করত অজমীঢ়কুলনন্দন যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া সেই সব সুহৃদ্গণের সহিত বারংবার রোদন করিতে করিতে হতগণে পরিব্যাপ্ত পুত্রসকলের সেই যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন

স তৎ প্রবিশ্যাশিবমুগ্ররূপং
দদর্শ পুত্রান্ সুহৃদঃ সখীংশ্চ।
ভূমৌ শয়ানান্ রুধিরার্দ্রগাত্রান্
বিভিন্নদেহান্ প্রসৃতোত্তমাঙ্গান্ ॥ ৩০
স তাংস্তু দৃষ্ট্বা ভৃশমার্তরূপো
যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।

সেই ভয়ঙ্কর ও অমঙ্গলময় স্থানে প্রবেশ করত তিনি নিজ পুত্র, সুহৃদ্ ও বন্ধুবর্গকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূতলে পতিত থাকিতে দর্শন করিলেন। তখন ইঁহাদের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং মস্তকও ছিন্ন ছিল ॥ ৩০

ইঁহাদিগকে দেখিয়া কুরুকুলশিরোমণি ও ধর্মাত্মাগণের

উচ্চৈঃ প্রচুক্রোশ চ কৌরবাগ্র্যঃ
পপাত চোর্ব্যাং সগণো বিসংজ্ঞঃ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি যুধিষ্ঠিরশিবিরপ্রবেশে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ধীরে ধীরে ইঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইল। তিনি নিজ সঙ্গীদের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে প্রবেশবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

[শোকেন যুধিষ্ঠিরস্য ব্যাকুলতা, দ্রৌপদ্যা বিলাপঃ, দ্রোণপুত্রবধায়াগ্রহপ্রকাশশ্চ, তং হন্তুং ভীমসেনস্য প্রস্থানঞ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

স দৃষ্ট্বা নিহতান্ সংখ্যে পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
মহাদুঃখপরীতাত্মা বভূব জনমেজয় ॥ ১
ততস্তস্য মহান্ শোকঃ প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ।
স্মরতঃ পুত্র-পৌত্রাণাং ভ্রাতৃণাং স্বজনস্য চ ॥ ২
তমশ্রুপরিপূর্ণাক্ষং বেপমানমচেতসম্।
সুহৃদো ভৃশসংবিগ্নাঃ সান্ত্বয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ৩
ততস্তস্মিন্ ক্ষণে কল্যো রথেনাদিত্যবর্চসা।
নকুলঃ কৃষ্ণয়া সার্দ্ধমুপায়াৎ পরমার্তয়া ॥ ৪
উপপ্লব্যং গতা সা তু শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
তদা বিনাশং সর্বেষাং পুত্রাণাং ব্যথিতাভবৎ ॥ ৫
কম্পমানেব কদলী বাতেনাভিসমীরিতা।
কৃষ্ণা রাজানমাসাদ্য শোকার্তা ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ৬
বভূব বদনং তস্যাঃ সহসা শোককর্ষিতম্।
ফুল্লপদ্মপলাশাক্ষ্যাস্তমোগ্রস্ত ইবাংশুমান্ ॥ ৭

একাদশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের শোকে ব্যাকুলতা, দ্রৌপদীর বিলাপ ও দ্রোণপুত্রকে বধের জন্য আগ্রহপ্রকাশ এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ভীমসেনের প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের পুত্র, পৌত্র ও মিত্রবর্গকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় গুরুতর দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ১

সেই সময় পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজনগণকে স্মরণ করত এই মহাত্মার মনে মহাশোক উৎপন্ন হইল।

তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইল। তাঁহার এরূপ অবস্থা দর্শন করত তাঁহার সুহৃদ্গণ সেই সময় ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ৩

এই সময় শ্যামবর্ণশালী নকুল সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রথের দ্বারা শোকে অত্যন্ত পীড়িতা দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪

এই সময় দ্রৌপদী উপপ্লব্য নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নিজের সমস্ত পুত্রদিগের নিধনরূপ অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৫

রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত শোকে ব্যাকুলা হইয়া দ্রৌপদী বায়ু দ্বারা আন্দোলিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৬

প্রফুল্ল কমলদলতুল্য বিশাল ও মনোহর নেত্রসুশোভিতা দ্রৌপদীর মুখ সহসা শোকে পীড়িত হইয়া রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজোহীন হইয়া যাইল ॥ ৭

ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা সংরম্ভী সত্যবিক্রমঃ।
বাহুভ্যাং পরিজগ্রাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ॥ ৮
সা সমাশ্বাসিতা তেন ভীমসেনেন ভামিনী।
রুদতী পাণ্ডবং কৃষ্ণা সা হি ভারতমব্রবীৎ॥ ৯
দিষ্ট্যা রাজন্নবাপ্যেমামখিলাং ভোক্ষ্যসে মহীম্।
আত্মজান্ ক্ষত্রধর্মেণ সম্প্রদায় যমায় বৈ॥ ১০
দিষ্ট্যা ত্বং কুশলী পার্থ মত্তমাতঙ্গগামিনীম্।
অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং সৌভদ্রং ন স্মরিষ্যসি॥ ১১
আত্মজান্ ক্ষত্রধর্মেণ হুত্বা শূরান্ নিপাতিতান্।
উপপ্লব্যে ময়া সার্ধং দিষ্ট্যা ত্বং ন স্মরিষ্যসি॥ ১২
প্রসুপ্তানাং বধং শ্রুত্বা দ্রৌণিনা পাপকর্মণা।
শোকন্তপতি মাং পার্থ হুতাশন ইবাশ্রয়ম্॥ ১৩
তস্য পাপকৃতো দ্রৌণের্ন চেদদ্য ত্বয়া রণে।
হ্রিয়তে সানুবন্ধস্য যুধি বিক্রম্য জীবিতম্॥ ১৪
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে তন্নিবোধত পাণ্ডবাঃ।
ন চেৎ ফলমবাপ্নোতি দ্রৌণিঃ পাপস্য কর্মণঃ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণা পাণ্ডবং প্রত্যুপাবিশৎ।
যুধিষ্ঠিরং যাজ্ঞসেনী ধর্মরাজং যশস্বিনী॥ ১৬
দৃষ্ট্বৈপবিষ্টাং রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো মহিষীং প্রিয়াম্।
প্রত্যুবাচ স ধর্মাত্মা দ্রৌপদীং চারুদর্শনাম্॥ ১৭
ধর্ম্যং ধর্মেণ ধর্মজ্ঞে প্রাপ্যাস্তে নিধনং শুভে।
পুত্রাস্তে ভ্রাতরশ্চৈব তান্ন শোচিতুমর্হসি॥ ১৮
স কল্যাণি বনং দুর্গং দূরং দ্রৌণিরিতো গতঃ।
তস্য ত্বং পাতনং সংখ্যে কথং জ্ঞাস্যসি শোভনে॥ ১৯

দ্রৌপদ্যুবাচ।

দ্রোণপুত্রস্য সহজো মণিঃ শিরসি মে শ্রুতঃ
নিহত্য সংখ্যে তং পাপং পশ্যেয়ং মণিমাহৃতম্॥ ২০

তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সত্যপরাক্রমী ভীমসেন লাফাইয়া উঠিয়া দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিলেন এবং সেই মানিনী পত্নী দ্রৌপদীকে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন। ৮।

সেই সময় রোদন করিতে করিতে দ্রৌপদী ভরতনন্দন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—রাজন্! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আপনি ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে স্বীয় পুত্রগণকে যমরাজের উদ্দেশ্যে উপহাররূপে প্রদান করত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এখন ইহা উপভোগ করিবেন। ৯-১০

কুন্তীনন্দন! সৌভাগ্যবশতই আপনি সকুশলে থাকিয়া এই মত্তমাতঙ্গগামিনী সমুদয় পৃথিবীর রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এখন ত' আপনার সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুরও কথা স্মরণ হইবে না। ১১

নিজের বীর পুত্রদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে নিহত শুনিয়াও আপনি উপপ্লব্য নগরে আমার সহিত বাস করত তাহাদিগকে সর্বথা বিস্মৃত হইবেন—ইহাও ভাগ্যের কথা। ১২

পার্থ! পাপাচারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক আমার নিদ্রিত পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করত শোক আমাকে সেইরূপে সন্তপ্ত করিতেছে, যেরূপ অগ্নি নিজের আধারভূত কাষ্ঠকেই দগ্ধ করিয়া থাকে। ১৩

যদি আজ আপনি রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করত অনুগামীদিগের সহিত পাপাচারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার প্রাণহরণ না করেন, তবে আমি এ স্থানেই অনশন করিয়া নিজের প্রাণত্যাগ করিব। পাণ্ডবগণ! ইহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। যদি অশ্বত্থামা নিজের পাপকর্মের ফললাভ না করে, তবে আমি অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিব। ১৪-১৫

এই কথা বলিয়া যশস্বিনী দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই অনশনের জন্য উপবেশন করিলেন। ১৬

স্বীয় প্রিয় মহারাণী পরমা সুন্দরী দ্রৌপদীকে উপবাসের জন্য উপবেশন করিতে দেখিয়া ধর্মাত্মা রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন। ১৭

শুভে! তুমি ধর্ম কি তাহা জান। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্মানুসারে যুদ্ধ করত ধর্মানুকূল মৃত্যুলাভ করিয়াছে; অতএব তাহাদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ১৮

কল্যাণি! দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা এখান হইতে পলায়ন করত দুর্গম বনে চলিয়া গিয়াছে। শোভনে! যদি তাহাকে বিনাশ করত যুদ্ধে ভূপাতিত করাও হয়, তবে তোমার বিশ্বাস কিভাবে জন্মিবে? ১৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—মহারাজ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মস্তকে একটি মণি আছে; যাহা সে জন্মেরই সহিত লাভ করিয়াছে। সেই পাপীকে যুদ্ধে বিনাশ করত সেই মণিকে আপনি যদি আনিয়া দেন, তবে আমি উহা দেখিব রাজন্! সেই মণিকে আপনার মস্তকে ধারণ করাইয়া আমি জীবন ধারণ করিব; ইহাই আমার অভিমত। ২০½

রাজন্ শিরসি তে কৃত্বা ব্রবীম্যহমিতি মে মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবং কৃষ্ণা রাজানং চারুদর্শনা ॥ ২১
ভীমসেনমথাগত্য পরমং বাক্যমব্রবীৎ
ত্রাতুমর্হসি মাং ভীম ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥ ২২
জহি ত্বং পাপকর্মাণং শম্বরং মঘবানিব।
ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ পুমানস্তীহ কশ্চন ॥ ২৩
শ্রুতং তৎ সর্বলোকেষু পরমব্যসনে যথা।
দ্বীপোঽভূত্ত্বং হি পার্থানাং নগরে বারণাবতে ॥ ২৪
হিড়িম্বদর্শনে চৈব তথা ত্বমভবো গতিঃ।
তথা বিরাটনগরে কীচকেন ভৃশার্দিতাম্ ॥ ২৫
মামপ্যুদ্ধৃতবান্ কৃচ্ছ্রাৎ পৌলোমীং মঘবানিব।
যথৈতান্যকৃথাঃ পার্থ মহাকর্মাণি বৈ পুরা ॥ ২৬
তথা দ্রৌণিমমিত্রঘ্ন বিনিহত্য সুখী ভব।
তস্যা বহুবিধং দুঃখাদ্বিলপ্য পরিদেবিতম্ ॥ ২৭
নামর্ষয়ত কৌন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ।
স কাঞ্চনবিচিত্রাঙ্গমারুরোহ মহারথম্ ॥ ২৮
আদায় রুচিরং চিত্রং সমার্গণগুণং ধনুঃ।
নকুলং সারথিং কৃত্বা দ্রোণপুত্রবধে ধৃতঃ ॥ ২৯
বিস্ফার্য্য সশরং চাপং তূর্ণমশ্বানচোদয়ৎ।
তে হয়াঃ পুরুষব্যাঘ্র চোদিতা বাতরংহসঃ ॥ ৩০
বেগেন ত্বরিতা জগ্মুর্হরয়ঃ শীঘ্রগামিনঃ।
শিবিরাৎ স্বাদ্ গৃহীত্বা স রথস্য পদমচ্যুতঃ ॥ ৩১
(দ্রোণপুত্রগতেনাশু যযৌ মার্গেণ ভারত।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি দ্রৌণিবধার্থং ভীমসেনগমনে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সুন্দরী কৃষ্ণা ভীমসেনের নিকট আসিলেন এবং এই উত্তম কথা বলিলেন,—প্রিয় ভীমসেন! আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসরণ করত আমার জীবন রক্ষা করিতে পারেন। ২১-২২

বীর! যেরূপ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও এই পাপকর্মা অশ্বত্থামাকে বধ করুন। এ জগতে কোনও পুরুষ আপনার ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। ২৩

এই কথা সম্পূর্ণ জগতে প্রসিদ্ধ আছে যে, বারণাবতনগরে যখন কুন্তীপুত্রগণের উপর গুরুতর বিপদ পতিত হয়, তখন আপনিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ২৪

এইরূপ হিড়িম্বাসুরের দর্শনসময়েও আপনি তাঁহাদের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। বিরাটনগরে কীচক যখন আমাকে ভয়ানক উৎপীড়ন করিয়াছিল, তখন সেই মহাসঙ্কটেও আপনি আমাকে সেইভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যেরূপ ইন্দ্র শচীদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ২৫½

শত্রুসূদন পার্থ! যেরূপ পূর্বকালে আপনি এইরূপ মহৎ কার্যসকল করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দ্রৌণপুত্র অশ্বত্থামাকেও বিনাশ করত আপনি সুখী হউন। ২৬½

দুঃখবশতঃ দ্রৌপদীর এইরূপ বহুবিধ বিলাপ শ্রবণ করত মহাবল কুন্তীকুমার ভীমসেন উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ২৭½

তিনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করিতে নিশ্চয় করিয়া সুবর্ণভূষিত বিচিত্র অঙ্গবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। তিনি বাণ ও গুণসহ এক সুন্দর এবং বিচিত্র ধনু হস্তে ধারণ পূর্বক নকুলকে সারথি করিলেন তারপর বাণসহ ধনুটিকে বিস্ফারিত করিয়া অতিদ্রুত অশ্বগণকে চালনা করিলেন। ২৮-২৯½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! নকুলকর্তৃক প্রেরিত সেই বায়ুতুল্য বেগশালী ও দ্রুতগামী অশ্বগণ ত্বরাসহকারে সবেগে যাইতে লাগিল। ৩০

হে ভারত! শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম হইতে অবিচ্যুত ভীমসেন অশ্বত্থামার রথের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে সেই পথ দিয়াই অতিসত্বর গমন করিতে লাগিলেন, যে পথ দিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা গমন করিয়াছেন। ৩১

শ্রীবন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বান্তর্গত ঐষীকপর্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করিবার জন্য ভীমসেনের গমনবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেনাশ্বত্থাম্নশ্চাঞ্চল্যস্য ক্রূরতায়াশ্চ প্রসঙ্গমুত্থাপ্য সুদর্শনচক্রস্য প্রার্থনাবিষয়ঞ্চ শ্রাবয়তা ভীমসেনং রক্ষিতুমুদ্যোগশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ প্রযাতে দুর্ধর্ষে যদূনামৃষভস্ততঃ।
অব্রবীৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১
এষ পাণ্ডব তে ভ্রাতা পুত্রশোকপরায়ণঃ।
জিঘাংসুর্দ্রৌণিমাক্রন্দে এক এবাভিধাবতি ॥ ২
ভীমঃ প্রিয়স্তে সর্বেভ্যো ভ্রাতৃভ্যো ভরতর্ষভ।
তং কৃচ্ছ্রগতমদ্য ত্বং কস্মাদ্ভ্যুপপদ্যসে ॥ ৩
যৎ তদাচষ্ট পুত্রায় দ্রোণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দহেত পৃথিবীমপি ॥ ৪
তন্মহাত্মা মহাভাগঃ কেতুঃ সর্বধনুষ্মতাম্
প্রত্যপাদয়দাচার্য্যঃ প্রীয়মাণো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৫
ত্বং পুত্রোঽপ্যেক এবৈনমন্বযাচদমর্ষণঃ।
ততঃ প্রোবাচ পুত্রায় নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অশ্বত্থামার চপলতা ও ক্রূরতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সুদর্শনচক্রের প্রার্থনার কথা শুনাইতে শুনাইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীমসেন গমন করিলে পর যদুকুলতিলক কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

পাণ্ডুনন্দন! এই আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকে মগ্ন হইয়া দ্রোণকুমার অশ্বত্থামাকে বধ করিবার ইচ্ছায় একাকীই তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন আপনার সমস্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রিয়; কিন্তু আজ সে সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। সুতরাং আজ আপনি তাহার সহায়তার জন্য যাইতেছেন না কেন? ৩

শত্রুনগরজয়ী দ্রোণাচার্য্য নিজের পুত্র অশ্বত্থামাকে যে ব্রহ্মশির-নামক অস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, উহা সমগ্র ভূমণ্ডলকে দগ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ৪

সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের কেতুস্বরূপ মহাভাগ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য প্রসন্ন হইয়া এই অস্ত্র প্রথমে অর্জুনকে দিয়াছিলেন ॥ ৫

অশ্বত্থামা তাহা সম্বরণ করিতে পারে নাই। সে দ্রোণাচার্য্যের একমাত্র পুত্র, অতএব সে-ও পিতার নিকট ঐ অস্ত্রের জন্য বিদিতঃ চাপলং হ্যস্য সৌদাস্যঞ্চাস্য ক্রূরতাম্।
সর্বধর্মবিদাচার্য্যঃ সোঽন্বশাৎ স্বসুতং ততঃ ॥ ৭
পরমাপদ্গতেনাপি ন ত্বয়া তাত রণে।
ইদমস্ত্রং প্রযোক্তব্যং মানুষেষু বিশেষতঃ ॥ ৮
ইত্যুক্তবান্ গুরুঃ পুত্রং দ্রোণঃ পশ্চাদথোক্তবান্।
ন ত্বং জাতু সতাং মার্গে স্থাতেতি পুরুষর্ষভ ॥ ৯
স তদাজ্ঞায় দুষ্টাত্মা পিতুর্বচনমপ্রিয়ম্।
নিরাশঃ সর্বকল্যাণৈঃ শোকার্তঃ পর্যাচরন্মহীম্ ॥ ১০
ততস্তদা কুরুশ্রেষ্ঠ বনস্থে ত্বয়ি ভারত।
অবসদ্ দ্বারকামেত্য বৃষ্ণিভিঃ পরমার্চিতঃ ॥ ১১
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বসন্ দ্বারবতীমনু।
একঃ একং সমাগম্য মামুবাচ হসন্নিব ॥ ১২

প্রার্থনা করিয়াছিল তখন আচার্য্যদেব নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে এই অস্ত্র উপদেশ করেন কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন অধিক প্রসন্ন হইল না ॥ ৬

তাঁহার নিজ পুত্রের চপলতা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল, অতএব সর্ব্বধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞ আচার্য্যদেব নিজ পুত্রকে এইরূপ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন ॥ ৭

পুত্র! গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইলেও তুমি রণাঙ্গনে বিশেষতঃ মনুষ্যগণের উপর এই অস্ত্রের প্রয়োগ করিও না ॥ ৮

নরশ্রেষ্ঠ! নিজের পুত্রকে এই কথা বলিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্য পুনরায় তাহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমার সন্দেহ হয়, তুমি কখনও সৎপুরুষের মার্গে অবস্থিত থাকিবে না ॥ ৯

পিতার এই অপ্রিয় বাক্য অবগত হইয়া দুষ্টাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকের সহিত ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১০

ভরতনন্দন! কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর যখন আপনি বনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অশ্বত্থামা দ্বারকায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সেখানে বৃষ্ণিবংশীয়গণ তাহার অতিশয় আদর সৎকার করিয়াছিল ॥ ১১

একদিন দ্বারকায় সমুদ্রের তীরে বাস করিবার সময় সে একাকীই একক আমার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে এই কথা বলিল ॥ ১২

যৎ তদুগ্রং তপঃ কৃষ্ণ চরন্ সত্যপরাক্রমঃ
অগস্ত্যাদ্ ভারতাচার্য্যঃ প্রত্যপদ্যত মে পিতা ॥ ১৩
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দেব-গন্ধর্বপূজিতম্
তদদ্য ময়ি দাশার্হ যথা পিতরি মে তথা ॥ ১৪
অস্মত্তস্তদুপাদায় দিব্যমস্ত্রং যদূত্তম।
মমাস্ত্রাস্ত্রং প্রযচ্ছ ত্বং চক্রং রিপুহণং রণে ॥ ১৫
স রাজন্ প্রিয়মাণেন ময়াপ্যুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
যাচমানঃ প্রযত্নেন মত্তোঽস্ত্রং ভরতর্ষভ ॥ ১৬
দেব-দানব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-পতগোরগাঃ।
ন সমা মম বীর্যস্য শতাংশেনাপি পিণ্ডিতাঃ ॥ ১৭
ইদং ধনুরিয়ং শক্তিরিদং চক্রমিয়ং গদা।
যদ্যদিচ্ছসি চেদস্ত্রং মত্তস্তৎ তদ্ দদামি তে ॥ ১৮
যচ্ছক্নোষি সমুদ্যন্তুং প্রযোক্তুমপি বা রণে।
তদ্ গৃহাণ বিনাস্ত্রেণ যন্মে দাতুমভীপ্সসি ॥ ১৯

দশাহনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! ভরতবংশের আচার্য্য আমার সত্য-পরাক্রমী পিতা উগ্র তপস্যা করত মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবতা ও গন্ধর্বগণের দ্বারা সম্মানিত অস্ত্র এই সময় যেরূপ আমার পিতার নিকট রহিয়াছে, সেরূপ আমার নিকটেও আছে যদুশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি আমার নিকট হইতে সেই দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করত রণাঙ্গনে শত্রুধ্বংসকারী আপনার চক্রনামক অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন ॥ ১৩-১৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিশয় যত্ন-সহকারে আমার নিকট সেই অস্ত্র প্রার্থনা করিল, তখন আমি প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলাম ॥ ১৬

ব্রহ্মন্! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পক্ষী ও নাগগণ—ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আমার পরাক্রমের শতভাগের এক ভাগও পরাক্রম করিতে পারিবে না ॥ ১৭

এই আমার ধনু, এই শক্তি, এই চক্র ও এই গদা রহিয়াছে। তুমি যে যে অস্ত্র আমার নিকট হইতে প্রার্থনা করিবে, আমি সেই সেই অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিব ॥ ১৮

তুমি আমাকে যে অস্ত্র প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা প্রদান না করিয়াই রণাঙ্গনে তুমি আমার যে অস্ত্র উত্তোলিত করিতে অথবা নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে, সেই সেই অস্ত্রই তুমি গ্রহণ কর ॥ ১৯

স সুনাভঃ সহস্রারঃ বজ্রনাভময়ঃ শুভঃ।
বব্রে চক্রং মহাভাগো মত্তঃ স্পর্ধন্ময়া সহ ॥ ২০
গৃহাণ চক্রমিত্যুক্তো ময়া তু তদনন্তরম্
জগ্রাহোৎপত্য সহসা চক্রং সব্যেন পাণিনা ॥ ২১
ন চৈনমশকৎ স্থানাৎ সঞ্চালয়িতুমপ্যুত।
অথৈনং দক্ষিণেনাপি গৃহীতুমুপচক্রমে ॥ ২২
সর্বযত্নবলেনাপি গৃহ্যমেবমিদং ততঃ।
ততঃ সর্ববলেনাপি যত্নৈঃ ন শশাক হ ॥ ২৩
উদ্ধর্তুং বা চালয়িতুং দ্রৌণিঃ পরমদুর্মনাঃ।
কৃত্বা যত্নং পরিশ্রান্তঃ স ন্যবর্তত ভারত ॥ ২৪
নিবৃত্তমনসং তস্মাদভিপ্রায়াদ্ বিচেতসম্।
অহমামন্ত্র্য সংবিগ্নমশ্বত্থামানমব্রুবম্ ॥ ২৫
যঃ সদৈব মনুষ্যেষু প্রমাণং পরমং গতঃ।
গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্বঃ কপিপ্রবরকেতনঃ ॥ ২৬

তখন সেই মহাভাগ আমার সহিত স্পর্ধা করিয়া আমার নিকট হইতে এই লৌহময় চক্র প্রার্থনা করিল, যাহার সুন্দর নাভিতে বজ্র সংলগ্ন আছে এবং যাহা এক সহস্র অর দ্বারা সুশোভিত আছে ॥ ২০

আমিও বলিলাম—গ্রহণ কর এই চক্র। আমি এই কথা বলিতেই সে সহসা লম্ফ প্রদান করত বামহস্তে চক্র গ্রহণ করিল ॥ ২১

কিন্তু সে এই অস্ত্রকে স্ব-স্থান হইতে স্থানান্তর করিতে পারিল না। তখন সে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ ২২

সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন সে চক্রকে উত্তোলিত করিতে পারিল না, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইল। ভারত! যত্ন করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে পর তখন সে উহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ২৩-২৪

এইভাবে যখন সে মনকে সেই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিল এবং দুঃখে অচৈতন্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, তখন আমি অশ্বত্থামাকে আহ্বান করত বলিলাম ॥ ২৫

ব্রহ্মন্! যে সর্বদা মনুষ্যসমাজে পরম প্রামাণিকরূপে গণ্য, যাহার নিকট গাণ্ডীব ধনু ও শ্বেত অশ্বসকল রহিয়াছে, যাহার ধ্বজায় শ্রেষ্ঠ বানর হনুমান্ বিরাজমান আছে, যে স্বয়ম্ভুতে সাক্ষাৎ দেবদেবেশ্বর নীলকণ্ঠ উমাবল্লভ ভগবান্ শঙ্করকে পরাজিত

যঃ সাক্ষাদ্ দেবদেবেশং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্
দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিষ্ণুস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২৭
যস্মাৎ প্রিয়তরো নাস্তি মমাস্যঃ পুরুষো ভুবি।
নাদেয়ং যস্য মে কিঞ্চিদপি দারাঃ সুতাস্তথা ॥ ২৮
তেনাপি সুহৃদা ব্রহ্মন্ পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা
নোক্তপূর্বমিদং বাক্যং যৎ ত্বং মামভিভাষসে ॥ ২৯
ব্রহ্মচর্য্যং মহদ্ ঘোরং ভীর্ত্বা দ্বাদশবার্ষিকম্।
হিমবৎপার্শ্বমাস্থায় যো ময়া তপসার্জিতঃ ॥ ৩০
সমানব্রতচারিণ্যাং রুক্মিণ্যাং যোঽহমজায়ত।
সনৎকুমারস্তেজস্বী প্রদ্যুম্নো নাম মে সুতঃ ॥৩১
তেনাপ্যেতন্মহদ্ দিব্যং চক্রমপ্রতিমং রণে
ন প্রার্থিতমভূন্মূঢ় যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩২
রামেণাতিবলেনৈতন্নোক্তপূর্বং কদাচন।
ন গদেন ন সাম্বেন যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩৩

দ্বারকাবাসিভিশ্চান্যৈর্বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৈঃ।
নোক্তপূর্বমিদং জাতু যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩৪
ভারদ্বাজাচার্য্যপুত্রস্ত্বং মানিতঃ সর্বযাদবৈঃ।
চক্রেণ রথিনাং শ্রেষ্ঠ কং নু তাত যুযুৎসসে ॥ ৩৫
এবমুক্তো ময়া দ্রৌণির্মামিদং প্রত্যুবাচ হ।
প্রযুজ্য ভবতে পূজাং যোৎস্যে কৃষ্ণ ত্বয়া সহ ॥ ৩৬
প্রার্থিতং তে ময়া চক্রং দেব-দানবপূজিতম্।
অজেয়ঃ স্যামিতি বিভো সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৭
ত্বত্তোঽহং দুর্লভং কামমনবাপ্যৈব কেশব।
প্রতিযাস্যামি গোবিন্দ শিবেনাভিবদস্ব মাম্ ॥ ৩৮
এতৎ সুভীমং ভীমানাময়ুধেন ত্বয়া ধৃতম্।
চক্রমপ্রতিচক্রেণ ভুবি নান্যোঽভিপদ্যতে ॥ ৩৯
এতাবদুক্ত্বা দ্রৌণির্মাং যুগ্যানশ্বান্ ধনানি চ।
আদায়োপযযৌ কালে রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪০

করিবার সাহস করত তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, এই ভূমণ্ডলে আমার যাহা অপেক্ষা পরম প্রিয় অপর কোন মনুষ্য নাই, যাহাকে আমার পক্ষে স্ত্রী, পুত্রাদি কোনও এরূপ বস্তু নাই, যাহা দেয় যোগ্য নহে, অনায়াসে মহৎ কর্ম করিতে সমর্থ আমার সেই প্রিয় সুহৃৎ কুন্তীকুমার অর্জুনও পূর্বে কখনও এরূপ কথা বলে নাই, যাহা আজ তুমি আমাকে বলিলে ॥ ২৬-২৯

মূঢ় ব্রাহ্মণ! আমি বার বৎসর যাবৎ অত্যন্ত ঘোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করত হিমালয়ের পার্শ্বভাগে অতিশয় কঠোর তপস্যা দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, আমারই ন্যায় ব্রতপালনকারিণী রুক্মিণীদেবীর গর্ভ হইতে যাহার জন্ম হইয়াছে, যাহার রূপে সাক্ষাৎ তেজস্বী সনৎকুমারই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই প্রদ্যুম্ন আমার প্রিয় পুত্র। কিন্তু রণাঙ্গনে যাহার কোন তুলনা নাই, আমার সেই পরম দিব্য চক্রকে কখনও এই প্রদ্যুম্নও প্রার্থনা করে নাই, যাহা তুমি আজ প্রার্থনা করিয়াছ। ৩০-৩২

অত্যন্ত বলশালী বলরামও পূর্বে কখনও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। যাহা তুমি প্রার্থনা করিয়াছ, উহা (আমার পুত্রদ্বয়) গদ ও শাম্বও কখনও প্রার্থনা করে নাই ॥ ৩৩

দ্বারকায় নিবাসকারী যে সব অন্ধ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের মহারথীরা রহিয়াছে, তাহারাও কখনও আমার সম্মুখে এরূপ প্রস্তাব করে নাই, যেরূপ তুমি আজ আমার নিকট চক্রকে প্রার্থনা করিয়াছ ॥ ৩৪

ভাত! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তুমি ত ভরতকুলের আচার্য্য দ্রোণের পুত্র। সমস্ত যাদবগণ তোমার অতিশয় সম্মান করিয়াছে। তাহা হইলে বল, এই চক্রের দ্বারা তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ? ৩৫

যখন আমি এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমাকে এই ভাবে উত্তর দান করিল,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার পূজা করিয়া পুনরায় আপনারই সহিত যুদ্ধ করিব। প্রভো! আমি এই সত্য কথা বলিতেছি যে, আমি এই দেব-দানবপূজিত চক্রকে আপনার নিকট সেইজন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম—ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি অজেয় হইব ॥ ৩৬-৩৭

কেশব! কিন্তু এখন আমি এই দুর্লভ কামনা আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত না হইয়াই ফিরিয়া যাইব। গোবিন্দ! আপনি আমাকে কেবল এই কথাই বলুন যে, তোমার কল্যাণ হউক ॥ ৩৮

এই চক্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং আপনিও ভয়ানক বীরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরচূড়ামণি। আপনার কোন বিরোধীর নিকট এরূপ চক্র নাই। আপনিই এই চক্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভূতলে অপর কোন পুরুষ ইহাকে উত্তোলিত করিতে পারে না ॥ ৩৯

আমাকে এই কথা বলিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা রথে যোজিত

স সংরম্ভী দুরাত্মা চ চপলঃ ক্রূর এব চ
বেদ চাস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তস্মাদ্ রক্ষ্যো বৃকোদরঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি যুধিষ্ঠিরকৃষ্ণসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

করিবার যোগ্য অশ্বগণ, ধনসকল ও নানাবিধ রত্নসমূহ গ্রহণ করত সেস্থান হইতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল ॥ ৪০

এই অশ্বত্থামা ক্রোধী, দুষ্টাত্মা, চপল (চঞ্চল) ও ক্রূর। তাহার উপর সে ব্রহ্মাস্ত্র জানে, সুতরাং তাহার নিকট হইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে হইবে। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণের-সংবাদবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণার্জুন-যুধিষ্ঠিরৈর্ভীমসেনস্যানুগমনম্, গঙ্গাতীরং গত্বা ভীমেনাশ্বত্থাম্না আহ্বানম্, অশ্বত্থাম্না ব্রহ্মাস্ত্রস্য প্রয়োগশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা যুধাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বযাদবনন্দনঃ।
সর্বায়ুধবরোপেতমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥ ১
যুক্তং পরমকাম্বোজৈস্তরগৈর্হেমমালিভিঃ।
আদিত্যোদয়বর্ণস্য ধুরং রথবরস্য তু ॥ ২
দক্ষিণামবহচ্ছৈব্যঃ সুগ্রীবঃ সব্যতোঽভবৎ।
পার্ষ্ণিবাহৌ তু তস্যাস্তাং মেঘ-পুষ্পবলাহকৌ ॥ ৩
বিশ্বকর্মকৃতা দিব্যা রত্নধাতুবিভূষিতা।
উচ্ছ্রিতেব রথে মায়া ধ্বজযষ্টিরদৃশ্যত ॥ ৪
বৈনতেয়ঃ স্থিতস্তস্যাং প্রভামণ্ডলরশ্মিবান্।
তস্যা সত্যবতঃ কেতুর্ভুজগারিরদৃশ্যত ॥ ৫
অথারোহদ্ধৃষীকেশঃ কেতুঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
অর্জুনঃ সত্যকর্মা চ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬
অশোভেতাং মহাত্মানৌ দাশার্হমভিতঃ স্থিতৌ।
রথস্থং শার্ঙ্গধন্বানমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ৭
তাবুপারোপ্য দাশার্হঃ স্যন্দনং লোকপূজিতম্।
প্রতোদেন ভবোপেতান্ পরমাশ্বানচোদয়ৎ ॥ ৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমসেনের অনুগমন, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া ভীমসেন কর্তৃক অশ্বত্থামাকে আহ্বান এবং অশ্বত্থামার দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সম্পূর্ণ যাদবকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকলে সুসম্পন্ন উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। ১

ইহাতে স্বর্ণমাল্যপরিহিত কাবুলদেশীয় অশ্বগণ যোজিত ছিল। এই শ্রেষ্ঠ রথের কান্তি উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণ বর্ণ ছিল। ইহার দক্ষিণ দিকের ধুরের ভার শৈব্য বহন করিতে ছিল ও বাম ধুরের ভার বহন করিতেছিল সুগ্রীব। এই দুই অশ্বের পার্শ্বভাগে ক্রমশঃ মেঘপুষ্প এবং বলাহক যোজিত ছিল। ২-৩

সেই রথের উপর বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নির্ম্মিত এবং রত্নময় ধাতুসমূহে বিভূষিত দিব্য ধ্বজ দেখা যাইতেছিল, যাহা উচ্চে উত্থিত মায়ার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৪

এই ধ্বজের উপরে প্রভাপুঞ্জ ও কিরণসমূহে সুশোভিত বিনতানন্দন গরুড় বিদ্যমান ছিলেন। সর্পগণের শত্রু গরুড় সত্যবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথের পতাকারূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥ ৫

সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের কেতুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সেই রথে আরোহণ করিলেন। তাহারপর সত্যপরাক্রমী অর্জুন এবং সর্ব্বশেষে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির আরূঢ় হইলেন ॥ ৬

এই দুই মহাত্মা পাণ্ডব রথের উপর আরোহণ করত শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরাজমান থাকিয়া ইন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭

এই দুই ভ্রাতাকে সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করাইয়া দশার্হবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ বেগশালী উত্তম অশ্বগণকে বেগের দ্বারা চালনা করিলেন

তে হয়াঃ সহসোৎপেতুর্গৃহীত্বা স্যন্দনোত্তমম্ ।
আস্থিতঃ পাণ্ডবেয়াভ্যাং যদূনামৃষভেণ চ ॥ ৯

বহতাং শার্ঙ্গধন্বানমন্বানাং শীঘ্রগামিনাম্ ।
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ পক্ষিণাং পততামিব ॥ ১০

তে সমার্চ্ছন্নরব্যাঘ্রাঃ ক্ষণেন ভরতর্ষভ ।
ভীমসেনং মহেষ্বাসং সমুদ্ভ্রম্য বেগিতাঃ ॥ ১১

ক্রোধদীপ্তস্তু কৌন্তেয়ঃ দ্বিষদর্থে সমুদ্যতম্ ।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং সমেত্যাপি মহারথাঃ ॥ ১২

স তেষাং প্রেক্ষতামেব শ্রীমতাং দৃঢ়ধন্বিনাম্ ।
যযৌ ভাগীরথীতীরং হরিভির্মরুতোপমৈঃ ॥ ১৩

যত্র স্ম শ্রূয়তে দ্রৌণিঃ পুত্রহস্তা মহাত্মনাম্ ।
স দদর্শ মহাত্মানমুদকান্তে যশস্বিনম্ ॥ ১৪

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমাসীনমৃষিভিঃ সহ ।
তস্যৈব ক্রূরকর্মাণং ঘৃতাক্তং কৃশচীরিণম্ ॥ ১৫

রজসা ধ্বস্তমাসীনং দদর্শ দ্রৌণিমন্তিকে ।
তমভ্যধাবৎ কৌন্তেয়ঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥ ১৬

ভীমসেনো মহাবাহুস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ।
স দৃষ্ট্বা ভীমধন্বানং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥ ১৭

ভ্রাতরৌ পৃষ্ঠতশ্চাস্য জনার্দনরথে স্থিতৌ ।
ব্যথিতাত্মাভবদ্ দ্রৌণিঃ প্রাপ্তঃ চেদমমন্যত ॥ ১৮

স তদ্ দিব্যমদীনাত্মা পরমাস্ত্রমচিন্তয়ৎ ।
জগ্রাহ চ স চৈষীকাং দ্রৌণিঃ সব্যেন পাণিনা ॥ ১৯

স তামাপদমাসাদ্য দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ।
অমৃষ্যমাণস্তান্ বীরান্ দিব্যাযুধবরান্ স্থিতান্ ॥ ২০

অপাণ্ডবায়েতি রুষা বাক্যমুক্ত্বা দারুণং বচঃ ।
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূল দ্রৌণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২১

এই অবসরে দুই পাণ্ডুপুত্র এবং যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আরূঢ় সর্ব্বোত্তম রথকে লইয়া সহসা উড়িতে লাগিল ॥ ৯

শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণকে বহনকারী সেই শীঘ্রগামী অশ্বগণের মহৎ শব্দ উচ্চীয়মান পক্ষিগণের শব্দের ন্যায় উদ্ভূত হইতেছিল ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই তিন নরশ্রেষ্ঠ তীব্রবেগে পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

সেই সময় কুন্তীনন্দন ভীমসেন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শত্রু অশ্বত্থামাকে সংহার করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই তিন মহারথী তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ১২

এই সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধর তেজস্বী বীরগণের সাক্ষাতেই তিনি অত্যন্ত বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা ভাগীরথীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাত্মা পাণ্ডবগণের পুত্রহন্তা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া শুনা যায় ॥ ১৩

সেখানে যাইয়া তিনি গঙ্গার জলের পার্শ্বে পরম যশস্বী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে অনেক মহর্ষিগণের সহিত বসিয়া থাকিতে দর্শন করিলেন। তাঁহারই পার্শ্বে ক্রূরকর্ম্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিজ দেহে ঘৃত মক্ষণ করত কুশের চীর (পরিধানযোগ্য কুশনির্ম্মিত বল্কলখণ্ড) পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ধূলি আচ্ছাদিত ছিল ॥ ১৪-১৫

কুন্তীকুমার মহাবাহু ভীমসেন বাণসহ ধনু ধারণ করত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং বলিলেন,—অরে ! দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ১৬

অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর ভীমসেন হস্তে ধনু ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার দিকে আসিতেছেন তাঁহার পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের রথে উপবিষ্ট দুই ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন আসিতেছেন। এই সব দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা উপস্থিত হইল। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিলেন ॥ ১৭-১৮

উদারহৃদয় অশ্বত্থামা সেই দিব্য ও উত্তম অস্ত্র চিন্তা করিলেন। সেই সঙ্গে বামহস্তে একটি ঐষীক (শরকাঠী) উঠাইয়া লইলেন ॥ ১৯

দিব্য অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত সেই বীরবরগণের আগমনকে তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এই বিপদে পতিত হইয়া তিনি রোষসহকারে দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন এবং মুখ হইতে এই কঠোর বাক্য নিঃসারণ করিলেন যে, এই অস্ত্র সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করুক ॥ ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সমস্ত লোকসকলকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১

সর্বলোকপ্রমোহার্থং তদস্ত্রং প্রমুমোচ হ।
ততস্তস্যামিষীকায়াং পাবকঃ সমজায়ত।
প্রধক্ষ্যন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ কালান্তকযমোপমঃ॥ ১১

তদনন্তর সেই ঐষীকে কাল, অন্তক ও যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সময় ইহা মনে হইতেছিল যে, এই অগ্নি ত্রিভুবনকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়া-ফেলিবে॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রত্যাগে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩

শ্রীময়হর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অশ্বত্থামা কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

[অশ্বত্থাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রং নিবারয়িতুং ধনঞ্জয়েন ব্রহ্মাস্ত্রস্য প্রয়োগঃ, বেদব্যাসস্য তথা দেবর্ষি-নারদস্যাবির্ভাবশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইঙ্গিতেনৈব দাশার্হস্তমভিপ্রায়মাদিতঃ।
দ্রৌণের্বুদ্ধ্বা মহাবাহুরর্জুনং প্রত্যভাষত॥ ১

অর্জুনার্জুন যদ্দিব্যমস্ত্রং তে হৃদি বর্ততে।
দ্রোণোপদিষ্টং তস্যায়ং কালঃ সম্প্রতি পাণ্ডব॥ ২

ভ্রাতৃণামাত্মনশ্চৈব পরিত্রাণায় ভারত।
বিসৃজৈতৎ ত্বমপ্যাজাবস্ত্রমস্ত্রনিবারণম্॥ ৩

কেশবেনৈবমুক্তোঽথ পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
অবাতরদ্ রথাৎ তূর্ণং প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ॥ ৪

পূর্বমাচার্য্যপুত্রায় ততোঽনন্তরমাত্মনে।
ভ্রাতৃভ্যশ্চৈব সর্বেভ্যঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা পরন্তপঃ॥ ৫
দেবতাভ্যো নমস্কৃত্য গুরুভ্যশ্চৈব সর্বশঃ।
উৎসসর্জ শিবং ধ্যায়ন্নস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতাম্॥ ৬
ততস্তদস্ত্রং সহসা সৃষ্টং গাণ্ডীবধন্বনা।
প্রজজ্বাল মহাচিষ্মদ্ যুগান্তানলসন্নিভম্॥ ৭
তথৈব দ্রোণপুত্রস্য তদস্ত্রং দীপ্ততেজসঃ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালং তেজোমণ্ডলসংবৃতম্॥ ৮
নির্ঘাতা বহবশ্চাসন্ পেতুরুল্কাঃ সহস্রশঃ।
মহদ্ ভয়ঞ্চ ভূতানাং সর্বেষাং সমজায়ত॥ ৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিবার জন্য অর্জুনকর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ এবং বেদব্যাস ও দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দশার্হনন্দন মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার চেষ্টার দ্বারা পূর্ব হইতেই তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অর্জুনকে বলিলেন॥ ১

অর্জুন! অর্জুন! পাণ্ডুনন্দন! আচার্য্য দ্রোণকর্তৃক উপদিষ্ট যে দিব্য অস্ত্র তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রয়োগের এখন সময় আসিয়াছে॥ ২

হে ভারত! ভ্রাতৃগণকে এবং নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তুমিও এই যুদ্ধে সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ কর। অশ্বত্থামার অস্ত্রের নিবারণ ইহারই দ্বারা হইতে পারে॥ ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অতিদ্রুত রথ হইতে ভূতলে নামিলেন॥ ৪

শত্রুতাপন অর্জুন সর্ব্বপ্রথমে এই কথা বলিলেন যে, আচার্য্য-পুত্রের কল্যাণ হউক। তাহার পর নিজের ও সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল কামনা করত তিনি দেবতা ও সকল গুরুজনগণকে নমস্কার করিলেন। ইহার পর 'এই ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা শত্রুর ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত হইয়া যাউক' এইরূপ সঙ্কল্প করত সকলেরই কল্যাণ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন॥ ৫-৬

গাণ্ডীব-ধারী অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। উহা হইতে প্রলয়াগ্নিতুল্য বড় বড় শিখাসমূহ উদ্‌ভূত হইতে লাগিল॥ ৭

এইরূপ প্রচণ্ড তেজস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামারও সেই অস্ত্র তেজোমণ্ডলে পরিবৃত বড় বড় শিখাসকলের সহিত প্রজ্বলিত হইতে থাকিল॥ ৮

এই সময় বারংবার বজ্রপাতের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল, আকাশ হইতে সহস্র সহস্র উল্কা পতিত হইতে থাকিল এবং সমস্ত প্রাণিগণের উপর মহাভয় আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৯

সশব্দমভবদ্ ব্যোম জ্বালামালাকুলং ভৃশম্ ।
চচাল চ মহী কৃৎস্না সপর্বত-বন-দ্রুমা ॥১০
তে তয়োস্তেজসী লোকাংস্তাপয়ন্তী ব্যবস্থিতে ।
মহর্ষী সহিতৌ তত্র দর্শয়ামাসতুস্তদা ॥ ১১
নারদঃ সর্বভূতাত্মা ভরতানাং পিতামহঃ ।
উভৌ শময়িতুং বীরৌ ভারদ্বাজ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১২
তৌ মুনী সর্বধর্মজ্ঞৌ সর্বভূতহিতৈষিণৌ ।
দীপ্তয়োরস্ত্রয়োর্মধ্যে স্থিতৌ পরমতেজসৌ ॥ ১৩
তদনন্তরমথাধৃষ্যাবুপাগম্য যশস্বিনৌ ।
আস্তামৃষিবরৌ তত্র জ্বলিতাবিব পাবকৌ ॥ ১৪

প্রাণভৃদ্ভিরনাধৃষ্যৌ দেব-দানবসম্মতৌ ।
অস্ত্রতেজঃ শময়িতুং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১৫

ঋষী উচতুঃ

নানাশস্ত্রবিদঃ পূর্বে যেঽপ্যতীতা মহারথাঃ ।
নৈতদস্ত্রং মনুষ্যেষু তৈঃ প্রযুক্তং কথঞ্চন ।
কিমিদং সাহসং বীরৌ কৃতবন্তৌ মহাদ্ভুতম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি অর্জুনাস্ত্রত্যাগে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

সম্পূর্ণ আকাশ অগ্নির প্রচণ্ড শিখাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং সে স্থানে ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল পর্ব্বত, বন ও বৃক্ষ সকল সহ সমগ্র পৃথিবী আন্দোলিত হইল ॥ ১০

এই দুইজনের অস্ত্রের তেজ সমস্ত লোককে সন্তপ্ত করিতে করিতে সেস্থানে অবস্থিত রহিল। এই সময় সেখানে সমস্ত ভূতগণের আত্মা নারদ এবং ভরতবংশের পিতামহ ব্যাসদেব এই দুই মহর্ষি উভয়ে একত্রে দর্শন দিলেন ॥ ১১

সর্ব্বধর্মজ্ঞ ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতৈষী এই দুই পরম তেজস্বী মুনি অশ্বত্থামা ও অর্জুন—এই দুই বীরকে শান্ত করিবার জন্য ইঁহাদের প্রজ্বলিত অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১২-১৩

সেই অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যভাগে আসিয়া এই দুই দুর্দ্ধর্ষ ও দশস্বী মহর্ষিপ্রবর দুইটি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সেস্থানে বিরাজমান রহিলেন ॥ ১৪

কোনও প্রাণী ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে না দেবতা ও দানবগণ এই উভয়েরই সম্মান করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমস্ত লোকের হিতকামনা করত এই দুই অস্ত্রের তেজ শান্ত করাইবার জন্য সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

এই দুই ঋষি বলিলেন,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বকালেও যে সমস্ত সহস্রসংখ্যক মহারথী বীর অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানা প্রকার অস্ত্রকুশল জানিতেন কিন্তু তাঁহারা কোনক্রমেই মনুষ্যগণের উপর এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেন নাই তোমরা দুইজনে কেন এই মহাবিধ্বংসকর অস্ত্র প্রয়োগ করিলে ? ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অর্জুনকৃত ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বেদব্যাসস্যাজ্ঞয়া পার্থেন স্বীয়-ব্রহ্মাস্ত্রস্যোপসংহারঃ, স্ব-মণিং প্রদায়াশ্বত্থাম্না পাণ্ডবেয়ানাং গর্ভেষু দিব্যাস্ত্রস্য ক্ষেপণঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দৃষ্ট্বৈব নরশার্দূল তাবগ্নিসমতেজসৌ ।
গাণ্ডীবধন্বা সঞ্চিন্ত্য প্রাপ্তকালং মহারথঃ ।
সঞ্জহার শরং দিব্যং ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ তাবৃষী প্রাঞ্জলিস্তদা ।
প্রমুক্তমস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতামিতি বৈ ময়া ॥ ২
সংহৃতে পরমাস্ত্রেঽস্মিন্ সর্বানস্মানশেষতঃ ।
পাপকর্মা ধ্রুবং দ্রৌণিঃ প্রধক্ষ্যত্যস্ত্রতেজসা ॥ ৩
যদত্র হিতমস্মাকং লোকানাঞ্চৈব সর্বথা
ভবন্তৌ দেবসঙ্কাশৌ তথা সম্মন্তুমর্হতঃ ॥ ৪
ইত্যুক্ত্বা সঞ্জহারাস্ত্রং পুনরেব ধনঞ্জয়ঃ ।
সংহারো দুষ্করস্তস্য দেবৈরপি হি সংযুগে ॥ ৫
বিসৃষ্টস্য রণে তস্য পরমাস্ত্রস্য সংগ্রহে ।
অশক্তঃ পাণ্ডবাদন্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ৬
ব্রহ্মতেজোদ্ভবং তদ্ধি বিসৃষ্টমকৃতাত্মনা ।
ন শক্যমাবর্তয়িতুং ব্রহ্মচারিব্রতাদৃতে ॥ ৭
অচীর্ণব্রহ্মচর্য্যো যঃ সৃষ্ট্বা বর্ততে পুনঃ ।
তদস্ত্রং সানুবন্ধস্য মূর্ধানং তস্য কৃন্ততি ॥ ৮
ব্রহ্মচারী ব্রতী চাপি দুরবাপমবাপ্য তৎ ।
পরমব্যসনার্তোঽপি নার্জুনোঽস্ত্রং ব্যমুঞ্চত ॥ ৯
সত্যব্রতধরঃ শূরো ব্রহ্মচারী চ পাণ্ডবঃ ।
গুরুবর্তী চ তেনাস্ত্রং সঞ্জহারার্জুনঃ পুনঃ ॥ ১০
দ্রৌণিরপ্যথ সম্প্রেক্ষ্য তাবৃষী পুরতঃ স্থিতৌ ।
ন শশাক পুনর্ঘোরমস্ত্রং সংহর্তুমোজসা ॥ ১১
অশক্তঃ প্রতিসংহারে পরমাস্ত্রস্য সংযুগে ।
দ্রৌণির্দীনমনা রাজন্ দ্বৈপায়নমভাষত ॥ ১২

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[বেদব্যাসের আজ্ঞায় অর্জুনকর্তৃক স্বীয় অস্ত্রের উপসংহার এবং নিজের মণি প্রদান করত অশ্বত্থামাকর্তৃক পাণ্ডববংশের গর্ভে দিব্যাস্ত্র ক্ষেপণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ ! সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী দুই মহর্ষিকে দর্শন করিয়াই গাণ্ডীবধারী মহারথী অর্জুন সময়োচিত কর্ত্তব্য বিচার করত ত্বরাসহকারে নিজের দিব্যাস্ত্রের উপসংহার আরম্ভ করিলেন ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সময় তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মহর্ষিকে বলিলেন,—আমি ত' এই উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি যে, ইহার দ্বারা শত্রুর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত হইয়া যাউক । এখন এই অস্ত্র উপসংহার করিয়া লইলে পাপাচারী অশ্বত্থামা নিজ অস্ত্রের তেজে অবশ্যই আমাদের সকলকে ভস্মীভূত করিয়া দিবে ॥ ২-৩

আপনারা উভয়েই দেবতুল্য ; অতএব এখন যাহা করিলে আমাদের এবং সম্পূর্ণ প্রাণিগণের হিত হইবে, তাহার জন্য আপনারা আমাদের পরামর্শ দান করুন ॥ ৪

এই কথা বলিয়া অর্জুন পুনরায় সেই অস্ত্রকে উপসংহার করিলেন । যুদ্ধে এই অস্ত্রকে উপসংহার করা দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর ছিল । সংগ্রামে একবার এই দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর পুনরায় তাহাকে উপসংহার করিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ব্যতীত সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সমর্থ ছিলেন না ॥ ৫-৬

এই অস্ত্র ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; যদি অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকর্তৃক ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে ইহাকে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব, কারণ, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করিলে ইহাকে নিবৃত্ত করা যায় না ॥ ৭

যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করে নাই, যদি সেই পুরুষ ইহার একবার প্রয়োগ করিয়া পুনরায় উহার নিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা করে, তবে সেই অস্ত্র অনুগামীদিগের সহিত প্রয়োগকারীর শিরশ্ছেদ করিয়া থাকে ॥ ৮

অর্জুন ব্রহ্মচারী ও ব্রতধারী থাকিয়াই এই দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন । তিনি অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইয়াও কখনও এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই ॥ ৯

সত্যব্রতধারী, ব্রহ্মচারী, বীরবর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ; সেইজন্য তিনি এই অস্ত্রকে পুনরায় ফিরাইয়া লইলেন ॥ ১০

অশ্বত্থামাও যখন এই ঋষিদ্বয়কে স্বীয় সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিলেন, তখন সেই ঘোর অস্ত্রকে সবলে উপসংহার করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি সফল হইলেন না ॥ ১১

রাজন্ ! যুদ্ধে সেই দিব্য অস্ত্রকে যখন তিনি উপসংহার

উত্তমব্যসনার্তেন প্রাণত্রাণমভীপ্সতা।
ময়ৈতদস্ত্রমুৎসৃষ্টং ভীমসেনভয়াদ্ মুনে ॥ ১৩
অধর্মশ্চ কৃতোঽনেন ধার্তরাষ্ট্রং জিঘাংসতা
মিথ্যাচারেণ ভগবন্ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ১৪
অতঃ সৃষ্টমিদং ব্রহ্মন্ ময়াস্ত্রমকৃতাত্মনা।
তস্য ভূয়োঽস্ত্র সংহারং কর্তুং নাহমিহোৎসহে ॥১৫
বিসৃষ্টং হি ময়া দিব্যমেতদস্ত্রং দুরাসদম্।
অপাণ্ডবায়েতি মুনে বহ্নিতেজোঽনুমন্ত্রা বৈ ॥ ১৬
তদিদং পাণ্ডবেয়ানামন্তকায়াভিসংহিতম্।
অদ্য পাণ্ডুসুতান্ সর্বান্ জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি ॥ ১৭
কৃতং পাপমিদং ব্রহ্মন্ রোষাবিষ্টেন চেতসা।
বধমাশাস্য পার্থানাং ময়াস্ত্রং সৃজতা রণে ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ।

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তাত বিদ্বান্ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ
উৎসৃষ্টবান্ন রোষেণ ন নাশায় তবাহবে ॥ ১৯

অস্ত্রমস্ত্রেণ তু রণে তব সংশময়িষ্যতা।
বিসৃষ্টমর্জুনেনেদং পুনশ্চ প্রতিসংহৃতম্ ॥ ২০
ব্রহ্মাস্ত্রমপ্যবাপ্যৈতদুপদেশাৎ পিতুস্তব।
ক্ষত্রধর্মান্মহাবাহুর্নাকম্পত ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২১
এবং ধৃতিমতঃ সাধোঃ সর্বাস্ত্রবিদুষঃ সতঃ।
স ভ্রাতৃবদ্ধোঃ কস্মাৎ ত্বং বধমস্য চিকীর্ষসি ॥ ২২
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো যত্র পরমাস্ত্রেণ বধ্যতে।
সমা দ্বাদশ পর্জন্যস্তত্রাষ্ট্রং নাভিবর্ষতি ॥ ২৩
এতদর্থং মহাবাহুঃ শক্তিমানপি পাণ্ডবঃ।
ন বিহন্ত্যেতদস্ত্রং তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া ॥ ২৪
পাণ্ডবাশ্চৈব রাষ্ট্রঞ্চ সদা সংরক্ষ্যমেব হি।
তস্মাৎ সংহর দিব্যং ত্বমস্ত্রমেতন্মহাভুজ ॥ ২৫
অরোষস্তব চৈবাস্তু পার্থাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।
ন ত্বধর্মেণ রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো জেতুমিচ্ছতি ॥ ২৬

করিতে পারিলেন না, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং বেদব্যাসকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

মুনে! আমি ভীমসেনের ভয়ে অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইয়া নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি ॥১৩

ভগবন্! দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছায় এই ভীমসেন রণাঙ্গনে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাঅধর্ম করিয়াছিল ॥১৪

ব্রহ্মন্! যদিও আমি জিতেন্দ্রিয় নহি, তথাপি আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এখন পুনরায় ইহাকে উপসংহার করিবার সামর্থ্য আমার নাই ॥ ১৫

মুনে! আমি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও দুর্জয় এই দিব্যাস্ত্রকে অভিমন্যুর উদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবেরা ধ্বংস হইয়া যাউক ॥ ১৬

পাণ্ডবগণের বিনাশের সঙ্কল্প লইয়া নিক্ষিপ্ত এই দিব্যাস্ত্র আজ সমস্ত পাণ্ডুপুত্রদিগকে জীবনহীন করিয়া দিবে ॥ ১৭

ব্রহ্মন্! আমি রোষাবিষ্টচিত্তে কুন্তীপুত্রগণকে বধ করিবার বাসনায় এই অস্ত্রের প্রয়োগ করত অবশ্যই গুরুতর পাপকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ১৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—তাত! কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ও ত' এই দিব্যাস্ত্র জানে; কিন্তু সে রোষাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে তোমাকে বধ করিবার ইচ্ছায় উহা নিক্ষেপ করে নাই ॥ ১৯

দেখ, রণাঙ্গনে নিজের দ্বারা তোমার অস্ত্রকে শান্ত করিবার জন্যই অর্জুন সেই অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছে এবং এখন পুনরায় উহাকে উপসংহার করিয়া লইয়াছে

এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও মহাবাহু অর্জুন তোমার পিতার উপদেশ মান্য করত ক্ষাত্র ধর্ম হইতে বিচলিত হয় নাই ॥ ২১

সে এরূপ ধৈর্য্যবান্, সাধু, সর্ব্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং সৎপুরুষ, তথাপি তুমি ভ্রাতৃ-বন্ধুবর্গের সহিত ইহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলে কেন? ২২

যে দেশে এক ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, সেই রাষ্ট্রে বার বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় না ॥ ২৩

সেইজন্য প্রজাবর্গের হিত কামনা করত মহাবাহু অর্জুন শক্তিশালী হইয়াও তোমার এই অস্ত্রকে নষ্ট করিল না ॥ ২৪

মহাবাহো! পাণ্ডবগণকে, নিজেকে এবং এই রাষ্ট্রকে তোমার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত, অতএব তুমি এই দিব্যাস্ত্রকে উপসংহার কর ॥ ২৫

তোমার রোষ শান্ত হউক এবং পাণ্ডবেরাও স্বস্থতা লাভ করুক। পাণ্ডুপুত্র রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কাহাকেও অধর্ম্মের দ্বারা জয় করিতে ইচ্ছুক নয় ॥ ২৬

মণিঞ্চৈব প্রযচ্ছাস্য যস্তে শিরসি তিষ্ঠতি
এতদাদায় তে প্রাণান্ প্রতিদাস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ২৭

দ্রৌণিরুবাচ।

পাণ্ডবৈর্যানি রত্নানি যচ্চান্যৎ কৌরবৈর্ধনম্।
অবাপ্তমিহ তেভ্যোঽয়ং মণির্মম বিশিষ্যতে ॥ ২৮

যমাবধ্য ভয়ং নাস্তি শত্রুব্যাধিক্ষুধাশ্রয়ম্।
দেবেভ্যো দানবেভ্যো বা নাগেভ্যো বা কথঞ্চন ॥ ২৯

ন চ রক্ষোগণভয়ং ন তস্করভয়ং তথা।
এবং বীর্য্যো মণিরয়ং ন মে ত্যাজ্যঃ কথঞ্চন ॥৩০

যত্তু মে ভগবানাহ তন্মে কার্য্যমনন্তরম্।
অয়ং মণিরয়ং চাহমীষিকা তু পতিষ্যতি ॥ ৩১

গর্ভেষু পাণ্ডবেয়ানামমোঘং চৈতদুত্তমম্।
ন চ শক্তোঽস্মি ভগবন্ সংহর্তুং পুনরুদ্যতম্ ॥ ৩২

এতদস্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজাম্যহম্।
ন চ বাক্যং ভগবতো ন করিষ্যে মহামুনে ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ।

এবং কুরু ন চান্যত্র বুদ্ধিঃ কার্য্যা ত্বয়ানঘ।
গর্ভেষু পাণ্ডবেয়ানাং বিসৃজ্যৈতদুপারম ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পরমমন্ত্রং তু দ্রৌণিরুদ্যতমাহবে।
দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা গর্ভেষু প্রমুমোচ হ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রস্য
পাণ্ডবেয়গর্ভপ্রবেশনে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

তোমার মস্তকে যে মণি রহিয়াছে, উহা আজ তুমি তাহাকে প্রদান কর। এই মণি গ্রহণ করত তাহার পরিবর্ত্তে পাণ্ডবেরা তোমায় প্রাণদান করিবে। ২৭

অশ্বত্থামা বলিলেন,—পাণ্ডবেরা আজ পর্য্যন্ত যে যে রত্ন লাভ করিয়াছে এবং কৌরবগণও যে সকল ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার এই মণি সেই সব হইতে অধিক মূল্যবান্। ২৮

ইহাকে দেহে বন্ধন করিলে পর অস্ত্র, ব্যাধি, ক্ষুধা, দেবতা, দানব অথবা নাগ হইতে কাহারও কোনরূপ ভয় থাকে না। ২৯

তাহার রাক্ষসগণের নিকট কোন ভয় থাকে না এবং চৌরভয় তাহার হয় না। আমার এই মণির এইরূপ অদ্ভুত প্রভাব। সেইজন্য আমার ইহাকে কোনরূপেই ত্যাগ করা উচিত নয়।৩০

কিন্তু পূজ্যপাদ মহর্ষি আপনি আজ আমাকে যাহা আদেশ করিলেন, উহা আমাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে; অতএব এই আমার মণি রহিল এবং এই আমি অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষিপ্ত ইষিকা (শরকাঠী) পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপর পতিত হইবে, কারণ, এই উত্তম অস্ত্র অমোঘ। ভগবন্! এই উদ্যত অস্ত্রকে উপসংহার করিতে আমি সমর্থ নহি। ৩১-৩২

মহামুনে! অতএব আমি এই অস্ত্র পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপরেই নিক্ষেপ করিতেছি। আপনার আদেশ আমি উল্লঙ্ঘন করিব না। ৩৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে অনঘ! আচ্ছা, তাহাই হউক। এখন নিজ মনে আর অপর কোন বুদ্ধি আনিবে না। এই অস্ত্রকে পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপরই নিক্ষেপ করত শান্ত হইয়া যাও।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডববংশের গর্ভ লক্ষ্য করত উহা নিক্ষেপ করিলেন। ৩৫

শ্রীবন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বান্তর্গত ঐষীকপর্বে ব্রহ্মাস্ত্রের পাণ্ডববংশের গর্ভে প্রবেশ-বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণতোঽভিশাপং প্রাপ্যাশ্বত্থাম্নো বনগমনম্, পাণ্ডবৈর্মণিং প্রদায় দ্রৌপদ্যৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তদাজ্ঞায় হৃষীকেশো বিসৃষ্টং পাপকর্মণা
হন্যমাণ ইদং বাক্যং দ্রৌণিং প্রত্যব্রবীত্তদা ॥ ১
বিরাটস্য সুতাং পূর্বং স্নুষাং গাণ্ডীবধন্বনঃ ।
উপপ্লব্যগতাং দৃষ্ট্বা ব্রতবান্ ব্রহ্মণোঽব্রবীৎ ॥ ২
পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি ।
এতস্য পরিক্ষিত্ত্বং গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি ॥ ৩
তস্য তদ্ বচনং সাধোঃ সত্যমেতদ্ ভবিষ্যতি ।
পরিক্ষিদ্ ভবিতা হ্যেষাং পুনর্বংশকরঃ সুতঃ ॥ ৪
এবং ব্রুবাণং গোবিন্দং সাত্বতাং প্রবরং তদা
দ্রৌণিঃ পরমসংরব্ধঃ প্রত্যুবাচেদমুত্তরম্ ॥ ৫
নৈতদেবং যথাঽঽত্থ ত্বং পক্ষপাতেন কেশব ।
বচনং পুণ্ডরীকাক্ষ ন চ মদ্‌বাক্যমন্যথা ॥ ৬
পতিষ্যতি তদস্ত্রং হি গর্ভে তস্যা ময়োদ্যতম্ ।
বিরাটদুহিতুঃ কৃষ্ণ যং ত্বং রক্ষিতুমিচ্ছসি ॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ ।

অমোঘঃ পরমাস্ত্রস্য পাতস্তস্য ভবিষ্যতি ।
স তু গর্ভো মৃতো জাতো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যতি ॥ ৮
ত্বাং তু কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সর্বে মনীষিণঃ ।
অসকৃৎ পাপকর্মাণং বালস্ত্রীবিত্তঘাতকম্ ॥ ৯
তস্মাত্ত্বমস্য পাপস্য কর্মণঃ ফলমাপ্নুহি ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যসি মহীমিমাম্ ॥ ১০
অপ্রাপ্নুবন্ ক্বচিৎ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কেনচিৎ ।
নির্জনানসহায়স্ত্বং দেশান্ প্রবিচরিষ্যসি ॥ ১১
ভবিত্রী ন হি তে ক্ষুদ্র জনমধ্যেষু সংস্থিতিঃ ।
পূয়শোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া অশ্বত্থামার বনগমন এবং পাণ্ডবগণকর্তৃক মণি দান করত দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! পাপী অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্র পাণ্ডববংশের গর্ভের দিকে নিক্ষেপ করিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন । এই সময় তিনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলেন । ১

বহুদিন পূর্ব্বের এক ঘটনা, রাজা বিরাটের কন্যা এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরা যখন উপপ্লব্যনগরে বাস করিতেছিল, সেই সময় কোন এক ব্রতচারী ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ২

বৎসে ! যখন কৌরববংশ সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণ হইয়া যাইবে, তখন তোমার এক পুত্র লাভ হইবে এবং এইজন্য সেই গর্ভস্থ শিশুর নাম 'পরিক্ষিৎ' হইবে ॥ ৩

সেই সাধু ব্রাহ্মণের এই বাক্য সত্য হইবে । উত্তরার পুত্র পরিক্ষিৎই পুনরায় পাণ্ডববংশের প্রবর্ত্তক হইবে ॥ ৪

সাত্বতবংশশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি উহার উত্তরদান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৫

কমলনয়ন কেশব ! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত করিতে করিতে এই সময় যে কথা বলিতেছ, উহা কখনও সত্য হইবে না । আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না ॥ ৬

হে কৃষ্ণ ! আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্র বিরাটকন্যা উত্তরার গর্ভের উপর পতিত হইবে, যাহাকে তুমি রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ॥ ৭

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এই দিব্যাস্ত্রের প্রহার ত' অব্যর্থ ই হইবে । উত্তরার এই গর্ভ মৃত অবস্থাতেই নিষ্ক্রান্ত হইবে, তারপর সে দীর্ঘায়ু লাভ করিবে ॥ ৮

কিন্তু তোমাকে সকল মনীষী পুরুষ কাপুরুষ, পাপী, বারংবার পাপকর্ম্মকারী ও শিশুপ্রাণঘাতক বলিয়াই জানিবেন । সেইজন্য তুমি এই পাপকর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হও । আজ হইতে তিন হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত তুমি এই ভূতলে বিচরণ করিতে থাকিবে । তুমি জগতে কখনও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিয়া সুখলাভ করিতে পারিবে না । তুমি একাকীই নির্জন স্থানে ঘুরিতে থাকিবে ॥৯-১১

অরে নীচ ! তুমি মনুষ্যসমাজমধ্যে থাকিতে পারিবে না । তোমার দেহ হইতে পূয় ও রক্তের দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে ; অতএব তোমার দুর্গম স্থানেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । পাপাত্মন্ ! তুমি সর্ব্বপ্রকার রোগে পীড়িত হইয়া এদিক্ ওদিক পরিক্রমা করিতে থাকিবে । ১২ ;

বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্বব্যাধিসমন্বিতঃ।
বয়ঃ প্রাপ্য পরিক্ষিৎ তু বেদব্রতমবাপ্য চ ॥ ১৩
কৃপাচ্ছারদ্বতাচ্ছূরঃ সর্বাস্ত্রাণ্যুপপৎস্যতে।
বিদিত্বা পরমাস্ত্রাণি ক্ষত্রধর্মব্রতে স্থিতঃ ॥ ১৪
ষষ্টিং বর্ষাণি ধর্মাত্মা বসুধাং পালয়িষ্যতি।
ইতশ্চোর্ধ্বং মহাবাহুঃ কুরুরাজো ভবিষ্যতি ॥ ১৫
পরিক্ষিন্নাম নৃপতিমিষতস্তে সুদুর্মতে।
অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্নিতেজসা।
পশ্য মে তপসো বীর্যং সত্যস্য চ নরাধম ॥ ১৬

ব্যাস উবাচ।

যস্মাদনার্যবৃত্তং ত্বয়াস্মান্ কর্মদারুণম্।
ব্রাহ্মণস্য শতশ্চৈব যস্মাৎ তে বৃত্তমীদৃশম্ ॥ ১৭
তস্মাদ্ যদ্ দেবকীপুত্র উক্তবানুত্তমং বচঃ।
অসংশয়ং তে তদ্ ভাবি ক্ষত্রধর্মস্থয়াশ্রিতঃ ॥ ১৮

অশ্বত্থামোবাচ।

সহৈব ভবতা ব্রহ্মন্ স্থাস্যামি পুরুষেষ্বিহ
সত্যবাগস্তু ভগবানয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রদায়াথ মণিং দ্রৌণিঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
জগাম বিমনাস্তেষাং সর্বেষাং পশ্যতাং বনম্ ॥ ২০
পাণ্ডবাশ্চাপি গোবিন্দং পুরস্কৃত্য হতদ্বিষঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঞ্চৈব নারদঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ২১
দ্রৌণপুত্রস্য সহজং মণিমাদায় সত্বরাঃ।
দ্রৌপদীমভ্যধাবন্ত প্রায়োপেতাং মনস্বিনীম্ ॥ ২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সদশ্বৈরনিলোপমৈঃ।
অভ্যয়ুঃ সহদাশার্হাঃ শিবিরং পুনরেব হি ॥ ২৩
অবতীর্য্য রথেভ্যস্তু ত্বরমাণা মহারথাঃ।
দদৃশুর্দ্রৌপদীং কৃষ্ণামার্তামার্ততরাঃ স্বয়ম্ ॥ ২৪
তামুপেত্য নিরানন্দাং দুঃখশোকসমন্বিতাম্।
পরিবার্য্য ব্যতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ ॥২৫

পরিক্ষিৎ দীর্ঘায়ু লাভ করত ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং বেদাধ্যয়নের ব্রত ধারণ করিবে। এই বীরবর বালক শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্যের নিকট হইতেই সমস্ত অস্ত্রসকলের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩।

এইভাবে উত্তম অস্ত্রসকলের জ্ঞান লাভ করত ক্ষত্রিয়-ধর্মে অবস্থান পূর্ব্বক ষাট্ বৎসর এই পৃথিবী পালন করিবে। ১৪।

দুর্মতে! ইহার পর তোমার সাক্ষাতেই মহাবাহু কুরুরাজ পরিক্ষিৎই এই ভূমণ্ডলের সম্রাট্ হইবে।১৫।

নরাধম! তোমার অস্ত্রাগ্নির তেজে দগ্ধ সেই বালককে আমি জীবিত করিয়া দিব। সেই সময় তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের প্রভাব দেখিতে পাইবে। ১৬

ব্যাসদেব বলিলেন,—দ্রোণনন্দন! তুমি আমাদের অনাদর করিয়া এই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিয়াছ, ব্রাহ্মণ হইলেও তোমার আচার এরূপ হইয়া গিয়াছে যে, তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মকেই নিজের করিয়া লইয়াছ; সেইজন্য দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তম বাক্য বলিয়াছেন, এই সব তোমার অবশ্যই হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

অশ্বত্থামা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এখন আমি মনুষ্যগণ মধ্যে কেবল আপনারই সঙ্গে থাকিব। এই ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বচন সত্য হউক। ১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ইহার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণকে মণি প্রদান করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিষণ্ণ মনে তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষাতে বনে গমন করিলেন। ২০

অন্যদিকে যাঁহাদের শত্রুরা নিহত হইয়াছে, সেই পাণ্ডবগণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং মহামুনি নারদকে অগ্রে করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সহিতই উৎপন্ন মণির জন্য আমরণ অনশনে উপবিষ্টা মনস্বিনী দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অতি দ্রুত গমন করিলেন। ২১-২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহ এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেস্থান হইতে বায়ুতুল্য বেগশালী উত্তম অশ্বগণের দ্বারা পুনরায় শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৩

সেস্থানে রথ হইতে নামিয়া এই মহারথী বীরগণ অতিশয় ত্বরাসহকারে আসিয়া শোকপীড়িতা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহারা স্বয়ংও সেই সময় শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। ২৪

দুঃখ-শোকে নিমগ্না আনন্দশূন্যা দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করত উপবেশন করিলেন। ২৫

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রদদৌ তং মণিং দিব্যং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৬
অয়ং ভদ্রে তব মণিঃ পুত্রহন্তুর্জিতঃ স তে।
উত্তিষ্ঠ শোকমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রধর্মমনুস্মর ॥ ২৭
প্রয়াণে বাসুদেবস্য শমার্থমসিতেক্ষণে
যান্যুক্তানি ত্বয়া ভীরু বাক্যানি মধুরাণি চ ॥ ২৮
নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ভ্রাতরো ন চ।
ন বৈ ত্বমিতি গোবিন্দ শমমিচ্ছতি রাজনি ॥ ২৯
উক্তবত্যসি তীব্রাণি বাক্যানি পুরুষোত্তমম্
ক্ষত্রধর্মানুরূপাণি তানি সংস্মর্তুমর্হসি ॥ ৩০
হতো দুর্যোধনঃ পাপো রাজ্ঞস্তস্য পরিপন্থিকঃ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং বিপ্রুষতো ময়া ॥ ৩১
বৈরস্য গতমানৃণ্যং ন স্ম বাচ্যা বিবক্ষতাম্।
জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্ গৌরবেণ চ ॥ ৩২

যশোঽস্য পতিতং দেবি শরীরং দ্বরশেষিতম্।
বিযোজিতশ্চ মণিনা ভ্রংশিতশ্চায়ুষঃ ভুবি ॥ ৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কেবলানৃণ্যমাপ্তাস্মি গুরুপুত্রো গুরুর্মম।
শিরস্যেতং মণিং রাজা প্রতিবধ্নাতু ভারত ॥ ৩৪
তং গৃহীত্বা ততো রাজা শিরসোবাকরোৎ তদা।
গুরোরুচ্ছিষ্টমিত্যেব দ্রৌপদ্যা বচনাদপি ॥ ৩৫
ততো দিব্যং মণিবরং শিরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ।
শুশুভে স তদা রাজা সচন্দ্র ইব পর্বতঃ ॥ ৩৬
উত্তস্থৌ পুত্রশোকার্তা ততঃ কৃষ্ণা মনস্বিনী।
কৃষ্ণঞ্চাপি মহাবাহুঃ পরিপপ্রচ্ছ ধর্মরাট্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনায়াং

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

তারপর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাবল ভীমসেন সেই দিব্য মণি দ্রৌপদীর হাতে প্রদান করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ২৬

ভদ্রে! এই তোমার পুত্রহন্তাকারী অশ্বত্থামার মণি তোমার এই শত্রুকে আমরা পরাজিত করিয়াছি এখন শোক পরিত্যাগ পূর্বক উত্থিত হও এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা স্মরণ কর। ২৭

কাজলবর্ণনেত্রযুক্তে! ভীরু যখন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণের নিকট সন্ধি স্থাপন করাইবার জন্য গমন করিতেছিলেন, তখন তুমি তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলে, তাহা তুমি স্মরণ কর। ২৮

তখন রাজা যুধিষ্ঠির শান্তির জন্য সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই সময় তুমি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে এই অতিশয় কঠোর বাক্য বলিয়াছিলে—গোবিন্দ! (আমার অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া শত্রুদের সহিত সন্ধি করিতে যাইতেছ, ইহাতে আমি মনে করি যে) আমার পতিরা নাই, পুত্রগণ নাই, ভ্রাতৃবৃন্দ নাই এবং আমার তুমিও নাই। ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে কথিত [illegible] বাক্য আজ তোমার স্মরণ করা উচিত। ২৯-৩০

আমাদের [illegible] অপহরণকারী পাপী দুর্যোধন নিহত হইয়াছে এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভূতলে পতিত দুঃশাসনের রক্ত আমি পান করিয়াছি। শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ আমরা লইয়াছি, এ বিষয়ে কিছু বলিতে অভিলাষী ব্যক্তি আমাদের নিন্দা করিতে পারিবে না। আমরা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র বলিয়া আমরা তাহাকে জীবিত পরিত্যাগ করিয়াছি। ৩১-৩২

হেসি! উহার যশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল দেহই রহিয়া গিয়াছে। তাহার মণি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং ভূতলে তাহাকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ৩৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভারত গুরুপুত্র ত' আমারও নিকট গুরুরই তুল্য আমি কেবল পুত্র-বধের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক ছিলাম, উহা পাইয়াছি এখন মহারাজ সেই মণি নিজ মস্তকে ধারণ করুন। ৩৪

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই মণি গ্রহণ করত দ্রৌপদীর কথানুসারে উহা নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। তিনি সেই মণিকে গুরুর প্রসাদ বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। ৩৫

এই দিব্য ও উত্তম মণিকে মস্তকে ধারণ করত শক্তিশালী রাজা যুধিষ্ঠির চন্দ্রোদয়ের শোভাযুক্ত উদয়াচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৬

তখন পুত্রশোকে পীড়িতা মনস্বিনী কৃষ্ণা অনশন ত্যাগ করত উত্থিতা হইলেন এবং মহাবাহু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বান্তর্গত ঐষীকপর্বে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যস্য সর্ব্বেষাং পুত্রাণাং সৈন্যানাং মৃত্যুমধিকৃত্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য জিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণেন ভগবতঃ শঙ্করস্য মহিমবর্ণনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

হতেষু সর্বসৈন্যেষু সৌপ্তিকে তৈ রথৈস্ত্রিভিঃ
শোচন্ যুধিষ্ঠিরো রাজা দাশার্হমিদমব্রবীৎ ॥ ১

কথং নু কৃষ্ণ পাপেন ক্ষুদ্রেণাকৃতকর্মণা ।
দ্রৌণিনা নিহতাঃ সর্বে মম পুত্রা মহারথাঃ ॥ ২

তথা কৃতাস্ত্রবিক্রান্তাঃ সহস্রশতযোধিনঃ
দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রৌণপুত্রেণ পাতিতাঃ ॥ ৩

যস্য দ্রোণো মহেষ্বাসো ন প্রাদাদাহবে মুখম্ ।
নিজঘ্নে রথিনাং শ্রেষ্ঠং ধৃষ্টদ্যুম্নং কথং নু সঃ ॥ ৪

কিং নু তেন কৃতং কর্ম তথাযুক্তং নরর্ষভ ।
যদেকঃ সমরে সর্বানবধীন্নো গুরোঃ সুতঃ ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ

নূনং স দেবদেবানামীশ্বরেশ্বরমব্যয়ম্

জগাম শরণং দ্রৌণিরেকস্তেনাবধীদ্ বহূন্ ॥ ৬

প্রসন্নো হি মহাদেবো দদ্যাদমরতামপি ।
বীর্যঞ্চ গিরিশো দদ্যাদ্ যেনেন্দ্রমপি শাতয়েৎ ॥ ৭

বেদাহং হি মহাদেবং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ।
যাংশ্চাস্য পুরাণানি কর্মাণি বিবিধানি চ ॥ ৮

আদিরেষ হি ভূতানাং মধ্যমন্তশ্চ ভারত ।
বিচেষ্টতে জগচ্চেদং সর্বমস্যৈব কর্মণা ॥ ৯

এবং সিসৃক্ষুর্ভূতানি দদর্শ প্রথমং বিভুঃ ।
পিতামহোঽব্রবীচ্চৈনং ভূতানি সৃজ মা চিরম্ ॥ ১০

হারকেশস্তথেত্যুক্ত্বা ভূতানাং দোষদর্শিবান্ ।
দীর্ঘকালং তপস্তেপে মগ্নোঽম্ভসি মহাতপাঃ ॥ ১১

সুমহাংস্তু ততঃ কালঃ প্রতীক্ষ্যৈনং পিতামহঃ ।
স্রষ্টারং সর্বভূতানাং সসর্জ মনসা পরম্ ॥ ১২

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[নিজের সমস্ত পুত্র ও সৈন্যগণের মৃত্যু বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভগবান শঙ্করের মহিমা বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় সেই তিন মহারথী পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে যে সংহার করিয়াছিলেন, উহার জন্য শোক করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির দাশার্হনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

হে কৃষ্ণ ! নীচ ও পাপাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কোন বিশেষ তপস্যা বা পুণ্যকর্ম করেন নাই, যাহার ফলে উঁহার মধ্যে অলৌকিক শক্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে । তথাপি তিনি আমার সকল মহারথী পুত্রদিগকে কিভাবে বধ করিলেন ?২-৩

মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে যাহার সম্মুখে মুখদর্শন করাইতেন না, সেই রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামা কিভাবে বধ করিলেন ? ৪

নরশ্রেষ্ঠ ! আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা এরূপ কোন্ উপযুক্ত কর্ম করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি একাকী হইয়াও সমরাঙ্গণে আমাদের সকল সৈন্যকে বধ করিতে সমর্থ হইলেন ? ৫

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্ ! নিশ্চয়ই অশ্বত্থামা ঈশ্বরেরও ঈশ্বর দেবাধিদেব অবিনাশী ভগবান্ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিয়াছিল, এইজন্য সে একাকীই বহুসংখ্যক বীরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে । ৬

পর্ব্বতের উপর শয়নকারী মহাদেব প্রসন্ন হইলে পর অমরত্বও দান করিতে পারেন । তিনি শরণগ্রহণকারী ভক্তকে এরূপ শক্তি দান করেন, যাহাতে তিনি ইন্দ্রকেও নষ্ট করিতে সমর্থ হন্ । ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি মহাদেবকে যথার্থরূপে জানি । তাঁহার যে নানাপ্রকার প্রাচীন কর্মসকল আছে, তাহাদের সহিতও আমার পূর্ণ পরিচয় আছে ॥ ৮

ভরতনন্দন ! এই ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত । তাঁহারই প্রভাবে এই সারা জগৎ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে ॥ ৯

প্রভাবশালী ব্রহ্মা প্রাণিগণের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় সর্ব্ব প্রথমে মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন । তখন পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—প্রভো ! আপনি অবিলম্বে সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টি করুন ॥ ১০

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া ভূতগণের নানাপ্রকার দোষ দর্শন করত জলে মগ্ন হইয়া যাইলেন এবং কঠোর তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন । ১১

অন্যদিকে পিতামহ ব্রহ্মা সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতীক্ষা করত নিজের মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা অপর সর্ব্বভূতস্রষ্টাকে উৎপন্ন করিলেন । ১২

সোঽব্রবীৎ পিতরং দৃষ্ট্বা গিরিশং সুপ্তমম্ভসি ।
যদি মে নাগ্রজোঽস্ত্যন্যস্ততঃ স্রক্ষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥ ১৩
তমব্রবীৎ পিতা নাস্তি ত্বদন্যঃ পুরুষোঽগ্রজঃ ।
স্থাণুরেষ জলে মগ্নো বিত্রস্তঃ কুরু বৈকৃতম্ ॥ ১৪
ভূতাগ্রযসৃজৎ সপ্ত দক্ষাদাংস্তু প্রজাপতীন্ ।
যৈরিমং ব্যকরোৎ সর্বং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥ ১৫
তাঃ সৃষ্টমাত্রাঃ ক্ষুধিতাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রজাপতিম্ ।
বিভক্ষয়িষবো রাজন্ সহসা প্রাদ্রবংস্তদা ॥ ১৬
স ভক্ষ্যমাণস্ত্রাণার্থী পিতামহমুপাদ্রবৎ
আভো মাং ভগবাংস্ত্রাতু বৃত্তিরাসাং বিধীয়তাম্ ॥১৭
ততস্তাভ্যো দদাবন্নমোষধীঃ স্থাবরাণি চ ।
জঙ্গমানি চ ভূতানি দুর্বলানি বলীয়সাম্ ॥ ১৮

সেই বিরাট্ পুরুষ বা স্রষ্টা মহাদেবকে জলমধ্যে শয়ন করিতে দেখিয়া নিজ পিতা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—যদি অপর কোন ব্যক্তি আমা হইতে জ্যেষ্ঠ না হন্, তবে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিব । ১৩

ইহা শ্রবণ করত পিতা ব্রহ্মা স্রষ্টাকে বলিলেন,—তুমি ব্যতীত অপর কেহ অগ্রজ নাই এই স্থাণু (শিব) ও জলে নিমগ্ন হইয়াছে, অতএব তুমি নিশ্চিত হইয়া সৃষ্টি কার্য আরম্ভ কর ।১৪

তখন স্রষ্টা সাত প্রকার প্রাণী ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণকে উৎপন্ন করিলেন, যাহাদের দ্বারা তিনি এই চার প্রকার সমস্ত প্রাণিসমুদায়ের বিস্তার করিলেন । ১৫

রাজন্ ! সৃষ্টি আরম্ভ হইবামাত্র সমস্ত প্রজারা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিবার বাসনায় সহসা তাঁহার নিকটে ধাবিত হইয়া যাইল । ১৬

তখন প্রজারা প্রজাপতিকে নিজেদের আহার্যরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য তীব্র বেগে পলায়ন করত পিতামহ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং [illegible] ভগবন্ ! আপনি আমাকে এই প্রজাগণ হইতে রক্ষা করুন [illegible] ইহাদের জন্য জীবিকাবৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিন । ১৭

তখন ব্রহ্মা সেই প্রজাগণের অন্ন ও ওষধিপ্রভৃতি স্থাবর বৃক্ষসকল জীবন নির্বাহের জন্য প্রদান করিলেন এবং অত্যন্ত বলবান্ হিংস্র জন্তুগণের জন্য দুর্বল জঙ্গম প্রাণিদিগকেই তাহাদের খাদ্যরূপে স্থির করিয়া দিলেন ।

বিহিতাস্ত্রাঃ প্রজাস্তাস্তু জগ্মুঃ সর্বাঃ যথাগতম্ ।
ততো ববৃধিরে রাজন প্রীতিমত্যঃ স্বযোনিষু ॥ ১৯
ভূতগ্রামে বিবৃদ্ধে তু তুষ্টে লোকগুরাবপি ।
উদতিষ্ঠজ্জলাজ্জোষ্ঠঃ প্রজাস্রষ্টা দদর্শ সঃ ॥২০
বহুরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা বিবৃদ্ধাশ্চ স্বতেজসা ।
চুক্রোধ ভগবান্ রুদ্রো লিঙ্গং স্বং চাপ্যবিধ্যত ॥ ২১
তৎ প্রবিদ্ধং তথা ভূমৌ তত্রৈব প্রত্যতিষ্ঠত ।
তমুবাচাথায়ো ব্রহ্মা বচোভিঃ শময়ন্নিব ॥ ২২
কিং কৃতং সলিলে শর্ব চিরকালাবৃতেন তে ।
কিমর্থং চেদমুৎপাদ্য লিঙ্গং ভূমৌ প্রবেশিতম্ ॥ ২৩
সোঽব্রবীদ্ব্রহ্মাতসংবৃতস্য লোকগুরুরুরু রুম্ ।
প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরৈরেমাঃ কিং করিষ্যামানেন বৈ ॥ ২৪

যাহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারা যখন ভোজনের ব্যবস্থা হইল, তখন সেই প্রকার সেইভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবে তাহারা ফিরিয়া যাইল রাজন্ ! তদনন্তর সমস্ত প্রজারা নিজ নিজ [illegible] পরস্পর পরিবর্ধিত হইতে লাগিল ।

যখন প্রাণিবর্গের সর্বতোভাবে বৃদ্ধি হইল এবং জগদ্গুরু ব্রহ্মাও সন্তুষ্ট হইলেন, তখন সেই জ্যেষ্ঠ পুরুষ শিব জল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন যাহাকে [illegible] সিদ্ধাই তিনি সেই সৃষ্ট প্রজাগণকে দেখিলেন । ২০

অনেক রূপবিশিষ্ট প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারা নিজ নিজ তেজেই বর্দ্ধিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া ভগবান্ রুদ্র কুপিত হইলেন ও নিজ লিঙ্গ ছেদন করত নিক্ষেপ করিলেন । ২১

এইভাবে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত সেই লিঙ্গ সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইলেন । তখন অবিনাশী ব্রহ্মা নিজ বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে যেন শান্ত করিতে করিতেই বলিলেন । ২২

রুদ্রদেব ! আপনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত জলে অবস্থান করত কোন্ কার্য করিয়াছেন ? এবং এই লিঙ্গকে উৎপন্ন করিয়া কিজন্য পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন ? ২৩

এই প্রশ্ন শ্রবণ পূর্বক কুপিত জগদ্গুরু শিব ব্রহ্মাকে বলিলেন, —প্রজাগণের সৃষ্টি তো অপর ব্যক্তি করিয়াছে সুতরাং এই লিঙ্গকে রাখিয়া আমি আর কি করিব

তপসাধিগতং চান্নং প্রজার্থং মে পিতামহ।
ওষধ্যঃ পরিবর্তেরন্ যথৈবং সততং প্রজাঃ ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা স সক্রোধো জগাম বিমনা ভবঃ।
গিরেমূর্জবতঃ পাদং তপস্তপ্তুং মহাতপাঃ ॥ ২৬

পিতামহ! আমি জলমধ্যে তপস্যা করত প্রজাগণের জন্য অন্নপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই অন্নরূপী ওষধিসকল প্রজাগণতুল্য নিরন্তর বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত হইতে থাকিবে। ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি যুধিষ্ঠির কৃষ্ণসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ মহাতপস্বী মহাদেব বিষণ্ণমনে মুঞ্জবান্ পর্ব্বতের পাদদেশে তপস্যা করিবার জন্য গমন করিলেন। ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মহাদেবস্য কোপেন দেব-যজ্ঞ-জগতাং দুরবস্থা, পুনস্তস্য প্রসাদন সর্ব্বেষাং শান্তিলাভশ্চ]

শ্রীভগবানুবাচ।

ততো দেবযুগেঽতীতে দেবা বৈ সমকল্পয়ন্।
যজ্ঞং বেদপ্রমাণেন বিধিবদ্ যষ্টুমীপ্সবঃ ১
কল্পয়ামাসুরথ তে সাধনানি হবীংষি চ।
ভাগার্হী দেবতাশ্চৈব যজ্ঞিয়ং দ্রব্যমেব চ ॥ ২
তা বৈ রুদ্রমজানন্তো যাথাতথ্যেন দেবতাঃ।
নাকল্পয়ন্ত দেবস্য স্থাণোর্ভাগং নরাধিপ ॥ ৩
সোঽকল্পমানে ভাগে তু কৃত্তিবাসা মখেঽমরৈঃ।
ততঃ সাধনমন্বিচ্ছন্ ধনুরাদৌ সসর্জ্জ হ ॥ ৪
লোকযজ্ঞঃ ক্রিয়াযজ্ঞো গৃহযজ্ঞঃ সনাতনঃ।
পঞ্চভূতনৃযজ্ঞশ্চ জজ্ঞে সর্ব্বময়ং জগৎ ॥ ৫
লোকযজ্ঞৈর্নৃযজ্ঞৈশ্চ কপর্দী বিদধে ধনুঃ
ধনুঃ সৃষ্টমভূৎ তস্য পঞ্চকিষ্কুপ্রমাণতঃ ॥ ৬
বষট্কারোঃ ভবজ্যা তু ধনুষস্তস্য ভারত
যজ্ঞাঙ্গানি চ চত্বারি তস্য সংনহনেঽভবন্ ॥ ৭
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবস্তদুপাদায় কার্ম্মুকম্
আজগামাথ তত্রৈব যত্র দেবাঃ সমীজিরে ॥ ৮
তমাত্তকার্ম্মুকং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমব্যয়ম্।
বিব্যথে পৃথিবী দেবী পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে ॥ ৯

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মহাদেবের কোপে দেবতা, যজ্ঞ ও জগতের দুরবস্থা এবং তাঁহার প্রসাদে পুনরায় সকলের শান্তিলাভ।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তদনন্তর সত্যযুগ অতিক্রান্ত হইলে পর দেবতারা বিধিপূর্ব্বক ভগবানের যজনা করিবার ইচ্ছায় বৈদিক প্রমাণানুসারে যজ্ঞের কল্পনা করিলেন। ১

তাহার পর তাঁহারা যজ্ঞের সাধন, হবিষ্য, যজ্ঞভাগের অধিকারী দেবতা ও যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যসকলের কল্পনা করিলেন। ২

হে নরাধিপ! সেই সময় দেবগণ ভগবান্ রুদ্রকে যথার্থরূপে জানিতেন না; সেই কারণে তাঁহারা 'স্থাণু' নামধারী ভগবান্ শিবের যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলেন। ৩

যখন দেবগণ যজ্ঞে তাঁহার কোন ভাগ নিরত করিয়া রাখিলেন না, তখন ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী ভগবান্ শিব তাঁহাদের দমনের জন্য সাধন-সংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ধনু সৃষ্টি করিলেন। ৪

লোকযজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, সনাতন গৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই পঞ্চপ্রকার যজ্ঞ। ইহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৫

মস্তকে জটাজুটধারী ভগবান্ শিব লোকযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ হইতে একটি ধনু নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার এই ধনু পাঁচ হাত প্রমাণ লম্বারূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। ৬

হে ভারত! বষট্কার এই ধনুর প্রত্যঞ্চা (গুণ) ছিল। যজ্ঞের চার অঙ্গ স্নান, দান, হোম ও জপ সেই ভগবান্ শিবের জন্য কবচ হইয়াছিল। ৭

তদনন্তর কুপিত মহাদেব এই ধনু গ্রহণ করত সেই স্থানে আসিলেন, যেস্থানে দেবগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। ৮

এই ব্রহ্মচারী ও অবিনাশী রুদ্রকে হস্ত উদ্যত করিয়া থাকিতে দেখিয়া পৃথিবীদেবী ব্যথিতা হইলেন এবং পর্ব্বতসকল কাঁপিতে লাগিল। ৯

ন ববৌ পবনশ্চৈব নাগ্নির্জজ্বাল চৈধিতঃ
বাভ্রমচ্চাপি সংবিগ্নং দিবি নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥
ন বভৌ ভাস্করশ্চাপি সোমঃ শ্রীমুক্তমণ্ডলঃ।
তিমিরেণাকুলং সর্বমাকাশং চাভবদ্ বৃতম্ ॥ ১১
অভিভূতাস্ততো দেবা বিস্ময়ান্ন প্রজজ্ঞিরে।
ন প্রত্যভাচ্চ যজ্ঞঃ স দেবতাস্তেসিবে তথা ॥ ১২
ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পাত্রণা।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা সপাবকঃ ॥ ১৩
স তু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্য ব্যরাজত
অন্বীয়মানো রুদ্রেণ যুধিষ্ঠির নভস্তলে ॥ ১৪
অপক্রান্তে ততো যজ্ঞে সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ সুরান্
নষ্টসংজ্ঞেষু দেবেষু ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৫
ত্র্যম্বকঃ সবিতুর্বাহূ ভগস্য নয়নে তথা।
পূষ্ণশ্চ দশনান্ ক্রুদ্ধো ধনুষ্কোট্যা ব্যশাতয়ৎ ॥ ১৬

প্রাদ্রবন্ত ততো দেবা যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্বশঃ
কেচিৎ তত্রৈব ঘূর্ণন্তো গতাসব ইবাভবন্ ॥ ১৭
স তু বিদ্রাব্য তৎ সর্বং ত্রিতিকণ্ঠো বহুস্য চ।
অবষ্টভ্য ধনুষ্কোটিং রুরোধ বিবৃধাংস্ততঃ ॥ ১৮
ততো বাগময়ৈরুক্তা জ্যাং তস্য ধনুষোঽচ্ছিনৎ।
অথ তৎ সহসা রাজংশ্ছিন্নজ্যং ব্যস্ফুরদ্ ধনুঃ ॥ ১৯
ততো বিধনুষং দেবা দেবশ্রেষ্ঠমুপাগমন্।
শরণং সহ যজ্ঞেন প্রসাদং চাকরোৎ প্রভুঃ ॥ ২০
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্থাপ্য কোপং জলাশয়ে।
স জলং পাবকো ভূত্বা শোষয়ত্যনিশং প্রভো ॥ ২১
ভগস্য নয়নে চৈব বাহূ চ সবিতুস্তথা।
প্রাদাৎ পূষ্ণশ্চ দশনান্ পুনর্যজ্ঞাশ্চ পাণ্ডব ॥ ২২
ততঃ সুস্থমিদং সর্বং বভূব পুনরেব হ
সর্বাণি চ হবীংষ্যস্য দেবা ভাগমকল্পয়ন্ ॥ ২৩

বায়ুর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইল, সমিধ ও ঘৃতাদির দ্বারা প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেন না এবং আকাশে নক্ষত্রসকল উদ্বিগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

সূর্যদেবও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শ্রীহীন হইয়া যাইল এবং সমগ্র আকাশ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥১১

উহাতে অভিভূত হইয়া দেবতারা কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, সেই যজ্ঞও উত্তমরূপে প্রতীত হইতে পারিলেন না। ইহাতে সকল দেবতারাই ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১২

তদনন্তর রুদ্রদেব ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা সেই যজ্ঞের হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন অগ্নিসহ যজ্ঞ মৃগরূপধারণ করত সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ১৩

এই যজ্ঞ সেইরূপে আকাশে উপস্থিত হইয়া (মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে) প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির! আকাশমণ্ডলে রুদ্রদেব সেই অবস্থাতেও (আর্দ্রা নক্ষত্ররূপে) তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

যজ্ঞ সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে পর দেবতাদের চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া যাইল। চেতনা লোপ পাইলে দেবগণের কোন কিছুই প্রতীত হইতেছিল না ॥ ১৫

সেই সময় কুপিত ত্রিনেত্রধারী ভগবান্ শিব নিজ ধনুর কটির দ্বারা সূর্যের দুই বাহু ছেদন করিলেন, ভগের চক্ষু উৎপাটিত করিলেন এবং পূষার দন্তসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও যজ্ঞের সকলপ্রকার অঙ্গসমূহ সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন। কেহ কেহ সেস্থানেই ভ্রমণ করিতে করিতে যেন প্রাণহীন হইয়া যাইলেন

এই সব কিছুই দূরে অপসারিত করিয়া ভগবান্ নীলকণ্ঠ দেবগণকে উপহাস করিতে করিতে ধনুর কটির দ্বারা তাঁহাদের সকলকে রুদ্ধ করিলেন

তাহার পর দেবগণের দ্বারা প্রেরিতা বাগ্‌দেবী মহাদেবের ধনুর গুণ ছেদন করিয়া দিলেন। রাজন্! ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়া যাইলে পর সেই ধনু স্পন্দিত হইয়া উঠিল ॥১৯

তখন দেবগণ যজ্ঞসহকারে ধনুহীন দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় ভগবান্ শিব তাঁহাদের সকলকে কৃপা করিলেন ॥ ২০

ইহার পর প্রসন্ন রুদ্রদেব নিজ ক্রোধকে সমুদ্রে স্থাপিত করিয়া দিলেন। প্রভো! সেই ক্রোধ বড়বানলরূপ ধারণ করত নিরন্তর তাহার জলকে শোষণ করিতেছে ॥ ২১

পাণ্ডুনন্দন! তারপর ভগবান্ শিব ভগের নেত্রদ্বয়, সবিতার দুই বাহু, পূষার দন্তসকল এবং দেবগণকে যজ্ঞ প্রদান করিলেন ॥২২

তদনন্তর এই সারা জগৎ পুনরায় সুস্থির হইয়া যাইল। দেবগণ সর্বপ্রকার হবিষ্যতেই মহাদেবের ভাগ নিয়ত করিয়া দিলেন ॥ ২৩

তস্মিন্ ক্রুদ্ধেঽভবৎ সর্বমসুস্থং ভুবনং প্রভো।
প্রসন্নে চ পুনঃ সুস্থং প্রসন্নোঽস্ত্র চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৪
ততস্তে নিহতাঃ সর্বে তব পুত্রা মহারথাঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ পাঞ্চালস্য পদানুগাঃ ॥ ১৫

ন তন্মনসি কর্তব্যং ন চ তদ্ দ্রৌণিনা কৃতম্
মহাদেবপ্রসাদেন কৃতং কার্য্যমনন্তরম্ ॥ ১৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

রাজন্! ভগবান্ শঙ্কর কুপিত হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎ অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হইলে পর পুনরায় উহা সুস্থির হইল। এই শক্তিশালী ভগবান্ শিব অশ্বত্থামার উপর প্রসন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। ১৪

সেইজন্য অশ্বত্থামা আপনার সমস্ত মহারথী পুত্রগণকে এবং পাঞ্চালরাজের অনুগামী অন্য বহুসংখ্যক বীর যোদ্ধাকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৫

অতএব এবিষয়ে আপনি কিছু মনে রাখিবেন না। অশ্বত্থামা এই কার্য্য নিজ বলের দ্বারা নহে, মহাদেবের করুণায় সম্পন্ন করিয়াছে এখন আপনার প্রথমে যাহা করণীয়, উহা নিষ্পন্ন করুন। ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

যৎ পাদপদ্মসংধ্যানবলালব্ধিতশক্তিকঃ
সৌপ্তিকপর্ব্বণো ব্যাখ্যাং কৃতবান্ বঙ্গভাষয়া।
শ্রীগুরুং ত্রিজগতাং নাথং মহামহিমমণ্ডিতম্।
নমাম্যোঙ্কারনাথং তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসরচিতং

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে সৌপ্তিক পর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্।

সূচীপত্র।

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন মহারথীর এক বনে বিশ্রাম, কাকগণের উপর উলূকের আক্রমণ দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে ক্রূরভাবের উদয় এবং তাহার জন্য স্বীয় দুই সুহৃদ্‌দের সহিত পরামর্শ।	৫৬৭
২।	দৈবের প্রবলতার কথা বলিয়া কৃপাচার্য্যকর্ত্তৃক অশ্বত্থামাকে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সৎপুরুষগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে প্রেরণাদান।	৫৬৭
৩।	কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে উত্তর দান করিতে করিতে অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক নিজের ক্রূরতাপূর্ণ সিদ্ধান্তজ্ঞাপন।	৫৬৭
৪।	আগামী কাল প্রাতঃকালে যুদ্ধ করিবার জন্য কৃপাচার্য্যের পরামর্শ দান এবং রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময়েই পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে অশ্বত্থামার আগ্রহ প্রকাশ	৫৬৭
৫।	কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার কথোপকথন এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিনজনের পাণ্ডব-শিবির অভিমুখে প্রস্থান।	৫৬৮
৬।	শিবিরের দ্বারে স্থিত কোন এক অদ্ভুত পুরুষকে দেখিয়া তাহার উপর অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রহার এবং অস্ত্রসকলের অভাবে চিন্তিত হইয়া অশ্বত্থামার ভগবান্ শিবের শরণগ্রহণ।	৫৬৫
৭।	অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক শিবের স্তুতি, তাঁহার সম্মুখে এক অগ্নিবেদী ও ভূতগণের আবির্ভাব এবং আত্মসমর্পণকারী অশ্বত্থামার শিবের নিকট হইতে খড়্গপ্রাপ্তি।	৫৬৮
৮।	অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক রাত্রিতে নিদ্রিত পাঞ্চালাদি সমস্ত বীরগণকে সংহার এবং তোরণদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাদিগকে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের দ্বারা বিনাশ।	৫৬৯
৯।	দুর্য্যোধনের দশা দেখিয়া কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার বিলাপ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পাঞ্চালগণের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রীত দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ।	৫৭০

অধ্যায়	বিষয়	পৃ
	ঐষীক-পর্ব্ব।	
১০।	দুষ্টদ্যুম্নের সারথির মুখ হইতে পুত্রগণ ও পাঞ্চালদের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিবার জন্য নকুলকে প্রেরণ, সুহৃদ্‌বৃন্দের সহিত শিবিরে গমন এবং মৃত পুত্রাদিকে দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের শোক।	৫৭১
১১।	যুধিষ্ঠিরের শোকে ব্যাকুলতা, দ্রৌপদীর বিলাপ ও দ্রৌণপুত্রকে বধের জন্য আগ্রহপ্রকাশ এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ভীমসেনের প্রস্থান।	৫৭১
১২।	শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অশ্বত্থামার চপলতা ও ক্রূরতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সুদর্শনচক্রের প্রার্থনার কথা শুনাইতে শুনাইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে উদ্যোগ।	৫৭১
১৩।	শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ভীমসেনের অনুগমন, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া ভীমসেনকর্ত্তৃক অশ্বত্থামাকে আহ্বান এবং অশ্বত্থামার দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ।	৫৭২
১৪।	অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিবার জন্য অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগ এবং বেদব্যাস ও দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব।	৫৭২
১৫।	বেদব্যাসের আজ্ঞায় অর্জ্জুনকর্ত্তৃক স্বীয় অস্ত্রের উপসংহার এবং নিজের মণি প্রদান করত অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক পাণ্ডবদের গর্ভে দিব্যাস্ত্র ক্ষেপণ।	৫৭২
১৬।	শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া অশ্বত্থামার বনগমন এবং পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক মণি গ্রহণ করত দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান।	৫৭২
১৭।	নিজের সমস্ত পুত্র ও সৈন্যগণের মৃত্যুবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভগবান্ শঙ্করের মহিমা বর্ণন।	৫৭৫
১৮।	মহাদেবের কোপে দেবতা, যজ্ঞ ও জগতের দুরবস্থা এবং তাঁহার প্রসাদে সকলের শান্তিলাভ।	৫৭৫